পবিত্র ত্রিপিটক

(পঞ্চম খণ্ড)

সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায়

(প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২
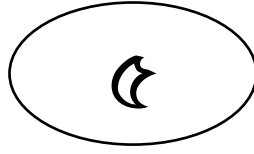
পবিত্র ত্রিপিটক (পঞ্চম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **মধ্যমনিকায়** - প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

পবিত্র ত্রিপিটক

পঞ্চম খণ্ড

[সূত্রপিটকে **মধ্যমনিকায়** - প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া
ও ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী
কর্তৃক অনূদিত

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (পঞ্চম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **মধ্যমনিকায়** - প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

অনুবাদকবৃন্দ : শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া
ও ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-05
(Strapitake Madhyam nikay - 1st, 2nd & 3rd Part)
Translated by Ven. Dharmadhar Mahasthabir, Sree Benimadhab
Barua & Dr. Binayendra Nath Chouwdhury
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3067-0

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত অট্‌ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

সূত্রপিটকে

মধ্যমনিকায়

(প্রথম খণ্ড)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক
শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ : ২৪৮৩ বুদ্ধাব্দ, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ
প্রথম প্রকাশক : শ্রীঅধরলাল বড়ুয়া
১০৬ এ, চরকডাঙ্গা রোড, কলিকাতা

উৎসর্গ

যিনি আমার বাল্যে ও কৈশোরে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া এবং
তাঁহার সর্বস্ব দিয়া আমার জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন
সেই পিতৃতুল্য পরমারাধ্য খুল্লতাত ধনঞ্জয় তালুকদার
এবং
আশৈশব যিনি প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে পুত্রাধিক স্নেহে আমার জীবন
পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন সেই জননীস্বরূপা পরমারাধ্যা স্বর্গতা
খুল্লমাতা শশীকুমারী দেবীর শ্রীচরণোদ্দেশে এই অনুবাদ
গ্রন্থখানি সশ্রদ্ধে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

বেণীমাধব

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় (প্রথম খণ্ড)

মূল পঞ্চাশ সূত্র

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের মজ্ঝিমনিকায়ের প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডিলিট মহোদয় এই গ্রন্থের অনুবাদক। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মজ্ঝিমনিকায়ের ভাব ও ভাষা যেরূপ দুরূহ তাহাতে ডক্টর বড়ুয়ার মতো এরূপ অভিজ্ঞ পালি ভাষাবিদ পণ্ডিত না হইলে বঙ্গানুবাদ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। তাঁহার এই নিঃস্বার্থপরতামূলক কার্যের জন্য ত্রিপিটক বোর্ড তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। ইতি—

১০৬ এ, চরকডাঙ্গা রোড, কলিকাতা
২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭
২৪৮৩ বুদ্ধাব্দ, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ

শ্রী অধরলাল বড়ুয়া
সম্পাদক
যোগেন্দ্র রূপসীবালা
ত্রিপিটক বোর্ড

ভূমিকা

বঙ্গভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের, বিশেষত পালি ত্রিপিটকের অনুবাদ প্রকাশের প্রচেষ্টা নূতন নহে। যাঁহারা এরূপ দুরূহ অনুবাদ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ছয় খণ্ড জাতকের অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পালি ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা এবং উদানের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের অনুবাদ আশানুরূপ মূলানুগ হয় নাই। 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড' হইতে বর্তমান সিরিজে পালি বিনয় মহাবগ্গের অনুবাদ পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুবাদের কৃতিত্ব এখনো পাঠকবর্গের বিচারাধীন।

মজ্ঝিমনিকায়ের ন্যায় লোকপ্রসিদ্ধ ও দুরূহ পালি সূত্রপিটকের গ্রন্থ অনুবাদ করিতে গিয়া স্বতঃই মনে চিন্তা হইয়াছে, আমার দ্বারা মূলের গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য অব্যাহত রাখিয়া অনুবাদ করা আদৌ সম্ভবপর হইবে কি না। পালি মূল গ্রন্থগুলিকে বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত করিতে হইলে যে প্রণালি অবলম্বন করা বিধেয়, তদ্‌বিষয়ে রবীন্দ্রেনাথ যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা আমি বিশেষ যত্নসহকারে বিবেচনা করিয়াছি। অর্থকথা বা ভাষ্যের বিশদ এবং বহুস্থলে অতিরিক্ত ব্যাখ্যার বোঝায় ভারাক্রান্ত না করিয়া যাহাতে অনুবাদ মূল্যের রচনা-বিন্যাস, ছন্দ, অর্থসঙ্গতি এবং শক্তি রক্ষা করিয়া, অথচ যাহাতে যে ভাষায় অনুবাদ করিতেছি উহারই রচনাপদ্ধতি অনুরণ করিতে পারি সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে, মূলের সহিত যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া; মোটের উপর, যাহাতে পাঠকের মনে এই ধারণা হয় যেন ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ পালির পরিবর্তে বঙ্গভাষাতেই তাঁহাদের বাণী প্রচার করিতেছেন। এই প্রকার দুঃসাহস লইয়াই আমি এই কার্যে ব্রতী হই। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিচার করিবেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অথবা বানানগত দুই চারিটি ভুল-ভ্রান্তি সহজে মার্জনীয়, কারণ আমি তদ্গতচিত্ত হইয়া আমার মূল লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্যই আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি। বর্তমান খণ্ডের অনুবাদ পাঠকদিগের সন্তোষ বিধানে সক্ষম হইলে এবং তাঁহাদিগের সহানুভূতি প্রাপ্ত

হইলে, আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিব, বাসনা রহিল।

বুদ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যগণের বিচারে পরমত খণ্ডনের পক্ষেই পালি ত্রিপিটকের মধ্যে মজ্ঝিমনিকায় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উহার প্রথম বর্গের শেষে উহার ভাবের গভীরতাদির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কতগুলি পরবর্ত্তীকালে রচিত গাথা সন্নিবিষ্ট আছে। আমার বিবেচনায় বুদ্ধের জীবন ও বাণীর যথার্থ মর্ম সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে মজ্ঝিমনিকায়ই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। অপর কোনো গ্রন্থে বুদ্ধের হৃদয় এত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সূত্রগুলি সর্বত্রই চিত্তবিমুক্তির এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দ্বিবিধ বিমুক্তিকে লক্ষ করিয়াছে এবং ওই লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃত সাধনপন্থা এবং অন্তরায়গুলি নির্দেশ করিয়াছে।

প্রত্যেক সূত্রের অনুবাদে দীর্ঘ ভূমিকা সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাহা হইতে নিরস্ত হইয়াছি। বিশেষত মৎসংকলিত 'বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষে' প্রত্যেক সূত্রের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছি। অতএব এ স্থলে উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

পালি সংযুক্তনিকায় এবং বিনয় মহাবগ্গের অন্তর্ভুক্ত 'ধম্মচক্ক-পবত্তন-সুত্তকেই ভগবান বুদ্ধের প্রথম উপদেশ বলিয়া পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই সূত্রটি দীর্ঘ এবং মজ্ঝিমনিকায়ে স্থান পায় নাই। 'ধম্মচক্ক-পবত্তন-সুত্তে' দ্বিবিধ অন্ত, মধ্যপথ, চারি আর্যসত্য এবং অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ যে আকারে উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনুরূপ কোনো উক্তি মজ্ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত 'অরিয-পরিযেসন-সুত্তে' বর্ণিত ঋষিপত্তন মৃগদাবে বুদ্ধপ্রদত্ত উপদেশে দৃষ্ট হয় না। বরং মজ্ঝিমনিকায়ের প্রথম সূত্রের নাম মূলপরিয়ায় (পূল পর্যায়) এবং জাতকসমূহের মধ্যেও একটি বিশিষ্ট জাতকের নাম মূলপরিযায়। মূলপর্যায়-সূত্র পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক মতের সহিত অনৈক্য প্রদর্শন করিয়াই বুদ্ধমত স্থাপন করা হইয়াছে। মহাভারতের সর্বত্রই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কাল বিশ্বনিয়ন্তা এবং কাল দুরতিক্রম্য। মূলপর্যায় জাতকে এই লোকমত নিরস্ত করিয়াই বৌদ্ধ কালাতিক্রম্য-বাদ প্রচার করা হইয়াছে। মজ্ঝিমনিকায়ের দ্বিতীয় সূত্রে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমি কে, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি, পরে কোথায় যাইব এবং এখনো বা কি ভাবে আছি, ইত্যাদি লোকসম্মত দার্শনিক প্রশ্নগুলিকে প্রকৃত মননযোগ্য দার্শনিক সমস্যা বলিয়া

গৃহীত হইতে পারে না। আর্যপর্যেষণ-সূত্রের দ্বিবিধ পর্যেষণ সম্পর্কিত ভগবান বুদ্ধের সমগ্র উক্তি বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত (৪-৪-২২-২৫) ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এষণ বিষয়ক বিশিষ্ট উপদেশেরই বিশদ বিবৃতি মাত্র। মহাসত্যক-সূত্রে বর্ণিত প্রাণায়াম-প্রধান হঠযোগ প্রক্রিয়া যোগশিখা এবং যোগকুণ্ডলি প্রভৃতি কতিপয় অর্বাচীন উপনিষদের মধ্যে অবিকল দৃষ্ট হয়। তবে ইহা নিশ্চিত যে, চারি বেদ, ব্রাহ্মণ, প্রাচীন উপনিষদ এবং মহাভারত দ্বারা মধ্যম এবং অপর চারি নিকায়ে লক্ষিত যাবতীয় দার্শনিক মত এবং ধর্মসাধন পন্থায় নির্দেশ লাভ করা যায় না। ভগবান বুদ্ধের সম সময়ে বহু ধর্ম সম্প্রদায় এবং দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, এবং সেগুলির সহিত পরিচয় না থাকিলে এই বৌদ্ধ মত স্থাপনার রহস্য এবং প্রকৃত মর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে না।

'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ডের' কর্তৃপক্ষগণ আমার উপর মজ্ঝিমনিকায়ের বঙ্গানুবাদের ভারার্পণ করিয়া সত্যই আমাকে বাধিত করিয়াছেন। যে মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, আমার এই শ্রমসাধ্য অনুবাদ দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎমাত্র পূর্ণ হইলেও নিজেকে ধন্য মনে করিব। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া**
২১ জুন, ১৯৪০

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা”

সূত্রপিটকে

মধ্যমনিকায়

(প্রথম খণ্ড)

মূল পঞ্চাশ সূত্র

১. মূলপর্যায়-বর্গ

১. মূলপর্যায়-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি[১]।

১. একসময়[২] ভগবান[৩] উক্কট্‌ঠা[৪]-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন[৫], সুভগবনে,[৬] শালরাজমূলে[১]। ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহ্বান

---

১. সমগ্র বচনের উদ্দেশ্য—(১) সূত্রনিহিত উপদেশকে ভগবদুক্তিরূপে উপস্থিত করা; (২) সূত্রে প্রামাণ্যবিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদন করা (মধ্যমনিকায়ের অর্থকথা বা পপঞ্চসূদনী বা প-সূ)।

২. অনির্দিষ্টভাবে কালনির্দেশকল্পে ‘একসময়’ বাক্যের প্রয়োগ। প্রাচীনদের মতে ইহা একটি ‘ভুম্মবচন’, যদ্দ্বারা সূত্রের প্রস্তাবনা করা হইয়াছে। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে ইহা একটি ‘উপযোগবচন’, যদ্দ্বারা সময়ের উপযোগিতা সূচিত হইয়াছে। যখন ভগবান করুণাবিহারী, করুণায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ তখনই সূত্রোক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই অর্থদ্যোতনাতেই বচনটির উপযোগিতা। (প-সূ)

৩. ‘ভগবান’ অর্থে গুরু, সর্বগুণবৈশিষ্ট্যে যিনি সর্বসত্ত্বের গুরু। প্রাচীনদের মতে ‘ভগবান’ অর্থে যিনি শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, গৌরবযুক্ত গুরু। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা বিসুদ্ধিমগ্‌গে বুদ্ধানুস্‌সতি দ্র.। (প-সূ)

৪. উল্কার (দণ্ডদীপিকার, মশালের) আলোকে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নগরীর নামকরণ হয় উক্কট্‌ঠা বা উল্কস্থা। (প-সূ) আমাদের মতে উক্কট্‌ঠা—উৎকৃষ্টা। ইহা শ্রাবস্তী ও শ্বেতব্যার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল (B.C. Law's Geography of Early Buddhism, পৃ. ৩৩ দ্র.)।

৫. বিহার করিতেছিলেন বলিলে বাংলায় মূল শব্দের কদর্থ হইতে পারে, যেহেতু বাংলায় বিহার অর্থে কোনো একপ্রকার বিলাসবিহার।

৬. অন্ধবন, মহাবন ও অঞ্জনবনাদির ন্যায় সুভগবনও একটি স্বয়ংজাত বন। দ্বিবিধ অর্থে সুভগ—(১) সৌভাগ্যযুক্ত, (২) বহুজনকান্ত। ইহা দেখিতে অতিশয় মনোহর ছিল বলিয়া

করিলেন[২], 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন[৩]। ভগবান কহিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি সর্বধর্ম-মূল-পর্যায়[৪] (মূলসূত্র, মূলতত্ত্ব) তোমাদের নিকট উপদেশ প্রদান করিব[৫], তাহা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।' 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন[৬] (ইতর সাধারণ) যাহারা আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই[৭], আর্যধর্মে অকোবিদ[৮] (অবিদ্বান), আর্যধর্মে অবিনীত, যাহারা সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, যাহারা সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষ-ধর্মে অবিনীত, পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে)[৯] পৃথিবীর ভাবে

বহু লোক তথায় গিয়া মেলা, সমাজ ও উৎসবাদি করিত। ইহাতে দৈবপ্রভাব ছিল বিশ্বাস করিয়া লোকে 'পুত্রলাভ করিব', 'কন্যালাভ করিব', ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা করিত। বনের বনত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া বুদ্ধঘোষ বলেন, নানাবিধ-কুসুমগন্ধ-সম্মোদ-মত্তকোকিলাদি বিহঙ্গমাভিরুতেহি মন্দমালুত-চলিত-রুক্‌খসাখা-বিটপ-পল্লব-পলাসেহি চ 'এথ, মং পরিভুঞ্জথা'তি সব্বপাণিনো যাচতি বিয। (প-সূ)

১. 'শালরাজ' অর্থে জ্যেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ শালবৃক্ষ। 'মূলে' অর্থে সমীপে। (প-সূ)

২. আমন্তেসি—আলপি, অভাসি, সম্বোধেসি। (প-সূ)

৩. শাব্দিক অর্থ—প্রতিশ্রবণ করাইলেন, প্রত্যুত্তর করিলেন।

৪. 'পর্যায়' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ—কারণ ও দেশনা। অতএব মূলপর্যায় অর্থে মূল কারণ, মূল উপদেশ। 'সর্বধর্ম' অর্থে সর্ব সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, যাহা ত্রৈভূমিক—কাম, রূপ ও অরূপ। (প-সূ) আমাদের মতে পূর্বে সূত্রের পরিবর্তে 'পরিযায' শব্দটি ব্যবহৃত হইত। অশোকের ভাব্রুলিপিতেও বুদ্ধবচন 'পলিযায' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'পর্যায়' অর্থে যাহা শ্রেণিবদ্ধ, সুসজ্জিত, যাহার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কল্যাণ। 'সর্বধর্ম' অর্থে সকল তত্ত্বের, সকল উপদেশের। যেমন জাতকের মধ্যে মূল-পরিযায-জাতক তেমন সকল সূত্রের মধ্যে মূল-পরিযায-সুত্ত মুখ্য উপদেশ।

৫. দেসিস্‌সামি—দেশনা করিব, উপদেশ দিব।

৬. দ্বিবিধ পৃথগ্‌জন—অন্ধ ও কল্যাণ। যাহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছে অথচ অষ্ট আর্যস্তরের কোনোটি লাভ করিতে পারে নাই তাহারা কল্যাণ পৃথগ্‌জন। যাহারা বুদ্ধশাসনের বহির্ভূত তাহারা অন্ধ পৃথগ্‌জন। পৃথক অর্থে নানা, বহু। নানাপ্রকার ক্লেশ জনন করে, বিবিধ সৎকায়দৃষ্টি তাহাদের মধ্যে অবস্থিত আছে, তাহারা বহু শাস্তার মুখাপেক্ষী, ইত্যাদি বহু কারণে পৃথগ্‌জন নামে অভিহিত। (প-সূ)

৭. এ স্থলে আর্য ও সৎপুরুষ একার্থবাচক। বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ এবং বুদ্ধশ্রাবক সকলেই আর্য ও সৎপুরুষ। দর্শন করা অর্থে, জ্ঞান (সূক্ষ্ম)-চক্ষুতে দর্শন করা। (প-সূ)

৮. অকোবিদো—অকুসলো (অদক্ষ)। (প-সূ)

৯. এ স্থলে পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ু ঋতু-নিয়মের অন্তর্গত। 'লক্‌খণ-পঠবী, সসম্ভার-

জানে[১], পৃথিবীকে পৃথিবীর ভাবে জানিয়া 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করে[২], 'পৃথিবীতে' বলিয়া মনে করে, 'পৃথিবী হইতে' মনে করে, 'পৃথিবী আমার' বলিয়া মনে করে, 'পৃথিবী লইয়া' আনন্দ করে।[৩] ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত।

তাহারা অপকে[৪] অপের ভাবে জানে, অপকে অপের ভাবে জানিয়া 'অপ' বলিয়া মনে করে, 'অপে' বলিয়া মনে করে, 'অপ হইতে' মনে করে, 'অপ আমার' বলিয়া মনে করে, অপ লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তেজ[৫] এবং বায়ু (মরুত)[৬] সম্বন্ধেও এইরূপ।

তাহারা যোনিসম্ভূতকে[৭] যোনিসম্ভূতের ভাবে জানে, যোনিসম্ভূতকে যোনিসম্ভূতের ভাবে জানিয়া 'যোনিসম্ভূত' বলিয়া মনে করে, 'যোনিসম্ভূতে' বলিয়া মনে করে, 'যোনিসম্ভূত হইতে' মনে করে, 'যোনিসম্ভূত আমার'

পঠবী, আরম্মণ-পঠবী, সম্মুতি-পঠবীতি চতুব্বিধা পঠবী'। (প-সূ) পৃথিবী চতুর্বিধ; যথা : লক্ষণ-পৃথিবী, দ্রব্য-পৃথিবী, আলম্বন-পৃথিবী ও সম্মতি বা সংবৃতি-পৃথিবী। লক্ষণ-পৃথিবী, যে-স্থলে পৃথিবীর লক্ষণ কক্‌খলত্ব বা কাঠিন্য। যাহা কক্‌খল বা কঠিন পদার্থ তাহাই পৃথিবী। দ্রব্য-পৃথিবী, যে-স্থলে পৃথিবী একটি বর্ণাদি সম্ভারযুক্ত বস্তু, যেমন মৃত্তিকা। আলম্বন-পৃথিবীর অপর নাম নিমিত্ত-পৃথিবী। পৃথিবীকে আলম্বনরূপে অথবা নিমিত্তরূপে গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিলে, ধ্যেয় বিষয় আলম্বন-পৃথিবী। সম্মতি-পৃথিবী, যে-স্থলে পৃথিবী দেবতাবিশেষের নাম। যাহা বাহ্য, কক্‌খল, খরিগত, কক্‌খলত্ব, কক্‌খলভাব, এবং এ স্থলে অধ্যাত্মগ্রাহ্য আলম্বন বা নিমিত্ত-পৃথিবীকেই লক্ষ করা হইয়াছে।

১. পৃথিবী পৃথিবীভাব ত্যাগ করে না, অতএব তাহা একটি পৃথক সত্তা, এইরূপে পৃথিবীকে জানে।

২. 'মনে করে' অর্থে কল্পনা করে, তদ্‌বিষয়ে বিকল্পবুদ্ধি আনে, নানাপ্রকারে তাহা অন্যথা গ্রহণ করে। তৃষ্ণা, অভিমান ও মিথ্যাদর্শন বশে মনে করে। 'পৃথিবী' 'পৃথিবীতে', 'পৃথিবী হইতে', 'পৃথিবী আমার'—এই চারিটি চিন্তার চারি প্রকার ভেদ।

৩. অভিনন্দতি—অস্‌সাদেতি, পরামসতি। (প-সূ) বুদ্ধঘোষের মতে, এ স্থলে 'আনন্দ করা' অর্থে দুঃখে পড়া : 'যো পঠবীধাতুং অভিনন্দতি, দুক্‌খং সো অভিনন্দতি।'

৪. পৃথিবীর ন্যায় অপও চতুর্বিধ। অপের লক্ষণ স্নেহ বা রূপের বন্ধনত্ব। এ স্থলে অধ্যাত্মগ্রাহ্য আলম্বন বা নিমিত্ত-অপই লক্ষিত হইয়াছে।

৫. তেজ এবং পৃথিবীও অপের ন্যায় চতুর্বিধ। তেজের লক্ষণ উষ্মা বা উষ্ণত্ব। এ স্থলে অধ্যাত্মগ্রাহ্য তেজই লক্ষিত।

৬. বায়ু পূর্ববৎ চতুর্বিধ। বায়ুর লক্ষণ বায়বতা, যাহা রূপের স্তব্ধতা। এ স্থলে পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ুর রূপের বা জড়ের অন্তর্গত।

৭. এ স্থলে ভূত অর্থে সত্ত্ব বা যোনিসম্ভূত জীব। ভূত সংজ্ঞা বীজনিয়মের অন্তর্গত।

বলিয়া মনে করে, যোনিসম্ভূত লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত।

তাহারা দেবকে[১] দেবের ভাবে জানে, দেবকে দেবের ভাবে জানিয়া 'দেব' বলিয়া মনে করে, 'দেবে' বলিয়া মনে করে, 'দেব হইতে' মনে করে, 'দেব আমার' বলিয়া মনে করে, দেব লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত।

তাহারা প্রজাপতিকে[২] প্রজাপতির ভাবে জানে, প্রজাপতিকে প্রজাপতির ভাবে জানিয়া 'প্রজাপতি' বলিয়া মনে করে, 'প্রজাপতিতে' বলিয়া মনে করে, 'প্রজাপতি হইতে' মনে করে, 'প্রজাপতি আমার' বলিয়া মনে করে, প্রজাপতি লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা ব্রহ্মকে[৩] ব্রহ্মের ভাবে জানে, ব্রহ্মকে ব্রহ্মের ভাবে জানিয়া 'ব্রহ্ম' বলিয়া মনে করে, 'ব্রহ্মে' বলিয়া মনে করে, 'ব্রহ্ম হইতে' মনে করে, 'ব্রহ্ম আমার' বলিয়া মনে করে, ব্রহ্ম লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা আভাস্বরকে[৪] আভাস্বর বলিয়া জানে, আভাস্বরকে আভাস্বরের ভাবে জানিয়া 'আভাস্বর' বলিয়া মনে করে, 'আভাস্বরে' বলিয়া মনে করে, 'আভাস্বর হইতে' মনে করে, 'আভাস্বর আমার' বলিয়া মনে করে, আভাস্বর লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা শুভকৃৎস্নকে শুভকৃৎস্নের ভাবে জানে, শুভকৃৎস্নকে শুভকৃৎস্নের ভাবে জানিয়া 'শুভকৃৎস্ন' বলিয়া মনে করে, 'শুভকৃৎস্নে' বলিয়া মনে করে, 'শুভকৃৎস্ন হইতে' মনে করে, 'শুভকৃৎস্ন আমার' বলিয়া মনে করে,

---

১. দিব্যসুখে যাহারা সুখী তাহারাই দেব-নামধেয়। এ স্থলে দেব অর্থে ছয় কামদেবলোকে উৎপন্ন দেবতা। (প-সূ)

২. মহা-অট্ঠকথামতে, এ স্থলে 'প্রজাপতি' অর্থে পরনির্মিতবশবর্তী মার। কাহারও কাহারও মতে 'প্রজাপতি' অর্থে লোকপাল বা মহারাজ শ্রেণির দেবতা। এই অর্থ মহা-অট্ঠকথায় গৃহীত হয় নাই। (প-সূ) ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মতে, প্রজাপতি সৃষ্টির আদি কারণ, ঈশ্বর, নির্মাণকর্তা ও নিয়ন্তা। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহারই ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্ট হয়। তিনি 'নিত্য, ধ্রুব ও শাশ্বত'।

৩. এ স্থলে 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মা' অর্থে বিশ্বের আদিপুরুষ, যাঁহার আয়ুষ্কাল এক কল্প। (প-সূ) আমাদের মতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা বিশ্বের শেষ পরিণতি, যাঁহাতে বিশ্ব শেষ পূর্ণতা লাভ করে।

৪. আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল এবং অভিভূ বা বিভু সংজ্ঞায় বৌদ্ধসাহিত্যে ব্রহ্ম হইতে উন্নততর চারি শ্রেণির রূপব্রহ্মকে বুঝায়। (প-সূ) আমাদের মতে, আভাস্বর ও বৃহৎফল প্রজাপতির বিশেষণ, এবং শুভকৃৎস্ন ও বিভু ব্রহ্মের বিশেষণ।

শুভকৃৎস্ন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা বৃহৎফলকে বৃহৎফলের ভাবে জানে, বৃহৎফলকে বৃহৎফলের ভাবে জানিয়া 'বৃহৎফল' বলিয়া মনে করে, 'বৃহৎফলে' বলিয়া মনে করে, 'বৃহৎফল হইতে' মনে করে, 'বৃহৎফল আমার' বলিয়া মনে করে, বৃহৎফল লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা বিভুকে বিভুর ভাবে জানে, বিভুকে বিভুর ভাবে জানিয়া 'বিভু' বলিয়া মনে করে, 'বিভুতে' বলিয়া মনে করে, 'বিভু হইতে' মনে করে, 'বিভু আমার' বলিয়া মনে করে, বিভু লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা আকাশানন্তায়তন[১] (আকাশ-অনন্ত-আয়তন)-কে আকাশানন্তায়তনের ভাবে জানে, আকাশানন্তায়তনকে আকাশানন্তায়তনের ভাবে জানিয়া 'আকাশানন্তায়তন' বলিয়া মনে করে, 'আকাশানন্তায়তনে' বলিয়া মনে করে, 'আকাশানন্তায়তন হইতে' মনে করে, 'আকাশানন্তায়তন আমার' বলিয়া মনে করে, আকাশানন্তায়তন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা বিজ্ঞানান্তায়তন (বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন)-কে বিজ্ঞানানন্তায়তনের ভাবে জানে, বিজ্ঞানানন্তায়তনকে বিজ্ঞানানন্তায়তনের ভাবে জানিয়া 'বিজ্ঞানানন্তায়তন' বলিয়া মনে করে, 'বিজ্ঞানানন্তায়তনে' বলিয়া মনে করে, 'বিজ্ঞানানন্তায়তন হইতে' মনে করে, 'বিজ্ঞানানন্তায়তন আমার' বলিয়া মনে করে, বিজ্ঞানানন্তায়তন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা আকিঞ্চনায়তন (আকিঞ্চন-আয়তন)-কে আকিঞ্চনায়তনের ভাবে জানে, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তনের ভাবে জানিয়া 'আকিঞ্চনায়তন' বলিয়া মনে করে, 'আকিঞ্চনায়তনে' বলিয়া মনে করে, 'আকিঞ্চনায়তন হইতে' মনে করে, 'আকিঞ্চনায়তন আমার' বলিয়া মনে করে, আকিঞ্চনায়তন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন (নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন)-কে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনের ভাবে জানে, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনের ভাবে জানিয়া 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন'

---

১. 'পৃথিবী' হইতে 'দেব' পর্যন্ত কামাবচরভূমি বা কামলোক। 'প্রজাপতি' হইতে 'বিভু' পর্যন্ত রূপাবচরভূমি বা রূপলোক। 'আকাশানন্তায়তন' হইতে 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন' পর্যন্ত অরূপাবচর ভূমি বা অরূপলোক।

বলিয়া মনে করে, 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনে' মনে করে, 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন হইতে' মনে করে, 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন আমার' বলিয়া মনে করে, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা দৃষ্টকে (প্রত্যক্ষকে)[১] দৃষ্টের ভাবে জানে, দৃষ্টকে দৃষ্টের ভাবে জানিয়া 'দৃষ্ট' বলিয়া মনে করে, 'দৃষ্টে' বলিয়া মনে করে, 'দৃষ্ট হইতে' মনে করে, 'দৃষ্ট আমার' বলিয়া মনে করে, দৃষ্ট লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা শ্রুতকে[২] শ্রুতের ভাবে জানে, শ্রুতকে শ্রুতের ভাবে জানিয়া 'শ্রুত' বলিয়া মনে করে, 'শ্রুতে' বলিয়া মনে করে, 'শ্রুত হইতে' মনে করে, 'শ্রুত আমার' বলিয়া মনে করে, শ্রুত লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা মতকে (অনুমিতকে)[৩] মতের ভাবে জানে, মতকে মতের ভাবে জানিয়া 'মত' বলিয়া মনে করে, 'মতে' বলিয়া মনে করে, 'মত হইতে' মনে করে, 'মত আমার' বলিয়া মনে করে, মত লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা বিজ্ঞাতকে[৪] বিজ্ঞাতের ভাবে জানে, বিজ্ঞাতকে বিজ্ঞাতের ভাবে জানিয়া 'বিজ্ঞাত' বলিয়া মনে করে, 'বিজ্ঞাতে' বলিয়া মনে করে, 'বিজ্ঞাত হইতে' মনে করে, 'বিজ্ঞাত আমার' বলিয়া মনে করে, বিজ্ঞাত লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা একত্বকে[৫] একত্বের ভাবে জানে, একত্বকে

---

১. মাংসচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট অথবা দিব্যচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট, উভয়ই দৃষ্ট। এ স্থলে দৃষ্ট চক্ষুগ্রাহ্য রূপায়তনেরই নামান্তর। (প-সূ) আমাদের মতে, দৃষ্ট অর্থে প্রত্যক্ষ। দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ : লৌকিক ও যৌগিক।

২. মাংসশ্রোত্রের দ্বারা শ্রুত অথবা দিব্যশ্রোত্রের দ্বারা শ্রুত, উভয়ই শ্রুত। এ স্থলে শ্রুত শ্রোত্রগ্রাহ্য শব্দায়তনেরই নামান্তর। (প-সূ) আমাদের মতে, শ্রুত অর্থে যাহা শ্রুতি-প্রমাণে গৃহীত।

৩. পালি মুত—সংস্কৃত মত (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৫-১৫ ৬)। এ স্থলে 'মত' অর্থে ঘ্রাণ-জিহ্বাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ, রস ও স্পর্শ আয়তন বা বিষয়। (প-সূ) আমাদের মতে, 'মত' অর্থে যাহা অনুমিত।

৪. 'বিজ্ঞাত' অর্থে যাহা মনের দ্বারা জ্ঞাত (মনসা বিঞ্ঞাতং)।

৫. একত্ব—একভাব; নানাত্ব—নানাভাব। বুদ্ধঘোষের মতে, সৎকায়দৃষ্টি-ভেদসমাপন্ন ও অসমাপন্নাকার প্রদর্শনের জন্য 'একত্ব' ও 'নানাত্ব' শব্দের প্রয়োগ। আমরা তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম। কাহারও কাহারও মতে 'একত্ব' আত্মার একত্ব-সংজ্ঞা, একত্ব-

একত্বের ভাবে জানিয়া 'একত্ব' বলিয়া মনে করে, 'একত্বে' মনে করে, 'একত্ব হইতে' মনে করে, 'একত্ব আমার' বলিয়া মনে করে, একত্ব লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা নানাত্বকে (বহুত্বকে) নানাত্বের ভাবে জানে, নানাত্বকে[১] নানাত্বের ভাবে জানিয়া 'নানাত্ব' বলিয়া মনে করে, 'নানাত্বে' মনে করে, 'নানাত্ব হইতে' মনে করে, 'নানাত্ব আমার' বলিয়া মনে করে, নানাত্ব লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা সর্বকে (সর্বত্বকে)[২] সর্বের ভাবে জানে, সর্বকে সর্বের ভাবে জানিয়া 'সর্ব' বলিয়া মনে করে, 'সর্বে' মনে করে, 'সর্ব হইতে' মনে করে, 'সর্ব আমার' বলিয়া মনে করে, সর্ব লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তাহারা নির্বাণকে[৩] নির্বাণের ভাবে জানে, নির্বাণকে নির্বাণের ভাবে জানিয়া 'নির্বাণ' বলিয়া মনে করে, 'নির্বাণে' মনে করে, 'নির্বাণ হইতে' মনে করে, 'নির্বাণ আমার' বলিয়া মনে করে, নির্বাণ লইয়া আনন্দ করে। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তাহারা ইহার তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এখনো শৈক্ষ্য (শিশিক্ষু)[৪], যে এখনো অপূর্ণ, যাহার মানসিক শক্তি এখনো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, এবং যে অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া সাধনা-নিরত, সে পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে) সাধারণ হইতে অধিকতরভাবে জানে, পৃথিবীকে অসাধারণভাবে জানিয়া পৃথিবীকে 'পৃথিবী' বলিয়া জানা সঙ্গত মনে করে না[৫], 'পৃথিবীতে' জানা

বোধ এবং 'নানাত্ব' আত্মার নানাত্ব-সংজ্ঞা, বহুত্ব বোধ। (প-সূ) একত্ব-বাদে আত্মা এক, এবং নানাত্ব-বাদে আত্মা বহু।

১. আগের পৃষ্ঠার ৫ নং টীকা দেখুন।

২. 'সর্ব' অর্থে অবিশেষে সমগ্র সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ। (প-সূ) আমাদের মতে 'সর্ব' অর্থে আত্মার সর্বত্ব বা সর্বগতত্ব।

৩. এ স্থলে 'নির্বাণ' অর্থে দীঘনিকায়-এর ব্রহ্মজাল-সুত্তে বর্ণিত পরমদৃষ্টধর্ম-নির্বাণ যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়-সুখভোগে নিরত ব্যক্তিও এই প্রত্যক্ষজীবনে লাভ করিতে পারে। (প-সূ) আমাদের মতে, 'নির্বাণ' অর্থে গীতাদি গ্রন্থে বর্ণিত ব্রহ্মনির্বাণ।

৪. 'শৈক্ষ্য' বা 'শিশিক্ষু' অর্থে সপ্ত আর্যপুরুষ যাঁহারা স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী ও অনাগামী প্রভৃতি সপ্তস্তরে উন্নীত হইয়াছেন, কিন্তু অর্হত্ত্বফল আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

৫. অট্‌ঠকথায় গৃহীত পাঠ—'মা মঞ্ঞী'তি। বুদ্ধঘোষ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন : শৈক্ষ্যের পক্ষে পৃথিবীকে পৃথগ্‌জনের ন্যায় 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন যেমন বলা যায় না, অর্হতের ন্যায় 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন না, তেমন বলা যায় না। (প-সূ) বচনটির

সঙ্গত মনে করে না, 'পৃথিবী হইতে' জানা সঙ্গত মনে করে না, 'পৃথিবী আমার' বলিয়া জানা সঙ্গত মনে করে না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করা সঙ্গত মনে করে না। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু ইহার স্বরূপ তাহার পক্ষে এখনো পরিজ্ঞেয়[১]। অপ, বায়ু (মরুত), তেজ, যোনিসম্ভূত, দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল, আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন, দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, একত্ব, নানাত্ব, সর্ব ও নির্বাণ সম্বন্ধেও এইরূপ।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব[২], যাঁহার ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, যিনি অপনোদিত-ভার[৩], যিনি পরিক্ষীণ-ভব-সংযোজন[৪] এবং সম্যক জ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত তিনি পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে) সাধারণ হইতে অধিকতরভাবে জানেন, অসাধারণভাবে পৃথিবীকে জানিয়া পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে) 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন না, 'পৃথিবীতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী হইতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী আমার' বলিয়া মনে করেন না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করেন না। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু ইহার স্বরূপ তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত।

৫-৭. হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, যাঁহার ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যাঁহার করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, যিনি অপনোদিত-ভার, সিদ্ধার্থ, পরিক্ষীণ-ভবসংযোজন এবং সম্যক জ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত, তিনি পৃথিবীকে যথাযথভাবে জানেন, পৃথিবীকে যথাযথভাবে জানিয়া 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন না, 'পৃথিবীতে' বলিয়া মনে করেন না, 'পৃথিবী হইতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী আমার' বলিয়া মনে করেন না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করেন না। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তিনি রাগক্ষয়ে বীতরাগ হইয়াছেন, দ্বেষক্ষয়ে বীতদ্বেষ হইয়াছেন, মোহক্ষয়ে বীতমোহ হইয়াছেন।

শব্দগত অর্থ 'মনে করিও না'। অর্থাৎ, শৈক্ষ্য স্বমনে চিন্তা করেন, পৃথিবীকে 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করা সঙ্গত না হইতে পারে।

১. 'পরিজ্ঞেয়' অর্থে যাহা এখনও পরিজ্ঞাত হয় নাই, যাহা এখনও জানিতে হইবে।

২. পালি আসব—সং আশয় কিংবা আস্রব। 'আশয়' অর্থে ইচ্ছা, অভিপ্রায়। 'আস্রব' অর্থে আগন্তুকরূপে স্রবিত হয়। আসব আসক্তিই বটে। চতুর্বিধ আসব : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্ট্যাসব ও অবিদ্যাসব।

৩. ত্রিবিধ ভার : স্কন্ধভার, ক্লেশভার ও অভিসংস্কারভার। ওহিত—ওরোপিত, নিক্‌খিত্ত, পাতিত অপনোদিতের পরিবর্তে 'নিক্ষিপ্ত' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে।

৪. দশবিধ সংযোজন : কামরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সংশয়), শীলব্রত-পরামর্শ, ভবরাগ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ও অবিদ্যা।

৮. হে ভিক্ষুগণ, যিনি স্বয়ং তথাগত[১] অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, তিনি পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে) সাধারণ হইতে অধিকতরভাবে জানেন, পৃথিবীকে অধিকতরভাবে জানিয়া 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন না, 'পৃথিবীতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী হইতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী আমার' বলিয়া মনে করেন না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করেন না। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তিনি ইহার স্বরূপ সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত।

৯. হে ভিক্ষুগণ, যিনি স্বয়ং তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, তিনি পৃথিবীকে (ক্ষিতিকে) অধিকতরভাবে জানেন, পৃথিবীকে অধিকতরভাবে জানিয়া 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন না, 'পৃথিবীতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী হইতে' মনে করেন না, 'পৃথিবী আমার' বলিয়া মনে করেন না, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করেন না। ইহার কারণ কী? আমি বলি, যেহেতু তিনি 'নন্দি' (ভবতৃষ্ণা)[২] যে সর্বদুঃখের মূলীভূত কারণ তাহা বিদিত হইয়া অবধারণ করেন—ভবহেতু জন্ম হয় এবং যোনিসম্ভূত হইলেই জরা-মরণাধীন হইতে হয়, তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, তথাগত সর্বাংশে তৃষ্ণার ক্ষয়, তৎপ্রতি বিরাগ, তাহার নিরোধ, ত্যাগ ও বিসর্জন সাধন করিয়া অনুত্তর সম্যক সম্বোধি আয়ত্ত করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন।

অপ, বায়ু (মরুত), তেজ, যোনিসম্ভূত, দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল, আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন, দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, একত্ব, নানাত্ব, সর্ব ও নির্বাণ সম্বন্ধেও এইরূপ।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মূল-পর্যায়-সূত্র সমাপ্ত ॥

---

১. তথাগত, সুগত ইত্যাদি সম্যকসম্বুদ্ধেরই বিভিন্ন আখ্যা। অর্থকথামতে, অষ্টকারণে ভগবান বুদ্ধ তথাগত নামে অভিহিত হন : তথা আগতোতি তথাগতো। তথা গতোতি তথাগতো। তথলক্খণং আগতোতি তথাগতো। তথধম্মে যাথাবতো অভিসম্বুদ্ধোতি তথাগতো। তথদস্সিতায তথাগতো। তথাবাদিতায তথাগতো। তথাকারিতায তথাগতো। অভিভবনট্ঠেন তথাগতো। বিশদ ব্যাখ্যা প-সূতে দ্র.।

২. নন্দীতি পুরিমতণ্হা। 'নন্দি' অর্থে প্রাক্তন তৃষ্ণা। (প-সূ)

২. সর্বাসব-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে[১] অবস্থান করিতেছিলেন—জেতবনে[২], অনাথপিণ্ডিকের আরামে[৩]। ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি সর্বাসবসংবর-পর্যায় (সর্বাসবসংবর-সূত্র)[৪] তোমাদের নিকট উপদেশ প্রদান করিব, তাহা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, আমি সত্যই আসবক্ষয় জানিয়া এবং দেখিয়া তদ্‌বিষয় বিবৃত করিতেছি, না জানিয়া, না দেখিয়া নহে। কিরূপে এই বিষয়টি

---

১. শ্রবস্ত ঋষির নিবাস ছিল বলিয়া শ্রাবস্তীর নাম শ্রাবস্তী। অর্থকথাচার্যগণ বলেন,... সব্বমেত্থ অত্থীতি সাবত্থী। মানুষের উপভোগ ও পরিভোগের সকল বস্তু তথায় ছিল বলিয়া সাবত্থী বা শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তী বুদ্ধের সময়ে কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল। কোশলের প্রথম রাজধানী অযোধ্যা, দ্বিতীয় সাকেত, এবং তৃতীয় শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীর আধুনিক নাম মাহেট। সুত্ত-নিপাতের পারায়ণ-বগ্‌গের বত্থু গাথায় শ্রাবস্তী 'কোসল-মন্দির' বা 'কোসল-পুর' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

২. জেতবন পূর্বে কোশলরাজকুমার জেতের উদ্যান ছিল। জেতের নিকট হইতে আঠারো কোটি সুবর্ণমুদ্রাব্যয়ে এই উদ্যান ক্রয় করিয়া শ্রেষ্ঠী সুদত্ত অনাথপিণ্ডদ তথায় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের বাসের জন্য এক সুরম্য আরাম বা বিহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কুমার জেতও অর্থদানে এই আরাম-নির্মাণরূপ পুণ্যকার্যে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত আরাম জেতবন নামেও অভিহিত হইয়াছিল। জেতবন একটি রোপিত বন, স্বয়ংজাত নহে। জেতবন শ্রাবস্তীর দক্ষিণদ্বার হইতে এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম সাহেট।

৩. অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত আরামে। অনাথের অন্নদাতা বা প্রতিপালক অর্থে অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ। তাঁহার পিতৃমাতৃদত্ত নাম সুদত্ত। তিনি শ্রাবস্তীর জনৈক প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ও বদান্য শ্রেষ্ঠী। কথিত আছে, জমিক্রয় হইতে বিহারমহ (উৎসব) পর্যন্ত সমস্ত কার্যসম্পাদন করিতে তাঁহার চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

৪. আসবন্তীতি আসবা। সবন্তি পবত্তন্তি। (প-সূ) আস্রবিত হয় অর্থে আসব বা আস্রব। চিরপরিবাসিত বা বহুদিনরক্ষিত মদিরাদিকেই লোকে সাধারণত আসব (আসব, আসক) বলিয়া জানে। অতএব আসব এমন এক বস্তু যাহাতে অত্যন্ত মত্ততা বা আসক্তি জন্মে। এ স্থলে আসব এমন এক ধর্ম যাহা হইতে দুঃখ ও ক্লেশ স্রবিত ও প্রসূত হয়। (প-সূ) চতুর্বিধ আসব পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বাসব-সূত্রে দৃষ্ট্যাসবের উল্লেখ দেখি না।

জানিলে, কিরূপে দেখিলে আসবক্ষয় সাধিত হয়? মনস্কার দুই প্রকার : যোনিশ (অবধানত), অযোনিশ (অনবধানত)[১]। অযোনিশ অনবধানত মনস্কার করিলে অনুৎপন্ন আসব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন আসব প্রবর্ধিত হয়। [পক্ষান্তরে] যোনিশ অবধানত মনস্কার করিলে শুধু অনুৎপন্ন আসব উৎপন্ন হয় না নহে, উৎপন্ন আসবও পরিত্যক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এমন কতকগুলি আসব আছে যাহা দর্শন[২] দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, কতকগুলি সংবর[৩] দ্বারা, কতকগুলি প্রতিসেবন[৪] দ্বারা, কতকগুলি অধিবাসন[৫] দ্বারা, কতকগুলি পরিবর্জন[৬] দ্বারা, কতকগুলি অপনোদন[৭] দ্বারা আর কতকগুলি ভাবনা[৮] দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব দর্শন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন (অনভিজ্ঞ সাধারণজন), যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, যে আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত, যে সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, যে সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষ-ধর্মে অবিনীত, যে মনস্করণীয় (মননযোগ্য) ধর্ম কী ভালোরূপে জানে না,

---

১. 'যোনিশ মনস্কার' অর্থে উপায় মনস্কার, এবং 'অযোনিশ মনস্কার' অর্থে অনুপায় মনস্কার। অনিত্যকে 'অনিত্য', দুঃখকে 'দুঃখ', অনাত্মকে 'অনাত্ম' জানিয়া সত্যের অনুকূলে চিত্তের যে আবর্তন, অনাবর্তন, আভোগ ও সমন্নাহার তাহাই যোনিশ মনস্কার; এবং অনিত্যকে 'নিত্য', দুঃখকে 'সুখ', অনাত্মকে 'আত্ম' এবং অশুভকে 'শুভ' জানিয়া সত্যের প্রতিকূলে 'চিত্তের যে আবর্তন, অনাবর্তন, আভোগ ও সমন্নাহার তাহাই অযোনিশ মনস্কার। অযোনিশ মনস্কার সংসারগতি, এবং যোনিশ মনস্কার বিবর্ত-গতি বা নির্বাণ-গতি।

২. 'দর্শন' অর্থে জ্ঞানদর্শন, সম্যক দর্শন, যাহার উদয়ে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, বিচিকিৎসা বা সংশয় এবং শীলব্রত-পরামর্শ বা ব্রতশুদ্ধিবাদ নিরস্ত হয়। রতন-সুত্তে :

সহাব'স্স দস্সন-সম্পদায তযস্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি :
সক্কায-দিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ সীলব্বতং বাপি যদত্থি কিঞ্চি।

৩. 'সংবর' অর্থে সংযম। সংবরের পূর্বে কোপ বা উত্তেজিত অবস্থা সূচিত হয়; যথা : 'হর হর! কোপ সংবর সংবর।' অতএব বিষ্কম্ভন বা নিরস্ত করাই সংবরের উদ্দেশ্য।

৪. 'প্রতিসেবন' অর্থে জ্ঞানসংবর বা প্রত্যবেক্ষণসহ প্রতিসেবন, অর্থাৎ ব্যবহার্য দ্রব্যের যথারীতি ব্যবহার।

৫. 'অধিবাসন' বস্তুত ক্ষান্তি-সংবর, সহন-ক্ষমতা।

৬. 'পরিবর্জন' অর্থে পরিহার, নিকটে অনবস্থান।

৭. এ স্থলে 'বিনোদন' অর্থে অপনোদন, অন্তসাধন।

৮. এ স্থলে 'ভাবনা' অর্থে সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবনা। প্রত্যবেক্ষণ অনুশীলনের দ্বারা স্মৃতি, বীর্য প্রভৃতি সপ্তবোধ্যঙ্গ বর্ধিত করা।

অমনস্করণীয় (অমননযোগ্য) ধর্ম কী তাহাও ভালোরূপে জানে না, সে মনস্করণীয় ধর্ম কী ভালো না জানিয়া, অমনস্করণীয় ধর্ম কী তাহাও ভালো না জানিয়া যে-সকল ধর্ম (বিষয়) মনস্করণীয় (মননযোগ্য) নহে সে-সকল ধর্মে (বিষয়ে) মনস্কার করে। যে-সকল ধর্ম (বিষয়) মনস্করণীয় (মননযোগ্য) সে-সকল ধর্মে (বিষয়ে) মনস্কার করে না। কোন কোন ধর্ম মনস্করণীয় নহে, অথচ সে-সকল বিষয়ে মনস্কার করে? হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন কামাসব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন কামাসব প্রবর্ধিত হয়, অনুৎপন্ন ভবাসব উৎপন্ন এবং উৎপন্ন ভবাসব প্রবর্ধিত হয়, অনুৎপন্ন অবিদ্যাসব উৎপন্ন এবং উৎপন্ন অবিদ্যাসব প্রবর্ধিত হয়, এই সকল ধর্ম মনস্করণীয় নহে, যে-সকল ধর্ম সে মনন করে। কোন কোন ধর্ম মনস্করণীয় (মননযোগ্য) যে-সকল সে মনন করে না? হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন কামাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন কামাসব প্রহীন হয়, অনুৎপন্ন ভবাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ভবাসব প্রহীন হয়, অনুৎপন্ন অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন অবিদ্যাসব প্রহীন হয়, এই সকল ধর্ম মনস্করণীয় যে-সকল সে মনন করে না। অমনস্করণীয় (অমননযোগ্য) ধর্ম মনন এবং মনস্করণীয় (মননযোগ্য) ধর্ম মনন না করিবার ফলে তাহার অনুৎপন্ন আসব উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আসব প্রবর্ধিত হয়। সে এইরূপে অযোনিশ অনবধানত মনন করিতে থাকে : 'আমি পূর্বে, সুদীর্ঘ অতীতে কি ছিলাম কিংবা ছিলাম না? কিভাবে ছিলাম, কী হইতে পরে কী হইয়াছিলাম? আমি কি ভবিষ্যতে, সুদীর্ঘ অনাগতে থাকিব কিংবা থাকিব না? কিভাবে থাকিব, কী হইতে বা কী হইব?' সে প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) সম্বন্ধেও নিজে নিজে 'কথংকথী' (সংশয়াপন্ন) হয় : 'আমি এখন আছি কি নাই? কিভাবে আছি? আমার এই সত্তা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায়ই বা যাইবে?' এইরূপে অযোনিশ অনবধানত মনন করিবার ফলে নিম্নোক্ত ছয় দৃষ্টির (ছয় প্রকার ধারণার) কোনো না কোনো একটি উপজাত হয়; তাহাতে সত্যত, যথার্থত এইরূপ ধারণা বা দৃষ্টি উপজাত হয় : (১) 'আমার আত্মা আছে', (২) 'আমার আত্মা বলিয়া কিছু নাই', (৩) 'আমি আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারি', (৪) 'আমি আত্মার দ্বারা অনাত্মাকে জানিতে পারি', (৫) 'আমি অনাত্মার দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারি', অথবা এইরূপ দৃষ্টি (ধারণা) জন্মে : (৬) 'এই যে আমার আত্মা যাহা স্বয়ং বেত্তা (জ্ঞাতা) এবং বেদ্য (জ্ঞেয়), যাহা তত্র তত্র, জন্মজন্মান্তরে পাপ-কল্যাণ, শুভাশুভ কর্মের বিপাক (পরিণাম) ভোগ করে, সেই আমার নিত্য ধ্রুব অবিপরিণামী আত্মা শাশ্বতকাল, চিরদিন, একইভাবে থাকিবে।' হে

ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে দৃষ্টিগতি, দৃষ্টিগহন, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিকৌতুক, দৃষ্টি-বিস্পন্দন, দৃষ্টি-সংযোজন, দৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অভ্যুদয়। হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, দৃষ্টি-সংযোজন-সংযুক্ত (একদেশদর্শী, মতবাদনিবদ্ধ,) অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন (অনভিজ্ঞ সাধারণজন) জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য হইতে, সংক্ষেপে দুঃখ (অন্তর্দ্বন্দ্ব) হইতে পরিমুক্ত হইতে পারে না।

[পক্ষান্তরে] হে ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, উন্নত বুদ্ধশিষ্য, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, যিনি সৎপুরুষধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, মনস্করণীয় ধর্ম ভালোরূপে জানেন, অমনস্করণীয় ধর্মও জানেন, যিনি মনস্করণীয় ধর্ম ভালোরূপে জানিয়া, অমনস্করণীয় ধর্মও ভালোরূপে জানিয়া যে-ধর্ম মনস্করণীয় নহে তাহা মনন করেন না, যে-ধর্ম মনস্করণীয় তাহা মনন করেন। কোন কোন ধর্ম মনস্করণীয় নহে যাহা তিনি মনন করেন না? যে-ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন কামাসব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন কামাসব প্রবর্ধিত হয়, অনুৎপন্ন ভবাসব ও অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন ভবাসব ও অবিদ্যাসব প্রবর্ধিত হয়, এই সকল ধর্ম মনস্করণীয় নহে যে-সকল ধর্ম তিনি মনন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন ধর্ম মনস্করণীয় যে-সকল তিনি মনন করেন? যে-ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন কামাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন কামাসব প্রহীন হয়, অনুৎপন্ন ভবাসব ও অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ভবাসব ও অবিদ্যাসব প্রহীন হয়, এই সকল ধর্ম মনস্করণীয় যে-সকল তিনি মনন করেন। অমনস্করণীয় ধর্ম মনন না করিলে, মনস্করণীয় ধর্ম মনন করিলে অনুৎপন্ন আসব উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন আসব প্রহীন হয়। তিনি এইরূপে যোনিশ (অবধানত) মনন করিয়া থাকেন : 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখসমুদয়', 'ইহা দুঃখনিরোধ', 'ইহাই দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ'। এইরূপে যোনিশ মনন অভ্যাস করিলে ত্রিবিধ সংযোজন প্রহীন হয় : প্রথম সংযোজন সৎকায়-দৃষ্টি (আত্মবাদ), দ্বিতীয়, বিচিকিৎসা (সংশয়বাদ), তৃতীয়, শীলব্রত-পরামর্শ (ব্রতশুদ্ধিবাদ)। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই দর্শন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব সংবর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ[১] (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংবর-সংবৃত

১. পটিসঙ্খা যোনিসো—উপাযেন পথেন পচ্চবেক্‌খিত্বা। (প-সূ)

হইয়া, চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা সংযত হইয়া অবস্থান করেন। চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংবর বিষয়ে অসংবৃত হইয়া অবস্থান করিলে যে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংবর দ্বারা সংবৃত হইয়া অবস্থান করিলে সে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয় না। শ্রবণ-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, রসনা-ইন্দ্রিয়, ত্বক-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়-সংবর সম্বন্ধেও এইরূপ। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই সংবর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব প্রতিসেবন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) চীবর প্রতিসেবন (ব্যবহার) করেন—শীতোষ্ণ-দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপ-সংস্পর্শ প্রতিহত করিবার পক্ষে যতটা প্রয়োজন, লজ্জা নিবারণের জন্য, দেহাচ্ছাদনের জন্য যতটা প্রয়োজন। তিনি এইভাবে পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন) প্রতিসেবন করেন : তাহা মদোল্লাসের জন্য নহে, দেহ-সৌষ্ঠবের জন্য নহে, তাহা শুধু দেহস্থিতির জন্য, ব্রহ্মচর্য-অনুগ্রহার্থ, 'যাহাতে অতীত বেদন প্রতিহনন করিতে পারি', 'নূতন বেদন উৎপাদন না করি', 'যাহাতে আমার জীবনযাত্রা অনবদ্য ও স্বচ্ছন্দবিহার হয়'। তিনি এইভাবে শয্যাসন প্রতিসেবন করেন—শীতোষ্ণ-দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপ-সংস্পর্শ প্রতিহত করিবার পক্ষে যতটা প্রয়োজন, প্রচ্ছন্ন ঋতুভীতি অপনোদনের জন্য যতটা প্রয়োজন। তিনি এইভাবেই রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ প্রতিসেবন করেন—উৎপন্ন ব্যথাবেদনা প্রতিহত করিবার জন্য, অবৈকল্য-পরমতা সাধনের জন্য যতটা প্রয়োজন। উক্ত প্রকারে ব্যবহার্য বস্তুসমূহ প্রতিসেবন না করিলে যে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত প্রতিসেবন করিলে তাহাতে সে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসব প্রতিসেবন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব অধিবাসন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপ-সংস্পর্শ সহনক্ষম হন, দুর্ভাষ (দুর্বাক্য), উৎপন্ন শারীরিক বেদনা, স্বভাবত তীব্র তীক্ষ্ণ কটুত্ব, অসাত (বিরক্তিকর), অমনোজ্ঞ এবং প্রাণহর দুঃখ অধিবাসন-সমর্থ হন। হে ভিক্ষুগণ, অধিবাসন (সহ্য) না করিলে যে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয়, অধিবাসন করিবার ফলে সে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই অধিবাসন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব পরিবর্জন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? ভিক্ষু

প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) চণ্ড-হস্তী, চণ্ড-অশ্ব, গোবৃষ, অহি-কুক্কুর পরিবর্জন করেন, স্থাণুকণ্টক, শ্বভ্র-প্রপাত[১], চন্দনিকা[২] অবটগল্লা[৩] পরিহার করেন, যে-রূপ অনাসনে, অযোগ্য আসনে, উপবেশন করিলে, যে-রূপ অগোচরে, অবিচরণযোগ্য স্থানে, বিচরণ করিলে, যাদৃশ পাপমিত্রের সাহচর্য করিলে বিজ্ঞ সহবিহারিগণ ব্যক্তিবিশেষকে পাপস্থানগত বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, সেরূপ অনাসন, অগোচর ও তাদৃশ পাপমিত্র পরিহার করিয়া চলেন। যে-সমস্ত পরিবর্জন না করিলে যে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত পরিহার করিবার ফলে সে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই পরিবর্জন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৮. হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব অপনোদন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) উৎপন্ন কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক পোষণ না করিয়া পদত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, অস্তিত্ব লুপ্ত করেন, অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহও পোষণ করেন না। যে-সমস্ত অপনোদন না করিলে যে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত অপনোদন করিবার ফলে সে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই অপনোদন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

৯. হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব ভাবনা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়? ভিক্ষু প্রতিসংখ্যা যোনিশ (তদভিমুখী জ্ঞানাবধান দ্বারা) স্মৃতি, ধর্মবিচয় (ধর্মবিচার), বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি), সমাধি ও উপেক্ষা—এই সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবেন, বর্ধিত করেন। যে-সমস্ত ভাবনা না করিলে যে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত ভাবনা করিবার ফলে সে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এই সকল আসবই ভাবনা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

১০. যেহেতু সেই ভিক্ষুতে যে-সকল আসব দর্শন দ্বারা পরিত্যাজ্য তাহা দর্শন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, যে-সকল আসব সংবর, প্রতিসেবন, অধিবাসন,

---

১. শ্বভ্র—ছিন্নতট (প-সূ); গর্ত। প্রপাত—সর্বতোভাবে ছিন্নতট। (প-সূ) ঢালুস্থান, যাহা হইতে গড়াইয়া নিম্নে পতিত হইতে হয়।

২. ‘চন্দনিকা’—জঞ্জাল ও গৃহের ময়লা জল ফেলিবার স্থান। (প-সূ)

৩. ‘অবটগল্লা’—গৃহের সকর্দম জল নিঃসরণের জন্য প্রস্তুত প্রণালি। (প-সূ)

পরিবর্জন, অপনোদন ও ভাবনা দ্বারা পরিত্যাজ্য তাহা সংবর, প্রতিসেবন, অধিবাসন, পরিবর্জন, অপনোদন ও ভাবনা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তদ্ধেতু কথিত হয়, তিনি সর্বাসব-সংবরে সংবৃত হইয়া অবস্থান করেন, তৃষ্ণা ছেদন করিয়াছেন, সংযোজন ব্যাবর্তন করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে অভিমানের মূল অভিজ্ঞাত হইয়া সর্বদুঃখের অন্তসাধন করেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ সর্বাসব-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩. ধর্মদায়াদ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. তোমরা ধর্মদায়াদ[১] হও, ধর্মত আমার উত্তরাধিকারী হও, আমিষদায়াদ[২] নহে, আমিষদায়াদ হইও না। তোমাদের প্রতি আমার এই অনুকম্পা, যেন আমার শ্রাবকগণ (উন্নত শিষ্যগণ) ধর্মদায়াদ হয়, আমিষদায়াদ নহে। হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা আমার আমিষদায়াদ হও, ধর্মদায়াদ না হও, তাহা হইলে তোমরা 'অপদেশ্য' (নিন্দনীয়)[৩] হইবে : 'শাস্তার শ্রাবকগণ আমিষদায়াদরূপে বিচরণ করেন ধর্মদায়াদরূপে নহে'। তাহাতে আমিও 'অপদেশ্য' হইব। [পক্ষান্তরে] হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা আমার ধর্মদায়াদ হও, আমিষদায়াদ না হও, তাহা হইলে তোমরা 'অপদেশ্য' হইবে না। (যেহেতু তখন লোকে বলিবে) : 'শাস্তার শ্রাবকগণ ধর্মদায়াদরূপে বিচরণ করে, আমিষদায়াদরূপে নহে।' তাহাতে আমিও 'অপদেশ্য' হইব না। (যেহেতু তখন লোকে বলিবে) : 'শাস্তার শ্রাবকগণ ধর্মদায়াদরূপে

---

১. তথাগত ধর্মস্বামী, ভিক্ষু ধর্মসম্পত্তির দায়াদ বা উত্তরাধিকারী। 'যো চ ময্হং সন্তকো দুবিধোপি ধম্মো, তস্স দাযাদা ভবথ'। (প-সূ)

২. আমিসদাযাদা—পচ্চয-গরুকা পচ্চয-গিদ্ধা পচ্চয-বাহুলিকা। (প-সূ) 'আমিষ' অর্থে পাত্রচীবর, শয্যাসন প্রভৃতির লাভের আকাঙ্ক্ষা।

৩. আদিস্সো—গারয্হো। (প-সূ)

বিচরণ করে আমিষদায়াদরূপে নহে।' অতএব হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার ধর্মদায়াদ হও, আমিষদায়াদ নহে। তোমাদের প্রতি আমার এই অনুকম্পা : 'আমার শ্রাবকগণ ধর্মদায়াদ হউক, আমিষদায়াদ নহে।'

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি আমি ভুক্ত হই, পরিপূর্ণভাবে, আর প্রয়োজন নাই বলা পর্যন্ত ভুক্ত হই, যতটা প্রয়োজন সেই পরিমাণ প্রদত্ত হওয়ায় আমার পরিপূর্ণ ও সুখভোজন হয়, যদি তাহার পরেও তদতিরিক্ত 'ফেলে দেবার' মতো ভিক্ষান্ন অবশিষ্ট থাকে, এবং সেই সময়ে সেখানে দুইজন ভিক্ষু অভ্যাগত হয়, এবং আমি তাহাদিগকে বলি, "হে ভিক্ষুগণ, আমি ভুক্ত হইয়াছি, প্রয়োজন-অনুরূপ প্রদত্ত হওয়ায় আমার পরিপূর্ণ ও সুখভোজন হইয়াছে, তথাপি তদতিরিক্ত 'ফেলে দেবার' মতো এই ভিক্ষান্ন অবশিষ্ট আছে, যদি তোমরা ইচ্ছা করো, এই ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে পার। যদি তোমরা ভোজন না করো, তাহা হইলে আমি তৃণবিরলস্থানে ইহা নিক্ষেপ করিব, অথবা অল্পপ্রাণবিহীন গভীর উদকে নিমজ্জন করিয়া দিব।" তন্মধ্যে জনৈক ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা হইতে পারে : "ভগবান ভুক্ত হইয়াছেন, প্রয়োজন-অনুরূপ প্রদত্ত হওয়ায় তাঁহার পরিপূর্ণ ও সুখভোজন হইয়াছে, তথাপি তদতিরিক্ত 'ফেলে দেবার' মতো ভিক্ষান্ন অবশিষ্ট আছে, যদি আমরা এই ভিক্ষান্ন ভোজন না করি, তাহা হইলে ভগবান তাহা নষ্ট হইবার পূর্বেই দূরে নিক্ষেপ করিবেন, অথবা অল্পপ্রাণরহিত উদকে নিমজ্জন করিবেন। এদিকে ভগবান বলিয়াছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার ধর্মদায়াদ হও, আমিষদায়াদ নহে।' কিন্তু এই পিণ্ডপাত বা ভিক্ষান্নও তো আমিষের মধ্যে অন্যতম। অতএব আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়নহেতু এই ভুক্তাবশিষ্ট ভিক্ষান্ন ভোজন না করিয়াই অদ্য রাত্রিদিন অতিবাহিত করিব।" দ্বিতীয় ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা হইতে পারে : "ভগবান ভুক্ত হইয়াছেন, পরিপূর্ণভাবে, আর প্রয়োজন নাই বলা পর্যন্ত ভুক্ত হইয়াছেন, প্রয়োজন-অনুরূপ তাঁহার পরিপূর্ণ ও সুখভোজন হইয়াছে, তথাপি তদতিরিক্ত 'ফেলে দেবার' মতো এই ভিক্ষান্ন অবশিষ্ট আছে, যদি আমরা সেই ভিক্ষান্ন ভোজন না করি, তাহা হইলে ভগবান তাহা নষ্ট হইবার পূর্বেই দূরে নিক্ষেপ করিবেন, অথবা অল্পপ্রাণরহিত উদকে নিমজ্জন করিবেন। অতএব আমি এই ভুক্তাবশিষ্ট ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়ন প্রতিহত করিয়া অদ্য রাত্রিদিন অতিবাহিত করিব।" অতঃপর তিনি সেই ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া, ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়ন প্রতিহত করিয়া, সেই রাত্রিদিন অতিবাহিত করিলেন। হে ভিক্ষুগণ, তাঁহাদের মধ্যে যিনি ভিক্ষান্ন ভোজন দ্বারা ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়ন প্রতিহত না করিয়া সেই

রাত্রিদিন অতিবাহিত করিলেন, আমার বিবেচনায় এই প্রথম ভিক্ষুই পূজ্যতর, অধিকতর প্রশংসাভাজন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি তাঁহার কার্যে দীর্ঘকাল স্বল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, 'সৎলেখ'[১], সুভরতা এবং বীর্যারম্ভের প্রতি সংবর্তন করিবেন, অগ্রসর হইবেন। তদ্ধেতু, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার ধর্মদায়াদ হও, আমিষদায়াদ নহে। তোমাদের প্রতি আমার এই অনুকম্পা : 'আমার শ্রাবকগণ ধর্মদায়াদ হউক, আমিষদায়াদ নহে।' ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত করিয়া সুগত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

৪. ভগবান প্রস্থান করিলে পর অচিরে আয়ুষ্মান সারিপুত্র[২] ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'বন্ধুগণ'। প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বন্ধুভাবে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। সারিপুত্র কহিলেন, "'কীসে বিবেকবৈরাগ্যরত[৩]' শাস্তার শিষ্যগণ বিবেকবৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন না, এবং কী করিলেই বা তাঁহারা তাহা অনুশিক্ষা করেন?" তদুত্তরে ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'ওহে, আমরা দূরদেশ হইতে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকটে ভগবদ্ভাষিত এই বাক্যের অর্থ জানিবার জন্য আসিয়াছি। আয়ুষ্মান সারিপুত্রই বরং ইহার অর্থ প্রতিভাত করুন, যাহা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।' 'বন্ধুগণ, তাহা হইলে তোমরা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি বিবৃত করিতেছি।' 'তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিতে লাগিলেন :

৫. বন্ধুগণ, বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার সে-সকল শিষ্যই বিবেকবৈরাগ্যসাধন শিক্ষা করেন না যাঁহারা স্বয়ং শাস্তা যে-সকল অনাচরণীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন সে-সকল ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহারা দ্রব্যবহুল[৪] শিথিলকর্মী হন, অবক্রমণে (অধোগমনে) পুরোগামী হন, বিবেকবৈরাগ্যসাধনে পথভ্রষ্ট হন। ত্রিবিধ কারণে স্থবির ভিক্ষুগণ নিন্দাভাজন হন : প্রথম, তাঁহারা বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্য হইয়াও বিবেকবৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন না; দ্বিতীয়, শাস্তা যে-সকল অনাচরণীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন তাঁহারা সেই সকল ধর্ম পরিত্যাগ করেন

---

১. সল্লেখোতি কিলেসানং সম্মদেব লিখনা ছেদনা তনুকরণা (চিল্ডার্স কৃত Dictionary of the Pali Language, সল্লেখ শব্দ দ্র.)

২. সারিপুত্র ভগবান বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। তাঁহার পূর্বনাম উপতিষ্য (রথবিনীত-সূত্র দ্র.)।

৩. পালি—পবিবেকো। (প-সূ)

৪. বাহুলিকাতি চীবরাদিবাহুল্লত্থ-পটিপন্না। (প-সূ)

না; তৃতীয়, তাঁহারা দ্রব্যবহুল ও শিথিলকর্মী, অধোগমনে পুরোগামী এবং বিবেকবৈরাগ্যসাধনে পথভ্রষ্ট হন। এই ত্রিবিধ কারণেই স্থবির ভিক্ষুগণ নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন। মধ্যবয়স্ক এবং নবীন ভিক্ষুগণ সম্বন্ধেও এইরূপ। বন্ধুগণ, ইহাতেই বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্যগণ বিবেকবৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন না।

৬. বন্ধুগণ, কিসে বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্যগণ বিবেকবৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন? বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার সে-সকল শিষ্যই বিবেকবৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন, যাঁহারা স্বয়ং শাস্তা যে-সকল অনাচরণীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন সে-সকল ধর্ম পরিত্যাগ করেন; দ্রব্যবহুল, শিথিলকর্মী, অবক্রমণে (অধোগমনে) পুরোগামী ও পথভ্রষ্ট না হইয়া বিবেকবৈরাগ্যসাধনে পুরোগামী হন। ত্রিবিধ কারণে স্থবির ভিক্ষুগণ প্রশংসাভাজন হন : প্রথম, বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্যগণ বিবেকবৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন; দ্বিতীয়, স্বয়ং শাস্তা যে-সকল অনাচরণীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন সে-সকল ধর্ম পরিত্যাগ করেন; তৃতীয়, দ্রব্যবহুল, শিথিলকর্মী, অবক্রমণে (অধোগমনে) পুরোগামী এবং পথভ্রষ্ট না হইয়া বিবেকবৈরাগ্যসাধনে পুরোগামী হন। মধ্যবয়স্ক এবং নবীন[১] ভিক্ষু সম্বন্ধেও এইরূপ। বন্ধুগণ, ইহাতেই বিবেকবৈরাগ্যরত শাস্তার শিষ্যগণ বিবেকবৈরাগ্যসাধন অনুশিক্ষা করেন।

৭. বন্ধুগণ, পাপকর লোভ এবং পাপকর দ্বেষ—এই লোভ ও দ্বেষের পরিহারের জন্য আছে মধ্যম প্রতিপদ, মধ্যপন্থা, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তন করে। সেই মধ্যম প্রতিপদ—মধ্যপন্থা কী যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তন করে? তাহা এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, এই মধ্যম প্রতিপদ—মধ্যপন্থাই চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী; এবং তাহাই উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তন করে (ধাবিত হয়)।

ক্রোধ এবং 'উপনাহ' (ক্রোধান্ধতা), 'ম্রক্ষ'[২] এবং 'পর্যাস'[৩], ঈর্ষা এবং

---

১. স্বাভাবিক নিয়মে ভিক্ষুর বয়স গণনা করা হয় না। যিনি যত অধিক বর্ষাবাস গ্রহণ করিয়া তাহা যথারীতি সমাপ্ত করিয়াছেন তিনি অপর অপেক্ষা তত অধিক বয়স্ক।

২. পরগুণ-নাশের, পরগুণ-অবচ্ছাদনের প্রবৃত্তি 'ম্রক্ষ' বা 'মক্ষ'। (প-সূ)

৩. পরগুণের সহিত নিজগুণের সমীকরণের প্রবৃত্তি 'পর্যাস'। (প-সূ)

মাৎসর্য, মায়া এবং শাঠ্য, 'স্তম্ভ'[১] এবং 'সংরম্ভ'[২], মান এবং অতিমান, মদ এবং প্রমাদ সম্বন্ধেও এইরূপ।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রফুল্লমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ধর্মদায়াদ-সূত্র সমাপ্ত ॥

৪. ভয়ভৈরব-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। অনন্তর জানুশ্রোণি (জানশ্রুতি?)[৩] নামক ব্রাহ্মণ[৪] যেখানে ভগবান উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলসংবাদ জানিলেন, প্রীতিকর কুশলবাদ বিনিময়ের পর সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি ভগবানকে কহিলেন, 'হে গৌতম, যে-সকল কুলপুত্র মহানুভব গৌতমকে উদ্দেশ করিয়া শ্রদ্ধায় (শ্রদ্ধাবশত) গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন, মহানুভব গৌতম তাঁহাদের পুরোগামী (অগ্রনায়ক), মহানুভব গৌতম তাঁহাদের বহূপকারী, সমাদপেতা (সমুৎসাহদাতা), সেই জনগণ মহানুভব গৌতমেরই মতানুবর্তী।'

ব্রাহ্মণ, 'এইরূপই বটে, যথার্থই এইরূপ, যে-সকল কুলপুত্র আমাকে উদ্দেশ করিয়া শ্রদ্ধায় গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন আমি তাঁহাদের পুরোগামী, বহূপকারী, সমাদপেতা, সেই জনগণ আমারই মতানুবর্তী।'

২. 'হে গৌতম, অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন[৫], বিজনপ্রান্তে শয়নাসন (অবস্থান)

---

১. 'স্তম্ভ'—চিত্তের স্তব্ধতা। (প-সূ)

২. 'সংরম্ভ'—প্রতিকূলতা, আঘাতপ্রদানের প্রবৃত্তি। (প-সূ)

৩. 'জানুশ্রোণি' পিতৃমাতৃদত্ত নাম নহে। ইহা কোশলরাজ-প্রদত্ত উপাধিবিশেষ। জানুশ্রোণি মহাশালশ্রেণির শ্রোত্রিয়। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুরোহিত ছিলেন। (প-সূ) শ্রাবস্তীর মধ্যেই তাঁহার বাসস্থান ছিল। সম্ভবত জানুশ্রোণি জানশ্রুতি আখ্যারই অপভ্রংশ।

৪. ব্রহ্মং অনতীতি ব্রাহ্মণো, মন্তে সজ্ঝাযতীতি অত্থো। (প-সূ)

৫. পালি অরঞ্ঞে বনপত্থানি পন্তানি সেনাসনানি—অরণ্য, বনপ্রস্থ ও প্রান্তই শয্যাসন। বুদ্ধঘোষের মতে নগরসীমার বহির্ভূত স্থানই 'অরণ্য'; লোকালয়-বহির্ভূত স্থান, যেখানে কৃষিকর্ম হয় না, তাহাই 'বনপ্রস্থ'; এবং 'প্রান্ত' অতিদূর স্থান। (প-সূ) আমাদের মতে, এ

দুরভিসম্ভব (দুঃসাধ্য), বিবেকবৈরাগ্যসাধন দুষ্কর—দুরভিরাম মনে হয় একাকী অবস্থানে—যে ভিক্ষু সমাধির অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই, নিবিড় বন তাঁহার মন অপহরণ করে।'

ব্রাহ্মণ, এইরূপই বটে, যথার্থই এইরূপ, অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন দুরভিসম্ভব, বিবেকবৈরাগ্যসাধন দুষ্কর—দুরভিরাম, একাকী অবস্থানে মনে হয়—যে ভিক্ষু সমাধির অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই, নিবিড় বন তাঁহার মন অপহরণ করে।

৩. ব্রাহ্মণ, সম্যক সম্বোধি লাভ করিবার পূর্বে, বোধিসত্ত্ব অবস্থায়, আমারও এই ধারণা হইয়াছিল : সত্যই অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন দুরভিসম্ভব, বিবেকবৈরাগ্যসাধন দুষ্কর—দুরভিরাম, একাকী অবস্থানে মনে হয়—যে ভিক্ষু সমাধির অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই, নিবিড় বন তাঁহার মন অপহরণ করে।

৪. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, সর্বদৈহিক কর্ম পরিশুদ্ধ না করিয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অনুশীলন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সর্বদৈহিক কর্ম অপরিশুদ্ধ থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি)[১] আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি সর্বদৈহিক কর্ম পরিশুদ্ধ না করিয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমার সর্বদৈহিক কর্ম পরিশুদ্ধ হইয়াছে। যে-সকল আর্য সর্বদৈহিক কর্ম পরিশুদ্ধ করিয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজেকে সর্বদৈহিক কর্মে পরিশুদ্ধ দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৫. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, বাক্‌কর্ম... মনঃকর্ম... আজীব (জীবিকার নিয়ম) পরিশুদ্ধ না করিয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের বাক্‌কর্ম... মনঃকর্ম... আজীব অপরিশুদ্ধ থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল

স্থলে অরণ্য ও বনপ্রস্থের সহিত বানপ্রস্থ বা তৃতীয় আশ্রমের, এবং প্রান্তের সহিত যতি, ভিক্ষু, সন্ন্যাস বা চতুর্থ আশ্রমের সম্বন্ধ আছে।

১. ভয়ভৈরব—ভয় ও ভৈরব। ভয় চিত্তের উৎত্রাস; ভৈরব বিভীষিকাময় দৃশ্য। 'ভযানকারম্মণং'। (প-সূ)

ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি সর্ব বাক্‌কর্ম... মনঃকর্ম... আজীব পরিশুদ্ধ না করিয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমার সর্ব বাক্‌কর্ম... মনঃকর্ম... আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে। যে-সকল আর্য সর্ব বাক্‌কর্ম... মনঃকর্ম... আজীব পরিশুদ্ধ করিয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজেকে সর্ব বাক্‌কর্মে... মনঃকর্মে... আজীব-বিষয়ে পরিশুদ্ধ দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৬. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, অভিধ্যালু (লোভপ্রবণ), কাম্যবস্তুতে তীব্ররাগাসক্ত হইয়াও অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের অভিধ্যালু, কাম্যবস্তুতে তীব্ররাগাসক্ত হইয়া থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি অভিধ্যালু, কাম্যবস্তুতে তীব্ররাগাসক্ত হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি কিছুতেই অভিধ্যালু নহি। যে-সকল আর্য অভিধ্যালু না হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজেকে অনভিধ্যালু দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৭. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, ব্যাপন্নচিত্ত হইয়া, প্রদুষ্ট-সংকল্পযুক্ত মন লইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের চিত্ত হিংসাপ্রবণ, প্রদুষ্ট-সংকল্পযুক্ত হইবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি ব্যাপন্নচিত্ত হইয়া, প্রদুষ্ট-সংকল্পযুক্ত মন লইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমার চিত্ত মৈত্রীপূর্ণ হইয়াছে। যে-সকল আর্য মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৮. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, পর্যুত্থিত স্ত্যানমিদ্ধ লইয়া, তন্দ্রালস্য-বিহ্বল হইয়া, অরণ্যে

বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্ত্যানমিদ্ধ-পর্যুত্থিত হইবার, তন্দ্রালস্য-বিহ্বল হইবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি পর্যুত্থিত স্ত্যানমিদ্ধ লইয়া, তন্দ্রালস্য-বিহ্বল হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি স্ত্যানমিদ্ধবিহীন, তন্দ্রালস্যশূন্য। যে-সকল আর্য স্ত্যানমিদ্ধবিহীন, তন্দ্রালস্যশূন্য হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে স্ত্যানমিদ্ধবিহীনতা, তন্দ্রালস্যশূন্যতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

৯. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, উদ্ধত প্রকৃতি, অশান্তচিত্ত লইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রকৃতি উদ্ধত, চিত্ত অশান্ত থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি উদ্ধত প্রকৃতি, অশান্তচিত্ত লইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমার চিত্ত উপশান্ত হইয়াছে। যে-সকল আর্য শান্তচিত্তে অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে চিত্তের শান্তভাব দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১০. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, শঙ্কা, বিচিকিৎসা, সংশয়, দ্বিধাভাব লইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের মনে শঙ্কা, বিচিকিৎসা, সংশয়, দ্বিধাভাব থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি শঙ্কা, বিচিকিৎসা, সংশয়, দ্বিধাভাব থাকিতে অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হইয়াছি, সংশয় অতিক্রম করিয়াছি। যে-সকল আর্য বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হইয়া, সংশয় অতিক্রম করিয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে, বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সংশয় অতিক্রম করিয়াছেন, এহেন ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১১. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, আত্মশ্লাঘা ও পরগ্লানি লইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্বভাবে আত্মশ্লাঘা-পরগ্লানি থাকিবার দোষে, সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি আত্মশ্লাঘা-পরগ্লানি থাকিতে অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি আত্মশ্লাঘা-পরগ্লানিকারী নহি। যে-সকল আর্য আত্মশ্লাঘা-পরগ্লানিকারী না হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে আত্মশ্লাঘা-পরগ্লানিবিহীনতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১২. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, ভীত ভাব, ভীরু স্বভাব লইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের ভীরু স্বভাব থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি ভীত ভাব, ভীরু স্বভাব লইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি বিগতরোমহর্ষ, বীতরোমাঞ্চ হইয়াছি। যে-সকল আর্য বিগতরোমহর্ষ, বীতরোমাঞ্চ হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে বিগতরোমহর্ষতা, বীতরোমাঞ্চতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৩. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, লাভ-সৎকার, কীর্তি-শ্লোক, লাভ, সম্মান ও স্তুতিবাদ কামনা করিয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের মনে লাভ-সৎকার ও কীর্তি-শ্লোক কামনা থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি লাভ-সৎকার-শ্লোক-কামনা থাকিতে অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি অল্পেচ্ছু। যে-সকল আর্য অল্পেচ্ছু হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে অল্পেচ্ছুতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর

আগ্রহান্বিত হই।

১৪. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, অলস ও হীনবীর্য হইয়া বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের অলস ও হীনবীর্য হইবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি অলস ও হীনবীর্য হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি আরব্ধবীর্য, কর্মতৎপর। যে-সকল আর্য আরব্ধবীর্য হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে আরব্ধবীর্যতা, কর্মতৎপরতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৫. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ, কিংবা ব্রাহ্মণ, মূঢ়স্মৃতি, অসম্প্রজ্ঞান (যথাযথ জ্ঞানের অভাব) লইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের মূঢ়স্মৃতি, অসম্প্রজ্ঞান বা যথাযথ জ্ঞানের অভাব থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি মূঢ়স্মৃতি, অসম্প্রজ্ঞান বা যথাযথ জ্ঞানের অভাব থাকিতে অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমার স্মৃতি উপস্থাপিত হইয়াছে, আমি স্মৃতিমান। যে-সকল আর্য উপস্থাপিত স্মৃতি লইয়া, স্মৃতিশীল হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে উপস্থিত-স্মৃতিতা, স্মৃতিশীলতা দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৬. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের চিত্ত অসমাহিত ও বিভ্রান্ত থাকিবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমার চিত্ত অসমাহিত ও বিভ্রান্ত থাকিতে অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি সমাধিসম্পন্ন। যে-সকল আর্য সমাধিসম্পন্ন হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে সমাধি-সম্পদ দেখিতে

পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৭. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : যে-কেহ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দুষ্প্রাজ্ঞ, এণমৃগবৎ, মুগ্ধস্বভাব হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের দুষ্প্রাজ্ঞ, এণমৃগবৎ মুগ্ধস্বভাব হইবার দোষে সত্যসত্যই ওই সকল মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অকুশল ভয়ভৈরব (অমঙ্গল ভয়ভীতি) আহ্বান করেন মাত্র। অতএব আমি দুষ্প্রাজ্ঞ, এণমৃগবৎ মুগ্ধস্বভাব হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করিব না। আমি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান। যে-সকল আর্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ, এই অবস্থায় আমি নিজের মধ্যে প্রজ্ঞাসম্পদ দেখিতে পাইয়া অরণ্যবাসে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই।

১৮. ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার এই ধারণা হইয়াছিল : কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী (অমাবস্যা), কৃষ্ণাষ্টমী, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী (পূর্ণিমা) এবং শুক্লাষ্টমী প্রভৃতি যে-সকল রাত্রি অভিজ্ঞাত অভিলক্ষিত, উপযুক্ত তিথি বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ, যে-সকল রাত্রিতে যে-সকল আরামচৈত্য, বনচৈত্য অথবা বৃক্ষচৈত্য ভীষণ ভয়জনক ও রোমাঞ্চকর, যদি আমি সে-সকল স্থানেও বিচরণ (বা অবস্থান) করি, তাহা হইলে অতি অল্প, অতি সামান্যমাত্র ভয়ভৈরব দেখিতে পাইব। ব্রাহ্মণ, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি অপর একসময়ে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, কৃষ্ণাষ্টমী, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী এবং শুক্লাষ্টমী প্রভৃতি যে-সকল রাত্রি অভিজ্ঞাত অভিলক্ষিত, উপযুক্ত তিথি বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ, সে-সকল রাত্রিতে যে-সকল স্থান ভয়জনক ও রোমাঞ্চকর সে-সকল স্থানে বিচরণ (বা অবস্থান) করি। ব্রাহ্মণ, সে-সকল স্থানে বিচরণ (বা অবস্থান) করিতে গিয়া দেখি হয়ত-বা কোনো মৃগ (রাত্রিচর পশু, শ্বাপদ) আসিতেছে, হয়ত-বা ময়ূরাদি কোনো পাখি কাঠ ফেলিতেছে, হয়ত-বা মরুত পত্ররাশি কম্পিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার মনে হইয়াছিল—এই বুঝি ভয়ভৈরব আসিতেছে। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : আমি কি শুধু ভয়-প্রতীক্ষায় থাকিব কিংবা যেকোনো অবস্থায় ভয়ভৈরব আমার নিকট আসিতে থাকে ঠিক সেই অবস্থায় থাকিয়াই আমি তাহা নিরস্ত করিব! ব্রাহ্মণ, যখন চঙ্ক্রমণ অবস্থায় আমার নিকট ভয়ভৈরব আসিল, তখন আমি সংকল্প করিলাম, যে-পর্যন্ত চঙ্ক্রমণ অবস্থাতেই সেই ভয়ভৈরব নিরস্ত করিতে না পারিতেছি সে-পর্যন্ত আমি দাঁড়াইব না, উপবেশন করিব না, শয়নও করিব না। ব্রাহ্মণ, যখন দণ্ডায়মান অবস্থায়

আমার নিকট ভয়ভৈরব আসিল তখন আমি সংকল্প করিলাম, যে-পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সেই ভয়ভৈরব নিরস্ত করিতে না পারিতেছি সে-পর্যন্ত আমি পাদচারণ করিব না, উপবেশন করিব না, শয়নও করিব না। ব্রাহ্মণ, যখন উপবেশনকালে আমার নিকট ভয়ভৈরব আসিল তখন আমি সংকল্প করিলাম, যে-পর্যন্ত উপবিষ্ট অবস্থাতেই সেই ভয়ভৈরব নিরস্ত করিতে না পারিতেছি সে-পর্যন্ত আমি শয়ন করিব না, দাঁড়াইব না, পাদচারণও করিব না। ব্রাহ্মণ, যখন শয়নকালে ভয়ভৈরব আমার নিকট আসিল তখন আমি সংকল্প করিলাম, যে-পর্যন্ত শায়িত অবস্থাতেই সেই ভয়ভৈরব নিরস্ত করিতে না পারিতেছি সে-পর্যন্ত আমি উপবেশন করিব না, দাঁড়াইব না, পাদচারণও করিব না।

১৯. ব্রাহ্মণ, এমন এক শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা রাত্রিকে দিবা এবং দিবাকে রাত্রি বলিয়াই জানেন। আমি বলি, তাহা তাঁহাদের সম্মোহ-বিহারের বা স্মৃতিবিভ্রমের পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ, আমি কিন্তু রাত্রিকে রাত্রি, দিবাকে দিবা বলিয়াই জানি। ব্রাহ্মণ, যদি কেহ এ কথা বলেন—বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বিশ্বে অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেব-নর সকলের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য জগতে এক মোহাতীত পুরুষ উৎপন্ন (আবির্ভূত) হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি যাহা বলিবার তাহা যথার্থই বলিবেন। যদি কেহ আমাকে লক্ষ করিয়াই সে কথা বলেন, তাহাতে তিনি যাহা বলিবার তাহাই যথার্থ বলিবেন—বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বিশ্বে অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেব-নর সকলের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য জগতে এক মোহাতীত পুরুষ উৎপন্ন (আবির্ভূত) হইয়াছেন।

২০. ব্রাহ্মণ, আমার বীর্য (কর্মতৎপরতা) আরব্ধ হইয়াছে, তাহা শিথিল হইবার নহে; স্মৃতি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংমূঢ় হইবার নহে; দেহ-মন প্রশান্ত হইয়াছে, তাহা নিপীড়িত হইবার নহে; সমাহিত চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, (তাহা বিক্ষিপ্ত হইবার নহে)। ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমি কামসম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি। বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি। প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি, আর্যগণ যে-ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে ‘ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান

হইয়া (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করি। সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি।

২১. এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিষ্কৃত), অনঞ্জন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত (স্থির) ও আনেঞ্জ-প্রাপ্ত (অনেজ, নিষ্কম্প) অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় আমি নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম; বহু সংবর্ত-কল্পে[১], বহু বিবর্ত-কল্পে[২], এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্ত-কল্পে ওই স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখ-দুঃখ অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া তত্র (ওই যোনিতে) আমি উৎপন্ন হই; তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবে আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি। ব্রাহ্মণ, অপ্রমত্ত, আতাপী (বীর্যবান) ও সাধনা-তৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, রাত্রির প্রথম যামে তেমনভাবেই আমার এই প্রথম বিদ্যা (জাতিস্মর-জ্ঞান) অধিগত (আয়ত্ত) হয়, অবিদ্যা বিহত (বিনষ্ট), বিদ্যা উৎপন্ন, তম (অন্ধকার) বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

২২. এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের (অপরাপর জীবের) চ্যুতি-উৎপত্তি (গতিপরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ, লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পাই : জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয় উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে—এ-সকল মহানুভব

---

১. প্রলয়-দশা না আসা পর্যন্ত বিশ্বের স্থিতিকাল সংবর্ত-কল্প।

২. প্রলয়-দশা হইতে পুনরাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের অন্তর্ধান-কাল বিবর্ত-কল্প।

জীব কায়দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাক্-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতিতে, বিনিপাত-নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইতেছে; অথবা এ-সকল মহানুভব জীব কায়সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক্সুচরিত্র-সমন্বিত, মনঃসুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, 'সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টি-প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছে। এইভাবে দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই : সত্ত্বগণ (অপরাপর জীবগণ) এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অন্য যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, তেমনভাবেই রাত্রির মধ্যম যামে আমার দ্বিতীয় বিদ্যা (জীবের গতিপরম্পরা-জ্ঞান, কর্মফল-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তম বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

২৩. এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে আমার চিত্ত নমিত করি। তদবস্থায় উন্নত জ্ঞানে যথার্থ জানিতে পারি—ইহা 'দুঃখ' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখসমুদয়' (দুঃখের উৎপত্তি) আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখনিরোধ' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ' আর্যসত্য; এ-সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। তদবস্থায় এইরূপে আর্যসত্য জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতেও আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান উদিত হয়, উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারি—চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্যাপিত হইয়াছে, যাহা কিছু করিবার ছিল করা হইয়াছে, অতঃপর অত্র আর আসিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ,... রাত্রির অন্তিম যামে আমার এই তৃতীয় বিদ্যা (আসবক্ষয়-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তম বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

২৪. ব্রাহ্মণ, এইরূপও আপনার মনে হইতে পারে, যেহেতু আজ পর্যন্ত শ্রমণ গৌতম বীতরাগ, বীতদ্বেষ এবং বীতমোহ হইতে পারেন নাই সেই কারণে তিনি অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করেন।

ব্রাহ্মণ, বিষয়টি এইরূপে দেখিতে নাই। ব্রাহ্মণ, দুই কারণে, দ্বিবিধ উপকারিতা দেখিয়া, আমি অরণ্যে বনপ্রস্থজীবন, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করি : প্রথম, প্রত্যক্ষভাবে নিজের সুখ-বিহার (স্বচ্ছন্দে অবস্থান); দ্বিতীয়, পরোক্ষভাবে পরবর্তী জনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন।

২৫. মহানুভব গৌতম কর্তৃক সত্যসত্যই পরবর্তী জনগণ অনুগৃহীত হইতেছে, যেন তাহা অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা হইতেছে। অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথনির্দেশ, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়, এইরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে, ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে মহানুভব গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

॥ ভয়ভৈরব-সূত্র সমাপ্ত ॥

৫. অনঙ্গন-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ‘বন্ধুগণ’। প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বন্ধুভাবে সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিলেন :

২. জগতে চারি প্রকার লোক[১] বর্তমান আছে। চারি প্রকার কী কী? প্রথম, এক শ্রেণির লোক নিজের মধ্যে অঙ্গন (মালিন্য)[২] থাকা সত্ত্বে যথার্থভাবে জানেন না যে, নিজের মধ্যে অঙ্গন আছে। দ্বিতীয়, সাঙ্গন অপর এক শ্রেণির লোক যথার্থভাবে জানেন যে, নিজের মধ্যে অঙ্গন আছে। তৃতীয়, অঙ্গনবিহীন (নিরঙ্গন) এক শ্রেণির লোক যথার্থভাবে জানেন না যে, নিজের মধ্যে অঙ্গন নাই। চতুর্থ, নিরঙ্গন অপর এক শ্রেণির লোক যথার্থভাবে জানেন যে, নিজের মধ্যে অঙ্গন নাই। যে ব্যক্তি সাঙ্গন হইয়া নিজের অঙ্গন

---

১. পুগ্গলাতি সত্তা নরা পোসা। (প-সূ) এ স্থলে লোকসম্মতি বা ব্যবহারিক অর্থেই পুদ্গল বা ব্যক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

২. এ স্থলে অঙ্গন অর্থে ‘নানপ্পকারা তিব্বকিলেসা’, নানাপ্রকার তীব্র ক্লেশ। (প-সূ)

যথার্থভাবে জানেন না এবং যিনি তাহা জানেন—এই দুইয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হীন ও দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়া নিজের নিরঞ্জনতা জানেন না এবং যিনি তাহা জানেন—এই দুইয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হীন ও দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হন।

৩. ইহা বিবৃত হইলে আয়ুষ্মান মৌদ্‌গল্যায়ন আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, "সারিপুত্র, কী হেতু, কী কারণে সাঞ্জন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হীন ও অপর ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হন? কী হেতু, কী কারণে নিরঞ্জন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হীন ও অপর ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হন?" (তদুত্তরে আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিলেন,) 'মৌদ্‌গল্যায়ন, যে ব্যক্তি সাঞ্জন হইয়া যথার্থভাবে জানেন না যে, তাঁহার মধ্যে অঞ্জন আছে তিনি সত্যসত্যই উহার প্রতিরোধের জন্য ছন্দ (ইচ্ছা) জনন করিবেন না, বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন না, আরব্ধবীর্য (কর্মতৎপর) হইবেন না, সেই অঞ্জন পরিত্যাগের জন্য। যদি কোনো পাত্রস্বামী কোনো দোকান বা কাঁসারির ঘর হইতে আনীত রজাবৃত মলসমাচ্ছন্ন কাংস্যপাত্র যথাবিধি ব্যবহার ও পরিষ্কার না করেন এবং [অধিকন্তু] তাহা রজাকীর্ণ স্থানে রাখেন, তাহাতে ওই কাংস্যপাত্র পরে অধিকতর সংক্লিষ্ট বা মলগ্রাহী হইবে না কি?' 'হাঁ, হইবে।' 'সেইরূপ, মৌদ্‌গল্যায়ন, যে ব্যক্তি সাঞ্জন হইয়া নিজের অঞ্জন যথার্থভাবে জানেন না, তিনি তাহা প্রতিরোধের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছন্দ জনন করিবেন না, বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন না, আরব্ধবীর্য হইবেন না, সেই অঞ্জন পরিত্যাগের জন্য। তিনি সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, সাঞ্জন, সংক্লিষ্টচিত্ত হইয়াই কাল-কবলে গমন করিবেন। মৌদ্‌গল্যায়ন, যে ব্যক্তি সাঞ্জন হইয়া নিজের মধ্যে যে অঞ্জন আছে তাহা যথার্থভাবে জানেন, তিনি তাহার প্রতিরোধের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছন্দ জনন করিবেন, বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন, আরব্ধবীর্য হইবেন সেই অঞ্জন পরিত্যাগের জন্য। তিনি বীতরাগ, বীতদ্বেষ বীতমোহ, নিরঞ্জন, অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইয়া কাল-কবলে গমন করিবেন। যদি কোনো পাত্রস্বামী দোকান বা কাঁসারির ঘর হইতে আনীত রজাবৃত মলসমাচ্ছন্ন কাংস্যপাত্র যথাবিধি ব্যবহার ও পরিষ্কার করেন এবং তাহা রজাকীর্ণ স্থানে না রাখেন, তাহাতে উহা পরে অধিকতর পরিশুদ্ধ বা পরিষ্কৃত হইবে না কি?' 'হাঁ, হইবে।' 'সেইরূপ, মৌদ্‌গল্যায়ন, যিনি সাঞ্জন হইয়া নিজের অঞ্জন যথার্থভাবে জানেন, তিনি তাহা প্রতিরোধের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছন্দ জনন করিবেন, বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন, আরব্ধবীর্য হইবেন, সেই অঞ্জন পরিত্যাগের

জন্য। মৌদ্গল্যায়ন, যেই ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়াও নিজের মধ্যে যে অঞ্জন নাই তাহা যথার্থভাবে জানেন না, তিনি সত্যসত্যই শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু)[১] মনে করিবেন, এবং শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবার ফলে রাগাসক্তি তাঁহার চিত্ত পশ্চাৎ ধ্বংস করিবে। তিনি সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, সাঞ্জন ও সংক্লিষ্ট-চিত্ত হইয়াই কাল-কবলে গমন করিবেন। যদি কোনো পাত্রস্বামী কোনো দোকান বা কাঁসারির ঘর হইতে আনীত রজাবৃত মলসমাচ্ছন্ন কাংস্যপাত্র যথাবিধি ব্যবহার ও পরিষ্কার করেন না, এবং তাহা রজাকীর্ণ স্থানে রাখেন, তাহাতে ওই কাংস্যপাত্র পরে অধিকতর সংক্লিষ্ট বা মলগ্রাহী হইবে না কি?' 'হাঁ, হইবে।' 'সেইরূপ, মৌদ্গল্যায়ন, যে-ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়াও নিজের মধ্যে যে অঞ্জন নাই তাহা যথার্থভাবে জানেন না, তিনি সত্যসত্যই শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবেন, এবং শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবার ফলে রাগাসক্তি পশ্চাৎ তাঁহার চিত্ত ধ্বংস করিবে। তিনি সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, সাঞ্জন ও সংক্লিষ্টচিত্ত হইয়াই কাল-কবলে গমন করিবেন। মৌদ্গল্যায়ন, যে ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়া নিজের মধ্যে যে অঞ্জন নাই তাহা যথার্থভাবে জানেন, তিনি সত্যসত্যই শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবেন না, এবং শুভনিমিত্ত মনে না করিবার ফলে রাগাসক্তি তাঁহার চিত্ত পশ্চাৎ ধ্বংস করিবে না। তিনি বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, নিরঞ্জন ও অসংক্লিষ্টচিত্ত হইয়াই কাল-কবলে গমন করিবেন। যদি কোনো পাত্রস্বামী দোকান বা কাঁসারির ঘর হইতে আনীত রজাবৃত মলসমাচ্ছন্ন কাংস্যপাত্র যথাবিধি ব্যবহার ও পরিষ্কার করেন এবং তাহা রজাকীর্ণ স্থানে না রাখেন, তাহাতে উহা পরে অধিকতর পরিশুদ্ধ বা পরিষ্কৃত হইবে না কি?' 'হাঁ, হইবে।' 'সেইরূপ, মৌদ্গল্যায়ন, যে ব্যক্তি নিরঞ্জন হইয়া নিজের মধ্যে যে অঞ্জন নাই তাহা যথার্থভাবে জানেন, তিনি সত্যসত্যই শুভনিমিত্ত (ইষ্টবস্তু) মনে করিবেন না, এবং শুভনিমিত্ত মনে না করিবার ফলে রাগাসক্তি তাঁহার চিত্ত পশ্চাৎ ধ্বংস করিবে না। তিনি বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, নিরঞ্জন ও অসংক্লিষ্টচিত্ত হইয়া কাল-কবলে গমন করিবেন। মৌদ্গল্যায়ন, এইজন্য সাঞ্জন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হীন এবং অপর ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হন। এইজন্য নিরঞ্জন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হীন এবং অপর ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হন।'

৪. [আয়ুষ্মান মৌদ্গল্যায়ন কহিলেন,] "সারিপুত্র, তুমি 'অঞ্জন' 'অঞ্জন'

---

১. সুভনিমিত্তন্তি রাগট্ঠানিযং ইট্ঠারম্মণং। (প-সূ)

বলিতেছ, এই অঞ্জন কিসের প্রতিবচন?” ‘মৌদ্‌গল্যায়ন, অঞ্জন পাপজনক, অকুশলজনক স্বেচ্ছাচারেরেই প্রতিবচন।’

৫. মৌদ্‌গল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো ভিক্ষুর মধ্যে এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে : ‘আমি দোষাপন্ন হইয়াছি। অথচ অপর ভিক্ষুগণ জানিবেন না যে, আমি দোষাপন্ন হইয়াছি।’ পুনঃ ইহা সম্ভব যে, অপর ভিক্ষুগণ জানিতে পারিলেন যে, সে ভিক্ষু আপত্তির লক্ষ্য হইয়াছেন। তিনি যে আপত্তির লক্ষ্য হইয়াছেন তাহা অপর ভিক্ষুগণ জানিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। মৌদ্‌গল্যায়ন, এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি তদুভয়ই অঞ্জন।

৬. মৌদ্‌গল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে : ‘আমি দোষাপন্ন হইয়াছি। তজ্জন্য অপর ভিক্ষুগণ আমাকে গোপনেই অভিযুক্ত করিবেন, প্রকাশ্যে সংঘমধ্যে নহে।’ পুনঃ ইহা সম্ভব যে, অপর ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সংঘমধ্যে অভিযুক্ত করিবেন, গোপনে নহে। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সংঘমধ্যে অভিযুক্ত করিলেন, গোপনে নহে। তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুই-ই অঞ্জন।

৭. মৌদ্‌গল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে : ‘আমি দোষাপন্ন হইয়াছি। তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি আমাকে অভিযুক্ত করিবেন, অনুপযুক্ত লোক নহে।’ পুনঃ ইহা সম্ভব যে, অনুপযুক্ত লোকই তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবেন, উপযুক্ত লোক নহে। অনুপযুক্ত লোকই তাঁহাকে অভিযুক্ত করিলেন, উপযুক্ত লোক নহে, তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। মৌদ্‌গল্যায়ন, এই যে কোপ এবং অপ্রস্তুতি দুই-ই অঞ্জন।

৮. মৌদ্‌গল্যায়ন, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় : ‘আহা যেন আমাকেই শুধু শাস্তা (ভগবান) জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, অপর কোনো ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়া নহে।’ পুনঃ ইহা সম্ভব যে, শাস্তা অন্য ভিক্ষুকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নহে। শাস্তা অন্য ভিক্ষুকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন, তাঁহাকে নহে; তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। মৌদ্‌গল্যায়ন, এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুই-ই অঞ্জন।

৯. মৌদ্‌গল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় : ‘আহা যেন আমাকেই পুরোবর্তী করিয়া ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবেন, অন্য কোনো ভিক্ষুকে পুরোবর্তী করিয়া নহে।’ পুনঃ ইহা সম্ভব যে, অন্য ভিক্ষুকে পুরোবর্তী করিয়া ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে

প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে নহে। অন্য ভিক্ষুকে পুরোবর্তী করিয়া ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে নহে; তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুই-ই অঞ্জন।

১০. মৌদ্গল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় : 'আহা যেন আমিই শুধু ভোজনকালে অগ্রাসন, অগ্রোদক, অগ্রপিণ্ড লাভ করি, অন্য কোনো ভিক্ষু নহে।' পুনঃ ইহা সম্ভব যে, অপর ভিক্ষু ভোজনকালে অগ্রাসন, অগ্রোদক, অগ্রপিণ্ড লাভ করিবেন, সেই ভিক্ষু নহে। ভোজনকালে অন্য ভিক্ষুই অগ্রাসন, অগ্রোদক, অগ্রপিণ্ড লাভ করিলেন, তিনি তাহা লাভ করিলেন না। ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। মৌদ্গল্যায়ন, এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুই-ই অঞ্জন।

১১. মৌদ্গল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা হয় : 'আহা যেন আমিই ভোজনান্তে, ভোজন সমাপন করিয়া, দান অনুমোদন করিতে পারি, অন্য ভিক্ষু নহে।' পুনঃ ইহা সম্ভব যে, ভোজনান্তে, ভোজন সমাপন করিয়া, অন্য ভিক্ষু দান অনুমোদন করিবেন, সেই ভিক্ষু নহে। অন্য ভিক্ষুই ভোজনান্তে দান অনুমোদন করিলেন, তিনি করিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুই-ই অঞ্জন।

১২-১৩. মৌদ্গল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা হয় : 'আহা যেন আমিই শুধু আরামগত, বিহারগত ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করি, অন্য কোনো ভিক্ষু নহে।' পুনঃ ইহা সম্ভব যে, অন্য ভিক্ষুই আরামগত ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, সেই ভিক্ষু নহে। অন্য ভিক্ষুই আরামগত ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন, তিনি করিলেন না। ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুই-ই অঞ্জন। আরামগত ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকা সম্বন্ধেও এইরূপ।

১৪-১৫. মৌদ্গল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা হয় : 'আমাকেই শুধু ভিক্ষুগণ সমীহ-সৎকার করিবেন, গুরুস্থানীয় মনে করিবেন, মানিবেন, পূজিবেন, অন্য কোনো ভিক্ষুকে নহে।' পুনঃ ইহা সম্ভব যে, ভিক্ষুগণ অন্য এক ভিক্ষুকেই সমীহ-সৎকার করিবেন, গুরুস্থানীয় মনে করিবেন, মানিবেন, পূজিবেন, তাঁহাকে নহে। ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুকেই সমীহ-সৎকার করিলেন, গুরুস্থানীয় মনে করিলেন, মানিলেন, পূজিলেন, তাঁহাকে নহে। তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও

অপ্রস্তুতি দুই-ই অঞ্জন। ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকা সম্বন্ধেও এইরূপ।

১৬-১৭. মৌদ্‌গল্যায়ন, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ ইচ্ছা হয় : 'আহা যেন আমিই শুধু উৎকৃষ্ট চীবর (পরিধেয় বস্ত্র) লাভ করিতে পারি, অন্য ভিক্ষু নহে।' পুনঃ ইহা সম্ভব যে, অন্য ভিক্ষুই উৎকৃষ্ট চীবর লাভ করিবেন, সেই ভিক্ষু নহে। অন্য ভিক্ষুই উৎকৃষ্ট চীবর লাভ করিলেন, তিনি নহে। ইহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রস্তুত হন। এই যে কোপ ও অপ্রস্তুতি দুই-ই অঞ্জন। পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন), শয্যাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যোপকরণ সম্বন্ধেও এইরূপ। মৌদ্‌গল্যায়ন, অঞ্জন এই সকল পাপজনক, অকুশলজনক স্বেচ্ছাচারেরই প্রতিবচন (নামান্তর)।

১৮. মৌদ্‌গল্যায়ন, যে ভিক্ষুর এই সকল পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হন নাই বলিয়া দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তিনি যতই অরণ্যবাসী, আরণ্যক, বিজনপ্রান্তবাসী, পিণ্ডপাতী (ভিক্ষান্নজীবী), (লোলুপচারী না হইয়া) 'সপদানচারী'[১], পাংশুচেলী ও রুক্ষচীবরধারী হউন না কেন, সব্রহ্মচারী সতীর্থগণ তাঁহাকে সমীহ-সৎকার করেন না, গুরুস্থানীয় মনে করেন না, মানেন না, পূজেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হয় নাই বলিয়াই সকলের নিকট দৃষ্ট ও শ্রুত (প্রকটিত) হয়। মৌদ্‌গল্যায়ন, যদি পাত্রস্বামী কোনো দোকান বা কাঁসারির ঘর হইতে আনীত পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত পাত্রে মৃতসর্প, মৃতকুক্কুর বা মৃতমনুষ্যদেহ রাখিয়া এবং তাহা অপর কাংস্যপাত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া জনসমাকীর্ণ রাজপথে আগমন করে, তাহা দেখিয়া লোকে বলিতে থাকে : "ওহে, এ কী, যাহা 'জন্য জন্য' 'মোক্ষম মোক্ষম' মনে হইতেছে,"[২] এবং পাত্র অনাবৃত করিয়া দেখামাত্র তাহাদের মধ্যে অমনোজ্ঞতা (অপ্রীতিকর ভাব), প্রতিকূলতা (বিরক্তি), এবং জুগুপ্সতা (ঘৃণা) আসিয়া উপস্থিত হয়, ক্ষুধার্তের বুভুক্ষা হয় না, ভোজনে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির তো দূরের কথা। সেইরূপ মৌদ্‌গল্যায়ন, যে ভিক্ষুর এই সকল পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হয় নাই বলিয়া দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তিনি যতই অরণ্যবাসী, আরণ্যক, বিজনপ্রান্তবাসী, পিণ্ডপাতী, 'সপদানচারী', পাংশুচেলী, রুক্ষচীবরধারী হউন না কেন, সব্রহ্মচারী সতীর্থগণ তাঁহাকে সমীহ-সৎকার করেন না, গুরুস্থানীয় মনে করেন না, মানেন না, পূজেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার

---

১. ক্রমাগত পর পর গৃহ হইতে ভিক্ষান্নসংগ্রহকারী।

২. জঞ্ঞঞ্জঞ্ঞঞ্ঞং বিযাতি মোক্‌খমোক্‌খং বিয মনাপমনাপং বিয। (প-সূ)

পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হয় নাই বলিয়াই সকলের নিকট দৃষ্ট ও শ্রুত হয়।

মৌদ্‌গল্যায়ন, যে ভিক্ষুর পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তিনি যতই গ্রামান্তবিহারী, নিমন্ত্রণভোজী, গৃহীবেশধারী হউন না কেন, তাঁহাকে সব্রহ্মচারী সতীর্থগণ সমীহ-সৎকার করেন, গুরুস্থানীয় মনে করেন, মানেন, পূজেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হইয়াছে বলিয়া সকলের নিকট দৃষ্ট ও শ্রুত (প্রকটিত) হয়। যদি পাত্রস্বামী কোনো দোকান কিংবা কাঁসারির ঘর হইতে আনীত পরিশুদ্ধ বা পরিষ্কৃত কাংস্যপাত্র নির্মল ওদন ও বিবিধ সূপব্যঞ্জন দ্বারা পূর্ণ করিয়া এবং তাহা অপর পাত্র দ্বারা আবৃত করিয়া জনসমাকীর্ণ রাজপথে আগমন করেন, তাহা দেখিয়া লোকে বলিতে থাকে : “এ কী, যাহা ‘মোক্ষম মোক্ষম’ মনে হইতেছে?” এবং তাহা পাত্র অনাবৃত করিয়া উঠাইয়া দেখে এবং দেখামাত্র তাহাদের মধ্যে মনোজ্ঞতা, অপ্রতিকূলতা ও অজুগুপ্সতা আসিয়া দেখা দেয়, ভোজনপরিতৃপ্ত ব্যক্তিরও বুভুক্ষা হয়, ক্ষুধার্তের তো হইবেই। সেইরূপ মৌদ্‌গল্যায়ন, যে ভিক্ষুর পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তিনি যতই গ্রামান্তবিহারী, নিমন্ত্রণভোজী, গৃহস্থবেশধারী হউন না কেন, তাঁহাকে সব্রহ্মচারী সতীর্থগণ সমীহ-সৎকার করেন, গুরুস্থানীয় মনে করেন, মানেন, পূজেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার পাপমূলক, অকুশলমূলক ইচ্ছাবশতা প্রহীন হইয়াছে।

১৯. ইহা বিবৃত হইলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, ‘সারিপুত্র, আমার মধ্যে একটি উপমা প্রতিভাত হইতেছে।’ ‘মৌদ্‌গল্যায়ন, তুমি তাহা প্রতিভাত করো।’ ‘সারিপুত্র, আমি একদা রাজগৃহে, গিরিব্রজে অবস্থান করিতেছিলাম। পূর্বাহ্নে যথারীতি বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য প্রবেশ করি। তখন সমীতি নামক জনৈক যানকারপুত্র রথনেমির যে-স্থান বক্র, আঁকাবাঁকা ও দোষযুক্ত, সে-স্থান তক্ষণ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া পূর্বজীবনে (গৃহীভাবে থাকিতে) যানকারপুত্র পাণ্ডুপুত্র নামক জনৈক আজীবক (নগ্নপ্রব্রজিত) তুষ্টমনা হইয়া তুষ্টিবচন উচ্চারণ করিলেন, ‘মনে হইতেছে হৃদয় যেন হৃদয়কে জানিয়া ঘা দিতেছে।’ সেইরূপ সারিপুত্র, যে-সকল শ্রদ্ধাহীনব্যক্তি শুধু জীবিকার জন্য অশ্রদ্ধায় গৃহ হইতে গৃহহীনরূপে প্রব্রজিত হইয়া শঠ, মায়াবী, কৈতবী (জাদুকর), উদ্ধত, গর্বিত, চপল, মুখর, প্রগল্‌ভ,

অসংযতেন্দ্রিয়, অপরিমিতভোজী, অজাগ্রত, শ্রামণ্যে অগ্রাহ্যকারী, শিক্ষণীয় বিষয়ে তীব্রগৌরব অননুভবকারী, দ্রব্যবহুল, শিথিলকর্মী, অধোগমনে পুরোগামী, বিবেকবৈরাগ্যসাধনে বিপথগামী, অলস, হীনবীর্য, পথবিমূঢ়, অসম্প্রজ্ঞাত, অসমাহিত, বিভ্রান্ত, দুষ্প্রাজ্ঞ ও লালামুখ (বোকা) হইয়া বিচরণ করে, মনে হয়, যেমন হৃদয়কে জানিয়া হৃদয় স্পর্শ করে, তেমনভাবে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এই ধর্মোপদেশ তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিবে না[১]। [পক্ষান্তরে] যে-সকল কুলপুত্র শ্রদ্ধায় গৃহ হইতে গৃহহীনরূপে প্রব্রজিত হইয়া অশঠ, অমায়াবী, অকৈতবী, অনুদ্ধত, অগর্বিত, অচপল, অমুখর, অপ্রগল্‌ভ, সংযতেন্দ্রিয়, পরিমিতভোজী, জাগরণযুক্ত, শ্রামণ্যে গ্রাহ্যকারী, শিক্ষণীয় বিষয়ে তীব্রগৌরবসম্পন্ন, অদ্রব্যবহুল, অশিথিলকর্মী, অধোগমন-পরিহারী, বিবেকবৈরাগ্যসাধনে পুরোগামী, আরব্ধবীর্য, 'প্রহিতাত্ম' (ধ্যাননিবিষ্ট), স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞাত, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান ও অমুগ্ধস্বভাব হইয়া বিচরণ করেন, মনে হয়, আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এই ধর্মোপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহারা সুধাপান করিবেন, অমৃত ভোজন করিবেন, বাক্যে ও মনে সব্রহ্মচারী (সতীর্থ) শোভনভাবে অকুশলসমূহ উত্তোলন করিয়া কুশলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সারিপুত্র, যেমন স্ত্রী বা পুরুষ, অথবা মণ্ডনস্বভাব যুবা শিরস্নাত হইয়া উৎপলমাল্য, বার্ষিকমাল্য, অথবা অতিমৌক্তিক[২] মাল্য লাভ করিয়া, দুই হস্তে তাহা গ্রহণ করিয়া, উত্তমাঙ্গে স্বশীর্ষে স্থাপন করেন, তেমন, সারিপুত্র, যে-সকল কুলপুত্র শ্রদ্ধায় গৃহ হইতে গৃহহীনরূপে প্রব্রজিত হইয়া অশঠ, অমায়ারী, অকৈতবী, অনুদ্ধত, অগর্বিত, অচপল, অমুখর, অপ্রগল্‌ভ সংযতেন্দ্রিয়, পরিমিতভোজী, জাগরণযুক্ত, শ্রামণ্যে গ্রাহ্যকারী, শিক্ষণীয় বিষয়ে তীব্রগৌরবসম্পন্ন, অদ্রব্যবহুল, অশিথিলকর্মী, অধোগমনপরিহারী, বিবেকবৈরাগ্যসাধনে পুরোগামী, আরব্ধবীর্য, 'প্রহিতাত্ম' (ধ্যাননিবিষ্ট), স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞাত, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান ও অমুগ্ধস্বভাব হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহার আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এই ধর্মোপদেশ স্মরণ করিয়া সুধাপান করিবেন, অমৃত ভোজন করিবেন, বাক্যে ও মনে সব্রহ্মচারী শোভনভাবে অকুশলসমূহ উত্তোলন করিয়া কুশলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

এইভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিয়া দুই মহারথী পরস্পরের সুভাষিত বাণী

---

১. হদযা হদযং মঞ্‌ঞে অঞ্‌ঞাযাতি চিত্তেন চিত্তং জানিত্বা বিয। (প-সূ)

২. উৎপল, বার্ষিক ও অতিমৌক্তিক ত্রিবিধ ফলের নাম।

অনুমোদন করিলেন।

॥ অনঞ্জন-সূত্র সমাপ্ত ॥

৬. আকাঙ্ক্ষণীয়-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। ভিক্ষুগণ 'হাঁ ভদন্ত,' বলিয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শীলসম্পদে সম্পন্ন হইয়া প্রাতিমোক্ষসংবর দ্বারা সংবৃত হইয়া, আচারগোচরসম্পন্ন হইয়া, অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণে ভয়দর্শী হইয়া বিচরণ করো, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া চরিত্র শিক্ষা করো।

৩-১৮. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি সব্রহ্মচারী সতীর্থগণের নিকট প্রিয় হইবেন, মনোজ্ঞ ও গুরুস্থানীয় হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শীলসমূহ পরিপূর্ণ করিতে হইবে, অধ্যাত্মভাবে স্বচিত্তের শমথ (শান্তি) সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, নিত্য ধ্যানরত থাকিতে হইবে, বিদর্শন-সমন্বিত হইতে হইবে, শূন্যাগার বা একাকী-বিহার (বাস) বর্ধিত করিতে হইবে।

যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ লাভে লাভবান হইবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি যাহাদের প্রদত্ত চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ উপভোগ করেন তাহাদের সেই সমীহ-সৎকার মহাফলপ্রসূ, মহার্থবহ হইবে;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তাঁহার যে-সকল জ্ঞাতি ও আত্মীয় মৃত ও লোকান্তরিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে অনুস্মরণ করে, তাহা তাহাদের পক্ষে মহাফলপ্রসূ, মহার্থবহ হইবে;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি অরতিসহ[১] ও রতিসহ[২] হইবেন, অরতি তাঁহার উপর আসিতে সমর্থ হইবে না এবং তিনি যেমন যেমন অরতি উৎপন্ন ইহতে থাকে, তাহা অভিভূত করিয়া বিচরণ করিবেন;

---

১. 'অরতি' সাধনার পথে উৎকণ্ঠা। (প-সূ)

২. 'রতি' অর্থে বিলাস-রতি পঞ্চকামগুণের প্রতি অনুরাগ। (প-সূ)

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি ভয়ভৈরবসহ হইবেন, ভয়ভৈরব তাঁহার উপর আসিতে সমর্থ হইবে না, এবং তিনি যেমন যেমন ভয়ভৈরব উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহা অভিভূত করিয়া বিচরণ করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি শুদ্ধচিত্তায়ত্ত দৃষ্টধর্ম-সুখবিহারস্বরূপ চারি ধ্যান অনায়াসে ও স্বেচ্ছাক্রমে লাভ করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, যে-সকল রূপাতীত অরূপ, নিরাকার, শান্ত বিমোক্ষের অবস্থা আছে সে-সমস্ত অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া বিচরণ করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষীণ করিয়া তিনি স্রোতাপন্নরূপে অনধোগামী, প্রাপ্তিতে নিশ্চিত এবং সম্বোধিপরায়ণ হইবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষীণ করিয়া রাগদ্বেষমোহের স্বল্পতা সাধন করিয়া সকৃদাগামী-রূপে একবারমাত্র মর্ত্যে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি পঞ্চবিধ অবরভাগী (নিম্নস্বভাবগত) সংযোজন প্রহীন করিয়া অযোনিসম্ভূত 'ঔপপাতিক'-রূপে, মর্ত্যে পুনরাগমনশীল না হইয়া, ঊর্ধ্ব দেবলোক হইতে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি নিজের মধ্যে বহুবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি অনুভব করিবেন, এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হইবেন, ইচ্ছাক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব সাধন করিতে পারিবেন, প্রাচীর প্রাকার ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারিবেন—আকাশে গমনের মতো; স্থলে (পৃথিবীতে) উঠানামা করিতে পারিবেন—উদকে (সলিলে) ডুবা-উঠার মতো; উদকে পদব্রজে গমন করিতে পারিবেন—স্থলে গমনের মতো; আকাশেও পর্যঙ্কবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া) বিহঙ্গগণের মতো গমন করিতে পারিবেন; মহাকায় মহাশক্তিসম্পন্ন চন্দ্রসূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিবেন, চন্দ্রসূর্যের গায়ে হাত বুলাইতে পারিবেন, আব্রহ্মভুবন স্ববশে আনিতে পারিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দিব্য, পরিশুদ্ধ ও লোকাতীত শ্রোত্রধাতু দ্বারা উভয় শব্দ শুনিতে পারিবেন, যাহা দিব্য ও যাহা মানুষ, যাহা দূরে ও যাহা নিকটে;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি স্বচিত্তে অপর ব্যক্তির চিত্তের

অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিবেন, চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ, বীতমোহ হইলে বীতমোহ, সংক্ষিপ্ত[১] হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্‌গত হইলে মহদ্‌গত,[২] অমহদ্‌গত হইলে অমহদ্‌গত, স-উত্তর[৩] হইলে স-উত্তর, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়াই জানিতে পারিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিবেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্প, বহু বিবর্তকল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্প, অমুক জন্মে আমার এই ছিল নাম, এই ছিল গোত্র, এই ছিল বর্ণ এই ছিল আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখভোগ, এই ছিল আয়ু-পরিমাণ; তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এই যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিবেন;

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবগণকে দেখিতে পাইবেন, তাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, জীবসমূহকে জানিতে পারিবেন—এই সকল জীব কায়দুশ্চরিত্র, বাগ্‌দুশ্চরিত্র, মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত-নরকে উৎপন্ন হইয়াছে; [পক্ষান্তরে] এই সকল জীব কায়সুচরিত্র, বাক্‌সুচরিত্র, মনঃসুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক নহে, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি-উদ্ভূত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে; এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা জীবগণকে দেখিতে পাইবেন, তাহারা চ্যুত হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত জীবগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিবেন।

---

১. এ স্থলে ‘সংক্ষিপ্ত’ অর্থে যাহা বিক্ষিপ্তের বিপরীত।

২. ‘মহদ্‌গত’ অর্থে মহৎ অবস্থাপ্রাপ্ত। মহৎ বা বুদ্ধি প্রাচীন সাংখ্যযোগের পারিভাষিক শব্দ (কঠোপনিষৎ দ্র.)।

৩. স-উত্তর, যাহা অনুত্তর নহে।

যদি তিনি এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব হইয়া দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে, বর্তমান জন্মে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিবেন;

তাহা হইলে তাঁহাকে শীলসমূহ পূর্ণ করিতে হইবে, অধ্যাত্মভাবে চিত্তের শমথ বা শান্তিসাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে, নিত্য ধ্যানরত থাকিতে হইবে, বিদর্শনসমন্বিত হইতে ইহবে, শূন্যাগার বা একাকীবিহার বর্ধিত করিতে হইবে।

অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শীলসম্পন্ন হইয়া, প্রাতিমোক্ষসংবর দ্বারা সংবৃত হইয়া, আচারগোচরসম্পন্ন হইয়া, নিন্দনীয় আচরণে ভয়দর্শী হইয়া বিচরণ করো, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া চরিত্র শিক্ষা করো।

এইরূপে যাহা বিবৃত হইল তাহা এই কারণেই বিবৃত হইয়াছে। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ আকাঙ্ক্ষণীয়-সূত্র সমাপ্ত ॥

৭. বস্ত্রোপম-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ’। ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে ‘হাঁ ভদন্ত’ বলিয়া তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো রজক (রঞ্জক) মলসংক্লিষ্ট মলগৃহীত বস্ত্রে নীল, পীত, লোহিত অথবা মঞ্জিষ্ঠা যেকোনো রং লাগায়, তাহাতে তাহার বর্ণ সুরঞ্জিত না হইয়া বরং কুরঞ্জিত হয়, অপরিশুদ্ধ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু মূলবস্ত্র অপরিশুদ্ধ। সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, সংক্লিষ্টচিত্তে দুর্গতিই অবশ্যম্ভাবী। পুনঃ, যদি কোনো রজক (রঞ্জক) পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত বস্ত্রে নীল, পীত, লোহিত অথবা মঞ্জিষ্ঠা যেকোনো রং লাগায়, তাহাতে তাহার বর্ণ সুরঞ্জিত ও পরিশুদ্ধ হয়। ইহার কারণ কী, যেহেতু মূলবস্ত্রই পরিশুদ্ধ। সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, অসংক্লিষ্টচিত্তে সুগতিই অবশ্যম্ভাবী।

৩. হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপক্লেশ (মালিন্যের কারণ) কী কী? অভিধ্যা বিষমলোভ চিত্তের উপক্লেশ, ব্যাপাদ (হিংসাপ্রবৃত্তি) চিত্তের উপক্লেশ, ক্রোধ

উপক্লেশ, ‘উপনাহ’, ম্রক্ষ, ‘পর্যাস’, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, ‘স্তম্ভ’, ‘সংরম্ভ’, মান, অতিমান, মদ ও প্রমাদ চিত্তের উপক্লেশ।

৪. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অভিধ্যা বিষমলোভ চিত্তের উপক্লেশ জানিয়া তাহা পরিহার করেন। ব্যাপাদ (হিংসাপ্রবৃত্তি) ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, পর্যাস, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, স্তব্ধতা, সংরম্ভ, মান, অতিমান, মদ ও প্রমাদ চিত্তের উপক্লেশ জানিয়া তৎসমস্ত পরিত্যাগ করেন।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু অভিধ্যা বিষমলোভ, ব্যাপাদ, ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, পর্যাস, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, স্তব্ধতা, সংরম্ভ, মান, অতিমান, মদ ও প্রমাদ চিত্তের উপক্লেশ বিদিত হইবার ফলে ভিক্ষুর তৎসমস্ত দোষাবহ ধর্ম পরিক্ষীণ হয়, তিনি বুদ্ধে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হন : ‘তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্য সকলের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।’ তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হন : ‘ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাহা ইহজন্মে ফলপ্রদ, কালাকালবিহীন, ‘এস, দেখ’ বলিয়া আহ্বান করে, লক্ষ্যাভিমুখী এবং বিজ্ঞগণের পক্ষে স্বসংবেদ্য।’ তিনি সংঘে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হন : ‘ভগবানের শিষ্যসংঘ, শ্রাবকসংঘ, সুপ্রতিপন্ন, সমীচীন-প্রতিপন্ন, চারিটি পুরুষযুগলে বিভক্ত, অষ্ট আর্যপুরুষ[১] লইয়া গঠিত ভগবানের এই উন্নত শিষ্যসংঘ আহ্বানের যোগ্য, সমাদরের যোগ্য, দানদক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য, জগতের পক্ষে অনুত্তর অদ্বিতীয় পুণ্যক্ষেত্র-স্বরূপ।’ যখন হইতে ক্রমশ তাঁহার ক্লেশ-অবধি (পতনকারণ) পরিত্যক্ত, অপগত, নির্গত, পরিক্ষীণ ও নিঃসারিত হয়, তিনি বুদ্ধে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া ‘বুদ্ধে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়াছি’ জানিয়া অর্থবেদ (কৃতার্থতাজনিত আনন্দবেগ) লাভ করেন, ধর্মবেদ লাভ করেন, ধর্ম-উপজাত প্রামোদ্য লাভ করেন, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্তদেহে সুখ অনুভব করেন, এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। ধর্ম এবং সংঘ বিষয়েও এইরূপ।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যদি এহেন শীলসম্পন্ন, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু উপাদেয় সূপব্যঞ্জনসহ পরিষ্কৃত ভিক্ষালব্ধ শালি-ওদন ভোজন করেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অন্তরায় হয় না। যেমন মলসংক্লিষ্ট, মলগৃহীত বস্ত্র স্বচ্ছোদকে

---

১. স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ এবং অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ—এই অষ্ট আর্যপুরুষ ও চারি পুরুষযুগল।

আসিয়া পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হয়, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, এহেন শীলবান, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু বিবিধ উপাদেয় সূপব্যঞ্জনসহ পরিষ্কৃত ভিক্ষালব্ধ শালি-ওদন ভোজন করিলেও, তাহা তাঁহার পক্ষে অন্তরায় হয় না।*

৭. তিনি মৈত্রীসহগত চিত্তের দ্বারা প্রথম দিক বিস্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন, সেই নিয়মে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যকক্রমে সর্বথা সর্বস্থান ব্যাপিয়া সর্বলোক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর, অহিংস-চিত্তের দ্বারা বিস্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণাসহগত, মুদিতাসহগত, উপেক্ষাসহগত চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ।

৮. তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন : 'ইহা আছে', 'আছে হীন', 'আছে উৎকৃষ্ট', 'আছে এই (ব্রহ্মবিহার) সংজ্ঞার উপরে নিঃসরণ বা বিমুক্তি।' এইরূপে জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্তচিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া' জ্ঞান হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, অতঃপর আর অত্র আসিতে হইবে না।' হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুই স্নাত বলিয়া কথিত হন, যিনি অন্তর-স্নানের দ্বারা স্নাত হইয়াছেন।

৯. সেই সময়ে সুন্দরিক-ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কহিলেন, 'মহানুভব গৌতম কি বাহুকা (বাহুদা) নদীতে স্নান করিতে যান?' 'ব্রাহ্মণ, বাহুকা নদীতে কী প্রয়োজন, বাহুকা নদী কী করিবে?' 'হে গৌতম, বাহুকা যে বহুজনের নিকট মোক্ষসম্মতা, পুণ্যসম্মতা, মোক্ষদায়িনী, মুক্তিপ্রদা, পাপনাশিনী পুণ্যনদী বলিয়া স্বীকৃতা ও পরিচিতা। বহু লোক যে বাহুকা নদীতে কৃত পাপকর্ম প্রবাহিত করে।' তৎপ্রসঙ্গে ভগবান গাথাযোগে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

বাহুকা[১] নামেতে নদী অধিকক্কা[২] আর,
গয়া[৩] সুন্দরিকা[৪] তীর্থ মহিমা অপার

---

* চিত্তবিশুদ্ধি-প্রকরণ বজ্রযানের প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থ। তন্মধ্যে উক্ত হইয়াছে : 'যেমন মলিন উপকরণের সাহায্যে মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হয় তেমন পঞ্চ মকরাদি কদাচার দ্বারাও চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হইতে পারে।

১. মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রাপর্বে বাহুদা নামে এক পুণ্যনদীর উল্লেখ আছে। সম্ভবত বাহুকা ও বাহুদা একই নদীর নাম। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান জানি না।

২. অধিকক্কাও কোনো এক পুণ্যনদীর নাম।

৩. গয়া প্রসিদ্ধ তীর্থবিশেষ। উদান-বণ্ণনা বা উদান-অট্‌ঠকথা মতে গয়াতীর্থ বলিতে

প্রয়াগ[১] পবিত্র তীর্থ, নদী সরস্বতী[২],
আর এক আছে নদী পুণ্য বাহুমতী[৩]।
নিত্য স্নান করে বটে বুদ্ধিহীন জন,
কৃষ্ণকর্মা জলে মগ্ন না হয় শোধন।
কী করিবে বল পুণ্যনদী সুন্দরিকা,
অথবা প্রয়াগ তীর্থ অথবা বাহুকা?
বৈরযুক্ত, সকলুষ, পাপিষ্ঠ যে জন,
তীর্থ জলে পাপকর্ম না হয় শোধন।
শুদ্ধ যিনি, শুচি তিনি, নিত্য 'ফল্গু'[৪] তাঁর,
নিত্য 'উপোসথ' তাঁর শুদ্ধ আত্মা যাঁর।
যিনি শুদ্ধ, শুচিকর্মা, পবিত্র-হৃদয়,
নিত্য ব্রত, নিত্য কর্ম নিত্য তাঁর হয়।
হেথা স্নান করো, বিপ্র, শুনহ বচন,
সর্বভূতে ক্ষেমংকর হওরে ব্রাহ্মণ।
যদি নাহি তব কাছে অসত্যকথন,
প্রাণিহিংসা, প্রাণিহত্যা, জীবন-হনন,
চৌর্যবৃত্তি, চুরি-দোষ, অদত্তগ্রহণ,
যদি শ্রদ্ধাবান হও, দাও অকৃপণ,
গয়া গয়া কী করিবে[৫], কিবা প্রয়োজন?

গয়াগ্রামের অদূরস্থিত এক পুষ্করিণী ও এক নদী। বুদ্ধঘোষের মতেও 'গয়াতি একা পোক্খরিণী পি, অত্থি নদী পি' (সার-প)। গয়ানদীর পরিচিত নাম ফল্গু। বিশ বা একুশ মাইলব্যাপী নৈরঞ্জনা ও মহানদীর সম্মিলিত প্রবাহের নামই ফল্গু। বুদ্ধঘোষের মতে গয়া পুষ্করিণীর পরিচিত নাম মণ্ডলবাপী। (প-সূ)

৪. সুন্দরিকা কোশলের এক প্রসিদ্ধ নদী।

১. প্রয়াগ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল। বুদ্ধঘোষের মতে প্রয়াগ গঙ্গার এক প্রসিদ্ধ তীর্থের নাম। কথিত আছে, রাজা মহাপ্রণাদ প্রয়াগে বহু অর্থব্যয়ে গঙ্গাগর্ভ হইতে এক ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (প-সূ) প্রয়াগের আধুনিক নাম এলাহাবাদ।

২. সরস্বতী বেদপ্রসিদ্ধ সরস্বতী নদী। মনু-সংহিতা মতে ইহা মধ্যপ্রদেশের পূর্বসীমায় অবস্থিত ছিল।

৩. বাহুমতীও পুণ্যনদীবিশেষ।

৪. ফগ্গূতি ফগ্গুন-নক্খত্তমেব। (প-সূ) ফল্গু ফাল্গুনী নক্ষত্রের সংক্ষিপ্ত নাম। ফল্গু অর্থে গয়াফল্গু। উত্তরফাল্গুণী তিথিই গয়াতীর্থে প্রশস্ত স্নানযোগ ছিল।

৫. সপ্ততীর্থ-মধ্যে গয়াই শ্রেষ্ঠসম্মত ছিল বলিয়া এ স্থলে গয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। (প-

কূপ[১] হবে গয়া তব, শুন হে ব্রাহ্মণ।

১০. ইহা বিবৃত হইলে সুন্দরিক-ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন, 'অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন, কেহ উল্টানকে সোজা করেন, আবৃতকে অনাবৃত করেন, বিমূঢ়কে পথপ্রদর্শন করেন, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করেন যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পান, তেমন মহানুভব গৌতম কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে, ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি সেই ভগবান গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আমি সেই ভগবান গৌতমের সন্নিধানেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।' ব্রাহ্মণ ভগবৎ-সন্নিধানেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। উপসম্পন্ন হইয়া, ভিক্ষুপদে বৃত হইয়া, অচিরেই একাকী, উপক্লপ্ত, অপ্রমত্ত বীর্যবান ও সাধনাতৎপর হইয়া বিচরণ করিবার ফলে যাহার জন্য কুলপুত্রগণ সত্যসত্যই আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর অদ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তিরূপ (শ্রামণ্যফল) দৃষ্টধর্মে (এ জীবনেই) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন এবং উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারেন : 'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর আর অত্র আসিতে হইবে না।' আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ অর্হৎগণের অন্যতম হইয়াছিলেন।

॥ বস্ত্রোপম-সূত্র সমাপ্ত॥

৮. সল্লেখ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। আয়ুষ্মান মহাচুন্দ সায়াহ্নসময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ভগবানকে কহিলেন, 'প্রভো, আত্মতত্ত্ব কিংবা লোকতত্ত্ব সম্পর্কে জগতে যে নানাপ্রকার মিথ্যাদৃষ্টি (একাঙ্গদর্শন, একান্ত মত) উৎপন্ন হয়, আদিতে তৎসমস্ত মনন করিলে কি তৎসমস্ত মিথ্যাদৃষ্টি

সূ)

[১] .'উদপান' শব্দে কুপ, পুষ্করিণী, তড়াগ, সরোবর সমস্তকেই বুঝাইতে পারে (সার-প)।

পরিত্যাগ করা হয়, তৎসমস্ত বর্জন করা হয়?'

২. চুন্দ, আত্মতত্ত্ব বা লোকতত্ত্ব সম্পর্কে জগতে যে-সকল মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত দৃষ্টি যাহা অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, যাহার উপর বিন্যস্ত থাকে এবং যে-ভিত্তির উপর চলে, তাহা আমার নহে, আমিও তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা (নিজস্ব) নহে, এইরূপে তাহা যথাভূত, যথার্থভাবে, সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিলে তৎসমস্ত মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করা হয়, বর্জন করা হয়।

৩. চুন্দ, ইহা সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষু কামসম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার মনে হইতে পারে, 'আমি সৎলেখের দ্বারা বিচরণ করিতেছি।' কিন্তু চুন্দ, আর্যবিনয়ে তাহাকে সল্লেখ[১] বলে না, বলে দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার, প্রত্যক্ষজীবনে সুখে বিচরণ। চুন্দ, ইহাও সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার মনে হইতে পারে, 'আমি সল্লেখের দ্বারা বিচরণ করিতেছি।' চুন্দ, আর্যবিনয়ে তাহাকে সল্লেখ বলে না, বলে দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার, প্রত্যক্ষজীবনে সুখে বিচরণ।

চুন্দ, ইহাও সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া, উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যে-ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার মনে হইতে পারে, 'আমি সৎলেখের দ্বারা বিচরণ করিতেছি'। চুন্দ, আর্যবিনয়ে তাহাকে সল্লেখ বলে না, বলে দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার। না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চতুর্থ রূপধ্যান সম্বন্ধেও এইরূপ।

৪. চুন্দ, ইহাও সম্ভব যে, কোনো কোনো ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না

---

১. পূর্বে 'সল্লেখ' বা 'সৎলেখ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এ স্থলে 'সল্লেখ' অর্থে আত্মশুদ্ধি-কল্পে চিত্তোৎপাদ বা চিত্তের সংকল্প ও গতি নিরাকরণ।

করিয়া 'আকাশ-অনন্ত' এই ভাবোদয়ে আকাশানন্তায়তন নামক (প্রথম অরূপধ্যান) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তখন তাঁহার মনে হইতে পারে, 'আমি সৎলেখের দ্বারা বিচরণ করিতেছি।' চুন্দ, আর্যবিনয়ে ইহাকে সল্লেখ বলে না; বলে দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার। বিজ্ঞানানন্তায়তন নামক দ্বিতীয় অরূপধ্যান, আকিঞ্চনায়তন নামক তৃতীয় অরূপধ্যান এবং নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন নামক চতুর্থ অরূপধ্যান সম্বন্ধেও এইরূপ।

৫. চুন্দ, এই স্থলেই সৎলেখ (শুদ্ধি-সংকল্প) করিতে হয়। যে স্থলে অপরে বিহিংস্রক, আমরা সে স্থলে অবিহিংস্রক হইব বলিয়া সৎলেখ করিতে হয়। যে স্থলে অপরে প্রাণাতিপাতী (প্রাণঘাতী) সে স্থলে আমরা প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হইব; যে স্থলে অপরে অদত্তগ্রহণকারী, পরস্বাপহারী, আমরা সে স্থলে অদত্তগ্রহণ (পরস্বাপহরণ) হইতে প্রতিবিরত হইব; যে স্থলে অপরে অব্রহ্মচারী সে স্থলে আমরা ব্রহ্মচারী, যে স্থলে অপরে মৃষাবাদী (মিথ্যাবাদী) সে স্থলে আমরা মৃষাবাদ হইতে প্রতিবিরত, সেই নিয়মে পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত, পরুষ (কর্কশ) বাক্য হইতে প্রতিবিরত, সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হইব বলিয়া সল্লেখ করিতে হয়। যেখানে অপরে অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ) সে স্থলে আমরা অনভিধ্যালু (অলোভী), যে স্থলে অপরে ব্যাপন্নচিত্ত (ক্রোধপরায়ণ) সে স্থলে আমরা অব্যাপন্নচিত্ত (অক্রোধী) হইব বলিয়া সল্লেখ করিতে হয়। যে স্থলে অপরে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন সে স্থলে আমরা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, যে স্থলে অপরে মিথ্যা সংকল্পচিত্ত সে স্থলে আমরা সম্যক সংকল্পচিত্ত, যে স্থলে অপরে মিথ্যা বাক্‌সম্পন্ন সে স্থলে আমরা সম্যক বাক্‌সম্পন্ন, যে স্থলে অপরে মিথ্যা কর্মরত সে স্থলে আমরা সম্যক কর্মরত, যে স্থলে অপরে মিথ্যাজীবী সে স্থলে আমরা সম্যকজীবী, যে স্থলে অপরে মিথ্যা ব্যয়ামরত সে স্থলে আমরা সম্যক ব্যায়ামরত, যে স্থলে অপরে মিথ্যা স্মৃতিযুক্ত সে স্থলে আমরা সম্যক স্মৃতিযুক্ত, যে স্থলে অপরে মিথ্যা সমাধিরত সে স্থলে আমরা সম্যক সমাধিরত, যে স্থলে অপরে মিথ্যা জ্ঞানী সে স্থলে আমরা সম্যক জ্ঞানী, যে স্থলে অপরে মিথ্যা বিমুক্ত সে স্থলে আমরা সম্যক বিমুক্ত হইব বলিয়া সল্লেখ করিতে হয়। যে স্থলে অপরে স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য-অভিভূত) সে স্থলে আমরা স্ত্যানমিদ্ধবিহীন, যে স্থলে অপরে উদ্ধত সে স্থলে আমরা অনুদ্ধত, যে স্থলে অপরে সন্দিগ্ধ সে স্থলে আমরা অসন্দিগ্ধ (তীর্ণবিচিকিৎস), যে স্থলে অপরে ক্রোধস্বভাব সে স্থলে আমরা অক্রোধী, যে স্থলে অপরে উপনাহী (বৈরিদ্বেষী) সে স্থলে আমরা অনুপনাহী, যে স্থলে অপরে ম্রক্ষী সে স্থলে আমরা অম্রক্ষী, যে স্থলে অপরে পর্যাসী সে

স্থলে আমরা অপর্যাসী, যে স্থলে অপরে ঈর্ষাপরায়ণ সে স্থলে আমরা ঈর্ষাহীন, যে স্থলে অপরে মাৎসর্যপরায়ণ সে স্থলে আমরা মাৎসর্যহীন, যে স্থলে অপরে শঠ সে স্থলে আমরা অশঠ, যে স্থলে অপরে মায়াবী সে স্থলে আমরা অমায়াবী, যে স্থলে অপরে স্তব্ধ সে স্থলে আমরা অস্তব্ধ, যে স্থলে অপরে অভিমানী সে স্থলে আমরা নিরভিমান, যে স্থলে অপরে দুর্ভাষ সে স্থলে আমরা সুভাষ, যে স্থলে অপরে পাপমিত্র সে স্থলে আমরা কল্যাণমিত্র হইব বলিয়া সল্লেখ করিতে হয়। যে স্থলে অপরে শ্রদ্ধাবিহীন সে স্থলে আমরা শ্রদ্ধাশীল, যে স্থলে অপরে হ্রীবিহীন (নির্লজ্জ) সে স্থলে আমরা হ্রীসম্পন্ন, যে স্থলে অপরে অননুতাপী সে স্থলে আমরা অনুতাপী, যে স্থলে অপরে অল্পশ্রুত সে স্থলে আমরা বহুশ্রুত, যে স্থলে অপরে কুসীত (হীনবীর্য) সে স্থলে আমরা আরব্ধবীর্য, যে স্থলে অপরে মূঢ়স্মৃতি সে স্থলে আমরা প্রতিষ্ঠিতস্মৃতি, যে স্থলে অপরে দুষ্প্রাজ্ঞ সে স্থলে আমরা প্রাজ্ঞ, যে স্থলে অপরে লৌকিক মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী, দুষ্পরিহারী (নাছোড়বান্দা) আমরা সে স্থলে অ-লৌকিক মতাবলম্বী, অদৃঢ়গ্রাহী ও সুপরিহারী হইব বলিয়াই সল্লেখ করিতে হয়।

৬. চুন্দ, কুশল ধর্মে চিত্তোৎপাদ (চিত্তবৃত্তি) আমি বহূপকারী বলিয়া প্রকাশ করি, কায়বাক্যে তাহা অনুশীলনীয় বটে। অতএব চুন্দ, যে স্থলে অপরে বিহিংস্রক, সে স্থলে অবিহিংস্রক, যে স্থলে অপরে প্রাণঘাতী সে স্থলে প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত, যে স্থলে অপরে অদত্তগ্রাহী (পরস্বাপহারী) সে স্থলে অদত্তগ্রহণ (পরস্বাপহরণ) হইতে প্রতিবিরত, যে স্থলে অপরে অব্রহ্মচারী সে স্থলে ব্রহ্মচারী, যে স্থলে অপরে মৃষাবাদী সে স্থলে মৃষাবাদ হইতে প্রতিবিরত, সেই নিয়মে পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত, পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত, সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত, যে স্থলে অপরে অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ) সে স্থলে অনভিধ্যালু (অলোভী), যে স্থলে অপরে ব্যাপন্নচিত্ত (ক্রোধপরায়ণ) সে স্থলে অব্যাপন্নচিত্ত (অক্রোধী), যে স্থলে অপরে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন সে স্থলে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, যে স্থলে অপরে মিথ্যা সংকল্পচিত্ত সে স্থলে সম্যক সংকল্পচিত্ত, যে স্থলে অপরে মিথ্যা বাক্‌সম্পন্ন সে স্থলে সম্যক বাক্‌সম্পন্ন, যে স্থলে অপরে মিথ্যা কর্মরত সে স্থলে সম্যক কর্মরত, যে স্থলে অপরে মিথ্যাজীবী সে স্থলে সম্যকজীবী, যে স্থলে অপরে মিথ্যা ব্যায়ামরত সে স্থলে সম্যক ব্যায়ামরত, যে স্থলে অপরে মিথ্যা স্মৃতিযুক্ত সে স্থলে সম্যক স্মৃতিযুক্ত, যে স্থলে অপরে মিথ্যা সমাধিরত সে স্থলে সম্যক সমাধিরত, যে স্থলে অপরে মিথ্যা জ্ঞানী সে স্থলে সম্যক জ্ঞানী,

যে স্থলে অপরে মিথ্যা বিমুক্ত সে স্থলে সম্যক বিমুক্ত, যে স্থলে অপরে স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য-অভিভূত) সে স্থলে স্ত্যানমিদ্ধবিহীন, যে স্থলে অপরে উদ্ধত সে স্থলে অনুদ্ধত, যে স্থলে অপরে সন্দিগ্ধ সে স্থলে অসন্দিগ্ধ (তীর্ণবিচিকিৎস), যে স্থলে অপরে ক্রোধস্বভাব সে স্থলে অক্রোধী, যে স্থলে অপরে উপনাহী সে স্থলে অনুপনাহী, যে স্থলে অপরে ম্রক্ষী সে স্থলে অম্রক্ষী, যে স্থলে অপরে পর্যাসী সে স্থলে অপর্যাসী, যে স্থলে অপরে ঈর্ষাপরায়ণ সে স্থলে ঈর্ষাহীন, যে স্থলে অপরে মাৎসর্যপরায়ণ সে স্থলে মাৎসর্যহীন, যে স্থলে অপরে শঠ সে স্থলে অশঠ, যে স্থলে অপরে মায়াবী সে স্থলে অমায়াবী, যে স্থলে অপরে স্তব্ধ সে স্থলে অস্তব্ধ, যে স্থলে অপরে অভিমানী সে স্থলে নিরভিমান, যে স্থলে অপরে দুর্ভাষ সে স্থলে সুভাষ, যে স্থলে অপরে পাপমিত্র সে স্থলে কল্যাণমিত্র, যে স্থলে অপরে শ্রদ্ধাবিহীন সে স্থলে শ্রদ্ধাশীল, যে স্থলে অপরে হ্রীবিহীন সে স্থলে হ্রীসম্পন্ন, যে স্থলে অপরে অননুতাপী সে স্থলে অনুতাপী, যে স্থলে অপরে অল্পশ্রুত সে স্থলে বহুশ্রুত, যে স্থলে অপরে কুসীত সে স্থলে আরব্ধবীর্য, যে স্থলে অপরে মূঢ়স্মৃতি সে স্থলে আমরা প্রতিষ্ঠিতস্মৃতি, যে স্থলে অপরে দুষ্প্রাজ্ঞ সে স্থলে প্রাজ্ঞ, যে স্থলে অপরে লৌকিক মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী[১] সে স্থলে লৌকিক মতাবলম্বী ও দৃঢ়গ্রাহী হইব না এবং সুপরিহারী হইব বলিয়া চিত্ত উৎপন্ন করিতে হয়।

৭. যেমন চুন্দ, কাহারও পক্ষে মার্গবিষম হইলে তাহার পক্ষে অপর এক সমমার্গই পরিক্রমের (পর্যটনের) উপায়, অথবা যেমন কাহারও পক্ষে কোনো তীর্থবিষম হইলে অপর এক সমতীর্থই পরিক্রমের বা পার হইবার উপায়, তেমন চুন্দ, বিহিংস্রক ব্যক্তির পক্ষে অবিহিংসা, প্রাণঘাতীর পক্ষে প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তগ্রাহীর পক্ষে অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি, অব্রহ্মচারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য, মৃষাবাদীর পক্ষে মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুনভাষীর পক্ষে পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশভাষীর পক্ষে কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, সম্প্রলাপীর পক্ষে সম্প্রলাপ হইতে বিরতি, অভিধ্যালুর পক্ষে অনভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের পক্ষে অব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের পক্ষে সম্যক দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্পবানের পক্ষে সম্যক সংকল্প, মিথ্যা বাক্যরত ব্যক্তির পক্ষে সম্যক বাক্য, মিথ্যা কর্মরত ব্যক্তির পক্ষে সম্যক কর্ম, মিথ্যাজীবীর পক্ষে সম্যক আজীব, মিথ্যা ব্যায়ামসম্পন্নের পক্ষে সম্যক ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন

---

১. দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী প্রায় একার্থবাচক। বহু যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও যাহারা গৃহীত মত বা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে না তাহারাই দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী।

ব্যক্তির পক্ষে সম্যক স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্যক সমাধি, মিথ্যা জ্ঞানীর পক্ষে সম্যক জ্ঞান, মিথ্যা বিমুক্তের পক্ষে সম্যক বিমুক্তি, স্ত্যানমিদ্ধপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্তানমিদ্ধবিহীনতা, উদ্ধতের পক্ষে অনৌদ্ধত্য, সন্দিগ্ধের পক্ষে অসন্দিগ্ধতা, ক্রোধীর পক্ষে অক্রোধ, উপনাহীর পক্ষে অনুপনাহ, ম্রক্ষীর পক্ষে অম্রক্ষ, পর্যাসীর পক্ষে অপর্যাস, ঈর্ষাপরায়ণের পক্ষে ঈর্ষাহীনতা, মাৎসর্যপরায়ণের পক্ষে মাৎসর্যবিহীনতা, শঠের পক্ষে অশঠতা, মায়াবীর পক্ষে অমায়া, স্তব্ধের পক্ষে অস্তব্ধতা, অভিমানীর পক্ষে নিরভিমান, দুর্ভাষের পক্ষে সুভাষিতা, পাপমিত্রের পক্ষে কল্যাণমিত্রতা, প্রমত্তের পক্ষে অপ্রমাদ, শ্রদ্ধাহীনের পক্ষে শ্রদ্ধা, হ্রীবিহীনের পক্ষে হ্রী, অননুতাপীর পক্ষে অনুতাপ, অল্পশ্রুতের পক্ষে বহুশ্রুতি, কুসীতের (হীনবীর্যের) পক্ষে বীর্যারম্ভ, মূঢ়স্মৃতির পক্ষে স্মৃতিশীলতা, দুষ্প্রাজ্ঞের পক্ষে প্রজ্ঞাসম্পদ, এবং লৌকিক মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী ব্যক্তির পক্ষে লৌকিক মত অনবলম্বন, অদৃঢ়গ্রহণ এবং সুপরিহারিতাই পরিক্রম বা পরিত্রাণের উপায়।

৮. যেমন যত অকুশল ধর্ম সমস্ত অধোগমনের কারণ এবং যত কুশল ধর্ম সমস্তই ঊর্ধ্বগমনের উপায়, তেমন, চুন্দ, বিহিংস্রকের পক্ষে অবিহিংসা, প্রাণঘাতীর পক্ষে প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তগ্রাহীর পক্ষে অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি, অব্রহ্মচারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য, মৃষাবাদীর পক্ষে মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুনভাষীর পক্ষে পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশভাষীর পক্ষে কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, সম্প্রলাপীর পক্ষে সম্প্রলাপ হইতে বিরতি, অভিধ্যালুর পক্ষে অনভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের পক্ষে অব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের পক্ষে সম্যক দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্পবানের পক্ষে সম্যক সংকল্প, মিথ্যাবাক্যরত ব্যক্তির পক্ষে সম্যক বাক্য, মিথ্যা কর্মরত ব্যক্তির পক্ষে সম্যক কর্ম, মিথ্যাজীবীর পক্ষে সম্যক আজীব, মিথ্যা ব্যায়ামসম্পন্নের পক্ষে সম্যক ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্যক স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্যক সমাধি, মিথ্যা জ্ঞানীর পক্ষে সম্যক জ্ঞান, মিথ্যা বিমুক্তের পক্ষে সম্যক বিমুক্তি, স্ত্যানমিদ্ধপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্তানমিদ্ধবিহীনতা, উদ্ধতের পক্ষে অনৌদ্ধত্য, সন্দিগ্ধের পক্ষে অসন্দিগ্ধতা, ক্রোধীর পক্ষে অক্রোধ, উপনাহীর পক্ষে অনুপনাহ, ম্রক্ষীর পক্ষে অম্রক্ষ, পর্যাসীর পক্ষে অপর্যাস, ঈর্ষাপরায়ণের পক্ষে ঈর্ষাহীনতা, মাৎসর্যপরায়ণের পক্ষে মাৎসর্যবিহীনতা, শঠের পক্ষে অশঠতা, মায়াবীর পক্ষে অমায়া, স্তব্ধের পক্ষে অস্তব্ধতা, অভিমানীর পক্ষে নিরভিমান, দুর্ভাষের পক্ষে সুভাষিতা, পাপমিত্রের পক্ষে কল্যাণমিত্রতা, প্রমত্তের পক্ষে অপ্রমাদ, শ্রদ্ধাহীনের পক্ষে

শ্রদ্ধা, হ্রীবিহীনের পক্ষে হ্রী, অননুতাপীর পক্ষে অনুতাপ, অল্পশ্রুতের পক্ষে বহুশ্রুতি, কুসীতের (হীনবীর্যের) পক্ষে বীর্যারম্ভ, মূঢ়স্মৃতির পক্ষে স্মৃতিশীলতা, দুষ্প্রাজ্ঞের পক্ষে প্রজ্ঞাসম্পদ, এবং লৌকিক মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী ব্যক্তির পক্ষে লৌকিক মত অনবলম্বন, অদৃঢ়গ্রহণ এবং সুপরিহারিতাই ঊর্ধ্বগমনের উপায়।

৯. চুন্দ, স্বয়ং গভীর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অপরকে ওই পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবে, ইহা সম্ভব নহে। স্বয়ং পঙ্কনিমগ্ন না হইয়া পঙ্কনিমগ্ন অপর ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবে, ইহা সম্ভব। চুন্দ, স্বয়ং অদান্ত, অবিনীত, অপরিনির্বৃত হইয়া অপরকে দমিত, বিনীত, পরনির্বৃত করিবে, ইহা সম্ভব নহে। স্বয়ং দান্ত, বিনীত, পরিনির্বৃত হইয়া অপরকে দমিত, বিনীত ও পরিনির্বৃত করিবে, ইহা সম্ভব। সেইরূপ, চুন্দ, বিহিংস্রকের পক্ষে অবিহিংসা, প্রাণঘাতীর পক্ষে প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তগ্রাহীর পক্ষে অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি, অব্রহ্মচারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য, মৃষাবাদীর পক্ষে মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুনভাষীর পক্ষে পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশভাষীর পক্ষে কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, সম্প্রলাপীর পক্ষে সম্প্রলাপ হইতে বিরতি, অভিধ্যালুর পক্ষে অনভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের পক্ষে অব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের পক্ষে সম্যক দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্পবানের পক্ষে সম্যক সংকল্প, মিথ্যা বাক্যরত ব্যক্তির পক্ষে সম্যক বাক্য, মিথ্যা কর্মরত ব্যক্তির পক্ষে সম্যক কর্ম, মিথ্যাজীবীর পক্ষে সম্যক আজীব, মিথ্যা ব্যায়ামসম্পন্নের পক্ষে সম্যক ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্যক স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্যক সমাধি, মিথ্যা জ্ঞানীর পক্ষে সম্যক জ্ঞান, মিথ্যা বিমুক্তের পক্ষে সম্যক বিমুক্তি, স্ত্যানমিদ্ধপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্তানমিদ্ধবিহীনতা, উদ্ধতের পক্ষে অনৌদ্ধত্য, সন্দিগ্ধের পক্ষে অসন্দিগ্ধতা, ক্রোধীর পক্ষে অক্রোধ, উপনাহীর পক্ষে অনুপনাহ, ম্রক্ষীর পক্ষে অম্রক্ষ, পর্যাসীর পক্ষে অপর্যাস, ঈর্ষাপরায়ণের পক্ষে ঈর্ষাহীনতা, মাৎসর্যপরায়ণের পক্ষে মাৎসর্যবিহীনতা, শঠের পক্ষে অশঠতা, মায়াবীর পক্ষে অমায়া, স্তব্ধের পক্ষে অস্তব্ধতা, অভিমানীর পক্ষে নিরভিমান, দুর্ভাষের পক্ষে সুভাষিতা, পাপমিত্রের পক্ষে কল্যাণমিত্রতা, প্রমত্তের পক্ষে অপ্রমাদ, শ্রদ্ধাহীনের পক্ষে শ্রদ্ধা, হ্রীবিহীনের পক্ষে হ্রী, অননুতাপীর পক্ষে অনুতাপ, অল্পশ্রুতের পক্ষে বহুশ্রুতি, কুসীতের (হীনবীর্যের) পক্ষে বীর্যারম্ভ, মূঢ়স্মৃতির পক্ষে স্মৃতিশীলতা, দুষ্প্রাজ্ঞের পক্ষে প্রজ্ঞাসম্পদ, এবং লৌকিক মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী ব্যক্তির পক্ষে লৌকিক মত অনবলম্বন, অদৃঢ়গ্রাহিতা

ও সুপরিহারিতাই পরিনির্বাণ লাভের উপায়।

১০. চুন্দ, মৎকর্তৃক এই সৎলেখ-পর্যায় (সৎলেখ-সূত্র) উপদিষ্ট হইল। চিত্তোৎপাদ-পর্যায়, পরিক্রম-পর্যায় (ঊর্ধ্বগমন-পর্যায়), উপরিভাব-পর্যায়, পরিনির্বাণ-পর্যায়[১], উপদিষ্ট হইল। চুন্দ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী, অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা আমি তোমাদের প্রতি করিয়াছি। চুন্দ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয্যাসন গ্রহণ করিয়া ধ্যান করো। প্রমাদের বশবর্তী হইয়া পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইও না, তোমাদের প্রতি ইহাই আমার অনুশাসন (অনুজ্ঞা)। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান মহাচুন্দ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ সল্লেখ-সূত্র সমাপ্ত ॥

৯. সম্যক দৃষ্টি-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'বন্ধুগণ'। প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বন্ধুভাবে সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিলেন, লোকে 'সম্যক দৃষ্টি', 'সম্যক দৃষ্টি'[২] বলে। কিসে আর্যশ্রাবক (ভগবানের উন্নত শিষ্য) সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, কিসে তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, কিসে বা তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া এই সদ্ধর্মে আগত (প্রবিষ্ট) হন? 'আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট ইহার অর্থ

---

১. সূত্রের মধ্যেই সূত্রের বিভিন্ন নাম সূচিত হইয়াছে; যথা : সৎলেখ-পর্যায়, চিত্তোৎপাদ-পর্যায় ইত্যাদি।

২. 'সম্যক দৃষ্টি' অর্থে যাহা শোভন ও প্রশস্ত দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টি দ্বিবিধ : লৌকিক ও লেকোত্তর। লৌকিক সম্যক দৃষ্টি একপ্রকার জ্ঞান যাহা সত্যানুযায়ী এবং যদ্দ্বারা কেহ জানিতে পারে, 'কর্মই স্বকীয় বা আপন'। আর্যমার্গফল-সংযুক্ত প্রজ্ঞাই লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। পৃথগ্‌জনের পক্ষে কর্মফলে বিশ্বাসই সম্যক দৃষ্টি। বুদ্ধশাসনের বাহিরে যাঁহারা সম্যক দর্শী তাঁহারা কর্মবাদী হইলেও আত্মবাদী। (প-সূ) আমাদের মতে, সম্যক দৃষ্টি সমগ্রদৃষ্টি এবং মিথ্যাদৃষ্টি একাঙ্গদৃষ্টি (উদান, জচ্চন্ধবগ্‌গ দ্র.)। শুধু দুঃখ কী জানিলাম, অপর ত্রিসত্য জানিলাম না, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি। দুঃখ কী জানিলাম, দুঃখসমুদয় কী জানিলাম, কিন্তু অপর দুই সত্য জানিলাম না, ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি। সত্যের চতুরঙ্গ সমগ্র ও যথার্থভাবে না জানিলে সম্যক দৃষ্টি হয় না। সূত্রের সর্বত্র তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

জানিবার জন্য দূর হইতে আসিয়াছি। অতএব আয়ুষ্মান সারিপুত্রই ইহার অর্থ প্রতিভাত করুন। তাঁহারই মুখে ইহার অর্থ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।' 'তাহা হইলে তোমরা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।' 'তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিতে লাগিলেন :

২. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক অকুশল কী, অকুশল-মূল[১] কী উভয়ই প্রকৃষ্টরূপে জানেন, কুশল কী, কুশল-মূল কী, তাহাও জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু[২] হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন, প্রথম, অকুশল কী? প্রাণিহত্যা অকুশল, অদত্তগ্রহণ অকুশল, কামে ব্যভিচার অকুশল, মৃষাবাদ অকুশল, পিশুন বাক্য অকুশল, পরুষ বাক্য অকুশল, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) অকুশল, অভিধ্যা (লোভপ্রবৃত্তি) অকুশল, ব্যাপাদ (হিংসাপ্রবৃত্তি) অকুশল, মিথ্যাদৃষ্টি (একাঙ্গদর্শন)[৩] অকুশল। দ্বিতীয়, অকুশল-মূল কী? লোভ অকুশল-মূল, দ্বেষ অকুশল-মূল, মোহ অকুশল-মূল।

কুশল কী? প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি কুশল, অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি কুশল, ব্যভিচার হইতে বিরতি কুশল, মৃষাবাদ হইতে বিরতি কুশল, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য ও সম্প্রলাপ হইতে বিরতি কুশল, অনভিধ্যা কুশল, অব্যাপাদ কুশল, সম্যক দৃষ্টি কুশল।

কুশল-মূল কী? অলোভ কুশল-মূল, অদ্বেষ কুশল-মূল, অমোহ কুশল-মূল। যেহেতু আর্যশ্রাবক এইরূপে অকুশল কী, অকুশল-মূল কী জানেন, কুশল কী, কুশল-মূল কী তাহাও জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় (অন্তর্নিহিত রাগপ্রবৃত্তি)[৪] পরিত্যাগ করিয়া প্রতিঘানুশয় (আঘাতপ্রবৃত্তি) সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ ও বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে

---

১. 'মূল' অর্থে মূলপচ্চযভূতং! যাহা মুখ্যকারণ। (প-সূ)

২. 'দৃষ্টি ঋজু হয়'। 'সম্যক দৃষ্টি' অর্থে যে দৃষ্টি ঋজু। ঋজু কী? যাহা দ্বি-অন্ত বর্জন করে, যাহা মধ্য। বুদ্ধঘোষ বলেন, অন্তদ্বযং অনুপগম্ম উজুভাবেন গতত্তা উজুগতো হোতি। (প-সূ) ঋজুর সাধারণ অর্থ 'সরল', যাহা বক্রতা পরিহার করে।

৩. এ স্থলে 'মিথ্যাদৃষ্টি' অর্থে বিপরীত দর্শন। কর্মফলে অবিশ্বাসরূপ নাস্তিক্যই মিথ্যাদৃষ্টি। (প-সূ)

৪. 'অনুশয়' অর্থে যাহা স্বপ্রকৃতিতে লীন, প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত। অকুশলকর্মে অনুশয়ের পর্যুত্থান বা প্রকাশ। অনুশয় পাপের মূল। অতএব অনুশয় সমুচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।

(প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতে আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

৩. 'সাধু সাধু, সারিপুত্র!' এইরূপে তাঁহার বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সারিপুত্র, অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

৪. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক আহার কী তাহা জানেন, আহার-সমুদয় কী তাহা জানেন, আহার-নিরোধ কী তাহা জানেন, আহার-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। আহার কী, আহার-সমুদয় কী, আহার-নিরোধ কী, আহার-নিরোধের পথই বা কী? বন্ধুগণ, জীবভূত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য, ভাবী জীবগণের অনুকূলতার জন্য চারি প্রকার আহার আছে। কী কী? প্রথম, কবলীকরণীয় (গলাধঃকরণীয়) আহার, স্থূল বা সূক্ষ্ম; দ্বিতীয়, স্পর্শ আহার; তৃতীয়, মনঃসঞ্চেতনা আহার; চতুর্থ, বিজ্ঞান আহার।[১] তৃষ্ণা-সমুদয় (তৃষ্ণার উৎপত্তি) হইতে আহার-সমুদয়, তৃষ্ণা-নিরোধে আহার-নিরোধ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই আহার-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি[২]। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক আহার কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আহার-সমুদয়, আহার-নিরোধ, আহার-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতে আর্যশ্রাবক

---

১. আহারের উপর জীবের স্থিতি নির্ভর করে। সব্বে সত্তা আহারট্‌ঠিতিকা। নামরূপেই জীবের পরিচয়। রূপ অংশে জীবের আহার্য বস্তু কবলীকৃত হয়। নাম অংশের জীবের ত্রিবিধ আহার; যথা : স্পর্শ, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়-পরিভোগ্য; চেতনা, যাহা মনের উপভোগ্য; এবং বিজ্ঞান, যাহা চিত্তের উপভোগ্য। বৌদ্ধ চতুর্বিধ আহারের কল্পনার পশ্চাতে তৈত্তিরীয় উপনিষদের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মার পরিকল্পনা।

২. দীর্ঘনিকায়ের সঙ্গীতি-সুত্তন্তে সম্যক সমাধির পর সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তির উল্লেখ আছে।

সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

৫. 'সাধু সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সারিপুত্র, অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

৬. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা জানেন, দুঃখসমুদয় কী, দুঃখনিরোধ কী জানেন, দুঃখনিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। প্রথম, দুঃখ কী? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক ও পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য ও হতাশা দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তু লাভ না করিলে তাহাও দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ[১]-ই দুঃখ। ইহাই দুঃখ বলিয়া কথিত। দ্বিতীয়, দুঃখসমুদয় কী? যে তৃষ্ণা পৌনর্ভবিকা (পুনর্জন্মসাধিকা), নন্দিরাগসহগতা, তত্রতত্র অভিনন্দিনী (জন্ম-জন্মান্তর অভিলাষিণী), তাহাই দুঃখসমুদয়, দুঃখোৎপত্তির কারণ। ত্রিবিধ তৃষ্ণা; যথা : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা (উচ্ছেদতৃষ্ণা)। ইহাই দুঃখসমুদয়। তৃতীয়, দুঃখনিরোধ কী? সেই তৃষ্ণারই অশেষ বিরাগ-নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, তাহা হইতে মুক্তি ও তৎপ্রতি অনাসক্তি, ইহাই দুঃখনিরোধ। চতুর্থ, দুঃখনিরোধের পথ কী? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু, এইরূপে আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখসমুদয় কী, দুঃখনিরোধ কী, দুঃখনিরোগামী প্রতিপদ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ ও বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই

---

১. পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ : এ স্থলে উপাদান অর্থে যাহা আসক্তির বিষয়, যাহার প্রতি চিত্ত আসক্ত হয়।

আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

৭. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

৮. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক জরামরণ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন[১], জরামরণ-সমুদয় কী তাহা জানেন, জরামরণ-নিরোধ কী জানেন, জরামরণ-নিরোধের পথ কী জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। জরামরণ কী? জরামরণ-সমুদয় কী? জরামরণ-নিরোধ কী? জরামরণ-নিরোধের পথই বা কী? যাহা সেই সেই সত্ত্বের বা জীবের সেই সেই সত্ত্বনিকায়ে (জীবযোনিতে) জীর্ণতা, খণ্ডিতা, পলিতকেশতা, ত্বক-কুঞ্চিততা, আয়ুহানি, ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিপক্কতা, তাহাই জরা নামে কথিত হয়। দ্বিতীয়, মরণ কী? যাহা সেই সেই সত্ত্বের বা জীবের, সেই সেই সত্ত্বনিকায়ে (জীবযোনিতে) চ্যুতি, চবনতা (পতনশীলতা), ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া (কালকবলে পতন), স্কন্ধসমূহের ভেদ, কলেবর-নিক্ষেপ (দেহত্যাগ), জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ (জীবনক্রিয়ালোপ), তাহাই মরণ বলিয়া কথিত হয়। ইহা জরা, ইহা মরণ, তদুভয় একত্রে জরামরণ। তৃতীয়, জরামরণ-সমুদয়, জরামরণ-নিরোধ, এবং জরামরণ-নিরোধের পথ কী? জন্ম হইতে জরামরণ-সমুদয়, জন্মনিরোধেই জরামরণ-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই জরামরণ-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক জরামরণ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, জরামরণ-সমুদয়, জরামরণ-নিরোধ ও জরামরণ-নিরোধের পথ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন

---

১. সূত্রের এই অংশ হইতে দ্বাদশ নিদানের প্রত্যেকটি লইয়া সত্যের চতুরঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে।

করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

৯. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় ও ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

১০. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক ভব[১] কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ভব-সমুদয় কী, ভব-নিরোধ কী তাহা জানেন, ভব-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। ভব কী? ভব-সমুদয় কী? ভব-নিরোধ কী? ভব-নিরোধের পথই বা কী? বন্ধুগণ, ভব ত্রিবিধ; যথা : কামভব, রূপভব ও অরূপভব। উপাদান হইতে ভব-সমুদয়, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই ভব-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। যেহেতু আর্যশ্রাবক ভব কী, ভব-সমুদয় কী জানেন, ভব-নিরোধ কী ও ভব-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১১. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয় এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

১২. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক উপাদান[২] কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন,

---

১. 'ভব' অর্থে কামভব। ভব দ্বিবিধ—কর্মভব ও উৎপত্তিভব। কামভবকে যে কর্ম লক্ষ করে তাহাই কর্মভব। সেই কর্মহেতু যে অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহাই উৎপত্তিভব। (প-সূ)

২. 'উপাদান' অর্থে দৃঢ়গ্রহণ। যাহা কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে

উপাদান-সমুদয় কী তাহা জানেন, উপাদান-নিরোধ কী এবং উপাদান-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। উপাদান কী? উপাদান-সমুদয় কী? উপাদান-নিরোধ কী? উপাদান-নিরোধের পথই বা কী? উপাদান চারি প্রকার—কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান। তৃষ্ণা-সমুদয় হইতে উপাদান-সমুদয়, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই উপাদান-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক উপাদান কী, উপাদান-সমুদয় কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, উপাদান-নিরোধ ও উপাদান-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১৩. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

১৪. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক তৃষ্ণা কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তৃষ্ণা-সমুদয় কী, তৃষ্ণা-নিরোধ কী, তৃষ্ণা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। তৃষ্ণা কী, তৃষ্ণা-সমুদয় কী, তৃষ্ণা-নিরোধ কী, তৃষ্ণা-নিরোধের পথই বা কী? তৃষ্ণা ছয় প্রকার—রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা-সমুদয়, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই তৃষ্ণা-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও

তাহাই উপাদান। (প-সূ)

সম্যক সমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক তৃষ্ণা কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তৃষ্ণা-সমুদয় কী, তৃষ্ণা-নিরোধ কী এবং তৃষ্ণা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১৫. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

১৬. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক বেদনা কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা-সমুদয় কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা-নিরোধ কী, বেদনা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। বেদনা কী, বেদনা-সমুদয় কী, বেদনা-নিরোধ কী, বেদনা-নিরোধের পথই বা কী? বেদনা ছয় প্রকার—চক্ষুস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বাস্পর্শজ বেদনা, কায়স্পর্শজ বেদনা, মনঃস্পর্শজ বেদনা। স্পর্শ হইতে বেদনা-সমুদয়, স্পর্শনিরোধে বেদনা-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই তৃষ্ণা-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। যেহেতু এইরূপে তিনি বেদনা কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা-সমুদয় কী, বেদনা-নিরোধ কী, বেদনা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১৭. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন

করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

১৮. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক স্পর্শ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, স্পর্শ-সমুদয় কী, স্পর্শ-নিরোধ কী, স্পর্শ-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। স্পর্শ কী, স্পর্শ-সমুদয় কী, স্পর্শ-নিরোধ কী, স্পর্শ-নিরোধের পথই বা কী? স্পর্শ ছয় প্রকার—চক্ষুস্পর্শ, শ্রোত্রস্পর্শ, ঘ্রাণস্পর্শ, জিহ্বাস্পর্শ, কায়স্পর্শ, মনঃস্পর্শ। ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ-সমুদয়, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই স্পর্শ-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখসমুদয় কী, দুঃখনিরোধ কী, দুঃখনিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

১৯. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

২০. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক ষড়ায়তন কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ষড়ায়তন-সমুদয় কী, ষড়ায়তন-নিরোধ কী, ষড়ায়তন-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। ষড়ায়তন কী, ষড়ায়তন-সমুদয় কী, ষড়ায়তন-নিরোধ কী, ষড়ায়তন-নিরোধের পথই বা কী? আয়তন ছয় প্রকার—চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন। নামরূপ-সমুদয়

হইতে ষড়ায়তন-সমুদয়, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই ষড়ায়তন-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখসমুদয় কী, দুঃখনিরোধ কী, দুঃখনিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২১. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্দারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

২২. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক নামরূপ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, নামরূপ-সমুদয় কী, নামরূপ-নিরোধ কী, নামরূপ-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। নামরূপ কী, নামরূপ-সমুদয় কী, নামরূপ-নিরোধ কী, নামরূপ-নিরোধের পথই বা কী? বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, মনস্কার, স্পর্শ—ইহারা নাম; এবং চারি মহাভূতের উপাদান রূপ। বিজ্ঞান-সমুদয় হইতে নামরূপ-সমুদয়, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নামরূপ-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু, এইরূপে আর্যশ্রাবক দুঃখ কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখসমুদয় কী, দুঃখনিরোধ কী, দুঃখনিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে

অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২৩. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

২৪. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক বিজ্ঞান কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বিজ্ঞান-সমুদয় কী, বিজ্ঞান-নিরোধ কী, বিজ্ঞান-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতে আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। বিজ্ঞান কী, বিজ্ঞান-সমুদয় কী, বিজ্ঞান-নিরোধ কী, বিজ্ঞান-নিরোধের পথই বা কী? বিজ্ঞান ছয় প্রকার—চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান। সংস্কার-সমুদয় হইতে বিজ্ঞান-সমুদয়, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বিজ্ঞান-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক বিজ্ঞান কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বিজ্ঞান-সমুদয় কী, বিজ্ঞান-নিরোধ কী, বিজ্ঞান-নিরোধের পথ কী, তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২৫. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

২৬. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক সংস্কার কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, সংস্কার-সমুদয় কী, সংস্কার-নিরোধ কী, সংস্কার-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। সংস্কার কী,

সংস্কার-সমুদয় কী, সংস্কার-নিরোধ কী, সংস্কার-নিরোধের পথই বা কী? সংস্কার তিন প্রকার—কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও চিত্তসংস্কার। অবিদ্যা-সমুদয় হইতে সংস্কার-সমুদয়, অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ হয়, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সংস্কার-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক সংস্কার কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, সংস্কার-সমুদয় কী, সংস্কার-নিরোধ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, সংস্কার-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২৭. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

২৮. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক অবিদ্যা[১] কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবিদ্যা-সমুদয় কী, অবিদ্যা-নিরোধ কী, অবিদ্যা-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। অবিদ্যা কী, অবিদ্যা-সমুদয় কী, অবিদ্যা-নিরোধ কী, অবিদ্যা-নিরোধের পথই বা কী? দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখ-সমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখ-নিরোধে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধের পথে অজ্ঞান, ইহাই অবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। আসব হইতে অবিদ্যা-সমুদয়, আসব-নিরোধে অবিদ্যা-নিরোধ, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অবিদ্যা-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা: সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক এইরূপে অবিদ্যা কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন,

---

১. বুদ্ধঘোষ বলেন, প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বে অবিদ্যার স্থান প্রথম। এই অবিদ্যারও কারণ আছে। এতদ্বারা সংসারের অনাদিত্ব (অনমতগ্গতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। (প-সূ)

অবিদ্যা-সমুদয় কী, অবিদ্যা-নিরোধ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবিদ্যা-নিরোধের পথ কী তাহাও জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন, বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

২৯. 'সাধু, সাধু, সারিপুত্র!' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে উপরন্তু প্রশ্ন করিলেন, 'অপর কোনো পর্যায় আছে কি যদ্বারা আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন?' সারিপুত্র কহিলেন, 'হাঁ, আছে।'

৩০. বন্ধুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক আসব[১] কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আসব-সমুদয় কী, আসব-নিরোধ কী এবং আসব-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। আসব কী? ত্রিবিধ আসব : কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব। অবিদ্যা-সমুদয় হইতে আসব-সমুদয়, অবিদ্যা-নিরোধে আসব-নিরোধ, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই আসব-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বন্ধুগণ, যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক আসব কী তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আসব-সমুদয় কী, আসব-নিরোধ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আসব-নিরোধের পথ কী তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি ঋজু হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ

---

১. যেমন আসব অবিদ্যার কারণ, তেমন অবিদ্যাও আসবের কারণ। অতএব সংসারের বা সৃষ্টির পূর্বকোটি বা আদি নিরাকৃত বা নির্ধারিত হয় না। পুব্বা কোটি ন পঞ্ঞাযতি।। (প-সূ)

করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ সম্যক দৃষ্টি-সূত্র সমাপ্ত ॥

[সংযোজিত গাথাসমূহে সূত্রের বিষয়সূচি মাত্র আছে]

১০. স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান কুরুরাজ্যে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, ‘কম্মাসধম্ম’[২] নামক কুরুদিগের নিগমে। ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ’। ‘হাঁ ভদন্ত’ বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, জীবগণের বিশুদ্ধির পক্ষে, শোক-পরিদেবন সম্যক অতিক্রম করিবার পক্ষে, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিবার পক্ষে, ন্যায় (আর্য অষ্টাঙ্গ-মার্গ) আয়ত্ত করিবার পক্ষে, নির্বাণ সাক্ষাৎকারের পক্ষে ইহাই একায়ন মার্গ,[৩] একমাত্র উৎকৃষ্ট পথ। চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান[৪] লইয়াই

---

১. উত্তরকুরু হইতে আগত মনুষ্যেরা যে-স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষে কুরুরাষ্ট্র নামে পরিচিত হইয়াছিল। (প-সূ)

২. অট্ঠকথায় ‘কম্মাসধম্ম’ এবং কম্মাস্‌সধম্ম’ এই দুই পাঠ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধঘোষের মতে, কম্মাস—কল্মাষ বা কল্মাষপাদ। কল্মাষপাদ জনৈক নরমাংসভক্ষক যক্ষের নাম। কাহারও কাহারও মতে, কম্মাসদম্মই শুদ্ধ পাঠ। তদনুসারে কল্মাষদম্যই কুরুনিগমের নাম, যে-স্থানে কল্মাষ বা কল্মাষপাদ নামে জনৈক নরমাংসভক্ষক যক্ষ দমিত হইয়াছিল। বুদ্ধঘোষের মতে কম্মাসধম্ম—কল্মাষধর্ম, যে-স্থানে কুরুদিগের প্রতিপাল্য ধর্মে কল্মাষ (পাপ) উৎপন্ন হইয়াছিল। (প-সূ) আমাদের মতে, কম্মাস্‌সদম্ম (কর্মাশ্বদম্যই) কুরুনিগমের যথার্থ নাম।

৩. একাযনোতি একমগ্‌গো। মগ্‌গ বা মার্গ অর্থে পন্থা, পথ, পদ, অঞ্জস, বর্ত্ম, নৌকা, উত্তরণ-সেতু, ‘কুল্ল’ (ভেলা) ও সাঁকো। একায়ন সংসার হইতে নির্বাণে যাইবার একমাত্র পথ। অথবা একায়ন এক-প্রদর্শিত পথ। ‘এক’ অর্থে শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় বুদ্ধ ভগবান। তিনিই মার্গপ্রবর্তক। অথবা একমাত্র বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে যাহা অয়ন বা মার্গ বলিয়া স্বীকৃত তাহাই একায়ন। কাহারও কাহারও মতে, একমাত্র নির্বাণ-অভিমুখে যাহার গতি তাহাই একায়ন। পটিসম্ভিদামগ্‌গ অনুসারে ‘একায়ন মার্গ’ অর্থে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের পূর্ববর্তী স্মৃতিপ্রস্থান মার্গ। (প-সূ) আমাদের মতে, ‘একায়ন’ একাচার্য-প্রদর্শিত অয়ন বা পন্থা। এ স্থলে একায়নসদৃশ যাহা উৎকৃষ্ট মার্গ। আপস্তম্ব ও বোধায়ন ধর্ম-সূত্রে একাচার্যের মত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

৪. সতিপট্‌ঠান—স্মৃতিপ্রস্থান কিংবা স্মৃতি-উপস্থান। সূত্রের মধ্যে ‘সতিং উপট্‌ঠপেত্বা’, ‘স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া’ এই উক্তি দৃষ্ট হয়। তদনুসারে স্মৃতি-উপস্থান নামই সিদ্ধ হয়।

একায়ন মার্গ, একমাত্র পথ। চারি প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমিত করিয়া ভিক্ষু কায়ে[১] কায়ানুদর্শী[২] বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন, বেদনায়[৩] বেদনানুদর্শী[৪] বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন, চিত্তে[৫] চিত্তানুদর্শী[৬], বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে[৭], ধর্মানুদর্শী[৮] বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন? ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত, অথবা শূন্যাগারগত[৯] হইয়া পর্যঙ্কবন্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া)[১০] দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া[১১], পরিমুখে[১]

উপট্‌ঠানে আদি স্বর লুপ্ত করিয়াই পট্‌ঠান শব্দ নিষ্পন্ন। (প-সূ) আমাদের মতে, উপস্থান অর্থে বিন্যাস, স্থাপন। যাহাতে স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা স্মৃতির প্রস্থান অর্থে স্মৃতি-প্রস্থান। 'প্রস্থান' অর্থে প্রবর্তন, আনয়ন, গতি-নিরাকরণ। স্মৃতি কী? সাধারণ প্রয়োগে, স্মৃতি পূর্ব ঘটনার পশ্চাৎ স্মরণ, অথবা যে মানসিক শক্তির দ্বারা পূর্ব ঘটনা পরে অনুস্মৃত হয়। এই অর্থে গৃহীত স্মৃতি অতীতের সহিত বর্তমানের এবং বর্তমানের সহিত অনাগতের সম্পর্ক স্থাপন করে। আত্মার অথবা ব্যক্তির সন্ততি কল্পনা করিতে না পারিলে এই অর্থে স্মৃতি সম্ভব হয় না। কিন্তু স্মৃতি-প্রস্থান বা স্মৃতি-উপস্থান অভ্যাসে স্মৃতি ত্রিকালের সন্ততি বা সম্পর্ক লইয়া ব্যস্ত নহে। এ স্থলে স্মৃতির অপর নাম সম্প্রজ্ঞান। যখন যাহা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত হয় তাহাই মাত্র স্বচিত্তে লক্ষ করা—নিজেকে একটি পূর্ণযন্ত্রে পরিণত করিয়া।

১. 'কায়' অর্থে রূপ-কায়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট সাবয়ব দেহ।

২. মাত্র কায়া অনুদর্শন করিয়া, বেদনাকে নহে, চিত্তকে নহে, ধর্মকে নহে। নিত্য, সুখ, আত্মা ও শুভের দিক হইতে না দেখিয়া অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা ও অশুভের দিক হইতে দর্শন করিয়া। (প-সূ)

৩. 'বেদনা' অরূপকায়াবিশেষ। বেদনা চিত্তের ধর্ম। এই ধর্ম একাকী উৎপন্ন হয় না। স্পর্শ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, চেতনা; এই সমস্তের সহিত যুক্ত হইয়াই বেদনা উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে স্মৃতির অনুশীলন বুঝাইতে হইলে বেদনাকে প্রধান করিলে সুবিধা হয় মনে করিয়াই মাত্র বেদনার উল্লেখ করা হইয়াছে। (প-সূ)

৪. মাত্র বেদনাকে অনুদর্শন করিয়া, রূপকে নহে, চিত্তকে নহে, ধর্মকে নহে।

৫. চিত্ত অর্থে চিত্তপ্রকৃতি, চিত্তগতি, চিত্তের অবস্থা।

৬. মাত্র চিত্তকে অনুদর্শন করিয়া, রূপকে নহে, বেদনাকে নহে, ধর্মকে নহে।

৭. 'ধর্ম' অর্থে জ্ঞান ও চিন্তার যাবতীয় বিষয়।

৮. মাত্র ধর্মকে অনুদর্শন করিয়া, রূপকে নহে, বেদনাকে নহে, চিত্তকে নহে।

৯. অরণ্য, বৃক্ষমূল, শূন্যাগার প্রভৃতি যে-সকল স্থান ধ্যানের পক্ষে উপযোগী। (প-সূ)

১০. 'পর্যঙ্ক' অর্থে ঊরুবদ্ধাসন (বি-ম)।

১১. এইভাবে দেহ বিন্যস্ত হইলে কোনো প্রকার অস্বস্তি বোধ না করিয়া চিত্ত একাগ্র হইতে পারে (বি-ম)।

(লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি স্মৃতিমান হইয়াই শ্বাসপ্রশ্বাস[২] গ্রহণ করেন। দীর্ঘশ্বাস[৩] গ্রহণ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' হ্রস্বশ্বাস[৩] গ্রহণ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সর্বকায়-প্রতিসংবেদী (সর্বদেহে অনুভূত) শ্বাস গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়-প্রতিসংবেদী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়সংস্কার (যাবতীয় দৈহিক ক্রিয়া) উপশান্ত করিয়া[৪] শ্বাস গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়সংস্কার উপশান্ত করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। যেমন দক্ষ কর্মকার-অন্তেবাসী ভস্ত্রায় (হাপরে) দীর্ঘকাল জোরে চাপ দিলে 'দীর্ঘকাল জোরে চাপ দিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানে, এবং স্বল্পকাল অল্পজোরে চাপ দিলে 'স্বল্পকাল অল্পজোরে চাপ দিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানে, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সর্বকায়-প্রতিসংবেদী শ্বাস গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়-প্রতিসংবেদী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়সংস্কার উপশান্ত করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন, সর্বকায়সংস্কার উপশান্ত করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে[৫] কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বাহির কায়ে[৬] কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় শুধু জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য[৭]; তিনি অনিশ্রিত, অনাসক্ত হইয়া

---

১. 'পরিমুখে' অর্থে কর্মস্থান বা প্রক্রিয়া অভিমুখে, অথবা পরিগৃহীত মোক্ষমার্গাভিমুখে (বি-ম)।

২. শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণক্রিয়া যাহা দেহাশ্রয়ে সম্ভব হয়। এই দেহের নাম করজকায় বা করদকায় (জীবন্ত দেহ) যাহা চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন। এই প্রাণক্রিয়াও চিত্তবশে করদকায়ে উৎপন্ন হয় ও চলিতে থাকে এবং চিত্তবশে নিরুদ্ধ হয়।

৩-৩. দীর্ঘ-হ্রস্ব কাল-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যাহা দীর্ঘ সময়ে জোরে টানিয়া জোরে বাহির করা হয় তাহা দীর্ঘ, এবং যাহা অল্প সময়ে শীঘ্র টানিয়া শীঘ্রই বাহির করা হয় তাহা হ্রস্ব।

৪. 'উপশান্ত করিয়া' অর্থে নিরুদ্ধ করিয়া (বি-ম)।

৫. পালি অজ্ঝত্ত—অধ্যাত্ম। 'অধ্যাত্ম' অর্থে নিজ কায়ে। (প-সূ)

৬. 'বাহির' অর্থে অপরের। (প-সূ)

৭. শুধু পর পর, উত্তরোত্তর জ্ঞানপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য, অন্য অভিপ্রায়ে নহে। (প-সূ)

অবস্থান করেন, তিনি জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৪. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গমন[১] করিলে 'গমন করিতেছি' প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবস্থান করিলে 'অবস্থান করিতেছি' প্রকৃষ্টরূপে জানেন, উপবিষ্ট থাকিলে 'উপবিষ্ট আছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, শায়িত থাকিলে 'শায়িত আছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, এইরূপে যখন যেভাবে দেহ বিন্যস্ত হয় তখন তিনি তাহা সেইভাবেই জানেন। তিনি এইরূপে নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তর-বাহির কায়ে[২] কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৫. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অভিগমনে, প্রত্যাগমনে[৩] দেহের পুরোচালনে ও পশ্চাৎ-চালনে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, অবলোকনে বিলোকনে, সংকোচনে প্রসারণে, সজ্ঘাটি-পাত্রচীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্রত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীম্ভাবে, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি এইরূপেই নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তর-বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৬. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই শরীরে, পদতলের ঊর্ধ্বভাগ হইতে

---

১. গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন—এই চারিটি ঈর্যাপথ বা দেহের প্রধান বিন্যাস। এই চারি বিন্যাসও চিত্তবশে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। 'আমি গমন করিব' এই চিত্তোৎপাদের সঙ্গে সঙ্গে 'বায়' (সঞ্চলন) উপজাত হয়, যাহার কারণ দেহ এক একভাবে বিন্যস্ত হয়।

২. 'অন্তর-বাহির' অর্থে নিজের ও পরের। (প-সূ)

৩. 'অভিগমন প্রত্যাগমন' ইত্যাদি বিবিধ দৈহিক কার্য। এ-সকল কার্যও মূলে চিত্তাধীন। চিত্তোৎপাদের সঙ্গে সঙ্গে 'বায়' (সঞ্চলন) উপজাত হয়, যাহার কারণ উক্ত কার্যগুলি সম্পাদিত হয়। (প-সূ)

কেশের অধোভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ত্বকাবৃত দেহপুরে নানাপ্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন : এই দেহে আছে কেশ[১], লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, থুথু, শিকনি, লসিকা ও মূত্র। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, শালি, ব্রীহি, মুদ্গ, মাষ, তিল ও তণ্ডুলাদি বিবিধ শস্যপূর্ণ দ্বিমুখ 'মুতলী' (ভাণ্ড) অনাবৃত করিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ তন্মধ্যে পর্যবেক্ষণ করেন : এইগুলি শালি, এইগুলি ব্রীহি, এইগুলি মুদ্গ, এইগুলি মাষ, এইগুলি তিল, এইগুলি তণ্ডুল, তেমন এই শরীরে, পদতলের ঊর্ধ্বভাগ হইতে কেশের অধোভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ত্বকাবৃত দেহপুরে, নানাপ্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন : আছে এই দেহে কেশ, লোম ইত্যাদি। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তর-বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য, তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৭. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই দেহ যেভাবে অবস্থিত, যেভাবে বিন্যস্ত তাহা ধাতুর দিক হইতে পর্যবেক্ষণ করেন : আছে এই দেহে পৃথিবীধাতু (ক্ষিতি), অপধাতু, তেজোধাতু এবং বায়ুধাতু। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, দক্ষ গোঘাতক বা গোঘাতক-অন্তেবাসী গাভি বধ করিয়া, উহার দেহ অংশাশীভাবে বিভক্ত করিয়া, তাহা বিক্রয়ার্থ চৌরাস্তায় অবস্থিত থাকে, তেমন এই দেহ যেভাবে অবস্থিত ও বিন্যস্ত, ভিক্ষু তাহা ধাতুর দিক হইতে পর্যবেক্ষণ করেন : আছে এই দেহে পৃথিবীধাতু, অপধাতু তেজোধাতু ও বায়ুধাতু। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তর-বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, 'কায় আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান বা প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন

---

১. এই তালিকায় 'মস্তলুঙ্গ' বা মস্তিষ্কের উল্লেখ নাই। খুদ্দকপাঠে ইহা তালিকাভুক্ত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষ তাঁহার *বিসুদ্ধিমগ্গ*-গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সুপ্রণালিতে উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও ত্বক—এই পাঁচটির প্রত্যেকটিই দেহের উপরিভাগে জাত হয়।

করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৮. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যেমন কেহ ‘সীবথিকায়’ (শিবালয়ে, শ্মশানে)[১] পরিত্যক্ত একাহমৃত, দ্ব্যহমৃত, ত্র্যহমৃত, স্ফীত বিবর্ণ পুঁজপূর্ণ দেহ দেখিতে পায়, তেমন উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু জ্ঞানত দেখিতে পান এই দেহ ঈদৃশ-ধর্মী, ইহাতে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তর-বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, ‘কায় আছে’ তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, ‘আছে’ মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

পুনশ্চ, যেমন কেহ ‘সীবথিকায়’ পরিত্যক্ত মৃতদেহকে কাক, কুণাল (শ্যেন), গৃধ্র, কুক্কুর, শৃগাল বা বিবিধ কৃমিকীট খাইতেছে দেখিতে পায়, তেমন উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু জ্ঞানত দেখিতে পান : এই দেহ ঈদৃশ-ধর্মী, ইহাতে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তর-বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, ‘কায় আছে’ তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, ‘আছে’ মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

পুনশ্চ, যেমন কেহ ‘সীবথিকায়’ পরিত্যক্ত মৃতদেহকে স্নায়ুবদ্ধ মাংসলোহিতসম্পন্ন অস্থিশৃঙ্খল (কঙ্কাল), স্নায়ুবদ্ধ নির্মাংস কিন্তু এখনো রক্তরঞ্জিত অস্থিশৃঙ্খল (কঙ্কাল), স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খল কিন্তু অপগতমাংসলোহিত, স্নায়ুসম্বন্ধহীন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অস্থিপঞ্জর, একস্থানে হাতের অস্থি, একস্থানে পায়ের অস্থি, একস্থানে জঙ্ঘার অস্থি, একস্থানে ঊরুর অস্থি, একস্থানে কটির অস্থি, একস্থানে পিঠের অস্থি, একস্থানে বুকের ও পার্শ্বের অস্থি, একস্থানে বাহুর অস্থি, একস্থানে দন্ত, একস্থানে শীর্ষকটাহ

১. সীবথিকার অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ কী হইবে জানি না। পালিতে ইহার অপর নাম ‘আমক-সুসান’ বা আম-শ্মশান, যেখানে মৃতদেহ অদগ্ধ অবস্থায় রাখিয়া আসা হইত।

(মাথার খুলি) পড়িয়া রহিয়াছে, এই অবস্থায় দেখিতে পায়, তেমন উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু জ্ঞানত দেখিতে পান : এই দেহ ঈদৃশ-ধর্মী, ইহাতে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তর-বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, ‘কায় আছে তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, ‘আছে’ মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

পুনশ্চ, যেমন কেহ ‘সীবথিকায়’ পরিত্যক্ত মৃতদেহের অস্থিগুলি (পর পর) শ্বেতশঙ্খবর্ণসদৃশ, বর্ষকাল পরে পুঞ্জীকৃত, বাতাতপে গলিত ও চূর্ণীকৃত, হইয়াছে অবস্থায় দেখিতে পায়, তেমন উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু জ্ঞানত দেখিতে পান : এই দেহ ঈদৃশ-ধর্মী, ইহাতে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে তিনি নিজ কায়ে, বাহির কায়ে, অন্তর-বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া কায়ে অবস্থান করেন, ‘কায় আছে’ তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, ‘আছে’ মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৯. হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন? ভিক্ষু সুখবেদনা বেদনকালে সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখবেদনা বেদনকালে দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছেন জানেন, না-দুঃখ-না-সুখবেদনা বেদনকালে না-দুঃখ-না-সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন জানেন, সামিষ সুখবেদনা বেদনকালে সামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন, নিরামিষ সুখবেদনা বেদনকালে নিরামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন, সামিষ দুঃখবেদনা বেদনকালে সামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছেন, নিরামিষ দুঃখবেদনা বেদনকালে নিরামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছেন, সামিষ না-দুঃখ-না-সুখবেদনা বেদনকালে সামিষ না-দুঃখ-না-সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন, নিরামিষ না-দুঃখ-না-সুখবেদনা বেদনকালে নিরামিষ না-দুঃখ-না-সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন, তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। এইরূপে তিনি নিজ বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া, বাহির

বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া, অন্তর-বাহির বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া বেদনাবিষয়ে অবস্থান করেন, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া বেদনাবিষয়ে অবস্থান করেন, 'বেদনা আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপেই তিনি বেদনাবিষয়ে বেদনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১০. হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন? ভিক্ষু চিত্ত সরাগ হইলে চিত্ত সরাগ হইয়াছে তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বীতরাগ হইলে বীতরাগ হইয়াছে, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ হইয়াছে, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ হইয়াছে, সমোহ হইলে সমোহ হইয়াছে, বীতমোহ হইলে বীতমোহ হইয়াছে, ক্ষিপ্ত হইলে ক্ষিপ্ত হইয়াছে, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, মহদ্‌গত হইলে মহদ্‌গত হইয়াছে, মহদ্‌গত না হইলে মহদ্‌গত হয় নাই, স-উত্তর হইলে স-উত্তর হইয়াছে, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, সমাহিত না হইলে সমাহিত হয় নাই, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, বিমুক্ত না হইলে বিমুক্ত হয় নাই—তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন। এইরূপে তিনি নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া, বহিশ্চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অন্তর-বাহির চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া চিত্তে অবস্থান করেন, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া চিত্তে অবস্থান করেন, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া চিত্তে অবস্থান করেন, 'চিত্ত আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১১. হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন? ভিক্ষু পঞ্চনীবরণ সম্পর্কে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কিরূপে? তিনি অন্তরে কামচ্ছন্দ থাকিলে 'আমার ভিতর কামচ্ছন্দ আছে' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, না থাকিলে নাই বলিয়াই জানেন, যেভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপত্তি হয় তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যেভাবে উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয়, তাহা জানেন, যেভাবে উত্তরকালে প্রহীন কামচ্ছন্দের আর উৎপত্তি হয় না তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, অন্তর-

বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন; 'ধর্মসমূহ আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি পঞ্চনীবরণ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১২. পুনশ্চ, হে ভিক্ষগণ, ভিক্ষু পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কিরূপে? তিনি জানেন, ইহা রূপ, রূপ-সমুদয়, রূপের অস্তগমন; ইহা বেদনা, বেদনা-সমুদয়, বেদনার অস্তগমন; ইহা সংজ্ঞা, সংজ্ঞা-সমুদয়, সংজ্ঞার অস্তগমন; ইহা সংস্কার, সংস্কার-সমুদয়, সংস্কারের অস্তগমন; ইহা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-সমুদয়, বিজ্ঞানের অস্তগমন। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; বহির্ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; অন্তর-বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন; 'ধর্মসমূহ আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৩. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ছয় অভ্যন্তর এবং ছয় বহিরায়তন বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কিরূপে? তিনি চক্ষু কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, রূপ কী প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তদুভয় কারণে যে-সংযোজন উৎপন্ন হয় তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যেভাবে অনুৎপন্ন সংযোজন উৎপন্ন হয় তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যেভাবে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয় জানেন, যেভাবে উত্তরকালে প্রহীন সংযোজনের আর উৎপত্তি হয় না তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। শ্রোত্র ও শব্দ, ঘ্রাণ ও গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় (ত্বক) ও স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বহির্ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, অন্তর-বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন। 'ধর্মসমূহ আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও

প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি ছয় অভ্যন্তর এবং ছয় বহিরায়তন বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৪. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সপ্তবোধ্যঙ্গ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কিরূপে? অন্তরে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ থাকিলে 'আমার ভিতর স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ আছে' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, না থাকিলে নাই বলিয়াই জানেন। যেভাবে অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, এবং যেভাবে ভাবনা দ্বারা উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয় তাহাও জানেন; বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বহির্ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, অন্তর-বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন; 'ধর্মসমূহ আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি সপ্তবোধ্যঙ্গ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৫. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চতুরার্যসত্য ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। কিরূপে? হে ভিক্ষুগণ, তিনি 'ইহা দুঃখ' যথার্থভাবে, প্রকৃষ্টরূপে জানেন। 'ইহা দুঃখসমুদয়' যথার্থভাবে জানেন, 'ইহা দুঃখনিরোধ' যথার্থভাবে জানেন, 'ইহা দুঃখনিরোধের পথ' তাহাও যথার্থভাবে জানেন। এইরূপে তিনি অভ্যন্তর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, বহির্ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, অন্তর-বাহির ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, সমুদয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, উদয়-ব্যয়-ধর্মানুদর্শী হইয়া ধর্মে অবস্থান করেন, 'ধর্মসমূহ আছে' তাঁহার এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, 'আছে' মাত্র এই জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, জগতে কোনো প্রকার আসক্তি উৎপাদন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে তিনি চতুরার্যসত্য ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু এই চারি স্মৃতি-উপস্থান এইরূপে সপ্তবর্ষ ভাবনা করেন, সত্যসত্যই এই দুই ফলের কোনো না কোনো একটি

ফল তাঁহার লাভ হয় : (১) দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) আজ্ঞা (আত্মপ্রত্যয়) লাভ, বা (২) দেহাবসানে অনাগামিতা নামক অবস্থা লাভ। হে ভিক্ষুগণ, সপ্তবর্ষ রাখিয়া দাও। যদি কেহ ছয়বর্ষ, পঞ্চবর্ষ, চারিবর্ষ, ত্রিবর্ষ, দ্বিবর্ষ, একবর্ষ—একবর্ষ রাখিয়া দাও, এমনকি সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস, চারি মাস, তিন মাস, দুই মাস, এক মাস, অর্ধমাস—অর্ধমাস রাখিয়া দাও, এমনকি একসপ্তাহকাল উক্ত চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থান এইরূপে ভাবনা করেন, সত্যসত্যই এই দুই ফলের কোনো না কোনো একটি ফল তাঁহার লাভ হয় : (১) দৃষ্টধর্মে আজ্ঞা লাভ; বা (২) দেহাবসানে অনাগামী অবস্থা লাভ।

১৭. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, জীবগণের বিশুদ্ধির পক্ষে, শোক-পরিদেবন সমতিক্রম করিবার পক্ষে, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিবার পক্ষে, ন্যায় আয়ত্ত করিবার পক্ষে, নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার পক্ষে, চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থানই একমাত্র উৎকৃষ্ট মার্গ।

অতএব যাহা বলা হইল, সমস্ত এইজন্যই বিবৃত হইল। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্র সমাপ্ত ॥

[মূলপর্যায়-বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

২. সিংহনাদ-বর্গ

১১. ক্ষুদ্রসিংহনাদ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন।

২. হে ভিক্ষুগণ, এখানেই (এই শাসনেই) প্রথম শ্রমণ[১], দ্বিতীয় শ্রমণ[২], তৃতীয় শ্রমণ[৩] ও চতুর্থ শ্রমণ[৪]—শূন্য পরপ্রবাদ[৫], পরপ্রবাদে (অন্যতীর্থে) এই চারিজাতীয় শ্রমণ নাই[৬], অপর চারিজাতীয় শ্রমণও নাই[৭]। তোমরা এইরূপেই যথার্থ সিংহনাদ নিনাদিত কর[৮]। ইহা সম্ভব যে, অন্যতীর্থিক (অপর সম্প্রদায়ভুক্ত) পরিব্রাজকগণ[৯] বলিবেন, 'ভদ্রগণের এমন কী আশ্বাস, কী বল আছে, যাহা নিজের মধ্যে আছে দেখিয়া আপনারা এমন কথা বলিতেছেন : এখানেই প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ, তৃতীয় শ্রমণ ও চতুর্থ শ্রমণ—শূন্য পরপ্রবাদ, পরপ্রবাদে এই চারিজাতীয় শ্রমণ নাই, অপর চারিজাতীয় শ্রমণও নাই।' হে ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ইহা বলিবেন, সেই অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণকে বলিতে হইবে : 'বন্ধুগণ, আমাদের নিকট চারি ধর্ম আছে, যাহা ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জানিয়া-দেখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা আমাদের মধ্যে আছে দেখিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি : এখানেই প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ, তৃতীয় শ্রমণ ও চতুর্থ শ্রমণ—শূন্য পরপ্রবাদ, পরপ্রবাদে এই

---

১. স্রোতাপন্ন।

২. সকৃদাগামী।

৩. অনাগামী।

৪. অর্হৎ।

৫. 'পরপ্রবাদ' অর্থে পরমত, ব্রহ্মজাল-সূত্রে উক্ত দ্বাষষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি, যাহা অপর সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমণব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (প-সূ) আমাদের মতে এ স্থলে 'পরপ্রবাদ' অর্থে অপরমতাবলম্বী ধর্ম-সম্প্রদায়।

৬. স্রোতাপন্নাদি ফলস্থ চারিজাতীয় শ্রমণ। (প-সূ)

৭. স্রোতাপন্নাদি মার্গস্থ চারিজাতীয় শ্রমণ। (প-সূ)

৮. কাহারও কাহারও মতে এই সূত্রোক্ত সিংহনাদ সূচিত করিবার জন্যই ধর্মাশোকের সারনাথ স্তম্ভশীর্ষে চারি সিংহমূর্তির অধিষ্ঠান।

৯. এ স্থলে ভিক্ষু, শ্রমণ ও পরিব্রাজক একার্থবাচক। পরিব্রাজকগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে পর্যটন করিতেন।

চারিজাতীয় শ্রমণ নাই, অপর চারিজাতীয় শ্রমণও নাই। চারি ধর্ম কী কী? বন্ধুগণ, আমাদের আছে শাস্তার প্রতি চিত্তপ্রসাদ, ধর্মে চিত্তপ্রসাদ, শীলাচরণে পরিপূর্ণকারিতা এবং গৃহস্থ ও প্রব্রজিত সহধর্মিগণ আমাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ। এই চারি ধর্মই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জানিয়া-দেখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহা আমাদের মধ্যে আছে দেখিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি : এখানেই প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ ইত্যাদি।'

হে ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে, অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ বলিবেন, "বন্ধুগণ, আমাদের চিত্তপ্রসাদ আছে শাস্তার প্রতি যিনি আমাদের শাস্তা (গুরু), চিত্তপ্রসাদ আছে ধর্মে যাহা আমাদের ধর্ম, পরিপূর্ণকারিতা আছে শীলাচরণে যাহা আমাদের শীলাচরণ, আমাদেরও আছে প্রিয় ও মনোজ্ঞ গৃহস্থ ও প্রব্রজিত সহধর্মী।[1] বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে আপনাদের ও আমাদের মধ্যে ইতরবিশেষ কী, অভিপ্রায়েও তারতম্য কী, 'নানাকরণ' (পৃথক করিবার উপায়ই) বা কী?" যাঁহারা এ কথা বলিবেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : 'বন্ধুগণ, নিষ্ঠা কি এক, না বহু?' যথার্থ উত্তর প্রদান করিলে, তাঁহারা বলিবেন, 'নিষ্ঠা[2] এক, বহু নহে।' 'সেই নিষ্ঠা কাহার, যিনি সরাগ তাঁহার, না যিনি বীতরাগ তাঁহার? যিনি সদ্বেষ তাঁহার, না যিনি বীতদ্বেষ তাঁহার? যিনি সমোহ তাঁহার, না যিনি বীতমোহ তাঁহার? যিনি সতৃষ্ণ তাঁহার, না যিনি বীততৃষ্ণ তাঁহার? যিনি স-উপাদান (আসক্ত) তাঁহার না যিনি নিরুপাদান (অনাসক্ত) তাঁহার? যিনি অবিদ্বান তাঁহার, না যিনি বিদ্বান তাঁহার? যিনি অনুরুদ্ধ-প্রতিরুদ্ধ (রাগানুরক্ত-ক্রোধাভিভূত) তাঁহার, না যিনি অননুরুদ্ধ-অপ্রতিবিরুদ্ধ (অননুরক্ত-অক্রোধাভিভূত) তাঁহার? যিনি প্রপঞ্চারাম প্রপঞ্চরত তাঁহার, না যিনি প্রপঞ্চবিরত নিষ্প্রপঞ্চ তাঁহার?' যথার্থ উত্তর প্রদান করিলে, তাঁহারা বলিবেন : 'বীতরাগের নিষ্ঠা, সরাগের নহে; বীতদ্বেষের নিষ্ঠা, সদ্বেষের নহে; বীতমোহের নিষ্ঠা, সমোহের নহে; অনাসক্তের নিষ্ঠা, আসক্তের নহে; বিদ্বানের নিষ্ঠা, অবিদ্বানের নহে; অননুরক্ত অনভিভূতের নিষ্ঠা, অনুরক্ত ও ক্রোধাভিভূতের নহে; প্রপঞ্চবিরত নিষ্প্রপঞ্চের নিষ্ঠা,

---

১. 'সহধর্মী' অর্থে সমশিক্ষাধীন, এক ধর্মাবলম্বী, এক ধর্মচারী ইত্যাদি। (প-সূ) আধুনিক ভাষায় 'গুরুভাই'।

২. 'নিষ্ঠা' অর্থে শেষ লক্ষ্য বা প্রাপ্তি বা পরিসমাপ্তি। বুদ্ধঘোষ বলেন, ব্রাহ্মণদিগের নিষ্ঠা ব্রহ্মলোক, তাপসগণের নিষ্ঠা আভাস্বর দেবলোক, পরিব্রাজকগণের নিষ্ঠা শুভকৃৎস্ন লোক, আজীবকগণের নিষ্ঠা অনন্তমানসরূপে কল্পিত অসংজ্ঞীভব (অচ্যুতকল্প) এবং বুদ্ধশাসনের নিষ্ঠা অর্হত্ত্ব। (প-সূ)

প্রপঞ্চরতের নহে।’

৩. হে ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ মিথ্যাদৃষ্টি—ভবদৃষ্টি ও বিভবদৃষ্টি। যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ ভবদৃষ্টি-লীন, ভবদৃষ্টি-উপগত, ভবদৃষ্টি-নিবিষ্ট, তিনি বিভবদৃষ্টিবিরোধী। [পক্ষান্তরে] যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ বিভবদৃষ্টি-লীন, বিভবদৃষ্টি-উপগত, বিভবদৃষ্টিনিবিষ্ট তিনি ভবদৃষ্টি-বিরোধী। হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যিনি এই দ্বিবিধ মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয় (উদ্ভব), অস্তগমন, আস্বাদ ও আদীনব (দুঃখ-পরিণাম) এবং তাহা হইতে নিঃসরণ (মুক্তি) কী তাহা যথার্থ জানেন না, আমি বলি তিনি সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, সতৃষ্ণ, স-উপাদান, অবিদ্বান, রাগানুরক্ত, ক্রোধাভিভূত, প্রপঞ্চরত, প্রপঞ্চগত, তিনি জন্ম, জরামরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও হতাশা হইতে, (সংক্ষেপে) দুঃখ হইতে বিমুক্ত হন না। হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ যিনি উক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টির সমুদয় ও অস্তগমন, আস্বাদ ও আদীনব, এবং তাহা হইতে নিঃসরণ কী যথার্থ জানেন, আমি বলি তিনি বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত, বিদ্বান, অননুরক্ত, অনভিভূত, প্রপঞ্চবিরত, নিষ্প্রপঞ্চ, তিনি জন্ম, জরামরণ, শোক-পরিদেবন, দুঃখ-দৌর্মনস্য ও হতাশা হইতে, (সংক্ষেপে) দুঃখ হইতে বিমুক্ত হন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, উপাদান (আসক্তি) চারি প্রকার। কী কী? কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত এবং আত্মবাদ। হে ভিক্ষুগণ, এমন কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা সর্ব-উপাদান, সর্ব-আসক্তি পরিবর্জনের উপায় বিদিত আছেন, অথচ সম্পূর্ণভাবে সর্ব-উপাদান, সর্ব-আসক্তি পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। কাম-উপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করিলে দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা প্রথম বিষয়টি জানেন, অপর তিনটি বিষয় যথার্থ জানেন না। কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে যাঁহারা সর্ব-উপাদান পরিবর্জনের উপায় বিদিত আছেন বলিয়া মনে করেন, অথচ সম্পূর্ণরূপে সর্ব-উপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। তাঁহারা কাম-উপাদান ও দৃষ্টি-উপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন, কিন্তু শীলব্রত ও আত্মবাদ পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা প্রথম দুইটি বিষয় জানেন, অপর দুইটি বিষয় যথার্থ জানেন না। কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা সর্ব-উপাদান পরিবর্জনের উপায় বিদিত আছেন মনে করেন, অথচ সম্পূর্ণভাবে সর্ব-উপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। তাহারা কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান ও শীলব্রত পরিবর্জনের

উপায় নির্দেশ করেন, কিন্তু আত্মবাদ পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন না। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা প্রথম তিনটি বিষয় জানেন, চতুর্থ বিষয়টি যথার্থ জানেন না। হে ভিক্ষুগণ, এহেন ধর্মবিনয়ে শাস্তার প্রতি যে চিত্তপ্রসাদ তাহা সম্যক-গত (সম্পূর্ণ) হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, ধর্মের প্রতি যে চিত্তপ্রসাদ, শীলাচরণে যে পরিপূর্ণকারিতা, সহধর্মিগণের প্রতি যে প্রিয়ভাব ও মনোজ্ঞতা তাহা সম্যক-গত (সম্পূর্ণ) হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহার কারণ কী? যেহেতু যে-ধর্মবিনয় দুর্ব্যাখ্যাত দুর্জ্ঞাপিত, যাহা লক্ষ্যাভিমুখী নহে, যাহা উপশমের প্রতি সংবর্তিত হয় না, যাহা সম্যকসম্বুদ্ধ দ্বারা প্রবেদিত (প্রবর্তিত) হয় না, তাহাতে এইরূপই হইয়া থাকে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সর্ব-উপাদান পরিবর্জনের উপায় বিদিত আছেন বলিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহা পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন, কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ—এই চারি উপাদান পরিবর্জনের উপায় নির্দেশ করেন। হে ভিক্ষুগণ, এহেন ধর্মবিনয়ে শাস্তার প্রতি যে চিত্তপ্রসাদ তাহা সম্যক-গত, ধর্মের প্রতি যে চিত্তপ্রসাদ তাহা সম্যক-গত, এবং সহধর্মিগণের প্রতি যে প্রিয়ভাব ও মনোজ্ঞতা তাহা সম্যক-গত (সম্পূর্ণ) হয়। ইহার কারণ কী ? যেহেতু যে-ধর্মবিনয় সু-আখ্যাত, সুপ্রবেদিত, যাহা লক্ষ্যাভিমুখী, যাহা উপশমের প্রতি সংবর্তিত, যাহা সম্যকসম্বুদ্ধ দ্বারা প্রবেদিত (প্রবর্তিত) হয়, তাহাতে এইরূপই হইয়া থাকে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, এই চারি উপাদানের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে তাহাদের জন্ম, কিসেই বা তাহাদের সম্ভব হয়? এই চারি উপাদানের তৃষ্ণাই নিদান, তৃষ্ণা হইতে তাহাদের সমুদয় (সমুদ্ভব), তৃষ্ণাতেই তাহাদের জন্ম, তৃষ্ণা হইতেই তাহাদের সম্ভব হয়। এই তৃষ্ণার নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে তৃষ্ণার জন্ম ও সম্ভব হয়? তৃষ্ণার নিদান বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণার সমুদয়, বেদনায় তৃষ্ণার জন্ম, বেদনায় তৃষ্ণার সম্ভব হয়। এই বেদনার নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে বেদনার জন্ম, কিসে বেদনার সম্ভব হয়? বেদনার নিদান স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনার সমুদয়, স্পর্শে বেদনার জন্ম, স্পর্শে বেদনার সম্ভব হয়। স্পর্শের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে স্পর্শের জন্ম, কিসে বেদনার সম্ভব? স্পর্শের নিদান ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শের সমুদয়, ষড়ায়তনেই স্পর্শের জন্ম ও সম্ভব হয়। এই ষড়ায়তনের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে ষড়ায়তনের জন্ম, কিসেই বা ইহার সম্ভব হয়? ষড়ায়তনের নিদান নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের সমুদয়, নামরূপেই ইহার জন্ম ও সম্ভব হয়। এই নামরূপের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে

নামরূপের জন্ম ও সম্ভব হয়? নামরূপের নিদান বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপের সমুদয়, বিজ্ঞানেই নামরূপের জন্ম ও সম্ভব হয়। এই বিজ্ঞানের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে বিজ্ঞানের জন্ম ও সম্ভব হয়? বিজ্ঞানের নিদান সংস্কার, সংস্কার হইতেই বিজ্ঞানের সমুদয়, সংস্কারেই বিজ্ঞানের জন্ম ও সম্ভব হয়। এই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, কিসে সংস্কারের জন্ম ও সম্ভব হয়? সংস্কারের নিদান অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতেই সংস্কারের সমুদয়, অবিদ্যায় সংস্কারের জন্ম ও সম্ভব হয়। যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন এবং বিদ্যা উৎপন্ন হয়, অবিদ্যার পরিত্যাগে এবং বিদ্যার উৎপত্তিতে ভিক্ষু কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ উপাদেয়রূপে গ্রহণ করেন না, উপাদেয়রূপে গ্রহণ না করিবার ফলে তাঁহার পরিত্রাস হয় না, পরিত্রাস না হইবার ফলে তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন, জন্মবীজ ক্ষীণ হয়, ব্রহ্মচর্যব্রত উদযাপিত হয়, করণীয় কার্য কৃত হয়, অতঃপর অত্র আর আগমন হইবে না বলিয়া তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্রসিংহনাদ-সূত্র সমাপ্ত ॥

১২. মহাসিংহনাদ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান বৈশালী[১]-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, বহির্নগরে, পশ্চিম দিকে অবস্থিত বনখণ্ডে[২]। সেই সময়ে সুনক্ষত্র নামক লিচ্ছবিপুত্র[৩] অল্পদিন হইল এই ধর্মবিনয় (বুদ্ধশাসন) হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈশালী-পরিষদে[৪] এ কথা বলিতেছিলেন : ‘শ্রমণ গৌতমের নিকট

---

১. বিশালীভূত (বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ) বলিয়া বৈশালী নামে খ্যাত হয়। বুদ্ধের সমসময়ে বৈশালী বৃজি-লিচ্ছবিগণের আবাসভূমি ও প্রধান নগরী ছিল (প-সু)। বেসার এবং মজঃফরপুরের কিয়দংশ লইয়াই প্রাচীন বৈশালীর ভৌগোলিক অবস্থান।

২. এই বনখণ্ড বৈশালী হইতে এক গব্যুতির (২/৩ মাইলের) ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। এই বনখণ্ডে বুদ্ধভক্তগণ তাঁহার বাসের জন্য গন্ধকুটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। (প-সূ)

৩. লিচ্ছবিগণের অপর নাম বৃজি (পালি বজ্জি)। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ গণরাজ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা কাশীরাজবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিতেন।

৪. পালি ‘পরিসতি’ অর্থে ‘পরিসমজ্ঝে’, পরিষদে, জনসমাজে। (প-সূ)

অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি[১] নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন (দিব্যদৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) তো দূরের কথা। তিনি শুধু তর্ক-প্রণোদিত ও মীমাংসানুচরিত ধর্মই উপদেশ প্রদান করেন, অথচ স্বয়ং বক্তা হইয়া স্বপ্রতিভায় তিনি যাহার হিতার্থ ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা সম্যকভাবে তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে চালিত করে[২]।'

২. অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্বাহ্ণে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, বৈশালী নগরে ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য প্রবেশ করিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র বৈশালী-পরিষদে এ কথা বলিতেছেন : 'শ্রমণ গৌতমের নিকট অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা। তিনি শুধু তর্ক-প্রণোদিত ও মীমাংসানুচরিত ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, অথচ স্বয়ং বক্তা হইয়া স্বপ্রতিভায় তিনি যাহার হিতার্থ ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা সম্যকভাবে তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে চালিত করে।' ভিক্ষান্নসংগ্রহে বিচরণ করিয়া, ভোজনান্তে ভিক্ষান্নসংগ্রহ-কার্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবৎ-সমীপে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন, 'প্রভো, লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র অল্পদিন হইল এই ধর্মবিনয় হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি বৈশালী-পরিষদে এ কথা বলিতেছেন : শ্রমণ গৌতমের নিকট অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা। তিনি তর্ক-উদ্বুদ্ধ ও মীমাংসানুচরিত ধর্মোপদেশ প্রদান করেন ইত্যাদি।'

৩. সারিপুত্র, কোপনস্বভাব সুনক্ষত্র মোঘপুরুষ (মূর্খ), ক্রোধবশতই সে এমন কথা বলিয়াছে। অখ্যাতি বিবৃত করিবে উদ্দেশ্যে মত প্রকাশ করিতে গিয়া সে তথাগতের খ্যাতিই বর্ণনা করিয়াছে। সারিপুত্র, যে এমন কথা বলিবে : 'তিনি যাহার হিতার্থ ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা সম্যকভাবে তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে চালিত করে', তথাগতের পক্ষে তাহা খ্যাতির বিষয়ই বটে।

৪. সারিপুত্র, আমার প্রতি মোঘপুরুষ সুনক্ষত্রের এইরূপ ধর্মভাব হইবে না : 'এই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।'

---

১. 'উত্তরিমনুস্সধম্মা' অর্থে অলৌকিক শক্তিসমূহ।

২. বুদ্ধঘোষ বলেন, সুনক্ষত্র বুদ্ধের হাজার নিন্দা করিলেও, শেষে বলিতে বাধ্য হইল, তাঁহার উপদেশের ফল অব্যর্থ। (প-সূ)

৫. সারিপুত্র, আমার প্রতি তাহার এইরূপ ধর্মভাব হইবে না : 'সেই ভগবান বহুপ্রকারে বহুবিধ ঋদ্ধি স্বয়ং অনুভব করেন, এক হইয়া বহু হন, বহু হইয়া এক হন, ইচ্ছাক্রমে তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটে, ভূমিতে পদস্থাপন না করিয়া তিনি প্রাচীর, প্রাকার ও পর্বত অতিক্রম করেন শূন্যে গমনের ভাবে, স্থলে উন্মজ্জন-নিমজ্জন করেন জলে ডুবা-উঠার ভাবে, জলে নিমগ্ন না হইয়া চলেন স্থলে গমনের ভাবে, আকাশে পর্যঙ্কবন্ধ হইয়া গমন করেন পক্ষী-শকুনের (বিহঙ্গের) ভাবে, মহাশক্তিসম্পন্ন মহাকায় চন্দ্রসূর্যকে স্বহস্তে স্পর্শ ও মর্দন করেন, আব্রহ্মভুবন স্ববশে আনয়ন করেন।'

৬. সারিপুত্র, আমার প্রতি তাহার এই ধর্মভাব হইবে না : 'সেই ভগবান অতি বিশুদ্ধ, লোকাতীত শ্রোত্রধাতু দ্বারা উভয় শব্দ শুনিতে পান, যাহা দিব্য ও যাহা মানুষ, যাহা দূরে ও যাহা নিকটে।'

সারিপুত্র, তোমার [আমার] প্রতি তাহার এই ধর্মভাব হইবে না : 'সেই ভগবান স্বচিত্তে অপর জীবগণের চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তাহাদের চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ বলিয়াই জানেন, বীতরাগ হইলে বীতরাগ, সংক্ষিপ্ত হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্গত হইলে মহদ্গত, অমহদ্গত হইলে অমহদ্গত, স-উত্তর হইলে স-উত্তর, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়াই প্রকৃষ্টরূপে জানেন।'

৭. সারিপুত্র, তথাগতের দশ তথাগত-বল যাহাতে সমন্বিত হইয়া তথাগত নির্ভীকতা উপলব্ধি করেন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন। দশবল কী কী? (১) তিনি স্থানকে (কারণকে) স্থানের ভাবে, অস্থানকে (অকারণকে) অস্থানের ভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (২) তিনি অতীত, অনাগত ও প্রত্যুৎপন্নে (বর্তমানে) কর্মপরিগ্রহণের বিপাক (পরিণাম) হেতুত ও কারণত যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৩) তিনি সর্বত্রগামী প্রতিপদ (সর্বার্থসাধক পথ) যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৪) তিনি বহুধাতের, নানাধাতের লোককে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৫) তিনি জীবগণের নানা অধিমুক্তি (মুক্তিপ্রবণতা) যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৬) তিনি অপর জীবগণের শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের পরা-অপরাভাব যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৭) তিনি ধ্যানবিমোক্ষ-সমাধিসমাপন্ন ব্যক্তির সংক্লেশ (মালিন্য), ব্যবদান (পবিত্রতা) এবং উত্থান (অব্যাহতি) যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; (৮) তিনি বহুপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ

জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্পে, বহু বিবর্তকল্পে আমি ওই স্থানে ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখ-দুঃখ-অনুভব, আয়ু-পরিমাণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে উৎপন্ন হই, তখন এই ছিল আমার নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখ-দুঃখ-অনুভব, আয়ুপরিমাণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র উৎপন্ন হইয়াছি, এইরূপে আকার ও উদ্দেশ্যসহ বহুপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন; (৯) তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান : জীবগণ চ্যুত হইতেছে, উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানেন—কীরূপে জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে হীনোৎকৃষ্ট যোনি, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে; (১০) তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করেন।

সারিপুত্র, তথাগতের এই দশ তথাগত-বল যাহাতে সমন্বিত হইয়া তিনি নির্ভীকতা অনুভব করেন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

৮. সারিপুত্র, যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও এ কথা বলে : 'শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা, তিনি স্বপ্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসানুচরিত ধর্মোপদেশ প্রদান করেন', সেই উক্তি, সেই চিত্ত এবং সেই দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা) পরিত্যাগ ও বিসর্জন না করিবার ফলে সে যথানীত নিরয়ে (নরকে) নিক্ষিপ্ত হয়। যাহাতে শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভিক্ষু দৃষ্টধর্মে আজ্ঞা (অধিকার) লাভ করিতে পারে আমি তেমন সম্পদের কথাই বলি। সেই উক্তি পরিত্যাগ, সেই চিত্ত পরিত্যাগ এবং সেই দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা) বিসর্জন না করিবার ফলে সে যথানীত নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়[১]।

৯. সারিপুত্র, তথাগতের এই চারি বৈশারদ্য যাহাতে সমন্বিত হইয়া তথাগত নির্ভীকতা অনুভব করেন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন। চারি বৈশারদ্য কী কী ? প্রথম, সর্বধর্ম অধিগত করিয়া আমি সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছি, সকল ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তাহা জানিয়াও আমার দ্বারা এই সকল ধর্ম অধিগত হয় নাই বলিয়া তদ্‌বিষয়ে কোনো শ্রমণ কিংবা

---

১. পালি যথাভতং—যথা আহরিতং। যে-স্থানে নিরয়পালগণ, যমদূতগণ পাপীকে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করে। (প-সূ)

ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা, জগতে এমন কেহ ধর্মত, ন্যায়ত আমাকে অভিযুক্ত করিবে, এহেন নিমিত্ত (সম্ভাবনা, কারণ) আমি দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। দ্বিতীয়, আমি সর্বাসবক্ষয়ে ক্ষীণাসব হইয়াছি জানিয়াও আমার দ্বারা এই সকল আসব পরিক্ষীণ হয় নাই বলিয়া তদ্‌বিষয়ে কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা, জগতে এমন কেহ আমাকে ধর্মত, ন্যায়ত অভিযুক্ত করিবে, এহেন নিমিত্ত আমি দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। তৃতীয়ত, যে-সকল পাপধর্ম মুক্তির অন্তরায়কর বলিয়া কথিত তৎসমস্ত অন্তরায়কর নহে ভাবিয়া আমি প্রতিসেবন (পরিপোষণ) করি মনে করিয়া কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা, জগতে এমন কেহ ধর্মত, ন্যায়ত আমাকে অভিযুক্ত করিবে এহেন নিমিত্ত আমি দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। চতুর্থত, আমি যাহার হিতার্থ ধর্মোপদেশ প্রদান করি সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে চালিত করে না মনে করিয়া কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা, জগতে এমন কেহ আমাকে তদ্‌বিষয়ে অভিযুক্ত করিবে এহেন নিমিত্ত দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। সারিপুত্র, তথাগতের এই চারি বৈশারদ্য যাহাতে সমন্বিত হইয়া তথাগত নির্ভীকতা অনুভব করেন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

সারিপুত্র, যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও এ কথা বলে : ‘শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা, তিনি স্বপ্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসানুচরিত ধর্মোপদেশ প্রদান করেন’ ইত্যাদি পূর্ববৎ।

১০. সারিপুত্র, অষ্ট পরিষদ। অষ্ট কী কী? ক্ষত্রিয়পরিষদ, ব্রাহ্মণপরিষদ, গৃহপতিপরিষদ, শ্রমণপরিষদ, চতুর্মহারাজপরিষদ, ত্রয়স্ত্রিংশপরিষদ, মারপরিষদ ও ব্রহ্মপরিষদ। সারিপুত্র, এই অষ্ট পরিষদ। উক্ত চারি বৈশারদ্যে সমন্বিত হইয়া তথাগত এই অষ্ট পরিষদের নিকট গমন করেন, অষ্ট পরিষদে প্রবেশ করেন। আমি বিশেষভাবে জানি যে, আমি বহুশত ক্ষত্রিয়পরিষদের নিকট গমন করিয়াছি, পূর্বে তাঁহাদের সঙ্গে উপবেশন করিয়াছি, তাঁহাদের সহিত আলাপ-সালাপ করিয়াছি এবং ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। উহাতে

ভয় বা সংকোচ আমার মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে এহেন নিমিত্ত (সম্ভাবনা, কারণ) আমি দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত এবং বৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করি। বহুশত ব্রাহ্মণপরিষদ, গৃহপতিপরিষদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ।

সারিপুত্র, যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও এ কথা বলে, 'শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা, তিনি স্বপ্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসানুচরিত ধর্মোপদেশ প্রদান করেন,' ইত্যাদি পূর্ববৎ।

১১. সারিপুত্র, চারি জীবযোনি। চারি কী কী? অণ্ডজ যোনি, জরায়ুজ যোনি, সংস্বেদজ যোনি, ঔপপাতিক যোনি। অণ্ডজ কাহারা? যে-সকল জীব অণ্ডকোষ ভেদ করিয়া জন্মে তাহারা অণ্ডজ। জরায়ুজ কাহারা? যে-সকল জীব বস্তিকোষ ভেদ করিয়া জন্মে তাহারা জরায়ুজ। সংস্বেদজ কাহারা? যে-সকল জীব পূতিমৎস্যে, পূতিকুণপে[১], পূতিশস্যাদিতে, চন্দনিকায়[২] অথবা অবটগর্তে[৩] জন্মে তাহারা সংস্বেদজ। ঔপপাতিক[৪] কাহারা? দেবগণ, নরকে জাত সত্ত্বগণ, কোনো কোনো মনুষ্য এবং কোনো কোনো নিম্নগামী জীব, ইহারাই ঔপপাতিক। সারিপুত্র, এই চারি জীবযোনি।

সারিপুত্র, যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও এ কথা বলে : 'শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা, তিনি স্বপ্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসানুচরিত ধর্মোপদেশ প্রদান করেন,' ইত্যাদি পূর্ববৎ।

১২. সারিপুত্র, জীবের পঞ্চগতি। পঞ্চ কী কী? নিরয় (নরক), তির্যকযোনি (পশুযোনি), পিতৃবিষয় (প্রেতলোক), মনুষ্য (মর্ত্য) ও দেবলোক। সারিপুত্র, নিরয় কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, নিরয়গামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে দেহান্তে মৃত্যুর পর জীব অপায়দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। তির্যকযোনি কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, তির্যকযোনিগামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব দেহান্তে মৃত্যুর পর তির্যকযোনিতে উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে

---

১. পূতিকুণপে—পূতিশবে,পচিত মৃতদেহে।

২. জঞ্জাল ও গৃহের ময়লা জল ফেলিবার স্থানে। (প-সূ)

৩. গৃহের সকর্দম জল নিঃসরণের জন্য প্রস্তুত প্রণালিতে। (প-সূ)

৪. ঔপপাতিক বা ঔপপাদুক অর্থে স্বয়ংজাত, বিনা ঔরসে উৎপন্ন, স্বয়ং অবতীর্ণ, সশরীরে মাতৃগর্ভে অধিষ্ঠিত।

জানি। পিতৃবিষয় (প্রেতলোক) কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, পিতৃবিষয়গামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব দেহান্তে মৃত্যুর পর পিতৃবিষয়ে উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। মনুষ্যলোক কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, মনুষ্যলোকগামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব দেহান্তে মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে (মর্ত্যে) উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। দেবলোক কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, দেবলোকগামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব দেহান্তে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয় তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। সারিপুত্র, নির্বাণ কী তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, নির্বাণগামী মার্গ যাহা অনুসরণ করিলে জীব আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করে, তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি।

১৩. সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অনুসরণ করিয়া এইভাবে গমন করিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইবে। পরে একসময়ে আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, সেই ব্যক্তি দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইয়া তীব্র, কটু ও একান্ত দুঃখ, তীব্র-কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে। যেমন মানবদেহপরিমিত ধূমহীন, দীপ্ত, জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ অনলকুণ্ডকে লক্ষ করিয়া এবং তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথ ধরিয়া ঘর্মাভিষিক্ত ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত ব্যক্তিকে আসিতে দেখিলে চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিতে পারেন : এই লোকটি এই পথ অবলম্বন করিয়া এইভাবে চলিবে, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে এই অনলকুণ্ডেই আসিয়া পড়িবে এবং পরে একসময় দেখিতে পান সেই লোকটি অনলকুণ্ডে পতিত হইয়া একান্ত দুঃখ, তীব্র-কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে, তেমনভাবেই সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এইভাবে এই পথ অবলম্বন করিয়া এইভাবে চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে, যাহাতে সে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইবে।

১৪. সারিপুত্র, স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবেই চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে দেহান্তে মৃত্যুর পর তির্যকযোনিতে

উৎপন্ন হইবে এবং পরে একসময়ে বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, সত্যসত্যই সে দেহান্তে মৃত্যুর পর তির্যকযোনিতে উৎপন্ন হইয়া তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে। সারিপুত্র, যদি পুরুষদেহপরিমিত গূথকূপ গূথপূর্ণ হয় এবং ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি সেই গূথকূপকে লক্ষ করিয়া তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথ ধরিয়া আসিতে থাকে, যেমন তাহাকে ওই গূথকূপের দিকে আসিতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : এই লোকটি এই পথ অনুসরণ করিয়া এইভাবে চলিবে, সে এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে ওই গূথকূপেই আসিয়া পড়িবে এবং পরে একসময়ে দেখিতে পাইবে যে, সেই লোকটি সত্যসত্যই গূথকূপে পতিত হইয়া তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে, তেমনভাবেই সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অনুসরণ করিয়া এইভাবে চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে যে দেহান্তে মৃত্যুর পর তির্যকযোনিতে উৎপন্ন হইবে এবং পরে একসময়ে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, সে সত্যসত্যই তির্যক-যোনিতে উৎপন্ন হইয়া তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে।

১৫. সারিপুত্র আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়া এইভাবেই চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে দেহান্তে মৃত্যুর পর পিতৃবিষয়ে (প্রেতলোকে) উৎপন্ন হইবে এবং পরে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, সত্যসত্যই সে দেহান্তে মৃত্যুর পর পিতৃবিষয়ে উৎপন্ন হইয়া তীব্র দুঃখ অনুভব করিতেছে। যদি বিষম ভূমিভাগে বৃক্ষ বিরলপত্র ও বিরলচ্ছায় হয়, এবং ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি ওই বৃক্ষকে লক্ষ করিয়া তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথে আসিতে থাকে, যেমন তাহাকে ওই বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : এই লোকটি এই পথ অবলম্বনে এইভাবেই চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে ওই বৃক্ষতলে আসিয়া পড়িবে এবং পরে একসময় দেখিতে পাইবেন যে, সত্যসত্যই সে ওই বৃক্ষচ্ছায়ায় আসীন বা শায়িত হইয়া দুঃখবহুল বেদনা অনুভব করিতেছে; তেমনভাবেই সারিপুত্র, স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবেই চলিবে, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবে যাহাতে সে দেহান্তে মৃত্যুর পর পিতৃবিষয়ে (প্রেতলোকে) উৎপন্ন হইবে এবং

পরে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, সত্যসত্যই সে পিতৃবিষয়ে উৎপন্ন হইয়া তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছে।

১৬. সারিপুত্র, স্বচিত্তে পরচিত্ত জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এই ভাবে চলিবেন, এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং পরে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই দেহান্তে মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া সুখবহুল বেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি সমভূমিতে জাত বৃক্ষ পত্রবহুল ও ঘনচ্ছায় হয়, এবং ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি ওই বৃক্ষকে লক্ষ করিয়া তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথে আসিতে থাকেন, যেমন তাঁহাকে ওই বৃক্ষের দিকে আসিতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : এই মহানুভব ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি ওই বৃক্ষে আসিয়া পড়িবেন এবং পরে একসময়ে দেখিতে পান : সত্যসত্যই তিনি ওই বৃক্ষচ্ছায়ায় আসীন বা শায়িত হইয়া সুখবহুল বেদনা অনুভব করিতেছেন, তেমনভাবেই সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তভাব জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া সুখবহুল বেদনা অনুভব করিবেন এবং পরে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই দেহান্তে মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া সুখবহুল বেদনা অনুভব করিতেছেন।

১৭. সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এই পথে চলিবেন এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং পরে একসময়ে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া একান্ত সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি অভ্যন্তরে উৎক্ষিপ্ত, বহির্ভাগে অবলিপ্ত, নির্বাত, পুষ্পিত অর্গলযুক্ত, সুবিহিত-বাতায়ন-শোভিত, কূটাগারজাতীয় দীর্ঘ প্রাসাদ থাকে এবং তন্মধ্যে 'গোণক' নামীয় কৃষ্ণলোমাস্তরণে আবৃত, 'পটিক' নামীয় ঊর্ণাময় শ্বেতাস্তরণে আবৃত, 'পটলিক' নামীয় ঘনসূচিকর্মযুক্ত ঊর্ণাময় আস্তরণে আবৃত, কদলিমৃগচর্মে নির্মিত অতি উৎকৃষ্ট প্রত্যাস্তরণে আবৃত, চাদর-আচ্ছাদিত ও লোহিত

উপাদানযুক্ত পর্যঙ্ক থাকে, এবং ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি ওই প্রাসাদকে লক্ষ করিয়া তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথে আসিতে থাকেন, যেমন তাঁহাকে ওই প্রাসাদের দিকে আসিতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এই পথে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি ওই প্রাসাদে আসিয়া পড়িবেন এবং পরে একসময়ে দেখিতে পান : তিনি সত্যসত্যই ওই প্রাসাদ-কূটাগারে, ওই পর্যঙ্কে আসীন বা শায়িত হইয়া একান্ত সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন। তেমনভাবেই, সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তভাব জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং পরে একসময়ে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া একান্ত সুখবেদনা অনুভব করিতেছেন।

১৮. সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তগতি জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিবেন এবং পরে একসময়ে দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। যদি স্বচ্ছোদক, প্রসন্নসলিল, শীতলবারি, সুরম্য বাঁধা মর্মরসোপানযুক্ত পুষ্করিণী এবং উহার অদূরে অতি মনোহর বনভূমি থাকে এবং ঘর্মাক্তকলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত কোনো ব্যক্তি ওই পুষ্করিণীকে লক্ষ করিয়া তাহাতে পৌঁছিবার একমাত্র পথ ধরিয়া আসিতে থাকেন, যেমন তাঁহাকে ওই পুষ্করিণীর দিকে আসিতে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি ওই পুষ্করিণীতে আসিয়া পড়িবেন এবং পরে একসময়ে দেখিতে পান : তিনি সত্যসত্যই ওই পুষ্করিণীতে আসিয়া তাহাতে অবগাহন করিয়া, স্নান করিয়া, উহার জল পান করিয়া সর্ব পথশ্রান্তি, পথক্লান্তি ও তৃষ্ণাক্লেশ প্রশমিত করিয়া তীরে উঠিয়া ওই বনভূমিতে আসীন বা শায়িত হইয়া একান্ত সুখ

অনুভব করিতেছেন, তেমনভাবেই সারিপুত্র, আমি স্বচিত্তে পরচিত্তভাব জানিবার ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি স্বচ্ছোদক, প্রসন্নসলিল, শীতলবারি সুরম্য বাঁধা মর্মরসোপানযুক্ত পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া তাহাতে অবগাহন করিয়া, স্নান করিয়া, উহার জল পান করিয়া সর্ব পথশ্রান্তি, পথক্লান্তি ও তৃষ্ণাক্লেশ প্রশমিত করিয়া, তীরে উঠিয়া ওই বনভূমিতে আসীন বা শায়িত হইয়া একান্ত সুখ অনুভব করিবেন এবং পরে একসময় দেখিতে পান : তিনি সত্যসত্যই স্বচ্ছোদক, প্রসন্নসলিল, শীতলবারি, সুরম্য বাঁধা মর্মরসোপানযুক্ত পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া, তাহাতে অবগাহন করিয়া, স্নান করিয়া, উহার জল পান করিয়া, সর্ব পথশ্রান্তি, পথক্লান্তি ও তৃষ্ণাক্লেশ প্রশমিত করিয়া, তীরে উঠিয়া ওই বনভূমিতে আসীন বা শায়িত হইয়া একান্ত সুখ অনুভব করিতেছেন, তেমনভাবেই সারিপুত্র, স্বচিত্তে পরচিত্ত জানিবার ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রকৃষ্টরূপে জানি : এই ব্যক্তি এই পথ অবলম্বনে এইভাবে চলিবেন, এবং এমন এক মার্গসমারূঢ় হইবেন যাহাতে তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিবেন, এবং পরে একসময়ে দেখিতে পাই যে, তিনি সত্যসত্যই ওই পথে চলিয়া ওই মার্গসমারূঢ় হইয়া দৃষ্টধর্মে আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন।

১৯. সারিপুত্র, জীবের এই পঞ্চগতি। যে আমাকে এইরূপে জানিয়া এবং দেখিয়াও এ কথা বলিবে : 'শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক ঋদ্ধিবল নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন তো দূরের কথা, তিনি স্বপ্রতিভায় স্বয়ংবক্তারূপেই তর্ক-প্রণোদিত এবং মীমাংসাচরিত ধর্মোপদেশ প্রদান করেন,' ইত্যাদি পূর্ববৎ।

২০. সারিপুত্র, আমি বিশেষভাবে জানি যে, আমি চতুরঙ্গসমন্বিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করিয়াছি; আমি তপস্বী হইয়াছি, পরম তপস্বী; আমি রুক্ষ হইয়াছি, পরম রুক্ষ (কঠোর সাধক); জুগুপ্সী হইয়াছি, পরম জুগুপ্সী; প্রবিবিক্ত হইয়াছি, পরম প্রবিবিক্ত (পরমকেবলী)।

প্রথম, আমার তপস্বিতার স্বরূপ এই : আমি অচেলক (নগ্ন-প্রব্রজিত), মুক্তাচারী, হস্তাবলেহী হইয়াছি। 'ভদন্ত, আসুন, ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি নাই। পূর্ব হইতে কেহ অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি নাই। আমার জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া

জানাইলে তাহা গ্রহণ করি নাই। কোনো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নাই। কুম্ভীমুখ (পাত্রাভ্যন্তর) হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। 'কালোপিমুখ (কটোরাভ্যন্তর) হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহা চামচের আঘাতে ব্যথা পায়। উনানমধ্যে রাখিয়া কেহ ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়। মুষলমধ্যে রাখিয়া কেহ ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই। যেখানে দুইজন ভোজন করিতেছে, তন্মধ্যে একজনকে ভোজনত্যাগ করিয়া উঠিয়া ভিক্ষা দিতে হইলে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহার আহার নষ্ট হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়। শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় পাছে শিশুর কষ্ট হয় সে জন্য ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। স্বামীসহবাসকালে স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহার রতিসুখে বিঘ্ন ঘটে। সৎকাজের সময়[১] ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। যেখানে আহার পাইবে আশায় কুক্কুর দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে আহার-উদ্দেশ্যে মক্ষিকা একত্র সঞ্চরণ করে, সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। মৎস্য-মাংস আহার করি নাই, সুরা, মৈরেয় ও মদ্যপান করি নাই। মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে এক গ্রাস ভোজন করিয়াছি, দুই গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে মাত্র দুই গ্রাস ভোজন করিয়াছি,... সপ্তগৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে মাত্র সাত গ্রাস ভোজন করিয়াছি। মাত্র এক দত্তিতে (একবার প্রদত্ত পরিমিত দানে) দিনযাপন করিয়াছি, মাত্র দুই দত্তিতে দিনযাপন করিয়াছি,... মাত্র সাত দত্তিতে দিনযাপন করিয়াছি, একদিন অন্তর, দু-দিন অন্তর, তিন দিন অন্তর,... সপ্তাহ অন্তর আহার করিয়াছি। এইরূপে এমনকি অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছি। শাকভোজী, শ্যামাকভোজী, নীবারভোজী, দর্দুরভোজী[২] (পরিত্যক্ত চর্মভোজী), শৈবালভোজী, কণভোজী, আচামভোজী, পিণ্যাকভোজী[৩] তৃণভোজী, গোময়ভোজী, ফলমূলাহার কিংবা ভূপতিত ফলভোজী হইয়া দিনযাপন করিয়াছি। আমি শাণবাক্‌চেল [শণবাক্‌চেল] ধারণ করিয়াছি, মশানলব্ধ বস্ত্র ধারণ করিয়াছি, শবাচ্ছাদন ধারণ করিয়াছি, পাংশুকূল (পরিত্যক্ত নক্তক) ধারণ করিয়াছি, তিরীট (বল্কল) ধারণ করিয়াছি, অজিন (মৃগচর্ম) ধারণ

---

১. দুর্ভিক্ষাদির সময় যখন স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সাধুগণের ভোজনের জন্য লোক রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত থাকে। (প-সূ)

২. বাং. দর্দুর অর্থে ভেক, ব্যাঙ। এ স্থলে দর্দুর অর্থে শাক, আলু প্রভৃতির খোসা।

৩. পিণ্যাক অর্থে তিলকল্ক।

করিয়াছি, কুশচীর, বাকচীর (বল্কল), ফলকচীর (দারুচীবর) ধারণ করিয়াছি, কেশকম্বল ধারণ করিয়াছি, ব্যালকম্বল ধারণ করিয়াছি, উলূকপক্ষ (পালকনির্মিত) বস্ত্র ধারণ করিয়াছি, কেশ-শ্মশ্রুমুণ্ডন কার্যে নিরত হইয়াছি, উৎকুটিক[১] হইয়া উৎভ্রষ্টিক[২] হইয়া আসন পরিত্যাগপূর্বক উৎকুটিক সাধনে নিরত হইয়াছি। কণ্টকশায়ী হইয়া কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়াছি। দিবসে তিনবেলা উদক-অবরোহণ (জলে অবতরণ) কার্যে[৩] নিরত হইয়াছি। এইরূপে বহুপ্রকার বহুবিধ কায়তাপন পরিতাপন অভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছি। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে পূর্বতপস্বিতা।

২১. সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে রুক্ষতা (কঠোর সাধন)। বহুবৎসর ধরিয়া আমার দেহে ধুলাবালি সঞ্চিত হইয়া পাট বাঁধিয়াছে। সারিপুত্র, যেমন বহুবর্ষ ধরিয়া তিন্দুকস্থাণু রাশীকৃত ও পাট-পাট হয় তেমনভাবেই বহুবর্ষ ধরিয়া আমার অঙ্গে রজোমল সঞ্চিত হইয়া পাট বাঁধিয়াছে। আমার এমনও মনে হয় নাই যে, আমি এই রজোমল হস্ত দ্বারা পরিমার্জিত করিব, অপর কেহ আমার অঙ্গের এই রজোমল হস্ত দ্বারা পরিমার্জিত করিবে তাহাও আমার মনে উদিত হয় নাই। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে পূর্বরুক্ষতা বা কঠোর সাধন।

২২. সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে জুগুপ্সুতা। আমি স্মৃতিমান হইয়া সাবধানে চলাফেরা করিয়াছি, যাহাতে বিপাকে পড়িয়া আমার দ্বারা ক্ষুদ্রপ্রাণীও আঘাত না পায়। সামান্য জলবিন্দুতেও আমার দয়া উপস্থাপিত ছিল। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে পূর্বজুগুপ্সুতা (পাপে ঘৃণা)।

২৩. সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে প্রবিবিক্ততা (বিবেক-বৈরাগ্যসাধন)। আমি কোনো এক অরণ্যায়তনে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিয়াছি। যখনই কোনো গোপবালককে, পশুপালককে, তৃণাহরণকারীকে, কাষ্ঠাহরণকারীকে, অথবা বনে ফলমূলসন্ধানকারীকে (বনকর্মীকে) দেখিয়াছি, আমি বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে গিয়া পড়িয়াছি, যাহাতে তাহারা আমাকে দেখিতে না পায়, আমিও তাহাদিগকে দেখিতে না পাই। সারিপুত্র, যেমন অরণ্যচারী মৃগ মানুষকে দেখিয়া বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে

---

১. ইহা একপ্রকার আসনের নাম। পায়ের গোড়ালির উপর ভর রাখিয়া সারা দিনরাত্রি উপবিষ্ট থাকা।

২. ঊর্ধ্বস্থিত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় দিনরাত্রি থাকা। (প-সূ)

৩. জলে নামা, তীর্থজলে পাপধৌত করিবার জন্য ডুবা-উঠা করা। (প-সূ)

ছুটিয়া যায়, তেমনভাবেই, সারিপুত্র, যখনই আমি কোনো গোপবালককে, পশুপালককে, তৃণাহরণকারীকে, কাষ্ঠাহরণকারীকে, বনকর্মীকে দেখিয়াছি, তখনোই আমি বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে গিয়া পড়িয়াছি, যাহাতে তাহারা আমাকে দেখিতে না পায়, আমিও তাহাদিগকে দেখিতে না পাই।

২৪. সারিপুত্র, যখন গোষ্ঠ হইতে গাভিসকল চলিয়া গিয়াছে, গোপবালকগণও চলিয়া গিয়াছে, তখন হামাগুড়ি দিয়া তথায় যাইয়া স্তন্যপায়ী তরুণ বাছুরের গোময় আমি আহার করিয়াছি। সারিপুত্র, ভূপতিত হইবার পূর্বেই স্বমলমূত্র গ্রহণ করিয়া আহার করিয়াছি। ইহাই আমার পক্ষে পূর্বমহাবিকটভোজন।[১]

সারিপুত্র, কখনো-বা অপর কোনো এক ভীষণ বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিয়াছি। সেই ভীষণ বনের ভীষণতা এই যে, যে-কেহ অবীতরাগ হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, বহুল পরিমাণে তাহার রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

সারিপুত্র, শীত ও হেমন্ত ঋতুতে, হিমপাত সময়ে, অন্তর-অষ্টকায়[২] যে-সকল বিভীষিকাপূর্ণ রাত্রি সে-সকল রাত্রিতে সারারাত্রি উন্মুক্ত আকাশতলে এবং সারাদিন বনখণ্ডে বিচরণ করিয়াছি। গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ মাসে দিনে উন্মুক্ত আকাশতলে এবং রাত্রিতে বনখণ্ডে বিচরণ করিয়াছি। সারিপুত্র, সেই সময়ে আমার অন্তরে এই অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য ভাবোদ্দীপক গাথা স্ফূর্ত হইয়াছিল :

তপ্ত[৩], সিক্ত[৪], একা আমি ভীষণ সে বনে।
নগ্ন[৫] অচেলক মুনি আসীন আসনে
অগ্নি বিনা, মৌন ধ্যায়ী[৬] লক্ষ্যের সাধনে ॥

২৫. সারিপুত্র, আমি শ্মশানে শবাস্থিকে উপাধান করিয়া শয়ন করিয়াছি। এমনও ঘটিয়াছে যে, গোপবালকগণ আমার নিকট আসিয়া অঙ্গে নিষ্ঠীবন

---

১. জৈন আযরংগসুত্তে, ওহাণসুত্তে মহাবীরও এইরূপে নিজ পূর্বসাধনা বর্ণনা করিয়াছেন।

২. আচার্য বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপালের মতে হেমন্ত ঋতুর মধ্যে মাঘ মাসের শেষ চারি দিন এবং ফাল্গুনের প্রথম চারি দিন—এই আট দিন লইয়া অন্তর-অষ্টকা। কিন্তু আশ্বলারন গৃহ্য-সূত্র (২-৪-১) মতে হেমন্ত ও শীত ঋতুর চারি কৃষ্ণপক্ষের প্রথম অষ্টতিথি লইয়াই অষ্টকা।

৩. তপ্ত—রৌদ্রতপ্ত। (প-সূ)

৪. সিক্ত—হিমসিক্ত। (প-সূ)

৫. নগ্ন ও অচেলক একার্থবাচক। এই সূত্রে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি নগ্ন অচেলক বা আজীবকের ভাবেই সাধনা করিয়াছিলেন।

৬. গাথাগুলি লোমহংস-জাতকেও অবিকল দৃষ্ট হয়।

নিক্ষেপ করিয়াছে, কর্ণকুহরে শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, অথচ আমি বিশেষভাবে জানি কখনও তাহাদের প্রতি আমি পাপচিত্ত উৎপাদন করি নাই। সারিপুত্র, ইহাই আমার পক্ষে পূর্ব উপেক্ষা-বিহার।

২৬. সারিপুত্র, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : আহার সংযমে আত্মশুদ্ধি হয়, কুল (বদরী)-মাত্র আহারে জীবনযাপন করিব, এ কথা বলিয়া তাঁহারা কুলভক্ষণ করেন, কুলোদক পান করেন, বহুপ্রকারে বহুকুলে প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণ করেন। সারিপুত্র, আমি বিশেষরূপে জানি যে, আমি দিনে মাত্র একটি কুলে আহার শেষ করিয়াছি। সারিপুত্র, তোমার মনে হইতে পারে, তখন ভুক্ত কুলটি বুঝি অতি বৃহৎ ছিল। বিষয়টি এইভাবে দেখিও না। এখন যেমন, তখনও কুলটি ঠিক এই আকারেই ছিল। সারিপুত্র, দিনে মাত্র একটি কুলে আহার শেষ করিতে গিয়া আমার দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষীণ হইয়াছিল, যেমন অশীতলতা অথবা কাললতা সন্ধিস্থানে মিলাইয়া মধ্যভাগে উন্নত-অবনত হয় তেমনভাবেই সেই অল্পাহার নিমিত্ত আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুরবস্থা হইয়াছিল, উষ্ট্রপদের সংযোগস্থলের ন্যায় আমার গুহ্যদ্বার অবিশদ গর্তসদৃশ হইয়াছিল। সেই অল্পাহারহেতু আমার পৃষ্ঠকণ্টক যষ্ঠিতে বেষ্টিত সূত্রাবলির ন্যায় দেখিতে উন্নত-অবনত হইয়াছিল। যেমন জীর্ণগৃহের বরগাগুলি উৎলগ্নবিলগ্ন (এলোমেলো) হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার বক্ষপঞ্জরগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন হইয়াছিল। যেমন গভীর উদপানে (কূপে) উদকতারকা (উদকচন্দ্র, প্রতিবিম্ব) গভীর জলে প্রবিষ্ট হয়, তেমন সেই অল্পাহারহেতু অক্ষিকূপে অক্ষিতারকা গভীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যেমন তিক্ত অলাবু (করলা) কচি অবস্থায় ছিন্ন হইলে বাতাতপস্পর্শে সহসা সংম্লান হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার শিরশ্চর্ম বাতাতপস্পর্শে ম্লান হইয়াছিল। সারিপুত্র, সেই অল্পাহারহেতু আমার উদরচর্ম এমনভাবে পৃষ্ঠকণ্টকে লীন হইয়াছিল যে, উদরচর্মে হস্তস্পর্শ করিলে পৃষ্ঠকণ্টক ধরিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে, পৃষ্ঠকণ্টক স্পর্শ করিলে উদরচর্ম স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে। সারিপুত্র, মলমূত্র ত্যাগ করিতে গিয়া সে-স্থানেই কুব্জ হইয়া ভূপতিত হইয়া পড়িয়াছি। সারিপুত্র, সেই অল্পাহারহেতু দেহ আশ্বস্ত করিতে গিয়া হস্ত দ্বারা গাত্রে হাত বুলাইয়াছি, গাত্রে হাত বুলাইতে গিয়া পচিতমূল লোমসমূহ অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

২৭. সারিপুত্র, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : সংসারগতিতে (জন্মজন্মান্তর গ্রহণে) আত্মশুদ্ধি হয়। দীর্ঘকালের মধ্যে আমি যত সংসারে পূর্বে পরিভ্রমণ করিয়াছি তন্মধ্যে শুদ্ধাবাস দেবলোক

ব্যতীত অপর কোনো লোকে জন্ম সুলভরূপ (সুখের আবাস) নহে। সারিপুত্র, শুদ্ধাবাস দেবলোকে জন্মলাভ করিলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে আগমন করিতে হয় না। কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : পুনরুৎপত্তিতেই আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু আমি দীর্ঘকালের মধ্যে যত লোকে উৎপন্ন হইয়াছি, তন্মধ্যে শুদ্ধাবাস দেবলোক ব্যতীত অপর কোনো লোকে উৎপত্তি সুলভরূপ (সুখের জন্ম) নহে। সারিপুত্র, শুদ্ধাবাসে উৎপন্ন হইলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে আগমন করিতে হয় না। কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : বিভিন্ন ভবাবাসে জন্মগ্রহণ দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু আমি দীর্ঘকালের মধ্যে যতগুলি ভবাবাসে পূর্বে গমন করিয়াছি, তন্মধ্যে শুদ্ধাবাস দেবলোক ব্যতীত অপর কোনো ভবাবাস সুলভরূপ নহে। সারিপুত্র, শুদ্ধাবাসে বাস করিতে পারিলে পুনরায় এই মর্ত্যে আগমন করিতে হয় না।

কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : বহুযজ্ঞ সম্পাদনে আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু আমি দীর্ঘকালের মধ্যে রাজ্যাভিষিক্ত মুকুটপরিহিত ক্ষত্রিয়রূপে অথবা মহাশাল ব্রাহ্মণরূপে পূর্বে যত যজ্ঞ করিয়াছি তন্মধ্যে কোনোটিই সুলভরূপ (সুখদায়ক) নহে।

কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : অগ্নিপরিচর্যা (অগ্নিহোত্র) দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু সারিপুত্র, আমি দীর্ঘকালের মধ্যে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়রূপে অথবা মহাশাল ব্রাহ্মণরূপে পূর্বে যতবার অগ্নি পরিচর্যা করিয়াছি, তন্মধ্যে তাহা কোনো বার সুলভরূপ (সুখদায়ক) হয় নাই।

সারিপুত্র, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : যদবধি কোনো ব্যক্তি তরুণ, যুবা, শিশু, কৃষ্ণকেশ, প্রথম বয়সে পূর্ণযৌবনসম্পন্ন থাকে, তদবধি তিনি পরম তীব্রপ্রজ্ঞাসম্পন্ন থাকেন। আর যখনই তিনি জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধজাতীয়, অর্ধগত, উপনীত-বয়ঃ, অশীতিবর্ষবয়স্ক, নবতিবর্ষবয়স্ক, অথবা শতবর্ষবয়স্ক হন, তখন তিনি সেই প্রজ্ঞার তীব্রতা হারাইয়া বসেন। সারিপুত্র, বিষয়টি এইরূপে দেখিবে না। আমিও তো এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়স্ক, অর্ধগত, উপনীত-বয়ঃ হইয়াছি, এবং আমার বয়স হইতেছে অশীতি বৎসর, আমার চারিজন শ্রাবক (উন্নত শিষ্য) আছেন, যাঁহাদের শতবর্ষ আয়ু, শতবর্ষ জীবন, অথচ তাঁহারা পরম গতি, স্মৃতি ও ধৃতিসম্পন্ন এবং পরম ও তীব্র-প্রজ্ঞাসম্পন্ন। যেমন, সারিপুত্র, দৃঢ়পণ, শিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত এবং পারদর্শী ধনুগ্রাহী (ধনুর্ধারী) অল্পায়াসে

লঘুকাণ্ডের দ্বারা তির্যকভাবে তালচ্ছায়া বিদ্ধ করেন, তেমনভাবেই অধিকমাত্রায় স্মৃতিমান, গতিমান, মতিমান, ধৃতিমান এবং পরম তীব্রপ্রজ্ঞাসম্পন্ন আমার এই শিষ্যগণ অশন, পান, খাদন ও আস্বাদন, মলমূত্রত্যাগ, নিদ্রা ও বিশ্রাম ব্যতীত অপর সব সময় আমাকে চারি স্মৃতি-উপস্থানের এক একটি বিষয় লইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং আমিও জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদানে প্রশ্ন ব্যাখ্যা করি। তাঁহারা ব্যাখ্যাতকে ব্যাখ্যাতরূপে অবধারণ করিয়া তদ্‌বিষয়ে তদুপরি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। সারিপুত্র, তথাগতের ধর্মদেশনা অপরিক্ষীণ, ধর্মপদব্যঞ্জন অপরিক্ষীণ, প্রশ্নের উত্তরদান-ক্ষমতা অপরিক্ষীণ, শতবর্ষজীবী, শতবর্ষবয়স্ক আমার সেই চারি শিষ্য শতবর্ষ পরে কালপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সারিপুত্র, তোমরা আমাকে মঞ্চোপরি বহন করিয়া গমন করিবে এহেন অবস্থা আমার হইবে না, তথাগতের প্রজ্ঞার তীব্রতার ব্যতিক্রম হইবে না। সারিপুত্র, যদি কেহ এ কথা বলেন, বহু লোকের হিতের জন্য, সুখের জন্য, বিশ্বে অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবনর সকলের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য জগতে এক মোহাতীত মহাপুরুষ, উৎপন্ন (আবির্ভূত) হইয়াছেন তাহা হইলে তিনি তাহা যথার্থই বলিবেন। যদি কেহ আমাকে লক্ষ করিয়াই এ কথা বলেন, তাহাতে তিনি যথার্থই বলিবেন, বহু লোকের হিতের জন্য, সুখের জন্য, বিশ্বে অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবনর সকলের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য জগতে এক মোহাতীত মহাপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন।

সেই সময়ে আয়ুষ্মান নাগসমাল ভগবানের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ভগবানকে ব্যজন করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান নাগসমাল ভগবানকে কহিলেন, প্রভো, ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর। প্রভো, এই ধর্মপর্যায়, ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া আমার রোমাঞ্চ হইতেছে। প্রভো, এই ধর্মপর্যায়ের নাম কী হইবে? নাগসমাল, যখন তুমি বলিতেছ, ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার রোমাঞ্চ হইতেছে, তখন তোমরা রোমহর্ষ ধর্ম-পর্যায়রূপে[১] অবধারণ করো। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। তাহাতে আয়ুষ্মান নাগসমাল আনন্দিত হইলেন।

॥ মহাসিংহনাদ-সূত্র সমাপ্ত ॥

---

১. লোমহংস-জাতক দ্র.।

১৩. মহাদুঃখস্কন্ধ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ বিচরণের পক্ষে এখনো অতি সকাল, অতএব আমরা বরং ইত্যবসরে যেখানে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদিগের আরাম সেখানে গিয়া উপস্থিত হইব। অতঃপর তাঁহারা তদবসরে যেখানে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদিগের আরাম সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ওই অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদিগের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইলে ওই অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম কাম-পরিত্যাগের বিষয় প্রজ্ঞাপন করেন, আমরাও তাহাই করি। তিনি রূপ এবং বেদনা পরিত্যাগের বিষয় প্রজ্ঞাপন করেন, আমরাও ঠিক তাহাই করি। তাহা হইলে, বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম ও আমাদের মধ্যে ধর্মদেশনা ও অনুশাসন সম্পর্কে ইতরবিশেষ কী, উদ্দেশ্যেও বা বিভিন্নতা কী? সেই ভিক্ষুগণ তাঁহাদের এই উক্তিতে আনন্দিতও হইলেন না, আক্রোশও প্রকাশ করিলেন না, আনন্দিতও না হইয়া, আক্রোশও প্রকাশ না করিয়া তাঁহারা আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক স্বকার্যে প্রস্থান করিলেন, উদ্দেশ্য তাঁহারা ভগবৎ-সন্নিধানে উক্ত বিষয়ের অর্থ বিশেষভাবে জানিয়া লইবেন।

২. অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিয়া ভোজনান্তে ভিক্ষাসংগ্রহকার্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমরা পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য প্রবেশ করি। আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ বিচরণের পক্ষে এখনো অতি সকাল, ইত্যবসরে আমরা বরং যেখানে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের আরাম সেখানে যাইব। অতঃপর আমরা তদবসরে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের আরামে গিয়া উপস্থিত হইলাম, উপস্থিত হইয়া ওই অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে

কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলাম। উপবিষ্ট হইলে ওই অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ আমাদিগকে বলিলেন, 'বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম কাম-পরিত্যাগের বিষয় প্রজ্ঞাপন করেন, আমরাও তাহাই করি। তিনি রূপ ও বেদনা পরিত্যাগের বিষয় প্রজ্ঞাপন করেন, আমরাও ঠিক তাহাই করি। তাহা হইলে ধর্মদেশনা এবং ধর্মানুশাসন সম্পর্কে তাঁহার ও আমাদের মধ্যে ইতরবিশেষ কী, অভিপ্রায়েও বা বিভিন্নতা কী?' আমরা তাঁহাদের এই উক্তিতে আনন্দিতও না হইয়া, আক্রোশও প্রকাশ না করিয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া আসি, উদ্দেশ্য আমরা ভগবৎ-সন্নিধানে কথিত বিষয়ের অর্থ বিশেষভাবে জানিয়া লইব।"

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই মতবাদী অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণকে এ কথা বলিতে হইবে : 'বন্ধুগণ, কামের আস্বাদ কী, আদীনব (উপদ্রব) কী, তাহা হইতে নিঃসরণই (মুক্তিই) বা কী? বেদনার আস্বাদ কী, আদীনব কী, তাহা হইতে নিঃসরণই বা কী?' এইরূপে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা শুধু উহার সমাধান করিতে পারিবেন না নহে, অধিকন্তু মনোব্যথা পাইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু ইহা তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয় নহে। হে ভিক্ষুগণ, আমি কী দেবলোকে কী মারভুবনে কী ব্রহ্মলোকে কী শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে, সর্ব দেব এবং মনুষ্যলোকে তথাগত ব্যতীত কিংবা তথাগতের শিষ্য ব্যতীত কিংবা যিনি এখান হইতে মত শুনিয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখি না যিনি উক্ত প্রশ্নসমূহের সদুত্তরদানে চিত্তে সন্তোষ বিধান করিবেন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, কামের আস্বাদ কী? পঞ্চকামগুণ এই [ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চকামগুণ]। কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, এবং কায় (ত্বক)-বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ (প্রিয়জাতীয়), কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক। হে ভিক্ষুগণ, ইহারাই পঞ্চকামগুণ যাহার কারণ সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়। ইহাই কামের আস্বাদ।

৫. হে ভিক্ষুগণ, কামের আদীনব (উপদ্রব) কী? হে ভিক্ষুগণ, মুদ্রা[১] হউক, গণনা[২] হউক, সংখ্যা[৩] হউক, কৃষি হউক, বাণিজ্য হউক, গোরক্ষা

---

১. হস্তমুদ্রার সাহায্যে গণনা। (প-সূ) মুদ্রা শব্দে দলিলাদিতে সিলমোহরাদির ব্যবহারকেও বুঝাইতে পারে।

২. গণনা অর্থে ক্রমাগত অংক গণনা। (প-সূ) গণনা শব্দে হিসাবাদি রাখাকেও বুঝায়। ভাগ্য-গণনাও গণনার মধ্যে।

৩. সংখ্যা অর্থে দৃষ্টির সাহায্যে শস্যের পরিমাণ, বৃক্ষের সংখ্যা ও নক্ষত্রের সংখ্যাদি নিরূপণ

হউক, শস্ত্রজীবিকা হউক, রাজপুরুষপদ (সৈনিকপদ, রাজসেবা) হউক, অপর কোনো শিল্প হউক, কুলপুত্র শীতোষ্ণের সম্মুখীন হইয়া, দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ সংস্পর্শে কম্পমান, এবং ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়া যেকোনো এক শিল্প (জীবনোপায়) অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামের নিমিত্ত, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, দুঃখস্কন্ধ, দুঃখের রাশি।

হে ভিক্ষুগণ, যদি এইরূপে উত্থানশীল, উদ্যমশীল এবং পরিশ্রমী হইবার ফলেও তাঁহার বাঞ্ছিত ভোগৈশ্বর্য অভিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ) না হয়, তাহা হইলে তিনি অনুশোচনা করেন, ক্লান্তি (অবসাদ) বোধ করেন, বিলাপ করেন, ঊরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন, সম্মোহপ্রাপ্ত হন—অহো, আমার সকল উদ্যম ব্যর্থ, সর্ব পরিশ্রম নিষ্ফল হইল! হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামকারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, দুঃখস্কন্ধ।

হে ভিক্ষুগণ, যদি এইরূপে উত্থানশীল, উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী হইবার ফলে বাঞ্ছিত ভোগৈশ্বর্য সুসিদ্ধও হয়, তিনি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য বোধ করিতে থাকেন—কি জানি যদি রাজা ইহা স্বাধিকারে লইয়া যান, চোর অপহরণ করে, অগ্নিদগ্ধ করে, জলে ভাসাইয়া নেয়, অপ্রিয় দায়াদই বা অপসারিত করে। যদি তাঁহার এইরূপে রক্ষিত এবং গুপ্ত ভোগৈশ্বর্য রাজা স্বাধিকারে লইয়া যান, চোর অপহরণ করে, অগ্নিদগ্ধ করে, জলে ভাসাইয়া নেয়, কিংবা অপ্রিয় দায়াদ অপসারিত করে, তাহাতে তিনি অনুশোচনা করেন, ক্লান্তি বোধ করেন, বিলাপ করেন, ঊরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন, সম্মোহপ্রাপ্ত হন—অহো! যাহা আমার ছিল তাহাও এখন আমার নাই। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামকারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামকারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে রাজা রাজার সহিত, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত, গৃহপতি গৃহপতির সহিত, মাতা পুত্রের সহিত, পুত্র মাতার সহিত, পিতা পুত্রের সহিত, পুত্র পিতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, ভ্রাতা ভগিনীর সহিত, ভগিনী ভ্রাতার সহিত, সহায় সহায়ের সহিত বিবাদ করেন। তাঁহারা পরস্পর কলহ-বিগ্রহ-বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পরকে পাণির দ্বারা, লোষ্ট্রের দ্বারা, দণ্ডের

করা। (প-সূ)

দ্বারা, এমনকি শস্ত্রের দ্বারাও প্রহার করেন, তাহাতে তাঁহারা মৃত্যুকবলে গমন করেন অথবা মরণতুল্য দুঃখ পান। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামকারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামকারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে অসিচর্ম গ্রহণ করিয়া ধনুহস্তে শরকলাপ সংযোজিত করিয়া উভয় পক্ষ ব্যূহ রচনা করিয়া (সদলবলে) সংগ্রামে অগ্রসর হয়। শর নিক্ষিপ্ত হইলে, শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রদীপ্ত অসি আবর্তিত হইলে, তাহারা শরেও বিদ্ধ হয়, শক্তিতেও বিদ্ধ হয়, অসিতেও তাহাদের মস্তক ছিন্ন হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামকারণ, কামাধিকরণে, কাম্যবশে দৃষ্টধর্মে, এই প্রত্যক্ষজীবনে, দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই তাহারা অসিচর্ম গ্রহণ করিয়া, ধনুহস্তে শরকলাপ সংযোজিত করিয়া আর্দ্রসুধাবলেপনে মসৃণ নগর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যায়। শর নিক্ষিপ্ত হইলে, শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রদীপ্ত অসি আবর্তিত হইলে তাহারা শরেও বিদ্ধ হয়, শক্তিতেও বিদ্ধ হয়, নিক্ষিপ্ত উষ্ণ ভস্মে আচ্ছাদিত হয়, নগরদ্বারপাল্লার চাপে অবমর্দিত (নিষ্পেষিত) হয়, অসি দ্বারা তাহাদের মস্তক ছিন্ন হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই তাহারা সন্ধিচ্ছেদ করে, লুণ্ঠন করে, একাকার করে, পথে দৌরাত্ম্য করে, অথবা পরদারগমন করে। তাহাদিগকে রাজা ধৃত করিয়া তাহাদিগের প্রতি বিবিধ কর্মকরণ (শাস্তি) বিধান করেন : কশাঘাত করা হয়, বেত্রাঘাত করা হয়, অর্ধদণ্ডে (মুদ্গরাদির দ্বারা) প্রহার করা হয়, হস্ত ছিন্ন করা হয়, পদ ছিন্ন করা হয়, হস্তপদ ছিন্ন করা হয়, কর্ণচ্ছেদ করা হয়, নাসাচ্ছেদ করা হয়, কর্ণ-নাসাচ্ছেদ করা হয়, বিলগ্নস্থালী[১] করা হয়, শঙ্খমুণ্ড[২] করা হয়, রাহুমুখ[১] করা

১. ইহা একপ্রকার কঠোর কর্মকরণ বা শাস্তি। শীর্ষকপাল উৎপাটিত করিয়া, সাঁড়াশ [সাঁড়াশি] দ্বারা উত্তপ্ত লৌহগোলক মস্তকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া মস্তিষ্ক বাহির করিয়া আনা। (প-সূ)

২. গলদেশ পর্যন্ত সকেশ চর্ম ছুলিয়া শঙ্খমুণ্ড বা ন্যাড়ামাথা করা। (প-সূ)

হয়, জ্যোতিমাল[২] করা হয়, হস্ত প্রদ্যোতিত[৩] করা হয়, ছাগচর্মিক[৪] করা হয়, চীর্ণচীরবাস[৫] করা হয়, পেরেক বিদ্ধ[৬] করা হয়, বড়শির দ্বারা মাংস বিদ্ধ[৭] করা হয়, কার্ষাপণ-পরিমিত[৮] করা হয়, ক্ষার প্রয়োগ করা হয়, পলিঘ-বিদ্ধ করা হয়, পলাল-পীঠ[৯] করা হয়, তপ্ত তৈলে অভিষিক্ত করা হয়, ক্ষিপ্ত কুক্কুর দ্বারা খাওয়ান হয়, জীবন্ত শূলে দেওয়া হয়, অসি দ্বারা শিরশ্ছেদ করা হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা মরণতুল্য দুঃখ পায়।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখস্কন্ধ।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই তাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করে। তাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই ইহা সাম্পরায়িক (পারত্রিক) দুঃখস্কন্ধ।

৬. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, কাম হইতে নিঃসরণ কী? হে ভিক্ষুগণ, কামে তাহা ছন্দরাগ-দমন, ছন্দরাগ-পরিত্যাগ, তাহাই কাম হইতে নিঃসরণ। হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপে কামের আস্বাদ, আদীনব, এবং তাহা হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন না, আস্বাদকে আস্বাদের ভাবে, আদীনবকে আদীনবে ভাবে এবং নিঃসরণকে নিঃসরণের ভাবে জানেন না, তিনি যে স্বয়ং কাম পরিত্যাগ করিবেন অথবা অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা কাম পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা নাই। [পক্ষান্তরে] যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ

---

১. শঙ্কুদ্বারা মুখ বিবৃত করিয়া, মুখের ভিতর দ্বীপ জ্বালিয়া, কর্ণ-মূল পর্যন্ত গাল চিরিয়া রক্তে বদন পূর্ণ করা। (প-সূ)

২. সমস্ত দেহ তৈলসিক্ত নক্তকে বেষ্টিত করিয়া তাহা প্রজ্বলিত করা। (প-সূ)

৩. উক্তভাবে হস্ত প্রজ্বলিত করা। (প-সূ)

৪. গ্রীবা হইতে গুল্ফ পর্যন্ত চর্ম উৎপাটিত ও বিলম্বিত করিয়া দড়িদ্বারা লোকটিকে টানা। (প-সূ)

৫. উক্ত জাতীয় একপ্রকার কঠোর শাস্তি (প-সূ), ছাগছোলা।

৬. ইহাই বস্তুত ক্রুচিফিক্সন।

৭. মুখ বড়শি-বিদ্ধ করিয়া টানা। (প-সূ)

৮. সকল শরীর কুঠারাঘাতে চাকা চাকা করা। (প-সূ)

৯. দেহচর্ম ছেদন করিয়া, হাতুড়ির দ্বারা হাড় ভাঙিয়া-চূরিয়া মাংসরাশিতে পরিণত করা। (প-সূ)

এইরূপে কামের আস্বাদ, আদীনব, এবং তাহা হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন, আস্বাদকে আস্বাদের ভাবে, আদীনবকে আদীনবের ভাবে ও নিঃসরণকে নিঃসরণের ভাবে জানেন, তিনি যে সত্যই কাম পরিত্যাগ করিবেন এবং অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা কাম পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, রূপের আস্বাদ কী? যখন কোনো ক্ষত্রিয়-কন্যা, ব্রাহ্মণ-কন্যা, গৃহপতি-কন্যা, পঞ্চদশবর্ষীয়া অথবা ষোড়শবর্ষীয়া হয় এবং নাতিদীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিস্থূলা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিগৌরীরূপে পরমা সুন্দরী হয়, তখন তাহাকে সুরূপা বলিয়া দেখায় তো? 'হাঁ, প্রভো।' সেই সুরূপ-জনিত যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাহাই রূপের আস্বাদ।

৮. হে ভিক্ষুগণ, রূপের আদীনব কী? যখন সেই পরমা সুন্দরী নবযুবতীকে অপর সময়ে অশীতিবয়স্কারূপে, নবতিবয়স্কারূপে অথবা শতবর্ষিকারূপে জীর্ণশীর্ণা, কুব্জদেহা, শিথিলকলেবরা, যষ্টিহস্তা, গমনে কম্পমানা, আতুরা, গতযৌবনা, খণ্ডদন্তা, বিরল-কেশা, স্খলিতশিরা, লোলচর্মা, তিলকাহতগাত্রারূপে দেখ, তখন তোমরা কি মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব (জীর্ণতা) প্রাদুর্ভূত হইয়াছে? 'হাঁ প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাই রূপের আদীনব।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা সেই যুবতীকে দেখ, সে ব্যাধিগ্রস্তা, দুঃখপ্রাপ্তা, উৎকট-রোগগ্রস্তা হইয়াছে, স্বীয় মলমূত্রে পড়িয়া আছে, এমতাবস্থায় অপরে তাহাকে তুলিয়া উঠাইতেছে, অপরে তাহাকে সমবেদনা জানাইতেছে, তখন কি তোমরা মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া এই আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হাঁ, প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা দেখিতে পাও, সীবথিকায় (শিবালয়ে, শ্মশানে) পরিত্যক্ত অবস্থায় সেই সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ মাত্র এক দিন, কি দুই দিন, কি তিন দিন হইল স্ফীত, বিবর্ণ, পুঁজযুক্ত হইয়াছে, তখন কি তোমরা মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হাঁ, প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যখন তোমরা দেখিতে পাও, শ্মশানে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেই সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ কাক, কুণাল, শকুন, কুক্কুর, শৃগাল অথবা বিবিধ কৃমিকীট ভক্ষণ করিতেছে, তখন কি তোমরা মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হাঁ

প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা দেখিতে পাও, সেই সুন্দরীর মৃতদেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ক্রমে স্নায়ুবদ্ধ মাংসলোহিতসম্পন্ন অস্থিশৃঙ্খলে (কঙ্কালে), নির্মাংস অথচ লোহিতম্রক্ষিত স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খলে, অপগতমাংসলোহিত অথচ স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খলে পরিণত হইয়াছে, অস্থিগুলি স্নায়ুসম্বন্ধবিহীন হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এক স্থানে হাতের অস্থি, এক স্থানে পায়ের অস্থি, এক স্থানে জঙ্ঘার অস্থি, এক স্থানে ঊরুর অস্থি, এক স্থানে কটির অস্থি, এক স্থানে পিঠের অস্থি, এক স্থানে বুকের ও পার্শ্বের অস্থি, এক স্থানে বাহুর অস্থি, এক স্থানে স্কন্ধের অস্থি, এক স্থানে গ্রীবাস্থি, এক স্থানে হনুর অস্থি, এক স্থানে দন্ত, এক স্থানে শীর্ষকটাহ (মাথার খুলি) পড়িয়া আছে, তাহা হইলে তোমরা কি মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হাঁ, প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা দেখিতে পাও, শ্মশানে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেই সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহের অস্থিগুলি ক্রমে শ্বেতশঙ্খবর্ণসদৃশ এবং বর্ষকাল পরে পুঞ্জীকৃত, বাতাতপে গলিত ও চূর্ণীকৃত হইয়াছে, তাহা হইলে কি তোমরা মনে করিবে না যে, তাহার সেই পূর্বসৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া আদীনব উপস্থিত হইয়াছে? 'হাঁ, প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাও রূপের আদীনব।

৯. হে ভিক্ষুগণ, রূপ হইতে নিঃসরণ কী? রূপসম্পর্কে যাহা ছন্দরাগ-দমন ছন্দরাগ-পরিহার (সম্পূর্ণভাবে আসক্তি পরিত্যাগ), তাহাই রূপ হইতে নিঃসরণ।

হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আস্বাদের ভাবে রূপের আস্বাদ, আদীনবের ভাবে রূপের আদীনব, এবং নিঃসরণের ভাবে রূপ হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন না, তিনি যে স্বয়ং রূপ পরিত্যাগ করিবেন অথবা তদর্থে অপরকে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা রূপ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা নাই। [পক্ষান্তরে] যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আস্বাদের ভাবে রূপের আস্বাদ, আদীনবের ভাবে রূপের আদীনব এবং নিঃসরণের ভাবে রূপ হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন, তিনি যে স্বয়ং রূপ পরিত্যাগ করিবেন অথবা অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা সত্যই রূপ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে।

১০. হে ভিক্ষুগণ, বেদনার আস্বাদ কী? ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল ধর্ম পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। হে ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল ধর্ম পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন, তখন তিনি আত্মব্যাধি (নিজের দুঃখতা), পরব্যাধি (অপরের দুঃখতা), আত্ম-পর উভয় ব্যাধি আনয়নের জন্য চেতনা (চিত্তবৃত্তি) উৎপাদন করেন না, তখন তিনি নীরোগ বেদনাই অনুভব করেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি নীরোগ-পরমতাকেই বেদনার আস্বাদ বলি।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। হে ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে ভিক্ষু সর্বদৈহিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন, তখন তিনি আত্মব্যাধি, পরব্যাধি, আত্ম-পর উভয় ব্যাধি আনয়নের চেতন উৎপাদন করেন না, তখন তিনি নীরোগ বেদনাই অনুভব করেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি নীরোগ-পরমতাকেই বেদনার আস্বাদ বলি।

১১. হে ভিক্ষুগণ, বেদনার আদীনব কী? বেদনা অনিত্য, দুঃখাত্মক ও বিপরিণামী, ইহাই বেদনার আদীনব।

১২. হে ভিক্ষুগণ, বেদনা হইতে নিঃসরণ কী? বেদনা-সম্পর্কে যাহা ছন্দরাগ-দমন, ছন্দরাগ-পরিহার, তাহাই বেদনা হইতে নিঃসরণ।

হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আস্বাদের ভাবে বেদনার আস্বাদ, আদীনবের ভাবে বেদনার আদীনব, এবং নিঃসরণের ভাবে বেদনা হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন না, তিনি যে স্বয়ং বেদনা পরিত্যাগ করিবেন অথবা অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা বেদনা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা নাই। [পক্ষান্তরে] যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আস্বাদের ভাবে বেদনার আস্বাদ, আদীনবের ভাবে বেদনার আদীনব, এবং নিঃসরণের ভাবে বেদনা হইতে নিঃসরণ যথার্থভাবে জানেন, তিনি যে স্বয়ং বেদনা পরিত্যাগ করিবেন অথবা অপরকে তদর্থে অনুপ্রাণিত করিবেন, যাহাতে সিদ্ধপ্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা সত্যই বেদনা

পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাদুঃখস্কন্ধ-সূত্র সমাপ্ত ॥

১৪. ক্ষুদ্রদুঃখস্কন্ধ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, কপিলবাস্তু-সমীপে[২] ন্যগ্রোধারামে[৩]। মহানাম শাক্য[৪] ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন, 'প্রভো, আমি দীর্ঘকাল হইতে জানি, ভগবান এইরূপে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন : লোভ চিত্তের উপক্লেশ, দ্বেষ চিত্তের উপক্লেশ, মোহ চিত্তের উপক্লেশ। প্রভো, আমি ইহা জানি সত্য, ভগবান এইরূপে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন : লোভ চিত্তের উপক্লেশ, দ্বেষ চিত্তের উপক্লেশ, মোহ চিত্তের উপক্লেশ। অথচ একসময় লোভধর্ম (লোভপ্রবৃত্তি) আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, একসময় দ্বেষধর্ম (হিংসাপ্রবৃত্তি) আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, একসময় মোহধর্ম (মোহপ্রবৃত্তি) আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে। প্রভো, এই অবস্থায় আমার নিকট এই চিন্তা উদিত হয় : কোনো পাপধর্ম আমার মধ্যে প্রহীন না হওয়ায় একসময় বা লোভধর্ম, একসময় বা দ্বেষধর্ম, একসময় বা মোহধর্ম আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে?'

২. মহানাম, যে কারণে একসময় বা লোভধর্ম, একসময় বা দ্বেষধর্ম, একসময় বা মোহধর্ম তোমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, সেই পাপধর্ম তোমার মধ্যে সত্যই প্রহীন হয় নাই। যদি তাহা প্রহীন হইত, তাহা হইলে তুমি আর গৃহে বাস করিতে না, কাম্যবস্তু উপভোগ করিতে না। যেহেতু,

---

১. শাক্য নামক জনপদে, যেই জনপদে শাক্য রাজকুমারগণ স্বীয় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। (প-সূ)

২. কপিলবস্তু বা কপিলবাস্তু শাক্যদিগের প্রধান নগর বা রাজধানী। কপিল ঋষির আবাসে এই নগর নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম কপিলবস্তু বা কপিলবাস্তু। (প-সূ)

৩. ন্যগ্রোধারামে—শাক্য ন্যগ্রোধ–প্রদত্ত আরামে। ইহা কপিলবাস্তুর অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। (প-সূ)

৪. মহানাম শুদ্ধোদনের দ্বিতীয় ভ্রাতা শুক্লোদনের পুত্র। অনুরুদ্ধ স্থবির মহানামের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। (প-সূ)

মহানাম, তোমার মধ্যে সেই পাপধর্ম প্রহীন হয় নাই, তুমি গৃহে বাস করিতেছ, কাম্যবস্তু উপভোগ করিতেছ।

৩. মহানাম, (মার্গস্তরে) 'অল্পাস্বাদ-কাম বহু দুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই (উপদ্রবই) অত্যধিক' ইহা আর্যশ্রাবকের প্রজ্ঞায় যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে সুদৃষ্ট হইলেও, তিনি কামাতিক্রান্ত, অকুশল ধর্মাতিক্রান্ত প্রীতিসুখ লাভ করেন না, তদতিরিক্ত অপর কোনো শান্ততর অবস্থাও লাভ করেন না। তখন পর্যন্ত তাঁহার কামে অনাভোগ হয় না। মহানাম, যখন (ফলস্তরে) 'অল্পাস্বাদ-কাম বহু দুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যধিক' ইহা তাঁহার প্রজ্ঞায় যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে সুদৃষ্ট হয়, তখন হইতে তিনি কামাতিক্রান্ত, অকুশল ধর্মাতিক্রান্ত প্রীতিসুখ লাভ করেন, তদতিরিক্ত শান্ততর অবস্থাও লাভ করেন। অনন্তর কামে তাঁহার আর উপভোগ্য কিছুই থাকে না। মহানাম, সম্যক সম্বোধি লাভের পূর্বে, বোধিসত্ত্ব অবস্থায় 'অল্পাস্বাদ-কাম বহু দুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যধিক' ইহা আমার প্রজ্ঞায় যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে সুদৃষ্ট হইলেও তখন আমিও কামাতিক্রান্ত, অকুশল ধর্মাতিক্রান্ত প্রীতিসুখ লাভ করি নাই, তদতিরিক্ত অপর কোনো শান্ততর অবস্থাও লাভ করি নাই। তদবস্থায় কামে আমার অনাভোগ হইয়াছে বলিয়া স্বয়ং জানিতে পারি নাই। যখন (বুদ্ধস্তরে) 'অল্পাস্বাদ-কাম বহু দুঃখজনক, বহুনিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যধিক' ইহা আমার প্রজ্ঞায় যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে সুদৃষ্ট হয়, তখন হইতে আমি কামাতিক্রান্ত, অকুশল ধর্মাতিক্রান্ত প্রীতিসুখ অনুভব করি, তদতিরিক্ত শান্ততর অবস্থাও লাভ করি। অনন্তর আমি স্বয়ং জানিতে পারি—কামে আমার উপভোগ্য কিছুই নাই।

৪. মহানাম, কামের আস্বাদ কী? মহানাম, এই পঞ্চকামগুণ। কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ—ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ, যাহা কামোপসংহিত (কামযুক্ত) ও মনোরঞ্জক; শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস এবং কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ—ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ, যাহা কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক। মহানাম, এই পঞ্চকামগুণ-হেতু যেই সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাহাই কামের আস্বাদ।

৫. মহানাম, কামের আদীনব (উপদ্রব) কী? মহানাম, ইহজগতে কুলপুত্র শীতোষ্ণের সম্মুখীন, দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ সংস্পর্শে কম্পমান

এবং ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়া কি মুদ্রা[১], কি গণনা[২], কি সংখ্যা[৩], কি কৃষি[৪], কি বাণিজ্য[৫], কি গোরক্ষা[৬], কি শস্ত্রজীবিকা, কি রাজপুরুষপদ (রাজসেবা), কি অন্য কোনো শিল্প[৭], যেকোনো এক শিল্পস্থান (জীবনোপায়) অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করেন। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) দুঃখস্কন্ধ (দুঃখের রাশি)।

মহানাম, যদি এইরূপে উত্থানশীল, উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী হইবার ফলেও সেই কুলপুত্রের বাঞ্ছিত ভোগৈশ্বর্য অভিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ) না হয়, তাহা হইলে তিনি অনুশোচনা করেন, ক্লান্তি (অবসাদ) বোধ করেন, বিলাপ করেন, ঊরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন, সম্মোহপ্রাপ্ত হন : 'অহো, আমার সকল উদ্যম ব্যর্থ, সর্ব-পরিশ্রম বিফল হইল!' ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

মহানাম, যদি এইরূপে উত্থানশীল, উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী হইবার ফলে সেই কুলপুত্রের বাঞ্ছিত ভোগৈশ্বর্য সুসিদ্ধও হয়, তিনি উহার রক্ষণাবেক্ষণহেতু দুঃখ-দৌর্মনস্য বোধ করিতে থাকেন : 'কি জানি, যদি রাজা ইহা স্বাধিকারে লইয়া যান, চোর অপহরণ করে, অগ্নিদগ্ধ করে, জলে ভাসাইয়া নেয়, অপ্রিয় দায়াদই বা অপসারিত করে।' যদি তাঁহার এইরূপে রক্ষিত ও গুপ্ত ভোগৈশ্বর্য রাজা স্বাধিকারে লইয়া যান, চোর অপহরণ করে, অগ্নিদগ্ধ করে, জলে ভাসাইয়া নেয়, অথবা অপ্রিয় দায়াদ অপসারিত করে[৮], তাহাতে তিনি অনুশোচনা করেন, ক্লান্তি বোধ করেন, ঊরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন, সম্মোহপ্রাপ্ত হন : 'অহো, যাহা আমার ছিল তাহাও এখন আমার নাই!' মহানাম, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত,

---

১. মুদ্রা অর্থে হস্তমুদ্রা বা অঙ্গুলিপর্বের সাহায্যে গণনা। (প-সূ)

২. গণনা অর্থে ক্রমাগত সংখ্যা গণনা। (প-সূ) হিসাবাদি রাখাও গণনার অন্তর্গত (অর্থশাস্ত্র)। ভাগ্যগণনাও গণনার মধ্যে।

৩. সংখ্যা অর্থে পিণ্ডগণনা বা বস্তুগণনা, যেমন ক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিয়া শস্যের পরিমাণ করা, আকাশ দেখিয়া নক্ষত্রের সংখ্যা নির্ণয় করা। (প-সূ)

৪. কৃষি অর্থে কৃষিকর্ম। (প-সূ)

৫. বাণিজ্য অর্থে জলবাণিজ্য ও স্থলবাণিজ্য। (প-সূ)

৬. গোরক্ষা অর্থে নিজের বা পরের গাভি রাখিয়া দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি পঞ্চগোরস বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করা। (প-সূ) আমাদের মতে গোরক্ষা অর্থে পশুপালন।

৭. উদানে সিপ্পসুত্ত এবং দীঘনিকায়ে সামঞ্ঞফল-সুত্ত দ্র.।

৮. খু-পা, নিধিকণ্ডসুত্ত এবং ধ-প, দণ্ডবগ্গ দ্র.।

কামাধিকরণে, কামকারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

৬. পুনশ্চ, মহানাম, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই রাজা রাজার সহিত, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত, গৃহপতি গৃহপতির সহিত, মাতা পুত্রের সহিত, পুত্র মাতার সহিত, পিতা পুত্রের সহিত, পুত্র পিতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, ভ্রাতা ভগিনীর সহিত, ভগিনী ভ্রাতার সহিত, সহায় সহায়ের সহিত বিবাদ করে। তাহারা পরস্পর কলহ-বিগ্রহরত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পরকে পাণির দ্বারা, লোষ্ট্রের দ্বারা, দণ্ডের দ্বারা, এমনকি শস্ত্রের দ্বারাও প্রহার করিতে উদ্যত হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুকবলে গমন করে বা মরণতুল্য দুঃখ পায়। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

৭. পুনশ্চ, মহানাম, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই তাঁহারা অসিচর্ম গ্রহণ করিয়া, ধনুহস্তে শরকলাপ সংযোজিত করিয়া, উভয় পক্ষ ব্যূহ রচনা করিয়া (সদলবলে) সংগ্রামে অগ্রসর হয়। শর নিক্ষিপ্ত হইলে, শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রদীপ্ত অসি আবর্তিত হইলে, তাহারা শরেও বিদ্ধ হয়, শক্তিতেও বিদ্ধ হয়, অসিতে তাহাদের মস্তকও ছিন্ন হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

৮. পুনশ্চ, মহানাম, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই তাঁহারা অসিচর্ম গ্রহণ করিয়া, ধনুহস্তে শরকলাপ সংযোজিত করিয়া আর্দ্রসুধাবলেপনে মসৃণ নগর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যায়। শর নিক্ষিপ্ত হইলে, শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রদীপ্ত অসি আবর্তিত হইলে, তাহারা শরেও বিদ্ধ হয়, শক্তিতেও বিদ্ধ হয়, নিক্ষিপ্ত উষ্ণ ভস্মে আচ্ছাদিত হয়, নগরদ্বারপাল্লার চাপে অবমর্দিত (নিষ্পেষিত) হয়, অসি দ্বারাও তাহাদের মস্তক ছিন্ন হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই ইহা দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

৯. পুনশ্চ, মহানাম, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই তাহারা সন্ধিচ্ছেদ করে, বিলোপসাধন করে, একাকার করে, পরিপন্থে অবস্থান করে, পরদারও গমন [পরদারগমন-ও] করে। রাজা তাহাদিগকে ধৃত করিয়া তাহাদিগের প্রতি বিবিধ কর্মকরণ (শাস্তি) বিধান করেন : কশাঘাত

করা হয়, বেত্রাঘাত করা হয়, অর্ধদণ্ডে (মুদ্গরাদির দ্বারা) প্রহার করা হয়, হস্ত ছিন্ন করা হয়, পদ ছিন্ন করা হয়, হস্তপদ ছিন্ন করা হয়, কর্ণচ্ছেদ করা হয়, নাসাচ্ছেদ করা হয়, কর্ণ-নাসাচ্ছেদ করা হয়, বিলগ্নস্থালী করা হয়, শঙ্খমুণ্ড করা হয়, রাহুমুখ করা হয়, জ্যোতিমাল করা হয়, হস্ত প্রদ্যোতিত করা হয়, ছাগচর্মিক করা হয়, চীর্ণচীবরবাস করা হয়, পেরেক বিদ্ধ করা হয়, বড়শির দ্বারা মাংস বিদ্ধ করা হয়, কার্ষাপণ-পরিমিত করা হয়, ক্ষার প্রয়োগ করা হয়, পলিঘ-বিদ্ধ করা হয়, পলাল-পীঠ করা হয়, তপ্ত তৈলে অভিষিক্ত করা হয়, ক্ষিপ্ত কুক্কুর দ্বারা খাওয়ান হয়, জীবন্ত শূলে দেওয়া হয়, অসির দ্বারা শিরশ্ছেদ করা হয়, তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই দৃষ্টধর্মে দুঃখস্কন্ধ।

১০. পুনশ্চ, মহানাম, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করে। তাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুরাচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। মহানাম, ইহাও কামের আদীনব, কামহেতু, কামনিমিত্ত, কামাধিকরণে, কামকারণেই সাম্পরায়িক (পারত্রিক) দুঃখস্কন্ধ।

১১. মহানাম, আমি একদা রাজগৃহ-সমীপে অবস্থান করিতেছিলাম, গৃধ্রকূট[১] পর্বতে। সেই সময়ে বহুসংখ্যক নির্গ্রন্থ (জৈন শ্রমণ) ঋষিগিরি-পার্শ্বে[২] কালশিলায়[৩] আসন (উপবেশন) পরিত্যাগ করিয়া উদ্‌ভ্রষ্ট[৪] হইয়া কৃচ্ছ্রসাধনজনিত তীব্র দুঃখ, প্রখর কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। আমি সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া ঋষিগিরি-পার্শ্বে কালশিলায় যেখানে ওই

---

১. যে পঞ্চ-পর্বতদ্বারা মগধের পূর্ব রাজধানী রাজগৃহ পরিবেষ্টিত ছিল তন্মধ্যে গৃধ্রকূট অন্যতম। ম-নি, ইসিগিলি-সুত্ত ও মহাভারত, সভাপর্ব, ২১ অ. দ্র.। বুদ্ধঘোষের মতে এই পর্বতের কূট বা উপরিভাগ দেখিতে গৃধ্রসদৃশ অথবা উহার কূটে গৃধ্র বাস করিত বলিয়া উহা গৃধ্রকূট নামে অভিহিত হয়। (প-সূ)

২. ঋষিগিরিও উক্ত পঞ্চ-পর্বতের অন্যতম। পালি ইসিগিলি-সুত্তানুসারে ইহার সংস্কৃত নাম ঋষিগিলি। মহাভারতে ঋষিগিরি নামই দৃষ্ট হয়।

৩. কালশিলা অর্থে কৃষ্ণবর্ণ পৃষ্ঠপাষাণ। (প-সূ)

৪. পালি উব্‌ভট্ঠের অনুযায়ী বাংলা শব্দ উদ্ভট। কিন্তু বাংলা উদ্ভটে পালি শব্দের অর্থ জ্ঞাপন করে না। বুদ্ধঘোষের মতে উব্‌ভট্ঠ হওয়া অর্থে উব্‌ভা (উহা) হইয়া থাকা, ঋজুভাবে, সোজাসুজি দাঁড়াইয়া থাকা। চাঁটগার চলতি বাংলায় ঠিক এই অর্থেই ‘উহা’ শব্দটির ব্যবহার আছে। হুয়েন-সাঙের সময়ে দিগম্বর জৈন সাধুগণ বৈভারগিরিতে সূর্যের প্রতি মুখ করিয়া দণ্ডায়মান ভাবে একস্থানে ঘুরিতেন।

নির্গ্রন্থগণ ছিলেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলাম, 'বন্ধুগণ, তোমরা কেন আসন ছাড়িয়া উদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া আছ, কেন-ই বা কৃচ্ছ্রসাধনজনিত তীব্র দুঃখ, প্রখর কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছ?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা আমাকে কহিলেন, "বন্ধুপ্রবর, (আমাদের শাস্তা) সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র (মহাবীর)[১] অশেষ জ্ঞানদর্শন (অনবধি, অপরিসীম বা কেবল জ্ঞান)[২] দাবি করেন : 'চলনে, স্থিতিতে, সুপ্তিতে, জাগরণে, সদাসর্বদা আমার নিকট জ্ঞানদর্শন[৩] প্রত্যুপস্থিত থাকে।' তিনিই স্বয়ং আমাদিগকে বলেন, 'হে নির্গ্রন্থগণ, তোমাদের পূর্বকৃত (প্রাক্তন[৪]) পাপকর্ম আছে, তাহা তোমরা এই প্রকার দুঃখ ও দুষ্করচর্যা দ্বারা নির্জীর্ণ করিতেছ। এখন যে তোমরা কায়ে সংবৃত (সংযত), বাক্যে সংবৃত ও মনে সংবৃত হইয়া চলিতেছ, তাহা অনাগতে পাপকর্ম না করিবার জন্য। এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চরণ দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নূতন কোনো পাপকর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব[৫] হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয়[৬] হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়[৭], দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয়[৮] এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হয়[৯]।'"* (তাঁহারা কহিলেন :) 'ইহা আমাদের নিকট রুচিকর, যুক্তিসহ, সে জন্য ইহাতে আমাদের মন এতই প্রসন্ন।'

১২. মহানাম, এ কথা বলিলে আমি নির্গ্রন্থদিগকে কহিলাম, 'বন্ধুগণ,

---

১. পালি নিগণ্ঠ-নাতপুত্তো—অর্ধমাগধী-নিগংথ-নাযপুত্তো। এই নামেই বর্তমান জৈনধর্মের প্রবর্তক পরিচিত ছিলেন। নাত বা জ্ঞাতৃ ক্ষত্রিয়বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি নাতপুত্তো নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। নাথপুত্তো পাঠও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

২. নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের মতে জ্ঞান মুখ্যত দ্বিবিধ : অবধি ও কেবল। উপরে অশেষ, অনবধি বা কেবল জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। তীর্থংকর কেবলী। অপরিশেষ অর্থে অশেষে সকল ধর্ম, সর্বজ্ঞেয় বিষয়।

৩. এ স্থলে জ্ঞানদর্শন অর্থে সর্বজ্ঞতা ও সর্বদর্শিতা। অতীত, অনাগত ও প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) সর্ব ত্রিকালের বিষয় জানেন ও দেখিতে পান এই অর্থে সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।। (প-সূ)

৪. পূর্বজন্মে, অতীত জন্মে কৃত।

৫. পালি অনবস্‌সব—জৈন পরিভাষায় অনাস্রব।

৬. নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের মতে কর্ম অর্থে কায়িক, বাচনিক কিংবা মানসিক যে কর্মের দ্বারা আত্মায় লেশ্যা উৎপন্ন হয় (বর্ণবিশেষে আত্মা রঞ্জিত বা বিকৃত হয়)।

৭. এ স্থলে দুঃখ অর্থে শারীরিক দুঃখ।

৮. এ স্থলে বেদনা অর্থে মানসিক দুঃখ।

৯. ইহাই নির্বাণের অবস্থা।

* উপরে সংক্ষেপে জৈন নবতত্ত্বই কথিত ও আলোচিত হইয়াছে।

তোমরা কি ঠিক জান যে তোমরা পূর্বে জন্মাইয়াছিলে কিংবা জন্মাইয়াছিলে না?' (উত্তর হইল) 'বন্ধুপ্রবর, না, আমরা ঠিক তাহা জানি না।' 'তোমরা কি ঠিক জান যে তোমরা পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা করো নাই?' 'না, আমরা ঠিক তাহা জানি না।' 'তবে কি তোমরা ঠিক জান যে তোমরা পূর্বে এইরূপ কোনো পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা করো নাই?' 'না, আমরা ঠিক তাহা জানি না।' 'তবে কি তোমরা ঠিক জান যে এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে, অথবা এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে?'[১] 'না, আমরা তাহাও ঠিক জানি না।' 'তবে কি তোমরা এ কথা জান যে দৃষ্টধর্মে (এই প্রত্যক্ষজীবনে) অকুশল ধর্ম প্রহীন এবং কুশল ধর্ম সম্পাদিত হয়?' 'না, আমরা তাহাও ঠিক জানি না।' 'তাহা হইলে, নির্গ্রন্থ বন্ধুগণ, তোমরা পূর্বে জন্মাইয়াছিলে কিংবা জন্মাইয়াছিলে না জান না, তোমরা পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা করো নাই জান না, তোমরা পূর্বে এইরূপ কোনো পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা করো নাই জান না, তোমরা এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে কিংবা এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে জান না, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনেই) অকুশল ধর্ম প্রহীন এবং কুশল ধর্ম সম্পাদিত হয় তাহাও জান না। বন্ধুগণ, যদি তাহাই হয়, তবে কি জগতে যাহারা লুব্ধক, লোহিতপাণি, ক্রুরকর্মা ও মানুষের মধ্যে নীচ জাতি তাহারাই নির্গ্রন্থগণের মধ্যে প্রব্রজিত হয়?' 'বন্ধুপ্রবর গৌতম, (পার্থিব) সুখচর্যার দ্বারা (অপার্থিব, পরম) সুখ (নির্বাণ) মিলে না, (দৈহিক) দুঃখচর্যা দ্বারাই (পরম) সুখ লাভ হয়। যদি (পার্থিব) সুখে (অপার্থিব) সুখ মিলিত, তাহা হইলে যে মগধরাজ শ্রেণিক[২] বিম্বিসার[৩] পরম সুখ লাভ করিতেন, তিনি আয়ুষ্মান গৌতমের চেয়েও অধিক সুখবিহারী হইতেন।'[৪] 'আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থগণ যে সহসা না বুঝিয়া হটকারিতাবশত অবোধের কথা বলিয়া বসিলেন : বন্ধুবর, গৌতম,

---

১. উপরে জৈনমত খণ্ডন করা হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধের মতে দুঃখের ভাগাভাগি হয় না, অখণ্ডভাবেই দুঃখের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, খণ্ডভাবে নহে। ম-নি, দেবদহ-সুত্ত দ্র.।

২. শ্রেণিক মগধেশ্বরের ব্যক্তিগত নাম। (প-সূ) জৈন আগমে সর্বত্র তিনি সেণিয় বা শ্রেণিক নামেই অভিহিত হইয়াছেন।

৩. তাঁহার দেহচ্ছবি অতি সুন্দর ছিল বলিয়া তিনি বিম্বিসার নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। (প-সূ) বিম্বিসার নামটি জৈন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

৪. উক্তিটি এমন যাহাতে মনে হয় যেন তখন বক্তার সম্মুখেই বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে সগৌরবে সমাসীন ছিলেন।

(পার্থিব) সুখে (অপার্থিব) সুখ মিলে না,[১] (দৈহিক) দুঃখচর্যার দ্বারাই (পরম) সুখ লাভ হয়; (যদি পার্থিব) সুখে (পরম) সুখ মিলিত, তাহা হইলে যে মগধেশ্বর শ্রেণিক বিম্বিসার পরম সুখ লাভ করিতেন, তিনি আয়ুষ্মান গৌতমের চেয়েও অধিক সুখবিহারী হইতেন। আমাকেই প্রশ্ন করা উচিত ছিল : গৌতম, মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ও আপনার মধ্যে কে অধিকতর সুখবিহারী?' 'সত্যই, গৌতম, আমরা সহসা না বুঝিয়া হটকারিতাবশত অবোধের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। সে-কথা থাক। এখন আমরা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ও আপনার মধ্যে অধিকতর সুখবিহারী কে?' 'তাহা হইলে, বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে প্রশ্ন করিতেছি, তোমরা যথাশক্তি আমাকে ইহার উত্তর প্রদান করো। তোমরা কি মনে করো যে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার অবিচলিত দেহে নির্বাক হইয়া সপ্ত রাত্রিদিন একান্ত সুখ অনুভব করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ?' 'না, আমরা তাহা মনে করি না?' 'তবে কি তোমরা মনে করো যে তিনি ছয় রাত্রিদিন, পাঁচ রাত্রিদিন, চার রাত্রিদিন, তিন রাত্রিদিন, দুই রাত্রিদিন, মাত্র এক রাত্রিদিনও একান্ত সুখ অনুভব করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ?' 'না আমরা তাহা মনে করি না।' 'বন্ধুগণ, আমি কিন্তু অবিচলিতভাবে নির্বাক হইয়া এক রাত্রিদিন, দুই রাত্রিদিন, তিন রাত্রিদিন, চার রাত্রিদিন, পাঁচ রাত্রিদিন, ছয় রাত্রিদিন, এমনকি সাত রাত্রিদিন একান্ত সুখ অনুভব করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ। যদি তাহাই হয়, বন্ধুগণ, অধিকতর সুখবিহারী কে—মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার অথবা আমি?' 'যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আয়ুষ্মান গৌতমই মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার হইতে অধিকতর সুখবিহারী?'

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। মহানাম শাক্য তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্রদুঃখস্কন্ধ-সূত্র সমাপ্ত ॥

১৫. অনুমান-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন ভার্গরাজ্যে[২] অবস্থান

---

১. উপরে যথাযথভাবেই মহাবীরের মত ব্যক্ত হইয়াছে। জৈন সূযগডংগ (সূত্রকৃতাঙ্গ) দ্র.।

২. ইহা জনপদবিশেষের নাম। (প-সূ) কোশলরাজ্যেই এই জনপদ অবস্থিত ছিল।

করিতেছিলেন, শিশুমারগিরে[১], ভেস-কলাবন[২] মৃগদাবে[৩]। আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'প্রিয় ভিক্ষুগণ'। 'প্রিয় মৌদ্‌গল্যায়ন' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান মৌদ্‌গল্যায়ন কহিলেন :

২. প্রিয় ভিক্ষুগণ, 'আয়ুষ্মান স্থবিরগণ আমাকে হিতবাক্য বলুন, আমি তাঁহাদের উপদেশের যোগ্য'—যদি এইরূপ ইচ্ছা করা সত্ত্বেও কোনো ভিক্ষু দুর্বচ (অবাধ্য) হয়, দুর্বচকরণ ধর্মে সমন্বিত হয়, অনুশাসন (আদেশ ও উপদেশ) দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সহধর্মিগণ তাহাকে হিতবাক্য বলা, অনুশাসন দেওয়া এবং তাহার মতো লোকে আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত মনে করেন না। দুর্বচকরণ ধর্ম কী কী? প্রিয় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পাপেচ্ছু হয়, পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়। সে যে পাপেচ্ছু এবং পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হয়। সে যে আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হয়। সে যে ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী (ক্রোধান্ধ) হয়। সে যে ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী (দুঃসাহসী) হয়। সে যে ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী হয় এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করে। সে যে ক্রোধী হয় এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করে। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করে। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনে। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া

---

১. শিশুমারগির নামক নগরে। এই নগর স্থাপনের সময় শিশুমার শব্দ করিয়াছিল বলিয়া শিশুমারগির নামে অভিহিত হয়। (প-সূ)

২. ইহার অপর নাম 'ভেসকবন' (ভিষ্‌ক্‌বন)। (প-সূ)

৩. মৃগপক্ষিসমূহকে এই বনে অভয়দান করা হইয়াছিল। (প-সূ)

প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেয়, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করে, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করে। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেয়, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করে, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করে, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেয় না। সে যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেয় না, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ম্রক্ষী (পরনিন্দুক) ও পর্যাসী হয়। সে যে ম্রক্ষী ও পর্যাসী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হয়। সে যে হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হয়। সে যে শঠ ও মায়াবী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্তব্ধ ও অতিমানী হয়। সে যে স্তব্ধ ও অতিমানী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী (দুষ্পরিহার্য; দুষ্পরিহর) হয়। সে যে লৌকিক মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী হয়, ইহাও তাহার পক্ষে দুর্বচকরণ ধর্ম। প্রিয় ভিক্ষুগণ, এই সমস্তই দুর্বচকরণ ধর্ম।

৩. প্রিয় ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু 'আয়ুষ্মান স্থবিরগণ আমাকে হিতবাক্য বলুন, আমি তাঁহাদের উপদেশের যোগ্য' এইরূপ ইচ্ছা না করেন অথচ তিনি সুবচ (সুবাধ্য) হন, সুবচকরণ ধর্মে সমন্বিত হন, এবং অনুশাসন দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে সহধর্মিগণ তাহাকে হিতবাক্য বলা, অনুশাসন দেওয়া, তাঁহার মতো লোকে আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত মনে করেন। সুবচকরণ ধর্ম কী কী? প্রিয় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পাপেচ্ছু এবং পাপেচ্ছার বশবর্তী হন না। তিনি যে পাপেচ্ছু এবং পাপেচ্ছার বশবর্তী হন না, ইহা তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু আত্মপ্রশংসাকারী এবং অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হন না। তিনি যে আত্মপ্রশংসাকারী এবং অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হন না। তিনি যে ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, তিনি ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী হন না। তিনি যে ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী (দুঃসাহসী) হন না। তিনি যে ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী হন না, ইহাও

তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ক্রোধী হন না এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করেন না। তিনি যে ক্রোধী হন না এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করেন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করেন না। তিনি যে প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করেন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করেন না। তিনি যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়াও প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করেন না, ইহাও তাহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনেন না। তিনি যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনেন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেন না, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করেন না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করেন না। তিনি যে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেন না, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করেন না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করেন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেন। তিনি যে অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেন, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু ম্রক্ষী ও পর্যাসী হন না। তিনি যে ম্রক্ষী ও পর্যাসী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হন না। তিনি যে হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হন না। তিনি যে শঠ ও মায়াবী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্তব্ধ ও অতিমানী হন না। তিনি যে স্তব্ধ ও অতিমানী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু লৌকিক মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী হন না। তিনি যে লৌকিক মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী হন না, ইহাও তাঁহার পক্ষে সুবচকরণ ধর্ম। প্রিয় ভিক্ষুগণ, এই সমস্তই সুবচকরণ ধর্ম।

৪. প্রিয় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজে নিজে এইরূপে অনুমান (বিচার) করিবেন : যে ব্যক্তি পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী হই, তাহা হইলে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় এবং অমনোজ্ঞ হইব। এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন

করেন।

'যে ব্যক্তি আত্মপ্রশংসাকারী এবং অপরকে হেয়জ্ঞানকারী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হই, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু আত্মপ্রশংসাকারী এবং অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হই, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু উপনাহী হই, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি ক্রোধী এবং ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী হই, তাহা হইলে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি ক্রোধী এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে ক্রোধী হই এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করি, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু ক্রোধী হইবেন না এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করি, তবে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজকের দ্বারা

অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনি, তাহা হইলে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেয়, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করে, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করে, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দিই, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করি, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করি, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দিবেন না, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করিবেন না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করিবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেয় না, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় না দিই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দিবেন বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি ম্রক্ষী ও পর্যাসী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে ম্রক্ষী ও পর্যাসী হই, তাহা হইলে আমিও অপরের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু ম্রক্ষী ও পর্যাসী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া

ভিক্ষু হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি শঠ ও মায়াবী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে শঠ ও মায়াবী হই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি স্তব্ধ ও অতিমানী, সে আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে স্তব্ধ ও অতিমানী হই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু স্তব্ধ ও অতিমানী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

'যে ব্যক্তি লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী, সে-ও আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি আমি নিজে লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী হই, তাহা হইলে আমিও অন্যের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হইব।' এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ভিক্ষু লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী হইবেন না বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করেন।

৫. প্রিয় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজে নিজে এইরূপে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ (পর্যালোচনা) করিবেন : 'আমি কি পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছার বশবর্তী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সে-সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি পাপেচ্ছু বা পাপেচ্ছার বশবর্তী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে অহোরাত্র কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে এইরূপে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ (পর্যালোচনা) করিবেন : 'আমি কি আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সে-সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সে-সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে

পারেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে তিনি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সে-সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু উপনাহী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি ক্রোধী ও ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি ক্রোধী ও ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি ক্রোধী নহেন এবং ক্রোধ-উদ্দীপ্ত বাক্য নিঃসরণ করেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজকের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজকের প্রতিযোগিতা করেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি

প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইলে প্রয়োজককে অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজককে গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া প্রয়োজকের উপর পাল্টা অভিযোগ আনেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দিয়া থাকি, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করি, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেন, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করেন, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেন না, আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করেন না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় আনয়ন করেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকি'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেন না, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে

পারেন যে, তিনি প্রয়োজক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি ম্রক্ষী ও পর্যাসী?' যদি পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি জানেন যে, তিনি ম্রক্ষী ও পর্যাসী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি ম্রক্ষী ও পর্যাসী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি হিংসুক ও মাৎসর্যপরায়ণ নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি শঠ ও মায়াবী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি শঠ ও মায়াবী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি শঠ ও মায়াবী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি স্তব্ধ ও অতিমানী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন যে, তিনি স্তব্ধ ও অতিমানী, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্তব্ধ ও অতিমানী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

ভিক্ষু নিজে নিজে বিষয়টি এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি কি লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী'? যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা

জানেন যে, তিনি লৌকিক-মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী[১], তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, তিনি লৌকিক মতাবলম্বী, দৃঢ়গ্রাহী ও দুষ্পরিহারী নহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

প্রিয় ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ দ্বারা যথার্থ দেখিতে পান যে, সর্ব পাপ ও অকুশল ধর্ম তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয় নাই, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ওই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। [পক্ষান্তরে] যদি পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার মধ্যে ওই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম প্রহীন হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে অহোরাত্র কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য। যেমন কোনো তরুণ, প্রসাধনপ্রিয় যুবক বা যুবতী, স্ত্রী বা পুরুষ পরিষ্কৃত ও পরিশুদ্ধ আদর্শে বা স্বচ্ছ জলপাত্রে স্বমুখচ্ছায়া অবলোকন করিয়া তাহাতে রজ বা অঞ্জন দেখিয়া সেই রজ ও অঞ্জন পরিহারের জন্য সচেষ্ট হয় এবং তাহাতে রজ বা অঞ্জন না দেখিলে প্রফুল্ল হইয়া আপন মনে বলে : 'বলিহারি! আমার মুখখানি কেমন নির্মল!' তেমনভাবেই, প্রিয় ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ দ্বারা যথার্থ দেখিতে পান যে, তাঁহার মধ্যে সমস্ত পাপ ও অকুশল ধর্ম প্রহীন হয় নাই, তবে তাঁহার পক্ষে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। [পক্ষান্তরে] যদি তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখিতে পান যে, তাঁহার মধ্যে ওই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম প্রহীন হইয়াছে, তবে তাঁহার পক্ষে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে অহোরাত্র কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্তব্য।

আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ অনুমান-সূত্র সমাপ্ত ॥

১৬. চেতস্খিল-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে,

১. গৃহীত মত সহজে পরিহার করে না অর্থে দুষ্পরিহারী। (প-সূ)

অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষুর পঞ্চচেতস্খিল[১] প্রহীন হয় নাই, চিত্তের পঞ্চবিনিবন্ধ[২] সমুচ্ছিন্ন হয় নাই, সে যে এই ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই।

৩. পঞ্চচেতস্খিল কী কী, যাহা (তাহার মধ্যে) প্রহীন হয় নাই? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শাস্তার প্রতি শঙ্কা[৩] ও বিচিকিৎসা[৪] পোষণ করে, অভিমনা[৫] ও সম্প্রসন্ন হয় না। যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, তাহার চিত্ত 'আতাপ্য' (বীর্যারম্ভ)[৬], আত্মনিয়োগ[৭], সাতত্য[৮] ও একাগ্রসাধনার প্রতি[৯] নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার মধ্যে এই প্রথম চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধর্মের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না। যে ভিক্ষু ধর্মের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার মধ্যে এই দ্বিতীয় চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সংঘের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, যে ভিক্ষু সংঘের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত

---

১. চেতস্খিল চিত্তের স্তব্ধভাব,। (প-সূ) সংশয় বা বিচিকিৎসাই চেতস্খিল। কঠোপনিষদের ভাষায় সংশয় হৃদয়-গ্রন্থি, এবং জৈন পরিভাষায় ইহা দুঃখশয্যা।

২. বিনিবন্ধ অর্থে যাহা চিত্তকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখার ন্যায় বন্ধ করিয়া রাখে। (প-সূ)

৩. গুণে সন্দিহান হওয়ার নাম শঙ্কা। (প-সূ)

৪. চিন্তনীয় বিষয়ে নিশ্চয় অবধারণের অক্ষমতাই বিচিকিৎসা। (প-সূ)

৫. পালি 'ন অধিমুচ্চতি'। বিশ্বাসের অভিমুখী হয় না, বিশ্বাসে চিত্ত প্রসন্ন হয় না। (প-সূ)

৬. ক্লেশ-দাহনের জন্য বীর্যবান হওয়ার নাম আতাপ্য। (প-সূ)

৭. পালি 'অনুযোগ' অর্থে পুনঃপুন আত্মনিয়োগ। (প-সূ)

৮. সাতত্য অর্থে সতত বা অবিরত চেষ্টা। (প-সূ)

৯. পালি 'পধান' অর্থে প্রহিতভাবে, একনিষ্ঠভাবে সাধনা।

আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার মধ্যে এই তৃতীয় চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না। যে ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করে, অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হয় না, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার মধ্যে এই চতুর্থ চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি কুপিত, অপ্রফুল্ল, আহতচিত্ত ও খিলভাবাপন্ন হয়। যে ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি কুপিত, অপ্রফুল্ল, আহতচিত্ত ও খিলভাবাপন্ন হয়, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না; তাহার মধ্যে এই পঞ্চম চেতস্খিল অপ্রহীন থাকে।

উক্ত পঞ্চচেতস্খিলই অপ্রহীন থাকে।

৪. পঞ্চবিনিবন্ধ কী কী, যাহা (তাহার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস (অবিগত-পিপাসা?), অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়। যে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই প্রথম চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে (দেহে) অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়। যে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই দ্বিতীয় চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়। যে ভিক্ষু রূপে

অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবীততৃষ্ণ হয়, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই তৃতীয় চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আকণ্ঠভোজন করিয়া শয়নসুখ, স্পর্শসুখ ও তন্দ্রালস্যসুখে নিরত হইয়া অবস্থান করে। যে ভিক্ষু আকণ্ঠভোজন করিয়া শয়নসুখ, স্পর্শসুখ ও তন্দ্রালস্যসুখে নিরত হইয়া অবস্থান করে, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই চতুর্থ চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য আচরণ করে, উদ্দেশ্য সে এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা হইবে অথবা দেবতেতর হইবে। যে ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য আচরণ করে, উদ্দেশ্য সে এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতেতর হইবে, তাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না। যাহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয় না, তাহার পক্ষে ইহাই পঞ্চম চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

এই পঞ্চ-চিত্তবিনিবন্ধই তাহার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে। হে ভিক্ষুগণ, উক্ত পঞ্চচেতস্খিল যাহার মধ্যে প্রহীন হয় নাই, এই পঞ্চ-চিত্তবিনিবন্ধ সমুচ্ছিন্ন হয় নাই, সে যে এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুর পঞ্চচেতস্খিল প্রহীন এবং পঞ্চ-চিত্তবিনিবন্ধ সুসমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, তিনি যে এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে।

৬. পঞ্চচেতস্খিল কী কী, যাহা (তাঁহার মধ্যে) প্রহীন হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শাস্তার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না; তিনি শাস্তার প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন। যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না এবং যিনি শাস্তার প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়,

তাঁহার পক্ষে ইহাই প্রথম চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধর্মের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না; তিনি ধর্মের প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন। যে ভিক্ষু ধর্মের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না এবং যিনি ধর্মের প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই দ্বিতীয় চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সংঘের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না; তিনি সংঘের প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন। যে ভিক্ষু সংঘের প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না এবং যিনি সংঘের প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই তৃতীয় চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না; তিনি শিক্ষার প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন। যে ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি শঙ্কা ও বিচিকিৎসা পোষণ করেন না এবং যিনি শিক্ষার প্রতি অভিমনা ও সম্প্রসন্ন হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই চতুর্থ চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি কুপিত, অপ্রফুল্ল, আহতচিত্ত ও খিলভাবাপন্ন হন না। যে ভিক্ষু সতীর্থগণের প্রতি কুপিত, অপ্রফুল্ল, আহতচিত্ত ও খিলভাবাপন্ন হন না, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই পঞ্চম চেতস্খিল যাহা তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

এই পঞ্চচেতস্খিলই তাঁহার মধ্যে প্রহীন হয়।

৭. পঞ্চবিনিবন্ধ কী কী, যাহা (তাঁহার মধ্যে) সুসমুচ্ছিন্ন হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামে বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন। যে ভিক্ষু কামে বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ,

বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই প্রথম চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে (দেহে) বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন। যে ভিক্ষু কায়ে বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই দ্বিতীয় চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপে বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন। যে ভিক্ষু রূপে বীতরাগ, বিগতচ্ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বীততৃষ্ণ হন, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই তৃতীয় চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আকণ্ঠভোজন করিয়া শয়নসুখ, স্পর্শসুখ ও তন্দ্রালস্যসুখে নিরত হইয়া অবস্থান করেন না। যে ভিক্ষু আকণ্ঠভোজন করিয়া শয়নসুখ, স্পর্শসুখ ও তন্দ্রালস্যসুখে নিরত হইয়া অবস্থান করেন না, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই চতুর্থ চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ করিয়া এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা হইবেন অথবা দেবতেতর হইবেন উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন না। যে ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ করিয়া এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা হইবেন অথবা দেবতেতর হইবেন উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন না, তাঁহার চিত্ত আতাপ্য আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার প্রতি নমিত হয়। যাঁহার চিত্ত আতাপ্য, আত্মনিয়োগ, সাতত্য ও একাগ্রসাধনার

প্রতি নমিত হয়, তাঁহার পক্ষে ইহাই পঞ্চম চিত্তবিনিবন্ধ যাহা তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়। এই পঞ্চ-চিত্তবিনিবন্ধই তাঁহার মধ্যে সুসমুচ্ছিন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যাঁহার মধ্যে উক্ত পঞ্চচেতস্খিল প্রহীন এবং পঞ্চ-চিত্তবিনিবন্ধ সুসমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, তিনি যে এই ধর্মবিনয়ে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবেন, এহেন সম্ভাবনা আছে।

৮. তিনি ছন্দসমাধি-সম্পন্ন[১] একাগ্রসাধনা-সংস্কার-সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ বর্ধিত করেন, বীর্যসমাধি-সম্পন্ন[২], চিত্তসমাধি-সম্পন্ন[৩], মীমাংসাসমাধি-সম্পন্ন[৪], একাগ্রসাধনা-সংস্কার-সমন্বিত[৫] ঋদ্ধিপাদ[৬] বর্ধিত করেন[৭], পঞ্চমে উৎসোঢ়া[৮] বীর্যাভ্যাস করেন। এইরূপে, হে ভিক্ষুগণ, উৎসোঢ়া বীর্যসহ পঞ্চদশ গুণে[৯] সমন্বিত ভিক্ষু অভিনির্বেদ, সম্বোধি ও অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ লাভের অধিকারী হন। যদি কোনো কুক্কুটি আট, দশ কিংবা বারোটি ডিম্ব প্রসব করিয়া ডিম্বগুলির উপর পক্ষ বিস্তার-পূর্বক লীনভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া উষ্ণতা দান করে এবং সর্বতোভাবে পরিপক্ব করিবার ভাবে তাপ দিতে থাকে, তাহা হইলে ওই কুক্কুটির কি এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না : 'আহা! যেন আমার শাবকগুলি পাদ-নখ-শিখা অথবা মুখতুণ্ড দ্বারা ডিম্বকোষ বিদীর্ণ করিয়া নিরাপদে বহির্গত হউক।' ইহাতেই তো কুক্কুটশাবকগুলি পাদ-নখ-শিখা অথবা মুখতুণ্ড দ্বারা ডিম্বকোষ বিদীর্ণ করিয়া নিরাপদে বহির্গত হইতে সক্ষম হয়। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, উৎসোঢ়া বীর্যসহ পঞ্চদশ গুণে সমন্বিত ভিক্ষু অভিনির্বেদ, সম্বোধি ও অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ লাভের অধিকারী হন।

---

১. ছন্দজনিত ছন্দবহুল সমাধিই ছন্দসমাধি। ছন্দজনিত অর্থে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।

২. বীর্যজনিত বীর্যবহুল সমাধিই বীর্যসমাধি।

৩. চিত্তজনিত চিত্তবহুল সমাধিই চিত্তসমাধি।

৪. মীমাংসাজনিত মীমাংসাবহুল সমাধিই মীমাংসাসমাধি।

৫. পালি পধান-সংখার-সমন্নাগতো।

৬. ঋদ্ধিপাদ অর্থে ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তিলাভের এক একটি উপায়। চারি ঋদ্ধিপাদ। ব্যাখ্যা বি-ম (বিশুদ্ধিমার্গ)-এ ইদ্ধিবিধা-নিদ্দেস দ্র.।

৭. পালি 'ভাবেতি'র অবিকল বাংলা 'ভাবনা করেন', কিন্তু বাংলায় 'ভাবনা করেন' অর্থে অতিরিক্ত ভাবেন, দুশ্চিন্তা করেন। কুক্কুটির ডিমে তা দেওয়ার উপমায় পালি 'ভাবনা'র গুরুত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে।

৮. উৎসোঢ়া বীর্য অর্থে সর্ব কর্তব্যসাধনে প্রযোজ্য বীর্য (প-সূ)

৯. পঞ্চচেতস্খিল পরিহার, পঞ্চবিনিবন্ধ সমুচ্ছেদ ও চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবনার সহিত উৎসোঢ়া বীর্যাভ্যাস যোগ করিয়া পঞ্চদশ গুণ।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ চেতস্খিল-সূত্র সমাপ্ত ॥

১৭. বনপ্রস্থ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া তাঁহারা প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

হে ভিক্ষুগণ, আমি বনপ্রস্থ-পর্যায় (বনপ্রস্থ-সূত্র) উপদেশ প্রদান করিব, তোমরা তাহা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক বনপ্রস্থ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। ওই বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষ্যজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে ভিক্ষু এইভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি এই বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করিতেছি। এই বনপ্রস্থ অবলম্বন করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না; প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষ্যজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়।' হে ভিক্ষুগণ, সে স্থলে ওই ভিক্ষুর পক্ষে রাত্রিভাগে অথবা দিবাভাগে ওই বনপ্রস্থ হইতে প্রস্থান করা কর্তব্য, তথায় তাঁহার আর বাস করা অনুচিত।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করেন। ওই বনপ্রস্থ অবলম্বন করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না,

অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। সে স্থলে ভিক্ষু এইভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করিবেন : 'আমি এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে যে জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়; তবে আমি তো চীবরহেতু, পিণ্ডপাতহেতু, শয়নাসনহেতু, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি জীবনোপকরণ-হেতু আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই নাই। অথচ এদিকে এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না।' সে স্থলে শ্রমণজীবনের সাধনার পথে অন্তরায় আছে জানিয়া ভিক্ষুর পক্ষে সেই বনপ্রস্থ হইতে প্রস্থান করা কর্তব্য, তথায় তাঁহার আর বাস করা অনুচিত।

৪. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করেন। ওই বনপ্রস্থ অবলম্বনে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে যে জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে ওই ভিক্ষুর পক্ষে বিষয়টি এইভাবে পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য : 'আমি এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। কিন্তু আমি তো চীবরহেতু, পিণ্ডপাতহেতু, শয়নাসনহেতু, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি জীবনোপকরণ-হেতু আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই নাই, অথচ এদিকে এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে

অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়।' হে ভিক্ষুগণ, সে স্থলে শ্রমণজীবনের সাধনার পথে অন্তরায় নাই জানিয়া ভিক্ষুর পক্ষে সেই বনপ্রস্থে বাস করা কর্তব্য, তথা হইতে তাঁহার প্রস্থান করা অনুচিত।

৫. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ওই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, কিন্তু প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে ভিক্ষুর বিষয়টি এইভাবে পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য : 'আমি এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই বনপ্রস্থ আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়; প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়।' হে ভিক্ষুগণ, সেস্থলে ওই ভিক্ষুর পক্ষে যাবজ্জীবন ওই বনপ্রস্থে বাস করা কর্তব্য, তথা হইতে তাঁহার প্রস্থান করা অনুচিত।

৬. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক গ্রাম, নিগম, নগর, জনপদ কিংবা ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ওই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিবার সময় তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না; প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে ভিক্ষুর বিষয়টি এইভাবে পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য : 'আমি এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না এবং প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়।'

সেস্থলে ওই ভিক্ষুর পক্ষে রাত্রিভাগে অথবা দিবাভাগে ওই ব্যক্তির অনুমতি না লইয়া প্রস্থান করা কর্তব্য, তথায় তাঁহার আর বাস করা অনুচিত।

৭. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ওই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে ভিক্ষুর বিষয়টি এইরূপে পর্যালোচনা করা কর্তব্য : 'আমি এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না, তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। কিন্তু আমি তো চীবরহেতু, পিণ্ডপাতহেতু, শয়নাসনহেতু, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি জীবনোপকরণ-হেতু আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই নাই। অথচ এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয় না, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয় না, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয় না।' সে ক্ষেত্রে শ্রমণজীবনের সাধনার পথে অন্তরায় আছে জানিয়া ওই ব্যক্তির অনুমতি না লইয়া ভিক্ষুর পক্ষে সেস্থান হইতে প্রস্থান করা কর্তব্য, তাঁহার আর সেস্থানে বাস করা অনুচিত।

৮. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ওই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়, প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা কর্তব্য তৎসমস্ত অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে ভিক্ষুর এইভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য : 'আমি এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়,

তবে প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্ত অতিকষ্টে সংগৃহীত হয়। কিন্তু আমি তো চীবরহেতু, পিণ্ডপাতহেতু, শয়নাসনহেতু, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি জীবনোপকরণ-হেতু আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই নাই। অথচ এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়।' সেস্থলে ভিক্ষুর শ্রমণজীবনের সাধনার পথে অন্তরায় নাই জানিয়া ওই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করা কর্তব্য, তথা হইতে তাঁহার প্রস্থান করা অনুচিত।

৯. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কোনো এক ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ওই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া তাঁহার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়; প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়। হে ভিক্ষুগণ, সে ক্ষেত্রে ভিক্ষুর বিষয়টি এইভাবে পর্যালোচনা করা কর্তব্য : 'আমি এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে গিয়া আমার অনুপস্থাপিত স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, অসমাহিত চিত্ত সমাহিত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অননুপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধ হয়; প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যাদি যে-সকল জীবনোকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক তৎসমস্তও অল্পায়াসে সংগৃহীত হয়।' সেস্থলে ভিক্ষুর সেই ব্যক্তির আশ্রয়ে যাবজ্জীবন বাস করা কর্তব্য, সেস্থান হইতে তাঁহার প্রস্থান করা অনুচিত।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ বনপ্রস্থ-সূত্র সমাপ্ত ॥

১৮. মধুপিণ্ডিক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, কপিলবাস্তু-

সন্নিধানে, ন্যগ্রোধারামে। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া কপিলবাস্তুতে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করিলেন। কপিলবাস্তুতে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিয়া ভোজন সমাপনান্তে ভিক্ষাসংগ্রহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যেখানে মহাবন[১] সেখানে দিবাবিহারের জন্য[২] উপস্থিত হইলেন। মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি তরুণ বেণুযষ্টিমূলে দিবাবিহার-ব্যপদেশে উপবেশন করিলেন। দণ্ডপাণি[৩] শাক্য পাদচারণ করিতে করিতে যেখানে মহাবন সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহাবনে প্রবেশ করিয়া তিনি যেখানে তরুণ বেণুযষ্টি, যেখানে ভগবান সমাসীন ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া যষ্টিতে ভর দিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া দণ্ডপাণি শাক্য ভগবানকে কহিলেন, 'শ্রমণ কী মতবাদী, কী আখ্যায়ী?' 'দণ্ডপাণি, যথাবাদী (যথার্থবাদী পুরুষ) কি দেবলোকে, কি মারভুবনে, কি শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডলে, কি দেবমনুষ্য-মধ্যে, কোনো লোকেই বাদবিসংবাদ করিয়া অবস্থান করেন না এবং যেভাবে কাম হইতে বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে অকথংকথী (অসন্দিগ্ধ), কৌকৃত্য (মনস্তাপ) হইতে বিচ্ছিন্ন ও ভবাভবে বীততৃষ্ণ ব্রাহ্মণের[৪] মধ্যে ক্লেশসংজ্ঞা (ক্লেশচেতনা, পাপচেতনা) অনুশয় উৎপাদন করে না[৫]—আমি এই মতবাদী, এই আখ্যায়ী।' ইহা বিবৃত হইলে দণ্ডপাণি শাক্য শির কম্পিত করিয়া, জিহ্বা বাহির করিয়া, ললাটে ত্রি-ভ্রূভঙ্গ করিয়া যষ্টিতে ভর দিয়া প্রস্থান করিলেন।

২. অতঃপর ভগবান সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া ন্যগ্রোধারামে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, উপবিষ্ট হইয়া ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য কপিলবাস্তুতে প্রবেশ করিলাম। কপিলবাস্তুতে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিয়া ভোজন সমাপনান্তে ভিক্ষান্নসংগ্রহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া

---

১. কপিলবাস্তুর নিকটবর্তী মহাবন অরোপিত, স্বয়ংজাত বন; বৈশালীর নিকটবর্তী মহাবন রোপিত-অরোপিত বা মিশ্র বন। (প-সূ)

২. ধ্যানসমাধিসুখে দিবা অতিবাহিত করিবার জন্য।

৩. বয়সে যুবা হইলেও দণ্ডপাণি শাক্য অপরকে আঘাত প্রদানের প্রবৃত্তিবশত সুবর্ণদণ্ড হস্তে বিচরণ করিতেন। ইহাই বস্তুত দণ্ডপাণি নামের বিশেষত্ব। (প-সূ)

৪. এ স্থলে ব্রাহ্মণ অর্থে বুদ্ধ অর্হৎ।

৫. পালি নানুসেন্তি—অনুশায়িত করে না।

যেখানে মহাবন সেখানে দিবাবিহারের জন্য উপস্থিত হইলাম। মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া আমি তরুণ বেণুযষ্টিমূলে দিবাবিহার-ব্যপদেশে উপবেশন করিলাম। দণ্ডপাণি শাক্য পাদচারণ করিতে করিতে যেখানে মহাবন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাবনে প্রবেশ করিয়া যেখানে তরুণ বেণুযষ্টি, যেখানে আমি সমাসীন, সেখানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আমার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া যষ্টিতে ভর দিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া দণ্ডপাণি শাক্য আমাকে কহিলেন, 'শ্রমণ কী মতবাদী, কী আখ্যায়ী?' 'যথাবাদী (পুরুষ) কি দেবলোকে, কি মারভুবনে, কি ব্রহ্মলোকে, কি শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডলে, কি দেবমনুষ্য-মধ্যে কোনো লোকেই বাদবিসংবাদ করিয়া অবস্থান করেন না, এবং যেভাবে কাম হইতে বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে অকথংকথী, কৌকৃত্য হইতে বিচ্ছিন্ন ও ভবাভবে বীততৃষ্ণ ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্লেশসংজ্ঞা (ক্লেশচেতনা, পাপচেতনা) অনুশয় উৎপাদন করে না—আমি এই মতবাদী, এই আখ্যায়ী।' ইহা বিবৃত হইলে দণ্ডপাণি শাক্য শির কম্পিত করিয়া, জিহ্বা বাহির করিয়া, ললাটে ত্রি-ভ্রূভঙ্গ করিয়া যষ্টিতে ভর করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩. ইহা বিবৃত হইলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, 'প্রভো, কী মতবাদী বলিয়া ভগবান দেবলোকে, মারভুবনে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেবমনুষ্য কোনো লোকেই বাদবিসংবাদ করিয়া অবস্থান করেন না? প্রভো, কিরূপেই বা কাম হইতে বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে অকথংকথী, কৌকৃত্য হইতে বিচ্ছিন্ন ও ভবাভবে বীততৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্লেশসংজ্ঞা (ক্লেশচেতনা, পাপচেতনা) অনুশয় উৎপাদন করে না?' যে কারণে ভিক্ষুগণ ব্যক্তিবিশেষে প্রপঞ্চসংজ্ঞা নির্দেশ করেন[১] তাহাতে 'আমার' বলিয়া আনন্দিত হইবার কিছু না থাকিলে, 'আমি' বলিয়া প্রকাশ করিবার কিছু না থাকিলে, আমিত্ব-গ্রহণের কিছু না থাকিলে, তাহাই রাগানুশয়ের[২] অন্তসাধনের উপায় হয়, প্রতিঘানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দৃষ্টি-অনুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, বিচিকিৎসানুশয়ের অন্তসাধনের

১. আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে প্রপঞ্চ অর্থে তৃষ্ণা, আত্মাভিমান ও আত্মদৃষ্টি এবং দ্বাদশ আয়তন (চক্ষু-শ্রোত্রাদি ছয় অধ্যাত্ম আয়তন এবং রূপ-শব্দাদি ছয় বহিরায়তন) বিদ্যমান থাকিলেই প্রপঞ্চসংজ্ঞা প্রবর্তিত হয়। (প-সূ) আমাদের মতে, সহজ ব্যাখ্যা অবয়ববিশিষ্ট ও ষড়েন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষকে ব্যক্তিরূপে আখ্যাত করেন।

২. আসব স্থায়ীভাবে অধিকার করিলে অনুশয় বা অন্তর্নিহিত সংস্কার নামে অভিহিত হয়। বৃক্ষের পক্ষে যেমন শিকড়, সকল আসবের মূলেও তেমন অনুশয়।

উপায় হয়, মানানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, ভবরাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, অবিদ্যানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়; দণ্ডোত্থোলন, শস্ত্রোত্থোলন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদবিসংবাদ, 'তুই তুই' বাক্যবিনিময়, পিশুন এবং মৃষাবাদের অন্তসাধনের উপায় হয়—এ স্থলে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত করিয়া সুগত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

৪. ভগবান প্রস্থান করিতে না করিতে অচিরে সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে এই চিন্তা উদিত হইল : বন্ধুগণ, ভগবান বিষয়টি সংক্ষেপে উদ্দেশ করিয়া বিশদভাবে উহার অর্থবিভাগ না করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার উক্তি হইল : যে কারণে ভিক্ষুগণ ব্যক্তিবিশেষকে প্রপঞ্চসংজ্ঞায় নির্দেশ করেন তাহাতে 'আমার' বলিয়া আনন্দিত হইবার কিছু না থাকিলে, 'আমি' বলিয়া প্রকাশ করিবার কিছু না থাকিলে, আমিত্ব-গ্রহণের কিছু না থাকিলে, তাহাই রাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, প্রতিঘানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দৃষ্টি-অনুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, বিচিকিৎসানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, মানানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, ভবরাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, অবিদ্যানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়; দণ্ডোত্থোলন, শস্ত্রোত্থোলন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদবিসংবাদ, 'তুই তুই' বাক্যবিনিময়, পিশুন এবং মৃষাবাদের অন্তসাধনের উপায় হয়—এ স্থলে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়। ভগবানের এই সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিশদভাবে অব্যাখ্যাত উক্তির বিশদ অর্থবিভাগ কী? অতঃপর তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : কেন আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন তো স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক এবং বিজ্ঞ সতীর্থগণ কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রশংসিত। তিনিই সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবানের এই উক্তির বিশদ অর্থ করিতে সমর্থ। অতএব আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইব এবং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব।

অনন্তর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে কহিলেন, বন্ধু কাত্যায়ন, ভগবান সংক্ষেপে উদ্দেশ করিয়া এবং বিস্তারিতভাবে অর্থবিভাগ না করিয়া এই উক্তি করিয়া

আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই : যে কারণে ভিক্ষুগণ ব্যক্তিবিশেষকে প্রপঞ্চসংজ্ঞায় (ব্যবহারিক সংজ্ঞায়) নির্দেশ করেন তাহাতে 'আমার' বলিয়া আনন্দিত হইবার কিছু না থাকিলে, 'আমি' বলিয়া প্রকাশ করিবার কিছু না থাকিলে, আমিত্ব-গ্রহণের কিছু না থাকিলে, তাহাই রাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, প্রতিঘানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দৃষ্টি-অনুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, বিচিকিৎসানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, মানানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, ভবরাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, অবিদ্যানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়; দণ্ডোত্থোলন, শস্ত্রোত্থোলন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ-বিসংবাদ, 'তুই তুই' বাক্যবিনিময়, পিশুন এবং মৃষাবাদের অন্তসাধনের উপায় হয়—এ স্থলে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়। আমাদের মনে চিন্তা হইল, আমাদের মধ্যে কে সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবানের এই উক্তির বিশদ অর্থ করিতে পারিবেন? তখন আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : কেন আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন তো স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক এবং বিজ্ঞ সতীর্থগণ কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রশংসিত; তিনি সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবানের এই উক্তির বিশদভাবে অর্থ করিতে সমর্থ। অতএব আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব, ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিব।

৫. বন্ধুগণ, যেমন সারার্থী, সারান্বেষী কোনো ব্যক্তি সারান্বেষণে বিচরণ করিতে গিয়া বৃহৎ সারবান বৃক্ষ থাকিতে তাহা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের মূল ছাড়িয়া বৃক্ষের কাণ্ডে ও শাখাপল্লবে সারান্বেষণ করা উচিত মনে করে, আয়ুষ্মানগণের ব্যাপারেও ঠিক তেমনই মনে হইতেছে। শাস্তার সম্মুখে থাকিতে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নগণ্য আমাকে তাঁহার উক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করা আপনারা উচিত মনে করিয়াছেন। বন্ধুগণ, সেই ভগবান জানিবার যাহা জানেন, দেখিবার যাহা দেখেন, তিনি চক্ষুস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ধর্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, অর্থনিয়ন্তা, অমৃতের দাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত, তখনোই তো ঠিক সময় ছিল যখন আপনারা ভগবানকে তাঁহার উক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া এ কথা বলিতে পারিতেন : 'ভগবান, আমাদের নিকট যেভাবে উক্তির ব্যাখ্যা করিবেন, আমরা তাহা সেইভাবে অবধারণ করিব।' বন্ধু কাত্যায়ন, ভগবান সত্যই জানিবার যাহা জানেন, দেখিবার যাহা দেখেন, তিনি চক্ষুস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ধর্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, অর্থনিয়ন্তা, অমৃতের দাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। বাস্তবিক

তখনোই সময় ছিল যখন আমরা তাঁহাকে তাঁহার উক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া এ কথা বলিতে পারিতাম : 'ভগবন, আমাদের নিকট যেভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করিবেন আমরা সেভাবে তাহা অবধারণ করিব।' তথাপি আমরা জানি যে, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক ও সতীর্থগণ কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রশংসিত; তিনিই তো সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবানের এই উক্তির বিশদভাবে অর্থ করিতে সমর্থ। অতএব, মহাকাত্যায়ন আমাদিগকে অবহেলা না করিয়া ভগবানের উক্তির ব্যাখ্যা করুন।

৬. বন্ধুগণ, তাহা হইলে তোমরা শ্রবণ করো, সুন্দরভাবে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'তথাস্তু' বলিয়া অপর ভিক্ষুগণ সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন কহিলেন, ভগবান সংক্ষেপে উদ্দেশ করিয়া এবং বিস্তারিতভাবে অর্থ না করিয়া যে উক্তি-মাত্র করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই উক্তি হইতেছে এই : যে কারণে ভিক্ষুগণ ব্যক্তিবিশেষকে প্রপঞ্চসংজ্ঞায় নির্দেশ করেন, তাহাতে 'আমার' বলিয়া আনন্দিত হইবার কিছু না থাকিলে, 'আমি' বলিয়া প্রকাশ করিবার কিছু না থাকিলে, আমিত্ব-গ্রহণের কিছু না থাকিলে, তাহাই রাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, প্রতিঘানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দৃষ্টি-অনুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, বিচিকিৎসানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, মানানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, ভবরাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, অবিদ্যানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়; দণ্ডোত্থোলন, শস্ত্রোত্থোলন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদবিসংবাদ, 'তুই তুই' বাক্যবিনিময়, পিশুন এবং মৃষাবাদের অন্তসাধনের উপায় হয়।—এ স্থলে এই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়।

সংক্ষেপে উদ্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে অব্যাখ্যাত ভগবদুক্তির বিস্তারিত অর্থ আমি এইরূপে জানাইতেছি : বন্ধুগণ, চক্ষুর[১] কারণ রূপে[২] চক্ষুবিজ্ঞান[৩] উৎপন্ন হয়, এ তিনের সঙ্গতিতে (সংযোগে) স্পর্শ[৪], স্পর্শ-প্রত্যয় হইতে বেদনা উৎপন্ন হয়[৫], বেদনায় যাহা বেদিতসংজ্ঞায় তাহা সংজানিত, সংজ্ঞায়

---

১. চক্ষু অর্থে প্রসাদ-চক্ষু। (প-সূ)

২. রূপ অর্থে চক্ষুর আলম্বন বা বিষয়ীভূত বাহ্যরূপ, দৃশ্যবস্তু। (প-সূ)

৩. চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অভিব্যক্ত চিত্ত।

৪. স্পর্শ অর্থে চক্ষু-দৃশ্য বস্তু ও চক্ষু-বিজ্ঞানের সঙ্গতি বা যোগাযোগ, যাহা না ঘটিলে বেদনা উৎপন্ন হয় না।

৫. স্পর্শের কারণ বেদনা সহজাত হয়।

যাহা সংজানিত বিতর্কে তাহা বিতর্কিত, বিতর্কে যাহা বিতর্কিত প্রপঞ্চে তাহা প্রপঞ্চিত, প্রপঞ্চে যাহা প্রপঞ্চিত[১] তাহার কারণেই লোকে অতীত, অনাগত ও প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) চক্ষু-বিজ্ঞেয়রূপে প্রপঞ্চ-সংজ্ঞা প্রবর্তিত হয়। শ্রোত্র, শব্দ এবং শ্রোত্রবিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ এবং কায়বিজ্ঞান, মন, ধর্ম এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

যদি চক্ষু, রূপ এবং চক্ষুবিজ্ঞান থাকে, সে ক্ষেত্রে স্পর্শ বলিয়া কোনো প্রজ্ঞপ্তি কেহ নির্দেশ করিবে, এহেন সম্ভাবনা আছে। স্পর্শ-প্রজ্ঞপ্তি থাকিলে বেদনা-প্রজ্ঞপ্তি, বেদনা-প্রজ্ঞপ্তি থাকিলে সংজ্ঞা-প্রজ্ঞপ্তি, সংজ্ঞা-প্রজ্ঞপ্তি থাকিলে বিতর্ক-প্রজ্ঞপ্তি, বিতর্ক-প্রজ্ঞপ্তি থাকিলে প্রপঞ্চ-সংজ্ঞা-সংখ্যা-নির্দেশক-প্রজ্ঞপ্তি কেহ নির্দেশ করিবে, এহেন সম্ভাবনা আছে। শ্রোত্র, শব্দ ও শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ, গন্ধ ও ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বা, রস ও জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ ও কায়বিজ্ঞান, মন ধর্ম ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

যদি চক্ষু না থাকে, রূপ না থাকে চক্ষুবিজ্ঞান না থাকে, সে ক্ষেত্রে স্পর্শ নামে কোনো প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই। স্পর্শ-প্রজ্ঞপ্তি না থাকিলে বেদনা-প্রজ্ঞপ্তি, বেদনা-প্রজ্ঞপ্তি না থাকিলে সংজ্ঞা-প্রজ্ঞপ্তি, সংজ্ঞা-প্রজ্ঞপ্তি না থাকিলে প্রপঞ্চ-সংজ্ঞা-সংখ্যা-নির্দেশক-প্রজ্ঞপ্তি কেহ নির্দেশ করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই। শ্রোত্র, শব্দ ও শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ, গন্ধ ও ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বা, রস ও জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ ও কায়বিজ্ঞান, মন, ধর্ম ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

বন্ধুগণ, সংক্ষেপে উদ্দেশ করিয়া এবং বিস্তারিতভাবে অর্থ ব্যাখ্যা না করিয়া যে উক্তি করিয়া ভগবান আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিহারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আমি এই উক্তির অর্থ বিস্তারিতভাবে এইরূপে জানাইতেছি; যদি তোমরা ইচ্ছা করো, তাহা হইলে ভগবানের নিকট যাইয়া এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পার এবং তিনি এ বিষয়ে তোমাদিগকে যাহা যেইরূপে বলেন, তাহা তোমরা সেইরূপেই অবধারণ করিবে।

৭. অতঃপর ওই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা

---

১. বেদনা যে বিষয় বেদন করে সংজ্ঞা তাহা সম্যকভাবে জানে, বিতর্ক তাহা লইয়া বিব্রত হয় এবং প্রপঞ্চ তাহাকে প্রপঞ্চিত বা চিন্তায় প্রসারিত করে। (প-সূ)

ভগবানকে আনুপূর্বিক সকল বিষয় নিবেদন করিলেন : প্রভো, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন দ্বারা এই আকারে ও এই পদব্যঞ্জনে ভগদ্বাক্যের অর্থ বিভাজিত হইয়াছে। 'হে ভিক্ষুগণ, মহাকাত্যায়ন মহাপ্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত। যদি তোমরা আমাকে আমার উক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে, তাহা হইলে মহাকাত্যায়ন দ্বারা তাহা যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আমিও ঠিক সেইভাবেই ব্যাখ্যা করিতাম। ইহাই বস্তুত আমার উক্তির অর্থ এবং এইভাবেই তোমরা তাহা অবধারণ করো।'

৮. ইহা বিবৃত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন, প্রভো, যদি কোনো ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ব্যক্তি মধুপিণ্ড[১] লাভ করে, সে যেমন যখনই তাহা আস্বাদন করে তাহাতে যথাপরিমিত স্বাদুরস লাভ করে, প্রভো, তেমনভাবেই যখন কোনো চিন্তাশীল এবং পণ্ডিতজাতীয় ভিক্ষু প্রজ্ঞার দ্বারা এই ধর্ম-পর্যায়ের (সূত্রের) অর্থ উপর্যুপরি পরীক্ষা করিবেন, তাহাতে তিনি মনের প্রফুল্লতা লাভ করিবেন, চিত্তপ্রসাদ লাভ করিবেন।

'প্রভো, এই ধর্ম-পর্যায়ের নাম কী হইবে?' আনন্দ, যেহেতু তুমি মধুপিণ্ডের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছ, তুমি এই ধর্ম-পর্যায়কে মধুপিণ্ডিক ধর্ম-পর্যায় নামে অবধারণ করো।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মধুপিণ্ডিক-সূত্র সমাপ্ত ॥

১৯. দ্বিধাবিতর্ক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। ভিক্ষুগণ 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে, অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের অবস্থায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—আমার পক্ষে বিতর্কসমূহকে দ্বিধা

---

১. মধুপিণ্ডিকন্তি মহন্তং গুলপূবং বদ্ধসত্তুগুলকং। মধুপিণ্ড অর্থে বড়ো আকারের গুড়ের পিঠে, ছাতুর মোয়া। (প-সূ)

দ্বিধা, দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া[১] তৎ তৎ সম্পর্কে অবস্থান করা কর্তব্য। যাহা কাম-বিতর্ক[২], যাহা ব্যাপাদ-বিতর্ক[৩] এবং যাহা বিহিংসা-বিতর্ক[৪] তৎসমস্ত লইয়া এক ভাগ করি।[৫] যাহা নিষ্কাম-বিতর্ক,[৬] যাহা অব্যাপাদ-বিতর্ক[৭] ও যাহা অবিহিংসা-বিতর্ক[৮] তৎসমস্ত লইয়া দ্বিতীয় ভাগ করি।[৯] এইরূপে অপ্রমত্ত, বীর্যবান এবং প্রহিতভাব অবলম্বনে যখন অবস্থান করি তখন কাম-বিতর্ক উৎপন্ন হইলে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি, এই যে আমার কাম-বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আত্মব্যাধি (আত্মদুঃখ), পরব্যাধি, আত্মপর উভয় ব্যাধি ঘটাইবার দিকে সংবর্তন করে, তাহা প্রজ্ঞানিরোধকারী, বিঘাতপক্ষ (দুঃখদায়ক) এবং নির্বাণ-প্রতিপক্ষ। ইহা আত্মব্যাধি ঘটাইবার দিকে সংবর্তন করে, পরব্যাধি ঘটাইবার দিকে সংবর্তন করে, আত্মপর উভয় ব্যাধি ঘটাইবার দিকে সংবর্তন করে, ইহা প্রজ্ঞানিরোধকারী, বিঘাত-পক্ষ ও নির্বাণ-প্রতিপক্ষ। এইভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করিলে আমার কাম-বিতর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যখনই আমার কাম-বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, তখনোই আমি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, অপনোদন করিয়াছি, ব্যন্ত (শেষ) করিয়াছি। ব্যাপাদ-বিতর্ক এবং বিহিংসা-বিতর্ক সম্বন্ধেও এইরূপ। হে ভিক্ষুগণ, যে যে বিষয়ে ভিক্ষু বহুল পরিমাণে স্বমনে তর্কবিতর্ক ও বিচার করে, সে সে বিষয়ে তাহার চিত্তের নতি হয়; যে কামবিতর্ক বিষয়ে স্বমনে অনুক্ষণ তর্কবিতর্ক ও বিচার করে, তাহাতে সে নিষ্কাম-বিতর্ক ছাড়িয়া কাম-বিতর্কই বহুল পরিমাণে পোষণ করে; কাম-বিতর্কের প্রতিই তাহার চিত্ত নমিত হয়।

---

১. অকুশল পক্ষে এক ভাগ, কুশল পক্ষে দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ সংসার পক্ষে এক ভাগ এবং নির্বাণ পক্ষে দ্বিতীয় ভাগ।

২. কাম-সংযুক্ত, কাম-সংশ্লিষ্ট বিতর্কই কাম-বিতর্ক। (প-সূ)

৩. ব্যাপাদ-সংযুক্ত, ক্রোধ-প্রবৃত্ত বিতর্কই ব্যাপাদ-বিতর্ক। (প-সূ)

৪. বিহিংসা-সংযুক্ত, হিংসা-প্রবৃত্ত বিতর্কই বিহিংসা-বিতর্ক। (প-সূ)

৫. এক ভাগ অর্থে অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, সর্বোপায়ে অকুশল পক্ষে যে এক ভাগ। (প-সূ)

৬. পালি নেক্খম্ম—নৈষ্কাম্য কিংবা নৈষ্ক্রম্য। আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন : কামেহি নিস্সটো নেক্খম্মপটিসংযুত্তো বিতক্কো নেক্খম্মবিতক্কো নাম। (প-সূ) ইহা প্রথম ধ্যানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা।

৭. অব্যাপাদ অর্থে মৈত্রী।

৮. অবিহিংসা অর্থে করুণা।

৯. সর্বোপায়ে কুশল পক্ষে যে ভাগ তাহাই দ্বিতীয় ভাগ। (প-সূ)

যে ব্যাপাদ-বিতর্ক বিষয়ে স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুক্ষণ তর্কবিতর্ক ও বিচার করে, তাহাতে সে অব্যাপাদ-বিতর্ক ছাড়িয়া ব্যাপাদ-বিতর্কই বহুল পরিমাণে পোষণ করে, ব্যাপাদ-বিতর্কের প্রতিই তাহার চিত্ত নমিত হয়। যে বিহিংসা-বিতর্ক বিষয়ে স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুক্ষণ তর্কবিতর্ক ও বিচার করে, তাহাতে সে অবিহিংসা-বিতর্ক ছাড়িয়া বিহিংসা-বিতর্কই বহুল পরিমাণে পোষণ করে, বিহিংসা-বিতর্কের প্রতিই তাহার চিত্ত নমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, বর্ষার শেষ মাসে, শারদ সময়ে [শরৎকালে] শস্যহানির ভয়ে গোপাল গো-সমূহকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই গো-সমূহকে সময়ে সময়ে দণ্ড দ্বারা পৃষ্ঠে আঘাত করে, পার্শ্বে আঘাত করে, 'ঘেরাও' করে, এবং ইহাদের অবাধগতি নিবারণ করে। ইহার কারণ কী? যেহেতু গোপাল দেখিতে পায় যে, গো-সমূহ অরক্ষিত থাকিলে তৎকারণ সে বধ, বন্ধন, প্রাণহানি অথবা নিন্দা-দুঃখ পাইবে। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, আমি অকুশল ধর্মে আদীনব, অবকার (আবর্জনা) ও সংক্লেশ, এবং নিষ্কাম (নৈষ্ক্রম্য) কুশল ধর্মে 'অনৃশংসা' (আনুকূল্য) এবং ব্যবদান-পক্ষতা (বিশুদ্ধিভাব) দেখিতে পাই। এইরূপে অপ্রমত্ত ও বীর্যবান হইয়া প্রহিতভাবে অবস্থান করিবার সময় আমার নিষ্কাম-বিতর্ক উৎপন্ন হয়। তখন আমি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি, আমার মধ্যে এই যে নিষ্কাম-বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আত্মব্যাধি, পরব্যাধি, আত্মপর উভয় ব্যাধির দিকে সংবর্তন করে না; ইহা প্রজ্ঞাবর্ধনকারী, অবিঘাত-পক্ষ ও নির্বাণগামী।

হে ভিক্ষুগণ, যদি রাত্রে, দিনে এবং এমনকি দিবারাত্র সে-বিষয়ে ভিক্ষু স্বমনে অনুক্ষণ তর্কবিতর্ক ও বিচার করেন, তাহাতে তৎকারণ কোনো ভয় দেখিতে পাই না। দীর্ঘকাল অতিরিক্ত মাত্রায় তাহা লইয়া স্বমনে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করিতে গেলে দেহ ক্লান্ত হয়, দেহ ক্লান্ত হইলে চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হয়, চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহা সমাধি হইতে দূরে অবস্থান করে। সে কারণে, হে ভিক্ষুগণ, আমি স্বচিত্তকে অধ্যাত্মমুখে প্রতিষ্ঠিত করি, সন্নিবিষ্ট করি, একাগ্র করি, সুবিন্যস্ত করি। ইহার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য—যাহাতে চিত্ত উৎক্ষিপ্ত না হয়। অব্যাপাদ-বিতর্ক এবং অবিহিংসা-বিতর্ক সম্বন্ধেও এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ, যে যে বিষয়ে ভিক্ষু স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করেন, সে সে বিষয়ের প্রতি তাঁহার চিত্তের নতি হয়। যদি তিনি নিষ্কাম-বিতর্ক স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করেন তাহাতে তিনি কামবিতর্ক ছাড়িয়া নিষ্কাম-বিতর্ক বহুল পরিমাণে পোষণ করেন, নিষ্কাম-বিতর্কের প্রতিই তাঁহার চিত্ত নমিত হয়। যদি তিনি অব্যাপাদ-বিতর্ক

বিষয়ে স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করেন, তাহাতে তিনি ব্যাপাদ-বিতর্ক ছাড়িয়া অব্যাপাদ-বিতর্ক বহুল পরিমাণে পোষণ করেন; অব্যাপাদ-বিতর্কের প্রতি তাঁহার চিত্ত নমিত হয়। যদি তিনি অবিহিংসা-বিতর্ক বিষয়ে স্বমনে বহুল পরিমাণে অনুবিতর্ক ও অনুবিচার করেন, তাহাতে তিনি বিহিংসা-বিতর্ক ছাড়িয়া অবিহিংসা-বিতর্ক পোষণ করেন, অবিহিংসা-বিতর্কের প্রতিই তাঁহার চিত্ত নমিত হয়। যেমন গ্রীষ্মের শেষ মাসে গোপাল গো-সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহারা কি বৃক্ষমূলগত হইল, কি উন্মুক্ত-আকাশতলগত হইল, এ বিষয়ে স্মৃতিশীল হয়, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এ-সকল ধর্ম কী অবস্থায় আছে, তদ্‌বিষয়ে আমাকে স্মৃতিশীল (মনোযোগী) হইতে হইয়াছিল।

৩. হে ভিক্ষুগণ, আমার বীর্য (কর্মতৎপরতা) আরব্ধ হইয়াছে, তাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংমূঢ় হইবার নহে; দেহমন প্রশান্ত হইয়াছে, তাহা নিপীড়িত হইবার নহে; সমাহিত চিত্ত একাগ্র হইয়াছে (তাহা বিক্ষিপ্ত হইবার নহে)। হে ভিক্ষুগণ, সেই অবস্থায় আমি কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল ধর্ম পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি। বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি। প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করি। সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করি।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, (পরিষ্কৃত), অনঞ্জন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত (স্থির) ও অনেজ (নিষ্কম্প) অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় আমি নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্পে,

বহু বিবর্তকল্পে, এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্পে ওই স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখ-দুঃখ অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া এস্থানে (এই যোনিতে) আমি উৎপন্ন হই, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, এই আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। ইতি আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি। হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, আতাপী (বীর্যবান) ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, রাত্রির প্রথম যামে তেমনভাবেই আমার এই প্রথম বিদ্যা (জাতিস্মর-জ্ঞান) অধিগত (আয়ত্ত) হয়, অবিদ্যা বিহত (বিনষ্ট), বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তম (অন্ধকার) বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের (অপরাপর জীবের) চ্যুতি-উৎপত্তি (গতিপরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান : জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে : এ-সকল মহানুভব জীব কায়দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাগ্‌দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, এবং মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইতেছে; অথবা এ-সকল মহানুভব জীব কায়সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক্‌সুচরিত্র-সমন্বিত, মনঃসুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, এবং সম্যক দৃষ্টি-প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে, দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। ইত্যাদিভাবে দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই : সত্ত্বগণ (অপরাপর জীবগণ) এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ আপন আপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, ঠিক তেমনভাবেই রাত্রির মধ্যম যামে আমার দ্বিতীয় বিদ্যা (জীবের গতিপরম্পরা জ্ঞান) অধিগত হয়; অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তম বিহত, আলোক

উৎপন্ন হয়।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে আমার চিত্ত নমিত করি। তদবস্থায় উন্নত জ্ঞানে যথার্থ জানিতে পারি—ইহা 'দুঃখ' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখসমুদয়' (দুঃখের উৎপত্তি) আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখনিরোধ' আর্যসত্য, ইহা 'দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ' আর্যসত্য, এ-সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। তদবস্থায় এইভাবে আর্যসত্য জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হইল, অবিদ্যাসব হইতেও আমার চিত্ত বিমুক্ত হইল, বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান উদিত হইল, উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারিলাম, চিরতরে জন্মক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যাহা কিছু করিবার ছিল করা হইয়াছে, অতঃপর অত্র আর আসিতে হইবে না।

হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, তেমনভাবেই রাত্রির অন্তিম যামে আমার তৃতীয় বিদ্যা অধিগত হয়; অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তম বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো কোনো এক অরণ্যোপবনে (বনখণ্ডে) এক বৃহৎ জলাশয় আছে, উহারই নিকটে এক বৃহৎ মৃগসংঘ (মৃগযূথ) বাস করে। তথায় মৃগদিগের অনর্থকামী, অহিতকামী, অযোগক্ষেমকামী (অনিরাপদকামী) এক ব্যক্তি (লুব্ধক) আবির্ভূত হইল। মনে করো, সে মৃগদিগের পক্ষে যে পথ নিরাপদ, স্বস্তিকর ও প্রীতিগমন তাহা রুদ্ধ করিয়া যাহা কুমার্গ তাহা উন্মুক্ত করিয়া তথায় এক ওকচর[১] মৃগ স্থাপন করিয়া উহার সম্মুখে দীর্ঘরজ্জুবদ্ধ এক ওকচারিকা মৃগী স্থাপন করিল, এবং তাহাতে পরে সেই বৃহৎ মৃগসংঘ অনয়-ব্যসন ও সংখ্যাল্পতা প্রাপ্ত হইল[২]। মনে করো, সেই বৃহৎ মৃগসংঘের পক্ষে অর্থকামী, হিতকামী ও যোগক্ষেমকামী (নিরাপদকামী) কোনো ব্যক্তি আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। মনে করো, তিনি মৃগদিগের পক্ষে

---

১. মৃগসমূহের বাসস্থানে স্থাপিত রজ্জুবদ্ধ পালিত মৃগ।

২. মৃগলুব্ধক বনচারী মৃগসমূহকে বিপথগামী করিয়া হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে উহার বিচরণ স্থানে ওকচর মৃগ এবং উহার সম্মুখে দীর্ঘরজ্জুবদ্ধ এক ওকচারিকা মৃগী স্থাপন করিয়া শক্তিহস্তে গোপনে প্রতীক্ষা করে। মৃগসমূহ দূর হইতে ওকচর ছাগযুগলকে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া উহাই তাহাদের গন্তব্য পথ বলিয়া ভ্রম করে এবং ওই পথে অগ্রসর হইয়া বিপন্ন হয়, সুযোগ পাইয়া লুব্ধক শক্তি-প্রহারে বহু মৃগ বধ করে। (প-সূ)

যে পথ নিরাপদ, স্বস্তিকর ও প্রীতিগমন, তাহা উন্মুক্ত করিয়া ও কুমার্গ রুদ্ধ করিয়া ওকচর মৃগ ও ওকচারিকা মৃগীকে বিনষ্ট করিলেন, তাহাতে সেই বৃহৎ মৃগসংঘ পরে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হইল। হে ভিক্ষুগণ, লক্ষিত অর্থ বিজ্ঞাপনের জন্য এই উপমা প্রদান করা হইল। উপমার অর্থ এই : এ স্থলে বৃহৎ জলাশয় কামের অধিবচন বা নামান্তর; মহামৃগসংঘ জীবগণের নামান্তর; অনর্থকামী, অহিতকামী ও অযোগক্ষেমকামী লুব্ধক পাপাত্মা মারের নামান্তর এবং কুমার্গ অষ্টাঙ্গযুক্ত মিথ্যা মার্গেরই নামান্তর। অষ্টাঙ্গ এই : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এ স্থলে ওকচর মৃগ নন্দিরাগেরই নামান্তর এবং ওকচারিকা মৃগী অবিদ্যারই নামান্তর; অর্থকামী, হিতকামী ও যোগক্ষেমকামী পুরুষ তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের নামান্তর; নিরাপদ, স্বস্তিকর ও প্রীতিগমনীয় মার্গ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গেরই নামান্তর। অষ্টাঙ্গ এই : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

৫. হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে যে মার্গ নিরাপদ, স্বস্তিকর ও প্রীতিগমন, তাহা আমা কর্তৃক উন্মুক্ত হইল, কুমার্গ রুদ্ধ হইল, ওকচর মৃগ ও ওকচারিকা মৃগী বিনষ্ট হইল। হে ভিক্ষুগণ, শ্রাবকগণের হিতৈষী ও অনুকম্পাকারী শাস্তার পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক যাহা করণীয়, তাহা আমি তোমাদের প্রতি সম্পাদন করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ, এই যত বৃক্ষমূল, এই যত শূন্যাগার, তথায় তোমরা ধ্যান-নিরত হও, প্রমাদের বশবর্তী হইয়া পরে অনুশোচনা করিও না। তোমাদের প্রতি আমার এই অনুশাসন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ দ্বিধাবিতর্ক-সূত্র সমাপ্ত ॥

২০. বিতর্কসংস্থান-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ’। ভিক্ষুগণ ‘হাঁ ভদন্ত’ বলিয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত-অনুযুক্ত[১] হইয়া ভিক্ষু যথাকালে নিরন্তর পঞ্চ নিমিত্ত[২] মনন করিবে। পঞ্চনিমিত্ত কী কী? যে নিমিত্ত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়) গ্রহণ করিলে, যে নিমিত্ত মনন করিলে, ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ওই ভিক্ষুর (সাধকের) পক্ষে ওই নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত[৩] মনন করা কর্তব্য। ওই নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিলে যে-সকল পাপ ও অকুশল-বিতর্ক ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত, তৎসমস্ত প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তৎসমস্ত প্রহীন হইলে অধ্যাত্মেমুখে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো দক্ষ তক্ষক বা তক্ষক-অন্তেবাসী ক্ষুদ্র আণির দ্বারা বৃহৎ আণিকে আঘাত করে, শিথিল করে এবং বহির্গত করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যে নিমিত্ত গ্রহণ করিলে এবং যে নিমিত্ত মনন করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, ভিক্ষুর পক্ষে ওই নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত মনন করা কর্তব্য। ওই নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিলে, যে-সকল পাপ ও অকুশল-বিতর্ক ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত, তৎসমস্ত প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তৎসমস্ত প্রহীন হইলে অধ্যাত্মমুখে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি ওই নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিতে গেলে ভিক্ষুর মনে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়,

---

১. অধিচিত্ত-অনুযুক্ত অর্থে যোগ-যুক্ত, ধ্যানসমাধি-রত। বুদ্ধঘোষ বলেন, 'ভিক্ষু (সাধক) সংগৃহীত ভিক্ষান্ন ভোজনের পর আসনহস্তে কোনো এক বৃক্ষমূলে, বনখণ্ডে, পর্বতপাদে অথবা প্রাগ্‌ভারে শ্রমণধর্ম পালন করিবেন উদ্দেশ্যে গমন করিয়া তৃণপত্রাদি স্থান হইতে অপসারিত করিয়া, আসন পাতিয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, পর্যঙ্কবন্ধ (পদ্মাসন) হইয়া মূল কর্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিলে অধিচিত্ত-অনুযুক্ত হন'। (প-সূ)

২. বুদ্ধঘোষের মতে নিমিত্ত অর্থে কারণ। (প-সূ) নিমিত্তানীতি কারণানি। নিমিত্ত বস্তুত ধ্যেয় বিষয়।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে পালি-উক্ত অষ্টত্রিংশ কর্মস্থানের (ভাবনার বিষয়ের) যে-কোনো এক কর্মস্থান। (প-সূ)

তাহা হইলে ওই ভিক্ষুর পক্ষে এইভাবে ওই সকল বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ (উপপরীক্ষা) করা কর্তব্য : এই এই বিতর্ক অকুশল, এই এই বিতর্ক সাবদ্য, এবং এই এই বিতর্ক দুঃখবিপাক, এই এই কারণে। এইভাবে বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ করিলে যে-সকল পাপ ও অকুশল-বিতর্ক ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত, তৎসমস্ত প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তৎসমস্ত প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো প্রসাধন-প্রিয় যুবা বা যুবতী, পুরুষ বা স্ত্রী, অহি-কুণপ, কুক্কুর-কুণপ কিংবা মনুষ্য-কুণপ কণ্ঠে আলগ্ন হইলে আর্ত ও লজ্জিত হইয়া ঘৃণাবোধে তাহা পরিত্যাগ করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই নিমিত্ত হইতে অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিলে ভিক্ষুর মনে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ওই ভিক্ষুর পক্ষে এইভাবে ওই সকল বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য : এই এই বিতর্ক অকুশল, এই এই বিতর্ক সাবদ্য, এই এই বিতর্ক দুঃখবিপাক, এই এই কারণে। এইভাবে বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়াও যদি ভিক্ষুর মনে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ওই ভিক্ষুর পক্ষে ওই সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব প্রাপ্ত হওয়া কর্তব্য। এই সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব প্রাপ্ত হইলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। যেমন কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ চক্ষুর আপাথগত (উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষ), চক্ষুর গোচরীভূত, রূপ-অদর্শন-কামী হইয়া চক্ষু নিমীলিত করেন অথবা অপরদিকে অবলোকন করিয়া থাকেন, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যদি এই সকল বিতর্কের আদীনব পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ওই ভিক্ষুর পক্ষে ওই সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব প্রাপ্ত হওয়া কর্তব্য। ওই সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও

অমনস্কারভাব প্রাপ্ত হইলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যদি ওই সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব গ্রহণ করিতে গিয়াও ভিক্ষুর মনে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ওই ভিক্ষুর পক্ষে ওই সকল বিতর্কের প্রতি বিতর্কসংস্কার-সংস্থান মনন করা কর্তব্য। তাহা করিলে তাঁহার মধ্যে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, দ্রুতগমন করিতে গিয়া কোনো ব্যক্তির মনে বিতর্ক উপস্থিত হইল—আমি দ্রুতগমন করিতেছি, অথচ আমার পক্ষে ধীরে গমন করা কর্তব্য এবং এই ভাবিয়া তিনি ধীরে গমন করিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহার মধ্যে এই বিতর্ক উদিত হয় : আমি ধীরে গমন করিতেছি, অথচ আমার পক্ষে দণ্ডায়মান থাকা কর্তব্য, এই ভাবিয়া তিনি দণ্ডায়মান থাকেন। অতঃপর তাঁহার মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হয় : আমি দণ্ডায়মান আছি, অথচ আমার পক্ষে উপবেশন করা কর্তব্য, এই ভাবিয়া তিনি উপবেশন করেন। অতঃপর তাঁহার মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হয় : আমি উপবেশন করিয়া আছি, অথচ আমার পক্ষে শয়ন করা কর্তব্য, এই ভাবিয়া তিনি শয়ন করেন। এইরূপে সে ব্যক্তি স্থূল স্থূল, প্রধান প্রধান ঈর্যাপথ রুদ্ধ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঈর্যাপথ গ্রহণ করেন। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যদি ওই সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কার উৎপন্ন হয়, তাঁহার পক্ষে ওই সকল বিতর্কের সংস্কার-সংস্থান মনন করা কর্তব্য। তাহা করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তখন অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যদি ওই সকল বিতর্কের সংস্কার-সংস্থান মনন[১] করিতে গিয়া ভিক্ষুর মধ্যে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ

---

১. সংস্কার-সংস্থান অর্থে সংস্কার উৎপত্তির হেতু, মূলমূল বা মূলীভূত কারণ। কী হেতু, কী কারণে, কোন মূলীভূত কারণবশত বিতর্ক উৎপন্ন হইল ইহা মনন করিতে গিয়া। (প-সূ)

ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে দন্ত দ্বারা দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালুস্পর্শ করিয়া[১] কুশলচিত্ত দ্বারা অকুশলচিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত, অভিসন্তপ্ত করা কর্তব্য; তাহা করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তখন অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। যেমন বলবান পুরুষ কোনো এক দুর্বল পুরুষকে শিরে বা ঘাড়ে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যদি ওই সকল বিতর্কের সংস্কার-সংস্থান মনন করিতে গিয়া ভিক্ষুর মধ্যে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে দন্ত দ্বারা দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালুস্পর্শ করিয়া, কুশল চিত্ত দ্বারা অকুশল চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করা কর্তব্য। তাহা করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন এবং সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তখন অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, যে নিমিত্ত গ্রহণ করিলে, যে নিমিত্ত মনন করিলে ভিক্ষুর মধ্যে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক উৎপন্ন হয়, সে নিমিত্ত পরিহার করিয়া অপর এক কুশল-উপসংহিত নিমিত্ত মনন করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। উহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। ওই সকল বিতর্কের প্রতি অস্মৃতি ও অমনস্কারভাব গ্রহণ করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। তখন অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। ওই সকল বিতর্কের সংস্কার-সংস্থান মনস্কার করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। ইহা প্রহীন হইলে

---

১. জিহ্বায তালুং আহচ্চ—জিহ্বার দ্বারা তালু আহত বা স্পর্শ করিয়া। বুদ্ধঘোষ প্রমুখ আচার্যগণ কেহই ইহার প্রকৃত অর্থ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। আমাদের মতে ইহা একপ্রকার ধ্যানমুদ্রা। জিহ্বা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া তালু পর্যন্ত আনিয়া ঠেকাইয়া রাখা।

অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়। দন্ত দ্বারা দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালুস্পর্শ করিয়া, কুশল চিত্ত দ্বারা অকুশল চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিলে ছন্দোপসংহিত, দ্বেষোপসংহিত এবং মোহোপসংহিত পাপ ও অকুশল-বিতর্ক প্রহীন ও সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়। উহা প্রহীন হইলে অধ্যাত্মে চিত্ত অবস্থান করে, সমাসীন হয়, একাগ্র ও সমাহিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে বিতর্ক-পর্যায়পথে ভিক্ষুর বশীভাব বা কর্তৃত্ব যাহাতে তিনি যে বিতর্ক ইচ্ছা করেন সে বিতর্ক স্বমনে বিতর্ক করেন, যে বিতর্ক ইচ্ছা করেন না সে বিতর্ক তিনি স্বমনে বিতর্ক করেন না। তৃষ্ণাচ্ছেদন করিয়া, সংযোজন বিবর্তিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে মানাভিমান অতিক্রম করিয়া তিনি দুঃখের অন্তসাধন করেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ বিতর্কসংস্থান-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩. ঔপম্য-বর্গ

২১. ককচোপম-সূত্র *

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময় আয়ুষ্মান মৌলীফাল্গুন[1] অতিরিক্ত মাত্রায় ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। নিম্নোক্তভাবে তিনি ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন : যদি কোনো ভিক্ষু তাঁহার সম্মুখে ভিক্ষুণীদিগের অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলিতেন, তাহাতে তিনি কুপিত ও অপ্রসন্ন হইতেন, এমনকি ভিক্ষুর কৃত অপরাধের বিচার প্রার্থনা করিতেন। যদি কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের সম্মুখে মৌলীফাল্গুনের অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কুপিত ও অপ্রসন্ন হইতেন, এমনকি ভিক্ষুর কৃত অপরাধের বিচার প্রার্থনা করিতেন। এইভাবেই ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া মৌলীফাল্গুন অবস্থান করিতেছিলেন।

অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তিনি উপরি-উক্ত বিষয় ভগবানের নিকট যথাযথ বিবৃত করিলেন।

২. ভগবান অপর এক ভিক্ষুকে ডাকিয়া কহিলেন, ভিক্ষু, তুমি এদিকে আইস [আসো], আমার আদেশে মৌলীফাল্গুনকে গিয়া জানাও, 'শাস্তা তোমাকে ডাকিয়াছেন'। 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া এই ভিক্ষু আয়ুষ্মান মৌলীফাল্গুনের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, শাস্তা তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। 'তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান মৌলীফাল্গুন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মৌলীফাল্গুনকে ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই কি তুমি, ফাল্গুন,

---

* ককচ দুই দিকে বাঁটযুক্ত একপ্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিশেষ। কচকচ কাটে বলিয়াই ইহার নাম ককচ বা কচকচ।

১. মৌলী অর্থে চূড়া। গৃহীকালে তাঁহার মাথায় বৃহৎ চূড়া ছিল বলিয়া তিনি মৌলীফাল্গুন নামে পরিচিত হন। (প-সূ)

ভিক্ষুণীদিগের সহিত অতিরিক্ত মাত্রায় সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ? এইভাবেই তুমি ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ : যদি কোনো ভিক্ষু তোমার সম্মুখে ভিক্ষুণীদিগের অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলে, তাহাতে তুমি কুপিত ও অপ্রসন্ন হও, এমনকি ভিক্ষুর কৃত অপরাধের জন্য বিচার প্রার্থনা কর; আর যদি কেহ ভিক্ষুণীদিগের নিকট তোমার অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলে, তাহাতে তাহারা কুপিত ও অপ্রসন্ন হয়, এমনকি ভিক্ষুর কৃত অপরাধের বিচার প্রার্থনা করে। এইভাবেই কি তুমি ভিক্ষুণীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করো?

'হাঁ প্রভো, তাহাই বটে।' ফাল্গুন, তুমি কি জান না যে তুমি কুলপুত্র, পরে শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছ? 'হাঁ প্রভো, তাহাই বটে।' ফাল্গুন, শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, তুমি ভিক্ষুণীদিগের সহিত অতিমাত্রায় সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিবে। অতএব যদি কেহ তোমার সম্মুখে ভিক্ষুণীদিগের অখ্যাতিসূচক কোনো কথাও বলে, তথাপি তুমি যাহা গৃহীজনোচিত ছন্দ, যাহা গৃহীজনোচিত বিতর্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং এইরূপে শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে আমার চিত্ত বিপরিণত (বিকারপ্রাপ্ত) হইবে না, কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ করিব না, সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে দ্বেষ-ব্যবধানে অবস্থান করিব।' এইরূপে ফাল্গুন, তুমি বিষয়টি শিক্ষা করিবে : যদি কেহ তোমার সম্মুখে পাণি দ্বারা, লোষ্ট্র দ্বারা, দণ্ড দ্বারা অথবা শস্ত্র দ্বারা ভিক্ষুণীদিগকে প্রহারও করে,[১] তথাপি তুমি যাহা গৃহীজনোচিত ছন্দ, যাহা গৃহীজনোচিত বিতর্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং এইভাবে শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে আমার চিত্ত বিপরিণত হইবে না, কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ করিব না, সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে দ্বেষ-ব্যবধানে অবস্থান করিব।'

যদি কেহ তোমার সম্মুখে তোমারই অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলে, তথাপি যাহা গৃহীজনোচিত ছন্দ, যাহা গৃহীজনোচিত বিতর্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং এইরূপে শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে আমার চিত্ত বিপরিণত হইবে না, কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ করিব না, সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে দ্বেষ-ব্যবধানে অবস্থান করিব।'

ফাল্গুন, যদি কেহ তোমাকে পাণি দ্বারা, লোষ্ট্র দ্বারা, দণ্ড দ্বারা অথবা শস্ত্র

---

১. সূত্রোক্ত বিষয় মৌলীফাল্গুনের ব্যক্তিগত সাধনার উপযোগী করিয়াই বিবৃত হইয়াছে। গৃহীজনোচিত ভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে না পারিলে ধর্মসাধনা সার্থক হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

দ্বারা প্রহারও করে, তথাপি যাহা গৃহীজনোচিত ছন্দ, যাহা গৃহীজনোচিত বিতর্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং এইরূপে শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে আমার চিত্ত বিপরিণত হইবে না, কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ করিব না, সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে দ্বেষ-ব্যবধানে অবস্থান করিব।'

৩. অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, একসময় আমার ভিক্ষুশিষ্যগণ চিত্তসংযম সাধনা করিতেছিলেন, আমি তাহাদের ডাকিয়া কহিলাম, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি একাসন-ভোজনমাত্র ভোজন করি,[১] একাসন-ভোজন ভোজন করিয়া আমি অল্পাবাধ, অল্পাতঙ্ক, লঘুভাব, বল ও সুখবিহার কী, তাহা জানি। আইস, তোমরাও একাসন-ভোজন ভোজন করো, একাসন-ভোজন ভোজন করিয়া অল্পাবাধ, অল্পাতঙ্ক, লঘুভাব, বল ও সুখবিহার কী, তাহা জান।' হে ভিক্ষুগণ, ওই সকল ভিক্ষুর মধ্যে আমাকে কোনো অনুশাসন প্রদান করিতে হয় নাই। শুধু স্মরণ করাইবার ভাবেই আমাকে ওই ভিক্ষুদিগকে যাহা কিছু বলিতে হইয়াছে। যদি, হে ভিক্ষুগণ, সুভূমিতে চৌরাস্তায় সুবিনীত-সুদান্ত-অশ্বযুক্ত রথ সুবিন্যস্ত কশাসহ স্থিত হয়, তাহা হইলে দক্ষ রথাচার্য দম্য-অশ্ব-সারথি তাহাতে আরোহন করিয়া বামহস্তে রশ্মি ও দক্ষিণহস্তে কশা গ্রহণপূর্বক রথখানিকে যেদিকে যেভাবে ইচ্ছা, কি সম্মুখে, কি পশ্চাতে চালনা করিতে পারেন, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, ওই সকল ভিক্ষুর মধ্যে আমাকে কোনো অনুশাসন প্রদান করিতে হয় নাই, শুধু স্মরণ করাইবার ভাবেই আমাকে যাহা কিছু বলিতে হইয়াছে। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল ধর্ম পরিত্যাগ করো, কুশল ধর্মে আত্মনিয়োগ করো, তাহা করিলেই তোমরা এই ধর্মবিনয়ে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে পারিবে। যদি কোনো গ্রাম বা নিগমের অদূরে স্থিত কোনো এক বৃহৎ শালবন (শালদূষক) এরণ্ড বৃক্ষ দ্বারা আবৃত হয় এবং যদি এমন কোনো অর্থকামী, হিতকামী ও যোগক্ষেমকামী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যিনি যে-সমস্ত শালযষ্টি, শালকাণ্ড কুটিল ও ওজ-অপহারক সেই সমস্ত শালযষ্টি, শালকাণ্ড কুঠার দ্বারা কর্তন করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করেন এবং বনাভ্যন্তর সুবিশুদ্ধ করিবার ভাবে বিশোধন করেন, এবং যে-সকল শালযষ্টি ঋজু ও সুজাত সে-সকল শালযষ্টিকে সম্যকভাবে প্রতিপালন করেন, এবং তাহা করিবার ফলে ওই শালবন পরে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে।

---

১. মধ্যাহ্নের পূর্বে ভোজন একাসন-ভোজন। বুদ্ধঘোষ বলেন, মধ্যাহ্নের পূর্বে বহুবার ভোজন করিলেও তাহা একাসন-ভোজনের মধ্যে গণ্য। (প-সূ)

তেমনভাবেই হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল ধর্ম পরিত্যাগ করো, কুশল ধর্মে আত্মনিয়োগ করো, তাহা হইলে তোমরাও এই ধর্মবিনয়ে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিবে।

৪. পূর্বকালে এই শ্রাবস্তীতে বৈদেহিকা নাম্নী এক বিশিষ্টা গৃহিনী ছিলেন। তাহার এইরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ, সুযশ-সুনাম অভ্যুদ্গত হইয়াছিল যে, তিনি সুব্রতা, ভদ্রস্বভাবা এবং শান্তশীলা। কালী নামে তাঁহার জনৈকা দক্ষা, অনলসা এবং কুশলকর্মা দাসী ছিল। অনন্তর কালীদাসীর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমার আর্যপত্নীর এইরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ অভ্যুদ্গত হইয়াছে, সুযশ-সুনাম প্রচারিত হইয়াছে যে, তিনি সুব্রতা, ভদ্রস্বভাবা এবং শান্তশীলা। তিনি কি স্বভাবত শান্ত বলিয়াই কোপ প্রকাশ করেন না অথবা আমার কাজকর্ম সুসম্পাদিত দেখিয়াই স্বভাবে অশান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি শান্তভাব অবলম্বন করেন এবং কোনো কোপ প্রকাশ করেন না? যাহা হউক, আমি তাঁহাকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিব।' অতঃপর দাসী সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রা হইতে উঠিল। তাহা দেখিয়া গৃহিনী দাসীকে কহিলেন, 'কী লো, কালী!' 'কী, মা!' 'তুই যে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিলি?' 'এ তো তেমন কিছু নয়, মা!' 'পাপিষ্ঠা, তুই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠিলি, অথচ বলিতেছিস, এ কিছুই নয়, মা!' এইভাবে তিনি কুপিতা ও অপ্রসন্না হইয়া ভ্রূকুটি করিলেন। তখন কালীদাসীর মনে চিন্তা হইল : 'এই বিষয়ে আমি তাঁহাকে আরও অধিক পরীক্ষা করিয়া দেখিব'—এই ভাবিয়া সে একদিন আরও দেরি করিয়া নিদ্রা হইতে উঠিল। সেদিনও গৃহিনী তাহাকে লক্ষ করিয়া কহিলেন, 'কী লো, কালী!' 'কী, মা!' 'আজ যে তুই আরও দেরি করিয়া উঠিলি!' 'এ তো তেমন কিছু নয়, মা!' "পাপিষ্ঠা, তুই আরও দেরি করিয়া উঠিলি, অথচ বলিতেছিস, 'এ তো তেমন কিছু নয়, মা!'" এইভাবে তিনি কুপিতা ও অপ্রসন্না হইয়া অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর কালীর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি তাঁহাকে আরও অধিক পরীক্ষা করিয়া দেখিব।' তারপর একদিন সে আরও দেরি করিয়া নিদ্রা হইতে উঠিল। সেদিনও তিনি তাহাকে লক্ষ করিয়া কহিলেন, 'কী লো, কালী!' 'কী, মা!' 'তুই যে আরও দেরি করিয়া উঠিলি?' 'এ তো কিছুই নয়, মা!' "পাপিষ্ঠা, তুই আরও দেরি করিয়া উঠিলি, অথচ বলিতেছিস, 'এ তো কিছুই নয়, মা!'" এইভাবে গৃহিনী আরও কুপিতা ও অপ্রসন্না হইয়া অর্গলসূচি (দ্বারদণ্ড) লইয়া দাসীর শিরে আঘাত করিলেন এবং মাথা ফাটাইয়া দিলেন। দাসী রক্তগলগলমান ফাটা-মাথা লইয়াই প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'ওহে,

দেখ দেখ, আমার সুব্রতা গৃহস্বামিনীর কার্য, ভদ্রস্বভাবার কার্য, শান্তশীলার কার্য, কীরূপে তিনি মাত্র এক দাসীর দেরিতে উঠার অপরাধে কুপিতা ও অপ্রসন্না হইয়া অর্গলসূচি হাতে লইয়া শিরে আঘাত করেন এবং মাথা ফাটাইয়া দেন!' তাহা করিবার ফলে পরে বৈদেহিকা গৃহিনীর এইরূপ অকীর্তি-শব্দ অভ্যুদ্গত হইল, কুযশ-কুনাম প্রচারিত হইল যে, বৈদেহিকা গৃহিনী চণ্ডস্বভাবা, অধীরা, অশান্তশীলা। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু অতি সুব্রত, সুশান্ত এবং শান্তশীল হয়, যে পর্যন্ত না কোনো অমনোজ্ঞ ও অপ্রিয় বাক্য তাহাকে স্পর্শ করে। যে মুহূর্তে তাহাকে কোনো অমনোজ্ঞ ও অপ্রিয় বাক্য স্পর্শ করে তখনোই জানিতে হয়, সে সুব্রত, সুশান্ত ও শান্তশীল কি না। হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই ভিক্ষুকে সুবচ বলি না, যদি সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ লাভহেতু সুবচ হয়, এবং সুবচভাব গ্রহণ করে। ইহার কারণ কী? যেহেতু চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ লাভ করিতে না পারিলে সে আর সুবচ হইবে না, সুবচভাবও অবলম্বন করিবে না।

যে ভিক্ষু ধর্মকেই সৎকার-সম্মান করিয়া, ধর্মকেই গুরুস্বরূপ করিয়া, ধর্মকেই মানিয়া, পূজিয়া, সংবর্ধনা করিয়া সুবচ হন, সুবচভাব অবলম্বন করেন, তাঁহাকে আমি যথার্থ সুবচ বলি। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপে শিক্ষা করিবে : 'আমরা ধর্মকেই সম্মান-সৎকার করিয়া, ধর্মকেই গুরুস্বরূপ করিয়া, মানিয়া, পূজিয়া, সংবর্ধনা করিয়া সুবচ হইব, সুবচভাব অবলম্বন করিব।' তোমরা ইহাই শিক্ষা করিবে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিতে পারে : কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্‌বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত (বিকারপ্রাপ্ত) না হয়, আমরা কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি। ওই সকল ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত-চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি। তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন-চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত-চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে। কোনো এক ব্যক্তি কোদাল ও পেটক লইয়া বলিল,

'আমি এই মহাপৃথিবীকে নিষ্পৃথিবী (অপৃথিবী) করিব।' 'পৃথিবী নিষ্পৃথিবী হও, পৃথিবী নিষ্পৃথিবী হও' বলিতে বলিতে সে এখানে-সেখানে মৃত্তিকা খনন করিয়া ইতস্তত তাহা বিদীর্ণ করিল। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে করো যে, ওই ব্যক্তি তাহার এই কার্যের দ্বারা এই মহাপৃথিবীকে নিষ্পৃথিবী করিতে পারিবে? 'না প্রভো, ইহা সম্ভব নহে।' ইহার কারণ কী? 'প্রভো, ইহার কারণ এই যে, এই মহাপৃথিবী সুগভীর, অপ্রমেয়, উহাকে নিষ্পৃথিবী করা সহজ নহে, পৃথিবীকে নিষ্পৃথিবী করিতে গেলে এই ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্ত এবং দুঃখভাগীই হইবে।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতে হয় বলিবে, কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্‌বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত না হয়, আমরা পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া আমরা যেন সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি, ওই ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি, তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো, কোনো এক ব্যক্তি লাক্ষা বা হরিদ্রা, নীল অথবা মঞ্জিষ্ঠা বর্ণ লইয়া বলিল, 'আমি এই আকাশে চিত্র অঙ্কন করিব, প্রতিবিম্ব প্রকটিত করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে করো যে, এই ব্যক্তি সত্যসত্যই আকাশে চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রতিবিম্ব প্রকটিত করিতে পারিবে? 'না প্রভো, ইহা সম্ভব নহে।' 'ইহার কারণ কী?' 'প্রভো, ইহার কারণ এই যে, আকাশ অরূপী, অনিদর্শন (অদৃশ্য), তাহাতে চিত্রাঙ্কন করিয়া প্রতিবিম্ব প্রকটিত করা সম্ভব নহে, তাহা করিবার চেষ্টা করিলে ওই ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্ত ও দুঃখভাগী হইবে।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে যাহা বলিবার বলিবে, কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্‌বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত না

হয়, আমরা পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি, ওই ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি, তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বিষয়টি এইরূপে শিক্ষা করিবে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো, কোনো এক ব্যক্তি দীপ্ত মশালহস্তে আসিয়া বলিল, 'আমি এই দীপ্ত মশাল দ্বারা গঙ্গানদী সন্তপ্ত করিব, সম্পরিতপ্ত করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে করো যে, ওই ব্যক্তি সত্যসত্যই ওই দীপ্ত মশাল দ্বারা গঙ্গানদী সন্তপ্ত ও সম্পরিতপ্ত করিতে পারিবে? 'না প্রভো, ইহা সম্ভব নহে।' ইহার কারণ কী? 'প্রভো, ইহার কারণ এই যে, গঙ্গানদী সুগভীরা, অপ্রমেয়া, সামান্যদীপ্ত মশাল দ্বারা তাহা সন্তপ্ত ও সম্পরিতপ্ত করা সহজ নহে, তাহা করিবার চেষ্টা করিলে ওই ব্যক্তি নিজেই সন্তপ্ত ও দুঃখভাগী হইবে।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে যাহা বলিবার বলিবে, কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্‌বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত না হয়, আমরা পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া, সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি, ওই ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি, তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বিষয়টি এইরূপে শিক্ষা করিবে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো, এখানে একটি মর্দিত, সুমর্দিত, সুপরিমর্দিত, সুকোমল, শিমুল তুলার ন্যায় নরম, সরসর ভরভর শব্দবিহীন বিড়ালচর্মনির্মিত থলি আছে। মনে করো, কোনো এক ব্যক্তি কাঠ বা কাঠিহস্তে আসিয়া বলিল, 'আমি এই কাঠির দ্বারা এই মর্দিত, সুমর্দিত, সুপরিমর্দিত, সুকোমল, শিমুল তুলার ন্যায় নরম, সরসর ভরভর শব্দবিহীন বিড়ালচর্মনির্মিত থলিতে সরসর ভরভর শব্দ উৎপাদন করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে করো যে, এই ব্যক্তি কাঠি দ্বারা ওই বিড়ালচর্মনির্মিত থলিতে সরসর ভরভর শব্দ উৎপাদন করিতে পারিবে? 'না প্রভো, ইহা সম্ভব নহে।' ইহার কারণ কী? 'প্রভো, ইহার কারণ এই যে, ওই বিড়ালচর্মনির্মিত

থলি মর্দিত, সুমর্দিত, সুপরিমর্দিত, সুকোমল শিমুল তুলার ন্যায় নরম, সরসর ভরভর শব্দবিহীন; কাঠ বা কাঠির দ্বারা তাহাতে সরসর ভরভর শব্দ উৎপাদন করা সহজ নহে, তাহা করিবার চেষ্টা করিলে ওই ব্যক্তিই নিজে শ্রমক্লান্ত ও দুঃখভাগী হইবে।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবচনপথে অপরে যাহা বলিবার বলিবে : কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে। কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অপরে তোমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তোমরা কিন্তু তদ্‌বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে যেন আমাদের চিত্ত বিপরিণত না হয়, আমরা পাপবাক্য উচ্চারণ না করি, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করি, ওই ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করি; তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করিয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে অবস্থান করি।' হে ভিক্ষুগণ, বিষয়টি এইরূপে শিক্ষা করিবে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, যদি চোর অথবা কোনো নীচকর্মা তস্কর উভয়দিকে বাঁটযুক্ত ককচ দ্বারা তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তনও করে, তাহাতে তোমাদের মধ্যে যে মনকে প্রদূষিত করিবে, সে আমার শাসনকর, আজ্ঞাবহ শিষ্য নহে। হে ভিক্ষুগণ, সেক্ষেত্রেও তোমরা বিষয়টি এইরূপে শিক্ষা করিবে : 'ইহাতে আমাদের চিত্ত বিপরিণত হইবে না, কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করিব না, দ্বেষবশবর্তী না হইয়া সকলের হিতানুকম্পী হইয়া মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করিব, মৈত্রীসহগত চিত্তে ওই ব্যক্তিকে স্ফুরিত করিয়া তদবলম্বনে সর্বলোক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপন্ন চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ককচোপম উপদেশ অনুক্ষণ মনে রাখিবে, সাবধানে দেখিবে, যেন তোমাদের সম্বন্ধে অপরের এইরূপ অণু বা স্থূল কোনো উক্তি তোমরা পোষণ না করো। 'প্রভো, আমরা তাহা পোষণ করিব না।' অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ককচোপম উপদেশ অনুক্ষণ মনে রাখিবে, যেহেতু তাহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন।

ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ককচোপম-সূত্র সমাপ্ত ॥

২২. অলগর্দোপম-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময় পূর্বগৃধ্রবধক[১] অরিষ্ট নামে জনৈক ভিক্ষুর এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল : 'আমি ভগবৎ-দেশিত ধর্ম এমনভাবে জানি যাহাতে ভগবান যে-সকল পাপধর্ম অন্তরায়কর মনে করেন সে-সকল ধর্ম অনুশীলন করিলে উহারা অন্তরায় ঘটাইবে না।' বহুসংখ্যক ভিক্ষু শুনিতে পাইলেন যে, পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুর মধ্যে এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সত্যই কি, অরিষ্ট, তোমার মধ্যে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে : তুমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এমনভাবে জান যাহাতে তিনি যে-সকল ধর্ম অন্তরায়কর বলেন সে-সকল ধর্ম অনুশীলন করিলে উহারা তোমার পক্ষে অন্তরায়কর[২] হইবে না?' 'হাঁ, তাহাই বটে।' ওই ভিক্ষুগণ পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে এই পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত করিবার মানসে সমনুযুক্ত,[৩] সমনুগ্রাহী (সমনুগ্রাহী?) এবং সমনুভাষী হইয়া কহিলেন, 'অরিষ্ট, তুমি এমন কথা বলিও না, ভগবানের অপবাদ করিও না, ভগবানের অপবাদ করা ভালো নহে, ভগবান কিছুতেই এইরূপ কথা কখনও বলিবেন না। অরিষ্ট, ভগবান বহুপর্যায়ে (বহুপ্রকারে) অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলিয়াছেন, যে-সকল ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটাইবে। অরিষ্ট, ভগবান বহুপর্যায়ে বলিয়াছেন : অল্পাস্বাদ কাম বহু দুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক। কাম অস্থিকঙ্কালসদৃশ[৪], মাংসপেশিসদৃশ[৫],

---

১. গদ্ধবাধিপুব্বস্‌স, গন্ধবাধিপুব্বস্‌স—এই দ্বিবিধ পাঠ দৃষ্ট হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে গদ্ধবাধিপুব্ব অর্থে যাঁহার পূর্বপুরুষগণ গৃধ্রবধক, গৃধ্রঘাতক ছিলেন। (প-সূ) আমাদের মতে, যিনি পূর্বে, অর্থাৎ প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্বে, গন্ধবাধি বা গদ্ধবাধি কুলে জাত হইয়াছেন বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। বধ শব্দ লইতে বাধি আখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে মনে হয় না। গন্ধবাধি 'গন্ধব্যাধি'র অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়।

২. যাহা মোক্ষের পক্ষে অন্তরায়। (প-সূ)

৩. সমনুযুঞ্জন্তি, সমনুগাহন্তি, সমনুভাসন্তি—ইহা জৈন উক্তির অনুরূপ পালি উক্তি। বুদ্ধঘোষের মতে সমনুযুক্ত হওয়া অর্থে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করা—ওহে! তোমার মত কী? সমনুগাহী হওয়া অর্থে কথিত মত নিরস্ত করা। সমনুভাষী অর্থে কারণজিজ্ঞাসু হওয়া, 'ওহে! তুমি কী কারণে, কী যুক্তিতে এ কথা বলিতেছ?' (প-সূ)

৪. অল্পাস্বাদ অর্থে অস্থিকঙ্কালসদৃশ। (প-সূ)

তৃণোল্কাসদৃশ[১], অঙ্গারিসদৃশ[২], স্বপ্নসদৃশ[৩], যাচিতকসদৃশ[৪] বিষবৃক্ষের ফলসদৃশ[৫], অসিধারাসদৃশ[৬], শক্তিশূলসদৃশ[৭], সর্পশিরসদৃশ[৮], বহু দুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক।' ভিক্ষুগণ দ্বারা পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু এইরূপে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহিত এবং সমনুভাষিত হইয়াও ওই পাপদৃষ্টি আঁকড়াইয়া ধরিয়া উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিলেন : 'আমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এমনভাবে জানি যাহাতে তিনি যে-সকল পাপধর্ম অন্তরায়কর বলিয়াছেন সে-সকল ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটায় না।'

২. ওই ভিক্ষুগণ পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিতে না পারিয়া ভগবৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ভগবানের নিকট সকল বিষয় যথাযথ বিবৃত করিয়া কহিলেন, 'প্রভো, পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে এই পাপদৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিতে না পারিয়া এ বিষয় আপনাকে জানাইতেছি।'

৩. অনন্তর ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে আহ্বান করিলেন, ভিক্ষু, এদিকে আইস, তুমি আমার আদেশে পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে গিয়া বলো : 'শাস্তা তোমাকে ডাকিয়াছেন।' 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া ওই ভিক্ষু পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'অরিষ্ট, শাস্তা তোমায় ডাকিয়াছেন।' 'তথাস্তু' বলিয়া অরিষ্ট ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে ভগবান কহিলেন, সত্যই কি, অরিষ্ট, তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে : তুমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এমনভাবে জান যাহাতে তিনি যে-সকল ধর্ম অন্তরায়কর বলিয়াছেন সে-সকল ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায়

---

৫. অতি সাধারণ অর্থে মাংসপেশিসদৃশ। (প-সূ)

১. অনুদহন অর্থে তৃণোল্কাসদৃশ। (প-সূ) তৃণোল্কা অর্থে তৃণজাত অগ্নি।

২. মহাভিতাপন অর্থে অঙ্গারিসদৃশ। (প-সূ) অঙ্গারি অর্থে অগ্নিধানিকা, অগ্নিপাত্র, অগ্ন্যাধার, অগ্নিকুণ্ড।

৩. অলীক অর্থে স্বপ্নোপম, স্বপ্নসদৃশ। (প-সূ)

৪. সাময়িক বা ক্ষণিক অর্থে যাচিতকসদৃশ। (প-সূ)

৫. সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ জর্জরিত করে অর্থে বিষবৃক্ষের ফলসদৃশ। (প-সূ)

৬. অধিচ্ছেদন করে অর্থে অসিধারাসদৃশ। (প-সূ)

৭. মর্মবিদ্ধ করে অর্থে শক্তিশূলসদৃশ। (প-সূ)

৮. ভয়সংকুল অর্থে সর্পশিরসদৃশ। (প-সূ)

ঘটাইবে না। 'প্রভো, তাহাই বটে।' তুমি মোঘপুরুষ (মূর্খ)। আমি এইরূপ ধর্মদেশনা করিয়াছি তুমি কাহার নিকট জানিলে? আমি কি বহুপর্যায়ে অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলি নাই, যে-সকল ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটাইবেই? আমি কি এ কথা বলি নাই যে, অল্পাস্বাদ কাম বহু দুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক? আমি কি আরও বলি নাই যে, কাম অস্থিকঙ্কালসদৃশ, মাংসপেশিসদৃশ, তৃণোল্কাসদৃশ, অঙ্গারিসদৃশ, স্বপ্নসদৃশ, যাচিতকসদৃশ, বিষবৃক্ষের ফলসদৃশ, অসিধারাসদৃশ, শক্তিশূলসদৃশ, সর্পশিরসদৃশ, বহু দুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক? অথচ তুমি নিজে আমার উক্তি কদর্থে গ্রহণ করিয়া আমাকেও নিন্দিত করিতেছ, নিজের জন্যও গর্ত খনন করিতেছ এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছ। ইহা তোমার পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে। অতঃপর ভগবান অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, তোমরা কি মনে করো যে, পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে জ্ঞানদীপ্ত হইয়াছে? 'প্রভো, ইহা কি সম্ভব? তাহার এমন কী আছে যে, সে এইরূপ হইবে? না, তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।' এ কথা বলিলে পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু তূষ্ণীম্ভূত, মঙ্কুভূত (নিস্তেজ), অধোশির, অধোবদন, নিষ্পন্দ ও নীরব হইয়া রহিলেন।

৪. অনন্তর ভগবান পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষুকে তূষ্ণীম্ভূত, মঙ্কুভূত (নির্বাক; ভগ্নোৎসাহ), অধোশির, অধোবদন, নিষ্পন্দ ও নীরব দেখিয়া কহিলেন, মোঘপুরুষ, তুমি তোমার নিজ পাপদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইবে, আমি এখন অপরাপর ভিক্ষুদিগকে এই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি জান যে, আমি এইরূপে কোনো ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছি যাহা কদর্থে গ্রহণ করিয়া এই পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু আমাকে নিন্দিত করিতেছে, নিজের জন্যও গর্ত খনন করিতেছে এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছে? 'না প্রভো, আমরা এইরূপ জানি না। প্রভো, আমরা এইরূপ জানি যে, ভগবান বহুপর্যায়ে অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলিয়াছেন, যে-সকল অন্তরায়কর ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটাইবেই। আমরা ইহাও জানি যে, ভগবান বলিয়াছেন, অল্পাস্বাদ কাম বহু দুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যধিক। আমরা জানি যে, ভগবান বলিয়াছেন, কাম অস্থিকঙ্কালসদৃশ, মাংসপেশিসদৃশ, তৃণোল্কাসদৃশ, অঙ্গারিসদৃশ, স্বপ্নসদৃশ, যাচিতকসদৃশ, বিষবৃক্ষের ফলসদৃশ, অসিধারাসদৃশ, শক্তিশূলসদৃশ, সর্পশিরসদৃশ, বহু

দুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, ইহাতেই আদীনবই অত্যধিক।' হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে আমি বহুপর্যায়ে অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলিয়াছি, যে-সকল অন্তরায়কর ধর্ম আচরণ করিলে অন্তরায় ঘটাইবেই। তাহা হইলে আমি বলিয়াছি, অল্পাস্বাদ কাম বহু দুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, কামে আদীনবই অত্যধিক, কাম অস্থিকঙ্কালসদৃশ, মাংসপেশিসদৃশ, তৃণোল্কাসদৃশ, অঙ্গারিসদৃশ, স্বপ্নসদৃশ, যাচিতকসদৃশ, বিষবৃক্ষের ফলসদৃশ, অসিধারাসদৃশ, শক্তিশূলসদৃশ, সর্পশিরসদৃশ, বহু দুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক। হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে আমি বহুপর্যায়ে বহুপ্রকারে অন্তরায়কর ধর্মকে অন্তরায়কর বলিয়াছি, অথচ এই পূর্বগৃধ্রবধক অরিষ্ট ভিক্ষু কদর্থে আমার উক্তি গ্রহণ করিয়া আমাকে নিন্দিত করিতেছে, নিজেরও গর্ত খনন করিতেছে এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছে। তাহা হইলে ইহা সত্যসত্যই তাহার ন্যায় মোঘপুরুষের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, সে যে কাম বিনা, কামসংজ্ঞা বিনা, কামবিতর্ক বিনা কাম প্রতিসেবন করিবে, এহেন সম্ভাবনা নাই[১]।

৫. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো মোঘপুরুষ (মৎকথিত) ধর্ম অধ্যয়ন করে; যথা : সূত্র[২], গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্য। তাহারা এই ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা ইহার অর্থ উপপরীক্ষা করে না[৩], প্রজ্ঞা দ্বারা তাহারা ধর্মের অর্থ উপপরীক্ষা করে না বলিয়া নিধ্যান[৪] তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাহারা পরমত নিরস্ত এবং স্বমত সমর্থন করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ধর্ম অধ্যয়ন করে, তাহা করিতে গিয়া যে-জন্য

---

১. বুদ্ধের এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, অরিষ্ট ভিক্ষুর মতে মৈথুনসেবনেও মোক্ষের অন্তরায় না হইতে পারে। বুদ্ধের যুক্তিতে কামোত্তেজনা ব্যতীত, কামচেতনা ব্যতীত, কামকল্পনা ব্যতীত কাম প্রতিসেবন সম্ভব নহে, এবং যেখানে কামোত্তেজনা আছে, কামচেতনা আছে, কামকল্পনা আছে সেখানে মোক্ষ সম্ভব কীরূপে? কামে পটিসেবিস্সতি অর্থে মেথুনসমাচারং সমাচরিস্সতি। (প-সূ)

২. সূত্র, গেয়াদি নবাঙ্গ বা নয় শ্রেণির বুদ্ধবচন বা জিনোপদেশ। সূত্র-নামক বুদ্ধবচনই সূত্র। সগাথ সূত্রের নাম গেয় (গানের উপযোগী)। গাথাহীন সূত্রই ব্যাকরণ (ব্যাখ্যা-বিবৃতি)। পদ্যে বিরচিত সূত্রের নাম গাথা। ভাবোদ্দীপক, ভাবব্যঞ্জক উক্তির নাম উদান। ভগবদুক্তিরূপে উদ্ধৃত উক্তির নাম ইত্যুক্তক। বোধিসত্ত্বের জীবনচরিতই জাতক নামে অভিহিত। যে-সকল সূত্রে অদ্ভুত ও আশ্চর্যকর বিষয়ের উল্লেখ আছে উহাদের নাম অদ্ভুতধর্ম। বেদযুক্ত, তুষ্টিদায়ক সূত্রের নাম বেদল্য। (প-সূ) পিটক-গ্রন্থাবলি দ্র.।

৩. সূত্রার্থ যথাভাবে দর্শন এবং গ্রহণ করে না। (প-সূ)

৪. নিধ্যান অর্থে লক্ষিত বস্তুর বিন্যাস যথাভাবে, দর্শন, মনন। (প-সূ)

তাহারা ধর্ম অধ্যয়ন করে তাহা তাহাদের অনুভূতিতে আসে না। সেই ধর্ম ভিন্নার্থে গ্রহণ করায় তাহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু উপদিষ্ট ধর্ম তাহারা ভিন্নার্থে গ্রহণ করিয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, মনে করো অলগর্দ-অর্থী, অলগর্দ-গবেষক জনৈক ব্যক্তি অলগর্দ-অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে এক বৃহৎ অলগর্দ (আশীবিষ)[১] দেখিতে পাইল এবং উহার দেহমধ্যে কিংবা নঙ্গুষ্ঠে (লেজে) ধরিল, অলগর্দ উলটিয়া তাহার হস্তে বা বাহুতে বা অপর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দংশন করিল। মনে করো, সে তৎকারণে মৃত্যুকবলে গমন করিল কিংবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইল। ইহার কারণ কী? যেহেতু সে অলগর্দের দেহের যথাস্থানে ধরিতে পারে নাই। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো মোঘপুরুষ মৎকথিত ধর্ম অধ্যয়ন করে; যথা : সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্য। তাহারা এই ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা ইহার অর্থ উপপরীক্ষা করে না, প্রজ্ঞা দ্বারা তাহারা ধর্মের অর্থ উপপরীক্ষা করে না বলিয়া নিধ্যান তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাহারা পরমত খণ্ডন ও স্বমত সমর্থন করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ধর্ম অধ্যয়ন করে। তাহা করিতে গিয়া যে কারণে তাহারা ধর্ম অধ্যয়ন করে তাহা তাহাদের অনুভূতিতে আসে না। সেই ধর্ম ভিন্নার্থে গ্রহণ করায় তাহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু উপদিষ্ট ধর্ম তাহারা ভিন্নার্থে গ্রহণ করিয়াছে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র আমার উপদিষ্ট ধর্ম অধ্যয়ন করেন; যথা : সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্য। তাঁহারা তাহা অধ্যয়ন করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা উপপরীক্ষা করেন। প্রজ্ঞা দ্বারা ধর্ম উপপরীক্ষা করিবার ফলে তাঁহাদের পক্ষে নিধ্যান সম্ভব হয়। তাঁহারা পরমত খণ্ডন ও স্বমত সমর্থন আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম অধ্যয়ন করেন না, যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা ধর্ম অধ্যয়ন করেন তাহা তাঁহাদের নিকট অনুভূত হয়। তাঁহাদের পক্ষে সুগৃহীত ধর্ম হিত ও সুখের কারণ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা সুভাবেই ধর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। হে ভিক্ষুগণ, মনে করো, অলগর্দ-অর্থী, অলগর্দ-গবেষক জনৈক ব্যক্তি অলগর্দ-অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে এক বৃহৎ অলগর্দ দেখিতে পাইল। মনে

---

১. অলগর্দ বা আলগর্দ অর্থে জাত সাপ, বিষধর সর্প।

করো, সে অজপাদ-দণ্ডের[১] (চিমটির) দ্বারা অলগর্দকে নিশ্চল করিয়া হস্ত দ্বারা উহার গ্রীবা শক্ত করিয়া ধরিল। তখন সেই অলগর্দ স্বীয় দেহকুণ্ডল দ্বারা ওই ব্যক্তির হস্ত বা বাহু বা অপর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেষ্টন করুক না কেন, তৎকারণে সে মৃত্যুকবলে গমন করিবে না অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে না। ইহার কারণ কী? যেহেতু সে অলগর্দের দেহ যথাস্থানে ধরিয়াছে। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র মৎকথিত ধর্ম অধ্যয়ন করেন; যথা : সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্য। তাঁহারা তাহা অধ্যয়ন করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা উপপরীক্ষা করেন, প্রজ্ঞা দ্বারা ধর্ম উপপরীক্ষা করিবার ফলে তাঁহাদের পক্ষে নিধ্যান সম্ভব হয়। তাঁহারা পরমত খণ্ডন ও স্বমত সমর্থন করিবার আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম অধ্যয়ন করেন না, যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা ধর্ম অধ্যয়ন করেন তাহা তাঁহাদের নিকট অনুভূত হয়। তাঁহাদের পক্ষে সুগৃহীত ধর্ম হিত ও সুখের কারণ হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহারা সুভাবেই ধর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মৎকথিত যে ধর্মের অর্থ যেভাবে আমা হইতে জান, তাহা সেইভাবে অবধারণ করো, মৎকথিত যে ধর্মের অর্থ তোমরা ঠিক জান না তদ্‌বিষয়ে তোমরা আমাকে কিংবা কোনো দক্ষ ভিক্ষুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিকট কুল্লোপম (ভেলোপম) ধর্মোপদেশ প্রদান করিব, নিস্তারের জন্য, অস্মিতাদি মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণের জন্য নহে। তোমরা তাহা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

৭. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো, দীর্ঘপথযাত্রী জনৈক ব্যক্তি দেখিতে পাইল, তাহার সম্মুখে এক মহার্ণব, মহোদধি রহিয়াছে, যাহার এই তীর ভয়সংকুল এবং অপর তীর ক্ষেম ও অভয়পূর্ণ। তাহার নিকট না আছে 'তরণের নৌকা', না আছে 'পরপারে গমনের সেতু।' তখন তাহার মনে হইল, 'এই তো আমার সম্মুখে এক মহার্ণব মহোদধি, যাহার এই তীর ভয়সংকুল এবং অপর তীর ক্ষেম ও অভয়পূর্ণ, এদিকে আমার না আছে তরণের নৌকা, না আছে পরপারে গমনের সেতু। তাহা হইলে কি আমি তৃণকাষ্ঠ, শাখাপলাশ সংগ্রহ করিয়া কুল্ল বাঁধিয়া তাহা অবলম্বনে হস্তপদে বাহিয়া নিরাপদে

---

১. অজপাদের ন্যায় দ্বিখণ্ড-মুখ দণ্ড, যদ্দ্বারা চাপিয়া ধরিলে সাপ নিশ্চল হইয়া পড়ে। চাঁটগার চলতি ভাষায় ইহার নাম 'খাউপ্পা বা খাপ-যুক্ত দণ্ড।

সাগরপারে উত্তীর্ণ হইব?' এই ভাবিয়া ওই ব্যক্তি তৃণকাষ্ঠ ও শাখাপলাশ সংগ্রহ করিয়া কুল্ল বাঁধিয়া তাহা অবলম্বনে হস্তপদে বাহিয়া নিরাপদে সাগরপারে উত্তীর্ণ হইল। পরপারে উত্তীর্ণ (পারগত) হইয়া তাহার মনে হইল : 'এই কুল্ল (ভেলা)[১] আমার পক্ষে বহু উপকারী, যেহেতু আমি ইহাই অবলম্বনস্বরূপ করিয়া হস্তপদে বাহিয়া নিরাপদে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অতএব আমি ইহাকে একবার শিরে, একবার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া যথেচ্ছা (ইচ্ছামতো) গমন করিব।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে করো যে, তাহা করিতে গিয়া ওই ব্যক্তি ওই কুল্ল সম্পর্কে যুক্তকারী হইল? 'না প্রভো, যুক্তকারী হইল না।' তবে, হে ভিক্ষুগণ, কী করিলে ওই ব্যক্তি ওই কুল্ল সম্পর্কে যুক্তকারী হইবে? হে ভিক্ষুগণ, পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ওই ব্যক্তি মনে করিল, 'এই কুল্ল আমার পক্ষে বহু উপকারী, যেহেতু ইহাকে অবলম্বনস্বরূপ করিয়া হস্তপদে বাহিয়া আমি নিরাপদে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এখন আমি ওই ভেলা স্থলে উঠাইয়া অথবা জলে ডুবাইয়া যথেচ্ছা গমন করিব।' হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ আচরণ করিলেই ওই ব্যক্তি ওই কুল্ল বিষয়ে যুক্তকারী হইবে। তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিকট কুল্লোপম ধর্মোপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তোমাদের নিস্তারের জন্য, তদ্বারা কোনো মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণের জন্য নহে। এই যে আমি তোমাদের নিকট কুল্লোপম (ভেলোপম) ধর্মোপদেশ প্রদান করিলাম, যাহারা ইহার যথার্থ অর্থ জানিবে তাহারা (কথিত) ধর্মও পরিত্যাগ করিবে, অধর্ম তো পূর্বেই পরিত্যাগ করিবে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, এই ছয় দৃষ্টিস্থান (মিথ্যাদৃষ্টির কারণ)। ছয় কী কী? হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন, অনভিজ্ঞ সাধারণ জন, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করেন নাই, যিনি আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করেন নাই, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, স্বজ্ঞানে দর্শন করেন : 'এই রূপ আমার, আমিই রূপ, ইহা আমার আত্মা (নিজস্ব বস্তু)। এই বেদনা আমার, আমি বেদনা, ইহাই আমার আত্মা। এই সংজ্ঞা আমার, আমি সংজ্ঞা, ইহাই আমার আত্মা। এই সংস্কার আমার, আমি সংস্কার, ইহাই আমার আত্মা। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত (অনুমিত), বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অন্বেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাহাও আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা। এই যে দৃষ্টিস্থান—সে-ই লোক

১. কুল্ল চাঁটগার চলতি ভাষায় 'চালি'।

(জগৎ) সে-ই আত্মা (নিজস্ব বস্তু), সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা।'

[পক্ষান্তরে] হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, সৎপুরুষধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, স্বজ্ঞানে দর্শন করেন : 'এই রূপ আমার নহে, আমি রূপ নহি, রূপ আমার আত্মা নহে। এই বেদনা আমার নহে, আমি বেদনা নহি, বেদনা আমার আত্মা নহে। এই সংজ্ঞা আমার নহে, আমি সংজ্ঞা নহি, সংজ্ঞা আমার আত্মা নহে। এই সংস্কার আমার নহে, আমি সংস্কার নহি, সংস্কার আমার আত্মা নহে। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। এই যে দৃষ্টিস্থান—সে-ই লোক, সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে।' এইরূপে সর্ব জ্ঞেয় বিষয় স্বজ্ঞানে দর্শন করিলে আমার বলিয়া কিছু না থাকায় তাঁহার পরিক্লেশ হয় না।

৯. ইহা বিবৃত হইলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, 'প্রভো, বাহিরে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ হইতে পারে কী?' ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, হইতে পারে। কাহারও কাহারও মনে হয় : 'আমার যাহা ছিল তাহা এখন আমার নাই, যাহা আমার থাকা উচিত তাহা আমি পাই না' এই ভাবিয়া সে অনুশোচনা করে, ক্লিষ্ট হয়, আর্তনাদ করে, উরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষু, এইরূপে বাহিরে আত্মবস্তুর অভাবে তাঁহার পরিক্লেশ হয়।

'প্রভো, বাহিরে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ না হইতে পারে কি?' ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, না হইতেও পারে। কাহারও কাহারও মনে হয় : 'আমার যাহা ছিল তাহা আমার নাই, যাহা আমার থাকা উচিত তাহা আমি পাই না।' অথচ তিনি তজ্জন্য অনুশোচনা করেন না, ক্লিষ্ট হন না, আর্তনাদ করেন না, উরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন না, সম্মোহপ্রাপ্ত হন না। ভিক্ষু, এইরূপে বাহিরে আত্মবস্তুর অভাবে তাঁহার পরিক্লেশ হয় না।

'প্রভো, অধ্যাত্মে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ হইতে পারে কি?' ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, হইতে পারে। কাহারও কাহারও এইরূপ দৃষ্টি (বিশ্বাস) জন্মে : 'সে-ই লোক সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব,

শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব।' সে শুনিতে পায় তথাগত কিংবা কোনো তথাগত-শ্রাবক সর্বদৃষ্টি, দৃষ্টিস্থান, দৃষ্টি-অধিষ্ঠান (ভিত্তি), দৃষ্টি-পর্যুত্থান (বহিঃপ্রকাশ), দৃষ্টি-অভিনিবেশরূপী অনুশয়গুলি সমুৎপাটিত করিবার জন্য, সর্বসংস্কার উপশমিত করিবার জন্য, সর্বোপাধি[১] পরিবর্জন করিবার জন্য, তৃষ্ণাক্ষয়-বিরাগ-নিরোধ[২] (নামধেয়) নির্বাণ লাভের জন্য ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহাতে তাহার মনে হয় : 'আমি সত্যই উচ্ছিন্ন হইব, সত্যই বিনষ্ট হইব, সত্যই আমি (পরে) হইব না।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে, ক্লিষ্ট হয়, আর্তনাদ করে, ঊরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষু, এইরূপে অধ্যাত্মে আত্মবস্তুর অভাবে তাহার পরিক্লেশ হয়।

'প্রভো, অধ্যাত্মে আত্মবস্তুর অভাবে পরিক্লেশ না হইতে পারে কি?' ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, না হইতেও পারে। হে ভিক্ষুগণ, কাহারও কাহারও মনে হয় না : 'সে-ই লোক সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব।' সে শুনিতে পায় তথাগত কিংবা কোনো তথাগত-শ্রাবক সর্বদৃষ্টি, দৃষ্টিস্থান, দৃষ্টি-অধিষ্ঠান, দৃষ্টি-পর্যুত্থান, দৃষ্টি-অভিনিবেশরূপী অনুশয়গুলি সমুৎপাটিত করিবার জন্য, সকল সংস্কার উপশমিত করিবার জন্য, সর্বোপাধি পরিবর্জনের জন্য, তৃষ্ণাক্ষয়-বিরাগ-নিরোধ-(নামধেয়) নির্বাণ[৩] লাভের জন্য ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মনে হয় না : 'আমি সত্যই উচ্ছিন্ন হইব, সত্যই বিনষ্ট হইব, সত্যই পরে হইব না।' তজ্জন্য তিনি অনুশোচনা করেন না, ক্লিষ্ট হন না, আর্তনাদ করেন না, ঊরু চাপড়াইয়া ক্রন্দন করেন না, সম্মোহপ্রাপ্ত হন না। ভিক্ষু, এইরূপেই অধ্যাত্মে আত্মবস্তুর অভাবে তাঁহার পরিক্লেশ হয় না।

১০. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো, তোমরা তেমন এক পরিগ্রহ (বহির্বস্তু) পরিগ্রহণ করিতে চাও যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী এবং যাহা চিরদিন একইরূপে থাকিবে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি তেমন কোনো পরিগ্রহ দেখিতে পাও যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অবিপরিণামী এবং যাহা চিরদিন একইরূপে থাকিবে? 'না, প্রভো।' সাধু, হে ভিক্ষুগণ, আমিও তেমন কোনো

---

১. উপাধি চারি প্রকার : স্কন্ধোপাধি, ক্লেশোপাধি, অভিসংস্কারোপাধিও পঞ্চকামগুণোপাধি। (প-সূ)

২. তৃষ্ণাক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বিরত হয়, নিরুদ্ধ হয় অর্থে তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ ও নিরোধ। (প-সূ)

৩. মোক্ষের স্বরূপই নির্বাণ। (প-সূ)

পরিগ্রহ দেখি না যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী এবং যাহা চিরদিন একইরূপে থাকিবে। হে ভিক্ষুগণ, মনে করো, তোমরা তেমন এক আত্মবাদ-উপাদান গ্রহণ করিতে চাও যাহা গ্রহণ করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং নিরাশা উৎপন্ন হইবে না। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি তেমন কোনো আত্মবাদ-উপাদান দেখিতে পাও যাহা গ্রহণ করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না? 'না, প্রভো।' সাধু, হে ভিক্ষুগণ, আমিও তেমন কোনো আত্মবাদ-উপাদান দেখি না যাহা গ্রহণ করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না। হে ভিক্ষুগণ, মনে করো, তোমরা তেমন এক দৃষ্টি-আশ্রয় আশ্রয় করিতে চাও যাহা আশ্রয় করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি তেমন কোনো দৃষ্টি-আশ্রয় দেখিতে পাও যাহা আশ্রয় করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না? 'না, প্রভো!' সাধু, হে ভিক্ষুগণ, আমিও তেমন কোনো দৃষ্টি-আশ্রয় দেখি না যাহা আশ্রয় করিলে শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নিরাশা উৎপন্ন হইবে না।

১১. হে ভিক্ষুগণ, যদি আত্মা থাকে, তাহা হইলে 'আত্মীয় (স্বকীয় বস্তু) আমার আছে', এই ধারণা হইতে পারে তো? 'হাঁ প্রভো, আত্মা থাকিলে 'আত্মীয় আমার' এই ধারণা হইতে পারে।' হে ভিক্ষুগণ, আত্মাতে এবং আত্মীয়ে সত্যত ও যথার্থত লক্ষ করিলে এই যে দৃষ্টিস্থান : 'সে-ই লোক সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব' তাহা কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম নয় কি? 'প্রভো, তাহা কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম ব্যতীত আর কী হইতে পারে!' হে ভিক্ষুগণ, 'তোমরা কি মনে করো, রূপ নিত্য না অনিত্য, বেদনা নিত্য না অনিত্য, সংজ্ঞা নিত্য না অনিত্য, সংস্কার নিত্য না অনিত্য, বিজ্ঞান নিত্য না অনিত্য?' 'প্রভো, তাহা অনিত্য।' যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ না তাহা সুখ? 'প্রভো, তাহা দুঃখ।' যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামী তাহা কি জ্ঞানত এইরূপে দেখা যুক্তিযুক্ত—ইহা আমার, আমি ইহা, ইহা আমার আত্মা? 'না প্রভো, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।' অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার অথবা বিজ্ঞান অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান), অধ্যাত্মে অথবা বাহিরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন অথবা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, সর্ব রূপ, সর্ব বেদনা, সর্ব সংজ্ঞা, সর্ব সংস্কার, সর্ব বিজ্ঞান আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। এইরূপে বিষয়টি যথাযথ

সম্যক জ্ঞান দ্বারা দেখিবে।

১২. হে ভিক্ষুগণ, বিষয়টি এইরূপে দেখিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, নির্বেদহেতু বৈরাগ্য লাভ করেন, চরম বৈরাগ্যহেতু বিমুক্ত হন, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' জ্ঞান হয় এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন : 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, ইহার পর অত্র আর আসিতে হইবে না।' হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ হইলেই বলা যায় : ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত-পলিঘ[১], সংকীর্ণ-পরিখ[২] অব্যূঢ়-এষিক[৩], নিরর্গল[৪], এবং পতিত-ধ্বজ[৫], পতিত-ভার[৬] ও বিসংযুক্ত[৭], আর্য[৮] হইয়াছেন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত-পলিঘ[৯] হন? ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত[১০], অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত-পলিঘ হন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু সংকীর্ণ-পরিখ[১১] হন? ভিক্ষুর পুনর্ভব, জন্মপরিগ্রহরূপ সংসার প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তিনি সংকীর্ণ-পরিখ হন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু অব্যূঢ়-এষিক[১২] হন? ভিক্ষুর তৃষ্ণা প্রহীন,

---

১. পলিঘ অর্থে প্রাকার, নগর-প্রাচীর।

২. পরিখা অর্থে চতুর্দিকে বেষ্টিত খাত, গড়খাই।

৩. এষিকা অর্থে ইন্দ্রকীল বা নগরদ্বারে স্থাপিত স্তম্ভ, বিশেষত সারদারু-নির্মিত স্তম্ভ।

৪. অর্গল অর্থে দ্বারসূচি।

৫. ধ্বজ অর্থে চিহ্ন, কেতন, পতাকা।

৬. ভার অর্থে বোঝা।

৭. বিসংযুক্ত অর্থে বিলগ্ন।

৮. শ্রেষ্ঠার্থে আর্য।

৯. এ স্থলে পলিঘ অবিদ্যারই অপর নাম।

১০. বিনয়-প্রয়োগে ছিন্নশীর্ষ তালবৃক্ষ বলিলেই যথেষ্ট।

১১. এ স্থলে পরিখা কর্মসংস্কারেরই অপর নাম। কর্মসংস্কার পুনর্ভব বা পুনরুৎপত্তির কারণ। (প-সূ)

১২. এষিকা বা ইন্দ্রকীলের ন্যায় তৃষ্ণা গভীর-বিন্যস্ত, এই জন্য এষিকার সহিত তৃষ্ণার তুলনা। (প-সূ)

মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তিনি অব্যূঢ়-এষিক হন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু নিরর্গল[১] হন? ভিক্ষুর অবরভাগী পঞ্চসংযোজন প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তিনি নিরর্গল হন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পতিত-ধ্বজ[২], পতিত-ভার[৩] ও বিসংযুক্ত[৪] আর্য[৫] হন? ভিক্ষুর 'আমি আছি' এই অভিমান প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তিনি পতিত-ধ্বজ, পতিত-ভার ও বিসংযুক্ত আর্য হন[৬]।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্র-প্রমুখ, ব্রহ্মাপ্রমুখ ও প্রজাপতি-প্রমুখ দেব-ব্রহ্মগণ অন্বেষণ করিয়া এইরূপে বিমুক্ত-চিত্তের সন্ধান পায় না[৭]। ইহাই তথাগতের নিঃসৃত (নির্গত, বিনির্মুক্ত) বিজ্ঞান।[৮] ইহার কারণ কী? যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ,

---

১. অবরভাগী বা কামভবে উৎপন্ন সংযোজনগুলি অর্গল বা নগরদ্বার-কবাটের ন্যায় চিত্তকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, এই জন্যই অর্গলের সহিত এই সকল সংযোজনের তুলনা।

২. ধ্বজ অর্থে মানধ্বজ। (প-সূ)

৩. চতুর্বিধ ভার : স্কন্ধভার, ক্লেশভার, অভিসংস্কার-ভার ও পঞ্চকামগুণ-ভার। (প-সূ)

৪. এ স্থলে মান-সংযোগ হইতে বিযুক্ত। (প-সূ)

৫. আর্য অর্থে ক্ষীণাসব যিনি ক্লেশহীন ও পরিশুদ্ধ। (প-সূ)

৬. আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন, পলিঘ ও পরিখাদি উপমায় মহাযোদ্ধার ন্যায় নির্বাণ-অভিমুখে ক্ষীণাসবের গতি নির্দেশ করা হইয়াছে। (প-সূ)

৭. এ স্থলে বিমুক্ত-চিত্ত ক্ষীণাসবের বিজ্ঞান। (প-সূ) উক্তির তাৎপর্য এই যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-গত বা নির্বিকল্প-সমাধি-সমারূঢ় চিত্ত কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর, সংক্ষেপে অষ্ট সমাপত্তির অতীত। অতএব যাঁহারা মাত্র এই অষ্ট সমাপত্তিতে অভ্যস্ত তাঁহারা চিত্তের লোকোত্তর অবস্থা অন্বেষণ করিয়া উহার স্বরূপ সন্ধান করিতে পারেন না। এ বিষয়ে ব্রহ্মনিমন্তনিক-সুত্ত দ্র.।

৮. এ স্থলে তথাগত ক্ষীণাসবের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। নিঃসৃত অর্থে পঞ্চোপাদানস্কন্ধ-মুক্ত। এই নিঃসৃত বিজ্ঞানই নির্বাণের স্বরূপ। ব্রহ্মনিমন্তনিক-সুত্তে এহেন বিজ্ঞানকে লক্ষ করিয়াই বলা হইয়াছে : বিঞ্ঞাণং অনন্তং অনিদস্সনং সব্বতো পভং। 'অনন্ত, অদৃশ্য ও সর্বতোপ্রভ বিজ্ঞান' যাহা পৃথিবীর পৃথিবীত্ব, অপের অপত্ব, তেজের তেজত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব এবং প্রজাপতির প্রজাপতিত্ব ইত্যাদির দ্বারা ধরা যায় না।

আমি এই দৃষ্টধর্মেই তথাগতকে অননুবেদ্য বলি।[১]

হে ভিক্ষুগণ, আমি এই মতবাদী, এই আখ্যায়ী[২], তথাপি কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অসত্যের দ্বারা[৩], শূন্যের উপর[৪], মিছামিছি[৫], অযথা[৬] আমাকে (এই বলিয়া) অভিযুক্ত করেন[৭] : 'বৈনয়িক[৮] শ্রমণ গৌতম সত্ত্ব (আত্মা) থাকা সত্ত্বেও উহার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব (ধ্বংস)[৯] জ্ঞাপন করেন।' যাহা আমি নহি, যাহা আমি বলি না[১০] এইরূপ অসত্যের দ্বারা, শূন্যের উপর, মিছামিছি, অযথা মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ আমাকে অভিযুক্ত করেন : 'বৈনয়িক শ্রমণ গৌতম সত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও উহার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব জ্ঞাপন করেন।'

---

১. আচার্য বুদ্ধঘোষ 'অসংবিদ্যমান' এবং 'অননুজ্ঞেয়' এই দ্বিবিধ অর্থে 'অননুবেদ্য' সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সত্ত্ব, জীব, আত্মা, পুদ্গল অর্থে গ্রহণ করিলে তথাগত অসংবিদ্যমান, অতএব তথাগতে সত্ত্ব, জীব, আত্মা বা পুদ্গল মিলে না, এই অর্থে অননুবেদ্য। যেহেতু, পরমার্থত সত্ত্ব বলিতে কিছুই নাই (ন হি পরমত্থতো সত্তো নাম কোচি অত্থি)। এই সত্ত্ব-সংজ্ঞা হইতে মুক্ত চিত্তই নিঃসৃত বিজ্ঞান, ক্ষীণাসব বিজ্ঞান যাহা ইন্দ্র-প্রমুখ, ব্রহ্মা-প্রমুখ ও প্রজাপতি-প্রমুখ দেব-ব্রহ্মগণ অন্বেষণ করিয়া সন্ধান পায় না। এই অর্থেও তথাগত অননুবেদ্য। দৃষ্টধর্মে অর্থে যখন তথাগত সশরীরে বিদ্যমান আছেন। যদি সশরীরে বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বিজ্ঞান লৌকিক চিত্তের অনুভূতির বিষয় নহে, মহাপরিনির্বাণ বা বিদেহ-মুক্তির পর তাঁহার অবস্থা জানা অসম্ভব। বস্তুত তথাগত অর্থে যিনি নিঃসৃত বিজ্ঞান কী জানেন; নির্বাণ যাঁহার অধিগত হইয়াছে।

২. বুদ্ধ কী মতবাদী, কী আখ্যায়ী? তাঁহার মত এই যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান; এই পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে সত্ত্ব বা আত্মা মিলে না। সত্ত্ব অর্থে আত্মবস্তু যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী ও চিরকাল এক। আবার এই পঞ্চস্কন্ধ লইয়াই ব্যবহারিকভাবে সত্ত্ব, জীব বা ব্যক্তির কল্পনা ও বর্ণনা। সত্ত্ব-সংজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলেই নিঃসৃত বিজ্ঞান যাহা নির্বাণে সম্ভব। অতএব নির্বাণে সত্ত্ব-সংজ্ঞা আরোপ করা চলে না।

৩. অসত্য অর্থে যাহা বস্তুত নহে বা নাই। অসতাতি অসন্তেন। (প-সূ)

৪. তুচ্ছ অর্থে শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া, ভিত্তিহীন উক্তির দ্বারা। তুচ্ছাতি তুচ্ছকেন। (প-সূ)

৫. মুসাতি মুসাবাদেন, মিথ্যাকথার দ্বারা। (প-সূ) আমাদের মতে বাংলা 'মিছামিছি' শব্দে পালি 'মুসার' প্রকৃত অর্থবোধ হইতে পারে।

৬. অভূতেনাতি যং নত্থি তেন, যাহা নাই তদ্দারা । (প-সূ)

৭. পালি অব্ভাচিক্খতি অর্থে জোর গলায় বলেন। (প-সূ)

৮. বিভব অর্থে অনস্তিত্ব, পুনরুৎপত্তির অভাব।

৯. বৈনয়িক অর্থে সত্ত্ব-বিনাশক, বিনাশবাদী, উচ্ছেদবাদী, নাস্তিক।

১০. উপরের উক্তি হইতে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভাবে বুদ্ধকে আস্তিক বলাও চলে না। উক্তির তাৎপর্য এই যে, যে চিন্তাপ্রণালি অবলম্বন করিলে লোকে আস্তিক কিংবা নাস্তিক নামে অভিহিত হইতে পারে তাহা বুদ্ধের অবলম্বিত চিন্তার ধারা নহে। তাঁহার মত অস্তি-নাস্তি-নিরপেক্ষ।

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে যেমন এখনো তেমন আমি দুঃখ এবং দুঃখের নিরোধই নির্দেশ করি।[১] যদি, হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে অপরে তথাগতের প্রতি আক্রোশ করে, তাঁহাকে পরিহাস করে, তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করে, বিহিংসা পোষণ করে অথবা তাঁহাকে আঘাত প্রদান করে, তাহাতে তথাগতের মনে আঘাত লাগে না, ব্যথার কারণ উৎপন্ন হয় না, অনভিরতি (অসন্তুষ্টি) আসে না। হে ভিক্ষুগণ, যদি তদ্‌বিষয়ে অপরে তাঁহাকে সম্মান-সৎকার করে, গুরুস্থানীয় মনে করে, মানে ও পূজা করে, তাহাতেও তাঁহার মনে আনন্দ, সৌমনস্য ও উৎফুল্লভাব হয় না। যদি, হে ভিক্ষুগণ, অপরে তাঁহাকে সম্মান-সৎকার করে, গুরুস্থানীয় মনে করে, মানে ও পূজা করে, তাহাতে শুধু তাঁহার এই মনে হয় : আমি পূর্ব হইতেই জানি যে, এ বিষয়ে লোকে এইরূপেই সম্মান করিয়া থাকে।

১৪. অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যদি অপরে তোমাদের প্রতিও আক্রোশ করে, তোমাদিগকে পরিহাস করে, তোমাদের প্রতি রোষ প্রকাশ করে, বিহিংসা পোষণ করে, অথবা তোমাদিগকে আঘাত প্রদান করে, তাহাতে তোমাদের চিত্তেও আঘাত আসিতে এবং ব্যথার কারণ ও অনভিরতি উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে। যদি অপরে তোমাদিগকে সম্মান-সৎকার করে, গুরুস্থানীয় মনে করে, মানে ও পূজা করে, তাহাতেও তোমাদের মনে আনন্দ, সৌমনস্য ও উৎফুল্লভাব উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে। যদি অপরে তোমাদিগকে সম্মান-সৎকার করে, গুরুস্থানীয় মনে করে, মানে ও পূজা করে, তাহাতে তোমরা শুধু মনে করিবে : 'আমরা তো পূর্ব হইতেই জানি, এ বিষয়ে লোকে এইরূপেই সম্মান করিয়া থাকে।' অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যাহা তোমাদের নহে তাহা পরিত্যাগ করো। প্রহীন হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল সুখ ও হিতের কারণ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের নিজস্ব নহে কী? রূপ তোমাদের নিজস্ব নহে, বেদনা তোমাদের নিজস্ব নহে, সংজ্ঞা তোমাদের নিজস্ব নহে, সংস্কার তোমাদের নিজস্ব নহে, বিজ্ঞান তোমাদের নিজস্ব নহে, যাহা তোমাদের নিজস্ব নহে তাহা পরিত্যাগ করো। প্রহীন হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল সুখ ও হিতের কারণ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, এই জেতবনে যে-সকল তৃণ, কাষ্ঠ ও শাখাপলাশ আছে, যদি কোনো লোক তাহা অপহরণ করে, দগ্ধ করে, কিংবা যাহা ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তোমরা কি মনে করিবে যে, ওই

---

১. ইহা বুদ্ধের স্পষ্ট উক্তি : দুঃখ এবং দুঃখের নিরোধই তাঁহার চিন্তার বিষয়।

ব্যক্তি তোমাদিগকেই অপহরণ, দগ্ধ অথবা যাহা ইচ্ছা করিতেছে? 'না প্রভো, আমরা তাহা মনে করি না।' ইহার কারণ কী? 'যেহেতু, প্রভো, এ স্থলে আমি বা আমার বলিতে কিছুই নাই।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যাহা তোমাদের নহে তাহা পরিত্যাগ করো। প্রহীন হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে আমার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত, উত্তান (উন্মুক্ত), বিবৃত (অনাবৃত), প্রকাশিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। এইরূপে ধর্ম সুব্যাখ্যাত, উত্তান, বিবৃত, প্রকাশিত ও পরিস্ফুট হইবার ফলে যাঁহারা ক্ষীণাসব অর্হৎ, যাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন, করণীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, যাঁহারা ভারমুক্ত হইয়াছেন, সদর্থ লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হইয়াছে, যাঁহারা সম্যক জ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের বিবর্তন নির্দেশ করিবার নাই, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম নাই। যে-সকল ভিক্ষুর অবরভাগী পঞ্চসংযোজন প্রহীন হইয়াছে তাঁহারা সকলে অনাগামী-রূপে ঊর্ধ্ব দেবলোকে জাত হইয়া তথায় পরিনির্বৃত হন, ওই দেবলোক হইতে মর্ত্যে তাঁহাদের পুনরাবর্তন হয় না; যে-সকল ভিক্ষুর ত্রিবিধ সংযোজন প্রহীন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ তনুতা প্রাপ্ত হয় তাঁহারা সকলে সকৃদাগামী-রূপে মাত্র একবার ইহলোকে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করেন; যে-সকল ভিক্ষুর ত্রিবিধ সংযোজন প্রহীন হয় তাঁহারা সকলে স্রোতাপন্নরূপে সম্বোধিপরায়ণ হন, তাঁহাদের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না, (সপ্ত জন্মের) মধ্যে নির্বাণ লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে নিশ্চিত; যে-সকল ভিক্ষু ধর্মানুসারী ও শ্রদ্ধানুসারী তাঁহারা সকলে সম্বোধিপরায়ণ, আমাতে যাঁহাদের শ্রদ্ধামাত্র, প্রেমমাত্র আছে, তাঁহারা সকলেও স্বর্গপরায়ণ।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ অলগর্দোপম-সূত্র সমাপ্ত ॥

২৩. বল্মীক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময় আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ অন্ধবনে অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর জনৈক অত্যুজ্জ্বল-কান্তি দেবতা নিশীথে

সমগ্র অন্ধবন উদ্ভাসিত করিয়া আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া ওই দেবতা আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপকে কহিলেন, "ভিক্ষু, এই বল্মীক রাত্রে ধূমায়িত এবং দিনে প্রজ্বলিত হয়। ব্রাহ্মণ[১] কহিলেন, সুমেধ[২], শস্ত্র (খনন-যন্ত্র) লইয়া ইহা খনন করো। সুমেধ তাহা খনন করিয়া দেখিতে পাইল 'লঙ্গি' (পলিঘ)[৩]; 'লঙ্গি' দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি 'লঙ্গি'! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ 'লঙ্গি' উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন করো। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল মণ্ডূক[৪]; মণ্ডূক দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি মণ্ডূক! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ মণ্ডূক উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন করো। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল দ্বিধাপথ[৫]; দ্বিধাপথ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি দ্বিধাপথ! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, দ্বিধাপথ উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন করো। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল 'পঙ্কবার' (ক্ষার-পরিস্রাবক)[৬]; 'পঙ্কবার' দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি 'পঙ্কবার'! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন করো। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল 'কূর্ম'[৭]; কূর্ম দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি কূর্ম! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন করো। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল অসিধারা[৮]; অসিধারা দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে এক অসিধারা! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন করো। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল মাংসপেশি[৯]; মাংসপেশি দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে এক মাংসপেশি! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন

১, ২. ব্রাহ্মণ ও সুমেধের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন। ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ আচার্য, সুমেধ মেধাবী শিষ্য।

৩. লঙ্গি বা পলিঘ অর্থে অবিদ্যা।

৪. মণ্ডূক ক্রোধাভিভূত জনের প্রতীক।

৫. দ্বিধাপথ অর্থে দুই দিকে যাইবার রাস্তা, ইহা বিচিকিৎসা বা সংশয়েরই প্রতীক।

৬. পঞ্চবার পঞ্চনীবরণেরই প্রতীক। (প-সূ)

৭. কূর্ম পঞ্চস্কন্ধেরই প্রতীক। (প-সূ)

৮. অসিধারা বস্তুকাম এবং ক্লেশকামেরই প্রতীক (প-সূ)।

৯. মাংসপেশি নন্দিরাগেরই প্রতীক। (প-সূ)

করো। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল নাগ (গজবর)[১]; নাগ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত, এই যে একটি নাগ! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ, নাগকে যথাস্থানে থাকিতে দাও, নাড়িও না, নাগকে (যথাবিধি) নমস্কার করো। ভিক্ষু, তুমি ভগবানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই পঞ্চদশ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। ভগবান যেভাবে প্রশ্নের রহস্য বিবৃত করেন তুমি তাহা সেভাবেই অবধারণ করো। ভিক্ষু, কী দেবলোকে, কী মারলোকে, কী ব্রহ্মলোকে, কী শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, কী দেবমনুষ্য-সমাজে তথাগত, তথাগতশ্রাবক, অথবা যিনি ইহাদের কাহারও হইতে উত্তর শুনিয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখি না যিনি এই সকল প্রশ্নের রহস্য বিবৃত করিয়া সন্তোষ বিধান করিতে পারেন।" সেই দেবতা ইহা বিবৃত করিলেন, ইহা বিবৃত করিয়া তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

২. অনন্তর আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট দেবতার সকল কথা যথাযথভাবে নিবেদন করিয়া কহিলেন, 'প্রভো, এ স্থলে বল্মীক কী, রাত্রে ধূম-উদ্‌গিরণ কী, দিনে প্রজ্বলন কী, ব্রাহ্মণ কে, সুমেধ কে, শস্ত্র কী, খনন কী, লঙ্গি কী, মণ্ডূক কী, দ্বিধাপথ কী, পঙ্কবার কী, কূর্ম কী, অসিধারা কী, মাংসপেশি কী, নাগই বা কী?'

৩. ভগবান কহিলেন, ভিক্ষু, এ স্থলে বল্মীক চারি মহাভূত-নির্মিত, মাতৃপিতৃসম্ভূত, অন্নব্যঞ্জনপুষ্ট, অনিত্য, উৎসাদন-পরিমর্দন-ভেদন-বিধ্বংসনধর্মী এই দেহেরই অধিবচন বা নামান্তর। দিনের কার্য সম্বন্ধে রাত্রে লোকে বিতর্ক-বিচার করে, ইহাই রাত্রে ধূম-উদ্‌গিরণ। রাত্রে বিতর্ক-বিচার করিয়া লোকে দিনে কায়বাক্যে কার্যে প্রযুক্ত হয়, ইহাই দিনে প্রজ্বলন। এ স্থলে তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধই ব্রাহ্মণ। সুমেধ ভিক্ষুরই নাম। শস্ত্র আর্যজনোচিত প্রজ্ঞার অধিবচন। বীর্যারম্ভই খনন। অবিদ্যাই লঙ্গি। সুমেধ, শস্ত্র দ্বারা খনন করিয়া 'লঙ্গি' উত্তোলন করো, অবিদ্যা পরিত্যাগ করো; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। ভিক্ষু, এ স্থলে মণ্ডূক ক্রোধ এবং নিরাশারই নামান্তর। সুমেধ, শস্ত্র দ্বারা খনন করিয়া মণ্ডূক উত্তোলন করো, ক্রোধ ও নিরাশা পরিত্যাগ করো; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এ স্থলে দ্বিধাপথ বিচিকিৎসারই নামান্তর। সুমেধ, শস্ত্র দ্বারা খনন করিয়া দ্বিধাপথ উত্তোলন করো, বিচিকিৎসা

১. নাগ ক্ষীণাসব অর্হতেরই প্রতীক। (প-সূ)

পরিত্যাগ করো; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। পঙ্কবার কামচ্ছন্দ, ব্যপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা; এই পঞ্চনীবরণেরই নামান্তর। সুমেধ, শস্ত্রধারা খনন করিয়া পঙ্কবার উত্তোলন করো, পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করো; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এ স্থলে কূর্ম পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধেরই নামান্তর। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান লইয়াই পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধ। সুমেধ, শস্ত্র দ্বারা খনন করিয়া কূর্ম উত্তোলন করো, পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ পরিত্যাগ করো; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। অসিধারা পঞ্চকামগুণেরই নামান্তর। পঞ্চকামগুণ; যথা : ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ। সুমেধ, শস্ত্র দ্বারা খনন করিয়া অসিধারা উত্তোলন করো, পঞ্চকামগুণ পরিত্যাগ করো; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এখানে মাংসপেশি নন্দিরাগেরই নামান্তর। সুমেধ, মাংসপেশি উত্তোলন করো, নন্দিরাগ পরিত্যাগ করো; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। ভিক্ষু, এ স্থলে নাগ ক্ষীণাসব ভিক্ষুরই নামান্তর, এহেন নাগকে থাকিতে দাও, নাড়িও না, ক্ষীণাসব ভিক্ষুকে নমস্কার করো; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ বল্মীক-সূত্র সমাপ্ত ॥

২৪. রথবিনীত-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান রাজগৃহ-সমীপে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, বেণুবনে[২], কলন্দক-নিবাপে[৩]। অনন্তর জাতিভূমিক[১] বহুসংখ্যক ভিক্ষু বুদ্ধের জন্মভূমিতে

---

১. রাজগৃহ মগধের পূর্ব রাজধানী, ইহার বর্তমান নাম রাজগির। বেভার, পাণ্ডব, বেপুল্ল, গিজ্ঝকূট ও ইসিগিলি; এই পঞ্চ পর্বতদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া ইহার নাম গিরিব্রজ বা গিরি-পরিক্ষেপ।

২. পালি বিবরণ মতে বেণুবন রাজগৃহের বহির্নগরে অবস্থিত ছিল। এই সুরম্য বনটি চতুর্দিকে বেণু-পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া বেণুবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার এই বেণুবন সশিষ্য বুদ্ধের বাসের জন্য দান করেন। হুয়েন সাঙের মতে, বেণুবন পূর্বে জনৈক শ্রেষ্ঠীর অধিকারে ছিল, এবং তিনি উহা সশিষ্য বুদ্ধের বাসের জন্য দান করিয়াছিলেন। এ স্থলে বেণুবন অর্থে বেণুবন বিহার।

৩. কলন্দক-নিবাপ অর্থে কলন্দকের বিচরণ-ভূমি। পালি বিবরণ মতে, বেণুবনে নিদ্রিত জনৈক রাজাকে যথাসময়ে জাগাইয়া কলন্দক কৃষ্ণসর্পের দংশন হইতে তাঁহার প্রাণরক্ষা

বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ভগবান কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমার জন্মভূমিতে আমার জন্মভূমি-নিবাসী সতীর্থ ভিক্ষুদিগের মধ্যে কে এইরূপে প্রশংসিত—সে নিজেও অল্পেচ্ছু[২] এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে অল্পেচ্ছা-কথার কর্তাও[৩] বটে; নিজেও সন্তুষ্ট এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে সন্তুষ্টি-কথার[৪] কর্তাও বটে; নিজেও প্রবিবিক্ত (বিবেক-বৈরাগ্যসম্পন্ন)[৫] এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রবিবেক-কথার কর্তাও বটে; নিজেও অসংশ্লিষ্ট এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে অসংসর্গ[৬]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও আরব্ধবীর্য (কর্মতৎপর) এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে বীর্যারম্ভ-কথার কর্তাও বটে; নিজেও শীলসম্পন্ন এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে শীলসম্পদ[৭]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও সমাধিসম্পন্ন এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে সমাধিসম্পদ[৮]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং ভিক্ষুদিগের

করিয়াছিল বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞতাবশত বেণুবনে কলন্দকসমূহকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। এই জন্যই বেণুবন কলন্দক-নিবাপ নামেও পরিচিত হয়। বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থে করণ্ড শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষের মতে কলন্দক অর্থে কালক বা কালক। সিংহলদেশীয় আচার্যগণের মতে, কলন্দক অর্থে কাঠবিড়াল। বৌদ্ধ-সংস্কৃত করণ্ড অর্থে হংসবিশেষ, পক্ষিবিশেষ। আমাদের মতে, কলন্দক অর্থে কালান্তক বা কৃষ্ণসর্প। কালক অর্থেও কৃষ্ণসর্প। বেণুবন কালান্তক বা কৃষ্ণসর্পেরই বিচরণ-ভূমি ছিল। জনৈক রাজা মদের নেশায় বিভোর ছিল এবং কাঠবিড়াল বা পক্ষিবিশেষ তাঁহাকে যথাসময়ে সতর্ক করিয়া কৃষ্ণসর্পের দংশন হইতে রক্ষা করিল, ইত্যাদি পরবর্তীকালে কল্পিত কিংবদন্তী মাত্র। বাঁশঝাড়ে কাঠবিড়াল বা করণ্ড পাখি থাকাও যেমন সম্ভব, কৃষ্ণসর্প থাকাও তেমন সম্ভব। চাঁটগার চলতি ভাষায় 'কালন্তর' বা 'কালান্তক' অত্যন্ত বিষধর কৃষ্ণসর্প, যাহা একজাতীয় জাত-সাপ।

১. জাতিভূমি অর্থে বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তু। যে-সকল ভিক্ষু তথায় বাস করিতেন তাঁহারাই জাতিভূমিক ভিক্ষু। জতিভূমিকাতি জাতিভূমিবাসিনো। (প-সূ)

২. অল্পেচ্ছা অর্থে মাত্রাজ্ঞতা। (প-সূ)

৩. অর্থাৎ, অল্পেচ্ছাবাদী, যিনি অল্পেচ্ছা বিষয়ে অপরকে উপদেশ প্রদান করেন।

৪. সন্তুষ্টি অর্থে চীবরাদি লব্ধ জীবনোপকরণে সন্তোষ। (প-সূ)

৫. ত্রিবিধ বিবেক : কায়বিবেক, চিত্তবিবেক ও উপাধিবিবেক। একা থাকেন, একা উপবেশন করেন, একা বিচরণ করেন, ইহারই নাম কায়বিবেক। অষ্টসমাপত্তিতে নিমগ্ন থাকার নাম চিত্তবিবেক, এবং নির্বাণই উপাধিবিবেক (বিশুদ্ধ চিত্ততা)। (প-সূ)

৬. পঞ্চবিধ সংসর্গ যথা : শ্রবণ-সংসর্গ, দর্শন-সংসর্গ, সমালাপ-সংসর্গ, সম্ভোগ এবং কায়-সংসর্গ বা দৈহিক-সংসর্গ। (প-সূ)

৭. শীল অর্থে চারি পরিশুদ্ধি শীল। (প-সূ)

৮. সমাধি অর্থে বিদর্শন-ধ্যানজনিত অষ্টসমাপত্তি। (প-সূ)

মধ্যে প্রজ্ঞাসম্পদ[১]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও বিমুক্তিসম্পন্ন এবং ভিক্ষুদিগের মধ্যে বিমুক্তি-সম্পদ[২]-কথার কর্তাও বটে; নিজেও বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন এবং বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শনসম্পদ[৩]-কথার কর্তা, সতীর্থগণের মধ্যে উপদেষ্টা[৪], বিজ্ঞাপক, সন্দর্শক, সমুদ্দীপক[৫], সমুত্তেজক[৬] এবং সম্প্রহর্ষকও[৭] বটে! 'প্রভো, আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রই[৮] ভগবানের জন্মভূমিতে ওই জন্মভূমি-নিবাসী ভিক্ষুদিগের মধ্যে এইভাবে প্রশংসিত : তিনি নিজে অল্পেচ্ছু এবং অল্পেচ্ছা-কথার কর্তা; নিজে সন্তুষ্ট এবং সন্তুষ্টি-কথার কর্তা; নিজে প্রবিবিক্ত এবং প্রবিবেক-কথার কর্তা; নিজে অসংশ্লিষ্ট এবং অসংসর্গ-কথার কর্তা; নিজে আরব্ধবীর্য এবং বীর্যারম্ভ-কথার কর্তা; নিজে শীলসম্পন্ন এবং শীলসম্পদ-কথার কর্তা; নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাসম্পদ-কথার কর্তা; নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন এবং বিমুক্তিসম্পদ-কথার কর্তা; নিজে বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন এবং বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শনসম্পদ-কথার কর্তা; সতীর্থগণের মধ্যে উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সন্দর্শক, সমুদ্দীপক,[৯] সমুত্তেজক ও সম্প্রহর্ষক[১০]।'

২. সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্রের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের মহালাভ ও সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, তাঁহার বিজ্ঞ সতীর্থগণ শাস্তার সম্মুখে, শাস্তার প্রত্যেক প্রশ্ন সম্পর্কে, তাঁহার সুখ্যাতি করিলেন এবং শাস্তাও তাহা অনুমোদন করিলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের সহিত আমি অল্প কয়েকবার মাত্র কদাচিৎ একত্র হইয়াছি এবং আলাপ-সালাপ করিয়াছি।'

৩. অনন্তর ভগবান রাজগৃহে যথা-অভিরতি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমাগত পথ পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের

---

১. প্রজ্ঞা অর্থে লৌকিক ও লোকোত্তর জ্ঞান। (প-সূ)

২. বিমুক্তি অর্থে অর্হত্ত্বফল বা পূর্ণসিদ্ধি। (প-সূ)

৩. জ্ঞানদর্শন অর্থে উনিশ প্রকার পর্যবেক্ষণ-জ্ঞান। (প-সূ)

৪. যিনি অল্পেচ্ছাদি দশ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। (প-সূ)

৫. যিনি উক্ত দশ বিষয় বিজ্ঞাপন করেন। (প-সূ)

৬. যিনি শুধু বিজ্ঞাপন করেন নহে, কারণও প্রদর্শন করিতে পারেন। (প-সূ)

৭. যিনি শুধু কারণ দিতে পারেন নহে, অপরকে তাহা গ্রহণও করাইতে পারেন। (প-সূ)

৮. পালি মন্তানিপুত্ত।

৯. যিনি কোনো বিষয়ে উৎসাহ জনন করিতে পারেন। (প-সূ)

১০. যিনি আনন্দবর্ধন করিতে পারেন। (প-সূ)

আরামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র শুনিতে পাইলেন যে, ভগবান শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র শয্যাসন গুটাইয়া পাত্রচীবরহস্তে শ্রাবস্তী-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্রমাগত পথ পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রকে ভগবান ধর্মকথায় সত্য-সন্দর্শন করাইলেন, সমুদ্দীপ্ত করিলেন, ধর্মের প্রতি সমুত্তেজনা ও সম্প্রহর্ষভাব উৎপাদন করিলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র ভগবদ্দেশিত ধর্মকথা দ্বারা সত্য-সন্দর্শিত, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, সানন্দে ভগবদুক্তি অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া ও দক্ষিণভাগে (সম্মুখে) রাখিয়া দিবাবিহারের জন্য অন্ধবনে গমন করিলেন।

৪. অনন্তর জনৈক ভিক্ষু আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, 'সারিপুত্র, তুমি পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র নামক যে ভিক্ষুর অবিরাম গুণকীর্তন করিলে, তিনি ভগবদ্দেশিত ধর্মকথা দ্বারা সত্য-সন্দর্শিত, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, সানন্দে ভগবদুক্তি অনুমোদন করিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া ও দক্ষিণভাগে রাখিয়া দিবাবিহারের জন্য অন্ধবনে প্রবেশ করিয়াছেন।' অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র দ্রুত আসনহস্তে আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের শির অবলোকন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র অন্ধবনে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারের জন্য আসীন হইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রও অন্ধবনে প্রবেশ করিয়া অপর এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারের জন্য আসীন হইলেন।

৫. অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রকে কহিলেন, 'বন্ধু, তুমি কি ভগবৎ-শাসনেই ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ?' 'বন্ধু, তাহাই বটে।' 'বন্ধু, তুমি কি শীল-বিশুদ্ধির জন্যই ভগবৎ-শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ?' 'না, তাহা নহে।' ('তবে কি চিত্ত-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?' 'না, তাহাও নহে।') 'তবে তুমি কি দৃষ্টি-বিশুদ্ধির জন্য তাহা

করিতেছ?' 'না, তাহাও নহে।' 'তবে কি শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?' 'না, তাহাও নহে।' 'তবে কি তুমি মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?' 'না, তাহাও নহে।' 'তবে কি তুমি প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?' 'না তাহাও নহে।' 'তবে কি তুমি জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ?' 'না, তাহাও নহে।' "এ কেমন কথা যে, যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হইল, তুমি কি শীল-বিশুদ্ধির জন্যই ভগবৎ-শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ, তুমি বলিলে, 'না'। তারপর যখন প্রশ্ন করা হইল, তবে কি তুমি চিত্ত-বিশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেছ, তখনও তুমি বলিলে, 'না'। এইরূপে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করা হইলে, তুমি একইরূপ উত্তর করিলে, 'না, তাহা নহে'। তাহা হইলে তুমি কীজন্য ভগবৎ-শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ?" 'অনুৎপাদ পরিনির্বাণের জন্যই ভগবৎ-শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছি।' 'বন্ধু, শীল-বিশুদ্ধিই কি তোমার মতে অনুৎপাদ পরিনির্বাণ?' 'না, তাহা নহে।' 'তবে কি চিত্ত-বিশুদ্ধিই অনুৎপাদ পরিনির্বাণ?' 'না, তাহাও নহে।' 'তবে কি দৃষ্টি-বিশুদ্ধিই তাদৃশ পরিনির্বাণ?' 'না, তাহাও নহে।' 'তবে কি শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধিই সেই পরিনির্বাণ?' 'না, তাহাও নহে।' 'তবে কি মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিই লক্ষিত পরিনির্বাণ?' 'না, তাহাও নহে।' 'তবে কি প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিই এই পরিনির্বাণ?' 'না, তাহাও নহে।' 'তবে কি বলিতে চাও, জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিই অনুৎপাদ পরিনির্বাণ?' 'না, তাহাও নহে।' 'তবে কি বন্ধু, এই সপ্তবিশুদ্ধি-ধর্ম ব্যতীত তোমার অনুৎপাদ পরিনির্বাণ?' 'না, আমি সে কথাও বলি না।' "বন্ধু, যখন তোমায় জিজ্ঞাসা করা হইল, শীল-বিশুদ্ধিই কি অনুৎপাদ পরিনির্বাণ? তুমি উত্তর করিলে, 'না'। চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি একইরূপ উত্তর করিলে, 'না'। তবে কি, বন্ধু, যথাকথিতভাবেই কথিত বিষয়ের অর্থ বুঝিতে হইবে?"

৬. "বন্ধু, যদি ভগবান শীল-বিশুদ্ধিকেই অনুৎপাদ পরিনির্বাণরূপে নির্দেশ করেন তাহা হইলে যে, স-উপাদান ধর্মই[১] অনুৎপাদ পরিনির্বাণরূপে[২] নির্দিষ্ট

১. স-উপাদান অর্থে যাহা সংস্কৃত, আসক্তিপূর্ণ। (প-সূ)
২. অনুৎপাদ অর্থে যাহা অনাসক্ত, অসংস্কৃত। (প-সূ)

হয়। চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপ। [পুনশ্চ,] যদি এই সপ্তবিশুদ্ধি-ধর্ম ব্যতীত অনুৎপাদ পরিনির্বাণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে পৃথগ্‌জনও পরিনির্বাণ লাভ করিতে পারে, কেননা পৃথগ্‌জন এই সপ্তবিশুদ্ধি-ধর্মের বাহিরে।[১] অতএব, বন্ধু, আমি তোমার নিকট উপমার অবতারণা করিতেছি, কেননা উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বিষয়ে অর্থ জানিতে পারেন।

৭. বন্ধু, মনে করো, শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে কোশলরাজ প্রসেনজিতের কোনো এক অবশ্যকরণীয় কার্য উপস্থিত হইল। তিনি শ্রাবস্তী ও সাকেতের মধ্যে সপ্তরথবিনীতের[২] ব্যবস্থা করাইলেন।[৩] অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরদ্বারে প্রথম রথবিনীতে অধিরোহণ করিলেন, প্রথম রথবিনীতের দ্বারা দ্বিতীয় রথবিনীতের স্থানে পঁহুছিয়া প্রথম রথবিনীত বিসর্জন করিলেন, এবং দ্বিতীয় রথবিনীতে অধিরোহণ করিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ে, তৃতীয় হইতে চতুর্থে, চতুর্থ হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে ষষ্ঠে এবং ষষ্ঠ হইতে সপ্তম রথবিনীতে অধিরোহণ করিয়া সাকেতে অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। এইভাবে সাকেতের অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইলে, মিত্র, অমাত্য এবং জ্ঞাতিকুটুম্বগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'মহারাজ, আপনি কি এই (একমাত্র) রথবিনীতের দ্বারাই শ্রাবস্তী হইতে সাকেতে এই অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইয়াছেন?' কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবেন?" 'যদি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে গিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এ কথা বলেন যে, যখন শ্রাবস্তীতে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন তখন সাকেতে তাঁহার কোনো এক অবশ্যকরণীয় কার্য উপস্থিত হয়, এবং তিনি শ্রাবস্তী ও সাকেতের মধ্যে সপ্তরথবিনীত ব্যবস্থা করেন। অতঃপর শ্রাবস্তী হইতে যাত্রা করিয়া অন্তঃপুরদ্বারে তিনি প্রথম রথবিনীতে অধিরোহণ করেন, প্রথম

---

১. অর্থাৎ সাধারণ জনের সহিত সপ্তবিশুদ্ধি-ধর্মের সম্বন্ধ নাই, যেহেতু তাহারা সপ্তবিশুদ্ধি-ধর্ম এখনও পূর্ণ করিতে পারে নাই।

২. রথবিনীত অর্থে সুদান্ত অশ্বযুক্ত রথ।

৩. সপ্তরথ সজ্জিত করাইয়া রাখিলেন। প্রথম রথে কিয়দ্দুর গিয়া তাহা হইতে অবতরণ করিয়া দ্বিতীয় রথে আরোহণ, দ্বিতীয় রথে কিয়দ্দুর গিয়া তাহা হইতে অবতরণ করিয়া তৃতীয় রথে আরোহণ, এইরূপে পর পর সপ্তরথে আরোহণ করিয়া সাকেতে পঁহুছিবার ব্যবস্থা করাইলেন।

রথবিনীতের দ্বারা দ্বিতীয় রথবিনীতে পঁহুছিয়া তিনি প্রথম রথবিনীত বিসর্জন করিয়া দ্বিতীয় রথবিনীতে অধিরোহণ করেন। এইরূপে দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ে, তৃতীয় হইতে চতুর্থে, চতুর্থ হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে ষষ্ঠে এবং ষষ্ঠ হইতে সপ্তম রথবিনীতে অধিরোহণ করিয়া তিনি সাকেতে অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইলেই তিনি এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবেন।' 'তেমনভাবেই, বন্ধু, শীল-বিশুদ্ধির গতি চিত্ত-বিশুদ্ধিতে পঁহুছিবার জন্য, চিত্ত-বিশুদ্ধির গতি দৃষ্টি-বিশুদ্ধিতে, দৃষ্টি-বিশুদ্ধির গতি শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধিতে, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধির গতি মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিতে, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিতে, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিতে, এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি অনুৎপাদ পরিনির্বাণে পঁহুছিবার জন্য। বন্ধু, এই অনুৎপাদ পরিনির্বাণের জন্যই ভগবৎ-শাসনে ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইতেছে।'

৮. ইহা বিবৃত হইলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রকে কহিলেন, 'আয়ুষ্মানের নাম কী? কী নামেই বা সতীর্থগণ আয়ুষ্মানকে জানেন?' 'আমার নাম পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র, পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র বলিয়াই আমাকে সতীর্থগণ জানেন।' 'পূর্ণ, ইহা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই বিস্ময়কর যে, সম্যকভাবে শাস্তার শাসন বিদিত শ্রুতবান শ্রাবক যেভাবে উত্তর প্রদান করিবেন ঠিক সেভাবেই আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র, তাঁহাকে যতগুলি গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, প্রত্যেকটির যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। সতীর্থগণের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য, যদি তাঁহারা পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের দর্শন লাভ করেন, যদি তাঁহারা তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারেন। যদি সতীর্থগণ বস্ত্রাসনে শিরোপরি আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রকে বহন করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভ করেন, অথবা তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য। আমার পক্ষেও মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে আমি (আজ) আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের দর্শন লাভ করিয়াছি, তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারিয়াছি।'

ইহা উক্ত হইলে আয়ুষ্মান পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, 'আয়ুষ্মানের নাম কী, কী নামেই বা সতীর্থগণ আয়ুষ্মানকে জানেন?' 'পূর্ণ, আমার নাম উপতিষ্য। সতীর্থগণ আমাকে সারিপুত্র বলিয়াই জানেন।' 'অহো, শাস্তাকল্প শ্রাবকের সহিত ধর্মালোচনা করিয়াও জানিতে পারি নাই যে তিনি স্বয়ং আয়ুষ্মান সারিপুত্র! যদি আমি জানিতে পারিতাম যে তিনি স্বয়ং আয়ুষ্মান সারিপুত্র, তাহা হইলে আমি একটি কথাও বলিতাম না।

ইহা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই বিস্ময়কর যে, শাস্তার শাসন সম্যকভাবে বিদিত শ্রুতবান শ্রাবক যেভাবে প্রশ্ন করেন ঠিক সেভাবেই আয়ুষ্মান সারিপুত্র গভীর গভীর প্রশ্ন একটির পর একটি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।[১] সতীর্থগণের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য, যদি তাঁহারা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের দর্শন লাভ করেন, যদি তাঁহারা তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারেন। যদি সতীর্থগণ বস্ত্রাসনে শিরোপরি সারিপুত্রকে বহন করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভ করেন, তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য। আমার পক্ষেও মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে (আজ) আমি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের দর্শন লাভ করিয়াছি, তাঁহার পর্যুপাসনা করিতে পারিয়াছি।'

এইরূপেই দুই মহানাগ, মহাশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধশ্রাবক পরস্পরের সুভাষিত বিষয় সমনুমোদন করিয়াছিলেন।

॥ রথবিনীত-সূত্র সমাপ্ত ॥

২৫. নিবাপ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, নিবাপক (তৃণ-বপক মৃগলুব্ধক)[২] নিবাপ (মৃগ-বিচরণভূমি)[৩] নির্মাণ করিয়া উহাতে এই উদ্দেশ্যে তৃণ-বীজ[৪] বপন করে না

---

১. সম্ভবত রথবিনীতসুত্তই রাজা অশোকের ভাব্রুলিপিতে 'উপতিস-পসিন' বা 'উপতিষ্য-প্রশ্ন' নামে অভিহিত হইয়াছে। উপতিষ্য বা সারিপুত্রের সপ্ত প্রশ্নে সপ্তবিশুদ্ধি এবং পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্রের উত্তরে সপ্তবিশুদ্ধির চরম লক্ষ্য অনুৎপাদ পরিনির্বাণ বা বিমুক্তি উপস্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আলোচ্য বুদ্ধদত্ত-কৃত অভিধম্মাবতার, উপতিষ্য-কৃত বিমুক্তি-মগ্গ এবং বুদ্ধঘোষ-কৃত বিশুদ্ধি-মগ্গের মাতিকা বা বিষয় প্রস্তাবনা দেখিতে পাই। ইহাই বস্তুত রথবিনীতসুত্ত-এর ঐতিহাসিক বিশেষত্ব।

২. নিবাপক অর্থে মৃগলুব্ধক যে বপিত বা রোপিত তৃণদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া মৃগগণকে ঘেরায় আবদ্ধ করে। (প-সূ) বাংলা নিবাপক বা নির্বাপক অর্থে দানকর্তা, বিশেষত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে দাতা।

৩, ৪. পালি নিবাপং নিবপতি—নিবাপ নিবপন করে, অর্থাৎ তৃণ-বীজ বপন করে। (প-সূ) পারিভাষিক অর্থে নিবাপ মৃগ বা পক্ষীর বিচরণভূমি, যেখানে তাহারা সহজে খাদ্যসংগ্রহ

যে, মৃগগণ বপিত তৃণ ভোজন করিয়া দীর্ঘজীবী ও বর্ণোজ্জ্বল[১] হইয়া চিরদিন, দীর্ঘকাল সুখে জীবনযাপন করিবে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ বিপরীত উদ্দেশ্যেই নিবাপক নিবাপ নির্মাণ করিয়া উহাতে তৃণ-বীজ বপন করে যাহাতে মৃগগণ উহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া খাদ্যমোহে মূর্ছিত[২] (মোহিত) হইয়া ভোজ্য ভোজন করিবে। ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইবে, মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইবে। প্রমত্ত হইয়া এই নিবাপে তাহারই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে থাকিবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব (কৌশল) হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না।

৪. হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় মৃগসংঘ এইরূপে বিষয়টি সম্যকভাবে চিন্তা করিল : 'প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত ওই নিবাপে প্রবেশ করিয়া ভোজ্য ভোজন করিল, তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল।[৩] এইরূপ করিতে গিয়া এই প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপক-রোপিত তৃণভোজন হইতে প্রতিবিরত হইব, ভয়ভোগ (ভীতিজনক ভোজন) হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘ সর্বাংশে নিবাপ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইল, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের শেষ মাসে তৃণোদক শুকাইয়া গেলে এই মৃগসংঘ অতিশয় কৃশতনু হইয়া পড়িল। অতিশয় কৃশতনু হওয়ায় মৃগসংঘের বলবীর্য পরিহীন হইল,

---

করিতে পারে; যথা : কলন্দক-নিবাপ, মোর-নিবাপ। এ স্থলে নিবাপ অর্থে নিবাপ-ক্ষেত্র, তৃণ-কিশলয়সম্পন্ন ঘেরা যেখানে আহত মৃগগণকে কৌশলে আবদ্ধ করা হয়। নিগ্রোধমিগ-জাতক দ্র.।

১. পালি বণ্ণবা—বর্ণবান অর্থাৎ উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট।

২. মূর্ছিত অর্থে বিভোর, অতিশয় মুগ্ধ। (প-সূ)

৩. নিবাপকের অভিপ্রায়, মৃগগণ নিঃসন্দেহে, নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে নিবাপ-ক্ষেত্রে যাতায়াত ও বিচরণ করে, যাহাতে তাহাদিগকে সহজে আবদ্ধ করিবার সুযোগ হয়।

বলবীর্য পরিহীন হইলে ওই মৃগগণ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে প্রত্যাগমন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে লাগিল। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ করিতে গিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না।

৫. হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় মৃগসংঘ এইরূপে বিষয়টি সম্যকভাবে চিন্তা করিল : "প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত ওই নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল, ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। দ্বিতীয় মৃগসংঘও এইরূপে বিষয়টি চিন্তা করিয়াছিল : 'প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত ওই নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া এই প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপক-রোপিত তৃণভোজন হইতে প্রতিবিরত হইব, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘ নিবাপ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইল, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে থাকিল। গ্রীষ্মের শেষ মাসে তৃণোদক শুকাইয়া গেলে এই মৃগসংঘ অতিশয় কৃশতনু হইয়া পড়িল। অতিশয় কৃশতনু হওয়ায় মৃগসংঘের বলবীর্য পরিহীন হইল, বলবীর্য পরিহীন হইলে ওই মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে প্রত্যাগমন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে থাকিল। এইরূপ করিতে গিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা নিবাপক-নির্মিত ওই নিবাপের উপাশ্রয়ে (সন্নিকটে) আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিলে আমরা মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত থাকিলে

প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ওই নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে থাকিব না।" ইহা ভাবিয়া তৃতীয় মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপের উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট[১] এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করায় মৃগগণ মদগ্রস্ত হইল না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইল না। অপ্রমত্ত থাকায় ওই নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিল না। তখন, হে ভিক্ষুগণ, নিবাপক এবং নিবাপক-পার্ষদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই তৃতীয় মৃগসংঘ যেন কৈটভীর[২] ন্যায় শঠ, 'পরজনের' (যক্ষের) ন্যায় ঋদ্ধিমান[৩]। এই নির্মিত নিবাপ পরিভোগ করে অথচ আমরা তাহাদের গতিবিধি[৪] জানি না। অতএব আমরা বৃহৎ দণ্ডবাগুরা[৫] দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ এই নিবাপ পরিবেষ্টিত করিব, ইহাতে অত্যল্পকালের মধ্যেই তৃতীয় মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইব, যেখানে মৃগগণকে ধরিতে পারিব।" ইহা ভাবিয়া নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ বৃহৎ দণ্ডবাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ ওই নিবাপ পরিবেষ্টিত করিল। হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ তৃতীয় মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইল, যেখানে তাহারা ধরা পড়িল। এইরূপে, হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না।

৬. হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ মৃগসংঘ এইরূপে বিষয়টি সম্যকভাবে চিন্তা করিল : "'প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ওই নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। দ্বিতীয় মৃগসংঘও এইরূপে বিষয়টি চিন্তা করিয়াছিল : 'প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইলে ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী

---

১. অনুপ্রবিষ্ট না হইয়া অর্থে সম্পূর্ণ ভিতরে না গিয়া, কিছুদূর যাইতে না যাইতে দ্রুত বাহির হইয়া। (প-সূ)

২. এ স্থলে কৈটভী অর্থে অতিশয় মায়াবী।

৩. অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

৪. ঠিক কোন স্থানে আসে এবং কোথায় চলিয়া যায়। (প-সূ)

৫. মৃগ ধরিবার ইহা একপ্রকার জাল বা ফাঁদ। (প-সূ)

কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া এই প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপক-রোপিত তৃণভোজন হইতে প্রতিবিরত হইব, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘ নিবাপ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইল, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের শেষ মাসে তৃণোদক শুকাইয়া গেলে এই মৃগসংঘ অতিশয় কৃশতনু হইয়া পড়িল। অতিশয় কৃশতনু হওয়ায় মৃগসংঘের বলবীর্য পরিহীন হইল, বলবীর্য পরিহীন হইলে ওই মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে প্রত্যাগমন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। তৃতীয় মৃগসংঘও বিষয়টি এইরূপে সম্যকভাবে চিন্তা করিয়াছিল : "প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। দ্বিতীয় মৃগসংঘও এইরূপে বিষয়টি সম্যকভাবে চিন্তা করিয়াছিল : 'প্রথম মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিতে গিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া প্রথম মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপক-রোপিত তৃণভোজন হইতে প্রতিবিরত হইব, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘ নিবাপ-ভোজন হইতে প্রতিবিরত হইল, ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের শেষ মাসে তৃণোদক শুকাইয়া গেলে এই মৃগসংঘ অতিশয় কৃশতনু হইল। অতিশয় কৃশতনু হওয়ায় বলবীর্য পরিহীন হইল। বলবীর্য পরিহীন হইলে ওই মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপে প্রত্যাগমন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং

খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া ভোজ্য ভোজন করিয়া মদগ্রস্ত হইল। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইল। প্রমত্ত হইয়া ওই নিবাপে নিবাপকেরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে গিয়া দ্বিতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না। অতএব আমরা নিবাপক-নির্মিত ওই নিবাপের উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিব। অনুপ্রবিষ্ট এবং মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিলে আমরা মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত থাকিলে প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ওই নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে থাকিব না।" ইহা ভাবিয়া তৃতীয় মৃগসংঘ নিবাপক-নির্মিত নিবাপের উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করায় মৃগগণ মদগ্রস্ত হইল না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইল না। অপ্রমত্ত থাকায় নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিল না। তখন, নিবাপক এবং নিবাপক-পার্ষদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই তৃতীয় মৃগসংঘ যেন কৈটভীর ন্যায় শঠ, 'পরজনের' ন্যায় ঋদ্ধিমান। তাহারা এই নির্মিত নিবাপ পরিভোগ করে, অথচ আমরা তাহাদের গতিবিধি জানি না। অতএব আমরা বৃহৎ দণ্ডবাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ এই বপিত নিবাপ পরিবেষ্টিত করিব, ইহাতে অত্যল্পকালের মধ্যেই তৃতীয় মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইব, যেখানে মৃগগণকে ধরিতে পারিব।" ইহা ভাবিয়া নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ বৃহৎ দণ্ডবাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ ওই নিবাপ পরিবেষ্টিত করিল। ইহাতে নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ তৃতীয় মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইল, যেখানে তাহারা ধরা পড়িল। এইরূপে, তৃতীয় মৃগসংঘও নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিল না।

অতএব আমরা যেখানে নিবাপক এবং নিবাপক-পার্ষদের যাতায়াত নাই সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই নিবাপক-নির্মিত নিবাপে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিব। অনুপ্রবিষ্ট এবং মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিলে মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত থাকিলে প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ওই নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে থাকিব না।'" ইহা ভাবিয়া যেখানে নিবাপক এবং নিবাপক-পার্ষদের যাতায়াত ছিল না সেখানেই চতুর্থ মৃগসংঘ আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই নিবাপক-নির্মিত নিবাপে

অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করিল। অনুপ্রবিষ্ট এবং মূর্ছিত না হইয়া ভোজ্য ভোজন করায় তাহারা মদগ্রস্ত হইল না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইল না। অপ্রমত্ত থাকায় ওই নিবাপে নিবাপকের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিল না। তখন, হে ভিক্ষুগণ, নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই চতুর্থ মৃগসংঘ যেন কৈটভীর ন্যায় শঠ, 'পরজনের' ন্যায় ঋদ্ধিমান। এই মৃগসংঘ বপিত নিবাপ পরিভোগ করে অথচ আমরা মৃগগণের গতিবিধি জানি না। অতএব আমরা বৃহৎ দণ্ডবাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ এই বপিত নিবাপ পরিবেষ্টিত করিব, ইহাতে অত্যল্পকালের মধ্যে এই চতুর্থ মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইব, যেখানে তাহাদিগকে ধরিতে পারিব।" ইহা ভাবিয়া তাহারা বৃহৎ দণ্ডবাগুরা দ্বারা চারিধারে বিস্তৃত স্থানসহ ওই নিবাপ পরিবেষ্টিত করিল। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ চতুর্থ মৃগসংঘের আশ্রয়স্থল দেখিতে পাইল না, যেখানে তাহারা মৃগগণকে ধরিতে পারিত। তখন, হে ভিক্ষুগণ, নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "যদি আমরা এই চতুর্থ মৃগসংঘকে ঘাঁটাই, এই ঘাঁটাতে মৃগগণ অপর মৃগগণকে[১] ঘাঁটাইবে, তাহাদের ঘাঁটাইলে তাহারাও অপর মৃগগণকে[২] ঘাঁটাইবে, এইরূপে সর্বাংশেই মৃগগণ এই বপিত নিবাপ পরিহার করিবে। অতএব আমরা এই চতুর্থ মৃগসংঘকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিব[৩]।" হে ভিক্ষুগণ, ইহা ভাবিয়া নিবাপক ও নিবাপক-পার্ষদ চতুর্থ মৃগসংঘকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিল। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ মৃগসংঘ নিবাপকের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইল।

৭. হে ভিক্ষুগণ, লক্ষিত অর্থ-বিজ্ঞাপনের জন্যই এই উপমা উপস্থিত করা হইয়াছে। উপমার অর্থ এই : হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে নিবাপ পঞ্চকামগুণের অধিবচন বা নামান্তর; নিবাপক মারেরই নামান্তর; নিবাপক-পার্ষদ মার-পার্ষদেরই নামান্তর; মৃগগণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণেরই নামান্তর।

৮. হে ভিক্ষুগণ, প্রথম শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মার-নির্মিত ওই নিবাপে,[৪] অর্থাৎ পঞ্চকামগুণরূপ লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে

---

১. দূরবর্তী মৃগগণকে। (প-সূ)

২. আরও দূরবর্তী মৃগগণকে। (প-সূ)

৩. অর্থাৎ উহাদের বিষয়ে উদাসীন হইয়া চলিব। (প-সূ)

৪. মার-বপিত নিবাপে বা তৃণক্ষেত্রে। বীজ হইতেছে পঞ্চকামগুণ বা পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়—চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ইত্যাদি। (প-সূ)

(ইন্দ্রিয়লালসায়) মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় তাঁহারা অনুপ্রবিষ্ট ও খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া মদগ্রস্ত হইলেন। মত্ত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হইলেন। প্রমত্ত হইয়া ওই নিবাপে, অর্থাৎ ওই লোকামিষে মারের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে লাগিলেন। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, এই প্রথম শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধিপ্রভাব (বশীকরণ বিদ্যা) হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। হে ভিক্ষুগণ, যেমন প্রথম মৃগসংঘ, ঠিক উহারই উপমায় আমি এই প্রথম শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে বর্ণনা করি।

৯. হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'প্রথম শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করায় তাঁহারা মদগ্রস্ত হইলেন। মত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইলেন। প্রমত্ত থাকায় ওই নিবাপে, ওই লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে লাগিলেন। এইরূপেই প্রথম শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। অতএব আমরা সর্বাংশে নিবাপ-ভোজন হইতে, লোকামিষ হইতে প্রতিবিরত হইব। ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিব।' ইহা ভাবিয়া তাঁহারা সর্বাংশে নিবাপ-ভোজন হইতে, লোকামিষ হইতে প্রতিবিরত হইলেন। ভয়ভোগ হইতে প্রতিবিরত হইয়া তাঁহারা অরণ্যায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা শাকভোজী হইলেন, শ্যামাকভোজী হইলেন, নীবারভোজী হইলেন, দর্দরভোজী হইলেন, শৈবালভোজী হইলেন, কণভোজী হইলেন, আচামভোজী হইলেন, পিণ্যাকভোজী হইলেন, তৃণভোজী হইলেন, গোময়ভোজী হইলেন, ফলমূলাহারী কিংবা ভূপতিত পক্বফলভোজী হইলেন। গ্রীষ্মের শেষ মাসে তৃণোদক ক্ষীণ হইলে তাঁহারা অতিশয় কৃশতনু হইলেন। অতিশয় কৃশতনু এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের বলবীর্য পরিহীন হইল। বলবীর্য পরিহীন হইলে চেতোবিমুক্তি[১] (অরণ্যবাসের অভিপ্রায়) পরিহীন হইল। চেতোবিমুক্তি পরিহীন হওয়ায় তাঁহারা ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষেই প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় তাঁহারা অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং

---

১. চেতোবিমুক্তি—চিত্তের বিমুক্তভাব।

খাদ্যমোহে মূর্ছিত হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করায় তাঁহারা মদগ্রস্ত হইলেন। মত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইলেন। প্রমত্ত থাকায় তাঁহারা ওই নিবাপে, ওই লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে লাগিলেন। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় মৃগসংঘ, ঠিক উহারই উপমায় আমি এই দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে বর্ণনা করি।

১০. হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন : 'প্রথম শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণও ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই। অতএব আমরা ওই মার-নির্মিত নিবাপের, ওই লোকামিষের উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিব। অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলে আমরা মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত থাকিলে প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ওই নিবাপে, ওই লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইব না।' ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ওই মার-নির্মিত নিবাপের, ওই লোকামিষের উপাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করায় তাঁহারা মদগ্রস্ত হইলেন না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইলেন না। অপ্রমত্ত থাকায় তাঁহারা ওই নিবাপে, ওই লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি (একাঙ্গদর্শন) উৎপন্ন হইল : 'জগৎ শাশ্বত', 'জগৎ অশাশ্বত', 'জগৎ সান্ত', 'জগৎ অনন্ত', 'জীবাত্মা ও শরীর অভিন্ন', 'জীবাত্মা ও শরীর ভিন্ন ভিন্ন', 'মৃত্যুর পরও তথাগত থাকেন', 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না', 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও বটে, থাকেন না-ও বটে', 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন তাহাও নহে, না থাকেন তাহাও নহে।' এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় মৃগসংঘ, ঠিক উহারই উপমায় আমি তৃতীয় শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে বর্ণনা করি।

১১. হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সম্যকরূপে চিন্তা করিলেন : 'প্রথম শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণও ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন না। তৃতীয় শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণও ঐ-মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে ঐরূপ করিতে গিয়া মারের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই। অতএব আমরা যেখানে মার এবং মার-পার্ষদের যাতায়াত নাই তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিব। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিব। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলে আমরা মদগ্রস্ত হইব না। অমত্ত থাকিলে প্রমাদগ্রস্ত হইব না। অপ্রমত্ত থাকিলে আমরা ওই নিবাপে, ওই লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইব না।' ইহা ভাবিয়া তাঁহারা যেখানে মার এবং মার-পার্ষদের যাতায়াত নাই তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওই মার-নির্মিত নিবাপে, ওই লোকামিষে অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিলেন। তথায় অনুপ্রবিষ্ট এবং খাদ্যমোহে মূর্ছিত না হইয়া উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করায় তাঁহারা মদগ্রস্ত হইলেন না। অমত্ত থাকায় প্রমাদগ্রস্ত হইলেন না। অপ্রমত্ত থাকায় তাঁহারা ওই নিবাপে, ওই লোকামিষে মারের ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইলেন না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারের ঋদ্ধিপ্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিলেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ মৃগসংঘ, ঠিক উহারই উপমায় আমি চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে বর্ণনা করি।

১২. হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে মার ও মার-পার্ষদের গোচর-সীমার বাহিরে যাওয়া যায়? ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তাহা করিলেই বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভুবন,
মার-চক্ষু অদর্শনে গত যোগী-জন।

পুনশ্চ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের

একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখ অনুভব করেন, যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া প্রীতি-নিরপেক্ষ-সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তাহা করিলেই বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভুবন,
মার-চক্ষু অদর্শনে গত যোগী-জন।

পুনশ্চ, ভিক্ষু সর্ব রূপ-সংজ্ঞা সমতিক্রম ও প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া নানাত্ম-সংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করিয়া 'অনন্ত-আকাশ' এই অনুভূতিতে অনন্ত-আকাশ-আয়তন নামক প্রথম অরূপধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। অতঃপর তিনি সর্বতোভাবে অনন্ত-আকাশ-আয়তন স্তর সমতিক্রম করিয়া 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এই অনুভূতিতে অনন্ত-বিজ্ঞান-আয়তন নামক দ্বিতীয় অরূপধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। অতঃপর তিনি সর্বতোভাবে অনন্ত-বিজ্ঞান-আয়তন স্তর সমতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নাই' এই অনুভূতিতে আকিঞ্চন-আয়তন নামক তৃতীয় অরূপধ্যান করিয়া তাহাতে বিচরণ লাভ করেন। তদনন্তর তিনি সর্বাংশে আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন নামক চতুর্থ অরূপধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। এইরূপে এক একটি অরূপধ্যানস্তর লাভ করিলে বলা হয়ঃ

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভুবন,
মার-চক্ষু অদর্শনে গত যোগী-জন।

পরিশেষে তিনি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নামক লোকোত্তর ধ্যানস্তর লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। প্রজ্ঞানেত্রে সর্ববিষয় দেখিবার ফলে আসব পরিক্ষীণ হয়। এইরূপে

লোকোত্তর ধ্যানন্তর লাভ করিলে বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভুবন,
মার-চক্ষু অদর্শনে গত যোগীজন ॥
লোকোত্তীর্ণ লোকাতীত বুদ্ধ শুদ্ধ জন
বিষাত্মিকা তৃষ্ণা যত করিয়া ছেদন ॥

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ নিবাপ-সূত্র সমাপ্ত ॥

২৬. আর্যপর্যেষণ-সূত্র *

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তাঁহারা কহিলেন, 'আনন্দ, তুমি তো চিরকালই ভগবৎ-প্রমুখাৎ ধর্মকথা শুনিয়া আসিতেছ। আমরা কি একবার ভগবৎ-প্রমুখাৎ ধর্মকথা শুনিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিব?' 'যদি আয়ুষ্মানগণ সেই সুযোগ লাভ করিতে চাহেন, যেখানে রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রম সেখানে গমন করুন, অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা সেই সুযোগ লাভ করিবেন।' 'তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন।

এদিকে ভগবান ভিক্ষান্নসংগ্রহে বিচরণ করিয়া ভোজনশেষে ভিক্ষান্নসংগ্রহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আনন্দ, যেখানে পূর্বারাম[১], মৃগার-মাতৃ-প্রাসাদ[২] তথায় দিবাবিহারের জন্য গমন

---

* এই সূত্র পাসরাসি-সুত্ত নামেও কোনো কোনো পুঁথিতে অভিহিত হইয়াছে। সূত্রের মধ্যে পাশরাশির উপমা আছে, ইহাই পাশরাশি নামের সার্থকতা। বুদ্ধঘোষ পাশরাশি নামই গ্রহণ করিয়াছেন। ঔপম্যবর্গে পাশরাশি নাম সমীচীন বটে।

১. শ্রাবস্তীর পূর্বদ্বারের সন্নিকটে নির্মিত আরামই পূর্বারাম নামে পরিচিত।

২. উক্ত আরাম মৃগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ বিশাখা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা মৃগার-

করিব। 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত দিবাবিহারের জন্য পূর্বারামে, মৃগার-মাতৃ-প্রাসাদে গমন করিলেন। সায়াহ্নে ভগবান সমাধি হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, গাত্রপরিষেকের (স্নানের) জন্য পূর্বপ্রকোষ্ঠে (পূর্বদ্বারের পার্শ্ববর্তী কক্ষে) গমন করিব। 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর প্রকোষ্ঠে (গাত্রপরিষেকের) আয়োজন হইলে গাত্রপরিষেকের জন্য ভগবান আনন্দের সহিত পূর্বপ্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। পূর্বপ্রকোষ্ঠে গাত্রপরিষেক করিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া ভগবান গাত্র শুকাইবার জন্য একচীবরে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন, 'প্রভো, অদূরে রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রম। প্রভো, এই আশ্রম অতি রমণীয় ও মনোহর। প্রভো, অনুকম্পাপূর্বক আপনি এই রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রমে গমন করুন।' ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর ভগবান যেখানে রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রম তথায় গমন করিলেন। সেই সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু ওই আশ্রমে ধর্মালাপে সমাসীন ছিলেন। ভগবান তাঁহাদের কথা (বক্ষ্যমাণ বিষয়) সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বহির্দ্বার-প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিলেন।

২. ভগবান তাঁহাদের কথা সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া একটু কাশিয়া বহির্দেশ হইতে অর্গল টানিলেন। ভিতর হইতে ভিক্ষুগণ ভগবানকে দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভগবান রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। উপবিষ্ট হইয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কী কথা লইয়া সমাসীন আছ? তোমাদের মধ্যে কী কথাই বা বিপ্রকৃত[১] হইল (থামিয়া গেল)? 'প্রভো, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ধর্মকথাও থামিল আর ভগবানও এ স্থলে উপনীত হইলেন।' 'উত্তম কথা, শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত তোমাদের ন্যায় কুলপুত্রগণ ধর্মালাপে সমাসীন হইবেন। হে ভিক্ষুগণ, একত্রিত হইলে তোমাদের এই দ্বিবিধ কর্তব্য : ধর্মকথার আলোচনা অথবা আর্যোচিত তূষ্ণীম্ভাব ধারণ।'

৩. হে ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ পর্যেষণ (সন্ধান)—অনার্যোচিত ও আর্যোচিত।

মাতৃ-প্রাসাদ নামেও অভিহিত হয়।

১. এ স্থলে বিপ্রকৃত হইল অর্থে যাহা অপরিসমাপ্ত রহিল। যখন বুদ্ধ তথায় উপস্থিত হইলেন তখন ভিক্ষুদিগের মধ্যে বক্ষ্যমাণ বিষয় সমাপ্ত হইলেও আলোচনা পরিসমাপ্ত হয় নাই।

হে ভিক্ষুগণ, অনার্যোচিত পর্যেষণ কী? এ জগতে কেহ কেহ নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মের, জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মের, ব্যাধির অধীন হইয়া ব্যাধি-অনুগ ধর্মের, মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মের, শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মের, সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মেরই পর্যেষণ করেন। জন্মানুগ ধর্ম বলিতে তোমরা কী বলিবে? হে ভিক্ষুগণ, পত্নী-পুত্র, দাস-দাসী, অজ-মেষ, কুক্কুট-শূকর, হস্তী-গো-অশ্ব, অশ্বতর, জাতরূপ এবং রজতই জন্মানুগ ধর্ম। এ-সকল জন্মানুগ ধর্মই উপাধি যাহাতে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন হইলে মনে করিতে হইবে মানব নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মেরই পর্যেষণ করিতেছে। জরানুগ ধর্ম, ব্যাধি-অনুগ ধর্ম, মরণানুগ ধর্ম, শোকানুগ ধর্ম, সংক্লেশানুগ ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহাই, হে ভিক্ষুগণ, অনার্যোচিত পর্যেষণ।

৪. হে ভিক্ষুগণ, আর্যোচিত পর্যেষণ কী? এ জগতে কেহ কেহ নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে ব্যাধির অধীন হইয়া ব্যাধি-অনুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। নিজে সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করেন। ইহাই, হে ভিক্ষুগণ, আর্যোচিত পর্যেষণ।

৫. আমিও, হে ভিক্ষুগণ, সম্যক সম্বোধি লাভের পূর্বে, বোধিসত্ত্ব অবস্থায় নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মের, জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মের, ব্যাধির অধীন হইয়া ব্যাধি-অনুগ ধর্মের, মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মের, শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মের, সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মের পর্যেষণ করি। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'আমি নিজে জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মের, জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মের, ব্যাধির অধীন হইয়া ব্যাধি-অনুগ ধর্মের, মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মের, শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মের, সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মের পর্যেষণ করিতেছি। অতএব, এখন জন্মাধীন আমি জন্মানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। জরাধীন আমি জরানুগ ধর্মে আদীনব

আছে জানিয়া অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। ব্যাধির অধীন আমি ব্যাধি-অনুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। মরণাধীন আমি মরণানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। শোকাধীন আমি শোকানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব। সংক্লেশাধীন আমি সংক্লেশানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিব।'

৬. হে ভিক্ষুগণ, সেই আমি পরে যখন তরুণ, নবীন, কৃষ্ণকেশ এবং ভদ্রযৌবনসম্পন্ন তখন স্নেহশীল ও অনিচ্ছুক মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া, কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই। প্রব্রজিত হইয়া কুশল কী সন্ধানে এবং অনুত্তর শান্তিবরপদ নির্বাণ অন্বেষণে অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, কালাম, আমি তোমার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি। অরাড়[১] কালাম আমাকে কহিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন; তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।' হে ভিক্ষুগণ, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই ধর্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠ-প্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি সেই জ্ঞানবাদ[২] বলিতে পারি, সেই স্থবিরবাদ[৩] জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি অপরাপর ব্যক্তিও তাহা অনায়াসে জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : অরাড় কালাম শুধু বিশ্বাসের উপর[৪] নহে এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া-দেখিয়া

১. অরাড় অর্থে দীর্ঘ-পিঙ্গল, দীর্ঘ-তপস্বী। কালাম তাঁহার গোত্র নাম। (প-সূ) সম্ভবত তিনি কালাম ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অরাড় কালাম জনৈক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাযোগী। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, যখন তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন তখন তাঁহার সম্মুখে পাঁচশত গোশকট একত্রে চলিয়া গেলেও তিনি তাহা জানিতে পারিতেন না, মহাপরিনিব্বান-সুত্ত দ্র.। অশ্বঘোষ-কৃত বুদ্ধচরিতের মতে তিনি বোধিসত্ত্বকে যোগের সঙ্গে সঙ্গে কপিল ঋষি-প্রবর্তিত সাংখ্যমত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

২. বুদ্ধঘোষ জ্ঞানবাদ শব্দের বিশদ অর্থ নির্ণয় করেন নাই। সম্ভবত এ স্থলে জ্ঞানবাদ অর্থে ধ্যানপ্রসূত যৌগিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে স্থবিরবাদ অর্থে স্থির জ্ঞান। (প-সূ)

৪. শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া, প্রত্যক্ষের উপর নহে।

উহাতে অবস্থান করেন। অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, কালাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান করো? হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে অরাড় কালাম কহিলেন, 'আকিঞ্চনায়তন নামক অরূপধ্যানস্তর পর্যন্ত।' তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : শুধু যে অরাড় কালামের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব তিনি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন, আমিও সেই ধর্ম সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইব।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো বলিয়া প্রকাশ করো। 'হাঁ, এই পর্যন্তই বটে!' কালাম, আমিও তো এই ধ্যানস্তর পর্যন্ত স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি। [তিনি কহিলেন] 'ইহা আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে আমরা আপনার সদৃশ সতীর্থ দেখিতে পাইতেছি। আমি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি তুমিও সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো, ঠিক সেই ধর্মই আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে-ধর্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে-ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।'

হে ভিক্ষুগণ, অরাড় কালাম আমার আচার্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন, উদারভাবে আমাকে সম্মান করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : এই ধর্ম নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, নিরোধের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে,

অভিজ্ঞার অভিমুখে, সম্বোধির অভিমুখে, নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয় না। ইহার গতি তো আকিঞ্চনায়তন পর্যন্ত। হে ভিক্ষুগণ, আমি এই ভাবিয়া সেই ধর্ম পর্যাপ্ত মনে না করিয়া[১] তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি।

৭. হে ভিক্ষুগণ, কুশল কী সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি রুদ্র রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, রাম, আমি তোমার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি। রামপুত্র আমাকে কহিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন। তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।' হে ভিক্ষুগণ, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠপ্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে পারি, সেই স্থবিরবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি, অপরাপর ব্যক্তিও তাহা জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : রামপুত্র শুধু শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর নহে, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া-দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন। অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, রাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান করো? হে ভিক্ষুগণ, ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে রামপুত্র কহিলেন, 'নৈব-সংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা-আয়তন নামক অরূপধ্যানস্তর পর্যন্ত।' তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : শুধু যে রামপুত্রের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব, তিনি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন আমিও সেই ধর্ম সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইব।

হে ভিক্ষুগণ, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, রাম, এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো

---

১. পালি অনলঙ্করিত্বা অর্থাৎ 'অলং ইমিনা, অলং ইমিনা' মনে না করিয়া। (প-সূ)

তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো বলিয়া প্রকাশ করো? 'হাঁ, এই পর্যন্তই বটে!' রাম, আমিও এই ধ্যানস্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি। তিনি কহিলেন, 'ইহাতে আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে আমরা আপনার সদৃশ সতীর্থ দেখিতে পাইতেছি। আমি যেই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি তুমিও সেই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো, ঠিক সেই ধর্ম আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে-ধর্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে-ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।'

হে ভিক্ষুগণ, রুদ্র রামপুত্র আমার আচার্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : এই ধর্ম নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, নিরোধের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয় না। ইহার গতি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন নামক অরূপধ্যান পর্যন্ত[১]। হে ভিক্ষুগণ, আমি এই ভাবিয়া সেই ধর্ম পর্যাপ্ত মনে না করিয়া তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি।

৮. হে ভিক্ষুগণ, কুশল কী সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি মগধরাজ্যে ক্রমাগত বিচরণ করিতে করিতে যেখানে উরুবেলা মহাবেলা, যেখানে সেনা-নিগম[২] তদভিমুখে অগ্রসর হই। তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাই এক অতি রমণীয় ভূমিভাগ, এক মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা

---

১. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অরূপধ্যানই অষ্টম সমাপত্তি লাভের উপায়। এই সূত্র সপ্রমাণ করিতেছে যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই এদেশের যোগীগণ চারি রূপ-সমাপত্তি ও চারি অরূপ-সমাপত্তি; এই অষ্টসমাপত্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং বোধিসত্ত্ব সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নামক লোকোত্তর সমাপত্তি লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

২. আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে সেনা-নিগম ও সেনানি-গাম—এই দ্বিবিধ পাঠ। সেনা-নিগম অর্থে সেনানিবাস। সেনানি-গাম অর্থে সেনানীর গ্রাম। সেনানী সুজাতার পিতার নাম। সেনানী-গ্রামেই সুজাতার পিত্রালয় অবস্থিত ছিল। (প-সূ)

সতীর্থযুক্তা নদী প্রবাহমানা,[১] এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম[২]। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : এই তো সেই রমণীয় ভূমিভাগ এবং মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্ত প্রবাহমানা নদী এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম। সাধনাপ্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে এই তো সেই সাধনার স্থান। ইহা ভাবিয়া, হে ভিক্ষুগণ, সাধনার পক্ষে এই স্থান পর্যাপ্ত মনে করিয়া ওই স্থানেই আমি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হই।

৯. হে ভিক্ষুগণ, জন্মাধীন আমি জন্মানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। জরাধীন আমি জরানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। ব্যাধির অধীন আমি ব্যাধি-অনুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। মরণাধীন আমি মরণানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। শোকাধীন আমি শোকানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। সংক্লেশাধীন আমি সংক্লেশানুগ ধর্মে আদীনব বিদিত হইয়া অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ আয়ত্ত করি। আমার জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হইল, আমার চিত্তবিমুক্তি অচল, এই আমার শেষ জন্ম, এখন আমার আর পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই।

১০. তখন, হে ভিক্ষুগণ, আমার এই চিন্তা হইল : যে-ধর্ম গভীর, দুর্দর্শ, দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিত-বেদনীয়[৩] তাহা আলয়ারামী, আলয়-রত ও আলয়-সম্মোদিত[৪] জনগণের এই তত্ত্ব, এই

---

১. এ স্থলে 'মণিখণ্ডসদৃশ-বিমল-নীল-শীতল-সলিলা নেরঞ্জরা (নৈরঞ্জনাই)' লক্ষিতা নদী। (প-সূ) অদ্যাপিও উরুবেলা (বুদ্ধগয়া) নৈরঞ্জনা-বিধৌতা।

২. গোচর-গ্রাম অর্থে ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য সহজে যাতায়াত করিতে পারা যায় এইরূপ গ্রাম বা লোকালয়। (প-সূ)

৩. বুদ্ধঘোষের মতে এ স্থলে ধর্ম অর্থে চারি আর্যসত্য। তর্কাতীত অর্থে যাহা শুধু তর্কের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, যাহা জ্ঞানগম্য, যৌগিক প্রত্যক্ষের বিষয়। (প-সূ)

৪. এ স্থলে আলয় অর্থে পঞ্চকামগুণ, পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়। (প-সূ)

হেতুপ্রত্যয়তা[১] প্রতীত্যসমুৎপাদ[২] দর্শন করা দুষ্কর। তাহাদের পক্ষে এই যে সর্ব-সংস্কার-শমথ, সর্ব-উপাধি-বর্জিত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ ও নিরোধ (নামধেয়) নির্বাণ[৩] দর্শন করা দুষ্কর। যদি আমি এই ধর্মোপদেশ প্রদান করি এবং অপরে ইহা জানার মতো জানিতে না পারে, তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে ক্লেশ ও কষ্টের কারণ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার মুখ হইতে এই অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য গাথা প্রতিভাত হয় :

কষ্টে যাহা অধিগত প্রকাশে কী কাজ,
রাগ-দ্বেষপরায়ণ মানবসমাজ।
রাগ-দ্বেষ-অভিভূত, অজ্ঞান, অবোধ,
এই ধর্ম তাহাদের নহে সুখবোধ।
স্রোত-প্রতিকূলগামী, নিপুণ, গভীর,
দুরদশ, অতিসূক্ষ্ম, ধর্ম সুগভীর।
কেমনে দেখিবে তাহা রাগাসক্ত জন,
তমস্কন্ধে, অন্ধকারে আবৃত নয়ন!

হে ভিক্ষুগণ, ইহা আলোচনা করিলে অনৌৎসুক্যের দিকেই আমার চিত্ত নমিত হয়, ধর্মদেশনার প্রতি নহে।

১১. হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার স্বচিত্তের তর্ক-বিতর্ক জানিতে পারিয়া সোহম্পতি ব্রহ্মার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'ওহে, জগৎ যে নষ্ট হইল, জগৎ যে বিনষ্ট হইল, যেহেতু তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের চিত্ত অনৌৎসুক্যের প্রতি নমিত হইল, ধর্মদেশনার প্রতি নহে।' অনন্তর যেমন কোনো এক বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, সোহম্পতি ব্রহ্মা ব্রহ্মালোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি একাংসে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) স্থাপন করিয়া আমার প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাকে কহিলেন, 'প্রভো, ভগবান, আপনি ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। সুগত, আপনি ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। স্বল্পরজ-জাতীয় সত্ত্বও আছে যাহারা ধর্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে অধঃপতিত হইবে। ধর্মের রসগ্রাহী শ্রোতা অবশ্যই মিলিবে।' সোহম্পতি

---

১. পপঞ্চসুদনীতে বুদ্ধঘোষ 'ইদপ্পচ্চযতা'-র বিশদ অর্থ করেন নাই। আমাদের মতে 'ইদপ্পচ্চযতা' অর্থে কার্যকারণ-ভাব; 'ইদপ্পচ্চযতা' ধম্মতা বা তথতারই নামান্তর। 'অস্মিং সতি ইদং হোতি', ইত্যাদি ভাবেই 'ইদপ্পচ্চযতা'-র অর্থবোধ করিতে হইবে।

২. পটিচ্চসমুপ্পাদ বা প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ পরিশিষ্টে দ্র.।

৩. পরিশিষ্ট দ্র.।

ব্রহ্মা এ কথা বলিলেন, ইহা বলিয়া অতঃপর তিনি গাথায় প্রকাশ করিলেন :

"উদিত মগধে পূর্বে ধরম সমল,
নহে সুচিন্তিত তাহা শুদ্ধ নিরমল।
উদ্‌ঘাটিত এবে জান অমৃতের দ্বার
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
সমুদিত ধর্ম হেথা শুদ্ধ সুবিমল,
সুচিন্তিত, শুন তাহা, শুভ্র নিরমল।
শৈলে স্থিত যথা কেহ দেখে জনতারে—
পর্বত-শিখর হতে নিম্নে চারি ধারে—
সেইরূপ, হে সুমেধ, করি আরোহণ
ধর্মময় প্রাসাদেতে করো বিলোকন
সর্বদর্শী, বীতশোক, শোকাকুল জনে
হের তুমি, চারি ধারে রয়েছে কেমনে।
জন্ম-জরা-অভিভূত করিছে ক্রন্দন,
অজাতে অজরে তুমি পেয়েছ দর্শন।
ওঠো বীর! জয়ী তুমি, বিজিত সংগ্রাম,
ঋণহীন সার্থবাহ তুমি গুণধাম।
বিচরণ করো লোকে তুমি ভগবান,
উপদেশ করো ধর্ম তব সুমহান,
অবশ্য মিলিবে শ্রোতা বহু জ্ঞানবান,
বুঝিতে পারিবে ধর্ম, হবে আগুয়ান।"

১২. হে ভিক্ষুগণ, আমি ব্রহ্মার অভিপ্রায় বিদিত হইয়া, সর্বসত্ত্বের প্রতি কারুণ্যবশত বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ বিলোকন করি। বুদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্ব-বিলোকন করিয়া আমি দেখিতে পাই কোনো কোনো জীব স্বল্পরজ, কোনো কোনো জীব মহারজ, কেহ তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা সু-আকারবিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ বা পারত্রিক পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ কেহ বা পারত্রিক পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে না। যেমন উৎপল, পদ্ম, অথবা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোনো কোনোটি জলে উৎপন্ন হইয়া, জলে সংবর্ধিত হইয়া জলাভ্যন্তরেই পোষিত হয়; কোনো কোনোটি জলে উৎপন্ন ও সংবর্ধিত হইয়া জলসীমায় স্থিত থাকে; আবার কোনো কোনোটি জলে উৎপন্ন ও সংবর্ধিত হইয়া, জল হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া, জল দ্বারা অনুপলিপ্ত থাকে, তেমনভাবেই, হে

ভিক্ষুগণ, আমি বুদ্ধদৃষ্টিতে জগৎ বিলোকন করিয়া দেখিতে পাই কোনো কোনো সত্ত্ব অল্পরজ, কোনো কোনো সত্ত্ব মহারজ, কেহ বা তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা সু-আকারবিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ বা পারত্রিক পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ কেহ বা পারত্রিক পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে না। অনন্তর আমি নিম্নগাথায় সোহম্পতি ব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করি :

উদ্‌ঘাটিত জান তবে অমৃতের দ্বার
জন্ম-জরা-মৃত্যু হতে করিতে উদ্ধার।
শ্রোতা যারা, শুনিবারে ব্যাকুল যাহারা,
শ্রদ্ধা প্রকাশিয়া ধর্ম শুনুক তাহারা।
কষ্ট জানি করি নাই, ব্রহ্মা, অস্বীকার
প্রচারিতে ধর্ম যাহা অভ্যস্ত আমার,
বিশ্বের মনুজ-মাঝে করিতে প্রচার
ধর্ম সুপ্রণীত যাহা অমৃতের দ্বার।

অনন্তর সোহম্পতি ব্রহ্মা আমি ধর্মোপদেশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি জানিয়া, আমাকে অভিবাদন করিয়া এবং পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : আমি কাহার নিকট প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করিব যিনি এই ধর্মের শীঘ্র অর্থবোধ করিতে পারিবেন? তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : অরাড় কালামই সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল অল্পরজ-জাতীয় পুরুষ। অতএব, আমি তাঁহারই নিকট প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করিব, তিনিই এই ধর্মের অর্থ শীঘ্র জানিতে পারিবেন। তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল, 'প্রভো, সপ্তাহকাল হইল অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।' আমার মধ্যেও জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইল যে সপ্তাহকাল পূর্বে সত্যই অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : অরাড় কালাম মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে যিনি এই ধর্ম শ্রবণমাত্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : তবে আমি কাহার নিকট প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করিব যিনি এই ধর্ম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিবেন? তখন আমার মনে হইল : রুদ্র রামপুত্র তো সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল অল্পরজ-জাতীয় পুরুষ। অতএব, আমি তাঁহারই নিকট প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করিব। তিনি এই ধর্ম শ্রবণমাত্র

শীঘ্রই ইহার অর্থবোধ করিতে পারিবেন। তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'প্রভো, সপ্তাহকাল হইল রুদ্র রামপুত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন।' আমার মধ্যেও জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইল যে সত্যই সপ্তাহকাল পূর্বে রুদ্র রামপুত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : রুদ্র রামপুত্র মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে যিনি এই ধর্ম শ্রবণমাত্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর আমার মনে হইল : কেন? পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তো আমার বহূপকারী, যাহারা আমার সাধনা-তৎপরতার সময় আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া সেবা করিয়াছিল। অতএব, আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকট প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করিব। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ[১] এখন কোথায় অবস্থান করিতেছে? আমি দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বারাণসী-সমীপে ঋষিপত্তন মৃগদাবে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, আমি উরুবেলায় যথারুচি বিচরণ করিয়া অবশেষে বারাণসী-অভিমুখে যাত্রা করি।

১৪. হে ভিক্ষুগণ, উপক নামক আজীবক[২] দেখিতে পাইল যে, আমি দীর্ঘ পথযাত্রী হইয়া গয়া ও বোধিদ্রুমের মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হইয়াছি। আমাকে দেখিয়া উপক কহিল, 'এই যে দেখিতেছি তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সুবিমল হইয়াছে। তোমার দেহকান্তি যে পরিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত হইয়াছে। বন্ধু, তুমি কাহার উদ্দেশে প্রব্রজিত হইয়াছ? কে বা তোমার শাস্তা? কোন ধর্মেই বা তোমার রুচি?' তদুত্তরে আমি উপক আজীবককে গাথাযোগে কহিলাম :

সকলের বিভু[৩] আমি, সর্ববিদ হয়েছি এখন,
কোনো ধর্মে নহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন।
সর্বঞ্জহ, সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত মানস,
নিজ অভিজ্ঞায় যদি সিদ্ধ আমি পূরিত-মানস,
বলো তবে, আজীবক, কারে আমি করিব উদ্দেশ,

---

১. কৌণ্ডিণ্য, বাপ্প (বপ্প), ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ—এই পাঁচজন লইয়াই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু। ইহারা প্রত্যেকে পরে বুদ্ধের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন (বিনয় মহাবর্গ, মহাস্কন্ধ দ্র.)।

২. মস্করী গোশালের শিষ্যগণ আজীবক বা আজীবিক নামে পরিচিত হয়।

৩. পালি 'অভিভূ' অর্থে যিনি সকলকে অভিভূত বা পরাভূত করিয়া অবস্থান করিতে পারেন।

স্বয়ম্ভু হইয়া নিজে গুরুরূপে করিব নির্দেশ?
আচার্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,
সদৃশ যে কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী মম এ ধরায়।
আব্রহ্ম-ভুবন-মাঝে কোথা আছে হেন কোনো জন,
প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী, যুঝিবারে লোকাতীত রণ!
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
সম্যকসম্বুদ্ধ আমি, শীতিভূত[১], নির্বৃত অন্তর।
ধর্মচক্র প্রবর্তিতে চলিয়াছি কাশীর নগর,
অন্ধবিশ্বে বাজাইয়া অমৃত-দুন্দুভি[২] নিরন্তর।

উপক কহিল, 'বন্ধু, তুমি যেভাবে আত্মপরিচয় জানাইতেছ, তাহাতে তুমি কি অনন্তজিন[৩] হইবার যোগ্য?' তদুত্তরে আমি কহিলাম :

'জিন যাঁরা জয়ী তাঁরা জিত-অরি যাঁরা রিপুঞ্জয়,
মাদৃশ যে জিন তাঁরা, সিদ্ধ,—করি আসবের ক্ষয়।
আছে যত পাপধর্ম সব আমি করিয়াছি জয়,
তাই তো উপক, তোমা দিই আমি জিন-পরিচয়!'

ইহা বিবৃত হইলে 'বন্ধু, তাহা হইবে' বলিয়া উপক আজীবক (সামান্য অবহেলার ভাবে) মাথা নাড়িয়া উন্মার্গ অবলম্বনে স্বপথে প্রস্থান করিল।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি ক্রমাগত পর্যটন করিতে করিতে বারাণসী-সমীপে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে[৪] যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু ছিল তথায় উপনীত হই। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দূর হইতে আমাকে আসিতে দেখিল। আমাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করিয়া রাখিল : 'এই যে দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট, বাহুল্যে-প্রবৃত্ত শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন। তাঁহাকে অভিবাদনও করা হইবে না, তাঁহার সম্মানার্থ গাত্রোত্থানও করা হইবে না এবং

১. সর্ব ক্লেশাগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে অর্থে শীতিভূত। (প-সূ)

২. দুন্দুভি অর্থে ভেরি। (প-সূ)

৩. অনন্তমানস বা অচ্যুতপদ লাভই আজীবক-সাধনার নিষ্ঠা বা চরম লক্ষ্য। অনন্তজিন অর্থে যিনি পুরুষোত্তম।

৪. আধুনিক নাম সারনাথ। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে এই স্থানে সিদ্ধ ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্বত ও অনবতপ্ত হ্রদ (মানস সরোবর) হইতে উড়িয়া আসিয়া নিপতিত এবং প্রয়োজন অনুসারে এই স্থান হইতে আকাশে উত্থিত হইয়া অন্যত্র গমন করিতেন, এইজন্য ইহা ঋষিপত্তন নামে অভিহিত হয়। মৃগগণ অভয় লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে এই স্থানে বিচরণ করিত বলিয়া ইহা মৃগদাব নামেও পরিচিত হয়।। (প-সূ) বস্তুত পালি ইসিপতন—ঋষিপত্তন বা ঋষি-নিষেবিত পবিত্র স্থান। অদ্যাপি সারনাথের অদূরে মৃগদাব বিদ্যমান আছে।

তাঁহার হস্ত হইতে পাত্রচীবরও গ্রহণ করা হইবে না; তবে আসনমাত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা হইবে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে উপবেশন করিতে পারিবেন।' হে ভিক্ষুগণ, ক্রমে যতই আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকটবর্তী হইলাম, ততই তাহারা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, আমার দিকে অগ্রসর হইয়া একজন আমার পাত্রচীবর গ্রহণ করিল, একজন আসন নির্দিষ্ট করিল, একজন পাদোদক উপস্থিত করিল। তাহারা আমাকে স্বনামে সম্বোধন করিয়া আমার সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে কথা বলিতে দেখিয়া আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে কহিলাম, হে ভিক্ষুগণ, তথাগতকে স্বনামে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিতে নাই। তথাগত যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, হে ভিক্ষুগণ, অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যে-জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে। ইহা বিবৃত হইলে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আমাকে কহিল, 'সে কী, গৌতম, তুমি সেই কঠোর বিহার, সেই কঠোর পন্থা, সেই দুষ্করচর্যা দ্বারা অতীন্দ্রিয় ধর্ম লাভ করিতে পারিলে না, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ তো দূরের কথা, আর এখন দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি কি বলিতে চাও যে তুমি অতীন্দ্রিয় ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনসহ আয়ত্ত করিতে পারিলে?' আমি কহিলাম, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত তো দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট ও বাহুল্যে প্রবৃত্ত নহেন, তিনি যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্মদেশনা করিতেছি। যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যে-জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয় তোমরা সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপ কথোপকথন হইল। তৃতীয়বার একই উক্তি করিয়া আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জানাইতে সক্ষম হইলাম। তাহাদের দুইজনকে উপদেশ দিতে থাকিলে অপর তিনজন ভিক্ষান্নসংগ্রহে বিচরণ করে। তিনজন বিচরণ করিয়া যে ভিক্ষান্নসংগ্রহ করে তাহাতে আমরা ছয়জন দিনযাপন করি। যখন তাহাদের তিনজনকে উপদেশ প্রদান করিতে থাকি তখন দুইজন ভিক্ষান্নসংগ্রহে বিচরণ

করে; দুইজন বিচরণ করিয়া যে ভিক্ষান্নসংগ্রহ করে তাহাতে ছয়জন দিনযাপন করি। অনন্তর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ এইরূপে আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইলে পর তাহারা জন্মাধীন হইয়া জন্মানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; জরাধীন হইয়া জরানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অজর, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; নিজে ব্যাধির অধীন ব্যাধি-অনুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে নির্ব্যাধি, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; নিজে মরণাধীন হইয়া মরণানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অমৃত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অমৃত, অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; নিজে শোকাধীন হইয়া শোকানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অশোক, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে; নিজে সংক্লেশাধীন হইয়া সংক্লেশানুগ ধর্মে আদীনব আছে জানিয়া অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ পর্যেষণ করিতে করিতে অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্বাণ লাভ করে। তাহাদের জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিত্তবিমুক্তি অচল, এই তাহাদের শেষ জন্ম, এখন আর তাহাদের পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই।*

১৬. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চকামগুণ। কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ যাহা ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস ও কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ, যাহা ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ প্রিয়রূপ কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক; ইহারাই পঞ্চকামগুণ। যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই পঞ্চকামগুণে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন হইয়া, পঞ্চকামগুণে আদীনবদর্শী না হইয়া এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতির জ্ঞান উৎপাদন না করিয়া পঞ্চকামগুণ পরিভোগ করিতে থাকে, জানিবে, ইহাতে তাহারা অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন এবং পাপাত্মা মারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হয়। যেমন কোনো আরণ্যক মৃগ জালপাশে আবদ্ধ হইয়া শায়িত থাকিলে এ কথা জানিতে হয়, এই মৃগ অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন এবং মৃগলুব্ধকের

---

* পাঠক লক্ষ করিবেন যে, সংযুক্ত-নিকায়ে অথবা বিনয় মহাবগ্গে প্রাপ্ত 'ধম্মচক্কপবত্তন-সুত্ত'-এর আকারে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছিল, এই সূত্র হইতে তাহা প্রমাণিত হয় না।

সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, এবং লুব্ধক আসিলে সে যথেচ্ছ প্রস্থান করতে পারিবে না, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই পঞ্চকামগুণে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন হইয়া, উহাতে আদীনবদর্শী না হইয়া এবং নিষ্কৃতির জ্ঞান উৎপাদন না করিয়া উহা পরিভোগ করিতে থাকে, জানিবে, তাহারা অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন ও পাপাত্মা মারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই পঞ্চকামগুণে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন না হইয়া, উহাতে আদীনবদর্শী হইয়া এবং উহা হইতে নিষ্কৃতির জ্ঞান উৎপাদন করিয়া উহা পরিভোগ করিতে থাকেন, জানিবে, তাঁহারা অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন ও পাপাত্মা মারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হন না। যেমন কোনো আরণ্যক মৃগ জালপাশে আবদ্ধ না হইয়া শায়িত থাকিলে, জানিতে পারা যায়, সে অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন এবং মৃগলুব্ধকের ইচ্ছাধীন নহে, মৃগলুব্ধক আসিলে সে যথেচ্ছ প্রস্থান করিতে পারিবে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই পঞ্চকামগুণে গ্রথিত, মূর্ছিত ও সমাপন্ন না হইয়া, উহাতে আদীনবদর্শী হইয়া ও উহা হইতে নিষ্কৃতির জ্ঞান উৎপাদন করিয়া উহা পরিভোগ করে, জানিবে, তাঁহারা অনয়-আপন্ন, ব্যসন-আপন্ন ও পাপাত্মা মারের ইচ্ছাধীন হন না। যেমন কোনো আরণ্যক মৃগ অরণ্যে বা উপবনে বিচরণকালে বিসংযুক্ত হইয়া গমন করে, বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, বিসংযুক্ত হইয়া উপবেশন করে, বিসংযুক্ত হইয়া শয়ন করে, যেহেতু ইহা লুব্ধকের গোচরগত নহে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামসম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করিতে থাকিলে বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন
বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার, যার এই ত্রিভুবন,
মারচক্ষু অদর্শনে গত যোগীজন।

দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চারি অরূপধ্যান সম্বন্ধেও এইরূপ। অবশেষে সর্বাংশে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করিয়া, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নামক লোকোত্তর সমাধি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিলে জ্ঞানদর্শনের ফলে আসব পরিক্ষীণ হয়।[১] তখন বলা হয় :

মারেরে করেছে অন্ধ সত্যই সে জন

---

১. নব ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

বধি চক্ষু, যাহে পথ না পায় দর্শন।
পাপাত্মা সে মার যার এই ত্রিভুবন,
মারচক্ষু অদর্শনে গত যোগীজন।
লোকোত্তীর্ণ লোকাতীত বুদ্ধ শুদ্ধ জন
বিষাত্মিকা তৃষ্ণা যত করিয়া ছেদন।

তিনি বিসংযুক্ত হইয়া গমন করেন, বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, বিসংযুক্ত হইয়া উপবেশন করেন, বিসংযুক্ত হইয়া শয়ন করেন, যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, তিনি পাপাত্মা মারের গোচরগত নহেন। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ আর্যপর্যেষণ-সূত্র সমাপ্ত ॥

২৭. ক্ষুদ্রহস্তিপদোপম-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময় ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি সর্বশ্বেত-বাড়ব-রথে দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রাবস্তী হইতে বাহিরে যান। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, জনৈক 'পিলোতিক' পরিব্রাজক[১] আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'মহানুভব বাৎস্যায়ন কোথা হইতে এদিকে আগমন করিতেছেন?' 'আমি এইদিক হইতে শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতেই আসিতেছি।' 'তবে কি আপনি শ্রমণ গৌতমের জ্ঞানশক্তি জানিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞ মনে করেন?' 'আমি কি ছার! শ্রমণ গৌতমের জ্ঞান-প্রখরতা জানিতে পারিব! তাদৃশ এমন কোনো ব্যক্তি নাই যিনি তাঁহার জ্ঞানশক্তি জানিতে পারেন।' 'মহানুভব বাৎস্যায়ন যে অতি উদারভাবে শ্রমণ গৌতমের প্রশংসা করিতেছেন—আমি কোন ছার যে তাঁহার প্রশংসা করিতে পারিব? তিনি প্রশংসিত হইতেও প্রশংসিত, শ্রমণ গৌতম দেবমনুষ্যসকল হইতেই শ্রেষ্ঠ। কী গুণ দেখিতে পাইয়া মহানুভব বাৎস্যায়ন এইরূপে শ্রমণ গৌতমের প্রতি অভিপ্রসন্ন হইয়াছেন?'

"আমি কোন ছার যে শ্রমণ গৌতমে তেমনভাবে অভিপ্রসন্ন হইতে পারিব! যেমন কোনো দক্ষ নাগবনচর নাগবনে প্রবেশ করিয়া ওই নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত, এবং প্রস্থে বিস্তৃত বৃহৎ হস্তিপদ দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত

১. এই শ্রেণির পরিব্রাজকগণ ত্রিদণ্ডী কমণ্ডলুধারী ইত্যাদি। (প-সূ)

হন যে, ইহা মহানাগ বটে, তেমনভাবেই আমি শ্রমণ গৌতমের মধ্যে এই চারি পদ (চারিটি গুণ) দেখিতে পাই যদ্বারা আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই : তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাঁহার শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন।

২. চারি পদ কী কী? প্রথম, এখানে আমি দেখিতে পাই কতিপয় নিপুণ, পরমত-বিশারদ, 'চুলচেরা' তার্কিক ও বিচারক ক্ষত্রিয়-পণ্ডিত আছেন যাঁহারা মনে হয় প্রজ্ঞা দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ ভেদ করিয়া বিচরণ করেন। তাঁহারাও যখন শুনিতে পান যে শ্রমণ গৌতম অমুক গ্রামে অথবা নিগমে আগমন করিবেন তখন এই ভাবিয়া তাঁহারা প্রশ্ন সুপ্রস্তুত করিয়া রাখেন : 'আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। এইভাবে আমাদের দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া এইভাবে তিনি ইহা ব্যাখ্যা করিবেন। তাহা হইলে আমরা এই বাদযুক্তির অবতারণা করিব। আমাদের দ্বারা পুনঃ এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি এইরূপে ইহা ব্যাখ্যা করিবেন। তাহা হইলে আমরা পুনঃ এই বাদযুক্তির অবতারণা করিব।' শ্রমণ গৌতম অমুক গ্রামে বা নিগমে আসিবেন শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রমণ গৌতম তাঁহাদিগকে ধর্মকথায় সত্য সন্দর্শন করান, সংদৃপ্ত করেন, সমুত্তেজিত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সম্প্রহর্ষ উৎপাদন করেন। তাঁহারা শ্রমণ গৌতমের ধর্মকথায় সত্য-সন্দর্শিত, সংদৃপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষজাত হইয়া শ্রমণ গৌতমকে কোনো প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, বাদযুক্তির অবতারণা তো দূরের কথা। তাঁহারা একান্তভাবে শ্রমণ গৌতমের শিষ্যরূপে শরণাগত হন। যখনই আমি শ্রমণ গৌতমের মধ্যে এই প্রথম পদ দেখিতে পাই, তখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই : ইনি সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, তৎকর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাঁহার শিষ্যসংঘ সুপ্রতিপন্ন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, গৃহপতি-পণ্ডিত এবং শ্রমণ-পণ্ডিত সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহারা একান্তভাবে প্রব্রজ্যা (দীক্ষা)-লাভের জন্য শ্রমণ গৌতমের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রমণ গৌতম তাঁহাদিগকে প্রব্রজিত করেন। তাঁহারা শাসনে প্রব্রজিত হইয়া উপক্লপ্ত, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান করেন, যাহাতে তাঁহারা অচিরে যে-জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি এই দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহারা এ কথা ব্যক্ত করেন : যদি আমরা তাঁহার নিকট না আসিতাম, তাহা হইলে নষ্ট হইতাম, নিশ্চয় নষ্ট হইতাম, পূর্বে

আমরা যথার্থ শ্রমণ না হইয়াও নিজেকে শ্রমণ বলিয়া জানিয়াছি, যথার্থ ব্রাহ্মণ না হইয়াও নিজেকে ব্রাহ্মণ, যথার্থ অর্হৎ না হইয়াও নিজেকে অর্হৎ বলিয়া জানিয়াছি। এখন আমরা শ্রমণ বটে, ব্রাহ্মণ বটে, অর্হৎ বটে। যখন আমি শ্রমণ গৌতমের মধ্যে এই চতুর্থ পদ দেখিতে পাই তখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই : ইনি সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, তৎকর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাঁহার শিষ্যসংঘ সুপ্রতিপন্ন। যেহেতু আমি শ্রমণ গৌতমের মধ্যে এই চারি পদ (চারিটি গুণ) দেখিয়াছি, আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি : ইনি সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, তৎকর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, তাঁহার শিষ্যসংঘ সুপ্রতিপন্ন।”

৩. ইহা বিবৃত হইলে ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি সর্বশ্বেত-বাড়ব-রথ হইতে অবরোহণ করিয়া উত্তরীয়ে একাংস আবৃত করিয়া ভগবানের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনবার উদাত্তস্বরে এই আবেগপূর্ণ উদান উচ্চারণ করিলেন : নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স। ‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে আমি নমস্কার করি।’ মাত্র অল্প কয়েকবার, ক্বচিৎ কদাচিৎ আমরা মহানুভব গৌতমের সান্নিধ্যে আগমন করিয়াছি, মাত্র অল্প কয়েকবার কোনো কোনো বিষয়ে বাক্যালাপ হইয়াছে। অনন্তর ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ‘পিলোতিক’ পরিব্রাজকের সহিত তাঁহার যে-সকল আলাপ হইয়াছিল তৎসমস্ত ভগবানের নিকট যথাযথ বিবৃত করিলেন। ভগবান কহিলেন, ব্রাহ্মণ, ইহাতে হস্তিপদোপমা বিশদভাবে পরিপূর্ণ হয় নাই, যাহাতে এই উপমা বিস্তারিতভাবে পরিপূর্ণ হয়, তাহা শ্রবণ করো, সুন্দরভাবে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। ‘তথাস্তু’ বলিয়া জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন।

৪. ব্রাহ্মণ, মনে করো, কোনো এক নাগবনচারী নাগবনে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান, ওই নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত ও প্রস্থে বিস্তৃত এক হস্তিপদ রহিয়াছে। যদি তিনি দক্ষ নাগবনচারী হন, তাহা হইলে তিনি তখন এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ইহা সত্যই মহানাগ, ইহার কারণ কী? যেহেতু নাগবনে কতকগুলি বামনজাতীয়া হস্তিনী আছে যাহাদের পদগুলি বৃহৎ; দৃষ্ট হস্তিপদ, দৃষ্ট বৃহৎ হস্তিপদ ওই বামনজাতীয়া হস্তিনীর পদও তো হইতে পারে। তিনি লক্ষিত হস্তীর অনুগমন করেন, উহার অনুগমন করিয়া দেখিতে

পান নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত ও প্রস্থে বিস্তৃত বৃহৎ হস্তিপদ যেমন আছে তেমন নাগদেহস্পৃষ্ট উচ্চ বৃক্ষশাখাও আছে। যিনি দক্ষ নাগবনচারী, তিনি তাহাতেও তখন তখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ইহা মহানাগ বটে। ইহার কারণ কী? ব্রাহ্মণ, নাগবনে উচ্চ-করালদন্তা নামে কতকগুলি হস্তিনী আছে যাহাদের পদগুলি বৃহৎ; দৃষ্ট হস্তিপদ তাহাদের পদও তো হইতে পারে। তিনি লক্ষিত হস্তীর অনুগমন করেন, উহার অনুগমন করিয়া দেখিতে পান নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত, প্রস্থে বিস্তৃত বৃহৎ হস্তিপদ যেমন আছে তেমন নাগদেহস্পৃষ্ট উচ্চ বৃক্ষশাখা এবং নাগদন্তচ্ছিন্ন উচ্চ বৃক্ষকাণ্ডও আছে। যিনি দক্ষ নাগবনচারী তিনি তাহাতেও তখনোই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ইহা মহানাগ বটে। ইহার কারণ কী? ব্রাহ্মণ, 'উচ্চ-কণেরুকা' (উচ্চ-মুকুলদন্তা)[১] নামে কতকগুলি হস্তিনী আছে যাহাদের পদগুলি বৃহৎ; দৃষ্ট হস্তিপদ তাহাদের পদও তো হইতে পারে। তিনি লক্ষিত হস্তীর অনুগমন করেন, উহার অনুগমন করিয়া দেখিতে পান নাগবনে দৈর্ঘ্যে আয়ত, প্রস্থে বিস্তৃত বৃহৎ হস্তিপদ যেমন আছে তেমন নাগদেহস্পৃষ্ট উচ্চ বৃক্ষশাখা, নাগদন্তচ্ছিন্ন উচ্চ বৃক্ষকাণ্ড এবং নাগভগ্ন উচ্চ বৃক্ষশাখাও আছে। তিনি সেই নাগকেও দেখিতে পান : উহা বৃক্ষমূলে কিংবা উন্মুক্ত আকাশতলে গমন করিতেছে, দাঁড়াইয়া আছে, উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় আছে। তখনোই তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইহাই সেই মহানাগ বটে।

ব্রাহ্মণ, এইরূপেই তথাগত ইহজগতে আবির্ভূত হন, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, জীবলোক, দেবাখ্য ও অপরাপর মনুষ্যগণসহ এই (সমগ্র) জগৎ[২] স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি

---

১. এই সূত্রে বামন, উচ্চ-করাল এবং উচ্চ-কণেরু এই তিন জাতীয়া হস্তিনীর উল্লেখ আছে। ইহাদের সকলেরই বৃহদাকারের পদ। বুদ্ধঘোষ বলেন, বামন-জাতীয়া হস্তিনীর দেহায়তন ছোটো, দৈর্ঘ্যও অল্প, কিন্তু উদর অতি বৃহৎ। করাল-জাতীয়া হস্তিনী করালদন্তা এবং ইহার দেহ এত উচ্চ যে তাহা ৭/৮ হাত উচ্চ বটবৃক্ষাদির কাণ্ড স্পর্শ করিতে পারে। করালী হস্তিনীর এক দাঁত উন্নত এবং অপর দাঁত অবনত, এবং উভয় দাঁত পরস্পর হইতে দূরবিন্যস্ত। করালী হস্তিনীর দাঁতগুলি এত শক্ত ও তীক্ষ্ণ যে উহাদের দ্বারা ছিন্ন বৃক্ষশাখাগুলি দেখিলে মনে হয় যেন কেহ পরশুর দ্বারাই তাহা ছেদন করিয়াছে। কণেরু-জাতীয়া হস্তিনীর উচ্চতা করালী অপেক্ষাও অধিকতর। ইহার পাগুলি স্তম্ভসদৃশ এবং দাঁতগুলি মুকুলসদৃশ। পালি 'কণেরু' শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দ কী জানি না।

২. দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি সমস্তকে লইয়াই বিশ্বজগৎ। পালি 'সদেবক', 'সমারক'

ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ,[১] যাহা অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত,[২] তিনি সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশ করেন। সেই ধর্ম কোনো এক গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্র অথবা অপর কোনো কুলে জাত ব্যক্তি শ্রবণ করেন। তিনি সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন। তিনি ওই শ্রদ্ধাসম্পদে সমন্বিত হইয়া এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ করেন : "গৃহবাস সবাধ, রাগরজাকীর্ণ পথ; প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত-আকাশতুল্য, গৃহে বাস করিয়া একান্ত-পরিপূর্ণ, একান্ত-পরিশুদ্ধ, 'শঙ্খ-লিখিত' ব্রহ্মচর্য[৩] আচরণ সুকর নহে, অতএব আমার পক্ষে কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য[৪]।" তিনি পরবর্তীকালে অল্প অথবা মহাভোগৈশ্বর্য, অল্প অথবা মহা জ্ঞাতি-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহাচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন।

৫. তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুগণের অনুযায়ী শিক্ষা ও বৃত্তি সমাপন্ন হইয়া প্রাণিহত্যা পরিত্যাগপূর্বক প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন; দণ্ড-বিরহিত ও শস্ত্র-বিরহিত হইয়া তিনি প্রাণিহত্যা বিষয়ে লজ্জিত, জীবের প্রতি দয়াশীল এবং সর্ব প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন। অদত্ত-আদান (চৌর্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি অদত্ত-আদান হইতে প্রতিবিরত হন;

প্রভৃতি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ আছে। প্রথম মতানুসারে 'সদেবক' অর্থে পঞ্চকামাবচর দেবলোক; 'সমারক' অর্থে ষষ্ঠ কামাবচর দেবলোক; 'সব্রহ্মক' অর্থে ব্রহ্মলোক; 'সস্সমণব্রাহ্মণি' অর্থে যাবতীয় শ্রমণব্রাহ্মণ; 'পজা' অর্থে সত্ত্বলোক; এবং 'সদেবমনুস্স' অর্থে দেবাখ্যাভূষিত রাজন্যবৃন্দ ও অন্যান্য মনুষ্য। দ্বিতীয় মতানুসারে 'সদেবক' অর্থে রূপব্রহ্মালোক; 'সস্সমণব্রাহ্মণি' অর্থে চারি বৌদ্ধ পরিষদ। (প-সূ)

১. কুশল ধর্মের আদি—সুবিশুদ্ধ শীল ও ঋজু দৃষ্টি; মধ্য—আর্যমার্গ; অন্ত—নির্বাণ। (প-সূ)

২. বুদ্ধঘোষের মতে যাহা শিথিল, ধ্বনিত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, গুরু, লঘু, অনুস্বার, সম্বন্ধ, ব্যবস্থিত ও বিমুক্ত; এই দশবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত। দ্রাবিড়, কিরাত ও যবনাদি ম্লেচ্ছভাষা একব্যঞ্জনযুক্ত, তন্মধ্যে সমস্তই নিরোষ্ঠ ব্যঞ্জন, বিসৃষ্ট ও অনুস্বার ব্যঞ্জন। (প-সূ) আমাদের মতে পালি 'সব্যঞ্জন' অর্থে যাহা ব্যঞ্জনাযুক্ত, অর্থাৎ গূঢ়ার্থদ্যোতক, গভীরার্থপ্রকাশক।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে 'সঙ্খ-লিখিত' অর্থে যাহা লিখিত বা ধৌত শঙ্খের ন্যায় পরিষ্কৃত। (প-সূ) আমাদের মতে যাহা সঙ্খ ও লিখিত নামক দুই প্রাচীন আচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত ব্রহ্মচর্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য।

৪. অর্থাৎ, আগার হইতে প্রস্থান করিয়া অনাগারিক হওয়া কর্তব্য।

(শুধু) দত্তগ্রাহী ও দত্ত-প্রত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া তিনি সদ্ভাবে ও শুদ্ধান্তঃকরণে বিচরণ করেন। অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি ব্রহ্মচারী হন, পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, লোক-আচরিত মৈথুন হইতে বিরত হন। মৃষাবাদ (সত্যের অপলাপ) পরিত্যাগ করিয়া তিনি মৃষাবাদ হইতে প্রতিবিরত হন; সত্যবাদী ও সত্যসন্ধ হইয়া তিনি সত্যে স্থিত, লোকের বিশ্বাসভাজন ও জনগণের পক্ষে অবিসংবাদী[১] হন। পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন; এস্থান হইতে শুনিয়া তিনি অন্যত্র তাহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য কিছু বলেন না; অন্যত্র শুনিয়া তিনি এস্থানে ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য কিছু বলেন না। এইরূপে তিনি বিচ্ছিন্নের মধ্যে মিলনকর্তা, মিলিতের মধ্যে উৎসাহদাতা, ঐক্যাগ্রহী,[২] ঐক্যরত ও ঐক্যানন্দি হইয়া ঐক্যকর বাক্য বলেন। পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন; যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী পুরজনোচিত,[৩] বহুজন-কান্ত, বহুজন-মনোজ্ঞ তিনি সেইরূপ বাক্যই বলেন। সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন; তিনি 'কালবাদী',[৪] 'ভূতবাদী',[৫] 'অর্থবাদী',[৬] 'ধর্মবাদী',[৭] 'বিনয়বাদী',[৮] তিনি যথাকালে উপমার সহিত নিধানযোগ্য[৯] বাক্য বলেন যাহা সমাপ্ত[১০] এবং অর্থযুক্ত।

তিনি বীজগ্রাম ও ভূতগ্রাম[১১] ছেদনাদি কার্য[১] হইতে প্রতিবিরত হন,

---

১. অবিরুদ্ধবাদী, অবঞ্চক।

২. পালি 'সমগ্গারামো', পাঠভেদে 'সমগ্গরামো'। (প-সূ)

৩. পালি 'পোরী', বাংলা পৌরী, নাগরিকগণের ভাষা যাহা সভ্যভব্য। বুদ্ধঘোষ বলেন, নগরবাসীগণ পিতৃতুল্য সকলকে পিতা এবং ভ্রাতৃসদৃশ সকলকে ভ্রাতা বলিয়া সম্মান করেন।। (প-সূ)

৪. যিনি কালোপযোগী কথা বলেন। (প-সূ)

৫. যিনি সত্যবাদী। (প-সূ)

৬. যিনি ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকে লক্ষ করিয়া কথা বলেন। (প-সূ)

৭. যিনি লোকোত্তর ধর্মকে লক্ষ করিয়া কথা বলেন। (প-সূ)

৮. যিনি সংযম এবং অকুশল পরিহারের নিয়মকে লক্ষ করিয়া কথা বলেন। (প-সূ)

৯. যাহা হৃদয়ে নিহিত করিবার যোগ্য। (প-সূ)

১০. পালি 'পরিযন্ত'।

১১. বুদ্ধঘোষের মতে মূলবীজ, কাণ্ডবীজ, পর্ববীজ, অগ্রবীজ ও বীজবীজ—এই পঞ্চবিধ বীজ লইয়া বীজগ্রাম, এবং তৃণ-বৃক্ষাদি ভূতগ্রাম। (প-সূ) চরক-সংহিতাদির মতে উদ্ভিদমাত্রকে লইয়া বীজগ্রাম এবং জঙ্গমমাত্রকে লইয়া ভূতগ্রাম।

একাহারী[২] হইয়া রাত্রিভোজন ও বিকালভোজন হইতে বিরত হন। তিনি নৃত্য, গীত ও বাদিত্রাদি কৌতূহলোদ্দীপক দর্শন[৩] হইতে প্রতিবিরত হন; ধারণ-মণ্ডন-বিভূষণ-উপকরণমালা, গন্ধ ও বিলেপন[৪] হইতে প্রতিবিরত হন; উচ্চ শয্যা ও মহাশয্যা ব্যবহার হইতে প্রতিবিরত হন; জাতরূপ ও রজত[৫] প্রতিগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন; অপক্ব ধান্য, অপক্ব মাংস, স্ত্রী, কুমারী, দাস, দাসী, অজ, মেষ, কুক্কুট, শূকর, হস্তী, গো, অশ্ব, বাড়ব, ক্ষেত্র ও বাস্তু[৬] প্রতিগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন; নীচ দৌত্যকার্য হইতে প্রতিবিরত হন; ক্রয়বিক্রয় কার্য হইতে প্রতিবিরত হন; তুলাকূট, কাংস্যকূট ও মানকূট[৭] হইতে প্রতিবিরত হন; উৎকোচ-গ্রহণ, প্রতারণা এবং মায়া ও কুহক-বশে বঞ্চনাদি কার্য হইতে প্রতিবিরত হন; ছেদন, বধ, বন্ধন, আতঙ্ক-উৎপাদন, বিলোপ-সাধন ও সাহসিক কার্য হইতে প্রতিবিরত হন। তিনি মাত্র দেহাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন, তিনি (স্বেচ্ছায়) যেখানে সেখানে গমন করেন, (ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি ভিক্ষুর ব্যবহার্য অষ্টবস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। যেমন পক্ষী-সকুণ (স্বেচ্ছায়) যেখানে সেখানে উড়িয়া যায়, মাত্র আপন পক্ষ-তুণ্ডাদি সম্বল করিয়া উড়িয়া যায়, তেমনভাবেই ভিক্ষু মাত্র দেহাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন, যখন যেখানে (স্বেচ্ছায়) গমন করেন, (তাঁহার ব্যবহার্য অষ্টবস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। তিনি এইরূপ আর্য, নির্দোষ, শ্রেষ্ঠশীলসমষ্টিতে সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অনবদ্য সুখ অনুভব করেন।

৬. তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করিয়া (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ)

---

১. পালি 'সমারম্ভ' অর্থে 'ছেদনভেদনপচনাদিভাবেন বিকোপন'। (প-সূ)

২. একাহার অর্থে মধ্যাহ্নের পূর্বে ভোজন, একাধিক বার হইলেও ক্ষতি নাই। এ স্থলে প্রাতরাশকে বুঝাইতেছে। (প-সূ)

৩. 'বিসুকদস্সন' অর্থে 'বিরূপদস্সনং'। (প-সূ)

৪. অর্থাৎ, মালা, গন্ধ ও বিলেপন ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণের উপযোগী দ্রব্যবিশেষ।

৫. বুদ্ধঘোষের মতে 'জাতরূপ' অর্থে সুবর্ণ বা সুবর্ণজাতীয় মুদ্রা, এবং 'রজত' অর্থে কার্ষাপণ, লৌহমাষক, জতুমাষক ও দারুমাষক। (প-সূ)

৬. এক অর্থে 'ক্ষেত্র' শব্দে যে ভূমিতে পূর্ব শস্য জন্মায় এবং 'বাস্তু' অর্থে যে ভূমিতে পরবর্তী শস্য জন্মায়। অপর অর্থে 'ক্ষেত্র' শব্দে যাবতীয় শস্যক্ষেত্র এবং 'বাস্তু' শব্দে অকর্ষিত ভূমি বুঝায়। এ স্থলে 'ক্ষেত্র-বাস্তু' শব্দে বাপি-তড়াগাদিকেও বুঝাইতেছে। (প-সূ)

৭. পাল্লার দ্বারা, ওজনের দ্রব্যদ্বারা, অথবা ওজনদ্বারা লোককে ঠকানো। (প-সূ)

নিমিত্তগ্রাহী[১] এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে) কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী হন না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয় তিনি উহার সংযমের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় (ত্বক) এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। তিনি এইরূপে আর্য ইন্দ্রিয়সংবর (ইন্দ্রিয়সংযম) দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অক্লেশব্যাপ্ত (অপাপসিক্ত, ক্লেশবিরহিত) সুখ অনুভব করেন।

৭. তিনি অভিগমনে প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সংকোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্র-ত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীম্ভাবে, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি এইরূপ আর্যশীলসমষ্টির দ্বারা, এইরূপ আর্য ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা এবং এইরূপ আর্য স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান দ্বারা সমন্বিত হইয়া অরণ্য, বৃক্ষমূল (তরুতল), পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত আকাশতল ও পলালপুঞ্জের (তৃণকুটিরের) ন্যায় নির্জন শয্যাসন ভজনা (অভ্যাস) করেন। তিনি ভিক্ষান্নসংগ্রহ করিয়া ভোজনশেষে (বিহারে) ফিরিবার সময়[২] পর্যঙ্কবন্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া), দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া, পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি জগতে অভিধ্যা (লোভ, অনুরাগ, কামচ্ছন্দ) পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যা-বিগত চিত্তে বিচরণ করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ব্যাপাদ (ক্রোধ) এবং দ্বেষপ্রকোপ[৩] পরিত্যাগ করিয়া তিনি অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন, ব্যাপাদ এবং দ্বেষপ্রকোপ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। স্ত্যানমিদ্ধ[৪] (তন্দ্রালস্য, দেহ ও

---

১. নিমিত্ত অর্থে বিগ্রহ। ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ মনে করিয়া চক্ষুতে স্ত্রী-বিগ্রহ অথবা পুরুষ-বিগ্রহ গ্রহণ করা।

২. পূর্বে ভিক্ষুগণ লোকালয় হইতে ভিক্ষান্নসংগ্রহ করিয়া পথিমধ্যে একস্থানে তাহা ভোজন করিয়া বিহারে ফিরিবার পূর্বে কোনো এক নির্জনস্থানে বসিয়া ধ্যানাভ্যাস করিতেন।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে, ব্যাপাদ এবং দ্বেষপ্রকোপ উভয়েই ক্রোধের নামান্তর। (প-সূ) আমাদের মতে, ব্যাপাদ দ্বেষের মূল, এবং দ্বেষপ্রকোপ ব্যাপাদেরই বহিঃপ্রকাশ।

৪. বুদ্ধঘোষের মতে, স্ত্যান চিত্তের গ্লানি এবং মিদ্ধ চৈতসিক বা মানসিক গ্লানি। (প-সূ) বিমুক্তিমগ্গে কথিত আচার্য উপতিষ্যের মতে, স্ত্যান মনের জড়তা এবং মিদ্ধ দেহের জড়তা। দেহের জড়তা হইলেও মিদ্ধ চিত্তের উপক্লেশ। মিদ্ধ ত্রিবিধ—আহারজ, ঋতুজ এবং চিত্তজ। বস্তুত চিত্তজ মিদ্ধই নীবরণ নামের যোগ্য।

মনের জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত, আলোক-সংজ্ঞায় উদ্‌বুদ্ধ এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া বিচরণ করেন, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনুদ্ধত এবং অধ্যাত্মে উপশান্ত-চিত্ত হইয়া বিচরণ করেন, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। বিচিকিৎসা[১] (সংশয়) পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ এবং কুশল ধর্মবিষয়ে 'অকথংকথী' (অসন্দিগ্ধ) হইয়া বিচরণ করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন[২]।

৮. তিনি চিত্তের উপক্লেশ এবং প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চ-নীবরণ (আবরণ) পরিত্যাগ করেন, যাবতীয় কাম অকুশল ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন। তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানস্তর সম্বন্ধেও এইরূপ।

৯. তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় জাতিস্মরজ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি নানাপ্রকারে বহুপূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করেন; এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম; বহু সংবর্ত-কল্পে, বহু বিবর্ত-কল্পে, এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্ত-কল্পে ওই স্থানে

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, ইহা কি কুশল? কেন ইহা কুশল? ইত্যাদি ভাবে সংশয়াপন্ন হওয়ার নাম বিচিকিৎসা। আচার্য উপতিষ্য তাঁহার বিমুক্তিমগ্গ-গ্রন্থে চারি প্রকার বিচিকিৎসার উল্লেখ করিয়াছেন।

২. অভিধ্যা হইতে, ব্যাপাদ এবং দ্বেষ-প্রকোপ হইতে, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, ঠিক বাংলা হয় না, মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই এইরূপ অনুবাদ করিয়াছি। এ স্থলে 'পরিশুদ্ধ' অর্থে 'পরিমুক্ত'-ই বুঝিতে হইবে।

আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখ-দুঃখ-অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া তত্র (ওই যোনিতে) আমি উৎপন্ন হই; তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবে আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন।

১০. তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, নিরঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি (গতিপরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান : জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন : হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয় উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। এ-সকল মহানুভব জীব কায়দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাগ্‌দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর, অপায়-দুর্গতিতে, বিনিপাত-নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইতেছে; অথবা এ-সকল মহানুভব জীব কায়সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক্‌সুচরিত্র-সমন্বিত, মনঃসুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টি-প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর, সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন : হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন।

১১. তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, নিরঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় আসব-ক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি উন্নত জ্ঞানে যথার্থ জানিতে পারেন : ইহা ‘দুঃখ’ আর্যসত্য, ইহা ‘দুঃখসমুদয়’ আর্যসত্য, ইহা ‘দুঃখনিরোধ’

আর্যসত্য, ইহা ‘দুঃখনিরোধগামী-প্রতিপদ’ আর্যসত্য; এ-সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। কিন্তু ইহাতেও আর্যশ্রাবক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন।

১২. এইরূপে আর্যসত্য জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতেও তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে ‘বিমুক্ত হইয়াছি’ এই জ্ঞান উদিত হয়; তিনি উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারেন : ‘জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যাহা কিছু করিবার ছিল করা হইয়াছে, ইহার পর এখানে আর আসিতে হইবে না’। ব্রাহ্মণ, ইহাকেই বলে তথাগত-পদ, তথাগত-নিষেবিত, তথাগত-রাজিত জ্ঞানপদ। ইহাতেই, ব্রাহ্মণ, আর্যশ্রাবক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, তাঁহার দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত এবং তাঁহার শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন। ইহাতেই, ব্রাহ্মণ, হস্তিপদোপমার তাৎপর্য বিশদভাবে পরিপূর্ণ হয়।

১৩. ইহা কথিত হইলে পর ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি ভগবানকে কহিলেন, অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথনির্দেশ, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়, এইরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে, ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে মহানুভব গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

॥ ক্ষুদ্র-হস্তিপদোপম-সূত্র সমাপ্ত ॥

২৮. মহাহস্তিপদোপম-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ‘বন্ধুগণ’।‘হাঁ বন্ধু’ বলিয়া প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ তাঁহাদের

সম্মতি জানাইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিলেন :

২. 'বন্ধুগণ, যেমন জঙ্গম (গমনশীল) জীবের যত প্রকার পদচিহ্ন আছে সমস্তই হস্তিপদে অন্তর্লীন হয়, হস্তিপদই তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া আখ্যাত হয়, যেহেতু ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তেমনভাবেই বন্ধুগণ, যাহা কিছু কুশল ধর্ম সমস্তই চারি আর্যসত্যে সংগৃহীত হয়। কোন কোন চারি আর্যসত্যে? 'দুঃখ' আর্যসত্যে, 'দুঃখসমুদয়' আর্যসত্যে, 'দুঃখনিরোধ' আর্যসত্যে এবং 'দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ' আর্যসত্যে। 'দুঃখ' আর্যসত্য কী? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিদেবন দুঃখ, দুঃখ-দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য দুঃখ, যাহা পাইতে ইচ্ছা করে তাহা লাভ করে না দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধই[১] দুঃখ। পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ কী কী? যথা : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। বন্ধুগণ, রূপ-উপাদানস্কন্ধ কী? চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন রূপ। বন্ধুগণ, চারি মহাভূত কী কী? পৃথিবীধাতু, অপধাতু, তেজোধাতু ও বায়ুধাতু।

বন্ধুগণ, পৃথিবীধাতু কী? ইহা অধ্যাত্মও হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে[২]। অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, কক্খট (স্তব্ধ), খর (তীক্ষ্মস্পর্শ, কর্কশ) ও 'উপাদত্ত' (দেহান্তর্গত); যথা : কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ,[৩] অথবা এইরূপ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, কঠিন, কর্কশ ও দেহান্তর্গত। বন্ধুগণ, ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতু। যাহা অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতু এবং যাহা বাহ্য পৃথিবীধাতু সমস্তই পৃথিবীধাতু বটে।[৪] 'তাহা আমার নয়', 'আমি তাহা নহি', 'তাহা আমার আত্মা নহে' এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা

---

১. নৈতিক অর্থে 'উপাদান' যাহা আসক্তির বিষয়, যাহাতে চিত্ত আসক্ত হয়। দার্শনিক অর্থে 'উপাদান' যাহা জগৎ, জীব অথবা বস্তু সম্পর্কে চিন্তার উপজীব্য বিষয়, অথবা যে-সকল উপকরণদ্বারা জগৎ, জীব বা বস্তু গঠিত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধের সংক্ষিপ্ত নাম নামরূপ। এই সূত্রে 'উপাদান' উপকরণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করা চলে। 'উপাদান' আসক্তির বিষয় এবং কারণও বটে।

২. 'অধ্যাত্ম' অর্থে যাহা জীবের দেহান্তর্গত; বাহ্য অর্থে জড়বস্তু; যথা : অয়স, লৌহ, ত্রপু, সীসা (বিভঙ্গ)।

৩. বুদ্ধঘোষ বলেন, সূত্রসমূহে 'মত্থলুঙ্গ' বা মস্তিষ্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (প-সূ)

৪. সূত্রে বাহ্য পৃথিবীধাতু সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন বোধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু অধ্যাত্ম কি বাহ্য, জড় পৃথিবীধাতু অচেতন, যদিও অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতুর অচেতনত্ব বাহ্য পৃথিবীধাতুর ন্যায় প্রকট নহে। (প-সূ)

কর্তব্য। এইরূপে যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা তাহা দর্শন করিয়া পৃথিবীধাতু বিষয়ে চিত্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, পৃথিবীধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়। বন্ধুগণ, এমনও কোনো সময় আসে যখন বাহিরের অপধাতু প্রকুপিত হয়, (যে কারণে) তখন বাহিরের পৃথিবীধাতু অন্তর্হিত হয়। বন্ধুগণ, বাহিরের সেই বার্ধক্যগ্রস্ত পৃথিবীধাতুর অনিত্যতা প্রতীয়মান হয়, ক্ষয়-ধর্মতা (ক্ষয়শীলতা) প্রতীয়মান হয়, ব্যয়-ধর্মতা (ব্যয়স্বভাব) প্রতীয়মান হয়, বিপরিণাম-ধর্মতা (বিপরিণামিতা, পরিবর্তনশীলতা) প্রতীয়মান হয়, ক্ষণস্থায়ী ও তৃষ্ণাগৃহীত দেহীর 'আমিই বা কী?', 'আমরাই বা কী?', 'আছিই বা কী?' এইভাবে বিষয়টি দর্শন করিবার পর তদ্‌বিষয়ে তাঁহার (ভিক্ষুর) উক্ত (আমি, আমার, আছি) ধারণা নিশ্চয় হয় না। বন্ধুগণ, ওই ভিক্ষুর প্রতি অপরে আক্রোশ করিলে, তাঁহাকে শাসাইলে, তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিলে তিনি এইরূপে বিষয়টি প্রকৃষ্টরূপে জানেন : 'আমার এই শ্রোত্র-সংস্পর্শজ দুঃখবেদনা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা কারণবশে উৎপন্ন হইয়াছে, অকারণ নহে।' কিসের কারণ? স্পর্শের কারণ। তিনি (জ্ঞাননেত্রে) দর্শন করেন : সেই স্পর্শও অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞান অনিত্য। সেই (পৃথিবীধাতু) আলম্বনে চিত্ত অবতরণ করে, প্রবিষ্ট ও সংস্থিত হইয়া (পরে তাহা হইতে) বিমুক্ত হয়[১]। বন্ধুগণ, অপরে হস্ত-সংস্পর্শে, লোষ্ট্র-সংস্পর্শে, দণ্ড-সংস্পর্শে অথবা শস্ত্র-সংস্পর্শে (শস্ত্রাঘাতে) ওই ভিক্ষুর প্রতি অশিষ্ট, অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ ব্যবহার করিলে তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন : "এই দেহ এমন যে উহাতে হস্ত-সংস্পর্শও লাগে, দণ্ড-সংস্পর্শও লাগে, শস্ত্র-সংস্পর্শও (শস্ত্রাঘাতও) লাগে। ককচোপম-সূত্রে ভগবান বলিয়াছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, যদি চোর অথবা নীচকর্মা তস্কর উভয়দিকে বাঁটযুক্ত ককচ দ্বারা তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তনও করে, তোমাদের মধ্যে যে স্বমনকে প্রদূষিত (কুপিত) করিবে সে আমার শাসনকর, আজ্ঞাবহ শিষ্য নহে[২]।" আমার বীর্য আরব্ধ হইয়াছে তাহা শিথিল হইবার নহে; স্মৃতি

---

১. বুদ্ধের উক্তি অনুসারে চিত্ত পৃথিবীধাতুকে আলম্বন বা বিষয় করিয়া প্রথমে উহাতে প্রবিষ্ট ও সংস্থিত হইয়া পরে উহার সম্পর্ক ত্যাগ করে। তখন চিত্ত ওই ধাতু-সংস্পর্শজ সুখ-দুঃখ-বোধের অতীত হয়। বুদ্ধঘোষ নির্দেশ করেন যে, পৃথিবীধাতুকে কর্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) করিয়া বিদর্শন-ধ্যান করিবার সময় অতর্কিতে চিত্ত তদ্দিকে জবিত (ধাবিত) হইলে, তাহা হইতে চিত্ত তুলিয়া লইয়া ভবাঙ্গে (অর্থাৎ চিত্তের স্বরূপে) নামাইতে হয়। এইভাবে চিত্ত ভবাঙ্গে অবতরণ করিলে ওই ধাতুতে আর আসক্ত হয় না। (প-সূ)

২. (মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড) পৃ. ১৪৬ দ্র.।

উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংমূঢ় হইবার নহে, দেহ-মন প্রশান্ত হইয়াছে, তাহা নিপীড়িত হইবার নহে; সমাহিত চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, (তাহা বিক্ষিপ্ত হইবার নহে); পাণি-সংস্পর্শ লাগুক, লোষ্ট্র-সংস্পর্শ লাগুক, দণ্ড-সংস্পর্শ লাগুক, শস্ত্র-সংস্পর্শ লাগুক, বুদ্ধের অনুশাসন পূর্ণ করিতেই হইবে।"

৩. বন্ধুগণ, যদি বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিলেও, ধর্মকে অনুস্মরণ করিলেও, সংঘকে অনুস্মরণ করিলেও তাঁহার মধ্যে কুশল-নিঃসৃত উপেক্ষা[১] সংস্থিত না হয়, তাহাতে তিনি সংবিঘ্ন হন, সংবেগ প্রাপ্ত হন : 'আমার যে (সবই) অলাভ, লাভ যে আমার কিছুই নাই; (সবই) আমার দুর্লব্ধ, সুলব্ধ যে আমার কিছুই নাই, যেহেতু বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিয়াও, ধর্মকে অনুস্মরণ করিয়াও, সংঘকে অনুস্মরণ করিয়াও আমার মধ্যে কুশল-নিঃসৃত উপেক্ষা সংস্থিত হয় নাই!' বন্ধুগণ, যেমন পুত্রবধূ শ্বশুরকে দেখিয়া সংবিগ্ন হন, সংবেগ প্রাপ্ত হন, তেমনভাবেই ভিক্ষু বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিয়াও, ধর্মকে অনুস্মরণ করিয়াও, সংঘকে অনুস্মরণ করিয়াও তাঁহার মধ্যে কুশল-নিঃসৃত উপেক্ষা সংস্থিত না হইলে, সংবিগ্ন হন, সংবেগ প্রাপ্ত হন : 'আমার যে (সবই) অলাভ, লাভ যে আমার কিছুই নাই; সবই আমার দুর্লব্ধ, সুলব্ধ যে আমার কিছুই নাই, যেহেতু বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিয়াও, ধর্মকে অনুস্মরণ করিয়াও, সংঘকে অনুস্মরণ করিয়াও আমার মধ্যে কুশল-নিঃসৃত উপেক্ষা সংস্থিত হয় নাই!' বন্ধুগণ, যদি বুদ্ধকে অনুস্মরণ, ধর্মকে অনুস্মরণ এবং সংঘকে অনুস্মরণ করিবার ফলে তাঁহার মধ্যে কুশল-নিঃসৃত উপেক্ষা সংস্থিত হয়, তাহাতে তিনি আনন্দিত হন। ইহাতেও বন্ধুগণ, ওই ভিক্ষুর বহু কাজ (উপকার) হয়।

৪. বন্ধুগণ, অপধাতু কী? অপধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। বন্ধুগণ, অধ্যাত্ম অপধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, অপনামীয়, অপ-অন্তর্গত ও দেহভুক্ত; যথা : পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, লোহিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, থুথু, শিকনি, লসিকা (লসীকা?), মূত্র অথবা এইরূপ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, অপ-নামীয়, অপ-অন্তর্গত ও দেহভুক্ত। বন্ধুগণ, ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম অপধাতু। যাহা অধ্যাত্ম অপধাতু এবং যাহা বাহ্য অপধাতু সমস্তই অপধাতু বটে! 'তাহা আমার নয়,' 'আমি তাহা নহি,' 'তাহা আমার আত্মা নহে' এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, 'কুশল-নিঃসৃত উপেক্ষা' অর্থে বিদর্শন-ধ্যানের পথে ষড়ঙ্গ উপেক্ষা। চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া, শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া, ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ অনুভব করিয়া, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করিয়া, কায়দ্বারা স্পর্শ করিয়া এবং মন দ্বারা ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিমিত্ত ও অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না—ইহাই ষড়ঙ্গ উপেক্ষা (বি-ম)।

করা কর্তব্য। এইরূপে ইহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করিলে অপধাতু বিষয়ে চিত্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, অপধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন বাহিরের অপধাতু প্রকুপিত হয়, তাহা গ্রাম ভাসাইয়া নেয়, নিগম ভাসাইয়া নেয়, নগর ভাসাইয়া নেয়, জনপদ ভাসাইয়া নেয়, জনপদের অংশবিশেষ ভাসাইয়া নেয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে এক শ যোজন, দুই শ যোজন, তিন শ যোজন, চার শ যোজন, পাঁচ শ যোজন, ছয় শ যোজন, এমনকি সাত শ যোজন জল স্ফীত হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে সাত তাল, ছয় তাল, পাঁচ তাল, চৌতাল, তিন তাল, দুই তাল, অন্তত এক তাল উচ্চে জল সংস্থিত হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে সাত পুরুষ-প্রমাণ ছয় পুরুষ-প্রমাণ, পাঁচ পুরুষ-প্রমাণ, চার পুরুষ-প্রমাণ জল সংস্থিত হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে অর্ধপুরুষ-প্রমাণ কটি-প্রমাণ, জানু-প্রমাণ, অন্তত গুল্‌ফ-প্রমাণ জল সংস্থিত হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন মহাসমুদ্রে অঙ্গুলি-পর্ব-প্রমাণ জলও থাকে না। তখনোই, বন্ধুগণ, সেই বার্ধক্যগ্রস্ত বাহ্য অপধাতুর অনিত্যতা প্রতীয়মান হয়, ক্ষয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, ব্যয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, বিপরিণামিতা প্রতীয়মান হয়। ক্ষণস্থায়ী ও তৃষ্ণাগৃহীত দেহীর 'আমিই বা কী?' 'আমারই বা কী?' 'আছিই বা কী?'—[ইত্যাদি পূর্ববৎ (পৃথিবীধাতু দ্র.)]।

৫. বন্ধুগণ, তেজোধাতু কী? তেজোধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। বন্ধুগণ, অধ্যাত্ম তেজোধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, তেজ-নামীয়, তেজ-অন্তর্গত ও দেহভুক্ত; যথা : যাহা সন্তপ্ত করে, জীর্ণ করে, পরিদাহন করে, যাহার দ্বারা চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সমস্তই সম্পূর্ণ পরিপক্ব হয়, অথবা তদ্‌বৎ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, তেজ-নামীয়, তেজ-অন্তর্গত ও দেহভুক্ত। বন্ধুগণ, ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম তেজোধাতু। যাহা অধ্যাত্ম তেজোধাতু এবং যাহা বাহ্য সমস্তই তেজোধাতু বটে! 'তাহা আমার নয়,' 'আমি তাহা নহি,' 'তাহা আমার আত্মা নহে' এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা কর্তব্য। এইরূপে ইহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করিলে তেজোধাতু বিষয়ে চিত্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, তেজোধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন বাহ্য তেজোধাতু প্রকুপিত হয়; তাহা গ্রাম দগ্ধ করে, নিগম দগ্ধ করে, নগর দগ্ধ করে, জনপদ দগ্ধ করে, জনপদের অংশবিশেষ দগ্ধ করে। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন সেই (অগ্নিরূপী) তেজোধাতু হরিৎক্ষেত্রসীমা, প্রান্তরসীমা

(পথসীমা?), শৈলান্ত, উদকান্ত অথবা রমণীয় ভূমি পর্যন্ত আসিয়া ইন্ধন-অভাবে নিবিয়া যায়। বন্ধুগণ, (আবার) এমন সময়ও হয় যখন (সামান্য) কুক্কুটপালক অথবা স্নায়ুখণ্ডের[১] সাহায্যে অগ্নিঅন্বেষণ করিতে হয়। বন্ধুগণ, তখনোই সেই বার্ধক্যগ্রস্থ বাহ্য তেজোধাতুর অনিত্যতা প্রতীয়মান হয়, ক্ষয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, ব্যয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, বিপরিণামিতা প্রতীয়মান হয়। ক্ষণস্থায়ী ও তৃষ্ণাগৃহীত দেহীর 'আমিই বা কী?' 'আমারই বা কী?' 'আছিই বা কী?'—[ইত্যাদি পূর্ববৎ (পৃথিবীধাতু দ্র.)]।

৬. বন্ধুগণ, বায়ুধাতু কী? বায়ুধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। বন্ধুগণ, অধ্যাত্ম বায়ুধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, বায়ু-নামীয়, বায়ু-অন্তর্গত ও দেহাধিকৃত; যথা : ঊর্ধ্বগামী বায়ু (উদান), অধোগামী বায়ু (অপান), কুক্ষি-আশ্রিত ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু (সমান), অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বাহী বায়ু (ব্যান), কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাস (প্রাণ),[২] অথবা তদ্‌বৎ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, বায়ু-নামীয়, বায়ু-অন্তর্গত ও দেহাধিকৃত। বন্ধুগণ, ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম বায়ুধাতু। যাহা অধ্যাত্ম বায়ু এবং যাহা বাহ্য, সমস্তই বায়ুধাতু বটে। 'তাহা আমার নয়', 'তাহা আমি নহি', 'তাহা আমার আত্মা নহে' এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করা কর্তব্য। ইহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিলে বায়ুধাতু বিষয়ে চিত্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, বায়ুধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়। বন্ধুগণ, এমন সময়ও হয় যখন বাহ্য বায়ুধাতু প্রকুপিত হয়, তাহা গ্রাম উড়াইয়া নেয়, নিগম উড়াইয়া নেয়, নগর উড়াইয়া নেয়, জনপদ উড়াইয়া নেয়, জনপদের অংশবিশেষ উড়াইয়া নেয়। বন্ধুগণ, (আবার) এমন সময়ও হয় যখন গ্রীষ্মের শেষ মাসে তালপত্র অথবা হাতপাখা দ্বারা বায়ু অন্বেষণ করিতে হয়, চালের খড়গাছিও নড়ে না।

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, দুইটিই এমন বস্তু যাহা সামান্য উত্তাপে জ্বলিয়া উঠে। (প-সূ) নহারু-দদ্দুলন্তি নহারু-খণ্ডং, নহারু-বিলেখনং (ম-পৃ)। অ-নি, সত্তক-নিপাত, মহাযঞ্ঞ-বগ্গে কথিত আছে : 'সেয্যথাপি ভিক্খবে কুক্কুট-পত্তং বা নহারু-দদ্দুলং বা অগ্‌গিম্‌হি পক্‌খিত্তং, পটিলীযতি পটিকুট্টতি পটিবট্টতি, ন সম্পসারীযতি।' 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন কুক্কুটপালক কিংবা স্নায়ুখণ্ড অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে গুটিয়ে আসে কিন্তু বিস্তৃত হয় না।'

২. এ স্থলে বস্তুত উদান-অপানাদি পঞ্চবায়ুর কথাই বলা হইয়াছে। কুক্ষি-আশ্রিত বায়ু এবং কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু দুই মিলিয়া সমান বায়ু। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে : ঊর্ধ্বগামী বায়ুদ্বারা উদ্‌গার ও হিক্কারাদি দৈহিক কার্য সাধিত হয়। অধোগামী বায়ুদ্বারা বাহ্য-প্রস্রাবাদি কার্য সম্পাদিত হয়। অন্ত্রের বাহিরের বায়ু কুক্ষি-আশ্রিত এবং ভিতরের বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গবাহী বায়ুদ্বারা দেহে রক্ত সঞ্চালন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংকোচন-প্রসারণাদি কার্য সাধিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকা-পথে প্রবাহিত বায়ু। (প-সূ)

বন্ধুগণ, তখনোই সেই বার্ধক্যগ্রস্ত বাহ্য বায়ুধাতুর অনিত্যতা প্রতীয়মান হয়, ক্ষয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, ব্যয়শীলতা প্রতীয়মান হয়, বিপরিণামিতা প্রতীয়মান হয়। ক্ষণস্থায়ী ও তৃষ্ণাগৃহীত দেহীর 'আমিই বা কী?' 'আমারই বা কী?' 'আছিই বা কী?'—[ইত্যাদি পূর্ববৎ (পৃথিবীধাতু দ্র.)]।

৭. বন্ধুগণ, যেমন কাষ্ঠকে সম্বল (উপাদান কারণ) করিয়া, বল্লীকে সম্বল করিয়া, তৃণকে সম্বল করিয়া, মৃত্তিকাকে সম্বল করিয়া পরিবৃতআকাশ গৃহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়,[১] তেমনভাবেই অস্থিকে সম্বল করিয়া, স্নায়ুকে সম্বল করিয়া, মাংসকে সম্বল করিয়া, চর্মকে সম্বল করিয়া পরিবৃত আকাশ রূপ (দেহ, দেহাবয়ব) আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বন্ধুগণ, যদি চক্ষু (আয়তন) অবিকল থাকে, অথচ বাহিরের রূপ (দৃশ্যবস্তু) উহার গোচরে না আসে এবং তদনুযায়ী চিত্ত-সংযোগ না হয়, তাহা হইলে সে পর্যন্ত তদুপযোগী চক্ষুবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় না। যদি চক্ষু অবিকল থাকে, বাহিরের রূপও উহার গোচরে আসে, অথচ তদনুযায়ী চিত্ত-সংযোগ হয় না, তাহা হইলে সে পর্যন্ত তদুপযোগী চক্ষুবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় না। যেহেতু, বন্ধুগণ, চক্ষু অবিকল থাকে, বাহিরের রূপও গোচরে আসে, তদনুযায়ী চিত্ত-সংযোগও হয়, তখন তদুপযোগী চক্ষুবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত (উৎপন্ন) হয়। ওই চক্ষুবিজ্ঞানের সাহচর্যে যে রূপ (দৈহিক অভিব্যক্তি) উৎপন্ন হয় তাহা রূপ-উপাদানস্কন্ধের অন্তর্গত হয়, যে বেদনা উৎপন্ন হয় তাহা বেদনা-উপাদানস্কন্ধের, যে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাহা সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধের, যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহা সংস্কার-উপাদানস্কন্ধের, এবং যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধের অন্তর্গত হয়। তিনি (ভিক্ষু) এইরূপে বিষয়টি প্রকৃষ্টরূপে জানেন : 'এইভাবেই এই পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধের মিলন, সম্মিলন ও সমবায় হয়।' ভগবান বলিয়াছেন, 'যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন করেন তিনি ধর্ম (ধর্মের স্বরূপ) দর্শন করেন, যিনি ধর্ম দর্শন করেন তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন করেন।' এই পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণবশে উৎপন্ন। এই পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধে জীবের যে ছন্দ (তৃষ্ণার গতি), আলয় (আসক্তি), অনুনয় (আকুলতা) এবং নিমগ্নভাব তাহাই দুঃখসমুদয়, দুঃখোৎপত্তির কারণ। এই পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ সম্পর্কে যাহা ছন্দরাগ-বিনয় (তৃষ্ণার গতি ও অনুরাগ দমন), যাহা ছন্দরাগ-পরিহার তাহাই দুঃখনিরোধ। বন্ধুগণ, ইহাতেও ভিক্ষুর

---

১. 'তজ্জো সমন্নাহারো' অর্থে 'চক্খুঞ্চ রূপে চ পটিচ্চ ভবঙ্গং আবট্টেত্বা উপ্পজ্জনমনসিকারো'। (প-সূ)

বহু কাজ হয়। শ্রোত্র, শব্দ এবং শ্রোত্রবিজ্ঞান; ঘ্রাণ, গন্ধ এবং ঘ্রাণবিজ্ঞান; জিহ্বা, রস এবং জিহ্বাবিজ্ঞান; মন[১] ধর্ম[২] এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বলিলেন। (অপর) ভিক্ষুগণ তাঁহার উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাহস্তিপদোপম-সূত্র সমাপ্ত ॥

২৯. মহাসারোপম-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, গৃধ্রকূটপর্বতে। বুদ্ধশাসন পরিত্যাগ করিবার অল্পদিন পরে দেবদত্ত সম্বন্ধে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন এবং মনে করেন যে, ইহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির বলে আত্মপ্রশংসা করেন এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি লাভ, সৎকার ও খ্যাতির অধিকারী; এই অপর ভিক্ষুগণ অখ্যাতনামা এবং অল্পশক্তিসম্পন্ন।' ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা তিনি মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, ত্বকোড্ডেদ পরিহার করিয়া, মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া, উহাকে সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান

---

১. বুদ্ধঘোষ বলেন, 'অজ্ঝত্তিকো মনো নাম ভবঙ্গচিত্তং,' 'অধ্যাত্ম মনের নামই ভবাঙ্গ-চিত্ত'। (প-সূ)

২. বুদ্ধঘোষ বলেন, 'বাহিরা চ ধম্মাতি ধম্মারম্মণং', 'বাহ্য ধর্ম অর্থে আলম্বন'। (প-সূ) এ স্থলে ধর্ম মনের আলম্বন বা বিষয়।

পুরুষ এ কথা বলিবেন : ‘এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, ত্বকোড্ভেদ পরিহার করিয়া, মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকে সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার মর্ম তিনি অনুভব করেন নাই।’ তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া [শ্রদ্ধায়] আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : ‘আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।’ এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন এবং উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির বলে আত্মপ্রশংসা করেন এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন : ‘আমি লাভ, সৎকার ও খ্যাতির অধিকারী; এই অপর ভিক্ষুগণ অখ্যাতনামা এবং অল্পশক্তিসম্পন্ন।’ ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা তিনি মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে—ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যের মাত্র শাখাপল্লব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি ইহার পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : ‘আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।’ এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির কারণে আনন্দিত হন না এবং উহাতে সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না; অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। ওই শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : ‘আমি শীলবান ও কল্যাণধর্মী;

এই অপর ভিক্ষুগণ দুঃশীল ও পাপধর্মী।' তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোড্ভেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোড্ভেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকে সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার মর্ম তিনি অনুভব করেন নাই।'

তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না; অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। ওই শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি শীলবান, কল্যাণধর্মী; এই অপর ভিক্ষুগণ দুঃশীল ও পাপধর্মী। তিনি ওই শীলসম্পদে মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে—ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যের মাত্র ত্বকোড্ভেদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি ইহার পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ

হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। ওই শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না; অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত; এই অপর ভিক্ষুগণ অসমাহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত।' তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোদ্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার মর্ম তিনি অনুভব করেন নাই।'

তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও

খ্যাতির বলে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। ওই শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আত্মপ্রশংসা করেন এবং অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত; এই অপর ভিক্ষুগণ অসমাহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত।' তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে—ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যের মাত্র ত্বক গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি ইহার পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।

৫. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন, ওই শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি

জ্ঞানদর্শন[১] লাভ করেন। ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি (ধর্ম) জানিয়া ও দেখিয়া বিচরণ করি; এই অপর ভিক্ষুগণ না জানিয়া, না দেখিয়াই বিচরণ করে।' তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারার্থী সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোদ্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই, সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার মর্ম তিনি অনুভব করেন নাই।' তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির বলে আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। ওই শীলসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে

---

১. এ স্থলে 'জ্ঞানদর্শন' অর্থে দিব্যচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টি। (প-সূ)

অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি (ধর্ম) জানিয়া ও দেখিয়া বিচরণ করি; এই অপর ভিক্ষুগণ না জানিয়া, না দেখিয়া বিচরণ করে।' তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন, প্রমত্ত হন, প্রমাদগ্রস্ত হন, প্রমত্ত হইয়া দুঃখে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যের মাত্র আঁশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি উহার সমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।

৬. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া [শ্রদ্ধায়] আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া [তিনি 'সময়-বিমোক্ষ'[১]

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, যে বিমুক্তি সাময়িক, যাহা মাত্র অভ্যাসক্ষণে থাকে। পটিসম্ভিদা-মগ্গের

লোকসম্মত পরামুক্তি লাভ করেন। তিনি ওই সময়-বিমোক্ষ লাভ করিয়া আনন্দিত হন, সংকল্প পূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে, ওই ভিক্ষু সেই 'সময়-বিমুক্তি' হইতে চ্যুত হইবেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার জানিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারিয়াছেন, আঁশ জানিতে পারিয়াছেন, ত্বক জানিতে পারিয়াছেন, ত্বকোড্ডেদ জানিতে পারিয়াছেন, শাখাপল্লব জানিতে পারিয়াছেন। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার জানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থ অনুভব করেন নাই।' তেমনভাবেই কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন,

---

মতে, 'চত্তারি ঝানানি, চতস্সো চ অরূপ-সমাপত্তিযো, অযং সময-বিমোক্খো।' 'চারি রূপধ্যান এবং চারি অরূপ-সমাপত্তি, ইহাই সময়-বিমোক্ষ।' অর্থাৎ লোকসম্মত, লোকপ্রচলিত অষ্টসমাপত্তির দ্বারা যে সাময়িক বিমুক্তি লব্ধ হয়।

কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করেন। তিনি ওই 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করিয়া আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে, ওই ভিক্ষু সেই 'সময়-বিমোক্ষ' হইতে চ্যুত হইবেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে—ভিক্ষু ব্রহ্মচর্যের সারমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই তিনি উহার সমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।

৭. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করেন। তিনি ওই 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করিয়া আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না।[১] তিনি ওই 'সময়-বিমোক্ষ' দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না,

---

১. যেহেতু সময়-বিমোক্ষ বা সময়-বিমুক্তি হইতে পতনের সম্ভাবনা আছে।

প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া][১] তিনি 'অসময়-বিমোক্ষ'[২] লাভ করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব যে, ওই ভিক্ষু সেই 'অসময়-বিমোক্ষ' হইতে চ্যুত হইবেন।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সত্যই সার জানিতে পারিয়াছেন, আঁশ জানিতে পারিয়াছেন, ত্বক জানিতে পারিয়াছেন, ত্বকোদ্ভেদ জানিতে পারিয়াছেন, শাখাপল্লব জানিতে পারিয়াছেন। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার জানিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিয়াছেন।'

তেমনভাবেই কোনো কোনো কুলপুত্র এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই

---

১. চিন্তার সঙ্গতি ও ক্রম বজায় রাখিবার জন্য বন্ধনীভুক্ত অংশগুলি যোগ করিয়াছি। মূল পাঠে এই অংশগুলি নাই। বহু পূর্বেই অংশগুলি বাদ পড়িয়াছে।

২. বুদ্ধঘোষের মতে, 'অসময-বিমোক্খ' অর্থে 'অসাময়িক বিমুক্তি', অর্থাৎ যাহা কোনো সময়ে থাকে, কোনো সময়ে থাকে না, এইরূপ নহে (ন কালেন কালং বিমুচ্চতীতি)। পটিসম্ভিদামগ্গের মতে, 'চত্তারো অরিযমগ্গা, চত্তারি চ সামঞ্ঞফলানি, নিব্বানঞ্চ, অযং অসময-বিমোক্খো।' 'চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল এবং নির্বাণ—ইহাই অসময়-বিমোক্ষ।' বস্তুত সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-নামক লোকোত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া যে চিত্তবিমুক্তি বা নির্বাণ লাভ করা যায়, তাহাই অসময় বা লৌকিক মতের বহির্ভূত বিমুক্তি। ক্ষুদ্র-সারোপম-সূত্র দ্র.।

শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না, [অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'সময়-বিমোক্ষ' লাভ করেন। তিনি ওই 'সময়-বিমোক্ষ দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই 'সময়-বিমোক্ষ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই 'সময়-বিমোক্ষ' দ্বারা মত্ত হন না, প্রমত্ত হন না, প্রমাদগ্রস্ত হন না,] অপ্রমত্ত হইয়া তিনি 'অসময়-বিমোক্ষ' লাভ করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব যে, ওই ভিক্ষু সেই 'অসময়-বিমুক্তি' হইতে চ্যুত হইবেন।

৮. হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই (জানিবে), লাভ, সৎকার ও খ্যাতি এই ব্রহ্মচর্যের 'আশংসা' (গৌরব) নহে, শীলসম্পদও নহে, সমাধিসম্পদও নহে, জ্ঞানদর্শনও নহে। যাহা অটল চিত্তবিমুক্তি উহার জন্যেই, হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রহ্মচর্য—ইহাই সার, ইহাই পরিসমাপ্তি।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ওই ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাসারোপম-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩০. ক্ষুদ্র-সারোপম-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। অনন্তর ব্রাহ্মণ পিঙ্গলকৌৎস[১] ভগবানের নিকট

---

১. বুদ্ধঘোষ বলেন, কৌৎস ব্রাহ্মণের ব্যক্তিগত নাম, তিনি পিঙ্গলবর্ণের ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পিঙ্গলকৌৎস বলা হইত। (প-সূ)

উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ পিঙ্গলকৌৎস ভগবানকে কহিলেন, 'হে গৌতম, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ[১] সংঘনায়ক[২], গণনায়ক[৩], গণাচার্য[৪], জ্ঞাত[৫], যশস্বী[৬], তীর্থংকর[৭] এবং বহুজনের দ্বারা সাধু[৮] বলিয়া স্বীকৃত, যেমন পূরণ কাশ্যপ[৯],

---

২. প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে এবং অশোকের অনুশাসনে 'শ্রমণব্রাহ্মণ' শব্দে যাবতীয় প্রব্রজিতকে বুঝায়। নৈতিক অর্থে যিনি শ্রমণ তিনি ব্রাহ্মণও হইতে পারেন। জৈন সাহিত্যে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র বা মহাবীরকে মহাশ্রমণ এবং মহাব্রাহ্মণ আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধসাহিত্যের মধ্যেও স্থানে স্থানে অর্হৎগণকে ভিক্ষু, শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ প্রব্রজিত হইলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং ধর্মমতে বেদপন্থি। শ্রমণগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ধর্মমতে ঠিক বেদপন্থি নহেন। নিম্নোক্ত ছয়জন তীর্থংকরের মধ্যে কাশ্যপ, গোশাল ও কাত্যায়ন জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সঞ্জয় এবং নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অজিত সম্বন্ধে—তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কি ক্ষত্রিয় ছিলেন অনুমান করা কঠিন।

৩. পালি 'সংঘী' যিনি সংঘের অধিনায়ক। সংঘ অর্থে প্রব্রজিতগণের দল বা সমষ্টিবিশেষ। (প-সূ)

৪. পালি 'গণী'। গণ এবং সংঘ প্রায় একাত্মবাচক। গণী অর্থে গণের অধিনায়ক(প-সূ)

৫. গণাচার্য অর্থে যিনি প্রব্রজিত সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে আচার্য বা গুরু। (প-সূ)

৬. জ্ঞাত অর্থে খ্যাত, পরিচিত। (প-সূ)

৭. 'তিনি অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, অল্পেচ্ছার কারণে বস্ত্রও পরিধান করেন না' ইত্যাদি রূপে যাঁহার যশ প্রচারিত, তিনিই যশস্বী। (প-সূ)

৮. বুদ্ধঘোষের মতে, 'তিত্থকরাতি লদ্ধিকরা'। (প-সূ) তীর্থংকর অর্থে বিশিষ্টমতাবলম্বী ধর্মপ্রবর্তক ও সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিষ্ঠাতা।

৯. সাধু অর্থে সৎপুরুষ যাঁহার বাক্‌সিদ্ধ আছে। (প-সূ)

১০. বুদ্ধঘোষ বলেন, কাশ্যপ তাঁহার গোত্রনাম; কোনো এক গৃহস্থ-বাড়িতে তিনি পূর্বে দাস ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া একশত দাসের সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া তিনি 'পূরণ' নামে পরিচিত ছিলেন। কাশ্যপের পূরণ-আখ্যার উৎপত্তির বিবরণ বুদ্ধঘোষের কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। বুদ্ধঘোষ আরও বলেন যে, এই কাশ্যপ অচেলক বা নগ্ন-প্রব্রজিত (উলঙ্গ সন্ন্যাসী) ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে পাঁচশত শ্রমণ ছিলেন। সামঞ্ঞফল, সন্দক প্রভৃতি সুত্তে তাঁহার দার্শনিক মত বিবৃত আছে। পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যে সকল স্থানে তাঁহার মত যথাযথভাবে বর্ণিত হয় নাই। জৈন সূত্রকৃতাঙ্গে তাঁহার নামের উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহার দার্শনিক মতের বিবরণ আছে। জৈন টীকাকার শিলাঙ্কের মতে, এই দার্শনিক মত সাংখ্যের পুরুষবাদের ন্যায় একপ্রকার আত্মার নিষ্ক্রিয়বাদ। গোত্র নাম হইতে প্রমাণিত হয় যে, কাশ্যপ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'পূরণ' আখ্যার বিশেষ অর্থ কী জানি না। সম্ভবত পূর্ণপ্রাজ্ঞ, পূর্ণাভিজ্ঞ, পূর্ণসিদ্ধ অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক

মস্করী গোশাল[১], অজিত কেশকম্বল[২], ককুদ কাত্যায়ন[৩], সঞ্জয় বেলাস্থপুত্র[৪],

---

ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

১. পালি 'মক্‌খলি গোসাল', অর্ধমাগধী, 'মংখলিপুত্ত গোসাল'। পতঞ্জলি মহাভাষ্য মতে, 'মস্করী'। বৌদ্ধ ও জৈন কিংবদন্তী অনুসারে গোশালায় জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি গোশাল নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ বলেন, গোশাল পূর্বে কোনো এক গৃহস্থ-বাড়িতে দাস ছিলেন। একদিন তিনি কর্দমাক্ত ভূমির উপর দিয়া মাথায় তৈলঘট নিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, 'তাত মা খলি,' 'বাছা, স্খলিত হইয়া পড়িও না।' তথাপি তিনি অনবধানতাবশত পদস্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান। এই জন্যই তিনি 'মক্‌খলি' আখ্যা লাভ করেন। ইহা অবশ্যই কষ্টকল্পনা। জৈন ভগবতী সূত্রের মতে, 'মংখ' অর্থে একপ্রকার চিত্রপদ। তাঁহার পিতামাতা দেশ-দেশান্তরে চিত্র দেখাইয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। এই জন্য তিনি 'মংখলিপুত্ত' নামে পরিচিত হন। গোশাল নিজে তাঁহার প্রথম জীবনে এইরূপ চিত্রপট দেখাইয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। মহাভাষ্যের মতে, 'মস্করী' অর্থে বেণুপরিব্রাজক। জৈন ভগবতী-সূত্রের বিবরণ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোনো এক পরিব্রাজকের ঔরসে এবং পরিব্রাজিকার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কোশলবাসী ছিলেন এবং কোশলেই বুদ্ধের দেহত্যাগের বিশ-চব্বিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। পালি ও অর্ধমাগধী 'গোসাল' সংস্কৃত 'কৌশল্য' (কোশলবাসী) আখ্যারই প্রাকৃত অপভ্রংশ হইয়া থাকিবে। গোশালও অচেলক বা নগ্ন-প্রব্রজিত ছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমণগণ আজীবক বা আজীবিক নামে পরিচিত ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে তাঁহাকে পাকা অদৃষ্টবাদী বলা হইয়াছে।

২. ইনিই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'ন-সন্তি-পরলোকবাদী', নাস্তিক বা উচ্ছেদবাদী। অজিত তাঁহার ব্যক্তিগত নাম। কেশকম্বল পরিধান করিতেন বলিয়া তিনি কেশকম্বল বা কেশকম্বলী আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষের মতে, ওই কেশকম্বল মনুষ্যকেশের দ্বারা নির্মিত ছিল। (প-সূ)

৩. পালি সামঞ্ঞফল-সুত্ত-এর মতে, ইনি সপ্তকায় বা সপ্তপদার্থবাদী এবং জৈনাচার্য শিলাঙ্কের মতে, ইনি আত্মষষ্টবাদী। বস্তুত ইনি বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত পাকা শাশ্বতবাদী। বুদ্ধঘোষ বলেন, 'পকুধ' তাঁহার ব্যক্তিগত নাম এবং 'কচ্চায়ন' তাঁহার গোত্রনাম। বুদ্ধঘোষ আরও বলেন যে তিনি শৌচকার্যেও ঠান্ডা জল ব্যবহার করিতেন না, তিনি সর্বদা উষ্ণ জলই ব্যবহার করিতেন। আমাদের মতে, পালি 'পকুধ' সংস্কৃত 'ককুদে'রই অপভ্রংশ। তাঁহার স্কন্ধে ককুদ বা মাংসপিণ্ড ছিল বলিয়াই তিনি এই আখ্যায় বিশেষিত হইয়াছিলেন। প্রশ্নোপনিষদ-বর্ণিত 'কবন্ধী কাত্যায়ন' এবং বৌদ্ধ সাহিত্য-বর্ণিত 'পকুধ কচ্চায়ন' একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

৪. ইনি বুদ্ধের সমসাময়িক বিখ্যাত সংশয়বাদী। জৈন পরিভাষায় ইনি অজ্ঞানিক। বৌদ্ধ মহাবস্তু গ্রন্থের বিবরণ মতে, ইনিই সারিপুত্রের পূর্বাচার্য সঞ্জয়। বুদ্ধঘোষ বলেন, সঞ্জয় তাঁহার ব্যক্তিগত নাম এবং বেলট্‌ঠের পুত্র বলিয়া তিনি 'বেলট্‌ঠপুত্ত' নামে বিশেষিত হইয়াছিলেন। কোনো কোনো পাঠে 'বেলট্‌ঠিপুত্ত' নামও দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃত-গ্রন্থে 'বৈরাটিপুত্র' নামই গৃহীত হইয়াছে। বেলাস্থ বা বেলাস্থি কোনো এক ক্ষত্রিয় পরিবারবিশেষের নাম ছিল মনে করিবার কারণ আছে।

এবং নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র[১]—তাঁহারা কি সকলেই স্বীয় (স্বীয়) প্রামাণ্য বিষয়ের যৌক্তিকতা বিশেষভাবে জানেন এবং সকলেই জানেন না, কিংবা কেহ কেহ জানেন এবং কেহ কেহ জানেন না?' 'রেখে দিন, ব্রাহ্মণ, সে কথা থাক—তাঁহারা কি সকলেই স্বীয় (স্বীয়) প্রামাণ্য বিষয়ের যৌক্তিকতা বিশেষভাবে জানেন এবং সকলেই জানেন না, কিংবা কেহ কেহ জানেন এবং কেহ কেহ জানেন না? ব্রাহ্মণ, আমি আপনার নিকট ধর্ম প্রকাশ করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন, সুন্দররূপে মনোনিবেশ করুন, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।' 'তথাস্তু' বলিয়া ব্রাহ্মণ পিঙ্গলকৌৎস প্রত্যুত্তরে ভগবানকে তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, ত্বকোড্ডেদ পরিহার করিয়া, মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ডেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, ত্বকোড্ডেদ পরিহার করিয়া, মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন নাই।'

অথবা যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোড্ডেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ডেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব

---

১. ইনিই জৈনধর্ম-প্রবর্তক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাবীর। সকল ক্লেশগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি নির্গ্রন্থ আখ্যায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। বৈশালীবাসী বলিয়া তাঁহাকে বৈশালিকও বলা হইত। বুদ্ধঘোষ বলেন, নাথের পুত্র বলিয়া তিনি নাথপুত্র নামে অভিহিত হন। (প-সূ) বুদ্ধঘোষ জানিতেন না যে, বৈশালীর নাত বা জ্ঞাতৃক ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম হইয়াছিল বলিয়াই তিনি 'নাতপুত্ত' (অর্ধমাগধী, নায়পুত্ত) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

জানিতে পারেন নাই। সে জন্য সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোড্ভেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন নাই।'

অথবা যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন নাই।'

অথবা যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সার জানিতে পারেন নাই, আঁশ জানিতে পারেন নাই, ত্বক জানিতে পারেন নাই, ত্বকোড্ভেদ জানিতে পারেন নাই, শাখাপল্লব জানিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন নাই।'

অথবা যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ এ কথা বলিবেন : 'এই ব্যক্তি সার জানিতে পারিয়াছেন, আঁশ জানিতে পারিয়াছেন, ত্বক জানিতে পারিয়াছেন, ত্বকোড্ভেদ জানিতে পারিয়াছেন, শাখাপল্লব জানিতে পারিয়াছেন। সে জন্য তিনি সারার্থী, সারান্বেষী হইয়া সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া

উহাকেই সার মনে করিয়া চলিয়াছেন। সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য তিনি উহার অর্থও অনুভব করিয়াছেন।'

তেমনভাবেই, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি লাভ, সৎকার ও খ্যাতির অধিকারী, এই অপর ভিক্ষুগণ অখ্যাতনামা ও অল্পশক্তিসম্পন্ন।' লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে অপর যে-সকল ধর্ম (সম্পদ) উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের (লাভের) জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান না, প্রয়াস পান না, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন। যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, ত্বকোড্ভেদ পরিহার করিয়া, মাত্র শাখাপল্লব ছিঁড়িয়া লইয়া, উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন, এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করিতে পারেন না, আমি তাঁহারই সহিত এই ব্যক্তি তুল্য বলিয়া বর্ণনা করি।

৩. ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে অপর যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই শীলসম্পদে আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ওই

শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি শীলবান ও কল্যাণধর্মী, এই অপর ভিক্ষুগণ দুঃশীল ও পাপধর্মী।' শীলসম্পদ হইতে অপর যে-সকল (সম্পদ) উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা জাগান না, প্রয়াস পান না, (তদ্‌বিষয়ে) তিনি অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন। যেমন ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, ত্বক পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বকোদ্ভেদ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করেন না, আমি তেমন পুরুষেরই সহিত এই ব্যক্তিকে তুল্য বলিয়া বর্ণনা করি।

৪. ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে অপর যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই শীলসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদে আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি শীলসম্পদ হইতে যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই সমাধিসম্পদে আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত, এই অপর ভিক্ষুগণ অসমাহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত।' তিনি সমাধিসম্পদ হইতে যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান না, প্রয়াস পান না, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন। যেমন ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ

সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, আঁশ পরিহার করিয়া, মাত্র ত্বক ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করেন না, আমি তেমন পুরুষেরই সহিত তুল্য বলিয়া এই ব্যক্তিকে বলি।

৫. ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই শীলসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদে আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি শীলসম্পদ হইতে যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই সমাধিসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদে আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ হইতে যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আনন্দিত হন, সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন : 'আমি (ধর্ম) জানিয়া ও দেখিয়া বিচরণ করি, এই অপর ভিক্ষুগণ না জানিয়া ও না দেখিয়া বিচরণ করেন।' তিনি জ্ঞানদর্শন হইতে অপর যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান না, প্রয়াস পান না, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন। যেমন ব্রাহ্মণ,

সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার পরিহার করিয়া, মাত্র আঁশ ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করেন না, আমি তেমন পুরুষেরই সহিত তুল্য বলিয়া এই ব্যক্তিকে বলি।

৬. ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি এই ভাবিয়া শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন : 'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখে অবতীর্ণ হইয়াছি, দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি, এই সমগ্র দুঃখসমষ্টির সমাপ্তি অল্পই দৃষ্ট হয়।' এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি উৎপাদন করেন। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আনন্দিত হন না, উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই লাভ, সৎকার ও খ্যাতির দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি লাভ, সৎকার ও খ্যাতি হইতে অপর যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি শীলসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই শীলসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই শীলসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি শীলসম্পদ হইতে অপর যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি সমাধিসম্পদ লাভ করেন। তিনি ওই সমাধিসম্পদে আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই সমাধিসম্পদ দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি সমাধিসম্পদ হইতে অপর যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না। তিনি জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। তিনি ওই জ্ঞানদর্শনে আনন্দিত হন, কিন্তু উহাতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে মনে করেন না। তিনি ওই জ্ঞানদর্শন দ্বারা আত্মপ্রশংসা করেন না, অপরকে অবজ্ঞা করেন না। তিনি জ্ঞানদর্শন হইতে অপর যে-সকল সম্পদ উচ্চতর ও যোগ্যতর উহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগান, প্রয়াস পান, (তদ্‌বিষয়ে) অলস-প্রকৃতি ও শিথিলকর্মী হন না।

৭. ব্রাহ্মণ, জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতার ধর্ম (সম্পদ) কী কী? ব্রাহ্মণ, কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, সর্ব অকুশল পরিহার করিয়া ভিক্ষু সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, বিতর্ক-বিচার-উপশমে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী ও চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, প্রীতিতেও বীতরাগ হইয়া ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে ‘ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন’ বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করিয়া ‘আকাশ-অনন্ত’ এই ভাবোদয়ে ‘আকাশায়তন’ নামক (প্রথম অরূপসমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে ‘আকাশায়তন’ অতিক্রম করিয়া ‘অনন্ত বিজ্ঞান’ এই ভাবোদয়ে ‘বিজ্ঞানায়তন’ নামক (দ্বিতীয় অরূপসমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে ‘বিজ্ঞানায়তন’ অতিক্রম করিয়া ‘কিছুই নাই’ এই ভাবোদয়ে ‘আকিঞ্চনায়তন’ নামক (তৃতীয় অরূপসমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে ‘আকিঞ্চনায়তন’ অতিক্রম করিয়া ‘নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন’ নামক (চতুর্থ অরূপসমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বাংশে ‘নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন’ অতিক্রম করিয়া ‘সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ’

নামক (লোকোত্তর সম্পত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ, ইহাও জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ। ব্রাহ্মণ, এই সমস্তই জ্ঞানদর্শন হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর সম্পদ।

যেমন, ব্রাহ্মণ, সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে পুরোস্থিত বৃহৎ সারবান বৃক্ষের সার ছিঁড়িয়া লইয়া উহাকেই সার মনে করিয়া প্রস্থান করেন এবং সারের দ্বারা যাহা সারকৃত্য উহার অর্থও অনুভব করেন, আমি তেমন পুরুষেরই সহিত এই ব্যক্তি তুল্য বলিয়া বর্ণনা করি।

৮. অতএব, ব্রাহ্মণ, লাভ, সৎকার ও খ্যাতি এই ব্রহ্মচর্যের আশংসা (ঈপ্সিত লক্ষ্য) নহে, মাত্র শীলসম্পদ ইহার আশংসা নহে, মাত্র সমাধিসম্পদ ইহার আশংসা নহে, মাত্র জ্ঞানদর্শনও ইহার আশংসা নহে। ব্রাহ্মণ, যে চিত্তবিমুক্তি অচল-অটল তদর্থেই এই ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই এই ব্রহ্মচর্যের সার, ইহাই পরিসমাপ্তি।

৯. ইহা বিবৃত হইলে ব্রাহ্মণ পিঙ্গলকৌৎস ভগবানকে কহিলেন, 'অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত করেন, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করেন যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পান, তেমনভাবেই মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে (বিবিধ যুক্তিতে) ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি ভগবান গৌতমের শরণাগত হইতেছি, ধর্মের শরণাগত হইতেছি, ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, মহানুভব গৌতম। আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।'

॥ ক্ষুদ্র-সারোপম-সূত্র সমাপ্ত ॥

[ঔপম্য-বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. মহাযমক-বর্গ

৩১. ক্ষুদ্র-গোশৃঙ্গ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান নাদিকে[১] এক ইষ্টক-নির্মিত গৃহে[২] অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল[৩] গোশৃঙ্গশালবন-দাবে[৪] অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর ভগবান সায়াহ্নসময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া গোশৃঙ্গশালবন-দাবে উপস্থিত হইলেন। দাবপাল[৫] দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিল, দূর হইতে আসিতে দেখিয়া দাবপাল ভগবানকে কহিল : 'শ্রমণ, এই উদ্যানে প্রবেশ করিবেন না, যেহেতু এখানে তিনজন কুলপুত্র যথারুচি অবস্থান করিতেছেন, আপনি তাঁহাদের বিঘ্ন ঘটাইবেন না।' আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানের সহিত দাবপালের আলাপ শুনিতে পাইলেন; তাহা শুনিতে পাইয়া তিনি দাবপালকে কহিলেন, 'বন্ধু দাবপাল, তুমি ভগবানকে বারণ করিও না; আমাদের শাস্তা ভগবানই স্বয়ং এইস্থানে উপনীত হইয়াছেন।' অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিলের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'আপনারা অগ্রসর হউন, আমাদের শাস্তা ভগবান স্বয়ং এস্থানে উপনীত হইয়াছেন।' অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল ভগবানের সংবর্ধনা করিয়া একজন

---

১. নাদিক বৃজিরাষ্ট্রে (অর্থাৎ, বৈশালী রাজ্যে) অবস্থিত গ্রামবিশেষের নাম। বুদ্ধঘোষ বলেন, নাদিকা নামে একটি তড়াগ বা পুষ্করিণী ছিল। নাদিকার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল বলিয়া গ্রামের নাম নাদিকা। বস্তুত নাদিকাকে মধ্যবর্তী করিয়া দুইটি গ্রাম ছিল; যথা : 'চুল্লপিতি'—পুত্রগণের গ্রাম ও 'মহাপিতি'—পুত্রগণের গ্রাম। এ স্থলে 'নাদিকে' অর্থে এই দুই গ্রামের যে-কোনো এক গ্রামে। (প-সূ)

২. পালি 'গিঞ্জকাবসথে'। বুদ্ধঘোষ বলেন, নাদিকাবাসীগণ ভগবান বুদ্ধের জন্য বাসস্থান নির্মাণের ইচ্ছা করিয়া ইষ্টকদ্বারা ভিত্তি, সোপান, স্তম্ভ ও হিংস্রপশুরূপ-সমন্বিত সৌধ নির্মাণ করিয়া, তাহা চুনকাম করিয়া তদুপরি মালাকর্ম ও চিত্রকর্ম উৎপাদন করিয়াছিলেন। ওই ইষ্টকালয়ে ভূম্যাস্তরণ, মঞ্চপীঠ, রাত্রিস্থান, দিবাস্থান, মণ্ডপ এবং চঙ্ক্রমণাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। (প-সূ)

৩. পাঠান্তর —'কিমিল'।

৪. এই শালবনের প্রধান বৃক্ষের কাণ্ড হইতে গোশৃঙ্গ আকারের পাতা উদ্গত হইয়াছিল বলিয়া সমস্ত ধন গোশৃঙ্গশালবন নামে প্রসিদ্ধ হয়। (প-সূ) 'দাব' অর্থে অরণ্য। (প-সূ)

৫. 'দাবপালোতি অরঞ্ঞপালো'। (প-সূ) 'দাবপাল' অর্থে অরণ্যপাল, দাবরক্ষক।

ভগবানের হস্ত হইতে পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন, একজন আসন পাতিয়া রাখিলেন, এবং একজন পাদোদক-হস্তে অপেক্ষা করিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, উপবিষ্ট হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন। আয়ুষ্মানগণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে ভগবান কহিলেন :

২. 'অনুরুদ্ধ, তোমাদের ক্ষমনীয় (সহনীয়) ও যাপনীয়[১] কিছু আছে কি? ভিক্ষান্নের অভাবে তোমাদের কোনো কষ্ট হয় না তো?' 'ভগবন, আমাদের ক্ষমনীয় ও যাপনীয় কিছু আছে, কিন্তু, প্রভো, ভিক্ষান্নের অভাবে আমরা ক্লিষ্ট নহি।' 'অনুরুদ্ধ, তোমরা সমগ্রভাবে সানন্দে অবিবদমান, ক্ষীরোদক-সম হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দেখিয়া অবস্থান করো তো?' 'প্রভো, অবশ্যই আমরা সমগ্রভাবে সানন্দে অবিবদমান, ক্ষীরোদক-সম হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দেখিয়া অবস্থান করি।' 'অনুরুদ্ধ, তোমরা কী প্রকারে সমগ্রভাবে, সানন্দে অবিবদমান ও ক্ষীরোদক-সম হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দেখিয়া অবস্থান করো?' 'প্রভো, ইহা আমার পক্ষে বিশেষ লাভ, পরম সৌভাগ্য যে, আমি এহেন সতীর্থগণের সহিত অবস্থান করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই আয়ুষ্মান সতীর্থগণের প্রতি প্রকাশ্যে ও গোপনে আমার মৈত্রীপূর্ণ কায়কর্ম,[২] বাক্‌কর্ম ও মনঃকর্ম প্রবৃত্ত আছে। প্রভো, আমার এমন মনে হয় আমার পক্ষে নিজ চিত্তকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই আয়ুষ্মান সতীর্থগণের চিত্তবশে অনুবর্তন করা বিধেয়। সত্যই আমি নিজের চিত্ত দূরে রাখিয়া এই আয়ুষ্মান সতীর্থগণের চিত্তবশেই অনুবর্তন করি। কায়া ভিন্ন বটে, কিন্তু আমাদের চিত্ত যেন একই।' আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিলও জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপে উত্তর প্রদান করিলেন।

৩. 'সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! (এখন আমাকে বলো) তোমরা অপ্রমত্ত, আতাপী এবং সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান করো তো?' 'প্রভো, অবশ্যই আমরা অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান করি।' 'অনুরুদ্ধ, তোমরা ঠিক কীরকমে অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান করো?' 'প্রভো, আমাদের মধ্যে যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি আসনগুলি নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন, জলের ঘটি ও ভোজনপাত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন, ভোজ্য রাখিবার পাত্রের ব্যবস্থা

---

১. কষ্ট ও অসুবিধা।

২. 'মেত্তং কাযকম্মন্তি মেত্তংচিত্তবসেন পবত্তং কাযকম্মং,' 'মৈত্রিচিত্তবশে প্রবৃত্ত দৈহিক কর্ম'। (প-সূ)

করেন। যিনি শেষে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্নসংগ্রহ-কার্য হইতে প্রত্যাগমন করেন, যদি ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকে, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা ভোজন করেন, ইচ্ছা না করিলে তিনি তাহা অল্পতৃণাবৃত স্থানে নিক্ষেপ করেন, অথবা অল্পপ্রাণ-শূন্য জলে নিমজ্জিত করেন। তিনি আসনগুলি তুলিয়া রাখেন, জলের ঘটি ও ভোজ্যপাত্র তুলিয়া রাখেন, অবশিষ্ট ভোজ্য রাখিবার পাত্র রাখিয়া দেন, ভোজনস্থান মুক্ত করিয়া রাখেন। যদি তিনি দেখিতে পান জলের ঘটি, ভোজনপাত্র অথবা শৌচঘট রিক্ত ও শূন্য অবস্থায় আছে, তাহা তিনি জলপূর্ণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করেন। যদি তাঁহার পক্ষে একাকী তাহা সম্পাদন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হস্তসংকেতে ডাকিয়া উভয়ের হাতে ধরিয়া তাহা তুলিয়া রাখেন। প্রভো, আমরা অকারণ বাক্য উচ্চারণ করি না, আমরা পাঁচ দিন অন্তর সর্বরাত্রি ধর্মালোচনায় আসীন থাকি। প্রভো, এইরূপেই আমরা অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান করি।'

৪. 'সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! (এখন আমাকে বলো) এইরূপে অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইয়া অবস্থান করিবার ফলে তোমাদের লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ[১] ও স্বচ্ছন্দবিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?' 'প্রভো, কেন হইবে না! প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা কাম-সম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। প্রভো, এইরূপে অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা-তৎপর হইবার ফলে আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।'

'সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! (এখন আমাকে বলো) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?' 'প্রভো, কেন হইবে না! প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্ক-রহিত, বিচার-রহিত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, 'অরিযভাবকরণ-সমত্থো ঞাণবিসেসো'—'আর্যভাব আনয়ন করিতে সমর্থ এইরূপ অবস্থা'।

জন্য উক্ত ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।'

'সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! (এখন আমাকে বলো) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?' "প্রভো, কেন হইবে না! প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা প্রীতিতেও বীতরাগ হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি, যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রভো, স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।"

'সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! (এখন আমাকে বলো) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?' 'প্রভো, কেন হইবে না! প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞাদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।'

'সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! (এখন আমাকে বলো) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?' "প্রভো, কেন হইবে না! প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করিয়া 'অনন্ত-আকাশ' এই ভাবোদয়ে 'আকাশায়তন' নামক (প্রথম অরূপসমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-

বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।”

‘সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! (এখন আমাকে বলো) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?’ “প্রভো, কেন হইবে না! প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা সর্বাংশে আকাশায়তন সমতিক্রম করিয়া ‘অনন্ত বিজ্ঞান’ এই ভাবোদয়ে ‘বিজ্ঞানায়তন’ নামক (দ্বিতীয় অরূপসমাপত্তি)... সর্বাংশে ‘বিজ্ঞানায়তন’ সমতিক্রম করিয়া ‘কিছুই নাই’ এই ভাবোদয়ে ‘আকিঞ্চনায়তন’ নামক (তৃতীয় অরূপসমাপত্তি)... সর্বাংশে ‘আকিঞ্চনায়তন’ সমতিক্রম করিয়া ‘নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন’ নামক (চতুর্থ অরূপসমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে।”

‘সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! (এখন আমাকে বলো) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, এই ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের অপর কোনো লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে কি?’ “প্রভো, কেন হইবে না! প্রভো, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা সর্বাংশে, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমতিক্রম করিয়া ‘সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ’ নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। প্রজ্ঞা দ্বারা (বিমুক্তি) দর্শন করিবার ফলে আসব পরিক্ষীণ হয়। প্রভো, উক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার সমতিক্রম করিবার জন্য, উক্ত ধ্যানবিহার নিরুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের এই লোকাতীত সম্পদ, আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার আয়ত্ত হইয়াছে। প্রভো, আমরা এই স্বচ্ছন্দ-বিহার হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর অপর কোনো স্বচ্ছন্দ-বিহার দেখি না।”

‘সাধু, সাধু অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! (তোমরা সত্যই বলিয়াছ) এই স্বচ্ছন্দ-বিহার হইতে উচ্চতর ও যোগ্যতর অপর কোনো স্বচ্ছন্দ-বিহার নাই।’

৫. অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিলকে ধর্মকথা দ্বারা সত্য সন্দর্শন করাইয়া, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল কিছুদূর ভগবানের অনুগমন করিয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে

কহিলেন, 'আমরা কি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এ কথা বলিয়াছি যে, আমরা এই এই ধ্যান-সমাপত্তি লাভ করিয়াছি, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানের সম্মুখে আসবক্ষয় পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধির বিষয় প্রকাশ করিলেন?' 'আয়ুষ্মানগণ কখনও আমাকে সে-কথা বলেন নাই। তথাপি আমি স্বচিত্তে আয়ুষ্মানগণের চিত্তের বিষয় বিদিত হইয়াছি। দেবতারাও আমাকে এ বিষয় জানাইয়াছেন। তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমি ভগবানের প্রশ্নের উত্তরে বিষয়টি বিবৃত করিয়াছি।'

৬. অনন্তর যক্ষ দীর্ঘ পরজন[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দাঁড়াইল, একান্তে দাঁড়াইয়া যক্ষ দীর্ঘ পরজন ভগবানকে কহিল : 'প্রভো, বৃজিগণের, বৃজিপুত্রগণের মহালাভ, মহাসৌভাগ্য যে, যে-স্থানে ভগবান তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবস্থান করিতেছেন, সে-স্থানে তিনজন কুলপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল উপস্থিত আছেন।' দীর্ঘ পরজন যক্ষের উক্তি শুনিয়া পৃথিবীস্থ দেবগণ উহার প্রতিধ্বনি করিলেন, 'সত্যই বৃজিগণের, বৃজিপুত্রগণের মহালাভ, মহাসৌভাগ্য যে, যে-স্থানে ভগবান তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবস্থান করিতেছেন সে-স্থানে এই তিনজন কুলপুত্র : আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল উপস্থিত আছেন।' পৃথিবীস্থ দেবগণের উক্তি শুনিয়া চতুর্মহারাজিক দেবগণ, চতুর্মহারাজিক দেবগণের উক্তি শুনিয়া ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবগণ, ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবগণের উক্তি শুনিয়া যামদেবগণ, যামদেবগণের উক্তি শুনিয়া তুষিতবাসী দেবগণ, তুষিতবাসী দেবগণের উক্তি শুনিয়া নির্মাণরতি দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণের উক্তি শুনিয়া পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণ, পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণের উক্তি শুনিয়া ব্রহ্ম-কায়িক দেবগণ প্রতিধ্বনি করিলেন, 'সত্যই বৃজিগণের, বৃজিপুত্রগণের মহালাভ, মহাসৌভাগ্য যে, যে-স্থানে ভগবান তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবস্থান করিতেছেন সে-স্থানে এই তিনজন কুলপুত্র : আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিল উপস্থিত আছেন।'

৭. এইভাবে সেই ক্ষণে, সেই মুহূর্তে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যক্ষের ধ্বনি পঁহুছিল। ভগবান কহিলেন, 'দীর্ঘ, এইরূপই বটে, যথার্থই এইরূপ! দীর্ঘ, যেই কুল হইতে এই তিনজন কুলপুত্র আগার হইতে অনাগারিকরূপে

১. 'দীঘনিকায়'-এর 'মহাসময়সুত্ত'-এর মতে, দীঘ বা দীর্ঘ আঠাশজন সেনাপতির মধ্যে অন্যতম। যক্ষের নাম দীর্ঘ পরজন। (প-সূ)

প্রব্রজিত হইয়াছেন, যদি সেই কুল প্রসন্নচিত্তে এই তিনজন কুলপুত্রের (গুণাবলি) অনুস্মরণ করে, তাহা হইলে তাহা সেই কুলের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, যে কুলবংশ হইতে এই তিনজন কুলপুত্র আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন যদি সেই কুলবংশ প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের (গুণাবলি) অনুস্মরণ করে, তাহা হইলে তাহা সেই কুলবংশের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, যে গ্রাম, যে নিগম, যে নগর, যে জনপদ হইতে এই তিনজন কুলপুত্র আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন যদি সেই গ্রাম, সেই নিগম, সেই নগর এবং সেই জনপদ প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের (গুণাবলি) অনুস্মরণ করে, তবে তাহা উহাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, যদি সকল ক্ষত্রিয়, সকল ব্রাহ্মণ, সকল বৈশ্য এবং সকল শূদ্র প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের (গুণাবলি) অনুস্মরণ করে, তবে তাহা তাহাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, যদি সর্ব দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও সকল দেবতা ও মনুষ্য প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের (গুণাবলি) অনুস্মরণ করে, তবে তাহা তাহাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে। দীর্ঘ, তুমি স্বচক্ষে দেখ, এই তিনজন কুলপুত্র বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, লোকে অনুকম্পা বিতরণের জন্য, অর্থ, হিত ও সুখ বিধানের জন্য সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন।'

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। দীর্ঘ পরজন যক্ষ তাহা প্রসন্নচিত্তে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল।

॥ ক্ষুদ্র-গোশৃঙ্গ-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩২. মহাগোশৃঙ্গ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান গোশৃঙ্গশালবন-দাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সঙ্গে বহুসংখ্যক খ্যাতনামা স্থবির শিষ্য[১] ছিলেন; যথা : আয়ুষ্মান সারিপুত্র[২],

---

১. পালি থের সাবক—স্থবির শ্রাবক। বুদ্ধঘোষের মতে, প্রাতিমোক্ষ-সংবরাদি স্থিরকারক চরিত্রগুণে সমন্বিত ভিক্ষুই স্থবির নামে অভিহিত হন। শ্রাবক অর্থে যিনি ধর্মশ্রবণান্তে শিষ্যপদ লাভ করিয়াছেন। (প-সূ)

২. ইনি বুদ্ধের মহাপ্রাজ্ঞ শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মজ্ঝিমনিকায়-এর ধম্মদায়াদ, অনঙ্গণ, সম্মাদিট্‌ঠি, মহাসীহনাদ, রথবিনীত, মহাহত্থিপদোপম, মহাবেদল্ল, চাতুম, দীঘনখ,

আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন[১], আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ[২], আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ[৩], আয়ুষ্মান রৈবত[৪], আয়ুষ্মান আনন্দ[৫], এবং তদ্‌বৎ অপরাপর বহু খ্যাতনামা স্থবির শিষ্যগণ। আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন সায়াহ্নসময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে কহিলেন, 'বন্ধু কাশ্যপ, চলো আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট যাই, তাঁহার নিকট যাইয়া ধর্ম শ্রবণ করি।' 'তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ও আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ধর্মশ্রবণের জন্য আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত

অনুপদ, সেবিতব্বা-সেবিতব্ব, সচ্চবিভঙ্গ ও পিণ্ডপাতপারিসুদ্ধি-সুত্তে, দীঘনিকায়-এর সম্পসাদনিয়, সঙ্গীতি ও দসুত্তর-সুত্তে, অঙ্গুত্তরনিকায়-এর সীহনাদ ও থেরসীহনাদ-সুত্তে এবং এতদগ্গবগ্গে, সংযুক্তনিকায়-এর পবারণা ও সুসিম-সুত্তে, মহানিদ্দেসে, পটিসম্ভিদামগ্গে, থেরপঞ্হ-সুত্তে (অর্থাৎ, সুত্তনিপাত-এর সারিপুত্ত-সুত্তে), এবং অভিনিক্‌খমণ-সুত্তে (?) আয়ুষ্মান সারিপুত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। (প-সূ)

১. ইনি বুদ্ধের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মজ্ঝিমনিকায়-এর অনুমান, চুল্ল-তণ্‌হাসঙ্খয ও মারতজ্জনীয-সুত্তে, সংযুক্তনিকায়-এর পাসাদকম্পন-সুত্তে ও ইদ্ধিপাদ-সংযুত্তে, অঙ্গুত্তরনিকায়-এর এতদগ্গবগ্গে, বিমান ও পেত-বত্থুতে, নন্দোপনন্দ-দমন, যমকপাটিহারিয এবং থেরস্‌স অভিনিক্‌খমণ প্রসঙ্গে আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়নের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। (প-সূ)

২. ইনি বুদ্ধের ধুতাঙ্গবাদী শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। সংযুক্তনিকায়-এর চীবর-পরিবত্তন, জিণ্ণচীবর ও চন্দোপম-সুত্তে এবং কস্‌সপ-সংযুত্তে, অঙ্গুত্তরনিকায়-এর মহা-অরিযবংস-সুত্তে এবং এতদগ্গবগ্গে, এবং থেরস্‌স অভিনিক্‌খমণ প্রসঙ্গে মহাকাশ্যপের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

৩. ইনি বুদ্ধের দিব্যচক্ষুসম্পন্ন শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মজ্ঝিমনিকায়-এর চুল্লগোসিঙ্গ, নলকপান, অনুত্তরিয় (?), উপক্কিলেস ও অনুরুদ্ধ-সুত্তে, এবং অঙ্গুত্তরনিকায়-এর মহাপুরিস-বিতক্ক-সুত্তে ও এতদগ্গবগ্গে, এবং থেরস্‌স অভিনিক্‌খমণ প্রসঙ্গে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। (প-সূ)

৪. ইনি বুদ্ধের ধ্যানরত শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। পালি ত্রিপিটকে দুইজন রৈবতের উল্লেখ আছে; যথা : খদিরবনিয়-রেবত ও কঙ্খারেবত। খদিরবনিয় রৈবত সারিপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এ স্থলে রৈবত নামে খদিরবনিয়-রেবতকেই বুঝিতে হইবে। (প-সূ)

৫. ইনি বুদ্ধের বহুশ্রুত শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মজ্ঝিমনিকায়-এর সেখ, বাহিতিয়, আনেঞ্জসপ্পায়, গোপক-মোগ্গল্লান, বহুধাতুক, চূলসুঞ্ঞত, মহাসুঞ্ঞত, অচ্ছরিয়ব্ভুত ও ভদ্দেকরত্ত-সুত্তে, দীঘনিকায়-এর মহানিদান, মহাপরিনিব্বান ও সুভ-সুত্তে, অঙ্গুত্তরনিকায়-এর চুলনিরযলোকধাতু-সুত্তে ও এতদগ্গবগ্গে, এবং অভিনিক্‌খমণ প্রসঙ্গে আয়ুষ্মান আনন্দের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

হইলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ও আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ধর্মশ্রবণের জন্য আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া তিনি আয়ুষ্মান রৈবতের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান রৈবতকে কহিলেন, 'বন্ধু রৈবত, এই সৎপুরুষগণ ধর্মশ্রবণের জন্য আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট যাইতেছেন। চলো আমরাও ধর্মশ্রবণের জন্য তাঁহার নিকট যাই।' 'তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান রৈবত তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান রৈবত ও আয়ুষ্মান আনন্দ ধর্মশ্রবণের জন্য আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুষ্মান রৈবত ও আয়ুষ্মান আনন্দ আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন, 'স্বাগতম! আয়ুষ্মান আনন্দের আসিতে আজ্ঞা হউক। ভগবানের সমীপবর্তী উপস্থায়ক (সেবক) আয়ুষ্মান আনন্দের শুভাগমন হউক। বন্ধু আনন্দ, এই গোশৃঙ্গশালবন অতি রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু আনন্দ, কীরূপ ভিক্ষু দ্বারা এই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' "বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু বহুশ্রুত[১], শ্রুতিধর[২] ও শ্রুতি-সঞ্চয়ী[৩] হন। যে-সকল (বুদ্ধকথিত) ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যে-সকল ধর্ম সার্থক ও 'সব্যাঞ্জন' এবং কেবল পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশিত করে, এহেন ধর্ম (ভিক্ষু দ্বারা) বহুবার শ্রুত, (সুন্দররূপে) ধৃত[৪], আবৃত্তি দ্বারা সুপরিচিত[৫], মনন দ্বারা অনুবীক্ষিত[৬], এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রবিষ্ট হয়। তিনি চারি পরিষদের[৭] নিকট সর্ব পাপানুশয়

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, যাঁহার দ্বারা নবাঙ্গ শাস্তার শাসন পঠিত, সংযুক্ত ও পূর্বাপরবশে সংগৃহীত হয়। (প-সূ)

২. যিনি শ্রুতির বা গৃহীত বিদ্যার আধারস্বরূপ। (প–সূ)

৩. পালি সুত-সন্নিচয় অর্থে যাঁহার মধ্যে শ্রুতি বা গৃহীত ধর্মোপদেশ সুনিহিত, সুসঞ্চিত, সুগৃহীত হয়। (প-সূ)

৪. যখন যে সূত্র অথবা জাতক বলিতে অনুরোধ করা হয় তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারেন, এই অর্থে সুধৃত। (প-সূ)

৫. পালি—বচসা পরিচিতা।

৬. পালি—মনসানুপেক্‌খিতা—'চিত্তেন অনুপেক্‌খিতা, যস্‌স বাচায সজ্ঝাযিতং বুদ্ধবচনং মনসা চিন্তেন্তস্‌স তত্থ তত্থ পাকটং হোতি'। (প-সূ) অর্থাৎ, যাহার মনের দ্বারা সুচিন্তিত।

৭. চারি পরিষদ; যথা : ভিক্ষু-পরিষদ, ভিক্ষুণী-পরিষদ, উপাসক-পরিষদ ও উপাসিকা-পরিষদ।

সমুদ্ঘাতের জন্য পরিমণ্ডল আকারে[১], সম্পূর্ণ পদব্যঞ্জনে ও আনুপূর্বিকভাবে[২] ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।"

২. ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান রৈবতকে কহিলেন, 'বন্ধু রৈবত, আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশক্তি স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান রৈবতকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু রৈবত, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু রৈবত, কীরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু সমাধিসুখে[৩] রমিত ও সমাধিরত হন, অধ্যাত্মে চিত্তের শমথ-সাধনে নিযুক্ত হন, নিত্য ধ্যায়ী বিদর্শন-সমন্বিত ও শূন্যাগার-নিবিষ্ট হন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'

৩. ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে কহিলেন, 'বন্ধু অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান রৈবত যথাশক্তি স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন। এখন আমরা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু অনুরুদ্ধ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু অনুরুদ্ধ, কীরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে সহস্র (ভুবন) অবলোকন করেন। বন্ধু সারিপুত্র, যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ শ্রেষ্ঠ সৌধের[৪] উপর হইতে সহস্র নেমিমণ্ডল[৫] অবলোকন করেন, তেমনভাবেই ভিক্ষু দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে সহস্র লোক অবলোকন করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'

৪. ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে কহিলেন, 'বন্ধু কাশ্যপ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যথাশক্তি স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু কাশ্যপ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত

---

১. সুশ্রেণিবদ্ধ আকারে, সুশৃংঙ্খলভাবে, প্রসঙ্গক্রমে।

২. প্রবন্ধাকারে, পূর্বাপর সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া, প্রসঙ্গ ঠিক রাখিয়া বক্তব্য বিষয়মাত্র বলিয়া।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে, ফল-সমাপত্তি-সুখে।

৪. বুদ্ধঘোষের মতে, সপ্তভূমক কিংবা নবভূমক প্রাসাদ। (প-সূ)

৫. প্রাসাদসীমার মধ্যে স্থিত রথনেমিসমূহ। (প-সূ)

শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু কাশ্যপ, কীরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু নিজে আরণ্যকে (অরণ্যবিহারী) হন এবং অরণ্যবিহারের প্রশংসা করেন[১]; নিজে পিণ্ডচারী[২] হন এবং পিণ্ডচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে পাংশুকূলধারী হন[৩] এবং পাংশুকূলচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে ত্রিচীবরধারী[৪] হন এবং ত্রিচীবরচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে অল্পেচ্ছুক হন এবং অল্পেচ্ছার প্রশংসা করেন; নিজে সন্তুষ্ট হন এবং সন্তুষ্টিতার প্রশংসা করেন; নিজে প্রবিবেকী (বৈরাগ্যরত) হন এবং বিবেক-বৈরাগ্যের প্রশংসা করেন; নিজে অসঙ্গ হন এবং অসংসর্গের প্রশংসা করেন; নিজে আরব্ধবীর্য হন এবং বীর্যারম্ভের প্রশংসা করেন; নিজে শীলসম্পন্ন হন এবং শীলসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে সমাধিসম্পন্ন হন এবং সমাধিসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন এবং প্রজ্ঞাসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হন এবং বিমুক্তিসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসম্পদের প্রশংসা করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'

৫. ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নকে কহিলেন, 'বন্ধু মৌদ্গল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ যথাশক্তি স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু মৌদ্গল্যায়ন, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু মৌদ্গল্যায়ন, কীরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' 'বন্ধু সারিপুত্র, দুই ভিক্ষু অভিধর্ম-কথা[৫] আলোচনা করেন,

---

১. যিনি অরণ্য-বিহারী হইয়া ধর্মসাধনায় রত থাকিবেন বলিয়া ধুতাঙ্গ বা শুদ্ধিব্রত গ্রহণ করেন তাঁহাকেই আরণ্যক বলা হয়।

২. যিনি শুধু ভিক্ষান্নের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম-সাধনায় নিযুক্ত থাকিবেন বলিয়া শুদ্ধিব্রত গ্রহণ করেন তাঁহাকে 'পিণ্ডপাতিক' বা পিণ্ডচারী বলা হয়।

৩. যিনি পথঘাট হইতে সংগৃহীত ধুলাধুসরিত বস্ত্রে চীবর প্রস্তুত করিয়া দেহাচ্ছাদন করিবেন এই শুদ্ধিব্রত গ্রহণ করেন।

৪. যিনি সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস—এই ত্রিচীবর পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন বলিয়া ব্রত গ্রহণ করেন। পাঠক লক্ষ করিবেন যে, বিসুদ্ধিমগ্গে আলোচিত তেরো-সংখ্যক ধুতাঙ্গের মধ্যে এ স্থানে চারিটিই উক্ত হইয়াছে।

৫. বুদ্ধঘোষের মতে, আভিধার্মিকের সূক্ষ্মভাবে আলোচ্য বিষয় : চিত্ত, স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, ধ্যান, আলম্বন-অবক্রান্তি, অঙ্গব্যবস্থান, আলম্বন-ব্যবস্থান ইত্যাদি। (প-সূ)

তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা পরস্পরের দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদান করেন এবং গোলযোগ করেন না,[১] এবং তাঁহাদের মধ্যে ধর্মযুক্ত কথাই প্রবর্তিত হয়[২]। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'

৬. অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, আমরা সকলে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে স্বীয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছি। এখন আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু সারিপুত্র, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু সারিপুত্র, কীরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।' 'বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ন, ভিক্ষু চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করেন না, তিনি যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতেই সায়াহ্নে বিচরণ করেন। বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ন, যেমন রাজার কিংবা রাজমহামাত্রের কাপড়ের বাক্স বিবিধ পরিধানে পূর্ণ থাকে বলিয়া তিনি পূর্বাহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন পূর্বাহ্নেই তাহা পরিধান করেন, মধ্যাহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন মধ্যাহ্নেই তাহা পরিধান করেন, এবং সায়াহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন সায়াহ্নেই তাহা পরিধান করেন, তেমনভাবেই ভিক্ষু চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করেন না, তিনি যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন উহাতে পূর্বাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন উহাতে মধ্যাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন উহাতে সায়াহ্নেই বিচরণ করেন। বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ন, এইরূপ ভিক্ষু দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'

৭. অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ওই আয়ুষ্মান স্থবিরগণকে কহিলেন,

---

১. অর্থাৎ, আভিধার্মিক স্বমত স্বমতের নিয়মে এবং পরমত পরমতের নিয়মে প্রকাশ করেন, একমতের সহিত অপর মতের গোল করেন না। (প-সূ)

২. অর্থাৎ, আভিধার্মিকগণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্থানে জ্ঞানাবতরণ করিয়া, বিদর্শন বর্ধিত করিয়া লোকোত্তর ধর্ম (সম্পদ) সাক্ষাৎকারের উপায় নির্দেশ করেন। (প-সূ)

'বন্ধুগণ, আমরা সকলে যথাশক্তি স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়াছি, এখন চলো আমরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ বিষয় বলি। যেভাবে যাহা তিনি আমাদের নিকট ব্যক্ত করিবেন সেভাবে তাহা আমরা অবধারণ করিব।' 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহারা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর ওই আয়ুষ্মান স্থবিরগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, এইস্থানে আয়ুষ্মান রৈবত ও আয়ুষ্মান আনন্দ ধর্মশ্রবণের জন্য আমার নিকট উপস্থিত হন। প্রভো, আমি দূর হইতে আয়ুষ্মান রৈবত ও আয়ুষ্মান আনন্দকে আসিতে দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলাম, 'স্বাগতম, ভগবানের সমীপবিহারী উপস্থায়ক (সেবক) আয়ুষ্মান আনন্দের আসিতে আজ্ঞা হউক। বন্ধু আনন্দ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু আনন্দ, কীরূপ ভিক্ষুর দ্বারা এই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান আনন্দ আমাকে কহিলেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হন। যে-সকল (বুদ্ধকথিত) ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যে-সকল ধর্ম সার্থক ও সব্যঞ্জন এবং কেবল পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে, এহেন ধর্ম (ভিক্ষুর দ্বারা) বহুবার শ্রুত, (সুন্দররূপে) ধৃত, আবৃত্তির দ্বারা সুপরিচিত, মনন দ্বারা অনুবীক্ষিত, এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রবিষ্ট হয়। তিনি চারি পরিষদের নিকট সর্ব পাপানুশয় সমুদ্‌ঘাতের জন্য পরিমণ্ডল আকারে, সম্পূর্ণ পদব্যঞ্জনে ও আনুপূর্বিকভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'"

'সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে আনন্দ সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, সত্যই আনন্দ বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী। (মৎকথিত) যে-সকল ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যে-সকল ধর্ম সার্থক ও সব্যঞ্জন এবং কেবল পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে, এহেন ধর্ম (তাহার দ্বারা) বহুবার শ্রুত, সুন্দররূপে ধৃত, আবৃত্তির দ্বারা সুপরিচিত, মনন দ্বারা অনুবীক্ষিত ও প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রবিষ্ট। সে চারি পরিষদের নিকট সর্ব পাপানুশয় সমুদ্‌ঘাতের জন্য পরিমণ্ডল আকারে, সম্পূর্ণ পদব্যঞ্জনে এবং আনুপূর্বিকভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করে।'

৮. "প্রভো, এইরূপে (আয়ুষ্মান আনন্দের মত) কথিত হইলে, আমি আয়ুষ্মান রৈবতকে কহিলাম, 'বন্ধু রৈবত, আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশক্তি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান রৈবতকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু রৈবত, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু রৈবত, কীরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান রৈবত আমাকে কহিলেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু সমাধিসুখে রমিত ও সমাধিরত হন, অধ্যাত্মে চিত্তের শমথ-সাধনে নিযুক্ত হন, নিত্যধ্যায়ী, বিদর্শন-সমন্বিত ও শূন্যাগার-নিবিষ্ট হন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'"

'সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে রৈবত সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, সত্যই রৈবত সমাধিসুখে রমিত, সমাধিরত, অধ্যাত্মে চিত্তের শমথ-সাধনে নিযুক্ত, নিত্যধ্যায়ী, বিদর্শন-সমন্বিত ও শূন্যাগার-নিবিষ্ট।'

৯. "প্রভো, এইরূপে (আয়ুষ্মান রৈবতের মত) কথিত হইলে, আমি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে কহিলাম, 'বন্ধু অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান রৈবত যথাশক্তি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু অনুরুদ্ধ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গ-কুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু অনুরুদ্ধ, কীরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আমাকে কহিলেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে সহস্র লোক অবলোকন করেন। বন্ধু সারিপুত্র, যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ শ্রেষ্ঠ সৌধের উপর হইতে সহস্র নেমিমণ্ডল অবলোকন করে তেমনভাবেই ভিক্ষু দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে সহস্র লোক অবলোকন করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'"

'সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে, অনুরুদ্ধ সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, অনুরুদ্ধ সত্যই দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে লোক অবলোকন করে।'

১০. "প্রভো, এইরূপে (আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের মত) কথিত হইলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে কহিলাম, 'বন্ধু মহাকাশ্যপ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যথাশক্তি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকেই

জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু মহাকাশ্যপ, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু মহাকাশ্যপ, কীরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আমাকে কহিলেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, ভিক্ষু নিজে আরণ্যক (অরণ্যবিহারী) হন এবং অরণ্যবিহারের প্রশংসা করেন; নিজে পিণ্ডাচারী হন এবং পিণ্ডচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে পাংশুকূলধারী হন এবং পাংশুকূলচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে ত্রিচীবরধারী হন এবং ত্রিচীবরচর্যার প্রশংসা করেন; নিজে অল্পেচ্ছুক হন এবং অল্পেচ্ছার প্রশংসা করেন; নিজে সন্তুষ্ট হন এবং সন্তুষ্টিতার প্রশংসা করেন; নিজে প্রবিবেকী (বৈরাগ্যরত) হন এবং বিবেক-বৈরাগ্যের প্রশংসা করেন; নিজে অসঙ্গ হন এবং অসংসর্গের প্রশংসা করেন; নিজে আরব্ধবীর্য হন এবং বীর্যারম্ভের প্রশংসা করেন; নিজে শীলসম্পন্ন হন এবং শীলসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে সমাধিসম্পন্ন হন এবং সমাধিসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন এবং প্রজ্ঞাসম্পদের প্রশংসা করেন; নিজে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসম্পদের প্রশংসা করেন। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'"

'সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে, মহাকাশ্যপ সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, সত্যই মহাকাশ্যপ নিজে আরণ্যক এবং অরণ্যবিহারের প্রশংসাকারী; নিজে পিণ্ডাচারী এবং পিণ্ডচর্যার প্রশংসাকারী ইত্যাদি।'

১১. "প্রভো, এইরূপে (আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের মত) কথিত হইলে, আমি আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়নকে কহিলাম, 'বন্ধু মহামৌদ্‌গল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ যথাশক্তি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়নকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু মহামৌদ্‌গল্যায়ন, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু মহামৌদ্‌গল্যায়ন, কীরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন আমাকে কহিলেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, দুই ভিক্ষু অভিধর্ম-কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা পরস্পরের দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদান করেন এবং গোলযোগ করেন না, এবং

তাঁহাদের মধ্যে ধর্মযুক্ত কথাই প্রবর্তিত হয়। বন্ধু সারিপুত্র, এইরূপ, ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'"

'সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেভাবে বলিলে, মৌদ্গল্যায়ন সত্যই তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। সারিপুত্র, সত্যই মৌদ্গল্যায়ন (বিশিষ্ট) ধর্মকথক।'

১২. এইরূপে (আয়ুষ্মান সারিপুত্র বিষয়টি) বিবৃত করিলে, আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, অনন্তর আমি আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলাম, 'বন্ধু সারিপুত্র, আমরা সকলেই যথাশক্তি স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়াছি, এখন আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি : বন্ধু সারিপুত্র, গোশৃঙ্গশালবন রমণীয়, জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, সর্বাঙ্গকুসুমিত শালবৃক্ষরাজি, মনে হয় যেন দিব্যগন্ধ চতুর্দিকে প্রবাহিত। বন্ধু সারিপুত্র, কীরূপ ভিক্ষু দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে?' প্রভো, ইহা বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আমাকে কহিলেন, 'বন্ধু মৌদ্গল্যায়ন, ভিক্ষু চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করেন না, তিনি যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নেই বিচরণ করেন, এবং যেই ধ্যান সমাপত্তিতে সায়াহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নেই বিচরণ করেন। বন্ধু মৌদ্গল্যায়ন, যেমন রাজার কিংবা রাজ-মহামাত্যের কাপড়ের বাক্স বিবিধ পরিধানে পূর্ণ থাকে বলিয়া তিনি পূর্বাহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন পূর্বাহ্নেই তাহা পরিধান করেন, মধ্যাহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন মধ্যাহ্নেই তাহা পরিধান করেন, এবং সায়াহ্নে যে পোষাক পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন সায়াহ্নেই তাহা পরিধান করেন, তেমনভাবেই ভিক্ষু চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করেন এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করেন না, তিনি যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে পূর্বাহ্নে বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে মধ্যাহ্নেই বিচরণ করেন, যেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ধ্যান-সমাপত্তিতে সায়াহ্নেই বিচরণ করেন। বন্ধু মৌদ্গল্যায়ন, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।'"

'সাধু, সাধু, মৌদ্গল্যায়ন, যেভাবে বলিলে, সারিপুত্র সত্যই ব্যক্ত

করিতে চাহিলে সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে। মৌদ্গল্যায়ন, সত্যই সারিপুত্র চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করে এবং নিজে চিত্তের বশে অনুবর্তন করে না; ইত্যাদি।'

১৩. এইরূপে বিষয়টি বিবৃত হইলে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন, 'প্রভো, কাহার উক্তি সুভাষিত?' "সারিপুত্র, যুক্তিতে তোমাদের সকলের উক্তিই সুভাষিত। অধিকন্তু যেরূপ ভিক্ষুর দ্বারা গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে তৎসম্বন্ধে তোমরা আমার বক্তব্যও শ্রবণ করো। সারিপুত্র, ভিক্ষু ভোজনশেষে ভিক্ষান্নসংগ্রহ-কার্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধ্যানপদ্মাসন গ্রহণ করিয়া ঋজুভাবে দেহাগ্রভাগ রাখিয়া ও লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া (এই দৃঢ়সংকল্পের সহিত) আসীন হন : 'যে পর্যন্ত আমার চিত্ত অনাসক্ত এবং আসব হইতে বিমুক্ত না হইতেছে সে পর্যন্ত আমি এই ধ্যানাসন ভঙ্গ করিব না।' সারিপুত্র, এইরূপ ভিক্ষুর দ্বারাই গোশৃঙ্গশালবন শোভমান হইতে পারে।"

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ওই আয়ুষ্মান স্থবিরগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাগোশৃঙ্গ-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩৩. মহাগোপালক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া তাঁহারা প্রত্যুত্তরে ভগবানকে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, একাদশ অঙ্গে গুণহীন হইলে গোপালক গোচারণ ও গোবর্ধন করিতে সমর্থ হয় না। একাদশ অঙ্গ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, গোপালক রূপজ্ঞ হয় না[১], লক্ষ্মণ-দক্ষ হয় না[২], 'আশাটক' ছাঁটে না[৩] ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না[৪], ধূম উৎপাদন করে না[১], তীর্থ জানে না[২], পানীয় জানে না[৩], বীথি জানে

১. গরুর সংখ্যা, বর্ণ এবং অবয়বাদি বিদিত হয় না। (প-সূ)

২. গোদেহে ধনু, শক্তি ও ত্রিশূলাদি ভেদে কৃত চিহ্নগুলি জানে না। (প-সূ)

৩. গোদেহের ক্ষতস্থান হইতে নীলমক্ষিকার ডিম্বগুলি অপসারিত করিয়া ভৈষজ্য প্রদান করে না। (প-সূ)

৪. ক্ষতস্থানে ভৈষজ্য প্রয়োগ করিয়া তাহা আচ্ছাদিত করে না। (প-সূ)

না[৪], গোচরদক্ষ হয় না[৫] নিরবশেষে দোহন করে[৬], যে-সকল বৃষভ গোপিতা ও গোপরিণায়ক[৭], উহাদিগকে অতিরিক্ত পূজার পূজা করে না[৮]। হে ভিক্ষুগণ, এই একাদশ অঙ্গে গুণহীন হইলে গোপালক গোচারণ ও গোবর্ধন করিতে সমর্থ হয় না।

এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, একাদশ অঙ্গে গুণহীন হইলে ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। একাদশ অঙ্গ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' ছাঁটে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম উৎপাদন করে না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, বীথি জানে না, গোচর-দক্ষ হয় না, নিরবশেষে দোহন করে, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যাহা কিছু রূপ-নামধেয়[৯], সর্বপ্রকারের রূপ[১০], চারি মহাভূত[১১] এবং চারি মহাভূত

---

১. গো-শালায় যথারীতি ধোঁয়া দেয় না। (প-সূ)
২. তীর্থের (নদী ও জলাশয়ের) অবস্থা জানে না। (প-সূ)
৩. গরু জল পান করিয়াছে কি না অথবা কীরূপ জল পান করিয়াছে জানে না। (প-সূ)
৪. গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না জানে না। (প-সূ)
৫. গোচারণভূমির অবস্থা জানে না। (প-সূ)
৬. বাছুরের জন্য কিছুমাত্র দুধ না রাখিয়া গাভি দোহন করে। (প-সূ)
৭. গোসমূহের মধ্যে যে-সকল বৃষভ পিতৃস্থানীয়। (প-সূ)
৮. অধিকমাত্রায় যত্ন ও সেবা করে না। (প-সূ)
৯. অথবা রূপ-সংজ্ঞার অন্তর্গত। রূপ অর্থে যাহা জড়, দৈহিক বা অচেতন। বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তু অথবা বস্তুর গুণ। যাহা বিভিন্নরূপে বা আকারে প্রতীয়মান হয়, যাহা পরিবর্তিত, রূপান্তরিত ও ধ্বংসাধীন হয় তাহাই রূপ-সংজ্ঞার অন্তর্গত।
১০. সর্বপ্রকারের রূপ অর্থে চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন সকল দৈহিক ও জড় বস্তু।
১১. চারি মহাভূত অর্থে চারি ধাতু; যথা : পৃথিবী (ক্ষিতি), অপ, তেজ এবং বায়ু (মরুত)। বৌদ্ধদর্শনে আকাশ 'পরিচ্ছিন্ন রূপ' বা 'পরিচ্ছেদক রূপ', যাহা দ্বারা বস্তুসমূহের সংস্থান, ব্যবধান ও পার্থক্য নির্ধারিত হয়। চারি মহাভূত এক অর্থে জড়ের মৌলিক উপাদান, প্রধান উপকরণ; অপর অর্থে জড়ের মুখ্য লক্ষণ বা গুণ। কী দৈহিক কী বাহ্য সকল কঠিন বস্তুই পৃথিবীধাতু; কী দৈহিক কী বাহ্য সকল তরল বস্তুই অপধাতু, কী দৈহিক কী বাহ্য সকল উষ্ণতা-বিধায়ক বস্তুই তেজোধাতু, কী দৈহিক কী বাহ্য নকল গতিশীল বস্তুই বায়ুধাতু। পক্ষান্তরে, কঠিনত্ব, স্নেহত্ব, উষ্ণতা ও গতিশীলতা জড়ের চারি প্রধান লক্ষণ বা গুণ।

হইতে উৎপন্ন রূপ[১] যথাযথভাবে জানে না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয় না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কর্মই যে মূর্খের লক্ষণ[২] এবং কর্মই যে পণ্ডিতের লক্ষণ[৩] ইহা যথাযথ জানে না। এইরূপেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাঁটে না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কাম-বিতর্ক (কাম-পরিকল্পনা) পোষণ করে, তাহা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, উহার অন্তসাধন করে না, অনুৎপত্তি সাধন করে না। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্ক এবং উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্ক সম্বন্ধেও এইরূপ। (সংক্ষেপে) যখন যেমন পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় তখন তাহা পোষণ করে, পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, উহার অন্তসাধন করে না, অনুৎপত্তি সাধন করে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু 'আশাটক' ছাঁটে না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়, যে অধিকরণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রাখিয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য ও (অন্যান্য) পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয় উহার সংযম সাধনের জন্য অগ্রসর হয় না, চক্ষু-ইন্দ্রিয় সুরক্ষিত করে না, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযমপ্রাপ্ত হয় না। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ধূম উৎপাদন করে না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাশ্রুত এবং যথাধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট উপদেশ প্রদান করে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধূম উৎপাদন করে না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে না? হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল ভিক্ষু বহুশ্রুত, আগতাগম[৪], ধর্মধর, বিনয়ধর এবং মাতৃকাধর[৫], ভিক্ষু তাঁহাদের

---

১. চারি মহাভূতের সংযোগ-বিয়োগে দৈহিক অথবা বাহ্য যে-সকল জড়বস্তু নির্মিত হয়।

২. এ স্থলে কর্ম অর্থে পাপ ও অকুশলকর্ম। (প-সূ)

৩. এ স্থলে কর্ম অর্থে পুণ্য ও কুশলকর্ম। (প-সূ)

৪. আগম-সিদ্ধ, আগম অর্থে শ্রুতি বা পরম্পরাগত বুদ্ধবচন।

৫. মাতৃকা অর্থে উদ্দেশ বা সংক্ষিপ্ত দেশনা। মাতৃকা গ্রন্থের মূল প্রস্তাবনা বা প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থকথাকারগণের মতে এ স্থলে মাতৃকা অর্থে অভিধর্মপিটক।

নিকট যথাকালে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, প্রশ্নোত্তরে প্রশ্ন করে না : 'ভদন্ত, ইহা (অর্থাৎ উদ্ধৃত বচন) এইরূপ কেন? ইহার অর্থ কী?' (জিজ্ঞাসা না করিবার কারণ) ওই আয়ুষ্মান স্থবিরগণ যাহা আবৃত (অপ্রকট) তাহা অনাবৃত (প্রকটিত) করেন না, যাহা অস্পষ্ট তাহা স্পষ্টীকৃত করেন না, বহু সন্দেহজনক স্থানে সন্দেহ ভঞ্জন করেন না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তীর্থ জানে না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পানীয় জানে না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তথাগত-প্রবর্তিত ধর্মবিনয় উপদিষ্ট হইলে উহাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান-উদ্দীপনা)[১] ও ধর্মবেদ (ধর্মজ্ঞান-উদ্দীপনা) লাভ করে না, ধর্মস্ফূর্ত প্রফুল্লতা লাভ করে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পানীয় জানে না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু বীথি জানে না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ যথাযথ জানে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু গোচর-দক্ষ হয় না? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থান (বা স্মৃতিপ্রস্থান) যথাযথ জানে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর-দক্ষ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে? হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি ভিক্ষুর ব্যবহার্য উপকরণসমূহ গ্রহণের জন্য ভিক্ষুকে নিবেদন করেন, কিন্তু ভিক্ষু প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক স্থবির ভিক্ষুদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে না? হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু রত্নজ্ঞ (শাস্ত্রজ্ঞ) চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক তাঁহাদের প্রতি ভিক্ষু, প্রকাশ্যে বা গোপনে, মৈত্রীযুক্ত দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক কর্তব্য সম্পন্ন করে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক স্থবির ভিক্ষুদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে না।

হে ভিক্ষুগণ, এই একাদশ অঙ্গে গুণহীন হইলে ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, একাদশ অঙ্গে গুণসমন্বিত হইলে গোপালক গোচারণ ও

---

১. এ স্থলে বেদ অর্থে জ্ঞান, জ্ঞান-উদ্দীপনা এবং রসবোধ।

গোবর্ধন করিতে সমর্থ হয়। একাদশ অঙ্গ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, গোপালক রূপজ্ঞ হয়, লক্ষণ-দক্ষ হয়, 'আশাটক' ছাঁটে, ব্রণ-আচ্ছাদক হয়, ধূম উৎপাদন করে, তীর্থ জানে, পানীয় জানে, বীথি জানে, গোচর-দক্ষ হয়, অবশিষ্ট রাখিয়া দোহন করে, যে-সকল বৃষভ গোপিতা ও গোপরিণায়ক উহাদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে। হে ভিক্ষুগণ, এই একাদশ অঙ্গে গুণসমন্বিত হইলে গোপালক গোচারণ ও গোবর্ধন করিতে সমর্থ হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, একাদশ অঙ্গে গুণসমন্বিত হইলে ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। একাদশ অঙ্গ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়, লক্ষণ-দক্ষ হয়, 'আশাটক' ছাঁটে, ব্রণ-আচ্ছাদক হয়, ধূম উৎপাদন করে, তীর্থ জানে, পানীয় জানে, বীথি জানে, গোচর-দক্ষ হয়, অবশিষ্ট রাখিয়া দোহন করে, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যাহা কিছু রূপ-নামধেয়, সর্বপ্রকারের রূপ, চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন রূপ যথাযথভাবে জানে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কর্মই যে মূর্খের লক্ষণ এবং কর্মই যে পণ্ডিতের লক্ষণ ইহা যথাযথভাবে জানে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাঁটে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কাম-বিতর্ক (কাম-পরিকল্পনা) পোষণ করে না, তাহা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, উহার অন্তসাধন করে, অনুৎপত্তি সাধন করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্ক এবং উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্ক সম্বন্ধেও এইরূপ। (সংক্ষেপে) যখন যেমন পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় তখন তাহা পোষণ করে না, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, উহার অন্তসাধন করে, অনুৎপত্তি সাধন করে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু 'আশাটক' ছাঁটে।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ব্রণ-আচ্ছাদক হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না, যে অধিকরণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রাখিয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য ও (অন্যান্য) পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয় উহার সংযম সাধনের জন্য অগ্রসর হয়, চক্ষু-ইন্দ্রিয় সুরক্ষিত করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযমপ্রাপ্ত হয়। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন ও ধর্ম

সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ব্রণ-আচ্ছাদক হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ধূম উৎপাদন করে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাশ্রুত এবং যথাধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট উপদেশ প্রদান করে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধূম উৎপাদন করে।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে? হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল ভিক্ষু বহুশ্রুত, আগতাগম, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, ভিক্ষু তাঁহাদের নিকট যথাকালে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্নোত্তরে প্রশ্ন করে : 'ভদন্ত, ইহা (অর্থাৎ উদ্ধৃত বচন) এইরূপ কেন? ইহার অর্থ কী?' (জিজ্ঞাসা করিবার কারণ) ওই আয়ুষ্মান স্থবিরগণ যাহা আবৃত (অপ্রকট) তাহা অনাবৃত (প্রকটিত) করেন, যাহা অস্পষ্ট তাহা স্পষ্টীকৃত করেন, বহু সন্দেহজনক স্থানে সন্দেহ ভঞ্জন করেন। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তীর্থ জানে।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পানীয় জানে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তথাগত-প্রবর্তিত ধর্মবিনয় উপদিষ্ট হইলে উহাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান, উদ্দীপনা ও রসবোধ) ও ধর্মবেদ (ধর্মজ্ঞান, উদ্দীপনা ও রসবোধ) লাভ করে, ধর্মস্ফূর্ত প্রফুল্লতা লাভ করে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পানীয় জানে।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু বীথি জানে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ যথাযথ জানে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু গোচর-দক্ষ হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থান (বা স্মৃতিপ্রস্থান) যথাযথ জানে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর-দক্ষ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু অবশিষ্ট রাখিয়া দোহন করে? হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যাদি ভিক্ষুর ব্যবহার্য উপকরণসমূহ গ্রহণের জন্য ভিক্ষুকে নিবেদন করেন, কিন্তু ভিক্ষু প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অবশিষ্ট রাখিয়া দোহন করে।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, (শাস্ত্রজ্ঞ), চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক স্থবির ভিক্ষুদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে? হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক তাঁহাদের প্রতি ভিক্ষু, প্রকাশ্যে বা গোপনে, মৈত্রীযুক্ত দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক কর্তব্য সম্পন্ন করে। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রত্নজ্ঞ, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিণায়ক স্থবির ভিক্ষুদিগকে অতিরিক্ত পূজায় পূজা করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই একাদশ ধর্মসমন্বিত ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাগোপালক-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩৪. ক্ষুদ্র-গোপালক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান বৃজিরাজ্যে গঙ্গাতীরে 'উক্কাচেলায়'[১] অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া তাঁহারা প্রত্যুত্তরে ভগবানকে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে মগধবাসী জনৈক নির্বোধজাতীয় গোপালক বর্ষার শেষ মাসে, শারদ সময়ে গঙ্গার এই তীর ও ওই তীর সম্যক লক্ষ না করিয়া গঙ্গার উত্তর পারে বিদেহ-সীমায় পার করিবার জন্য অতীর্থেই গোরুগুলি নামাইয়া দিল। মাঝ-গঙ্গায় গোরুগুলি নদীস্রোতে মণ্ডলীকৃত হইয়া অনয়ব্যসন প্রাপ্ত হইল। ইহার কারণ কী? যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, মগধবাসী নির্বোধ গোপালক বর্ষার শেষ মাসে, শারদ সময়ে, গঙ্গার এই তীর ও ওই তীর সম্যক লক্ষ না করিয়া গঙ্গার উত্তর পারে বিদেহ-সীমায় যাইবার জন্য অতীর্থেই গোরুগুলি নামাইয়া দিল। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ ইহলোক বিষয়ে অদক্ষ, পরলোক বিষয়ে অদক্ষ, মারভুবন[২] বিষয়ে অদক্ষ, অমারভুবন বিষয়ে অদক্ষ, মৃত্যুরাজ্য বিষয়ে অদক্ষ,

---

১. পাঠান্তর, উক্কাবেলাযং। উক্কাচেলাই লক্ষিত স্থানের প্রকৃত নাম। বুদ্ধঘোষের মতে, উক্কাচেলা বিদেহস্থিত নগরবিশেষ। এই নগর স্থাপনের সময় রাত্রে গঙ্গাস্রোত হইতে একটি মৎস্য লাফাইয়া তীরে পতিত হইয়াছিল এবং লোকেরা তৈলপ্রদীপে চেল বা ন্যাকড়া চুবাইয়া উহাতে মশাল জ্বালিয়া ওই মাছটি ধরিয়াছিল। এই কারণেই নগরটি উক্কাচেলা নামে অভিহিত হয়। বিদেহ ও মগধ গঙ্গার দুই তীরে অবস্থিত ছিল, উত্তর তীরে বিদেহ এবং দক্ষিণ তীরে মগধ।

২. এ স্থলে মার ও মৃত্যুরাজ্য একার্থবাচক। মারধেয় বা মারভুবন অর্থে 'তেভূমিক-ধম্মা'। অর্থাৎ যে-সকল ধর্মকর্ম, যে-সকল মনোবৃত্তি ও যে-সকল ধর্মমত মানবকে কাম, রূপ ও অরূপ—এই ত্রিলোকের অধীন করিয়া রাখে।

অমৃত্যুরাজ্য[১] বিষয়ে অদক্ষ, এহেন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কথিত উপদেশ যাহারা শ্রোতব্য ও শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করিবে, তাহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে মগধবাসী জনৈক সুবোধজাতীয় গোপালক বর্ষার শেষ মাসে, শারদ সময়ে গঙ্গার এই তীর ও ওই তীর সম্যক লক্ষ করিয়া গঙ্গার উত্তর পারে বিদেহ-সীমায় পার করিবার জন্য তীর্থেই গোরুগুলি নামাইয়া দিল। সে প্রথম নামাইয়া দিল যে-সকল বৃষভ গোপিতা ও গোপরিণায়ক; তাহারা তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। তারপর নামাইয়া দিল যে-সকল গোরু বলবান এবং দম্য (লাঙলে জুড়িবার যোগ্য); তাহারাও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। তারপর নামাইয়া দিল যত বড় বড় এঁড়ে ও বকনা বাছুর; তাহারাও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। তারপর নামাইয়া দিল যত দুর্বল বাছুর; তাহারাও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। অবশেষে নামাইয়া দিল যত তরুণ বাছুর; তাহারাও মায়ের হাম্বা রব অনুসরণ করিয়া, ডুবিয়া-উঠিয়া, তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করিল। ইহার কারণ কী? যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে গোপালক বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান বলিয়া ওই মগধবাসী সুবোধজাতীয় গোপালক বর্ষার শেষ মাসে, শারদ সময়ে গঙ্গার এই তীর ও ওই তীর সম্যক লক্ষ করিয়া গঙ্গার উত্তর পারে বিদেহ-সীমায় পার করিবার জন্য তীর্থেই গোরুগুলি নামাইয়া দিল। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ ইহলোক বিষয়ে দক্ষ, পরলোক বিষয়ে দক্ষ, মারভুবন বিষয়ে দক্ষ, অমারভুবন বিষয়ে দক্ষ, মৃত্যুরাজ্য বিষয়ে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ্য বিষয়ে দক্ষ, তাঁহাদের কথিত উপদেশ যাঁহারা শ্রোতব্য ও শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করিবেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যেমন যে-সকল বৃষভ গোপিতা ও গোপরিণায়ক তাহারা তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে-সকল ভিক্ষু ক্ষীণাসব অর্হৎ, যাঁহাদের ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, ভবভার অপনোদিত হইয়াছে, যাহারা সদর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হইয়াছে এবং

১. এ স্থলে অমারভুবন ও অমৃত্যুরাজ্য একার্থবাচক। অমারভুবন অর্থে নব লোকোত্তর ধর্ম।

যাঁহারা সম্যক জ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল গোরু বলবান ও দম্য তাহারাও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে-সকল ভিক্ষু পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে 'ঔপপাতিক' হইয়া ব্রহ্মলোক হইতে পরিনির্বৃত হন, ওই লোক হইতে আর মর্ত্যে পুনরাগমন করেন না, তাঁহারাও তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, বড় বড় এঁড়ে ও বকনা বাছুরগুলি তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে-সকল ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয়ে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের অল্পতায় সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবার মর্ত্যে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করেন তাঁহারাও তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, দুর্বল বাছুরগুলিও তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া নিরাপদে পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে-সকল ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয়ে অনধোগামী স্রোতাপন্ন হইয়া মুক্তিলাভ বিষয়ে নিশ্চিত এবং সম্বোধিপরায়ণ হন তাঁহারাও তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করেন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, তরুণ বাছুরগুলিও মায়ের হাম্বা রব অনুসরণ করিয়া, ডুবিয়া-উঠিয়া, তির্যকভাবে গঙ্গাস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করে, তেমনভাবেই যে-সকল ভিক্ষু ধর্মানুসারী ও শ্রদ্ধানুসারী তাঁহারাও তির্যকভাবে মারস্রোত ভেদ করিয়া পরপারে গমন করেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি ইহলোক বিষয়ে দক্ষ, পরলোক বিষয়ে দক্ষ, মারভুবন বিষয়ে দক্ষ, অমারভুবন বিষয়ে দক্ষ, মৃত্যুরাজ্য বিষয়ে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ্য বিষয়ে দক্ষ। যাঁহারা আমার কথিত উপদেশ শ্রোতব্য ও শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করিবেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত করিয়া অতঃপর সুগত শাস্তা কহিলেন :

ইহ আর পর লোক জানি' সবিশেষ
করেছি প্রকাশ আমি, নাহি শঙ্কা লেশ।
মার-অধিকৃত যাহা সত্য আমি জানি,
মৃত্যুর অতীত যাহা তা'ও আমি জানি।
অভিজ্ঞায় সর্বলোক সম্যক জানিয়া

হয়েছি সম্বুদ্ধ আমি মারেরে জিনিয়া।
উদ্‌ঘাটিত করিয়াছি অমৃতের দ্বার,
প্রকটিত যোগক্ষেম নিরবাণ সার।
পাপাত্মার শ্রোত আমি করিয়াছি ভেদ,
বিধ্বস্ত বিগত-মান মার-হৃদে খেদ।
প্রামোদ্য-বহুল হও যত ভিক্ষুগণ,
লভ ক্ষেমপদ[১] সবে মুক্তির কারণ।
॥ ক্ষুদ্র-গোপালক-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩৫. ক্ষুদ্র-সত্যক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান বৈশালী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, মহাবনে,[২] কূটাগারশালায়[৩]। সেই সময়ে বৈশালীতে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক[৪] বাস করিতেন। তিনি ভাষ্যপ্রবক্তা,[৫] পণ্ডিতমানী এবং বহুজনের নিকট সাধু[৬] বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বৈশালীর পরিষদে এমন কথা বলিতেন : 'আমি এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ অথবা সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, এমনকি কোনো বিখ্যাত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ দেখি না, যিনি আমার সহিত বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ করিলে কম্পিত, সংকম্পিত এবং সম্বেপমান [সংবেগবান?] হইবেন না, যাঁহার কক্ষ (বাহুমূল) হইতে ঘর্ম নির্গত হইবে না। এমনকি, যদি আমি অচেতন স্থাণুর সহিতও বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ করি, তাহাও আমার সহিত

---

১. এ স্থলে 'ক্ষেমপদ' অর্থে অর্হত্ত্ব। (প-সূ)

২. বৈশালীর সমীপস্থ মহাবন একটি স্বয়ংজাত, আরোপিত ও সসীম বন।

৩. এ স্থলে কূটাগারশালা অর্থে অংস-বর্তকাকারে আচ্ছন্ন কূটাগার, যা ভগবান বুদ্ধের গন্ধকুটি ছিল।। (প-সূ)

৪. বুদ্ধঘোষের বর্ণনানুসারে, জনৈক নির্গ্রন্থ পরিব্রাজকের ঔরসে ও জনৈকা নির্গ্রন্থ পরিব্রাজিকার গর্ভে সত্যকের জন্ম হয়। সত্যা, লোলা, পটাচারা ও শীলব্রতা নাম্নী তাঁহার চারি ভগিনী, সকলেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা। তাঁহার পিতামাতা ও ভগিনীগণ এবং তিনি স্বয়ং বাদবিশারদ ও মহাতার্কিক ছিলেন। তিনি অপরাপর মতও জানিতেন। তিনি বৈশালীতে রাজকুমারগণকে শিল্প শিক্ষা দিতেন। জ্ঞানের চাপে তাঁহার কুক্ষি বিদীর্ণ হইবে আশঙ্কায় তিনি উহা লোহার পাতে বেষ্টন করিয়া রাখিতেন।

৫. অর্থাৎ, নৈয়ায়িক, তার্কিক।

৬. 'সাধু' অর্থে যাহার বাক্‌সিদ্ধি আছে। (প-সূ)

বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কম্পিত, সংকম্পিত এবং সম্বেপমান হইবে, (সচেতন) মনুষ্যের তো কথাই নাই।'

২. অনন্তর আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক বৈশালীতে পদব্রজে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন ও বিচরণকালে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ[১] তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি আয়ুষ্মান অশ্বজিতের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলসংবাদ জানিলেন। প্রীতিকর কুশলবাদ বিনিময়ের পর সসম্ভ্রমে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক আয়ুষ্মান অশ্বজিতকে কহিলেন, 'মহানুভব অশ্বজিৎ, শ্রমণ গৌতম কিরূপে তাঁহার শ্রাবকগণকে বিনীত করেন (শিক্ষা দেন)? কোন বিষয়কেই বা লক্ষ করিয়া শিষ্যগণের মধ্যে শ্রমণ গৌতমের অনুশাসন বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়?' "অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে ভগবান শিষ্যগণকে বিনীত করেন, এই বিষয়কেই লক্ষ করিয়া শিষ্যগণের মধ্যে ভগবানের অনুশাসন বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়। (তিনি বলেন :) 'হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞান অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম, সংস্কার অনাত্ম, বিজ্ঞান অনাত্ম।' এইরূপেই, অগ্নিবেশ্মন, ভগবান শিষ্যগণকে বিনীত করেন, তাঁহার এইরূপ অনুশাসনই শিষ্যগণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়।" 'মহানুভব অশ্বজিৎ, শ্রমণ গৌতম এইরূপ মতবাদী বলিয়া যাহা শুনিলাম তাহা শুনিবার অযোগ্য। যদি কৃচিৎ কদাচি অল্পক্ষণের জন্যও আমরা মহানুভব গৌতমের সহিত একত্র হইতে পারি, অল্পক্ষণের জন্যও যদি তাঁহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ বাদপ্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে অল্পক্ষণের জন্যও তাঁহাকে এই পাপদৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিতে পারি।'

৩. সেই সময়ে পঞ্চশত লিচ্ছবি মন্ত্রণাগারে[২] কোনো এক কার্যোপলক্ষ্যে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ওই লিচ্ছবিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'মহানুভব লিচ্ছবিগণ, আপনারা আসুন, আপনারা অগ্রসর হউন, অদ্য শ্রমণ গৌতমের সহিত আমার বাদপ্রতিবাদ (তর্কবিতর্ক) হইবে। যদি শ্রমণ গৌতম আমার নিকট

---

১. ইনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্যতম, যিনি সারিপুত্র স্থবিরের আচার্য।

২. পালি সন্থাগার।

ঠিক সেইভাবে প্রতীয়মান হন যেভাবে তাঁহাকে তাঁহার অন্যতম খ্যাতনামা শিষ্য অশ্বজিৎ ভিক্ষু আমার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা হইলে যেমন বলবান পুরুষ দীর্ঘরোমা মেষকে লোমে ধরিয়া ইচ্ছামত আকর্ষণ,[১] পরিকর্ষণ[২] ও সম্পরিকর্ষণ[৩] করে, তেমন আমি শ্রমণ গৌতমকে বাদপ্রতিবাদে আকর্ষণ, পরিকর্ষণ ও সম্পরিকর্ষণ করিব; যেমন বলিষ্ঠদেহ শৌণ্ডিক-ভৃত্য মদের চাটাই গভীরোদক হ্রদে নিক্ষেপ করিয়া উহার কোণে ধরিয়া ইচ্ছামতো উহাকে আকর্ষণ, পরিকর্ষণ ও সম্পরিকর্ষণ করে, তেমন আমি শ্রমণ গৌতমকে বাদপ্রতিবাদে আকর্ষণ, পরিকর্ষণ ও সম্পরিকর্ষণ করিব; যেমন বলিষ্ঠদেহ মাতাল সুরাস্থালী[৪] কানে [সুরাস্থালীর কোণে বা কোনায়] ধরিয়া ইচ্ছামতো অধোমুখে ও ঊর্ধ্বমুখে নাড়েচাড়ে এবং বারংবার ঝাঁকায়, তেমন আমি শ্রমণ গৌতমকে বাদপ্রতিবাদে অধোমুখে ও ঊর্ধ্বমুখে নাড়িব-চাড়িব এবং বারংবার ঝাঁকাইব; যেমন ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক কুঞ্জর গভীর পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতে নামিয়া শণপাট ধুইবার ভাবে ক্রীড়াশীল হইয়া জল ছিটাইয়া ক্রীড়া করে[৫], তেমন আমি শ্রমণ গৌতমকে লইয়া শণপাট ধুইতেছি মনে করিয়া লীলাবশে ক্রীড়া করিব। মহানুভব লিচ্ছবিগণ, আপনারা আসুন, আপনারা অগ্রসর হউন, অদ্য শ্রমণ গৌতমের সহিত আমার বাদপ্রতিবাদ (তর্কবিতর্ক) হইবে।' তন্মধ্যে কোনো কোনো লিচ্ছবি কহিলেন, 'শ্রমণ গৌতমই কি প্রথম নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের নিকট বাদ উপস্থিত করিবেন এবং পরে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক শ্রমণ গৌতমের নিকট প্রতিবাদ উপস্থিত করিবেন?' কোনো কোনো লিচ্ছবি বলিলেন, ('কী জানি) কী হইয়া[৬] নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক

---

১. 'আকর্ষণ' অর্থে সম্মুখের দিকে টানা।

২. 'পরিকর্ষণ' অর্থে পুরোভাগ হইতে উলটা দিকে অবনত করা।

৩. 'সম্পরিকর্ষণ' অর্থে একবার আকর্ষণ একবার পরিকর্ষণ করা।

৪. বুদ্ধঘোষের মতে, মদ-ছাঁকিবার জন্য এই স্থালী ব্যবহৃত হয়। (প-সূ)

৫. 'সাণধোবিকং নাম কীলিতজাতং কীলতি।' ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ বলেন, 'শণপাট প্রস্তুত করিবার মানসে লোকেরা শণপাট মুষ্টি মুষ্টি বাঁধিয়া জলে নিক্ষেপ করে। তৃতীয় দিবসে তাহা ক্লিন্ন হয়। অতঃপর লোকেরা অম্লযাগু-সুরাদি সঙ্গে লইয়া তথায় যাইয়া শণমুষ্টি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে স্থিত তিন ফলকের উপর আছড়াইয়া অম্লযাগু-সুরাদি খাইতে খাইতে শণপাট ধৌত করে, ইহাতে এক মস্ত ক্রীড়া সম্পন্ন হয়। রাজহস্তী এই ক্রীড়া দেখিয়া গভীর জলে নামিয়া শুঁড়ে জল টানিয়া লইয়া একবার কুম্ভের, একবার পৃষ্ঠের, একবার উভয় পার্শ্বের, একবার অন্তরপৃষ্ঠের উপর জল নিক্ষেপ করিয়াছিল'। (প-সূ)

৬. যক্ষ হইয়া, ইন্দ্র হইয়া, অথবা ব্রহ্মা হইয়া সত্যক বাদ উপস্থিত করিবেন? যেহেতু তিনি

প্রথম ভগবানের নিকট বাদ উপস্থিত করিবেন এবং পরে ভগবান তাঁহার নিকট প্রতিবাদ উপস্থিত করিবেন!' অনন্তর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক পঞ্চশতসংখ্যক লিচ্ছবি-পরিবৃত হইয়া মহাবনে কূটাগারশালায় উপস্থিত হইলেন।

৪. সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত আকাশতলে পাদচারণ করিতেছিলেন। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ওই ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'এখন মহানুভব গৌতম কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমরা তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইয়া এখানে আসিয়াছি।' 'অগ্নিবেশ্নন, এখন ভগবান মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া কোনো এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারে আসীন আছেন। অনন্তর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ওই বৃহৎ লিচ্ছবি-পরিষদের সহিত মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে তাঁহার সহিত কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। লিচ্ছবিগণের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ কেহ বা তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ কেহ বা কৃতাঞ্জলি হইয়া, কেহ কেহ বা ভগবানের নিকট স্বনামগোত্র প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ বা তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন।

৫. একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, 'আমি মহানুভব গৌতমকে কোনো এক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, যদি তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রদান করেন।' 'অগ্নিবেশ্নন, যদি তুমি ইচ্ছা করো, আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার।' 'মহানুভব গৌতম কিরূপে তাঁহার শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন এবং কোন বিষয়কেই বা লক্ষ করিয়া শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার অনুশাসন বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়?' "অগ্নিবেশ্নন, আমি এইভাবেই শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া থাকি এবং এই বিষয়কে লক্ষ করিয়াই শিষ্যগণের মধ্যে আমার অনুশাসন বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয় : 'হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞান অনিত্য; রূপ অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম, সংস্কার অনাত্ম, বিজ্ঞান অনাত্ম; সকল সংস্কার অনিত্য, সর্বধর্ম অনিত্য।' অগ্নিবেশ্নন, আমি এইভাবেই শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া থাকি এবং এই বিষয়কে লক্ষ করিয়াই শিষ্যগণের মধ্যে আমার অনুশাসন বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত হয়।" 'হে গৌতম, একটি উপমা আমার নিকট প্রতিভাত

মানুষের বেশে তো ভগবানের নিকট বাদ উপস্থিত করিতে পারিবেন না। (প-সূ)

হইতেছে।' ভগবান কহিলেন, 'অগ্নিবেশ্মন, তুমি তাহা প্রতিভাত করো।'

'যেমন, হে গৌতম, যেকোনো বীজগ্রাম ও ভূতগ্রাম (উদ্ভিদ) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে, উহারা সকলেই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়; যেমন, হে গৌতম, যে-কেহ বলসম্পাদ্য কার্য করে, তাহারা সকলেই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাহা করে, তেমন, হে গৌতম, রূপাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বেদনাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও বেদনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সংজ্ঞাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও সংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সংস্কারাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিজ্ঞানাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তিবিশেষ পুণ্য বা অপুণ্য প্রসব করে।' 'তাহা হইলে, অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি এ কথাই বলিতেছ না যে, রূপই তোমার আত্মা, বেদনাই তোমার আত্মা, সংজ্ঞাই তোমার আত্মা, সংস্কারই তোমার আত্মা, বিজ্ঞানই তোমার আত্মা?' 'হে গৌতম, আমি নিশ্চয় বলিতেছি : রূপ আমার আত্মা, বেদনা আমার আত্মা, সংজ্ঞা আমার আত্মা, সংস্কার আমার আত্মা, বিজ্ঞান আমার আত্মা, এবং (সম্মুখে) এই বৃহৎ জনতা।' 'অগ্নিবেশ্মন, এই বৃহৎ জনতা তোমার কী (উপকার) করিবে? এসো, অগ্নিবেশ্মন, তুমি নিজেই তোমার মতবাদ উপস্থাপিত কর[১]।' 'হে গৌতম, সত্যই আমি বলি, রূপ আমার আত্মা, বেদনা আমার আত্মা, সংজ্ঞা আমার আত্মা, সংস্কার আমার আত্মা, বিজ্ঞান আমার আত্মা।'

৬. অগ্নিবেশ্মন, তাহা হইলে আমি তোমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথাশক্তি তুমি ইহার সদুত্তর প্রদান করো। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে করো না যে, রাজমুকুট-পরিহিত ক্ষত্রিয়ের, অভিষিক্ত রাজার ক্ষমতা স্বীয় রাজ্যেই চলে হননযোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করিতে, ধনহানির যোগ্য ব্যক্তির ধনহানি ঘটাইতে অথবা নির্বাসনযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাসন করিতে, উদাহরণস্বরূপ মনে করো যেমন কোশলরাজ প্রসেনজিতের অথবা মনে করো যেমন মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর[২]। 'হে গৌতম, যেমন কোশলরাজ প্রসেনজিতের অথবা মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর ন্যায় রাজমুকুট-পরিহিত ক্ষত্রিয়ের, অভিষিক্ত রাজার ক্ষমতা স্বীয় রাজ্যেই চলে হননযোগ্য

---

১. সত্যক জনতার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাইয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেন দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে উহা হইতে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ বলিলেন। (প-সূ)

২. এই সূত্রোপদেশের সময় অজাতশত্রুই মগধের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন এবং বৈশালীতে বৃজিলিচ্ছবিগণ এবং মল্লরাজ্যে মল্লগণ রাজত্ব করিতেন।

ব্যক্তিকে হত্যা করিতে, ধনহানির যোগ্য ব্যক্তির ধনহানি ঘটাইতে অথবা নির্বাসনযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাসন করিতে, তেমন, হে গৌতম, বৃজি ও মল্লের ন্যায় সংঘবদ্ধ গণরাজগণেরও স্বীয় স্বীয় রাজ্যে ক্ষমতা চলে হননযোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করিতে, ধনহানির যোগ্য ব্যক্তির ধনহানি ঘটাইতে অথবা নির্বাসনযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাসন করিতে। হে গৌতম, কোশলরাজ প্রসেনজিতের অথবা মগধরাজ অজাতশত্রুর ন্যায় রাজমুকুট-পরিহিত ক্ষত্রিয়ের, অভিষিক্ত রাজার ক্ষমতা তো চলেই, চলাও উচিত।' অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে করো, তুমি যে বলিলে রূপ তোমার আত্মা (নিজস্ব বস্তু), তোমার এই ক্ষমতা চলে কি—'আমার রূপ (আমারই ইচ্ছাবশে) এরূপ হউক, (এবং) এরূপ না হউক?' এ কথা তাঁহাকে বলা হইলে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক নিরুত্তর রহিলেন। দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি নিরুত্তর রহিলেন। অনন্তর ভগবান নির্গ্রন্থপুত্র সত্যককে কহিলেন, 'অগ্নিবেশ্মন, এখন তুমি উত্তর দাও, এখন যে তোমার তূষ্ণীভাবের সময় নহে, যেহেতু, অগ্নিবেশ্মন, তথাগত কর্তৃক সহেতুক (আলোচনা-প্রসূত)[১] প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদান না করিলে তর্কপ্রবৃত্ত ব্যক্তির মূর্ধা সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।'

সেই সময়ে বজ্রপাণি যক্ষ[২] আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত ও জ্বলন্ত লৌহবজ্র (হস্তে) লইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের শিরোপরি সংস্থিত হইলেন, উদ্দেশ্য যদি ভগবান কর্তৃক তৃতীয়বার সহেতুক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াও নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক উত্তর প্রদান না করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ করিবেন। সেই বজ্রপাণি যক্ষকে ভগবান দেখিতে পাইলেন, নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকও দেখিতে পাইলেন। অতঃপর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভীত, উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া ভগবানের নিকট ত্রাণ, লয়ন ও শরণ ভিক্ষা করিলেন। তিনি ভগবানকে কহিলেন, 'মহানুভব গৌতম আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, আমি (উহার) উত্তর প্রদান করিতেছি।'

৭. অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে করো, তুমি যে বলিলে—রূপ তোমার আত্মা, এই রূপে তোমার (এরূপ) ক্ষমতা চলে কি—'আমার রূপ (আমারই ইচ্ছাবশে) এরূপ হউক অথবা এরূপ না হউক?' 'না হে গৌতম, নিশ্চয় তাহা চলে না।' 'অগ্নিবেশ্মন, চিন্তা করিয়া, চিন্তা করিয়া উত্তর প্রদান করো, তোমার যে পূর্বের কথার সহিত পরের কথার অথবা পরের কথার সহিত

---

১. পালি 'সহধম্মিকং' অর্থে যাহা সহেতুক বা কারণ-সঞ্জাত, যাহা এ স্থলে ধর্মালোচনা-প্রসূত (প-সু)।

২. অর্থাৎ শক্র (প-সু)।

পূর্বের কথার সঙ্গতি হয় না।' বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

৮. অগ্গিবেশ্সন, তুমি কি মনে করো, রূপ নিত্য কিংবা অনিত্য? 'অনিত্য, হে গৌতম।' যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কিংবা সুখ? 'দুঃখ, হে গৌতম।' যাহা অনিত্য ও দুঃখপরিণামী তাহা আমার, আমি তাহা, তাহা আমার আত্মা কি? 'না, হে গৌতম, তাহা নিশ্চয় নহে।' বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

৯. অগ্গিবেশ্সন, তুমি কি মনে করো যে, যে দুঃখে লীন, দুঃখে উপগত, দুঃখে নিমগ্ন হইয়াও ভাবদৃষ্টিতে দেখে—দুঃখ তাহার, সে-ই তাহা, তাহাই তাহার আত্মা, সে কি স্বয়ং দুঃখের স্বরূপ জানিবে[১] অথবা দুঃখকে পরিবেষ্টিত করিয়া[২] বিচরণ করিবে? "তাহা কিরূপে হইবে, হে গৌতম? তাহা হইতেই পারে না, হে গৌতম।' অগ্গিবেশ্সন, তাহা হইলে তুমি কি মনে করো না যে, তুমি দুঃখে লীন, দুঃখে উপগত, দুঃখে নিমগ্ন হইয়াও ভাবদৃষ্টিতে দেখিতেছ—দুঃখ তোমার, তুমিই তাহা, তাহাই তোমার আত্মা? 'তাহা না করি কিরূপে, হে গৌতম? তাহা এইরূপই বটে, হে গৌতম।'

১০. অগ্গিবেশ্সন, যেমন সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সারান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে তীক্ষ্ণ কুঠার লইয়া বনে প্রবেশ করে, সে তথায় এক সরল, তরুণ অজাতকোরক বৃহৎ কদলীবৃক্ষ দেখিয়া উহার মূল ছেদন করে, মূল ছেদন করিয়া 'আগা' (অগ্রভাগ) ছেদন করে, 'আগা' ছেদন করিয়া পত্রবেষ্টনী (বহিরাবরণ)[৩] (এক হইতে অন্যটি) বিচ্ছিন্ন করিতে থাকে[৪], সে পত্রবেষ্টনী বিচ্ছিন্ন করিয়া ওই কদলীবৃক্ষের মধ্যে আঁশও পায় না, সার তো দূরের কথা, তেমনভাবেই, অগ্গিবেশ্সন, যখন আমি তোমারই মতবাদে তোমার সহিত সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী ও সমনুভাষী হইলাম[৫], অমনি তুমি 'রিক্ত, তুচ্ছ ও অপরাধী'[৬] প্রমাণিত হইলে। অগ্গিবেশ্সন, তুমিই তো বৈশালীতে পরিষদমধ্যে এমন কথা বলিয়াছ : 'আমি এমন কোনো শ্রমণ

১. অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম—এই তীরণ পরিজ্ঞাদ্বারা সবিশেষ জানা। (প-সূ)

২. যাহাতে দুঃখ পুনরায় উৎপন্ন হইতে না পারে সেরূপ পাকা ব্যবস্থা করিয়া। (প-সূ)

৩. খোল, খোসা।

৪. খুলিতে বা খসাইতে থাকে।

৫. পালি—মযা সকস্মিং বাদে সমনুযুঞ্জিযমানো সমনুভাসিযমানো সমনুগ্গাহিযমানো। অর্থাৎ, তর্ক জুড়িলাম, কথা বলিলাম, চাপিয়া ধরিলাম।

৬. 'রিক্ত-তুচ্ছ' অর্থে অন্তঃসার-রহিত, এবং 'অপরাধী' অর্থে পরাজিত। (প-সূ)

কিংবা ব্রাহ্মণ সংঘনায়ক, গণনায়ক ও গণাচার্য, এমনকি কোনো বিখ্যাত সম্যকসম্বুদ্ধও দেখিতে পাই না যিনি আমার সহিত বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলে কম্পিত, সংকম্পিত ও সম্বেপমান হইবে না, এমনকি যদি আমি অচেতন স্থাণুর সহিতও বাদানুবাদ আরম্ভ করি, তাহাও আমার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কম্পিত, সংকম্পিত ও সম্বেপমান হইবে, (সচেতন) মনুষ্যের তো কথাই নাই।' অগ্নিবেশ্মন, স্বেদবিন্দুসমূহ তোমারই ললাট হইতে নিঃসৃত হইয়া তোমার উত্তরীয় ভেদ করিয়া ভূমিতে পড়িতেছে। কই, আমার অঙ্গে তো এখন কোনো স্বেদচিহ্ন নাই। এই বলিয়া ভগবান সেই পরিষদেই (তাঁহার) সুবর্ণবর্ণ দেহখানি অনাবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত হইলে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক তূষ্ণীম্ভূত, মঙ্কুভূত, অধোশির ও অধোমুখ হইয়া চিন্তিতভাবে নির্বাক হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

১১. অনন্তর লিচ্ছবিপুত্র দুর্মুখ নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক তূষ্ণীম্ভূত, মঙ্কুভূত, অধোশির, অধোমুখ, চিন্তিত ও নির্বাক হইয়া আছেন জানিয়া ভগবানকে কহিলেন, 'ভগবান, আমার মধ্যে একটি উপমা প্রতিভাত হইতেছে।' ভগবান কহিলেন, 'দুর্মুখ, তুমি তাহা প্রতিভাত করো।' 'প্রভো, মনে করুন কোনো গ্রাম বা নিগমের অদূরে এক পুষ্করিণী এবং তথায় এক কর্কট (কাঁকড়া) বাস করে। অতঃপর বহু বালক-বালিকা ওই গ্রাম বা নিগম হইতে বাহির হইয়া ওই পুষ্করিণীতে আসিল, আসিয়া উহাতে নামিয়া কর্কটকে জল হইতে তুলিয়া স্থলে রাখিল। ওই কর্কট যখন যেই অল (নখর বা থাবা) প্রসারিত করিল, বালক-বালিকারা তখনোই উহার সেই অল কাষ্ঠ অথবা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ছেদন করিল, ভাঙিয়া দিল অথবা চুরমার করিল। প্রভো, এইরূপে উহার সকল অল ছিন্ন, ভগ্ন ও চূর্ণিত হইলে ওই কর্কট পুনরায় পুষ্করিণীতে পূর্ববৎ অবতরণ করিতে সমর্থ হয় না। এমনভাবেই, প্রভো, নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের যত বাদাভিনয়, বাদ-সঞ্চার ও বাদাস্ফালন তৎসমস্তই ভগবান ছিন্নভিন্ন, ভগ্ন ও চুরমার করিয়াছেন, এমন বাদাভিপ্রায়ে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের পক্ষে ভগবানের নিকট পুনরায় আসা সম্ভব নহে।' ইহা বিবৃত হইলে, নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক লিচ্ছবিপুত্র দুর্মুখকে কহিলেন, 'দুর্মুখ, তুমি এস, তুমি এস। দুর্মুখ, তুমি (অত্যন্ত) মুখর, তোমার সহিত আমি কোনো বিষয় আলোচনা করিব না, এ স্থানে মহানুভব গৌতমের সহিতই আমি আলোচনা করিব।' 'হে গৌতম, আমাদের এবং অপর বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের এই কথা থাকুক, যেহেতু ইহা প্রলাপবাক্য বলিয়াই মনে হইতেছে।'

১২. 'কীসে মহানুভব গৌতমের শিষ্য শাসনকর, উপদেশকর,

সংশয়োত্তীর্ণ বীতশঙ্ক ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত[১] (হইয়া) নিজ দায়িত্বে[২] শাস্তার শাসনে অবস্থান করেন?' অগ্নিবেশ্মন, এই শাসনে আমার শিষ্য সম্যক জ্ঞান দ্বারা বিষয়টি যথার্থভাবে দেখে—যাহা কিছু রূপ-নামধেয়, অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান), অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হীন অথবা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, (অর্থাৎ) সকল রূপ, তাহা তাহার নহে, সে তাহা নহে, তাহা তাহার আত্মা নহে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহাতেই অগ্নিবেশ্মন, আমার শিষ্য শাসনকর, উপদেশকর, সংশয়োত্তীর্ণ, বীতশঙ্ক ও বৈশারদ্যপ্রাপ্ত (হইয়া) নিজ দায়িত্বে শাস্তার শাসনে অবস্থান করে।

১৩. 'কীসে, হে গৌতম, ভিক্ষু ক্ষীণাসব অর্হৎ হন, (তাঁহার) ব্রহ্মচর্য-ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, করণীয় কার্য কৃত হয়, ক্লেশভার অপনোদিত হয়, সদর্থ অনুলব্ধ হয়, ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হয়, এবং (তিনি) সম্যক জ্ঞানে বিমুক্ত হন?' অগ্নিবেশ্মন, এই শাসনে ভিক্ষু যাহা কিছু রূপ-নামধেয়, অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন, অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হীন অথবা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, (অর্থাৎ) সকল রূপ, তাহা আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে, এইরূপে বিষয়টি সম্যক জ্ঞানে দেখিয়া অনাসক্তি দ্বারা বিমুক্ত হন। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহাতেই, অগ্নিবেশ্মন, ভিক্ষু ক্ষীণাসব অর্হৎ হন, (তাঁহার) ব্রহ্মচর্য-ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, করণীয় কার্য কৃত হয়, ক্লেশভার অপনোদিত হয়, সদর্থ অনুলব্ধ হয়, ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হয়, (এবং তিনি) সম্যক জ্ঞানে বিমুক্ত হন। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে বিমুক্ত ভিক্ষু ত্রিবিধ অনুত্তর সম্পদে সম্পন্ন হন : অনুত্তর দর্শন[৩], অনুত্তর প্রতিপদ[৪] এবং অনুত্তর বিমুক্তি[৫]। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে বিমুক্ত-চিত্ত ভিক্ষু তথাগতকে সম্মান করেন, গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, মানেন, পূজেন : 'তিনি বুদ্ধ ভগবান, (চারি আর্যসত্য) বোধের জন্য

---

১. 'বৈশারদ্য-প্রাপ্ত' অর্থে জ্ঞান-প্রাপ্ত। (প-সূ)

২. পালি 'অপর-পচ্চযো' অর্থে 'অপর-পত্তিযো'। (প-সূ)

৩. বুদ্ধঘোষের মতে, 'অনুত্তর দর্শন' অর্থে লৌকিক-লোকোত্তর জ্ঞান। শুদ্ধ লোকোত্তর ভাবে ব্যাখ্যা করিলে, 'অনুত্তর দর্শন' অর্থে অর্হত্ত্ব-মার্গ বিষয়ে সম্যক দৃষ্টি। (প-সূ)

৪. 'অনুত্তর প্রতিপদ' অর্থে লৌকিক-লোকোত্তর প্রতিপদ। শুদ্ধ লোকোত্তর ভাবে ব্যাখ্যা করিলে, 'অনুত্তর প্রতিপদ' অর্থে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, ও অনাগামী-মার্গ। (প-সূ)

৫. 'অনুত্তর বিমুক্তি' অর্থে লোকোত্তর বিমুক্তি। ক্ষীণাসবের নির্বাণ-দর্শনই অনুত্তর দর্শন, আর্য অষ্টমার্গই অনুত্তর প্রতিপদ, এবং মার্গফলই অনুত্তর বিমুক্তি। (প-সূ)

ধর্মোপদেশ দেন; তিনি দান্ত[১] দমিতভাবের জন্য ধর্মোপদেশ দেন; তিনি শান্ত[২] শমিতভাবের জন্য ধর্মোপদেশ দেন; তিনি তীর্ণ[৩] তরণের জন্য ধর্মোপদেশ দেন; তিনি পরিনির্বৃত[৪] পরিনির্বাণের জন্য ধর্মোপদেশ দেন।'

১৪. ইহা বিবৃত হইলে, নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, 'হে গৌতম, আমরা আত্মবিধ্বংসী[৫] ও প্রগল্‌ভ[৬], যেহেতু আমরা বাদপ্রতিবাদে ভগবান গৌতমের সম্মুখীন হইবার কথা ভাবিয়াছি। হে গৌতম, মদমত্ত হস্তীর সম্মুখীন হইলেও পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব, কিন্তু মহানুভব গৌতমের সম্মুখীন হইলে পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব নহে। হে গৌতম, প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ডের সম্মুখীন হইলেও পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব, কিন্তু মহানুভব গৌতমের সম্মুখীন হইলে পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব নহে। হে গৌতম, ঘোর আশীবিষের সম্মুখীন হইলেও পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব, কিন্তু মহানুভব গৌতমের সম্মুখীন হইলে পুরুষের নিরাপদে থাকা সম্ভব নহে। হে গৌতম, আমরা আত্মবিধ্বংসী ও প্রগল্‌ভ, যেহেতু আমরা বাদপ্রতিবাদে ভগবান গৌতমের সম্মুখীন হইবার কথা ভাবিয়াছি। মহানুভব গৌতম আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘসহ মমারামে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।' ভগবান মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানের সম্মতি আছে জানিয়া লিচ্ছবিগণকে আহ্বান করিলেন, "হে লিচ্ছবিগণ, আমার কথা শুনুন, আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘসহ মমারামে ভোজনের জন্য শ্রমণ গৌতম নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অতএব আপনারা যথারুচি খাদ্যভোজ্য সরবরাহ করিবেন।' অনন্তর লিচ্ছবিগণ রাত্রি গত হইলে পঞ্চশত স্থালী রন্ধনের সরঞ্জামাদি নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের আরামে সরবরাহ করিলেন। অতঃপর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক স্বীয় আরামে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জানাইলেন : 'হে গৌতম, সময় হইয়াছে, ভোজন প্রস্তুত আছে।'

১৫. অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যকের আরামে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণসহ নির্দিষ্ট আসনে

---

১. ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য বিষয় হইতে যিনি নিরত তিনি দান্ত। (প-সূ)
২. যাঁহার ক্লেশসমূহ উপশমিত হইয়াছে তিনি শান্ত। (প-সূ)
৩. যিনি কাম, ভব ইত্যাদি চারি ওঘ বা স্রোত উত্তীর্ণ হইয়াছেন তিনি তীর্ণ। (প-সূ)
৪. যাঁহার ক্লেশসমূহ নির্বাপিত হইয়াছে তিনি পরিনির্বৃত। (প-সূ)
৫. এ স্থলে 'বিধ্বংসী' অর্থে গুণ-বিধ্বংসী। (প-সূ)
৬. 'প্রগল্‌ভ' অর্থে বাক্‌চতুর। বাচাল। (প-সূ)

উপবেশন করিলেন। অতঃপর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্যভোজ্য (‘আর না’, ‘আর না’ বলিয়া) বারণ না করা পর্যন্ত পরিবেশন করিয়া তৃপ্ত করিলেন। অনন্তর ভগবান ভোজনপাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া উপবেশন করিলে পর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক একটি নীচ আসন লইয়া (সসম্ভ্রমে) একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, ‘হে গৌতম, এই দানে যে পুণ্য এবং পুণ্যমহি (পুণ্যরাশি) উৎপন্ন হইল তাহা দায়কগণের সুখের কারণ হউক।’ অগ্নিবেশ্মন, যাহা তব সদৃশ দক্ষিণার যোগ্য অবীতরাগ, অবীতদ্বেষ ও অবীতমোহ জনের নিকট আসিয়া (সার্থক হইল) তাহা দায়কগণের হউক। অগ্নিবেশ্মন, যাহা মাদৃশ দক্ষিণার যোগ্য বীতরাগ, বীতদ্বেষ ও বীতমোহ জনের নিকট আসিয়া (সার্থক হইল) তাহা তোমার হউক[১]।

॥ ক্ষুদ্র-সত্যক-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩৬. মহাসত্যক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান বৈশালী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, মহাবনে, কূটাগারশালায়। সেই সময়ে ভগবান পূর্বাহ্ণে সুন্দরভাবে[২] বহির্গমন-বাস-পরিহিত হইলেন—পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষান্নসংগ্রহে বৈশালীতে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক পদব্রজে বিচরণ করিতে করিতে মহাবনস্থ কূটাগারশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ নির্গ্রন্থপুত্র সত্যককে দূর হইতে আসিতেছেন দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইয়া ভগবানকে কহিলেন, ‘প্রভো, এই যে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক আসিতেছেন। তিনি ভাষ্য-প্রবক্তা, পণ্ডিতম্মন্য এবং বহুজনের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত। প্রভো, তিনি বুদ্ধের অখ্যাতিকামী, ধর্মের অখ্যাতিকামী, সংঘের অখ্যাতিকামী। অতএব, প্রভো, অনুকম্পাপূর্বক মুহূর্তকাল অপেক্ষা করেন।’ ভগবান নির্দিষ্ট আসনে আসীন রহিলেন। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি

---

১. ইহা বলিবার তাৎপর্য এই যে, লিচ্ছবিপুত্রগণ নির্গ্রন্থপুত্র সত্যককে উদ্দেশ করিয়া দানীয় বস্তু পাঠাইয়াছিলেন, এবং সত্যকই তাহা ভগবান বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। (প-সূ)

২. বুদ্ধঘোষের মতে, ভগবান রক্ত দুপট পরিধান করিয়া, কায়বন্ধন বাঁধিয়া, পাংশুকূলচীবরে একাংস আবৃত করিলেন। (প-সূ)

বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন।

২. একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, 'হে গৌতম, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা কায়ভাবনাযোগ[১]-যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, চিত্তভাবনাযোগ[২]-যুক্ত হইয়া নহে। হে গৌতম, তাঁহারা শারীরিক দুঃখবেদনা অনুভব করেন। হে গৌতম, পূর্ব হইতে শারীরিক দুঃখবেদনায় স্পৃষ্ট হইলে ঊরু স্তব্ধ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, উষ্ণ শোণিত উদ্‌গীরিত হয়, উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। হে গৌতম, তাঁহার পক্ষে চিত্ত কায়ানুযায়ী হয়, কায়বশে প্রবর্তিত হয়[৩]। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার চিত্ত অভাবিত। হে গৌতম, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা চিত্তভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, কায়ভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া নহে। হে গৌতম, তাঁহারা চিত্ত-চৈতসিক (মানসিক) দুঃখবেদনা অনুভব করেন। হে গৌতম, পূর্ব হইতে চিত্ত-চৈতসিক দুঃখবেদনায় স্পৃষ্ট হইলে ঊরু স্তব্ধ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, উষ্ণ শোণিত উদ্‌গীরিত হয়, উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। হে গৌতম, তাঁহার পক্ষে কায় চিত্তানুযায়ী হয়, চিত্তবশে প্রবর্তিত হয়। ইহার কারণ কী? যেহেতু তাঁহার কায় অভাবিত। হে গৌতম, আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : নিশ্চয় মহানুভব গৌতমের শিষ্যগণ চিত্তভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, কায়ভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া নহে।'

৩. অগ্নিবেশ্যন, কায়ভাবনা[৪] কী তুমি তাহা জান কি? "হে গৌতম, নন্দ-বৎস, কৃশ সাংকৃত্য ও মস্করী গোশালের[৫] ন্যায় যাঁহারা অচেলক তাঁহারা মুক্তচারী, হস্তাবলেহী, 'ভদন্ত, আসুন, ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, পূর্ব হইতে কেহ ভিক্ষান্ন প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া জানাইলে তাহা গ্রহণ করেন না, কোনো নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেন না, কুম্ভিমুখ (পাত্রাভ্যন্তর) হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহা

---

১. অপর সম্প্রদায়গণের পরিভাষায়, কায়ভাবনা অর্থে পঞ্চতপকরণাদির দ্বারা আত্মনিগ্রহ, কঠোর সাধনা বা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দৈহিক দুষ্করচর্যা।

২. চিত্তভাবনা অর্থে শমথ-সাধনা, সমাধি অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের শান্তিবিধান। (প-সূ)

৩. পালি—চিত্তন্বযো কাযো হোতি, চিত্তস্‌স বসেন বত্ততি।

৪. নিম্নে আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা দৈহিক দুষ্করচর্যার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৫. আজীবক বা আজীবিক শ্রমণগণ নন্দ বৎস, কৃশ সাংকৃত্য এবং মস্করী গোশাল— এই তিনজন মহাপুরুষকে পরমশুক্লজাতীয় অবধূত বলিয়া সম্মান করিতেন (সু-বি, সামঞ্‌ঞফলসুত্ত-এর ব্যাখ্যা দ্র.)।

হাতার আঘাতে ব্যথা পায়), কটোরাভ্যন্তর হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহা চামচের আঘাতে ব্যথা পায়), উনান-মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়), মুষল-মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না, যেখানে দুইজন ভোজন করিতেছে তন্মধ্যে একজনকে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ভিক্ষা দিতে হইলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহার আহার নষ্ট হয়), গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়), শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে শিশুর কষ্ট হয়), স্বামীসহ বাসকালে স্ত্রীলোক হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহার রতিসুখে বিঘ্ন ঘটে), ঘোষিত 'ভাণ্ডারা'[১] হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, যেখানে আহারের আশায় কুক্কুর দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে মক্ষিকা আহার-উদ্দেশ্যে একত্র সঞ্চারণ করে সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, মৎস্য-মাংস আহার করেন না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করেন না, মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে এক গ্রাস ভোজন করেন... মাত্র সপ্তগৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে সপ্ত গ্রাস ভোজন করেন, মাত্র এক দত্তিতে দিনযাপন করেন, মাত্র দুই দত্তিতে দিনযাপন করেন... মাত্র সাত দত্তিতে দিনযাপন করেন, একদিন অন্তর, দুই দিন অন্তর... সপ্তাহ অন্তর আহার করেন, এইরূপে অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন-ভোজন-নিরত হইয়া অবস্থান করেন।" অগ্নিবেশ্মন, তাঁহারা কি মাত্র তাহাতেই দিনযাপন করেন? 'নিশ্চয় না, হে গৌতম, মাত্র তাহাতে তাঁহারা দিনযাপন করেন না। হে গৌতম, তাঁহারা কখনও কখনও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করেন, ভোজ্য ভোজন করেন, স্বাদনীয় বস্তু আস্বাদন করেন এবং পানীয় বস্তু পান করেন। ইহাতে তাঁহারা দেহে বল সঞ্চার করেন এবং হৃষ্টপুষ্ট হন।' অগ্নিবেশ্মন, যেহেতু তাঁহারা পূর্বের দুষ্করচর্যা পরিহার করিয়া পরে দেহের পুষ্টিসাধন করেন, ইহাতে এই দেহের ক্ষতিবৃদ্ধিও হইয়া থাকে।

৪. অগ্নিবেশ্মন, তুমি চিত্তভাবনা কী তাহা জান কি? চিত্তভাবনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন, অগ্নিবেশ্মন, তাঁহাদের দ্বারা পূর্ববর্ণিত কায়ভাবনা সাধিত হইলেও, সে কায়ভাবনা ধার্মিক কায়ভাবনা নহে। অগ্নিবেশ্মন, যথার্থ কায়ভাবনা[২] কী তুমি তাহা জান না, চিত্তভাবনা জানিবে কিরূপে? অগ্নিবেশ্মন,

---

১. কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে সম্প্রদায়বিশেষের শ্রমণব্রাহ্মণগণের ভোজন ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া পূর্ব হইতে ঘোষণা করা হইয়া থাকিলে।

২. বৌদ্ধ পরিভাষায় 'যথার্থ কায়ভাবনা' অর্থে 'বিপস্সনা' বা বিদর্শন-ভাবনা (প-সু)।

যেমন কাহারও কাহারও কায় ও চিত্ত অভাবিত হয়, তেমন কাহারও কাহারও কায় ও চিত্ত ভাবিত হয়। তুমি তাহা শ্রবণ করো, সুন্দররূপে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'তথাস্তু' বলিয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৫. অগ্নিবেশ্মন, কিসে কাহারও কাহারও কায় অভাবিত হয় এবং চিত্তও অভাবিত হয়? অগ্নিবেশ্মন, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের, অকোবিদ সাধারণ জনের সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। সে সুখবেদনা-স্পৃষ্ট হইয়া সুখানুরাগী হয়, সুখানুরক্তি প্রাপ্ত হয়। তাহার সেই সুখবেদনা নিরুদ্ধ হয়, সুখবেদনা নিরুদ্ধ হইলে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়।[১] দুঃখবেদনা-স্পৃষ্ট হইয়া সে অনুশোচনা করে, ক্লিষ্ট হয়, পরিতাপ করে, বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, উৎপন্ন সুখবেদনা তাহার সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু তাহার কায় অভাবিত; উৎপন্ন দুঃখবেদনাও তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু তাহার চিত্ত অভাবিত। যে কাহারও, অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে (সুখ-দুঃখ) উভয় পক্ষেই, উৎপন্ন সুখবেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু কায় অভাবিত, উৎপন্ন দুঃখবেদনাও চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু চিত্ত অভাবিত। এইরূপেই, অগ্নিবেশ্মন, তাহার কায় অভাবিত হয় এবং চিত্তও অভাবিত হয়। অগ্নিবেশ্মন, কিসে (কাহারও কাহারও) কায় ভাবিত হয় এবং চিত্তও ভাবিত হয়? শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। তিনি সুখবেদনা-স্পৃষ্ট হইয়া সুখানুরাগী হন না, সুখানুরক্তি প্রাপ্ত হন না। তাঁহার সেই সুখবেদনা নিরুদ্ধ হয়। সুখবেদনা নিরুদ্ধ হইলে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। দুঃখবেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া তিনি অনুশোচনা করেন না, ক্লিষ্ট হন না, পরিতাপ করেন না, বুক চাপড়াইয়া কাঁদেন না, সম্মোহপ্রাপ্ত হন না। উৎপন্ন সুখবেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু তাঁহার কায় সুভাবিত। উৎপন্ন দুঃখবেদনাও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু তাঁহার চিত্ত সুভাবিত। যে কাহারও, অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে (সুখ-দুঃখ) উভয় পক্ষেই উৎপন্ন সুখবেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু কায় সুভাবিত; উৎপন্ন দুঃখবেদনাও সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু তাঁহার চিত্ত সুভাবিত।[২] এইরূপেই

---

১. সুখবেদনা নিরুদ্ধ না হইলে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয় না। এই উভয় প্রকার বেদনার মধ্যে আনন্তর্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বিষয়টি উক্তভাবে বিবৃত হইয়াছে।। (প-সূ)

২. পূর্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধ পরিভাষায় 'কায়ভাবনা' অর্থে বিদর্শন-ভাবনা। বিদর্শন অর্থে প্রজ্ঞা, এবং বিদর্শন-ভাবনা অর্থে জ্ঞানসাধনা। বিদর্শন-ভাবনা ইন্দ্রিয়-সুখ-বিরোধী এবং

(কাহারও কাহারও) কায় ভাবিত হয় এবং চিত্তও ভাবিত হয়। 'আমি মহানুভব গৌতমের বিষয়ে এরূপ শ্রদ্ধাবান যে, নিশ্চয় মহানুভব গৌতমের কায় সুভাবিত এবং চিত্তও সুভাবিত।'

৬. অগ্নিবেশ্মন, সত্যই তুমি গুণে লক্ষ করিয়া, গুণের সম্মুখীন হইয়া এ কথা বলিয়াছ; অধিকন্তু আমি তোমার নিকট বিষয়টি বিবৃত করিব, যেহেতু, অগ্নিবেশ্মন, আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার মধ্যে উৎপন্ন সুখবেদনা অথবা উৎপন্ন দুঃখবেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে, এই সম্ভাবনা নাই। 'তবে কি মহানুভব গৌতমের এমন কোনো সুখবেদনা অথবা দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয় না যাহা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে?'

৭. অগ্নিবেশ্মন, তাহা না হইবে কেন? আমার সম্যক সম্বোধি লাভের পূর্বে যখন আমি বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ছিলাম, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : সবাধ গৃহবাস রজাকীর্ণ পথ, উন্মুক্ত-আকাশ-সদৃশ প্রব্রজ্যা মুক্ত। গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিশুদ্ধ 'শঙ্খ-লিখিত' ব্রহ্মচর্য আচরণ করা সুকর নহে। অতএব, কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইব।

৮. অগ্নিবেশ্মন, সেই আমি পরে যখন তরুণ, নবীন, কৃষ্ণকেশ এবং ভদ্রযৌবনসম্পন্ন তখন স্নেহশীল ও অনিচ্ছুক মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া, কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই। প্রব্রজিত হইয়া কুশল কী সন্ধানে এবং অনুত্তর শান্তিবরপদ নির্বাণ অন্বেষণে অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি : 'কালাম, আমি তোমার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি।' অরাড় কালাম আমাকে কহিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন; তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।' অগ্নিবেশ্মন, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই ধর্ম আয়ত্ত করি, ওষ্ঠপ্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতে আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে

পরোক্ষভাবে দৈহিক দুঃখের কারণ, যেহেতু তাহা অনুশীলনের সময় দেহের উত্তাপ বর্ধিত হয়, বাহুমূল হইতে ঘর্ম নির্গত হয় এবং মস্তক হইতে উষ্মা বাহির হইতেছে মনে হয়। 'চিত্তভাবনা' অর্থে শমথ-সাধনা বা সমাধি-অভ্যাস। সমাধি দৈহিক ও চৈতসিক দুঃখ নিরস্ত করে এবং পরোক্ষে অনল্প সুখের কারণ হয়। যে সুখবেদনাকে বিদর্শন-ভাবনা নিরস্ত করে এবং সমাধিজনিত যে অনল্প সুখ উৎপন্ন হয়, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। (প-সূ)

পারি, সেই স্থবিরবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি অপরাপর ব্যক্তিও তাহা অনায়াসে জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'অরাড় কালাম শুধু বিশ্বাসের উপর নহে, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া-দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন।' অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি : 'কালাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান করো?' অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে অরাড় কালাম কহিলেন, 'আকিঞ্চনায়তন নামক অরূপধ্যানস্তর পর্যন্ত।' তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'শুধু যে অরাড় কালামের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব তিনি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন, আমিও সেই ধর্ম সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইব।' অগ্নিবেশ্মন, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি : 'এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো বলিয়া প্রকাশ করো?' 'হাঁ, এই পর্যন্তই বটে।' 'কালাম, আমিও তো এই ধ্যানস্তর পর্যন্ত স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি"। [তিনি কহিলেন] "ইহা আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার সদৃশ সব্রহ্মচারী দেখিতে পাইতেছি। আমি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি তুমিও সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো, ঠিক সেই ধর্মই আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে-ধর্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে-ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।' অগ্নিবেশ্মন,

অরাড় কালাম আমার আচার্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন, উদারভাবে আমাকে সম্মান করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল : 'এই ধর্ম নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, সম্বোধির অভিমুখে, নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয় না। ইহার গতি তো আকিঞ্চনায়তন পর্যন্ত।' অগ্নিবেশ্মন, আমি এই ভাবিয়া সেই ধর্ম পর্যাপ্ত মনে না করিয়া তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি।

৯. অগ্নিবেশ্মন, কুশল কী সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি রুদ্র রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি : 'রাম, আমি তোমার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি।' রামপুত্র আমাকে কহিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন। তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।' অগ্নিবেশ্মন, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠপ্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে পারি, সেই স্থবিরবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি, অপরাপর ব্যক্তিও তাহা জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'রামপুত্র শুধু শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর নহে, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া-দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন।' অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি : 'রাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান করো? অগ্নিবেশ্মন, ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে রামপুত্র কহিলেন, 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন নামক অরূপধ্যানস্তর পর্যন্ত।' তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'শুধু যে রামপুত্রের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব তিনি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন আমিও সেই ধর্ম সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইব।' অগ্নিবেশ্মন, আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে

অবস্থান করি। অনন্তর আমি রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি : 'রাম, এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো বলিয়া প্রকাশ করো?' 'হাঁ, তাহাই বটে!' 'রাম, আমিও এই ধ্যানস্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি।' তিনি কহিলেন, 'ইহা তো আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার সদৃশ সব্রক্ষ্মচারী দেখিতে পাইতেছি। আমি যেই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি তুমিও সেই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে-ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো, ঠিক সেই ধর্ম আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে-ধর্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে-ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।' অগ্নিবেশ্মন, রুদ্র রামপুত্র আমার আচার্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই ধর্ম নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, নিরোধের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয় না। ইহার গতি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন নামক অরূপধ্যান পর্যন্ত।' অগ্নিবেশ্মন, আমি এই ভাবিয়া সেই ধর্ম পর্যাপ্ত মনে না করিয়া তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি। অগ্নিবেশ্মন, কুশল কী সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি মগধরাজ্যে ক্রমাগত বিচরণ করিতে করিতে যেখানে উরুবেলা মহাবেলা, যেখানে সেনা-নিগম তদভিমুখে অগ্রসর হই। তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাই এক অতি রমণীয় ভূমিভাগ, এক মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্তা নদী প্রবাহমানা, এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই তো সেই রমণীয় ভূভাগ এবং মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্তা প্রবাহমানা নদী এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম। সাধনাপ্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে এই তো সেই সাধনার স্থান!' ইহা ভাবিয়া, অগ্নিবেশ্মন, সাধনার পক্ষে এই স্থান[১] পর্যাপ্ত মনে করিয়া ওই স্থানেই আমি ধ্যানাসনে

---

১. আর্যপর্যেষণ-সূত্র দ্র.।

উপবিষ্ট হই।

১০. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার নিকট তিনটি অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য উপমা প্রতিভাত হয়। অগ্নিবেশ্মন, মনে করো, স্নেহযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ জলে নিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর জনৈক ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিবে, তেজ উদ্দীপিত করিবে উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে করো যে, সেই ব্যক্তি সেই স্নেহযুক্ত, জলে নিক্ষিপ্ত আর্দ্র কাষ্ঠ উত্তরারণিতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ উৎপাদন করিতে পারিবে? 'না, হে গৌতম, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।' ইহার কারণ কী? 'যেহেতু, হে গৌতম, কাষ্ঠ স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র, তদুপরি তাহা জলে নিক্ষিপ্ত, তদ্দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করিলে তাহাতে সেই ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্তি এবং মনঃকষ্টেরই ভাগী হইবে।' সেইরূপ, অগ্নিবেশ্মন, যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্যবস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান না করেন, যাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্ছা, কামপিপাসা, কামপরিদাহ অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ ও সুপ্রশমিত না হয়, তাঁহারা সাধনাপ্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্বোধিলাভ অসম্ভব। এমনকি, সাধনাপ্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব না করিলেও, তাঁহাদের পক্ষে অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্যক সম্বোধিলাভ অসম্ভব। অগ্নিবেশ্মন, এই অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য প্রথম উপমাই আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

১১. অগ্নিবেশ্মন, অপর এক অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। অগ্নিবেশ্মন, মনে করো স্নেহযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ আরকমিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইল। জনৈক ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিবে, তেজ প্রকাশিত করিবে উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া আসিল। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে করো যে, ওই ব্যক্তি আরকমিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত, স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র কাষ্ঠ উত্তরারণিতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রকাশিত করিতে পারিবে? 'না, হে গৌতম, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।' ইহার কারণ কী? 'হে গৌতম, আরকমিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত, স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করিলে তাহাতে ওই ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্তি ও ব্যর্থতারই ভাগী হইবে।' অগ্নিবেশ্মন, সেইরূপ যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্যবস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্ছা, কামপিপাসা, (অথবা) কামপরিদাহ বলিতে যাহা কিছু তাহা

অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ হয় নাই, সুপ্রশমিত হয় নাই, সেই মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণও সাধনাপ্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন লাভ, অনুত্তর সম্বোধিলাভ অসম্ভব। অগ্নিবেশ্মন, এই অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় উপমাই আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

১২. অগ্নিবেশ্মন, অপর এক অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য তৃতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। অগ্নিবেশ্মন, মনে করো স্নেহবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠ আরকমিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর জনৈক ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিবে, তেজ প্রকাশিত করিবে উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কি মনে করো যে, ওই ব্যক্তি আরকমিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত, (স্নেহবিহীন) শুষ্ক কাষ্ঠ উত্তরারণিতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রকাশ করিতে পারিবে? 'হাঁ, হে গৌতম, নিশ্চয় পারিবে।' ইহার কারণ কী?' 'যেহেতু, হে গৌতম, সেই স্নেহবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠ আরকমিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।' সেইরূপ, অগ্নিবেশ্মন, যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্যবস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্ছা, কামপিপাসা অথবা কামপরিদাহ বলিতে যাহা কিছু তাহা অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ, সুপ্রশমিত হয়, সাধনাপ্রয়াসে তাঁহারা তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব করিলেও, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধিলাভ সম্ভব হয়; সাধনাপ্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব না করিলেও, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধিলাভ সম্ভব হয়।

অগ্নিবেশ্মন, এই তিনটি অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য উপমাই (তখন) আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

১৩. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার এই চিন্তা হইয়াছিল : 'আমি দন্তে দন্ত চাপিয়া,[১] জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিব।'[২] অগ্নিবেশ্মন, এই ভাবিয়া আমি দন্তে

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে, উপরের দন্তে নীচের দন্ত চাপিয়া ধরিয়া। (প-সূ)

২. ইহা নিশ্চয় একপ্রকার উগ্রতপ বা হঠযোগ-প্রক্রিয়া। খেচরীবিদ্যার বর্ণনার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। যোগশিখোপনিষদের মতে তালুমূল চন্দ্রের স্থান, যেখানে সুধা বর্ষিত হয় : তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রঃ সুধাং বর্ষত্যধোমুখঃ। যুগকুণ্ডল্যুপনিষদ্, ২ অ. দ্র.। উপনিষদের ভাষায় বুদ্ধবর্ণিত যোগ-প্রক্রিয়ার নাম খেচরী মুদ্রা। যোগশিখোপনিষদ্, ৫ম অ., ৩৯–৪৩ শ্লোক :

দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করি। অগ্নিবেশ্যন, তাহা করিবার সময় আমার কক্ষ (বাহুমূল) হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। যেমন কোনো বলবান পুরুষ দুর্বল পুরুষকে শিরে কিংবা ঘাড়ে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করে, তেমন, অগ্নিবেশ্যন, দন্তে দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া, চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিলে আমার কক্ষ (বগল; বাহুমূল) হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্যন, সেই কঠোর সাধনাপ্রবৃত্ত সাধনাক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখবেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৪. অগ্নিবেশ্যন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'এখন আমি শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।'[১] আমি মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। অগ্নিবেশ্যন, আমার মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত বায়ুর অত্যধিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে। যেমন কামারের জাতা[২] হইতে বায়ু নির্গত হইলে অধিক মাত্রায় শব্দ হয়, তেমন

কণ্ঠং সংকোচয়েৎ কিংচিদ্ বন্ধো জালন্ধরো হ্যয়ম্।
বন্ধয়েৎ খেচরী-মুদ্রাং দৃঢ়চিত্তঃ সমাহিতঃ ॥
কপাল-বিবরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী ॥
খেচর্য্যা মুদ্রিতং যেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধতঃ।
ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি ॥
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈবালস্যং প্রজায়তে।
ন চ মৃত্যুর্ভবেৰ্ত্তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্ ॥

১. পালি—অপ্পাণকং ঝানং = বৌঃ সং আস্ফানক ধ্যান (ললিত-বিস্তর)। বুদ্ধঘোষের মতে, 'অপ্পাণকন্তি নিরস্সাসকং', নিরুদ্ধশ্বাস। (প-সূ) বস্তুত ইহা কুম্ভকেরই নামান্তর।

২. কম্মার-গগ্গরিযাতি কম্মারস্স গগ্গরনালিয়া (প-সু)। কামারের গর্গরা বা ভস্ত্রা হইতে নির্গত বায়ুর ন্যায়। উক্ত যোগ-প্রক্রিয়া নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার অনুরূপ। যোগশিখোপনিষদ্ ১ম অ., ৯৫-১০০ শ্লোক :

মুখেন বায়ুং সংগৃহ্য ঘ্রাণরন্ধ্রেন রেচয়েৎ ॥
শীতলীকরণং চেদং হন্তি পিত্তং ক্ষুধাং তৃষম্।
স্তনয়োরধ ভস্ত্রেব লোহকারস্য বেগতঃ ॥
রেচয়েৎ পূরয়েৎ বায়ুমাশ্রমং দেহগং ধিয়া।
যথা শ্রমো ভবদ্দেহে তথা সূর্য্যেণ পূরয়েৎ ॥

মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত বায়ুর অধিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে[১]। আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই কঠোর সাধনাপ্রবৃত্ত সাধনাক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখবেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৫. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'এখন আমি শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।' অগ্নিবেশ্মন, তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু মূর্ধায় প্রতিহত হইতে থাকে। অগ্নিবেশ্মন, যেমন কোনো বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণ শিখর[২] দ্বারা শিরে আঘাত করে, তেমন মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু মূর্ধায় প্রতিহত হয়।[৩] আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই কঠোর সাধনাপ্রবৃত্ত সাধনাক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখবেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৬. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'আমি শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।' তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় আমার শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। অগ্নিবেশ্মন, যেমন কোনো বলবান পুরুষ দৃঢ় চর্মখণ্ডে শিরোপা দেয়, তেমনভাবেই মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় (আমার) শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয়

বিশেষেণেব কর্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকং ত্বিদম্॥

উপনিষদের ভাষায় বুদ্ধবর্ণিত যোগ-প্রক্রিয়ার নাম ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক। যোগকুণ্ডল্যুপনিষদ্, ১ম অ., ৩৪–৩৮ শ্লোক দ্র.।

১. যথেব লোহকারাণাং ভস্ত্র্যা বেগেন চাল্যতে॥
তথৈব স্বশরীরস্থং চালয়েৎ পবনং শনৈঃ।
এ স্থলে 'ভস্ত্রা' অর্থে কামারের গর্গরা বা জাঁতা, হিন্দী ভাতি।

২. 'শিখর' অর্থে তরবারির অগ্রভাগ।

৩. যোগশিখা ও যোগকুণ্ডল্যাদি উপনিষদসমূহে বন্ধত্রয়ে চারি প্রকার কুম্ভক সাধনার বিবরণ আছে। ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক চারি প্রকার কুম্ভকের অন্যতম। তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বন্ধত্রয়ের নাম—মূলবন্ধ, উড্ডীয়ণ ও জালন্ধর। রুদ্ধশ্বাস ঊর্ধ্বক হইলে মূর্ধায় প্রহত হইয়া অনেক সময় শিরোবেদনা উপস্থিত করে। নিম্নে শিরোবেদনার বর্ণনা আছে।

যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই কঠোর সাধনাপ্রবৃত্ত সাধনাক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখবেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৭. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'এখন আমি শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।' তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু (আমার) কুক্ষি কর্তন করিতে থাকে।[১] অগ্নিবেশ্মন, যেমন কোনো দক্ষ গোঘাতক কিংবা গোঘাতক-অন্তেবাসী তীক্ষ্ণ গোকাটা ছুরি দ্বারা গো-কুক্ষি পরিকর্তন করে, তেমনভাবেই মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ করিলে, অধিক মাত্রায় বায়ু আমার কুক্ষি পরিকর্তন করে। অগ্নিবেশ্মন, আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই কঠোর সাধনাপ্রবৃত্ত সাধনাক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখবেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৮. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'এখন আমি শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।' তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় দেহে দাহ উপস্থিত হয়।[২] অগ্নিবেশ্মন, যেমন দুইজন বলবান পুরুষ কোনো এক দুর্বলতর ব্যক্তির দুই বাহুতে ধরিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে সন্তপ্ত ও সম্পরিতপ্ত করে তেমনভাবেই মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় দেহে দাহ উপস্থিত হয়। অগ্নিবেশ্মন, আমার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই কঠোর সাধনাপ্রবৃত্ত সাধনাক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখবেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

অগ্নিবেশ্মন, তখন কোনো কোনো (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতা আমাকে এই

---

১. ইহাও কুম্ভকের অবস্থা যাহাতে রুদ্ধশ্বাস বায়ু অধোগ লইয়া কুক্ষি কর্তন করিতে থাকে।

২. দেহদাহ সম্বন্ধে যোগকুণ্ডলী উপনিষদে উক্ত আছে :

প্রাণস্থানং ততো বহ্নিঃ প্রাণাপাণৌ চ সত্বরম্।
মিলিত্বা কুণ্ডলীং যাতি প্রসুপ্তা কুণ্ডলাকৃতি ॥
তেনাগ্নিনা চ সংতপ্তা পবনেনৈব চালিতা।
প্রসার্য্য স্বশরীরং তু সুষুম্না বদনান্তরে ॥ (১ম অ., ৬৪–৬৬ শ্লোক)

অবস্থায় দেখিয়া বলিয়া উঠিল : '(বুঝি) শ্রমণ গৌতম কালগত হইয়াছেন।' কোনো কোনো দেবতা বলিল, 'শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, কিন্তু মরিবেন।' কোনো কোনো দেবতা বলিয়া উঠিল : 'শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, মরিবেনও না, তিনি যে অর্হৎ, অর্হতের ধ্যানবিহার এইরূপই বটে!'

১৯. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'এখন আমি সর্বাংশে আহার উপচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইব।' তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট আসিয়া কহিল, 'মারিষ, আপনি তাহা করিবেন না, সর্বাংশে আহার উপচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইবেন না। মারিষ, যদি আপনি তাহা করেন, তাহা হইলে আমরা আপনার লোমকূপ দিয়া দিব্যওজঃ প্রবেশ করাইয়া দিব—যাহাতে আপনি দিনযাপন করিবেন।' অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'যদি আমি সর্বাংশে অভোজন-ব্রত গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই সকল দেবতা আমার লোমকূপ দিয়া দিব্যওজঃ প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং তাহাতে দিনযাপন করিলে আমার ব্রত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।' অগ্নিবেশ্মন, তখন আমি ওই দেবতাদিগকে বলি : 'তোমরা এইরূপ করিও না।'

২০. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'এখন আমি অল্প অল্প, সামান্য সামান্য আহার করিব, তাহা মুগের যূষই হউক, কুলখের যূষই হউক, কড়াইর যূষই হউক অথবা অড়হরের যূষই হউক।' তখন হইতে আমি অল্প অল্প, সামান্য সামান্য আহার করিতে আরম্ভ করি মুগের যুষই হউক, কুলখের যূষই হউক, কড়াইর যূষই হউক অথবা অড়হরের যূষই হউক। তাহা করিতে গিয়া আমার দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষীণ হয়, যেমন অশীতলতা অথবা কাললতা সন্ধিস্থানে মিলাইয়া মধ্যভাবে উন্নত-অবনত হয় তেমনভাবেই সেই অল্পাহার-নিমিত্ত আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুরবস্থা হয়, উষ্ট্রপদের সংযোগস্থলের ন্যায় আমার গুহ্যদ্বার অবিশদ গর্তসদৃশ হয়। সেই অল্পাহারহেতু আমার পৃষ্ঠকণ্টক যষ্টিতে বেষ্টিত সূত্রাবলির ন্যায় দেখিতে উন্নত-অবনত হয়। যেমন জীর্ণ গৃহের বরগাগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন (এলোমেলো) হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার বক্ষপঞ্জরগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন হয়। যেমন গভীর উদপানে (কূপে) উদকতারকা (উদকচন্দ্র) গভীর জলে প্রবিষ্ট হয়, তেমন সেই অল্পাহারহেতু অক্ষিকূপে অক্ষিতারকা গভীরে প্রবিষ্ট হয়। যেমন তিক্ত অলাবু (করলা) কচি অবস্থায় ছিন্ন হইলে বাতাতপস্পর্শে সহসা সংম্লান হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার শিরশ্চর্ম ম্লান হয়। অগ্নিবেশ্মন, সেই অল্পাহারহেতু আমার উদরচর্ম এমনভাবে পৃষ্ঠকণ্টকে লীন

হইয়াছিল যে, উদরচর্মে হস্ত স্পর্শ করিলে পৃষ্ঠকণ্টক ধরিয়াছি বলিয়া মনে হয়, পৃষ্ঠকণ্টকে হস্ত স্পর্শ করিলে উদরচর্ম ধরিয়াছি বলিয়া মনে হয়। অগ্নিবেশ্মন, মলমূত্র ত্যাগ করিতে গিয়া সেই স্থানেই কুব্জ হইয়া ভূপতিত হইয়া পড়ি। অগ্নিবেশ্মন, সেই অল্পাহারহেতু দেহ আশ্বস্ত করিতে গিয়া হস্ত দ্বারা গাত্রে হাত বুলাই, গাত্রে হাত বুলাইতে গিয়া পচিতমূল লোমসমূহ অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে[১]! অগ্নিবেশ্মন, তখন লোকেরা আমাকে দেখিয়া বলিল, 'শ্রমণ গৌতম একেবারে কালো হইয়া গিয়াছেন।' কেহ কেহ বলিল, 'শ্রমণ গৌতম কালো হন নাই, তিনি পাকা শ্যাম হইয়াছেন।' কেহ কেহ বলিয়া উঠিল : 'শ্রমণ গৌতম কালোও হন নাই এবং পাকা শ্যামও হন নাই।' অগ্নিবেশ্মন, সেই অল্পাহারহেতু আমার পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত দেহের বর্ণ অপকৃষ্ট হয়।

২১. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোনো বেদনা হইতে পারে না। অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করিবেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোনো বেদনা হইতে পারে না। বর্তমানেও যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোনো বেদনা হইতে পারে না। কিন্তু আমি এই দুষ্করচর্যার দ্বারা লোকাতীত ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানদর্শন লাভ করিতে পারি নাই। তবে কি বোধিলাভের অন্য কোনো পন্থা নাই?'

২২. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'আমি বেশ জানি যখন শাক্যকুলোদ্ভব পিতৃদেব হলকর্ষণ-উৎসবে, হলকর্ষণকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন জম্বুবৃক্ষের শীতল ছায়ায় আসীন হইয়া আমি কাম্যবস্তু হইতে, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। তাহা কি লক্ষিত বোধিমার্গ হইতে পারে না?' অগ্নিবেশ্মন, তখন এই স্মৃতি-অনুযায়ী আমার এই বিজ্ঞান উপস্থিত হয়—'ইহাই বোধিমার্গ বটে[২]!'

---

১. মহাসিংহনাদ-সূত্র, ৮৩-৮৪ দ্র.।

২. বুদ্ধের এবম্প্রকার উক্তি হইতেই জাতক ও ললিতবিস্তারাদি পরবর্তী গ্রন্থসমূহে শুদ্ধোদনের হলকর্ষণোৎসব ও জম্বুবৃক্ষচ্ছায়ায় বোধিসত্ত্বের ধ্যানমগ্ন হওয়ার বিস্তৃত বিবরণের উৎপত্তি।

২৩. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'তবে কি আমি সেই লভ্য সুখের ভয় করিতেছি যাহা কাম হইতে বিচ্ছিন্ন, অকুশল হইতে বিচ্ছিন্ন?' অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'না, আমি সেই সুখের ভয় করিতেছি না যাহা কাম হইতে বিচ্ছিন্ন, অকুশল হইতে বিচ্ছিন্ন।'

২৪. অগ্নিবেশ্মন, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'যেহেতু অতিরিক্ত মাত্রায় জীর্ণশীর্ণ দেহে সেই সুখ লাভ করা সুকর নহে, আমি স্থূল-আহার আহার করিব, পক্ব ওদন ভোজন করিব।' অগ্নিবেশ্মন, তাহা ভাবিয়া আমি স্থূল-আহার আহার করি, পক্ব ওদন ভোজন করি। সেই সময়ে পঞ্চভিক্ষু আমার সেবায় রত থাকিত, আশা—শ্রমণ গৌতম যে-ধর্ম আয়ত্ত করিবেন তাহা তিনি তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিবেন। কিন্তু যেহেতু আমি স্থূল-আহার আহার করিলাম, পক্ব ওদন ভোজন করিলাম, সেই পঞ্চভিক্ষু বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল, ভাবিল—দ্রব্যবহুল ও সাধনাভ্রষ্ট শ্রমণ গৌতম বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অগ্নিবেশ্মন, আমি স্থূল-আহার গ্রহণে বল সঞ্চয় করিয়া, কাম্যবস্তু হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান সম্বন্ধেও এইরূপ।

২৫. এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় আমি নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্পে, বহু বিবর্তকল্পে, এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্পে, ওই স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখ-দুঃখ-অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এই স্থানে (এই যোনিতে) উৎপন্ন হই, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র,

এই জাতিবর্ণ, এই আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখ-অনুভব, এই পরমায়ু; তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি। অগ্নিবেশ্মন, অপ্রমত্ত, আতাপী (বীর্যবান) ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, রাত্রির প্রথম যামে তেমনভাবেই আমার এই প্রথম বিদ্যা (জাতিস্মর-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তম বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশবিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জীবগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ, লোকাতীত, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পাই : জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। এ-সকল মহানুভব জীব কায়দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাগ্‌দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইয়াছে; অথবা এ-সকল মহানুভব জীব, কায়সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক্‌সুচরিত্র-সমন্বিত, মনঃসুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, ও সম্যক দৃষ্টি-প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। ইত্যাদিভাবে দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই : জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অন্য যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি—হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ আপন আপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। অগ্নিবেশ্মন, অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, তেমনভাবেই রাত্রির মধ্যম যামে আমার দ্বিতীয় বিদ্যা (জীবের গতি-পরম্পরা-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তম বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে আমার চিত্ত নমিত করি। তদবস্থায় উন্নত জ্ঞানে যথার্থ জানিতে পারি : ইহা

দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদয়, ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ; এ-সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। তদবস্থায় এইরূপে আর্যসত্য জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতেও আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত হইয়াছি এই জ্ঞান উদিত হয়, উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারি : চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর অত্র আর আসিতে হইবে না। অগ্নিবেশ্মন, এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

২৬. অগ্নিবেশ্মন, আমি বিশেষভাবে জানি, যখন আমি বহুশত লোকের সভায় ধর্মদেশনা করি, প্রত্যেকে মনে করে : 'শ্রমণ গৌতম আমাকে লক্ষ করিয়াই ধর্মদেশনা করিতেছেন।' অগ্নিবেশ্মন, বিষয়টি এইরূপে দেখিতে নাই। শুধু যথার্থভাবে সত্য বিজ্ঞাপনের জন্য তথাগত অপরের নিকট ধর্মদেশনা করেন। অগ্নিবেশ্মন, বক্ষ্যমাণ বিষয় সমাপ্ত হইতে না হইতেই আমি পূর্বাভ্যস্ত সমাধি-নিমিত্তে অধ্যাত্মে চিত্ত সংস্থিত, সন্নিবিষ্ট, সমাহিত ও একাগ্র করি, যাহাতে নিত্যকাল ওই সমাধিসুখে অবস্থান করিতে পারি। 'মহানুভব গৌতমের, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য বটে, কিন্তু মহানুভব গৌতম ইহা বিশেষভাবে জানেন কি যে তিনি দিবাভাগে নিদ্রিত হন?' অগ্নিবেশ্মন, আমি বিশেষভাবে জানি যে, গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ মাসে ভুক্তাবসানে ভিক্ষান্নসংগ্রহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চতুর্গুণ সঙ্ঘাটি পাতিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া নিদ্রা গিয়াছি। 'হে গৌতম, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ইহাকেই সম্মোহবিহার বলিয়া প্রকাশ করেন।' অগ্নিবেশ্মন, ইহাতে কেহ সংমূঢ় হয় না, অসংমূঢ়ও হয় না। যাহাতে কেহ সংমূঢ় ও অসংমূঢ় হয় তাহা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি বিবৃত করিতেছি। 'তথাস্তু' বলিয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২৭. অগ্নিবেশ্মন, কিরূপে সংমূঢ় হয়? যাহার আসবসমূহ প্রহীন হয় নাই, যে আসব সংক্লেশ উৎপাদন করে, যাহা পুনর্ভবের কারণ, যাহা কষ্টদায়ক, দুঃখই যাহার বিপাক, এবং যাহা ভবিষ্যতে জন্ম, জরা ও মরণ আনয়ন করে, আমি তাহাকেই সংমূঢ় বলিয়া প্রকাশ করি। অগ্নিবেশ্মন, তাহার ওই সকল আসব প্রহীন না হওয়ায় সে সংমূঢ় বলিয়া কথিত হয়। যাঁহার ওই সকল আসব প্রহীন হইয়াছে, তাঁহাকে আমি অসংমূঢ় বলিয়া প্রকাশ করি।

অগ্নিবেশ্মন, তাঁহার ওই সকল আসব প্রহীন হওয়ায় তিনি অসংমূঢ় বলিয়া কথিত হন। অগ্নিবেশ্মন, তথাগতের ওই সকল আসব প্রহীন হইয়াছে, সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নশীর্ষ তালবৃক্ষসদৃশ হইয়াছে, পুনর্ভবহীন হইয়াছে, ভবিষ্যতে উহাদের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অগ্নিবেশ্মন, যেমন তালবৃক্ষ একবার ছিন্নশীর্ষ হইলে পুনরায় বর্ধিত হইতে পারে না তেমনভাবেই তথাগতের ওই সকল আসব প্রহীন হইয়াছে, সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, শীর্ষহীন তালবৃক্ষসদৃশ হইয়াছে, পুনর্ভবরহিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে উহাদের পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই।

২৮. ইহা বিবৃত হইলে নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন, 'আশ্চর্য, হে গৌতম, অদ্ভুত, হে গৌতম, আমি যতই না কেন মহানুভব গৌতমের নিকট থাকিয়া থাকিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়গুলি উপস্থাপিত করিয়া তত্ত্বালোচনা করিয়াছি, তাহাতে সেই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দেহের বর্ণ মার্জিত হইয়াছে, মুখচ্ছবি সুপ্রসন্ন হইয়াছে। হে গৌতম, আমি বিশেষভাবে জানি, যখন আমি পূরণ কাশ্যপের সহিত, মস্করী গোশালের সহিত, অজিত কেশকম্বলের সহিত, ককুদ কাত্যায়নের সহিত, সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্রের সহিত, অথবা নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের সহিত বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছি, তিনি আমার সহিত বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া এক প্রশ্নের উত্তরে অপর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গের বাহিরে চালিত করিয়াছেন এবং (বিষয় সুমীমাংসা না করিয়া) কোপ, দ্বেষ ও বিচলিতভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমণ গৌতমের নিকট থাকিয়া থাকিয়া যতই বক্ষ্যমাণ বিষয় উপস্থাপিত করিয়া তত্ত্বালোচনা করিয়াছি, ইহাতে তাঁহার দেহের বর্ণ মার্জিত এবং মুখচ্ছবি সুপ্রসন্ন হইয়াছে। হে গৌতম, এখন আমার বহু করণীয় কার্য আছে, অনুমতি করিলে আমি যাইতে পারি।' অগ্নিবেশ্মন, কার্য থাকিলে তুমি আসিতে পার।

অনন্তর নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানের উক্তিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, গাত্রোত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

॥ মহাসত্যক-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩৭. ক্ষুদ্রতৃষ্ণাসংক্ষয়-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, পূর্বারামে, মৃগারমাতৃ-প্রাসাদে[১] অনন্তর দেবেন্দ্র শক্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট দেবেন্দ্র শক্র ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, কিসে ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত[২], একান্ত[৩]-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হইতে পারেন?"

২. দেবেন্দ্র, সর্বধর্ম (সকল শ্রোতব্য বিষয়) ভিক্ষু শ্রবণ করেন, অথচ তিনি উহাতে অভিনিবেশ করেন না। তিনি সকল জ্ঞাতব্য বিষয় উচ্চজ্ঞানে জানেন। সকল জ্ঞাতব্য বিষয় উচ্চজ্ঞানে জানিয়া উহাদের অতিক্রমের উপায় পরিজ্ঞাত হন। তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি সুখ, দুঃখ, অথবা না-দুঃখ-না-সুখ, যেকোনো বেদনা অনুভব করেন, ওই বেদনা বিষয়ে অনিত্যানুদর্শী হইয়া, বিরাগানুদর্শী হইয়া, নিরোধানুদর্শী হইয়া ও পরিবিসর্জন-অনুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। ওই বেদনা বিষয়ে এইরূপে অনিত্যানুদর্শী হইয়া, বিরাগানুদর্শী হইয়া, নিরোধানুদর্শী হইয়া ও পরিবিসর্জন-অনুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে ভিক্ষু কিছুতেই এ জগতে আসক্ত হন না, আসক্ত না হওয়ায় তাঁহার পরিত্রাস হয় না, পরিত্রাস না হওয়ায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, তাঁহার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত

---

১. বুদ্ধোপাসিকা ধনঞ্জয়-দুহিতা বিশাখা-নির্মিত বিহারে। শ্রাবস্তীনিবাসী শ্রেষ্ঠী মৃগারের পুত্র পূর্ণবর্ধন কুমারের সহিত বিশাখার বিবাহ হয়। মৃগার পূর্বে নগ্নপ্রব্রজিত আজীবিকগণের (জৈনগ্রন্থানুসারে, জৈনদিগের) উপাসক ছিলেন এবং পরে বিশাখার প্রভাবে বুদ্ধোপাসক হন। পুত্রবধূ হইলেও মৃগার তাঁহাকে উক্ত কারণে মাতৃস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি বৌদ্ধসাহিত্যে মৃগারমাতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নয় কোটি মুদ্রাব্যয়ে শ্রাবস্তীর পূর্বভাগে (অচিরবতী নদীর তীরে) যে সুরম্য বিহার প্রস্তুত করেন তাহাই পূর্বারাম ও মৃগারমাতৃ-প্রাসাদ নামে খ্যাত হয়। বুদ্ধঘোষের বর্ণনানুসারে, ইহা দ্বিতল অট্টালিকা, উপরের তালায় পঞ্চশত ঘর এবং নীচের তালায় পঞ্চসহস্র ঘর। উহাকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া পঞ্চশত দ্বিকূটগৃহ, পঞ্চশত ক্ষুদ্র প্রাসাদ এবং পঞ্চশত দীপঘর ও শালা, চারি মাসে বিহারোৎসব সম্পন্ন হয়। (প-সূ)

২. অর্থাৎ, তৃষ্ণা বা বাসনার পূর্ণক্ষয়ে নির্বাণ লব্ধ হয়, নির্বাণই বিমুক্তচিত্তের আলম্বন হয়। (প-সূ)

৩. 'একান্ত' অর্থে সতত। (প-সূ)

হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে এবং ইহার পর তাঁহাকে পুনরায় মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে না। দেবেন্দ্র, ইহাতেই ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্ত-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হন। অনন্তর দেবেন্দ্র শক্র ভগবানের উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন জানাইয়া ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

৩. সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন ভগবানের অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এই যক্ষ (সুরেন্দ্র)[১] ঠিক অর্থ বুঝিয়া ভগবানের উক্তির অনুমোদন করিলেন কিংবা না বুঝিয়াই অনুমোদন করিলেন? অতএব আমি যক্ষকে পরীক্ষা করিয়া জানিব, তিনি অর্থ বুঝিয়া অনুমোদন করিয়াছেন কিংবা না বুঝিয়াই অনুমোদন করিয়াছেন।' অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন, যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, তেমনভাবেই পূর্বারাম মৃগারমাতৃ-প্রাসাদ হইতে অন্তর্হিত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে আবির্ভূত হইলেন। সেই সময় দেবেন্দ্র শক্র একপুণ্ডরীক নামক উদ্যানে পঞ্চশত তূর্যে[২] সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। দেবেন্দ্র শক্র দূর হইতেই আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নকে আসিতে দেখিলেন, দেখিতে পাইয়া ওই দিব্য পঞ্চশত তূর্য নিস্তব্ধ করিয়া মহামৌদ্গল্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'মারিষ, স্বাগতম, আপনি চিরদিনই অত্রাগমনের প্রয়োজন চিন্তা করিয়াছেন। আপনি উপবেশন করুন, এইস্থানে আপনার আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে।' আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন, দেবেন্দ্র শক্রও নীচতর আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট দেবেন্দ্র শক্রকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন কহিলেন, 'কৌশিক, ভগবান যেরূপে সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্তি লাভের উপায় বিবৃত করিয়াছেন, আমরা সে ধর্মকথা শ্রবণের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করি।' 'মারিষ, আমাদের বহু কর্তব্য, বহু করণীয় কার্য, নিজের কাজ অল্প বটে, কিন্তু এই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের কার্য অনেক, যাহা কিছু সুশ্রুত, সুগৃহীত, সুমনস্কৃত এবং সু-উপধারিত হয়, তাহা

---

১. এ স্থলে 'যক্ষ' শব্দটি বৈশ্রবণ কুবেরের অনুচর যক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

২. এ স্থলে 'তূর্য' অর্থে পঞ্চাঙ্গ তূর্য; যথা : আতত, বিতত, আতত-বিতত, সুষির ও ঘন। (প-সূ) বাৎস্যায়ন কাম-সূত্র মতে, তূর্য চতুরঙ্গ।

তখন তখনোই অন্তর্ধান করে। মারিষ, পূর্বে, সুদূর অতীতে, একবার দেবাসুর-সংগ্রাম বাঁধিয়াছিল; সেই সংগ্রামে দেবতারা জয়ী এবং অসুরগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। মারিষ, ওই দেবাসুর[১]-সংগ্রামে আমি শক্র বিজয় করিয়া, বিজিত-সংগ্রাম হইয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বৈজয়ন্ত নামক প্রাসাদ নির্মাণ করি। এই বৈজয়ন্তপ্রাসাদে, একশত নির্যুহে (দ্বারে) সাতশ সাতশ কূটাগার, এক এক কূটাগারে সাত সাতজন অপ্সরা, এক এক অপ্সরার সাত সাতজন পরিচারিকা। মারিষ, আপনি কি আমাদের বৈজয়ন্তপ্রাসাদের সুরম্যতা দেখিতে ইচ্ছা করেন না?' আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন মৌনভাবে তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। দেবেন্দ্র শক্র এবং বৈশ্রবণ মহারাজ (কুবের) আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়কে পুরোভাগে রাখিয়া বৈজয়ন্তপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্র শক্রের পরিচারিকাগণ দূর হইতে আয়ুষ্মান মৌদ্‌গল্যায়নকে আসিতে দেখিল, দেখিতে পাইয়া তাহারা লজ্জাভরে স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র শক্র ও বৈশ্রবণ মহারাজ (কুবের) আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়নকে বৈজয়ন্তপ্রাসাদ সর্বত্র ঘুরিয়া দেখাইলেন। 'মারিষ, বৈজয়ন্ত প্রাসাদের এই সুরম্যভাব দেখুন, ইহার সমগ্র সুরম্যভাব দেখুন।' "কৌশিক, আপনার ন্যায় পূর্বপুণ্যকৃতের পক্ষে ইহা শোভা পায় বটে, মনুষ্যেরাও যাহা কিছু সুরম্য দেখিতে পায় তাহা দেখিয়া এ কথা বলে— 'অহো, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাগণের পক্ষে শোভা পায় বটে, ইহা পূর্বপুণ্যকৃৎ কৌশিকের শোভা পায়!'" অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়নের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এই যক্ষ অতিশয় প্রমত্ত হইয়াই অবস্থান করেন, অতএব আমি তাঁহার মধ্যে সংবেগ উৎপাদন করিব।' তখন তিনি এমন এক ঋদ্ধিক্রিয়া আরম্ভ করিলেন যাহাতে সেই বৈজয়ন্তপ্রাসাদ তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠভরে কম্পিত, সংকম্পিত ও কম্পমান হইল। দেবেন্দ্র শক্র, বৈশ্রবণ মহারাজ ও ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ আশ্চর্যান্বিত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন : 'অহো, শ্রমণের অত্যাশ্চর্য ঋদ্ধিবল ও অলৌকিক ক্ষমতা, যেহেতু এই দেবভবন তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠভরেই কম্পিত, সংকম্পিত ও কম্পমান হইতেছে!'

৪. অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন দেবেন্দ্র শক্র সংবিগ্ন এবং রোমাঞ্চিত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে কৌশিক, ভগবান সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্তিলাভ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন আমরা সেই ভগবদ্‌বাক্য শ্রবণের অধিকারী হইব বলিয়া আসিয়াছি।' "মারিষ, আমি

---

১. সুমেরু পর্বতের পাদদেশে অসুরভবন এবং মস্তকে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক। (প-সূ)

ভগবানের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দণ্ডায়মান হই। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আমি তাঁহাকে বলি, 'প্রভো, কিসে ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্ত-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হইতে পারেন?' তদুত্তরে ভগবান আমাকে কহিলেন, 'দেবেন্দ্র, যদি সর্বধর্ম, (শ্রোতব্য বিষয়) ভিক্ষু শ্রবণ করেন, অথচ তিনি উহাতে অভিনিবিষ্ট হন না, এইরূপে সর্বধর্ম তাঁহার জ্ঞাত হইলে, তিনি সর্বধর্মের স্বরূপ বিশেষভাবে জানেন; বিশেষভাবে জানিয়া তিনি সর্বধর্ম অতিক্রমের উপায় পরিজ্ঞাত হন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি সুখ ও দুঃখ অথবা না-দুঃখ-না-সুখ, যেকোনো বেদনা অনুভব করেন, ওই বেদনা বিষয়ে অনিত্যানুদর্শী হইয়া, বিরাগানুদর্শী হইয়া, নিরোধানুদর্শী হইয়া ও পরিবিসর্জন-অনুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। ওই বেদনা বিষয়ে এইরূপে অনুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে ভিক্ষু কিছুতেই এ জগতে আসক্ত হন না, আসক্ত না হওয়ায় তাঁহার পরিত্রাস হয় না, পরিত্রাস না হওয়ায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, তাঁহার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে এবং ইহার পর পুনরায় তাঁহাকে আর মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে না। দেবেন্দ্র, ইহাতেই ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্ত-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হন।' মারিষ, এইরূপেই ভগবান সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্তির বিষয় বিবৃত করেন।" অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন দেবেন্দ্র শক্রের বিবৃতিতে আনন্দিত হইয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমনভাবেই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া পূর্বারামে মৃগারমাতৃ-প্রাসাদে আবির্ভূত হইলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরে দেবেন্দ্র শক্রের পরিচারিকাগণ তাঁহাকে কহিল : 'মারিষ, ইনিই কি আপনার সেই ভগবান শাস্তা?' 'না, হে মারিষ, ইনি আমার শাস্তা নহেন, ইনি আমার সব্রহ্মচারী[১] আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন।' 'মারিষ, আপনার যে মহালাভ, মহাসৌভাগ্য যে, আপনার সতীর্থ এত ঋদ্ধিমান ও মহাশক্তিসম্পন্ন। অহো, না জানি আপনার ভগবান শাস্তা কেমন!'

---

১. সতীর্থ বা গুরুভাই।

৫. অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন, 'প্রভো, আপনি কি বিশেষভাবে জানেন যে, আপনি জনৈক মহাশক্তিসম্পন্ন সুরেন্দ্রের (যক্ষের) নিকট সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্তির বিষয় বলিয়াছিলেন?' মৌদ্‌গল্যায়ন, আমি বিশেষভাবে জানি যে, এখানে দেবেন্দ্র শক্র আমার নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবিষ্ট হন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তিনি আমাকে বলেন, 'প্রভো, কিসে ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্ত-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হন?' মৌদ্‌গল্যায়ন, তদুত্তরে আমি দেবেন্দ্র শক্রকে বলি : 'দেবেন্দ্র, যদি সর্বধর্ম (সকল শ্রোতব্য বিষয়) ভিক্ষু শ্রবণ করেন, অথচ তিনি উহাতে অভিনিবিষ্ট হন না, এইরূপে সর্বধর্ম জ্ঞাত হইলে তিনি সর্বধর্মের স্বরূপ বিশেষভাবে জানেন, বিশেষভাবে জানিয়া তিনি সর্বধর্ম পরিত্যাগের উপায় পরিজ্ঞাত হন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি সুখ ও দুঃখ, না-দুঃখ-না-সুখ যেকোনো বেদনা অনুভব করেন, ওই বেদনা বিষয়ে অনিত্যানুদর্শী হইয়া, বিরাগানুদর্শী হইয়া, নিরোধানুদর্শী হইয়া ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। ওই বেদনা বিষয়ে এইরূপে অনিত্যানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করিলে ভিক্ষু কিছুতেই এ জগতে আসক্ত হন না, আসক্ত না হওয়ায় তাঁহার পরিত্রাস হয় না, পরিত্রাস না হওয়ায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, তাঁহার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, এবং ইহার পর পুনরায় তাঁহাকে আর মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে না। দেবেন্দ্র, ইহাতেই ভিক্ষু সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্ত, একান্ত-নিষ্ঠ, একান্ত-যোগক্ষেমী, একান্ত-ব্রহ্মচারী, একান্ত-সাধনাসিদ্ধ এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মত হন।' মৌদ্‌গল্যায়ন, এইরূপেই আমি বিশেষভাবে জানি যে, দেবেন্দ্র শক্রের নিকট আমি সংক্ষেপে তৃষ্ণাসংক্ষয়ে বিমুক্তির বিষয় বলিয়াছি।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন প্রসন্নমনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্রতৃষ্ণাসংক্ষয়-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩৮. মহাতৃষ্ণাসংক্ষয়-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময়ে ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতির এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল : 'আমি ভগবদ্‌দেশিত ধর্ম এইভাবে জানি যে, কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে।' বহুসংখ্যক ভিক্ষু শুনিতে পাইলেন যে, কৈবর্তপুত্র স্বাতির এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে : 'আমি ভগবদ্‌দেশিত ধর্ম এইভাবে জানি যে, কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে।' অনন্তর ওই ভিক্ষুগণ ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতির নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'স্বাতি, সত্যই কি তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে : তুমি ভগবদ্‌দেশিত ধর্ম এইভাবে জান যে, কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে?' 'বন্ধুগণ, আমি ভগবদ্‌দেশিত ধর্ম এইভাবে জানি যে, কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে[১]।' অনন্তর ওই ভিক্ষুগণ ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতিকে এই পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী এবং সমনুভাষী হইয়া সম্যকরূপে জানাইলেন : 'স্বাতি, এমন কথা বলিও না, ভগবানকে নিন্দিত করিও না, ভগবানকে নিন্দিত করা সাধুকার্য নহে, ভগবান কিছুতেই এমন কথা বলিবেন না। স্বাতি, ভগবান কি বহুপ্রকারে এ কথা বলেন নাই যে, বিজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে।' এইরূপে ভিক্ষুগণ সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী ও সমনুভাষী হইয়া সম্যকভাবে বুঝাইলেও, ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি সেই পাপদৃষ্টি আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া বলিতে থাকিলেন : 'বন্ধুগণ, আমি ভগবদ্‌দেশিত ধর্ম এইভাবেই জানি যে, কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে।'

---

১. বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে, স্বাতির ধারণায় পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কেবল বিজ্ঞানই দেহান্তর গমন করিয়া পুনর্জন্মের কারণ হয়, অপর কোনো স্কন্ধ নহে। অর্থাৎ বিজ্ঞানস্কন্ধই বিজ্ঞানাত্মা যাহা সংক্রমিত হয়, সংসারপথে ধাবিত হয়। স্বাতি বলিতে চাহেন যে, বিজ্ঞানস্কন্ধের সংক্রমণ বা দেহান্তর গমন স্বীকার না করিলে পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা করা চলে না। (প-সূ) অপরাপর ভিক্ষুগণের মতে স্বাতি ভগবান বুদ্ধের উক্তির কদর্থ করিয়াই এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছেন এবং ভগবান বুদ্ধও তাঁহাকে ইহার জন্য তিরস্কার করিয়াছেন। বিষয়টি পরিশিষ্টে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

২. ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সেই পাপদৃষ্টি হইতে বিচলিত করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতির এইরূপে পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে যে, তিনি যেভাবে ভগবদ্দেশিত ধর্ম জানেন তাহাতে কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে। এ কথা শুনিতে পাইয়া আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, সত্যই কি স্বাতি, তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে যে, তুমি যেভাবে ভগবদ্দেশিত ধর্ম জান, তাহাতে কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে। ইহা বিবৃত হইলে ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি আমাদিগকে কহিল, বন্ধুগণ, তাহাই বটে। প্রভো, আমরা তাঁহাকে এই পাপদৃষ্টি হইতে বিচলিত করিবার অভিপ্রায়ে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী ও সমনুভাষী হইয়া তাঁহাকে সম্যকভাবে বুঝাই—স্বাতি, এমন কথা বলিও না, ভগবানকে নিন্দিত করিও না, ভগবানকে নিন্দিত করা সাধুকার্য নহে, ভগবান কিছুতেই এ কথা বলিবেন না। স্বাতি, ভগবান কি বহুপ্রকারে এ কথা বলেন নাই যে, বিজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে। প্রভো, তাহা করা সত্ত্বেও ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি সেই পাপদৃষ্টি আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া, উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া বলিতে থাকিল : বন্ধুগণ, আমি ভগবদ্দেশিত ধর্ম এইভাবেই জানি যে কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে। প্রভো, যেহেতু আমরা তাহাকে এই পাপদৃষ্টি হইতে বিচলিত করিতে পারি নাই, আমরা এ বিষয় ভগবানের নিকট নিবেদন করিতেছি।"

৩. ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে ডাকিয়া কহিলেন, ভিক্ষু,তুমি আইস, আমার আদেশে ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতিকে আহ্বান করো, 'স্বাতি, শাস্তা তোমায় আহ্বান করিয়াছেন।' 'তথাস্তু, প্রভো, বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতির নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'স্বাতি, শাস্তা তোমায় আহ্বান করিয়াছেন।' 'তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষু স্বাতি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কৈবর্তপুত্র স্বাতিকে ভগবান কহিলেন, 'সত্যই কি, স্বাতি, তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে যে, তুমি মদুপদিষ্ট ধর্ম যেভাবে জান তাহাতে কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, অন্য কিছুই নহে?' 'প্রভো, তাহাই বটে।' স্বাতি, সেই বিজ্ঞান কী? 'প্রভো, যাহা বক্তা ও বেদক, এবং যাহা তত্র

তত্র কল্যাণ ও পাপকর্মের বিপাক ভোগ করে।'[১] 'মূর্খ, এইরূপ ধর্মমত উপদেশ দিয়াছি তুমি কাহার নিকট হইতে জানিলে? আমি কি বহুপ্রকারে এ কথা বলি নাই যে, বিজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে, অথচ তুমি নিজে ইহার কদর্থ করিয়া আমাকেও নিন্দিত করিতেছ, নিজেরও সর্বনাশের জন্য গর্ত খনন করিতেছ, বহু অপুণ্যও প্রসব করিতেছ। তাহা যে তোমার পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে।'

৪. অনন্তর ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে করো যে, ইহা দ্বারা ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি এই ধর্মবিনয়ে উষ্মীকৃত (উদ্দীপ্ত) হইয়াছে?' 'প্রভো, কিরূপে হইবে, তাহা যে সম্ভব নহে।' ইহা বিবৃত হইলে ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি তূষ্ণীম্ভূত ও মঙ্কুভূত হইয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, অধোবদনে আপন দুর্বুদ্ধিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে নির্বাক হইয়া রহিলেন। ভগবান ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি এই অবস্থায় আছেন জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'মূর্খ, তুমি নিজ পাপদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইবে। এখন আমি অপর ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিতেছি।' অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মদুপদিষ্ট এমন কোনো ধর্মমত জান, যাহা ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি নিজে কদর্থ করিয়া আমাকে নিন্দিত করিতেছে, নিজের সর্বনাশের জন্য গর্ত খনন করিতেছে এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছে?' 'প্রভো, তাহা আমরা জানি না। প্রভো, (আমরা জানি যে,) ভগবান আমাদিগকে বহুপ্রকারে এ কথা বলিয়াছেন : বিজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে।' 'সাধু, সাধু! হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপে মদুপদিষ্ট ধর্ম জান যে, আমি বহুপ্রকারে তোমাদিগকে বলিয়াছি, বিজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে। অথচ ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতি ইহার কদর্থ করিয়া আমাকে নিন্দিত করিতেছে, নিজের সর্বনাশের জন্য গর্ত খনন করিতেছে এবং বহু অপুণ্য প্রসব করিতেছে। তাহা যে এই মোঘপুরুষের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে।'

৫. হে ভিক্ষুগণ, যে যে ইন্দ্রিয়বশে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সেই সেই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। যদি চক্ষু-ইন্দ্রিয়বশে (চক্ষু-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) রূপে

---

১. বিজ্ঞান শব্দে স্বাতি বুঝিয়াছিলেন, যাহা বক্তা ও বেদক এবং জন্ম-জন্মান্তরে স্বকৃত কর্মের ফলাফল ভোগ করে, অর্থাৎ যাহা বক্তা, বেত্তা ও কর্মের ফলভোক্তা। পালি—কতমং তং সাতি বিঞ্ঞাণন্তি? য্বাযং, ভন্তে, বদো বেদেয্যো তত্র তত্র কল্যাণপাপকানং কম্মানং বিপাকং পটিসংবেদেতীতি। বিশদ আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট দ্র.।

বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা চক্ষুবিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি শ্রবণেন্দ্রিয়বশে শব্দে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা শ্রোত্রবিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়বশে গন্ধে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা ঘ্রাণবিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি জিহ্বা-ইন্দ্রিয়বশে রসে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা জিহ্বাবিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি কায় বা ত্বগিন্দ্রিয়বশে স্পর্শে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা কায়বিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যদি মনিন্দ্রিয়বশে মনোগ্রাহ্য ধর্মে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে ইহা মনোবিজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হয়। যেমন যে যে উপাদানহেতু অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহা সেই সেই উপাদানের নাম প্রাপ্ত হয়, কাষ্ঠ-সাহায্যে প্রজ্বলিত হইলে কাষ্ঠাগ্নি, শকল-সাহায্যে প্রজ্বলিত হইলে শকলাগ্নি, তৃণ-সাহায্যে প্রজ্বলিত হইলে তৃণাগ্নি, গোময়-সাহায্যে প্রজ্বলিত হইলে গোময়াগ্নি, তুষ-সাহয্যে প্রজ্বলিত হইলে তুষাগ্নি এবং সংকর-সাহায্যে প্রজ্বলিত হইলে সংকরাগ্নি বলিয়া কথিত হয়, তেমন যে যে ইন্দ্রিয়বশে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়, চক্ষু-ইন্দ্রিয়বশে রূপে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রবণেন্দ্রিয়বশে শব্দে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণেন্দ্রিয়বশে গন্ধে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়বশে রসে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা জিহ্বাবিজ্ঞান, ত্বগিন্দ্রিয়বশে স্পর্শে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা কায়বিজ্ঞান এবং মনিন্দ্রিয়বশে ধর্মে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা মনোবিজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিতে পাও কি যে, ইহা সম্ভূত হইয়াছে? 'হাঁ প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিতে পাও কি যে, যাহা সম্ভূত তাহা আহার-সম্ভূত? 'হাঁ প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহাও দেখিতে পাও কি যে, যাহা আহার-সম্ভূত তাহা আহার-নিরোধে নিরোধধর্মী? 'হাঁ প্রভো।' ইহা সম্ভূত হইয়াছে কি হয় নাই, এই শঙ্কা হইতেই তো বিচিকিৎসা (সংশয়) উৎপন্ন হয়? 'হাঁ প্রভো।' ইহা আহার-সম্ভূত কিংবা আহার-সম্ভূত নহে, এই শঙ্কা হইতেই বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়? 'হাঁ প্রভো।' যাহা আহার-সম্ভূত তাহা আহার-নিরোধে নিরুদ্ধ হয় বা হয় না, এই শঙ্কা হইতেই বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়? 'হাঁ প্রভো।' ইহা যে সম্ভূত হইয়াছে তাহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিলে তদ্‌বিষয়ে যাহা বিচিকিৎসা তাহা প্রহীন হয় তো? 'হাঁ প্রভো।' ইহা যে আহার-সম্ভূত তাহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিলে তদ্‌বিষয়ে যাহা বিচিকিৎসা তাহা প্রহীন হয় তো? 'হাঁ প্রভো।' যাহা আহার-সম্ভূত তাহা আহার-নিরোধে নিরুদ্ধ হয়, ইহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা

দর্শন করিলে তদ্‌বিষয়ে যাহা বিচিকিৎসা তাহা প্রহীন হয় তো? 'হাঁ প্রভো।' ইহা যে সম্ভূত হইয়াছে, এই বিষয়ে তোমাদের বিচিকিৎসা নাই তো? 'নাই, প্রভো।' ইহা যে আহার-সম্ভূত এই বিষয়ে তোমাদের বিচিকিৎসা নাই তো? 'নাই, প্রভো।' আহার-নিরোধে যাহা আহার-সম্ভূত তাহা নিরুদ্ধ হয়, এই বিষয়ে তোমাদের বিচিকিৎসা নাই তো? 'নাই, প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ ইহা যে সম্ভূত তাহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের সুদৃষ্ট হইয়াছে তো? 'হাঁ প্রভো।' ইহা যে আহার-সম্ভূত তাহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের সুদৃষ্ট হইয়াছে তো? 'হাঁ প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, আহার-নিরোধে যাহা আহার-সম্ভূত তাহা নিরুদ্ধ হয়, ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের সুদৃষ্ট হইয়াছে তো? 'হাঁ প্রভো'। হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা এইরূপে পরিশুদ্ধ এবং পরিমার্জিত দৃষ্টিতে (ধর্মবিশ্বাসে) লীন হও, ক্রীড়াশীল হও, নিজেকে ধনী মনে করো, আমার বলিয়া জ্ঞান করো, তাহা হইলে তোমরা সম্যক জানিবে কি যে, কুল্লোপমায় উপদিষ্ট ধর্ম নিস্তারের জন্য, আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নহে? 'না, প্রভো, তাহা নিশ্চয় জানিব না।' হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা এইরূপে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত দৃষ্টিতে লীন না হও, ক্রীড়াশীল না হও, নিজেকে ধনী মনে না করো, আমার বলিয়া জ্ঞান না করো, তাহা হইলে তোমরা যথার্থ জানিবে না কি যে, কুল্লোপমায় উপদিষ্ট ধর্ম নিস্তারের জন্য, আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নহে? 'হাঁ প্রভো।'

৭. হে ভিক্ষুগণ, এই চতুর্বিধ আহার জীবভূত সত্ত্বগণের স্থিতি অথবা ভাবী সত্ত্বগণের উৎপত্তির অনুকূলতার জন্য। চতুর্বিধ আহার কী কী? প্রথম, কবলীকৃত আহার, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম; দ্বিতীয়, স্পর্শ; তৃতীয়, মনঃসঞ্চেতনা; চতুর্থ, বিজ্ঞান। হে ভিক্ষুগণ, এই চতুর্বিধ আহারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? তৃষ্ণাই ইহাদের নিদান, তৃষ্ণা হইতেই ইহাদের সমুদয়, তৃষ্ণা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি, তৃষ্ণা হইতেই ইহাদের প্রভূতি। এই তৃষ্ণার নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? তৃষ্ণার নিদান বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণার সমুদয়, বেদনা হইতেই তৃষ্ণার উৎপত্তি, বেদনা হইতেই তৃষ্ণার প্রভূতি। বেদনার নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? বেদনার নিদান স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনার সমুদয়, স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি, স্পর্শ হইতে বেদনার প্রভূতি। স্পর্শের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? স্পর্শের নিদান ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শের সমুদয়, স্পর্শের উৎপত্তি ও প্রভূতি। ষড়ায়তনের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? ষড়ায়তনের নিদান নামরূপ,

নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের সমুদয়, উৎপত্তি ও প্রভূতি। নামরূপের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? নামরূপের নিদান বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপের সমুদয়, উৎপত্তি ও প্রভূতি। বিজ্ঞানের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? বিজ্ঞানের নিদান সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞানের সমুদয়, উৎপত্তি ও প্রভূতি। সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? সংস্কারের নিদান অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতেই সংস্কারের সমুদয়, উৎপত্তি ও প্রভূতি। অবিদ্যার নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, প্রভূতিই বা কী? হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে অবিদ্যাহেতু সংস্কার, সংস্কারহেতু বিজ্ঞান, বিজ্ঞানহেতু নামরূপ, নামরূপহেতু ষড়ায়তন, ষড়ায়তনহেতু স্পর্শ, স্পর্শহেতু বেদনা, বেদনাহেতু তৃষ্ণা, তৃষ্ণাহেতু উপাদান, উপাদানহেতু ভব, ভবহেতু জন্ম, জন্মহেতু জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য সম্ভূত হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

৮. জন্মহেতু জরা-মরণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—জন্মহেতু জরা-মরণ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, জন্মহেতু জরা-মরণ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' ভবহেতু জন্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—ভবহেতু জন্ম অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, ভবহেতু জন্ম, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' উপাদানহেতু ভব, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—উপাদানহেতু ভব অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, উপাদানহেতু ভব, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' তৃষ্ণাহেতু উপাদান, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—তৃষ্ণাহেতু উপাদান অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, তৃষ্ণাহেতু উপাদান, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' বেদনাহেতু তৃষ্ণা, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—বেদনাহেতু তৃষ্ণা অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, বেদনাহেতু তৃষ্ণা, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' স্পর্শহেতু বেদনা, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—স্পর্শহেতু বেদনা অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, স্পর্শহেতু বেদনা, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' ষড়ায়তনহেতু স্পর্শ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—ষড়ায়তনহেতু স্পর্শ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, ষড়ায়তনহেতু স্পর্শ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' নামরূপহেতু ষড়ায়তন, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে

ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—নামরূপহেতু ষড়ায়তন অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, নামরূপহেতু ষড়ায়তন, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' বিজ্ঞানহেতু নামরূপ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—বিজ্ঞানহেতু নামরূপ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, বিজ্ঞানহেতু নামরূপ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' সংস্কারহেতু বিজ্ঞান, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—সংস্কারহেতু বিজ্ঞান অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, সংস্কারহেতু বিজ্ঞান, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' অবিদ্যাহেতু সংস্কার, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—অবিদ্যাহেতু সংস্কার অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, অবিদ্যাহেতু সংস্কার, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।'

৯. সাধু, সাধু! হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এ কথা বলো, আমিও এ কথা বলি : ইহা বিদ্যমান থাকিলে তাহা উৎপন্ন হয়, ইহার উৎপত্তিতে তাহা উৎপন্ন হয়[১]; যথা : অবিদ্যাহেতু সংস্কার, সংস্কারহেতু বিজ্ঞান, বিজ্ঞানহেতু নামরূপ, নামরূপহেতু ষড়ায়তন, ষড়ায়তনহেতু স্পর্শ, স্পর্শহেতু বেদনা, বেদনাহেতু তৃষ্ণা, তৃষ্ণাহেতু উপাদান, উপাদানহেতু ভব, ভবহেতু জন্ম, জন্মহেতু জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য সম্ভূত হয়।•

১০. জন্ম-নিরোধে জরামরণ-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—জন্ম-নিরোধে জরামরণ-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, জন্ম-নিরোধে জরামরণ-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' উপাদান-নিরোধে ভবনিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে

---

১. পালি—অস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্সুপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি। উদান-গ্রন্থের ১ম বোধিসুত্ত-এর বর্ণনায় ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুলোম-সূত্র। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে অবিদ্যাদি প্রত্যয় (কারণ) বিদ্যমান থাকিলে সংস্কারাদি ফল (কার্য) ঘটে। (প-সূ) বিশদ ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

• মূলে অবিজ্জাযত্বেব অসেস-বিরাগ-নিরোধা সঙ্খার-নিরোধো ইত্যাদি। এই অতিরিক্ত পাঠ আছে। প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুলোম-সূত্রের সহিত ইহার কোনো সামঞ্জস্য নাই, প্রতিলোম-সূত্রের সহিতই আছে। অতএব এ স্থলে অতিরিক্ত পাঠের সমাগম ভুলেই হইয়া থাকিবে।

ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।' অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে তোমাদের কী ধারণা হয়—অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ অথবা তাহা নহে? 'প্রভো, অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, এ স্থলে ইহাই আমাদের ধারণা হয়।'

১১. সাধু, সাধু, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এ কথা বলো, আমিও এ কথা বলি, ইহা বিদ্যমান না থাকিলে তাহা হয় না, ইহার নিরোধে তাহা নিরুদ্ধ

হয়[১]; যথা : অবিদ্যা-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরামরণ, শোক-পরিদেবন, দুঃখ-দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

১২. হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে (বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও নিরোধ) জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি পূর্বান্তের প্রতি ধাবিত হইবে[২] : 'আমরা কি সুদীর্ঘ অতীতে ছিলাম কিংবা ছিলাম না, তখন আমরা কী ছিলাম, কিভাবে ছিলাম, কী হইতে পরে কী হইয়াছিলাম?' 'না প্রভো, হইব না।' হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে (বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও নিরোধ) জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি অপরান্তের প্রতি ধাবিত হইবে[৩] : 'আমরা কি সুদীর্ঘ অনাগতে থাকিব কিংবা থাকিব না, কী হইয়া থাকিব, কিভাবে থাকিব, কী হইতে কী হইব?' 'না প্রভো, হইব না।' হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে (বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও নিরোধ) জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) সম্বন্ধে অধ্যাত্মে কথংকথিক (জিজ্ঞাসক) হইবে : 'আমি কি এখন আছি কিংবা নাই, কী হইয়া আছি, কিভাবে আছি, সত্তা (সত্ত্ব) কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় বা যাইব?' 'না প্রভো, হইব না।' তোমরা কি এ কথা বলিবে : 'শাস্তা আমাদের গুরু, তাঁহার গৌরবরক্ষার জন্যই আমরা এ কথা বলিতেছি?' 'না প্রভো, বলিব না।' হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ও দেখিয়া[৪] তোমরা কি এ কথা বলিবে :'শ্রমণ এ কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার বাক্যে সম্মতি দিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি।' 'না প্রভো, বলিব না।' হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি অপর কোনো শাস্তা অন্বেষণ করিবে?

---

১. পালি—ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতীতি। উদান-গ্রন্থের দ্বিতীয় বোধিসুত্ত-এর বর্ণনায়, ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রতিলোম-সূত্র। ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

২. অর্থাৎ, অতীত বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হইবে। 'পূর্বান্ত' অর্থে পূর্বকোটি, পূর্বসীমা, দীঘনিকায়-এর ব্রহ্মজালসুত্ত দ্র.। বুদ্ধঘোষের মতে, পূর্বান্ত অর্থে পূর্বাংশ, অতীত স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তনাদি। (প-সূ)

৩. অর্থাৎ, অনাগত বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হইবে।

৪. বিদর্শন-জ্ঞানদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রজ্ঞানেত্রে দেখিয়া।

'না প্রভো, করিব না।' হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিষয়টি জানিয়া ও দেখিয়া তোমরা কি বিভিন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে-সকল ব্রতাচরণ, দৃষ্টি-কৌতূহল[১] ও মঙ্গলামঙ্গল-ধারণা[২] প্রচলিত আছে তাহা সারবস্তু বলিয়া প্রতিগ্রহণ করিবে? 'না প্রভো, করিব না।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা স্বয়ং যাহা জ্ঞাত হইয়াছ, দর্শন করিয়াছ ও বিদিত হইয়াছ, তাহাই তো তোমরা বলিবে? 'হাঁ প্রভো।' সাধু, সাধু। হে ভিক্ষুগণ, যে-ধর্ম সান্দৃষ্টিক (প্রত্যক্ষজীবনে ফলপ্রদ), অকালিক (যাহার জন্য কালাকাল নির্দিষ্ট নাই), 'এস, দেখ' যাহার মূলবাণী, যাহা মুক্তি-অভিমুখী এবং বিজ্ঞগণের নিকট স্বসংবেদ্য, মৎকর্তৃক তোমরা উহাতেই উপনীত হইয়াছ। হে ভিক্ষুগণ, মৎপ্রবর্তিত ধর্ম সান্দৃষ্টিক, অকালিক, 'এস, দেখ' ইহার মূলবাণী, ইহা মুক্তি-অভিমুখী এবং বিজ্ঞগণের নিকট স্বসংবেদ্য। এইরূপে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, এই কারণেই সমস্ত উক্ত হইয়াছে।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, তিনের সংযোগে গর্ভসঞ্চার হয়। মাতাপিতার দৈহিক মিলন হইল, অথচ মাতা ঋতুমতী হইলেন না, এবং গন্ধর্বও উপস্থিত হইল না, তাহা হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না। মাতাপিতার দৈহিক মিলন হইল, মাতাও ঋতুমতী হইলেন,[৩] অথচ গন্ধর্ব[৪] উপস্থিত হইল না, তাহা হইলেও গর্ভসঞ্চার হয় না। মাতাপিতার দৈহিক মিলন হইল, মাতা ঋতুমতী হইলেন, গন্ধর্বও উপস্থিত হইল, সে ক্ষেত্রেই এই তিনের সংযোগে গর্ভসঞ্চার হয়। জননী নয় কিংবা দশ মাস জীবন সংশয় করিয়া অতিকষ্টে গুরুভার বহন করিয়া স্বীয় কুক্ষিতে গর্ভধারণ করেন। তিনি জীবন সংশয় করিয়া অতিকষ্টে গুরুভার বহন করিয়া গর্ভধারণ করিয়া নয় কিংবা দশ মাস পরে সন্তান প্রসব করেন

---

১. অর্থাৎ, কৌতূহলোদ্দীপক, কৌতুকাবহ বিশ্বাস, ধর্ম ও দার্শনিক মত।

২. কোনো সময়ে ও কোনো স্থানে কোনো বস্তুর দর্শন, শ্রবণ অথবা স্পর্শ শুভ কিংবা অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে কুসংস্কার। (প-সূ)

৩. এ স্থলে বুদ্ধঘোষ প্রচলিত ধারণাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, গর্ভসঞ্চারযোগ উপস্থিত হইলে জননীর গর্ভাশয় হইতে প্রচুর রজ নির্গত হয় এবং তাহাতে গর্ভাশয় পরিষ্কৃত হয়। ঋতুমতী হইবার পর সাতদিন পর্যন্ত গর্ভসঞ্চারের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে। এই সময় স্বামীসহবাস ব্যতীত, শুধু নাভিমর্দনাদি দ্বারাও গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। (প-সূ) মূলে স্বামীসহবাসের কথাই আছে।

৪. 'গন্ধর্ব' অর্থে স্বীয় প্রাক্তন বা কর্মবশে জন্মগ্রহণকারী সত্ত্ব। জনক-জননীর দৈহিক মিলনের সুযোগ লইয়াই গন্ধর্ব মাতৃজঠরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভসঞ্চার করে। (প-সূ) ইহাও এ দেশের চিরপ্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানুসারে, যদি গর্ভ উৎপাদনে সমর্থ পুরুষের শুক্র গন্তব্যস্থানে উপনীত হয়।

এবং জাত সন্তানকে দেহের শোণিতে পোষণ করেন।

১৪. হে ভিক্ষুগণ, আর্যবিনয়ে মাতৃস্তন্যই মাতৃদেহের শোণিত। সেই শিশু ক্রমে বর্ধিত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়ের পরিপক্বতা লাভ করিয়া কুমারোচিত ক্রীড়ায় রত হয়। ক্রীড়া; যথা : বক্র বা ক্ষুদ্র লাঙল লইয়া ক্রীড়া, ঘটিকা বা যষ্টিক্রীড়া, মোক্ষচিক বা ডিগবাজি, চিঙ্গুলক বা ফড়ফড়ি,[1] পত্রাঢ়ক বা পাতা দ্বারা বস্তু পরিমাণ, রথক্রীড়া এবং ধনুক্রীড়া। সে বালক ক্রমে বর্ধিত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপক্বতা লাভ করিয়া পঞ্চকামগুণে সমর্পিত এবং সমঙ্গীভূত হইয়া বিচরণ করে। পঞ্চকামগুণ; যথা : চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, এবং কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ যাহা কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কাম-উপসংহিত, মনোরঞ্জক ও প্রীতিকর। সে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া চক্ষুগ্রাহ্য প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত হয়, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয়, কায়গতস্মৃতি উপস্থাপিত না হওয়ায় লঘুচেতা হইয়া অবস্থান করে, সে চেতোবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না যাহাতে নিরবশেষে সর্ব পাপ অকুশল ধর্ম নিরুদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে সে অনুরোধ-বিরোধ[2] যেকোনো বেদনা অনুভব করে, তাহাতে অভিনন্দিত হয় ও উল্লাস প্রকাশ করে, এবং তাহাতে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিবার ফলে নন্দিরাগ উৎপন্ন হয়। বেদনা-সম্পর্কে যাহা নন্দি, তাহাই উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম এবং জন্ম হইতে জরামরণ, শোক-পরিদেবন, দুঃখ-দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য সম্ভূত হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

১৫.[3] হে ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহজগতে আবির্ভূত হন, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, জীবলোক, দেবাখ্য ও অপরাপর মনুষ্যগণসহ এই (সমগ্র) জগৎ স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত, তিনি সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ

---

১. ইহা তালপাতাদ্বারা নির্মিত। বায়ুচালিত হইয়া ইহা 'ফড়ফড়' বা 'পটপট' শব্দে ঘুরিতে থাকে।

২. 'অনুরোধ' অর্থে অনুরাগ এবং 'বিরোধ' অর্থে দ্বেষ। (প-সূ)

৩. ১৫ হইতে ১৮ পর্যন্ত ক্ষুদ্র-হস্তিপদোপম-সূত্রের অনুরূপ, পৃ. ২০৩–২১২ দ্র.।

ব্রহ্মচর্যই প্রকাশ করেন। সেই ধর্ম কোনো এক গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্র অথবা অপর কোনো কুলে জাত ব্যক্তি শ্রবণ করেন। তিনি সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন। তিনি ওই শ্রদ্ধাসম্পদে সমন্বিত হইয়া এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ করেন : "গৃহবাস সবাধ, রাগরজাকীর্ণ পথ; প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত-আকাশতুল্য, গৃহে বাস করিয়া একান্ত-পরিপূর্ণ, একান্ত-পরিশুদ্ধ, 'শঙ্খ-লিখিত' ব্রহ্মচর্য আচরণ সুকর নহে, অতএব আমার পক্ষে কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।" তিনি পরবর্তীকালে অল্প অথবা মহাভোগৈশ্বর্য, অল্প অথবা মহাজ্ঞাতি-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহাচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন।

১৬. তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুগণের অনুযায়ী শিক্ষা ও বৃত্তি সমাপন্ন হইয়া প্রাণিহত্যা পরিত্যাগপূর্বক প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন; দণ্ড-বিরহিত ও শস্ত্র-বিরহিত হইয়া তিনি প্রাণিহত্যা বিষয়ে লজ্জিত, জীবের প্রতি দয়াশীল এবং সর্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন। অদত্ত-আদান, (চৌর্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি অদত্ত-আদান হইতে প্রতিবিরত হন; (শুধু) দত্তগ্রাহী ও দত্ত-প্রত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া তিনি সদ্ভাবে ও শুদ্ধান্তঃকরণে বিচরণ করেন। অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি ব্রহ্মচারী হন, পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, লোক-আচরিত মৈথুন হইতে তিনি বিরত হন। মৃষাবাদ হইতে প্রতিবিরত হন; সত্যবাদী ও সত্যসন্ধ হইয়া তিনি সত্যে স্থিত, লোকের বিশ্বাসভাজন ও জনগণের পক্ষে অবিসংবাদী হন। পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন; এ স্থান হইতে শুনিয়া তিনি অন্যত্র ভেদ ঘটাইবার জন্য কিছু বলেন না; অন্যত্র শুনিয়া তিনি এস্থানে ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য কিছু বলেন না; এইরূপে তিনি বিচ্ছিন্নের মধ্যে মিলনকর্তা, মিলিতের মধ্যে উৎসাহদাতা, ঐক্যগ্রাহী, ঐক্যরত ও ঐক্যানন্দি হইয়া ঐক্যকর বাক্য বলেন। পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া, তিনি পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন; যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, বহুজন-কান্ত, বহুজন-মনোজ্ঞ তিনি সেইরূপ বাক্যই বলেন। সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন; তিনি 'কালবাদী', 'ভূতবাদী', 'অর্থবাদী', 'ধর্মবাদী', 'বিনয়বাদী'; তিনি যথাকালে উপমার সহিত নিধানযোগ্য বাক্য বলেন যাহা সমাপ্ত এবং অর্থযুক্ত। তিনি বীজগ্রাম ও

ভূতগ্রাম ছেদনাদি কার্য হইতে প্রতিবিরত হন, একাহারী হইয়া রাত্রিভোজন ও বিকালভোজন হইতে বিরত হন। তিনি নৃত্যগীত ও বাদিত্রাদি কৌতূহলোদ্দীপক দর্শন হইতে প্রতিবিরত হন; ধারণ-মণ্ডণ-বিভূষণ-উপকরণ মালা, গন্ধ ও বিলেপন হইতে প্রতিবিরত হন; উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা ব্যবহার হইতে প্রতিবিরত হন; জাতরূপ ও রজত প্রতিগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন; অপক্ব ধান্য, অপক্ব মাংস, স্ত্রী, কুমারী, দাস, দাসী, অজ, মেষ, কুক্কুট, শূকর, হস্তী, গো, অশ্ব, বাড়ব, ক্ষেত্র ও বাস্তু প্রতিগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন; নীচ দৌত্যকার্য হইতে প্রতিবিরত হন; ক্রয়বিক্রয় কার্য হইতে প্রতিবিরত হন; তুলাকূট, কাংস্যকূট ও মানকূট হইতে প্রতিবিরত হন; উৎকোচ-গ্রহণ, প্রতারণা এবং মায়া ও কুহকবশে বঞ্চনাদি কার্য হইতে প্রতিবিরত হন; ছেদন, বধ, বন্ধন, আতঙ্ক-উৎপাদন, বিলোপ-সাধন ও সাহসিক কার্য হইতে প্রতিবিরত হন। তিনি মাত্র দেহাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন, তিনি (স্বেচ্ছায়) যেখানে সেখানে গমন করেন, (ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি ভিক্ষুর ব্যবহার্য অষ্টবস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। যেমন পক্ষী-শকুন (স্বেচ্ছায়) যেখানে সেখানে উড়িয়া যায়, মাত্র আপন পক্ষ-তুণ্ডাদি সম্বল করিয়া উড়িয়া যায়, তেমনভাবেই ভিক্ষু মাত্র দেহাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন লইয়া সন্তুষ্ট হন, যখন যেখানে (স্বেচ্ছায়) গমন করেন (তাঁহার ব্যবহার্য অষ্টবস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যান। তিনি এইরূপ আর্য, নির্দোষ, শ্রেষ্ঠশীলসমষ্টিতে সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অনবদ্য সুখ অনুভব করেন।

১৭. তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করিয়া (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ) নিমিত্তগ্রাহী এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে) কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী হন না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভমূল) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয় তিনি উহার সংযমের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় (ত্বক) এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। তিনি এইরূপে আর্য ইন্দ্রিয়সংবর (ইন্দ্রিয়সংযম) দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অক্লেশব্যাপ্ত (অপাপসিক্ত, ক্লেশবিরহিত) সুখ অনুভব করেন।

১৮. তিনি অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সংকোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্রত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে,

তূষ্ণীভাবে, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি এইরূপ আর্যশীল-সমষ্টি, এইরূপ আর্য ইন্দ্রিয়-সংযম এবং এইরূপ আর্য স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া অরণ্য, বৃক্ষমূল (তরুতল), পর্বত কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত আকাশতল ও পলালপুঞ্জের (তৃণকুটিরের) ন্যায় নির্জন শয্যাসন ভজনা (অভ্যাস) করেন। তিনি ভিক্ষান্নসংগ্রহ করিয়া ভোজনশেষে (বিহারে) ফিরিবার সময় পর্যঙ্কবন্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া), দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া, পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি ইহজগতে অভিধ্যা (লোভ, অনুরাগ, কামচ্ছন্দ) পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যা-বিগত চিত্তে বিচরণ করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ব্যাপাদ (ক্রোধ) এবং দ্বেষপ্রকোপ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন, ব্যাপাদ এবং দ্বেষপ্রকোপ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য, দেহ ও মনের জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত, আলোক-সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া বিচরণ করেন, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনুদ্ধত এবং অধ্যাত্মে উপশান্ত-চিত্ত হইয়া বিচরণ করেন, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ এবং কুশল ধর্মবিষয়ে অকথংকথিক (অজিজ্ঞাসক) হইয়া বিচরণ করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

১৯. তিনি চিত্তের উপক্লেশ এবং প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চনীবরণ পরিহার করিয়া সর্ব কাম্যবস্তু হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষারভাবে অবস্থান করিয়া, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করিয়া আর্যগণ যে ধ্যান-স্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান-স্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ

ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন।

২০. তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া চক্ষুগ্রাহ্য প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত হন না, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হন না, কায়গতস্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া অপ্রমেয় চিত্তে অবস্থান করেন, এবং সেই চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানেন যাহাতে নিরবশেষে তাঁহার পাপ অকুশল ধর্ম নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে তিনি অনুরোধ-বিরোধবিহীন, রাগদ্বেষহীন হইয়া সুখ-দুঃখ অথবা না-দুঃখ-না-সুখ যেকোনো বেদনা অনুভব করেন, তাহাতে অভিনন্দিত, উল্লসিত ও নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন না। তাহাতে অভিনন্দিত, উল্লসিত ও নিমগ্ন হইয়া অবস্থান না করায় বেদনাবিষয়ে যাহা নন্দিরাগ তাহা নিরুদ্ধ হয়, নন্দি-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরামরণ, শোক-পরিদেবন, দুঃখ-দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে সর্ব দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহাকে সংক্ষেপে উপদিষ্ট তৃষ্ণাসংক্ষয়-বিমুক্তি[১] এবং ভিক্ষু কৈবর্তপুত্র স্বাতিকে মহাতৃষ্ণাজালে, মহাতৃষ্ণাসংঘাটে আবদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া অবধারণ করো।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাতৃষ্ণাসংক্ষয়-সূত্র সমাপ্ত ॥

৩৯. মহা-অশ্বপুর-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান অঙ্গরাজ্যে[২] অবস্থান করিতেছিলেন, অশ্বপুর নামক অঙ্গনিগমে[৩]। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে

---

১. ভগবান স্বয়ং সূত্রের নামকরণ করিয়াছেন। তদনুসারে ইহার নাম : 'তৃষ্ণাসংক্ষয়-বিমুক্তি।'

২. অঙ্গ রাজকুমারগণের বাসস্থান বলিয়া অঙ্গরাজ্য অঙ্গ নামে অভিহিত হয়। (প-সূ) বুদ্ধের সময়ে অঙ্গরাজ্য মগধরাজ্যভুক্ত হয়। জৈন গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে তখন শ্রেণিক বিম্বিসার পুত্র কূণিক-অজাতশত্রুই অঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন।

৩. অশ্বপুর অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত শহরবিশেষ। (প-সূ)

ভিক্ষুগণ।' 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, জনসমাজ তোমাদিগকে শ্রমণ বলিয়া জানে, এবং তোমাদিগকে কেহ 'আপনারা কে?' প্রশ্ন করিলেও তোমরা নিজেকে শ্রমণ বলিয়াই পরিচয় দাও। 'শ্রমণ নামে অভিহিত এবং শ্রমণ নামেই পরিচিত ব্যক্তিগণের শ্রমণকর ও ব্রাহ্মণকর যে-সকল প্রতিপাল্য ধর্ম আছে তৎসমস্ত সম্যকভাবে গ্রহণ করিয়া চলিব; এইরূপেই আমাদের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞাও সত্য হইবে, আমাদের কৃত প্রতিজ্ঞাও যথার্থ হইবে। আমরা যাঁহাদের দান হইতে চীবর, ভিক্ষান্ন, শয়নাসন, রোগীপথ্য ও ভৈষজ্যোপকরণ উপভোগ করিব, আমাদের প্রতি কৃতসৎকার তাঁহাদের পক্ষে মহাফলপ্রসূ এবং অভীপ্সিত ফল প্রদান করিবে এবং আমাদের পক্ষেও গৃহীত প্রব্রজ্যা ফলপ্রসূ, সফল ও সার্থক হইবে।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণকর ধর্ম[১] ও ব্রাহ্মণকর ধর্ম[২] কী কী? 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইব।' এইরূপেই তোমরা শিক্ষা করিবে। তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে : 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত)[৩] হইয়াছি। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, আমরা এ পর্যন্ত সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, ইহার অধিক আমাদের কিছু করিবার নাই,' এবং তাহাতেই তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যার্থী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীন হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? 'আমাদের কায়সমাচার (শিষ্টাচার)[৪] পরিশুদ্ধ, উত্তান (প্রকট), বিবৃত, নিশ্ছিদ্র এবং সংযত হইবে।

---

১. যাঁহার পাপসমূহ শমিত হইয়াছে তিনি শ্রমণ। শ্রমণকর ধর্ম ত্রিবিধ; যথা : অধিশীল-শিক্ষা, অধিচিত্ত-শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা। (প-সূ)

২. যাঁহার পাপসমূহ অতিবাহিত হইয়াছে তিনি ব্রাহ্মণ। (প-সূ) ব্রাহ্মণকর ধর্ম সম্বন্ধে (জানতে) মহাবর্গ দ্র.।

৩. 'হ্রী' অর্থে অন্তরে পাপে লজ্জাবোধ। 'ঔত্তাপ্য' অর্থে বাহিরের কার্যকলাপে ও চালচলনে ভয় করিয়া চলা। ভগবান বুদ্ধ বলিতেন, হ্রী এবং ঔত্তাপ্য—এই দুই শুক্লধর্মের গুণেই জগৎ প্রতিপালিত হয়।

৪. প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তাদান হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি—এই

পরিশুদ্ধ কায়সমাচার গর্বে আমরা আত্মশ্লাঘা করিব না, পরগ্লানিও করিব না।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে : 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়সমাচারও পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক আমাদের আর কিছুই করিবার নাই,' এবং সে পর্যন্ত সাধন করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীন হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? 'আমাদের বাক্‌সমাচার[১] পরিশুদ্ধ, উত্তান, বিবৃত, নিশ্ছিদ্র ও সংযত হইবে এবং পরিশুদ্ধ বাক্‌সমাচার গর্বে আত্মশ্লাঘা করিব না, পরগ্লানিও করিব না।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে : 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক্‌সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক আমাদের কিছু করিবার নাই,' এবং সে পর্যন্ত সাধন করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল[২] প্রহীন হইতে দিও না, যেহেতু ইহারও অধিক তোমাদের করণীয় কার্য আছে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? 'আমাদের মনঃসমাচার[৩] পরিশুদ্ধ, উত্তান, বিবৃত নিশ্ছিদ্র ও সংযত হইবে। পরিশুদ্ধ মনঃসমাচার গর্বে

ত্রিবিধ বিরতির নামই কায়সমাচার। (প-সূ)

১. মিথ্যাকথন হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, সম্প্রলাপ হইতে বিরতি—এই চতুর্বিধ বিরতির নামই বাক্‌সমাচার। (প-সূ)

২. 'শ্রামণ্য' অর্থে আর্য অষ্টমার্গ, এবং রাগক্ষয় দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়রূপ নির্বাণ লাভই শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল। (প-সূ)

৩. লোভমূল অভিধ্যা, দ্বেষমূল ব্যাপাদ এবং মোহমূল মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করিয়া চলার নামই মনঃসমাচার। কামবিতর্ক পরিহার, ব্যাপাদ-বিতর্ক পরিহার, বিহিংসা-বিতর্ক পরিহার করিয়া চলার নামও মনঃসমাচার। (প-সূ)

আত্মশ্লাঘা করিব না, পরগ্লানিও করিব না।' তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে : 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক্‌সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক আমাদের কিছুই করিবার নাই,' এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীন হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? 'আমাদের আজীব[১] পরিশুদ্ধ, উত্তান, বিবৃত, নিশ্ছিদ্র ও সংযত হইবে। পরিশুদ্ধ আজীব-গর্বে আত্মশ্লাঘা করিব না, পরগ্লানিও করিব না।' তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে : 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক্‌সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, অতএব ইহার অধিক আমাদের কিছুই করিবার নাই,' এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীন হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? 'আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইবে, চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হইব না। যে চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে অসংযত হইয়া অবস্থান করিলে লোভজনক দৌর্মনস্যকর পাপ-অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয়, উহার সংযম সাধনে প্রবৃত্ত হইব, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করিব, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হইব। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।' তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে : 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি,

---

১. 'আজীব' অর্থে জীবিকা, জীবনোপায়। ব্রহ্মজালসুত্তে বর্ণিত গৃহীজনোচিত কোনো ব্যবসায়ে লিপ্ত না হইয়া শুধু শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করিয়া চলিলেই ভিক্ষু পরিশুদ্ধাজীব হয়।

আমাদের কায়সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক্‌সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক আমাদের কিছু করিবার নাই,' এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীন হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? 'আমরা মিতভোজী হইব, জ্ঞানত প্রত্যবেক্ষণ করিয়া আহার করিব : এই আহার ক্রীড়ার জন্যও নহে, মত্ততার জন্যও নহে, সৌষ্ঠবের জন্যও নহে, শোভার জন্যও নহে, ইহা শুধু দেহস্থিতির জন্য, জীবনযাপনের জন্য, বিহিংসা উপরতির জন্য, ব্রহ্মচর্য অনুগ্রহার্থ, যাহাতে আমাদের জীবনযাত্রা অনবদ্য ও স্বচ্ছন্দবিহার হয়।' তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে : 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক্‌সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইয়াছে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আছে, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক কিছু করিবার নাই,' এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীন হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

১০. হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? 'আমরা জাগরণযুক্ত হইব[১], দিবসে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে[২], আবরক ধর্ম[৩] হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করিব, রাত্রির প্রথম যামেও চঙ্ক্রমণ-উপবেশনে আবরক ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ

---

১. দিনরাত্রিকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চভাগে জাগ্রত থাকিয়া এবং মাত্র রাত্রির মধ্যম যামে নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস রাখিয়া চলা। (প-সূ)

২. পালি—চঙ্কমেন নিসজ্জায। চঙ্কমণ ও উপবেশনদ্বারা। কখনো-বা পাদচারণদ্বারা চৈত্য-বন্দনা, ভিক্ষান্নসংগ্রহাদি ভিক্ষু-কৃত্য সম্পাদন করিয়া, কখনো-বা নির্দিষ্ট আসনে আসীন থাকিয়া, অনুক্ষণ ধ্যেয় বিষয় স্মরণ করিয়া (সু-বি, সামঞ্ঞফলসুত্ত-এর অত্থবণ্ণনা দ্র.)।

৩. 'আবরক ধর্ম' অর্থে কামচ্ছন্দাদি পঞ্চ-নীবরণ বা -আবরণ। (প-সূ)

করিব; রাত্রির মধ্যম যামে (ডান) পায়ের উপর (বাম) পা সামান্য বাহিরে রাখিয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া, যথাসময়ে পুনরুত্থানের বিষয় মনে করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে সিংহশয্যা[১] অবলম্বন করিব; রাত্রির শেষ যামে গাত্রোত্থান করিয়া (পুনরায়) চঙ্ক্রমণ-উপবেশনে আবরক ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করিব।' তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে, 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক্‌সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইয়াছে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আছে, আমরা জাগরণযুক্ত হইয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক কিছুই করিবার নাই', এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল প্রহীন হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

১১. হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? 'আমরা স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইব, অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, দেহের পুরোচালনে, সংকোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্রত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, ভাষণে ও তূষ্ণীভাবে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করিব[২]।' তোমরা এইরূপে বিষয়টি শিক্ষা করিবে। তোমাদের মনে হইতে পারে, 'আমরা হ্রী-ঔত্তাপ্য-সমন্বিত (লজ্জাভয়যুক্ত) হইয়াছি, আমাদের কায়সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, বাক্‌সমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, মনঃসমাচার পরিশুদ্ধ হইয়াছে, আজীব পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ গুপ্ত হইয়াছে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আছে, আমরা জাগরণযুক্ত হইয়াছি, আমরা স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই পর্যন্ত আমরা সাধন করিয়াছি, শ্রামণ্যের অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াছি, অতএব ইহার অধিক কিছুই করিবার নাই,' এবং এই পর্যন্ত লাভ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কাতরভাবে জানাইতেছি, তোমরা শ্রামণ্যাভিলাষী হইয়া শ্রামণ্যের

---

১. শয্যা চতুর্বিধ; যথা : কামভোগী-শয্যা, প্রেত-শয্যা, সিংহ-শয্যা ও তথাগত-শয্যা। উপরে সিংহ-শয্যার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

২. স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্র দ্র.।

অভীষ্ট ফল প্রহীন হইতে দিও না, যেহেতু তোমাদের ইহারও অধিক করণীয় কার্য আছে।

১২. হে ভিক্ষুগণ, তদধিক করণীয় কার্য কী? ভিক্ষু নির্জন শয়নাসন ভজনা করেন, অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বতকন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনখণ্ড, উন্মুক্ত প্রান্তর, পলালপুঞ্জ। তিনি ভুক্তাবসানে ভিক্ষান্নসংগ্রহ-কার্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পদ্মাসন করিয়া, দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে বিন্যস্ত করিয়া, লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন[১]। তিনি লোভমূল অভিধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যাবিগত-চিত্তে, অবস্থান করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; দ্বেষমূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হিতানুকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থান করেন। দ্বেষমূল ব্যাপাদ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) পরিত্যাগ করিয়া স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত আলোকসংজ্ঞাযুক্ত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া অনুদ্ধত, অধ্যাত্মে উপশান্তচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন; বিচিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ, সর্বকুশল ধর্মে অকথংকথিক (অসন্দিগ্ধ) হইয়া অবস্থান করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো এক ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে খাটাইল এবং তাহার সেই কাজ সার্থক হইল। সে তাহার পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিল এবং তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য অবশিষ্ট কিছু রহিল। তখন সে ভাবিবে : 'আমি পূর্বে ঋণ করিয়া যে কাজ আরম্ভ করি তাহা সার্থক হইয়াছে, আমি পূর্বকৃত ঋণও পরিশোধ করিয়াছি এবং স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্যও অবশিষ্ট কিছু আমার আছে।' তাহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করে, সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়[২]।

অথবা মনে করো, এক ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও পীড়িত হইল, আহারে তাহার রুচি রহিল না, দেহেও বলাধান হইল না। সে পরে

---

১. স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্র দ্র.।

২. দীঘনিকায়-এর সামঞ্ঞফলসুত্তে এবং বক্ষ্যমাণ সুত্তে ঋণের সহিত প্রথম নীবরণ কামচ্ছন্দ এবং আনৃণ্যের সহিত কামচ্ছন্দ-বিহীনতা তুলিত হইয়াছে। যেমন ঋণী ব্যক্তিকে ঋণদাতার সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, তেমন কামাসক্ত ব্যক্তিকেও কামনাবশে অপরের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। এইরূপেই কামাভিলাষকে ঋণসদৃশ দেখিতে হয় (সু-বি, প-সূ)।

সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইল, অন্নেও তাহার রুচি হইল, দেহেও বলসঞ্চার হইল। তখন সে ভাবিবে : 'আমি পূর্বে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও পীড়িত হইয়াছিলাম, অন্নে আমার রুচি ছিল না, দেহেও বলাধান হইয়াছিল না। আমি এখন সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছি অন্নে আমার রুচি হইয়াছে, দেহেও বলসঞ্চার হইয়াছে।'[১] সে ইহাতে প্রামোদ্য লাভ করে, সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।

অথবা মনে করো, এক ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইয়া পরে নিরাপদে ও নির্ভয়ে বন্ধনমুক্ত হইল, এবং অর্থব্যয়ও কিছু হইল না। তখন সে ভাবিবে : 'আমি পূর্বে কারারুদ্ধ হইয়া এখন নিরাপদে ও নির্ভয়ে বন্ধনমুক্ত হইয়াছি, এবং আমার অর্থব্যয়ও কিছু হয় নাই।' সে তাহাতে প্রামোদ্য লাভ করে, সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।[২]

অথবা মনে করো, এক ব্যক্তি দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন রহিল না, পরাধীন হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী থাকিতে পারিল না। সে পরে সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইল, অপরাধীন ও অভুজিষ্য[৩] হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইতে পারিল। তখন সে ভাবিবে : 'আমি পূর্বে দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন ছিলাম না, পরাধীন হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী থাকিতে পারি নাই। এখন সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়াছি, অপরাধীন ও অভুজিষ্য হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইতে পারিয়াছি।' সে তাহাতে প্রামোদ্য লাভ করে ও সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।[৪]

অথবা মনে করো, এক ব্যক্তি ধনসম্পদসহ দুস্তর দীর্ঘ কান্তার-পথ পর্যটন করিতেছিল। সে পরে সেই কান্তার নিরাপদে ও নির্ভয়ে অতিক্রম করিল, এবং তাহার সম্পদহানিও কিছু হইল না। সে তখন ভাবিবে : 'আমি পূর্বে ধনসম্পদসহ দুস্তর দীর্ঘ কান্তার-পথ পর্যটন করিতেছিলাম। এখন সেই

---

১. এ স্থলে রোগের সহিত দ্বিতীয় নীবরণ ব্যাপাদ এবং আরোগ্য বা রোগমুক্তির সহিত ব্যাপাদ-প্রহান তুলিত হইয়াছে। যেমন রুগ্ন ব্যক্তি মিষ্ট রসকেও তিক্ত মনে করিয়া উদ্গীরণ করে, তেমন ব্যাপন্নচিত্ত বা ক্রোধাভিভূত ব্যক্তিও গুরুর হিতোপদেশকে অহিতকর ভাবিয়া গ্রহণ করে না।

২. এ স্থলে কারাগারের সহিত তৃতীয় নীবরণ স্ত্যানমিদ্ধ এবং কারামুক্তির সহিত স্ত্যানমিদ্ধ-প্রহান তুলিত হইয়াছে।

৩. পালি 'ভুজিস্‌স' অর্থে দাসত্ব হইতে মুক্ত ব্যক্তি। বাংলায়—'অভুজিষ্য' শব্দেই এই অর্থ জ্ঞাপিত হয়।

৪. এ স্থলে দাসত্বের সহিত চতুর্থ নীবরণ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং স্বাধীনতার সহিত ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-প্রহান তুলিত হইয়াছে।

কান্তার নিরাপদে ও নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়াছি এবং আমার সম্পদহানিও কিছু হয় নাই।' সে তাহাতে প্রামোদ্য লাভ করে, সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়।[১]

সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেমন ঋণকে, যেমন রোগকে, যেমন কারাগারকে, যেমন দাসত্বকে, যেমন দুস্তর দীর্ঘ কান্তার-পথকে তেমন নিজের মধ্যে অপ্রহীন পঞ্চনীবরণকে দর্শন করেন। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেমন আনৃণ্যকে, যেমন আরোগ্যকে, যেমন কারামুক্তিকে, যেমন মুক্ত দাসকে, যেমন নিরাপদ স্থানকে তেমন নিজের মধ্যে প্রহীন পঞ্চনীবরণকে দর্শন করেন।

১৪. তিনি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ পঞ্চনীবরণ পরিহার করিয়া, কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকেই বিবেকজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশ বিবেকজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। যেমন কোনো দক্ষ স্নাপক অথবা স্নাপক-অন্তেবাসী কাংস্যপাত্রে গন্ধচূর্ণাদি আকীর্ণ করিয়া তাহাতে ফোঁস ফোঁস জল সিঞ্চন করে এবং তাহাতে গন্ধচূর্ণ স্নেহার্দ্র, স্নেহসিক্ত, অন্তরে-বাহিরে স্নেহস্পৃষ্ট হয় অথচ গলিত হয় না, তেমনভাবেই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

১৫. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি এই দেহকেই সমাধিজ প্রীতিসুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন; তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। মনে করো, এক গভীর হ্রদ আছে যাহার তলদেশ হইতে স্বত-ই জল উৎসারিত হয়। সেই হ্রদে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনো দিকে জল নির্গমনের পথ নাই এবং আকাশের মেঘও কালে কালে প্রচুর বারিধারা বর্ষণ করে না। যেমন সেই হ্রদস্থিত উৎস হইতে বারিধারা উদ্‌গত হইয়া ওই হ্রদকে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে, ওই সমগ্র হ্রদের

---

১. এ স্থলে দুস্তর দীর্ঘ কান্তার-পথ পর্যটনের সহিত বিচিকিৎসা এবং নিরাপদে কান্তার অতিক্রমের সহিত বিচিকিৎসা-প্রহান তুলিত হইয়াছে।

কোনো অংশ উৎস-বারিতে অস্ফুরিত থাকে না, তেমন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমাধিজ প্রীতিসুখে এই দেহকে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন, সর্বদেহের কোনো অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না।

১৬. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি এই দেহকে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন, সর্বদেহের কোনো অংশ প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে অস্ফুরিত থাকে না। যেমন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোনো কোনোটি উদকে জাত হইয়া উদকেই সংবর্ধিত, উদকানুগত এবং জলমগ্নাবস্থায় পোষিত থাকে, উহার অগ্রভাগ হইতে মূল পর্যন্ত শীতবারি দ্বারা অভিষিক্ত, পরিসিক্ত, পরিপূরিত ও পরিস্ফুরিত হয়, উহার কিছুই শীতবারিতে অস্ফুরিত থাকে না, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই দেহকে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূরিত ও পরিস্ফুরিত করেন। সমগ্র দেহের কোনো অংশ প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে অস্ফুরিত থাকে না।

১৭. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অন্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি এই দেহকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হন, তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশই পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। যেমন কোনো ব্যক্তি পরিষ্কৃত বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া উপবেশন করিলে তাহার সমগ্র দেহের কোনো অংশ ওই বস্ত্রে অনাবৃত থাকে না, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা এই দেহ স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হইলে তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশ পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না।

১৮. তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন :

এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম,

ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম—বহু সংবর্ত-কল্পে, বহু বিবর্ত-কল্পে, এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্ত-কল্পে ওই স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এই আমার সুখ-দুঃখ অনুভব, এই আমার পরমায়ু, তথা হইতে চ্যুত হইয়া তত্র (ঐ যোনিতে) আমি উৎপন্ন হই; তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবে আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। মনে করো এক ব্যক্তি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া সেই গ্রাম হইতে আবার অন্য গ্রামে গমন করে এবং দ্বিতীয় গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করে। তখন সেভাবে, 'আমি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া তথায় এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। সেই গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে গিয়া এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। সেই আমি ওই গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাগত হইয়াছি[১]।' সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন : এক জন্ম, দুই জন্ম ইত্যাদি।

১৯. তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি (গতি-পরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। তিনি দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান—জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন...

---

১. পুনর্জন্মের বৌদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, বক্ষ্যমাণ সূত্রে এবং পঞ্চনিকায়ের বহুস্থানে সত্ত্বের বা জীবাত্মার দেহান্তর-গমনের ভাষায় ও উপমায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মুখ্যত দ্বিবিধ উপমায় পুনর্জন্মের ধারা বর্ণিত আছে : (১) যেমন উরগ জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করিয়া নূতন ত্বক পরিগ্রহণ করে (উরগো ব তচং জিণ্ণং হিত্বা যাতি সন্তনুং, উরগ-জাতক ও উরগ-পেতবত্থু দ্র.); (২) যেমন পর্যটক স্বগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করে। প্রথম উপমা অবিকল রামায়ণে এবং ইহার অনুরূপ উপমা ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়। গীতার উপমা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্বাতি নরোহপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয়, উত্তম-অধমবর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। হে ভিক্ষুগণ, মনে করো সম্মুখা-সম্মুখী দ্বারবিশিষ্ট দুইটি গৃহ। যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দেখিতে পায় কীরূপে লোকসকল গৃহে প্রবেশ করিতেছে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, গৃহমধ্যে পাদচারণ, চলাফেরা ও বিচরণ করিতেছে, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান : সত্ত্বগণ এক যোনি হইতে অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, ইত্যাদি।

২০. তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথাযথ জানিতে পারেন : ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদয়, ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ; এ-সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। তাঁহার এইরূপ জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' জ্ঞান হয়, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন : জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর পুনরায় অত্র আসিতে হইবে না। হে ভিক্ষুগণ, মনে করো পর্বত-সংক্ষেপে (পাহাড়ের ঘেরায়) এক স্বচ্ছবারি, প্রসন্নোদক, নির্মল হ্রদ। সেখানে যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ ইহার তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পায় কীরূপে ঝিনুক-শামুক 'পাথর-কড়লি'[১] ও মাছের ঝাঁক বিচরণ করিতেছে অথবা অবস্থান করিতেছে, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথ জানিতে পারেন : ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদয়, ইত্যাদি।

২১. হে ভিক্ষুগণ, এ ক্ষেত্রেই বলে ভিক্ষু শ্রমণও বটেন, ব্রাহ্মণও বটেন, স্নাতকও বটেন, বেদজ্ঞও বটেন, শ্রোত্রিয়ও বটেন, আর্যও বটেন, অর্হৎও বটেন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু শ্রমণ হন? তাঁহার সংক্লেশকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ-অকুশল ধর্ম শমিত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রমণ হন।

---

১. পালি 'সক্‌খর' অর্থে পাষাণ বা প্রস্তর। কঠল বা 'কড়লি' শব্দে পিণ্ডীকৃত বৃহদাকারের বালি। বুদ্ধঘোষ মনে করেন যে, বিচরণ ঝিনুক-শামুক ও মাছের ঝাঁকের পক্ষে এবং অবস্থান পাথর-কড়লির পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু বিচরণ পাথর-কড়লির পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য, কেননা পাথর-কড়লিকেও কারণবশত জলে সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ব্রাহ্মণ হন? তাঁহার সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ-অকুশল ধর্ম বাহিত (অতিক্রান্ত) হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ব্রাহ্মণ হন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু স্নাতক হন? তাঁহার সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ-অকুশল ধর্ম স্নাত (ধৌত) হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু স্নাতক হন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু বেদজ্ঞ হন? সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ-অকুশল ধর্ম তাঁহার দ্বারা বিদিত হয়। এইরূপেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বেদজ্ঞ হন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু শ্রোত্রিয় হন? সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ-অকুশল ধর্ম তাঁহার দ্বারা শ্রুত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রোত্রিয় হন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু আর্য হন? তাঁহার সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ-অকুশল ধর্ম দূরীকৃত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আর্য হন।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু অর্হৎ হন? তাঁহার সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ পাপ-অকুশল ধর্ম দূরীভূত হয়। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অর্হৎ হন।[১]

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহা-অশ্বপুর-সূত্র সমাপ্ত ॥

---

১. শীলাদি সর্বগুণে ভূষিত হইলেই ভিক্ষু বা সাধক যথার্থ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, স্নাতক, বেদজ্ঞ, শ্রোত্রিয়, আর্য ও অর্হৎ হন। ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শুধু প্রব্রজিত হইলে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ, তীর্থে স্নান করিলে স্নাতক, বেদপাঠ করিলে বেদজ্ঞ, শ্রুতিজ্ঞ হইলে শ্রোত্রিয়, আর্য-নামধেয় হইলে আর্য, অর্হৎ-বেশী হইলে কেহ অর্হৎ হয় না।

৪০. ক্ষুদ্র-অশ্বপুর-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান অঙ্গরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, অশ্বপুর নামক অঙ্গ-নিগমে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, জনসমাজ তোমাদিগকে শ্রমণ বলিয়া জানে; তোমাদিগকে কেহ 'আপনারা কে?'—এই প্রশ্ন করিলেও তোমরা নিজেকে শ্রমণ বলিয়াই পরিচয় দাও। 'শ্রমণ নামে অভিহিত এবং শ্রমণ নামে পরিচিত ব্যক্তিগণের শ্রমণকর ব্রাহ্মণকর যে-সকল ধর্ম আছে তৎসমস্ত সম্যকভাবে গ্রহণ করিয়া শ্রমণরূপেই প্রতীয়মান হইব। এইরূপেই আমাদের শ্রমণ-সংজ্ঞা সত্য হইবে এবং শ্রমণ নামে পরিচয় দানও যথার্থ হইবে। আমরা যাঁহাদের প্রদত্ত চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীপথ্য এবং ভৈষজ্যোপকরণ উপভোগ করিব, আমাদের প্রতি তাঁহাদের কৃতসৎকার মহাফলপ্রসূ এবং অভীপ্সিত ফলপ্রদ হইবে এবং আমাদের গৃহীত প্রব্রজ্যা ফলপ্রসূ, সফল ও সার্থক হইবে।" হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এইরূপেই বিষয়টি শিক্ষা করিবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু সমীচীন-পথ [শ্রমণ-সমীচীন-পথ] প্রাপ্ত হয় না? যদি যেকোনো অভিধ্যালু ভিক্ষুর অভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের ব্যাপাদ, ক্রোধীর ক্রোধ, উপনাহীর উপনাহ, ম্রক্ষীর ম্রক্ষ, প্রণাশীর প্রণাশ, ঈর্ষাপরায়ণের ঈর্ষা, মাৎসর্যপরায়ণের মাৎসর্য, শঠের শাঠ্য, মায়াবীর মায়া, পাপেচ্ছুর পাপেচ্ছা, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন না হয়, তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, ভিক্ষু শ্রমণ-সমীচীন-পথ প্রাপ্ত হয় নাই, যেহেতু শ্রমণ-মল, শ্রমণ-দোষ, শ্রমণ-কটুতা, অপায়গমন ও দুর্গতি-দুঃখবেদনার উৎপত্তির কারণসমূহ তাহার মধ্যে প্রহীন হয় নাই। হে ভিক্ষুগণ, তাহার পক্ষে দুইদিকে ধারবিশিষ্ট, সুশাণিত মৃতজ নামক আয়ুধ[১] ধারণও যাহা সঙ্ঘাটি দ্বারা দেহ-আচ্ছাদন এবং দেহ-পরিবেষ্টনও তাহা। এই উপমাতেই

---

১. ইহা একপ্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র। লৌহচূর্ণ মাংসের সহিত একত্র মর্দিত করিয়া ক্রৌঞ্চজাতীয় পক্ষীকে খাওয়ান হয়। তাহাতে ক্রৌঞ্চের মৃত্যু হইলে উহার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তর হইতে লৌহচূর্ণ বাহির করিয়া জলে ধুইয়া পুনরায় মাংসের সহিত মর্দন করিয়া অপর এক পক্ষীকে খাওয়ান হয়। এইভাবে সাতবার খাওয়াইয়া ও মাংসের সহিত মর্দিত করিয়া এই জাতীয় অস্ত্র প্রস্তুত করা হইত। (প-সূ)

আমি এই ভিক্ষুর প্রব্রজ্যা বর্ণনা করি।

৪. হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি না যে, শুধু সঙ্ঘাটি-ধারণে[১] সঙ্ঘাটিধারীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু নগ্নতা দ্বারা নগ্ন অচেলকের শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু দেহে রজোমল সঞ্চিত হইতে দিয়া রজোমলগ্রাহীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু উদকারোহণে[২] উদকারোহীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু বৃক্ষমূল-বাসে বৃক্ষমূলবাসীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু উন্মুক্ত-আকাশ-তল-বাসে[৩] উন্মুক্ত-আকাশ-তলবাসীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু উদ্ভ্রষ্ট-অবস্থানে[৪] ঔদ্ভ্রষ্টিকের শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু নির্দিষ্ট-কালান্তর-ভোজনে[৫] কালান্তরভোজীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু মন্ত্রাধ্যয়নে[৬] মন্ত্রাধ্যায়ীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়; শুধু জটাধারণে জটিলের শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়। যদি শুধু সঙ্ঘাটি-ধারণেই সঙ্ঘাটিধারী অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ) ব্যক্তির (লোভমূল) অভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের (দ্বেষমূল) ব্যাপাদ, ক্রোধীর ক্রোধ, উপনাহীর উপনাহ, ম্রক্ষীর ম্রক্ষ, প্রণাশীর প্রণাশ, ঈর্ষাপরায়ণের ঈর্ষা, মাৎসর্যপরায়ণের মাৎসর্য, শঠের শাঠ্য, মায়াবীর মায়া, পাপেচ্ছুর পাপেচ্ছা, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন হইত, তাহা হইলে মিত্র, পরিজন ও জ্ঞাতিকুটুম্বগণ জন্মমাত্র তাহাকে সঙ্ঘাটি-পরিহিত করিত এবং সঙ্ঘাটি পরিধান করাইতে গিয়া বলিত—এসো, ভদ্রমুখ, তুমি সঙ্ঘাটি-পরিহিত হও। সঙ্ঘাটিধারী হইলে মাত্র সঙ্ঘাটি-ধারণে অভিধ্যালুর অভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের ব্যাপাদ, ক্রোধীর ক্রোধ, উপনাহীর উপনাহ, ম্রক্ষীর ম্রক্ষ, প্রণাশীর প্রণাশ, ঈর্ষাপরায়ণের ঈর্ষা, মাৎসর্যপরায়ণের মাৎসর্য, শঠের শাঠ্য, মায়াবীর মায়া, পাপেচ্ছুর পাপেচ্ছা, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন হইবে। যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, আমি দেখি সঙ্ঘাটিধারী হইয়াও এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ), ব্যাপন্নচিত্ত (ক্রোধপরায়ণ), ক্রোধী, উপনাহী, ম্রক্ষী, প্রণাশী, ঈর্ষাপরায়ণ, মাৎসর্যপরায়ণ, শঠ, মায়াবী, পাপেচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, তদ্ধেতু আমি বলি না যে, শুধু সঙ্ঘাটি-ধারণে সঙ্ঘাটিধারীর শ্রামণ্য সিদ্ধ হয়। নগ্ন অচেলক, রজোমলগ্রাহী, উদকারোহী,

---

১. এ স্থলে ‘সঙ্ঘাটি’ অর্থে শ্রমণ-বেশভূষা, শ্রমণ-পরিচ্ছদ, চীবরাদি।

২. দিবসে তিনবার জলে নামিয়া স্নান, দিনে তিনবার অবগাহন। (প-সূ)

৩. বৃক্ষমূলে বাস ও উন্মুক্ত আকাশতল-বাস—পরে বৌদ্ধগণের মধ্যে ধুতাঙ্গ বা অবধূত-ব্রতে পরিগণিত হয়।

৪. উদ্ভ্রষ্ট অর্থে ঊর্ধ্বস্থিত, দণ্ডায়মান ভাবে অবস্থিত। (প-সূ)

৫. মাস, অর্ধমাস, সপ্তাহাদি অন্তর অন্তর ভোজন। (প-সূ)

৬. মন্ত্রজপ, মন্ত্রপাঠ।

বৃক্ষমূলবাসী, উন্মুক্ত-আকাশ-তলবাসী ঔদ্‌ভ্রষ্টিক, কালান্তরভোজী, মন্ত্রাধ্যায়ী এবং জটিল সম্বন্ধেও এইরূপ।

৫. কিরূপে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রমণ-সমীচীন-পথ প্রাপ্ত হন? হে ভিক্ষুগণ, যদি যেকোনো অভিধ্যালু ভিক্ষুর অভিধ্যা, ব্যাপন্নচিত্তের ব্যাপাদ, ক্রোধীর ক্রোধ, উপনাহীর উপনাহ, ম্রক্ষীর ম্রক্ষ, প্রণাশীর প্রণাশ, ঈর্ষাপরায়ণের ঈর্ষা, মাৎসর্যপরায়ণের মাৎসর্য, শঠের শাঠ্য, মায়াবীর মায়া, পাপেচ্ছুর পাপেচ্ছা, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন হয়, তাহা হইলে আমি বলি, ইঁহাদের শ্রমণ-মল, শ্রমণ-দোষ, শ্রমণ-কটুতা, অপায়-গমন ও দুর্গতি-দুঃখবেদনার উৎপত্তির কারণসমূহ প্রহীন হওয়ায় ইঁহারা শ্রমণ-সমীচীন-পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সম্যকভাবে নিজেকে সকল পাপ-অকুশল ধর্ম হইতে বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত দেখিতে পান। সম্যকভাবে নিজেকে সকল পাপ-অকুশল ধর্ম হইতে বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত দেখিবার ফলে তাঁহার প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিমনের স্বকায় প্রশান্ত হয়, প্রশান্তকায়, সুখবেদনা অনুভব করেন, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন, সেইরূপ দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক ইত্যাদি ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিকে সর্বতোভাবে সর্বলোক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, বৈরী ও ব্যাপাদ হইতে মুক্তচিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ। হে ভিক্ষুগণ, মনে করো স্বচ্ছোদক, প্রসন্ন-সলিল, শীতোদক, নির্মল, সোপানপঙ্‌ক্তি-সমন্বিত বাঁধাঘাটযুক্ত রমণীয় পুষ্করিণী। যেমন পূর্ব দিক হইতে, পশ্চিম দিক হইতে, উত্তর দিক হইতে, দক্ষিণ দিক হইতে, যেকোনো এক দিক হইতে ঘর্মাভিভূত, ঘর্মাক্ত-কলেবর, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত যেকোনো ব্যক্তি আসুক, সে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া তাহার জল-পিপাসা মিটায় ও ঘর্ম-পরিদাহ দমন করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল, শূদ্রকুল, যেকোনো এক কুল হইতে যে-কেহ আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন, তিনি তথাগত-প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে আসিয়া এইরূপে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা-ভাবনা করিয়া অধ্যাত্মে উপশম লাভ করেন[১]। তখনোই আমি বলি তিনি শ্রমণ-সমীচীন-পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল, শূদ্রকুল, যেকোনো এক কুল হইতে যে-কেহ আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়া যদি তিনি

১. মহাসিংহনাদ-সূত্র দ্র.।

আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি বলি, তিনি আসবক্ষয়ে (যথার্থ) শ্রমণ হইয়াছেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্র-অশ্বপুর-সূত্র সমাপ্ত ॥

[মহাযমক-বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ক্ষুদ্রযমক-বর্গ

৪১. শালেয়ক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান ভিক্ষুসংঘসহ কোশলরাজ্যে[1] বিচরণ করিতে করিতে শালা নামক কোশলের এক ব্রাহ্মণগ্রামে[2] উপনীত হইলেন। শালেয়ক (শালানিবাসী) ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিতে পাইলেন যে, শাক্যকুল-প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম বৃহৎ ভিক্ষুসংঘসহ কোশলরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে শালায় উপনীত হইয়াছেন। মহানুভব গৌতমের এইরূপ কল্যাণ-কীর্তি-শব্দ (যশোগাথা) সমুদ্‌গত হইয়াছে : 'তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, দেবাখ্যমনুষ্যগণসহ এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, এবং যাহা কেবল পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশিত করে। এহেন অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম।'

২. অনন্তর শালেয়ক ব্রাহ্মণগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ কেহ তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ কেহ তাঁহার সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, কেহ কেহ ভগবানের নিকট স্বীয় নামগোত্র প্রকাশ করিয়া, আর কেহ কেহ বা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট শালেয়ক ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে কহিলেন, 'কী হেতু, হে গৌতম, কী কারণে, কোনো কোনো সত্ত্ব (জীব) দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়? [পক্ষান্তরে, কী হেতু,] হে গৌতম, [কী কারণে] কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন?' হে গৃহপতিগণ, অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা[3]-হেতু কোনো

---

১. কোশল রাজকুমারগণের বসতি হইতে জনপদবিশেষ কোশল নাম অভিহিত হয়। ইহা বস্তুত উত্তর কোশল যাহার রাজধানী পূর্বে অযোধ্যা ও সাকেত এবং পরে শ্রাবস্তী।

২. বুদ্ধঘোষের মতে, এ স্থলে যে গ্রামে বা স্থানে ব্রাহ্মণেরা যাতায়াত করিতেন। ব্রাহ্মণানং সমোসরণগামো। (প-সূ)

৩. বিষমচর্যা সমচর্যার বিপরীত অর্থবাচক শব্দ। অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা অর্থে পাপাচার,

কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। (পক্ষান্তরে) হে গৃহপতিগণ, ধর্মচর্যা ও সমচর্যা-হেতু কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। 'মহানুভব গৌতমের সংক্ষেপে কথিত উপদেশ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা না করিলে আমরা উহার বিশদ অর্থবোধ করিতে অক্ষম। অতএব মহানুভব গৌতম সেইরূপে আমাদের নিকট ধর্মোপদেশ প্রদান করুন যাহাতে আমরা তাঁহার সংক্ষেপে কথিত, বিস্তারিতভাবে অবিভক্ত উপদেশের বিশদ অর্থ জানিতে পারি।' তাহা হইলে, হে গৃহপতিগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'তথাস্তু' বলিয়া শালেয়ক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৩. হে গৃহপতিগণ, দৈহিক অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা ত্রিবিধ, বাচনিক অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা চতুর্বিধ, এবং মানসিক অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা ত্রিবিধ।

কিরূপে দৈহিক অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়? এখানে কেহ কেহ প্রাণহন্তা, রুদ্রপ্রকৃতি, লোহিত-পাণি, হনন ও প্রহার কার্যে নিবিষ্ট, অলজ্জী, এবং সর্বজীবের প্রতি অদয়ালু হয়; যাহা পরস্ব, পরবিত্ত, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যে অদত্ত বস্তুর গ্রহণ চৌর্য বলিয়া কথিত হয়, উহার গ্রহীতা হয়; কামে ব্যভিচারী হয়, মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, মাতৃপিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, ধর্মরক্ষিতা, সধবা,[১] দণ্ডবারিতা[২], অথবা এমনকি বাগ্‌দত্তা এইরূপ কোনো নারীতে ব্যভিচারে রত হয়। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, দৈহিক অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়।

কিরূপে বাচনিক অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা চতুর্বিধ হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাবাদী হয়; সভাগত, পরিষদগত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত, রাজকুলমধ্যগত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আনীত অথবা সাক্ষীরূপে নীত হইয়া 'ভদ্র, তুমি আইস, যাহা জান তাহা বলো' এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে,

---

অশিষ্টাচার।

১. পালি সস্‌সামিকা। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, জন্মের পূর্ব হইতে বিবাহের জন্য প্রতিশ্রুতা। যদি কেহ পূর্ব হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন : 'আমার মেয়ে এবং আপনার ছেলে হইলে, আপনার ছেলের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব।'। (প-সূ) আমাদের মতে, এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত, যেহেতু এক্ষেত্রে সস্‌সামিকাও বাগ্‌দত্তা একই হইয়া দাঁড়ায়।

২. 'সপরিদণ্ডা' অর্থে যে-স্থলে এইরূপ দণ্ড বা রাজাদেশ প্রচারিত আছে : 'যে অমুক স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিবে তাহার এত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।'। (প-সূ)

জানে না অথচ বলে ‘জানি’, জানে অথচ বলে ‘জানি না’, দেখে নাই তথাপি (অথচ) বলে ‘দেখিয়াছি’ কিংবা দেখিয়াছে অথচ বলে ‘দেখি নাই’। ইত্যাদিভাবে আত্মহেতু, পরহেতু অথবা যৎকিঞ্চিৎ লাভহেতু সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে। পিশুনভাষী হয়, এখানে কিছু শুনিয়া সেখানে গিয়া কথা বলে ইহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য, সেখানে কিছু শুনিয়া এখানে আসিয়া বলে তাহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য, এইরূপে সংহত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেত্তা, ভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেদ বিষয়ে উৎসাহদাতা, বর্গারাম, বর্গরত ও বর্গনন্দি হইয়া বর্গকরণী, ভেদকরণী বাক্যের বক্তা হয়; পরুষভাষী হয়, যে বাক্য গণ্ডোৎপাদক, কর্কশ, পরের নিকট কটু, পরের মর্মবিদ্ধকারী, ক্রোধোদ্দীপক এবং সমাধিপ্রতিকূল, সেইরূপ বাক্যের বক্তা হয়; সম্প্রলাপী হয়, অকালবাদী, অভূতবাদী, অনর্থবাদী, অধর্মবাদী, অবিনয়বাদী, অনুপযুক্তকালে অপ্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হয়, যে বাক্য অশাস্ত্রীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও অনর্থ-ঘটিত। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, বাচনিক অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা চতুর্বিধ হয়।

হে গৃহপতিগণ, কিরূপে মানসিক অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু (লোভী) হয়, পরস্বে, পরধনধান্যে লোলুপ হয়—অহো, অপর ব্যক্তির যাহা আছে, তাহা যদি আমার হইত! ব্যাপন্নচিত্ত হয়, প্রদুষ্টমনে প্রদুষ্ট সংকল্প লইয়া কামনা করে—এই সত্ত্বগণ হত হউক, বধ ও উচ্ছন্ন (উৎসন্ন) হউক, ভালো কিছু তাহাদের না হউক; মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, বিপরীতদর্শী হয়—দান নাই, ইষ্ট নাই, হোত্র নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক (মুখ্য ও গৌণ ফল) নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সম্যক-গত সম্যকপন্থি এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন।[১] এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, মানসিক অধর্মচর্যা-বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়।

এইরূপ অধর্মচর্যা-বিষমচর্যাহেতু কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৪. হে গৃহপতিগণ, দৈহিক ধর্মচর্যা-সমচর্যা ত্রিবিধ। বাচনিক ধর্মচর্যা-সমচর্যা চতুর্বিধ, এবং মানসিক ধর্মচর্যা-সমচর্যা ত্রিবিধ।

কিরূপে দৈহিক ধর্মচর্যা-সমচর্যা ত্রিবিধ হয়? কেহ কেহ প্রাণিহত্যা

১. ইহাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অজিত কেশকম্বলীর নাস্তিক্য মত।

পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, এবং সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করেন; অদত্তগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া অদত্তগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন, যাহা পরস্ব, পরবিত্ত, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যাহার গ্রহণ চৌর্য নামে অভিহিত হয় তাহার গ্রহীতা হন না; ব্যভিচার পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হন; যে মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, মাতৃপিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতৃরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, সধবা, সপরিদণ্ডা, এমনকি বাগ্‌দত্তা এহেন নারীতে ব্যভিচারে রত হন না। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, দৈহিক ধর্মচর্যা-সমচর্যা ত্রিবিধ হয়।

কিরূপে বাচনিক ধর্মচর্যা-সমচর্যা চতুর্বিধ হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাকথা হইতে প্রতিবিরত হন, সভামধ্যগত, পরিষদমধ্যগত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত, রাজকুলমধ্যগত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আনীত অথবা সাক্ষীরূপে নীত হইয়া 'ভদ্র, তুমি আইস, যাহা জান তাহা বলো' এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে না জানিলে বলেন তিনি জানেন না, জানিলে বলেন তিনি জানেন, না দেখিলে তিনি বলেন দেখেন নাই, দেখিলে বলেন তিনি দেখিয়াছেন, আত্মহেতু পরহেতু, যৎকিঞ্চিৎ লাভহেতু সজ্ঞানে মিথ্যাভাষী হন না; পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, এখানে শুনিয়া সেখানে কিছু বলেন না ইঁহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য, সেখানে শুনিয়া এখানে কিছু বলেন না তাঁহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য, এইরূপে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে মিলনকারী, সংহতি-উৎপাদক, সমগ্রারাম, সমগ্ররত, সমগ্রনন্দি হইয়া সমগ্রকরণী বাক্যের বক্তা হন; পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, যে বাক্য নিষ্পাপ, শ্রুতিমধুর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, বহুজনকান্ত, বহুজনমনোজ্ঞ, তাদৃশ বাক্যের বক্তা হন; সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হন—যে বাক্য শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং অর্থযুক্ত। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, বাচনিক ধর্মচর্যা-সমচর্যা চতুর্বিধ হয়।

কিরূপে মানসিক ধর্মচর্যা-সমচর্যা ত্রিবিধ হয়? এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু (নির্লোভ) হন, যাহা অপরের তাহা তাঁহার হউক এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাহা পরস্ব, পরবিত্ত উহার প্রতি লোলুপ হন না; অব্যাপন্নচিত্ত হন, অপ্রদুষ্টমনে, অপ্রদুষ্ট সংকল্প লইয়া কামনা করেন—এই সত্ত্বগণ বৈরীহীন,

বিঘ্নহীন হইয়া অবাধে ও আত্মসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক; সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, অবিপরীতদর্শী হইয়া বিশ্বাস করেন—আছে দান, আছে ইষ্ট, আছে হোত্র, আছে সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক, আছে ইহলোক, আছে পরলোক, আছে মাতা, আছে পিতা, আছে ঔপপাতিক সত্ত্ব, আছেন সম্যক-গত সম্যকপ্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, মানসিক ধর্মচর্যা-সমচর্যা ত্রিবিধ হয়।

এইরূপ ধর্মচর্যা-সমচর্যাহেতু পুণ্যবান সত্ত্ব দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

৫. হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন : 'অহো, আমি কি দেহাবসানে মৃত্যুর পর মহাশাল ক্ষত্রিয়গণের সমস্তরে উৎপন্ন হইতে পারিব?' তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর মহাশাল ক্ষত্রিয়গণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী। যদি ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর মহাশাল ব্রাহ্মণগণের, মহাশাল গৃহপতিগণের[১] সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ওই ঐ স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক দেবগণের, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের, যাম দেবগণের, তুষিত দেবগণের, নির্মাণরতি দেবগণের, পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণের[২] সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ওই ওই স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ব্রহ্মকায়িক দেবগণের, আভা দেবগণের, স্বল্পাভ দেবগণের, অমিতাভ দেবগণের, আভাস্বর দেবগণের, শুভ দেবগণের, অল্পশুভ দেবগণের, শুভ-কৃৎস্ন দেবগণের, বৃহৎফল দেবগণের, অবৃহৎ দেবগণের, অতৃপ্য দেবগণের, সুদর্শন দেবগণের, সুদর্শী দেবগণের, অকনিষ্ঠ

---

১. মহাশাল অর্থে ধনাঢ্য ও ক্ষমতাপন্ন। মহাশাল ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ দেবাখ্য মনুষ্যগণের প্রতীকস্বরূপ। এ স্থলে গৃহপতি অর্থে বৈশ্যজাতীয় শ্রেষ্ঠী।

২. ইঁহারাই যথাক্রমে ছয় কামদেবলোকের অধিবাসী।

দেবগণের[১] সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ওই ওই স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অনন্ত-আকাশায়তন-উপগত দেবগণের, অনন্ত-বিজ্ঞানায়তন-উপগত দেবগণের, আকিঞ্চনায়তন-উপগত দেবগণের, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-উপগত দেবগণের[২] সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি ওই ওই স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিবেন।[৩] ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

৬. ইহা বিবৃত হইলে শালেয়ক ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানকে কহিলেন, অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উলটানোকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথপ্রদর্শন, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করেন যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পান, এইরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহুপর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে, ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মহানুভব গৌতমের তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাদিগকে মহানুভব গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

॥ শালেয়ক-সূত্র সমাপ্ত ॥

---

১. ইঁহারাই সকলে বিভিন্ন রূপব্রহ্মলোকের অধিবাসী। রূপাবচর ধ্যানদ্বারাই এই সকল ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ সম্ভব হয়।

২. ইঁহারাই চারি অরূপব্রহ্মলোকের অধিবাসী। অরূপাবচর ধ্যানদ্বারাই এই সকল লোকে জন্মলাভ সম্ভব হয়।

৩. ইহাই অর্হত্ত্ব, যাহা সকলের উপর সিদ্ধি।

৪২. বৈরঞ্জক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময়ে বৈরঞ্জক (বেরঞ্জাবাসী)[১] ব্রাহ্মণগণ কার্যোপলক্ষ্যে শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছিলেন। বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিতে পাইলেন যে, শাক্যকুল-প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। মহানুভব গৌতমের এইরূপ কল্যাণকীর্তি-শব্দ (যশোগাথা) সমুদ্গত হইয়াছে : 'তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, দেবাখ্যমনুষ্যগণসহ এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, এবং যাহা কেবল [পরিপূর্ণ] পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশিত করে। এহেন অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম।'

২. অনন্তর বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ কেহ তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ কেহ কৃতাঞ্জলি হইয়া, কেহ কেহ ভগবানের নিকট স্বীয় নামগোত্র প্রকাশ করিয়া এবং আর কেহ কেহ বা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে কহিলেন, 'কী হেতু, হে গৌতম, কী কারণে কোনো কোনো সত্ত্ব (জীব) দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়? কী হেতু, হে গৌতম, কী কারণে কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন?'

হে গৃহপতিগণ, অধর্মচর্যা ও বিষমচর্যা-হেতু কোনো কোনো সত্ত্ব (জীব) দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। [পক্ষান্তরে] হে গৃহপতিগণ, ধর্মচর্যা ও সমচর্যা-হেতু কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।

'মহানুভব গৌতমের সংক্ষেপে কথিত উপদেশ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা না করিলে আমরা উহার বিশদ অর্থবোধ করিতে অক্ষম। অতএব মহানুভব

---

১. বেরঞ্জা শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী গ্রাম বা উপনগরবিশেষ।

গৌতম সেইরূপে আমাদের নিকট ধর্মোপদেশ প্রদান করুন যাহাতে আমরা তাঁহার সংক্ষেপে কথিত, বিস্তারিতভাবে অবিভক্ত উপদেশের বিশদ অর্থ জানিতে পারি।' তাহা হইলে, হে গৃহপতিগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'তথাস্তু' বলিয়া বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৩. হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ দৈহিক কারণে অধর্মচারী-বিষমচারী হয়; চতুর্বিধ বাচনিক কারণে অধর্মচারী-বিষমচারী হয়; ত্রিবিধ মানসিক কারণে অধর্মচারী-বিষমচারী হয়।

হে গৃহপতিগণ, কিরূপে ত্রিবিধ দৈহিক কারণে অধর্মচারী-বিষমচারী হয়? এখানে কেহ কেহ প্রাণহন্তা, রুদ্রপ্রকৃতি, লোহিত-পাণি, হনন ও প্রহার কার্যে নিবিষ্ট, অলজ্জী, এবং সর্বজীবের প্রতি অদয়ালু হয়; যাহা পরস্ব, পরবিত্ত, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যে অদত্ত বস্তুর গ্রহণ চৌর্য বলিয়া কথিত হয়, উহার গ্রহীতা হয়; কামে ব্যভিচারী হয়, মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, মাতৃপিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, ধর্মরক্ষিতা, সধবা, সপরিদণ্ডা, অথবা এমনকি বাগ্‌দত্তা এইরূপ কোনো নারীতে ব্যভিচারে রত হয়। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ দৈহিক কারণে অধর্মচারী-বিষমচারী হয়।

হে গৃহপতিগণ, কিরূপে চতুর্বিধ বাচনিক কারণে অধর্মচারী-বিষমচারী হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাবাদী হয়; সভাগত, পরিষদগত জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত, রাজকুলমধ্যগত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আনীত অথবা সাক্ষীরূপে নীত হইয়া 'ভদ্র, তুমি আইস, যাহা জান তাহা বলো'— এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে জানে না অথচ বলে, 'জানে', জানে অথচ বলে, 'জানি না'; দেখে নাই অথচ বলে, 'দেখিয়াছি' কিংবা দেখিয়াছে অথচ বলে, 'দেখি নাই।' ইত্যাদিভাবে আত্মহেতু, পরহেতু অথবা যৎকিঞ্চিৎ লাভহেতু সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে। পিশুনভাষী হয়, এখানে কিছু শুনিয়া সেখানে গিয়া কথা বলে ইহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য, সেখানে কিছু শুনিয়া এখানে আসিয়া বলে তাহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য, এইরূপে সংহত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেত্তা, ভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেদ বিষয়ে উৎসাহদাতা, বর্গারাম, বর্গরত ও বর্গনন্দি হইয়া বর্গকরণী, ভেদকরণী বাক্যের বক্তা হয়; পরুষভাষী হয়, যে বাক্য গণ্ডোৎপাদক, কর্কশ, পরের নিকট কটু, পরের মর্মবিদ্ধকারী, ক্রোধোদ্দীপক এবং সমাধিপ্রতিকূল, সেইরূপ বাক্যের বক্তা হয়; সম্প্রলাপী হয়, অকালবাদী, অভূতবাদী, অনর্থবাদী, অধর্মবাদী,

অবিনয়বাদী, অনুপযুক্তকালে অপ্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হয়, যে বাক্য অশাস্ত্রীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও অনর্থ-ঘটিত। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, চতুর্বিধ বাচনিক কারণে অধর্মচারী-বিষমচারী হয়।

হে গৃহপতিগণ, কিরূপে ত্রিবিধ মানসিক কারণে অধর্মচারী-বিষমচারী হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু (লোভী) হয়, পরস্বে, পরধনধান্যে লোলুপ হয়—অহো, অপর ব্যক্তির যাহা আছে তাহা যদি আমার হইত! ব্যাপন্নচিত্ত হয়, প্রদুষ্টমনে প্রদুষ্টসংকল্প লইয়া কামনা করে—এই সত্ত্বগণ হত হউক, বধ ও উচ্ছন্ন হউক, ভালো কিছু তাহাদের না হউক; মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, বিপরীতদর্শী হয়—দান নাই, ইষ্ট নাই, হোত্র নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক (মুখ্য ও গৌণফল) নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সম্যক-গত সম্যকপন্থি এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ মানসিক কারণে অধর্মচারী-বিষমচারী হয়।

এইরূপ অধর্মচর্যা-বিষমচর্যাহেতু কোনো কোনো সত্ত্ব দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৪. হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ দৈহিক কারণে ধর্মচারী-সমচারী হন। চতুর্বিধ বাচনিক কারণে ধর্মচারী-সমচারী হন। ত্রিবিধ মানসিক কারণে ধর্মচারী-সমচারী হন।

হে গৃহপতিগণ, কিরূপে ত্রিবিধ দৈহিক কারণে ধর্মচারী-সমচারী হন? কেহ কেহ প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু এবং সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করেন; অদত্তগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া অদত্তগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হয়, যাহা পরস্ব, পরবিত্ত, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যাহার গ্রহণ চৌর্য নামে অভিহিত হয় তাহার গ্রহীতা হন না; ব্যভিচার পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হন, যে মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, মাতৃপিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতৃরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, সধবা, সপরিদণ্ডা, এমনকি বাগ্‌দত্তা এহেন নারীতে ব্যভিচারে রত হন না। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ দৈহিক কারণে ধর্মচারী-সমচারী হন।

হে গৃহপতিগণ, কিরূপে চতুর্বিধ বাচনিক কারণে ধর্মচারী-সমচারী হন? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাকথা হইতে প্রতিবিরত হন, সভামধ্যগত, পরিষদমধ্যগত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত,

রাজকুলমধ্যগত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আনীত অথবা সাক্ষীরূপে নীত হইয়া 'ভদ্র, তুমি আইস, যাহা জান তাহা বলো' এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে না জানিলে বলেন তিনি জানেন না, জানিলে তিনি বলেন, জানেন; না দেখিলে, বলেন, তিনি দেখেন নাই, দেখিলে বলেন তিনি দেখিয়াছেন, আত্মহেতু, পরহেতু, যৎকিঞ্চিৎ লাভহেতু সজ্ঞানে মিথ্যাভাষী হন না; পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, এখানে শুনিয়া সেখানে কিছু বলেন না, ইঁহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য; সেখানে শুনিয়া এখানে কিছু বলেন না তাঁহাদের মধ্যে ভেদসংঘটনের জন্য। এইরূপে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে মিলনকারী, সংহতি-উৎপাদক, সমগ্রারাম, সমগ্ররত, সমগ্রনন্দি হইয়া সমগ্রকরণী বাক্যের বক্তা হন; পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, যে বাক্য নিষ্পাপ, শ্রুতিমধুর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, বহুজনকান্ত, বহুজনমনোজ্ঞ, তাদৃশ বাক্যের বক্তা হন; সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হন, যে বাক্য শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, চতুর্বিধ বাচনিক কারণে ধর্মচারী-সমচারী হন।

হে গৃহপতিগণ, কিরূপে ত্রিবিধ মানসিক কারণে ধর্মচারী-সমচারী হন? এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু (নির্লোভ) হন, যাহা অপরের তাহা তাঁহার হউক—এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাহা পরস্ব, পরবিত্ত উহার প্রতি লোলুপ হন না; অব্যাপন্নচিত্ত হন, অপ্রদুষ্টমনে অপ্রদুষ্টসংকল্প লইয়া কামনা করেন—এই সত্ত্বগণ বৈরীহীন, বিঘ্নহীন হইয়া অবাধে ও আত্মসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক; সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, অবিপরীতদর্শী হইয়া বিশ্বাস করেন—আছে দান, আছে ইষ্ট, আছে হোত্র, আছে সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের বিপাক, আছে ইহলোক-পরলোক, আছে মাতা, আছে পিতা, আছে ঔপপাতিক সত্ত্ব, আছেন সম্যক-গত সম্যকপ্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাঁহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, ত্রিবিধ মানসিক কারণে ধর্মচারী-সমচারী হন। এইরূপ ধর্মচর্যা-সমচর্যাহেতু পুণ্যবান সত্ত্ব দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

৫. হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন : 'অহো, আমি কি দেহাবসানে মৃত্যুর পর মহাশাল ক্ষত্রিয়গণের সমস্তরে উৎপন্ন হইতে পারিব? তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর মহাশাল ক্ষত্রিয়গণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার

কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী। যদি ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর মহাশাল ব্রাহ্মণগণের, মহাশাল গৃহপতিগণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ওই ওই স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক দেবগণের, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের, যাম দেবগণের, তুষিত দেবগণের, নির্মাণরতি দেবগণের, পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ওই ওই স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ব্রহ্মকায়িক দেবগণের, আভা দেবগণের, স্বল্পাভ দেবগণের, অল্পশুভ দেবগণের, শুভকৃৎস্ন দেবগণের, বৃহৎফল দেবগণের, সুদর্শন দেবগণের, সুদর্শী দেবগণের, অকনিষ্ঠ দেবগণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর ওই ওই স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অনন্ত-আকাশায়তন-উপগত দেবগণের, অনন্ত-বিজ্ঞানায়তন-উপগত দেবগণের, আকিঞ্চনায়তন-উপগত দেবগণের, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-উপগত দেবগণের সমস্তরে উৎপন্ন হইবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি ওই ওই স্তরে উৎপন্ন হইবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

হে গৃহপতিগণ, যদি কোনো ধর্মচারী-সমচারী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিবেন, তাহা হইলে সম্ভাবনার কারণ আছে যে, তিনি আসবক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিবেন। ইহার কারণ কী? যেহেতু তিনি ধর্মচারী-সমচারী।

৬. ইহা বিবৃত হইলে বৈরঞ্জক ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানকে কহিলেন, 'অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে

[উলটাকে] সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথপ্রদর্শন, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করেন যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পান, এইরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহুপর্যায়ে, বিবিধযুক্তিতে, ধর্ম (জ্ঞেয় বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আমরা মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি। আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাদিগকে মহানুভব গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।'[১]

॥ বৈরঞ্জক-সূত্র সমাপ্ত ॥

৪৩. মহাবেদল্য-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত[২] সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে তাঁহার সহিত কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন :

২. 'বন্ধু, লোকে দুষ্প্রাজ্ঞ, দুষ্প্রাজ্ঞ[৩] বলে। কিসে লোকে দুষ্প্রাজ্ঞ বলে?' 'বন্ধু, প্রকৃষ্টরূপে জানে না, তজ্জন্য লোকে দুষ্প্রাজ্ঞ বলে।' 'কী প্রকৃষ্টরূপে জানে না?' 'ইহা দুঃখ, প্রকৃষ্টরূপে জানে না; ইহা দুঃখসমুদয়, প্রকৃষ্টরূপে জানে না; ইহা দুঃখনিরোধ, প্রকৃষ্টরূপে জানে না; ইহা দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ, প্রকৃষ্টরূপে জানে না। বন্ধু, প্রকৃষ্টরূপে জানে না, প্রকৃষ্টরূপে জানে না, তজ্জন্য লোকে দুষ্প্রাজ্ঞ বলে।'

৩. সাধুবাদ দিয়া আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত আয়ুষ্মান সারিপুত্রের উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং তাহা অনুমোদন করিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন : 'বন্ধু, লোকে প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাবান বলে,

---

১. শালেয়ক ও বৈরঞ্জক-সূত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। পূর্ব সূত্রে ধর্মচর্যাকে উদ্দেশ করিয়া এবং পরের সূত্রে ধর্মচারীকে উদ্দেশ করিয়া ভগবান ধর্মোপদেশ দিয়াছেন। এই মাত্র তফাত। (প-সূ)

২. পাঠান্তরে মহাকোষ্ঠিক।

৩. বুদ্ধঘোষের মতে প্রজ্ঞা কদাপি দুষ্ট হয় না, অতএব এ স্থলে দুষ্প্রাজ্ঞ অর্থে নিষ্প্রাজ্ঞ বা অপ্রাজ্ঞ বুঝিতে হইবে। (প-সূ)

কিসে লোক প্রজ্ঞাবান হয়?' 'বন্ধু, প্রকৃষ্টরূপে জানে, প্রকৃষ্টরূপে জানে, তজ্জন্য লোকে প্রজ্ঞাবান বলে।' 'কী প্রকৃষ্টরূপে জানে?" 'জানে, ইহা দুঃখ; জানে, ইহা দুঃখসমুদয়; জানে, ইহা দুঃখনিরোধ; জানে, ইহা দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ। বন্ধু, প্রকৃষ্টরূপে জানে, প্রকৃষ্টরূপে জানে, তজ্জন্য লোকে প্রজ্ঞাবান বলে।'

৪. 'বন্ধু, লোকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান[১] বলে। কিসে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়?' 'বন্ধু, বিশেষভাবে জানে, বিশেষভাবে জানে, তজ্জন্য বিজ্ঞান বিজ্ঞান নামে কথিত হয়।' 'কী বিশেষভাবে জানে?' 'সুখ কী জানে; দুঃখ কী জানে; না-দুঃখ-না-সুখ কী জানে। বন্ধু, বিশেষভাবে জানে, বিশেষভাবে জানে, তজ্জন্য বিজ্ঞান নামে কথিত হয়।' 'বন্ধু, যাহা প্রজ্ঞা এবং যাহা বিজ্ঞান—এই দুই ধর্ম সংশ্লিষ্ট অথবা বিসংশ্লিষ্ট, বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব বিজ্ঞাপন করা সম্ভব কি?' 'বন্ধু, যাহা প্রজ্ঞা ও যাহা বিজ্ঞান—এই দুই ধর্ম সংশ্লিষ্ট, বিসংশ্লিষ্ট নহে। বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব বিজ্ঞাপন করা সম্ভব নহে। যাহা প্রকৃষ্টরূপে জানে তাহা বিশেষভাবেও জানে, যাহা বিশেষভাবে জানে তাহা প্রকৃষ্টরূপেও জানে, তদ্ধেতু এই দুই ধর্ম সংশ্লিষ্ট, বিসংশ্লিষ্ট নহে, বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব বিজ্ঞাপন করা সম্ভব নহে।' 'বন্ধু, যাহা প্রজ্ঞা এবং যাহা বিজ্ঞান, বিসংশ্লিষ্ট নহে, সংশ্লিষ্ট—এই দুই ধর্মের নানাকরণ (পৃথক্‌করণ) হয় কিসে? 'বন্ধু, যাহা প্রজ্ঞা এবং যাহা বিজ্ঞান, বিসংশ্লিষ্ট নহে সংশ্লিষ্ট—এই দুই ধর্মের মধ্যে প্রজ্ঞা বর্ধনযোগ্য[২] এবং বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়[৩]।'

৫. 'বন্ধু, লোকে বেদনা বেদনা বলে, কিসে বেদনা বেদনা বলিয়া কথিত হয়?' 'বন্ধু, বেদনা বেদন (অনুভব) করে, বেদনা বেদন করে, তজ্জন্য বেদনা বেদনা বলিয়া কথিত হয়।' 'বেদনা কী বেদন করে?' 'সুখবেদনা বেদন করে, দুঃখবেদনা বেদন করে, না-দুঃখ-না-সুখবেদনা বেদন করে। বন্ধু, বেদনা বেদন করে, বেদনা বেদন করে, তজ্জন্য বেদনা বেদনা বলিয়া কথিত হয়।'

---

১. বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে, এ স্থলে 'বিজ্ঞান' অর্থে বিদর্শন-বিজ্ঞান এবং 'প্রজ্ঞা' অর্থে মার্গ-প্রজ্ঞা। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা সংশ্লিষ্ট, যেহেতু তাহারা একই বস্তু (জ্ঞানোপায়) এবং একই আলম্বন (জ্ঞানাশ্রয়)-সাহায্যে একত্রে একই সময়ে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। একুপ্পাদ-একনিরোধ-একবত্থুক-একারম্মণতায সংসট্‌ঠা। (প-সূ)

২. বুদ্ধঘোষের মতে, প্রজ্ঞার সহিত বিজ্ঞান বর্ধনীয়। (প-সূ)

৩. বুদ্ধঘোষের মতে, বিজ্ঞানের সহিত প্রজ্ঞা পরিজ্ঞেয়। (প-সূ)

৬. 'বন্ধু, লোকে সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলে, কিসে সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়?' 'বন্ধু, প্রত্যক্ষে জানে, প্রত্যক্ষে জানে, তজ্জন্য সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়।' 'প্রত্যক্ষে কী জানে?' 'নীল কী জানে, পীত কী জানে, লোহিত কী জানে, অবদাত (শুভ্র) কী জানে।' 'বন্ধু, প্রত্যক্ষে জানে, প্রত্যক্ষে জানে, তজ্জন্য সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়।'

৭. 'বন্ধু, যাহা বেদনা, যাহা সংজ্ঞা, যাহা বিজ্ঞান—এই ধর্মত্রয় সংশ্লিষ্ট অথবা বিসংশ্লিষ্ট, বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব প্রজ্ঞাপন করা সম্ভব কি?' 'বন্ধু, যাহা বেদনা, যাহা সংজ্ঞা এবং যাহা বিজ্ঞান—এই সকল ধর্ম সংশ্লিষ্ট, বিসংশ্লিষ্ট নহে, বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব প্রজ্ঞাপন সম্ভব নহে। বন্ধু, (বেদনা) যাহা বেদন করে, (সংজ্ঞা) তাহা প্রত্যক্ষে জানে, (বিজ্ঞান) তাহাই বিশেষভাবে জানে, তদ্ধেতু এই সকল ধর্ম সংশ্লিষ্ট, বিসংশ্লিষ্ট নহে এবং বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া ইহাদের নানাত্ব প্রজ্ঞাপন সম্ভব নহে।'[১]

৮. 'বন্ধু, পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে নিঃসৃত (নির্গত) পরিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে জ্ঞেয় কী?' 'বন্ধু, পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে নিঃসৃত পরিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে 'অনন্ত আকাশ' অর্থে গৃহীত আকাশায়তনই জ্ঞেয়, 'অনন্ত বিজ্ঞান' অর্থে গৃহীত বিজ্ঞানায়তনই জ্ঞেয়, (অপর) 'কিছুই নাই' অর্থে গৃহীত আকিঞ্চনায়তনই জ্ঞেয়।' 'বন্ধু জ্ঞেয় ধর্ম কিসের দ্বারা প্রজ্ঞাত হয়?' 'বন্ধু, প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারাই জ্ঞেয় ধর্ম প্রজ্ঞাত হয়।' 'বন্ধু প্রজ্ঞা কিসের জন্য?' 'বন্ধু, প্রজ্ঞা অভিজ্ঞার জন্য, পরিজ্ঞার জন্য, প্রহানের জন্য।'

৯. 'বন্ধু, কত উপায়ে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়?' 'বন্ধু, দ্বিবিধ উপায়ে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। পরমত শ্রবণ এবং যোনিশ মনস্কার—এই দ্বিবিধ উপায়েই সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়।' 'বন্ধু, কতগুণে গুণান্বিত হইলে সম্যক দৃষ্টি চিত্তবিমুক্তিফলপ্রসূ হয় এবং চিত্তবিমুক্তি সম্যক দৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়, সম্যক দৃষ্টি প্রজ্ঞাবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি-লাভেই সম্যক

---

১. বেদনার কাজ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় সম্পর্কে সুখ-দুঃখাদি ত্রিবিধ বেদনা অনুভব করা। সংজ্ঞার কাজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্যক জানা—ইহা নীল কি পীত, ইহা কীরূপ শব্দ, কী প্রকারের রস, ঘ্রাণ ইত্যাদি। বিজ্ঞানের কাজ অনুভূত এবং জ্ঞাত বিষয়ের লক্ষণ এবং স্বরূপ বিশেষভাবে জানা—ইহা কি নিত্য কিংবা অনিত্য, সুখ কিংবা দুঃখ, আত্মবাচ্য কিংবা অনাত্মবাচ্য। প্রজ্ঞার কাজ শুধু অনুভূত এবং জ্ঞাত বিষয়ের লক্ষণ ও স্বরূপ জানা নহে, তাহা যথার্থ জানিয়া স্বকর্তব্য স্থির করিয়া মুক্তির উপায় নির্ধারণ করা এবং মুক্তির পথ অনুসরণ করা। (প-সূ)

দৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়?' 'বন্ধু, পঞ্চগুণে অনুগৃহীত হইলেই সম্যক দৃষ্টি চিত্তবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, চিত্তবিমুক্তি-লাভেই সম্যক দৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়, সম্যক দৃষ্টি প্রজ্ঞাবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি-লাভেই সম্যক দৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়। বন্ধু, এ স্থলে সম্যক দৃষ্টি শীলানুগৃহীত হয়, শ্রুত্যানুগৃহীত হয়, ধর্মালাপানুগৃহীত হয়, [শমথানুগৃহীত হয়,] বিদর্শনানুগৃহীত হয়। বন্ধু, এই পঞ্চগুণে অনুগৃহীত হইলেই সম্যক দৃষ্টি চিত্তবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, চিত্তবিমুক্তি-লাভেই সম্যক দৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়, সম্যক দৃষ্টি প্রজ্ঞাবিমুক্তিফলপ্রসূ হয়, প্রজ্ঞাবিমুক্তি-লাভেই সম্যক দৃষ্টির প্রত্যাশিত ফল হয়।'

১০. 'বন্ধু, ভব কত প্রকার?' 'বন্ধু, ভব তিন প্রকার—কামভব, রূপভব ও অরূপভব।' 'বন্ধু, কিরূপে অনাগতে পুনর্জন্ম সংঘটিত হয়?' 'বন্ধু, অবিদ্যা নীবরণে আবৃত এবং তৃষ্ণাসংযোজনে সংযোজিত সত্ত্বগণের তত্র তত্র (ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে) জন্মধারণে অভিলাষ হয়। এইরূপেই অনাগতে পুনর্জন্ম সংঘটিত হয়।' 'বন্ধু, কিরূপে অনাগতে পুনর্জন্ম সংঘটিত হয় না?' 'বন্ধু, অবিদ্যা-বিরতিহেতু বিদ্যার উৎপত্তি হয়, তৃষ্ণার নিরোধহেতু অনাগতে পুনর্জন্ম সংঘটিত হয় না।'

১১. 'বন্ধু, প্রথম ধ্যান কী?' 'বন্ধু, ভিক্ষু সর্ব কাম অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ইহাই, বন্ধু, প্রথম ধ্যান বলিয়া কথিত হয়।' 'বন্ধু, প্রথম ধ্যানের কয়টি অঙ্গ?' 'বন্ধু, প্রথম ধ্যানের পাঁচটি অঙ্গ। প্রথম ধ্যানসমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে বর্তিত হয় বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা। এইরূপে, বন্ধু, প্রথম ধ্যান পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন হয়।' 'বন্ধু, প্রথম ধ্যান কয় অঙ্গপরিহীন ও কয় অঙ্গে সমন্বিত হয়?' 'বন্ধু, প্রথম ধ্যান পঞ্চাঙ্গপরিহীন ও পঞ্চাঙ্গসমন্বিত হয়। প্রথম ধ্যানসমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা—এই পঞ্চাঙ্গ পরিহীন (প্রহীন) হয়। এই ভিক্ষুর মধ্যে বর্তিত হয় বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা। বন্ধু, এইরূপে প্রথম ধ্যান পঞ্চাঙ্গপরিহীন ও পঞ্চাঙ্গসমন্বিত হয়।'

'বন্ধু, পঞ্চেন্দ্রিয়, ইহাদের নানাবিষয়, নানা গোচর, একের গোচর ও বিষয় অপরের গ্রাহ্য নহে। পঞ্চেন্দ্রিয়; যথা : চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বেন্দ্রিয়, কায়েন্দ্রিয়, যাহাদের নানা বিষয়, নানা গোচর এবং যাহারা একের গোচর ও বিষয় অন্যে উপভোগ করে না। এহেন পঞ্চেন্দ্রিয়ের (সাধারণ) প্রতিশরণ কী? কে ইহাদের সকলের গোচর ও বিষয় প্রত্যনুভব

করে?' 'বন্ধু, মনই[১] এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের (সাধারণ) প্রতিশরণ, মনই ইহাদের গোচর ও বিষয় প্রত্যনুভব করে।'

১২. 'বন্ধু, ইহারাই পঞ্চেন্দ্রিয়; যথা : চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বেন্দ্রিয়, কায়েন্দ্রিয়। বন্ধু, এই পঞ্চেন্দ্রিয় কিসে প্রতিষ্ঠিত থাকে?' 'বন্ধু, ইহারাই পঞ্চেন্দ্রিয়; যথা : চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বেন্দ্রিয়, কায়েন্দ্রিয়। বন্ধু, এই পঞ্চেন্দ্রিয় আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।' 'বন্ধু, আয়ু কিসে প্রতিষ্ঠিত থাকে?' 'আয়ু[২] উষ্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।' 'বন্ধু, উষ্মা কিসে প্রতিষ্ঠিত থাকে?' 'উষ্মা[৩] আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।' 'বন্ধু, এখন আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কথিত বিষয় এইভাবে জানিলাম যে, আয়ু উষ্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, উষ্মাও আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বন্ধু, কিরূপে তোমার এই কথিত বিষয়ের অর্থবোধ করিতে হইবে?' 'তাহা হইলে, বন্ধু, আমি তোমাকে একটি উপমা দিব, কারণ উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বিষয়ের অর্থবোধ করেন। যেমন, বন্ধু, জ্বলন্ত তৈলপ্রদীপে অর্চির (বহ্নিশিখার) কারণ আভা (দীপ্তি) প্রতীয়মান হয় এবং আভার কারণ অর্চি প্রতীয়মান হয়, তেমনভাবেই, বন্ধু, আয়ু উষ্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং উষ্মা আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।' 'বন্ধু, যাহা আয়ুসংস্কার (দেহস্থিতি) তাহাই বেদনীয় ধর্ম, অথবা আয়ুসংস্কার এক বস্তু বেদনীয় ধর্ম অপর বস্তু?' 'বন্ধু, তাহাই আয়ুসংস্কার তাহাই বেদনীয় ধর্ম নহে। যদি, বন্ধু, যাহা আয়ুসংস্কার তাহাই বেদনীয় ধর্ম হইত, তাহা হইলে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-প্রাপ্ত ভিক্ষুর পুনরুত্থান[৪] দৃষ্ট হইত না। যেহেতু, বন্ধু, আয়ুসংস্কার এক বস্তু এবং বেদনীয় ধর্ম অপর এক বস্তু, সেই কারণেই সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-প্রাপ্ত ভিক্ষুর পুনরুত্থান দৃষ্ট হয়।'

১৩. 'বন্ধু, এই জীবন্ত দেহ কয়টি ধর্ম পরিত্যাগ করিলে (শ্মশানে) পরিত্যক্ত ও অবক্ষিপ্ত হইয়া অচেতন-কাষ্ঠবৎ (ভূতলে) শায়িত হয়?' 'বন্ধু, যখন এই জীবন্ত দেহ আয়ু, উষ্মা এবং বিজ্ঞান—এই তিন ধর্ম পরিত্যাগ করে তখন ইহা (শ্মশানে) পরিত্যক্ত ও অবক্ষিপ্ত হইয়া অচেতন-কাষ্ঠবৎ (ভূতলে) শায়িত হয়।' 'বন্ধু, যিনি মৃত কালগত এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-

---

১. এ স্থলে 'মন' অর্থে জবন-মন, মনোদ্বারে কিংবা পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারে জবিত মন। (প-সূ)

২. 'আয়ু' অর্থে জীবিতেন্দ্রিয়। (প-সূ) আয়ুর্বেদের মতে 'শরীর-জীবয়োর্যোগঃ আয়ুঃ'। 'দেহের সহিত জীবাত্মার সংযোগই (সংযুক্ত অবস্থাই) আয়ু।'

৩. 'উষ্মা' অর্থে কর্মজ তেজ, মূল জীবনীশক্তি। (প-সূ)

৪. ভবাঙ্গচিত্তের (আলয় বিজ্ঞানের) পুনরুত্থান। (প-সূ)

বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-নিমগ্ন, তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য কী?' 'বন্ধু, যিনি মৃত কালগত তাঁহার কায়সংস্কার (জীবনক্রিয়া)[১] নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাক্‌সংস্কার (বচনক্রিয়া)[২] নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, আয়ু পরিক্ষীণ, উষ্মা উপশান্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিভিন্ন (ছিন্নভিন্ন) হয়; এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-নিমগ্ন তাঁহারও কায়সংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাক্‌সংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, চিত্তসংস্কার[৩] নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ হয়, (কিন্তু) আয়ু পরিক্ষীণ হয় না, উষ্মা উপশান্ত হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন (অনাবিল) থাকে। বন্ধু, যিনি মৃত কালগত এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-নিমগ্ন, তাঁহাদের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

১৪. 'বন্ধু, না-দুঃখ-না-সুখ (সুখ-দুঃখাতীত) চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির কয়টি উপায়?' 'বন্ধু, না-দুঃখ-না-সুখ চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির চারিটি উপায়। বন্ধু, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ পরিহার করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া, সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বন্ধু, না-দুঃখ-না-সুখ চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির এই চারিটি উপায়।' 'বন্ধু, অনিমিত্ত[৪] চিত্তবিমুক্তি[৫]-সমাপত্তির কয়টি উপায়?' 'বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির দুইটি উপায় : সর্বনিমিত্তের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের) প্রতি অমনস্কার এবং অনিমিত্ত (নির্বাণ) ধাতুর প্রতি মনস্কার। বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তির এই দুইটি উপায়।' 'বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-স্থিতির কয়টি উপায়?' 'বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-স্থিতির তিনটি উপায় : সর্বনিমিত্তের প্রতি অমনস্কার, অনিমিত্ত (নির্বাণ) ধাতুর প্রতি মনস্কার এবং পূর্ব হইতে অভিসংস্কার (সময় নির্ধারণ)। বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-স্থিতির এই তিনটি উপায়।' 'বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি হইতে উত্থানের কয়টি উপায়?' 'বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি হইতে উত্থানের দুইটি উপায় :

---

১. কায়সংস্কার অর্থে শ্বাসপ্রশ্বাস। (প-সূ)

২. বাক্‌সংস্কার অর্থে বিতর্ক ও বিচার। (প-সূ)

৩. চিত্তসংস্কার অর্থে সংজ্ঞা ও বেদনা। (প-সূ) পতঞ্জলির ভাষায় চিত্তবৃত্তি।

৪. চারি পৃথক পৃথক উপায় নহে, যেহেতু সমস্তই চতুর্থ ধ্যানের অঙ্গীভূত।

৫. বুদ্ধঘোষের মতে অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি অর্থে বিদর্শন, চারি অরূপধ্যান, চারি লোকোত্তর মার্গ ও চারি লোকোত্তর ফল। বিদর্শন নিত্যনিমিত্ত, সুখনিমিত্ত ও আত্মনিমিত্ত উদ্‌ঘাটিত (নিরস্ত) করে, এই অর্থে অনিমিত্ত। চারি অরূপধ্যানে রূপনিমিত্ত বিদ্যমান থাকে না, এই অর্থে অনিমিত্ত। ক্লেশের অভাবহেতু লোকোত্তর মার্গ ও ফল অনিমিত্ত। (প-সূ) বিশদ ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্র.।

সর্বনিমিত্তের প্রতি মনস্কার এবং অনিমিত্ত (নির্বাণ) ধাতুর প্রতি অমনস্কার। বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি হইতে উত্থানের এই দুইটি উপায়।'

১৫. 'বন্ধু, যাহা অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি, যাহা আকিঞ্চন্য চিত্তবিমুক্তি, যাহা শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি এবং যাহা অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি, এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক অথবা অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?' 'বন্ধু, এমন এক ব্যাখ্যাপ্রণালি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক। বন্ধু, এমন এক ব্যাখ্যাপ্রণালিও আছে যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।' 'বন্ধু, সেই ব্যাখ্যাপ্রণালি কী যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?' 'বন্ধু, এখানে ভিক্ষু মৈত্রীসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে উর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্ব দিক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অবাধ চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণা-সহগত, মুদিতা-সহগত এবং উপেক্ষা-সহগত চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ। বন্ধু, ইহাকেই বলে অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি।' বন্ধু, আকিঞ্চন্য চিত্তবিমুক্তি কী?' 'বন্ধু, এখানে ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞানায়তন সমতিক্রম করিয়া আকিঞ্চনায়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বন্ধু, ইহাকেই বলে আকিঞ্চন্য চিত্তবিমুক্তি।' 'বন্ধু, শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি কী?' "বন্ধু, এখানে ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত কিংবা শূন্যাগারগত হইয়া এইরূপে স্বমনে পর্যালোচনা করেন : 'এই জগৎ আত্মা-বিরহিত কিংবা আত্মবস্তু-বিরহিত, অনাত্মীয়।' বন্ধু, ইহাকেই বলে শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি।" 'বন্ধু, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি কী?' 'বন্ধু, এখানে ভিক্ষু সকল নিমিত্তের প্রতি অন্যমনস্ক হইয়া অনিমিত্ত চিত্ত-সমাধি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বন্ধু, ইহাকেই বলে অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি। বন্ধু, ইহাই সেই ব্যাখ্যাপ্রণালি যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।' 'বন্ধু, সেই ব্যাখ্যাপ্রণালি কী যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?' 'বন্ধু, রাগই প্রমাণ-করণ, দ্বেষই প্রমাণ-করণ, মোহই প্রমাণ-করণ। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর মধ্যে ধর্মত্রয় প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। বন্ধু, অপ্রমেয় যত চিত্তবিমুক্তি আছে, অটল চিত্তবিমুক্তিই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, (যেহেতু) সেই অটল চিত্তবিমুক্তিই রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য। 'বন্ধু, রাগই কিঞ্চন, দ্বেষই

কিঞ্চন, মোহই কিঞ্চন। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর মধ্যে এই ধর্মত্রয় প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। বন্ধু, আকিঞ্চন্য যত চিত্তবিমুক্তি আছে তন্মধ্যে অটল চিত্তবিমুক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, (যেহেতু) সেই অটল চিত্তবিমুক্তিই রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য। বন্ধু, রাগই নিমিত্ত-করণ, দ্বেষই নিমিত্ত-করণ, মোহই নিমিত্ত-করণ। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর মধ্যে ধর্মত্রয় প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। বন্ধু, অনিমিত্ত যত চিত্তবিমুক্তি আছে তন্মধ্যে অটল চিত্তবিমুক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, (যেহেতু) সেই অটল চিত্তবিমুক্তিই রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য। বন্ধু, ইহাই সেই ব্যাখ্যাপ্রণালি যাহা অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।'

আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত আয়ুষ্মান সারিপুত্রের উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাবেদল্য-সূত্র সমাপ্ত ॥

৪৪. ক্ষুদ্রবেদল্য-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান রাজগৃহ-সমীপে[১] অবস্থান করিতেছিলেন, বেণুবনে কলন্দক[২]-নিবাপে[৩]। উপাসক বিশাখ[৪] ধর্মদত্তা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ধর্মদত্তা ভিক্ষুণীকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট উপাসক বিশাখ ভিক্ষুণী ধর্মদত্তাকে কহিলেন :

---

১. রাজগৃহ পঞ্চপর্বত-পরিবেষ্টিত মগধের রাজধানী। ইহার আধুনিক নাম রাজগির। বেণুবন রাজগৃহের উত্তর দ্বারের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল।

২. বেণুবন মগধরাজ বিম্বিসারের রাজোদ্যানবিশেষ। বিম্বিসার পরে এই রাজোদ্যান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের বাসের জন্য উৎসর্গ করেন।

৩. বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে কলন্দক-নিবাপ, করন্দক-নিবাপ এই দুই নাম পাওয়া যায়। চৈনিক পর্যটকগণ করণ্ড বেণুবন নামেই উক্ত বিহারকে অভিহিত করিয়াছেন। পালি অট্ঠকথার ব্যাখ্যানুসারে কলন্দক অর্থে কাঠবিড়াল, এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের মতে কলন্দক অর্থে কাকজাতীয় পক্ষিবিশেষ।

৪. ধর্মদত্তার প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব সম্পর্কে বিশাখ তাঁহার স্বামী।

২. 'আর্যে, লোকে সৎকায়, সৎকায়[1] বলে। আর্যে, ভগবদুক্ত সৎকায় কী?' 'বিশাখ, এই পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধই[2] ভগবদুক্ত সৎকায়; যথা : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। বিশাখ, এই পঞ্চোপাদান-স্কন্ধই ভগবদুক্ত সৎকায়। 'সাধু, আর্যে' বলিয়া উপাসক বিশাখ ভিক্ষুণী ধর্মদত্তার উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং তাহা অনুমোদন করিয়া ধর্মদত্তা ভিক্ষুণীকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর্যে, লোকে সৎকায়-সমুদয়, সৎকায়-সমুদয় বলে। আর্যে, ভগবদুক্ত সৎকায়-সমুদয় কী?' 'বিশাখ, যে তৃষ্ণা পুনর্ভব-উৎপাদিকা, নন্দিরাগ-সহগতা এবং তত্র তত্র জন্মলাভের জন্য অভিলাষিণী; যথা : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা, তাহাই ভগবদুক্ত সৎকায়-সমুদয়।' 'আর্যে, লোকে সৎকায়-নিরোধ, সৎকায়-নিরোধ বলে। আর্যে, ভগবদুক্ত সৎকায়-নিরোধ কী?' 'বিশাখ, তৃষ্ণার অশেষ বিরাগ-নিরোধ, ত্যাগ ও পরিবিসর্জনে যাহা অনালয় মুক্তি তাহাই ভগবদুক্ত সৎকায়-নিরোধ।' 'আর্যে, লোকে সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদ, সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদ বলে। আর্যে ভগবদুক্ত সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদ কী?' 'বিশাখ, এই অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গই ভগবদুক্ত সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।' 'আর্যে, যাহা উপাদান তাহাই পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ কিংবা উপাদান পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ হইতে স্বতন্ত্র কিছু?' 'বিশাখ, যাহা উপাদান তাহাও যেমন পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ নহে, পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ হইতে উপাদানও তেমন স্বতন্ত্র কিছু নহে।' 'বিশাখ, পঞ্চোপাদান-স্কন্ধে[3] যাহা ছন্দরাগ (প্রেমাসক্তি) তাহাই সে ক্ষেত্রে উপাদান।'

৩. 'আর্যে, কিরূপে লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হয়?' 'বিশাখ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন, যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত, যে সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে,

---

১. সৎকায় অর্থে স্বাত্ম, ব্যক্তিত্ব, পৃথক পৃথক সত্তা, ব্যক্তিত্বের আধার।

২. উপাদানক্‌খন্ধাতি উপাদানানং পচ্চযভূতা খন্ধা। (প-সূ) যে-সকল স্কন্ধ উপাদান বা আসক্তির মূলাধার।

৩. পঞ্চস্কন্ধের প্রতি প্রেমাসক্তিই উপাদান এবং এই উপাদানই ব্যক্তিত্বের আধার। পঞ্চস্কন্ধই উপাদানের অবলম্বিত বিষয়। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে উপাদান সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত। বিশদ আলোচনা পরিশিষ্টে দ্র.।

আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিংবা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। বিশাখ, এইরূপেই লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হয়।'[১]

৪. 'আর্যে, কিরূপে লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হন না?' 'বিশাখ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করেন, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করেন, সৎপুরুষধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, রূপে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে রূপবান দেখেন না, আত্মায় রূপ দেখেন না কিংবা রূপে আত্মদর্শন করেন না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। বিশাখ, এইরূপেই লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হন না।'[২]

৫. 'আর্যে, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ কী?' 'বিশাখ, ইহাই অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।' "আর্যে, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ 'সংস্কৃত' (কৃতধর্মী) কিংবা অসংস্কৃত (অকৃতধর্মী)?" "বিশাখ, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ 'সংস্কৃত' (কৃতধর্মী)।" 'আর্যে, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গে তিন স্কন্ধ সংগৃহীত কিংবা তিন স্কন্ধে অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ সংগৃহীত?' 'বিশাখ, অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গে তিন স্কন্ধ সংগৃহীত নহে, তিন স্কন্ধেই অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ সংগৃহীত।' বিশাখ, যাহা সম্যক বাক্য, যাহা সম্যক কর্ম এবং যাহা সম্যক জীবিকা—এই (তিন) বিষয় শীলস্কন্ধে, যাহা সম্যক ব্যায়াম, যাহা সম্যক স্মৃতি এবং যাহা সম্যক সমাধি—এই (তিন) বিষয় সমাধিস্কন্ধে এবং যাহা সম্যক দৃষ্টি ও যাহা সম্যক সংকল্প—এই (দুই) বিষয় প্রজ্ঞাস্কন্ধে সংগৃহীত[৩]।' 'আর্যে, সমাধি কী, সমাধি-নিমিত্ত কী, সমাধি-উপকরণ কী, সমাধি-ভাবনা কী?' 'বিশাখ, চিত্তের যে একাগ্রতা তাহাই সমাধি, চারি স্মৃতিপ্রস্থান সমাধি-নিমিত্ত, চারি সম্যকপ্রধান সমাধি-উপকরণ, এবং যাহা এই (তিন) বিষয়ের আসেবন, ভাবন, বহুলকরণ তাহাই তৎস্থলে সমাধি-ভাবনা।'

৬. 'আর্যে, সংস্কার কত প্রকার?' 'বিশাখ, এই তিন প্রকার সংস্কার : কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার, চিত্তসংস্কার।' 'আর্যে, কায়সংস্কার কী, বাক্‌সংস্কার কী, চিত্তসংস্কার কী?' 'বিশাখ, শ্বাসপ্রশ্বাস কায়সংস্কার, বিতর্ক-বিচার

---

১. মূলপর্যায়-সূত্র দ্র.।

২. ঐ (মূল-পর্যায়-সূত্র দ্র.)

৩. অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই তিন ভাগে বিভক্ত, ইহাই সংক্ষেপে বলিবার উদ্দেশ্য।

বাক্‌সংস্কার, সংজ্ঞা ও বেদনা চিত্তসংস্কার।' 'আর্যে, কী কারণে শ্বাসপ্রশ্বাস কায়সংস্কার, কী কারণে বিতর্ক-বিচার বাক্‌সংস্কার, কী কারণে সংজ্ঞা ও বেদনা চিত্তসংস্কার?' 'বিশাখ, শ্বাসপ্রশ্বাস কায়িক, ইহারা কায়-প্রতিবদ্ধ, তজ্জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস কায়সংস্কার।' 'বিশাখ, পূর্বে বিতর্ক-বিচার করিয়া পরে বাক্য উচ্চারণ করে, তজ্জন্য বিতর্ক-বিচার বাক্‌সংস্কার। সংজ্ঞা ও বেদনা চৈতসিক (চিত্তগত ধর্ম)—এই (দুই) ধর্ম চিত্তপ্রতিবদ্ধ, তজ্জন্য সংজ্ঞা ও বেদনা চিত্তসংস্কার।'

৭. 'আর্যে, কিরূপে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি লাভ হয়?' 'বিশাখ, যে ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি সংপ্রাপ্ত হন তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তা হয় না যে, তিনি এই সমাপত্তি সংপ্রাপ্ত হইবেন কিংবা তিনি ইহা সংপ্রাপ্ত হইতেছেন, অথবা তিনি ইহা সংপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব হইতে তাঁহার চিত্ত এইভাবে সুভাবিত যে তাহাতে অক্লেশে তদবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।' 'আর্যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-সমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে কোন ধর্ম প্রথম নিরুদ্ধ হয়, তাহা কি কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার কিংবা চিত্তসংস্কার?' 'বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-সমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে প্রথম নিরুদ্ধ হয় কায়সংস্কার, তারপর বাক্‌সংস্কার, তারপর চিত্তসংস্কার।' 'আর্যে, কিরূপে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি হইতে পুনরুত্থান হয়?' 'বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি হইতে উঠিতে হইলে ভিক্ষুর মনে এইরূপ কোনো চিন্তা হয় না যে, তিনি এই সমাপত্তি হইতে উঠিবেন, উঠিতেছেন অথবা উঠিয়াছেন। পূর্ব হইতে এ বিষয়ে তাঁহার চিত্ত এমন সুভাবিত থাকে যাহাতে সহজেই তদবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।' 'আর্যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি হইতে উঠিবার সময় ভিক্ষুর মধ্যে কোন ধর্ম প্রথম জাগ্রত হয়, তাহা কি কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার কিংবা চিত্তসংস্কার?' 'বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি হইতে উঠিবার সময় ভিক্ষুর মধ্যে প্রথম জাগ্রত হয় চিত্তসংস্কার, তারপর কায়সংস্কার, তারপর বাক্‌সংস্কার।' 'আর্যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি হইতে উত্থিত ভিক্ষুকে কয় স্পর্শে স্পর্শ করে?' 'বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি হইতে উত্থিত ভিক্ষুকে এই তিন স্পর্শে স্পর্শ করে : শূন্যতা স্পর্শ, অনিমিত্ত স্পর্শ, অপ্রণিহিত স্পর্শ।'[১] 'আর্যে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি হইতে উত্থিত ভিক্ষুর চিত্ত কী

---

১. রাগ-দ্বেষ-মোহশূন্য অর্থে নির্বাণ শূন্যতা, রাগ-দ্বেষাদি নিমিত্ত-অভাবে নির্বাণ অনিমিত্ত, এবং রাগ-দ্বেষাদি প্রণিধি-অভাবে নির্বাণ অপ্রণিহিত। (প-সূ)

অভিমুখী, কী প্রবণ, কী প্রাগ্‌ভার?' 'বিশাখ, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি হইতে উত্থিত ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকাভিমুখী, বিবেকপ্রবণ, বিবেক-প্রাগ্‌ভার।'

৮. 'আর্যে, বেদনা কত প্রকার?' 'বিশাখ, এই তিন প্রকার বেদনা : সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা।' 'আর্যে, সুখ বেদনা কী, দুঃখ বেদনা কী, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা কী?' 'বিশাখ, অনুভূত যে কায়িক কিংবা চৈতসিক বেদনা সুখ সাত (মনোজ্ঞ; আনন্দদায়ক) তাহাই সুখ বেদনা। বিশাখ, অনুভূত যে কায়িক কিংবা চৈতসিক বেদনা দুঃখ অসাত (অপ্রীতিকর) তাহাই দুঃখ বেদনা। বিশাখ, অনুভূত যে কায়িক কিংবা চৈতসিক বেদনা না-সাত-না-অসাত তাহাই না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা।' 'আর্যে, সুখ বেদনায় সুখ কী, দুঃখ কী? দুঃখ বেদনায় সুখ কী, দুঃখ কী? না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় সুখ কী, দুঃখ কী?' 'বিশাখ, সুখ বেদনায় স্থিতি সুখ, বিপরিণাম দুঃখ। দুঃখ বেদনায় স্থিতি দুঃখ, বিপরিণাম সুখ। না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় সজ্ঞান সুখ, অজ্ঞান দুঃখ।' 'আর্যে, সুখ বেদনায় কোন অনুশয় অনুশয়ন করে, দুঃখ বেদনায় কোন অনুশয়[১] অনুশয়ন করে, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় কোন অনুশয় অনুশয়ন করে?' 'বিশাখ, সুখ বেদনায় রাগানুশয় অনুশয়ন করে, দুঃখ বেদনায় প্রতিঘানুশয় অনুশয়ন করে, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় অবিদ্যানুশয় অনুশয়ন করে।' 'আর্যে, সকল সুখ বেদনায় কি রাগানুশয়, সকল দুঃখ বেদনায় কি প্রতিঘানুশয়, সকল না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় কি অবিদ্যানুশয় অনুশয়ন করে?' বিশাখ, সকল সুখ বেদনায় রাগানুশয়, সকল দুঃখ বেদনায় প্রতিঘানুশয়, সকল না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় অবিদ্যানুশয় অনুশয়ন করে না।' 'আর্যে, সুখ বেদনায় পরিহার্য কী, দুঃখ বেদনায় পরিহার্য কী, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় পরিহার্য কী?' বিশাখ, সুখ বেদনায় পরিহার্য রাগানুশয়, দুঃখ বেদনায় পরিহার্য প্রতিঘানুশয়, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় পরিহার্য অবিদ্যানুশয়।' 'আর্যে, সকল সুখ বেদনায় কি রাগানুশয় পরিহার্য, সকল দুঃখ বেদনায় কি প্রতিঘানুশয় পরিহার্য, সকল না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় কি অবিদ্যানুশয় পরিহার্য?' 'বিশাখ, সকল সুখ বেদনায় রাগানুশয়, সকল দুঃখ বেদনায় প্রতিঘানুশয়, সকল না-দুঃখ-না-সুখ বেদনায় অবিদ্যানুশয় পরিহার্য নহে। বিশাখ, এখানে ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, তাহা দ্বারা অনুরাগ

---

১. অনুশয় অর্থে যে-সকল আগন্তুক দোষ চিত্তে গুপ্তভাবে শায়িত থাকে বা অবস্থান করে।

পরিত্যাগ করেন, সে ক্ষেত্রে রাগানুশয় অনুশয়ন করে না। তখন ভিক্ষু এইভাবে স্বমনে পর্যালোচনা করেন : 'কখন আমি সেই ধ্যানায়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব, যেই আয়তনে আর্যগণ বর্তমান সময়ে অবস্থান করেন।' এইরূপে অনুত্তর বিমোক্ষে[১] স্পৃহা উৎপন্ন হইলে ওই স্পৃহার কারণ দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা (ভিক্ষু) প্রতিঘ পরিত্যাগ করেন, সে ক্ষেত্রে প্রতিঘানুশয় অনুশয়ন করে না। বিশাখ, এখানে ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ পরিহার করিয়া এবং পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য পরিহার করিয়া সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, তাহা দ্বারা অবিদ্যা পরিহার করেন, সে ক্ষেত্রে অবিদ্যানুশয় অনুশয়ন করে না।'

৯. 'আর্যে, সুখ বেদনার প্রতিভাগ কী?' 'বিশাখ, সুখ বেদনার (অসদৃশ) প্রতিভাগ দুঃখ; সদৃশ প্রতিভাগ অনুরাগ।' 'আর্যে, দুঃখ বেদনার প্রতিভাগ কী?' 'বিশাখ, দুঃখ বেদনার (অসদৃশ) প্রতিভাগ সুখ, (সদৃশ) প্রতিভাগ প্রতিঘ।' 'আর্যে, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনার প্রতিভাগ কী?' 'বিশাখ, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনার (অসদৃশ) প্রতিভাগ অবিদ্যা, (সদৃশ প্রতিভাগ বিদ্যা)।' 'আর্যে, অবিদ্যার (অসদৃশ) প্রতিভাগ কী?' 'বিশাখ, অবিদ্যার (অসদৃশ) প্রতিভাগ বিদ্যা।' 'আর্যে, বিদ্যার (সদৃশ) প্রতিভাগ কী?' 'বিশাখ, বিদ্যার (সদৃশ) প্রতিভাগ বিমুক্তি।' 'আর্যে, বিমুক্তির (সদৃশ) প্রতিভাগ কী?' 'বিশাখ, বিমুক্তির (সদৃশ) প্রতিভাগ নির্বাণ।' 'আর্যে, নির্বাণের (সদৃশ) প্রতিভাগ কী?'[২] 'বিশাখ, সীমাতিরিক্ত তোমার এই প্রশ্ন, তোমার প্রশ্নসমূহের সমাপ্তি যে আমি ধরিতে অক্ষম।[৩] বিশাখ, ব্রহ্মচর্য নির্বাণাবগাঢ়, নির্বাণপরায়ণ, নির্বাণই ইহার পরিসমাপ্তি। বিশাখ, ইচ্ছা করিলে ভগবানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার এবং যেভাবে তিনি উহার উত্তর

---

১. অনুত্তর বিমোক্ষ অর্থে অর্হত্ত্ব। (প-সূ)

২. মূল পাঠে গোলযোগ আছে। দ্বিবিধ পাঠের সামঞ্জস্য করিয়া উপরে অনুবাদটি প্রদত্ত হইয়াছে। পালিতে প্রতিভাগ অর্থে যাহা প্রতিপক্ষ অথবা যাহা স্বপক্ষ বা সদৃশ। বুদ্ধঘোষের মতে এ স্থলে প্রতিভাগ সদৃশ প্রতিভাগ অথবা বিসদৃশ প্রতিভাগ। আমাদের মতে প্রতিভাগ শব্দটি প্রতিক্রিয়া অর্থে গ্রহণ করিলেই মূলের অর্থ সুন্দর হয়। সুখ বেদনার বিসদৃশ প্রতিক্রিয়া দুঃখ বেদনা, সদৃশ প্রতিক্রিয়া রাগ বা অনুরাগ ইত্যাদি।

৩. ধর্মদত্তা বলিতে চাহেন যে বিশাখের প্রশ্ন অনবস্থাদোষে দুষ্ট। নির্বাণের প্রতিভাগ এমনকিছুই নাই যাহাতে উহার সহিত সাদৃশ্য বিধান করা যাইতে পারে। নির্বাণই স্বয়ং নির্বাণের বর্ণনা।

প্রদান করেন সেভাবে তুমি তাহা অবধারণ করিতে পার।'

১০. অনন্তর উপাসক বিশাখ ভিক্ষুণী ধর্মদত্তার উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া ভিক্ষুণী ধর্মদত্তাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট উপাসক বিশাখ ভিক্ষুণী ধর্মদত্তার সহিত তাঁহার যত আলাপ-সালাপ হইয়াছিল তৎসমস্তই ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন। তাহা বিবৃত হইলে ভগবান বিশাখ উপাসককে কহিলেন, 'বিশাখ, ধর্মদত্তা পণ্ডিত ভিক্ষুণী, ধর্মদত্তা মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্না ভিক্ষুণী। বিশাখ, যদি তুমি আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো, তাহা হইলে আমি সেভাবেই ইহার সমাধান করিব যেভাবে ভিক্ষুণী ধর্মদত্তা ইহার সমাধান করিয়াছেন। ইহাই ইহার অর্থ বটে, তুমি এইরূপেই ইহা অবধারণ করো।'

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। প্রসন্নচিত্তে উপাসক বিশাখ ভগবদুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্রবেদল্য-সূত্র সমাপ্ত ॥

৪৫. ক্ষুদ্রধর্মসমাদান-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ওই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার ধর্মসমাদান (আছে)। চারি প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানে সুখকর, অনাগতে দুঃখবিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে সুখবিপাক; (আর) এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।

৩. হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী যাহা বর্তমানে সুখকর, অনাগতে দুঃখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন :'কামে দোষ নাই।' (এই মতানুবর্তী হইয়া)

তাঁহারা কামরসপানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা মৌলিবদ্ধা পরিব্রাজিকাগণের সহিত কামাচারে রত হন। তাঁহারা বলেন, 'কামে অনাগত–ভয় দেখিয়া মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কাম-পরিহারের কথা বলেন, জ্ঞানত কাম-পরিত্যাগের উপায় নির্দেশ করেন। কিন্তু এই তরুণী, কোমল-কায় ও 'লোমশা' পরিব্রাজিকাগণের বাহুস্পর্শে কত সুখ!' (এই ভাবিয়া) তাঁহারা কামোপভোগে রত হন। কামোপভোগে রত হইয়া তাঁহারা দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হন। তাঁহারা তথায় তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহারা এ কথা বলেন, 'কামে অনাগত-ভয় দেখিয়া মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কাম-পরিহারের কথা বলেন, জ্ঞানত কাম-পরিত্যাগের উপায় নির্দেশ করেন; (আর) আমরা কামহেতু, কাম-কারণ তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছি।' হে ভিক্ষুগণ, মনে করো গ্রীষ্মের শেষ মাসে মালুর (পত্রলতার) ফল ধরিয়া পক্ক হইল। অতঃপর, হে ভিক্ষুগণ, ওই মালুবীজ কোনো এক শালমূলে পতিত হইল। উহাতে ওই শালবৃক্ষবাসী দেবতা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া সন্ত্রাস প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ওই শালবৃক্ষবাসী দেবতার মিত্র-পরিজন ও জ্ঞাতিকুটুম্ব, যত আরাম-দেবতা, বনদেবতা, বৃক্ষদেবতা, ওষধি-তৃণ-বনস্পতি-অধিবাসী দেবতা আসিয়া ও সমবেত হইয়া তাঁহাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন, 'মাভৈ! তুমি ভয় করিও না। শালমূলে পতিত মালুবীজ এত অল্প যে তাহা হয়ত ময়ূর গিলিয়া ফেলিবে, অথবা মৃগ ভক্ষণ করিবে, অথবা দাবানল দগ্ধ করিবে, অথবা বনকর্মীগণ তুলিয়া লইবে, অথবা উই উঠিবে, যাহাতে মালুবীজ অবীজে পরিণত হইবে।' কিন্তু কার্যত ওই মালুবীজ ময়ূরও গিলিল না, মৃগও ভক্ষণ করিল না, দাবানলও দগ্ধ করিল না, বনকর্মীরাও উঠাইল না, উইও উঠিল না, মালুবীজ মালুবীজই রহিল। তাহা সুমেঘের জলে যথাযথভাবে বিরূঢ় হইল। ওই বীজ হইতে তরুণ, কোমল, রোমশ ও বিলম্বী মালুলতা উৎপন্ন হইয়া ওই শালবৃক্ষ বেষ্টন করিয়া বসিল। তখন ওই শালবৃক্ষবাসী দেবতার মনে এই চিন্তা উদিত হইতে পারে : "এ কী হইল! মালুবীজে অনাগত-ভয় দেখিয়া আমার যত মহানুভব মিত্র-পরিজন ও জ্ঞাতিকুটুম্ব, যত আরাম-দেবতা, বনদেবতা, বৃক্ষদেবতা, ওষধি-তৃণ-বনস্পতি-অধিবাসী দেবতা আসিয়া ও সম্মিলিত হইয়া আমাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন : 'মাভৈ! তুমি ভয় করিও না। শালমূলে পতিত মালুবীজ এত অল্প যে তাহা হয়ত ময়ূর গিলিয়া ফেলিবে, অথবা মৃগ ভক্ষণ করিবে, অথবা দাবানল দগ্ধ করিবে, অথবা বনকর্মীরা উঠাইয়া লইবে, অথবা উই উঠিবে, যাহাতে মালুবীজ অবীজে পরিণত

হইবে।' [কিন্তু দেখিতেছি] এই তরুণ, মৃদুকায়, লোমশ ও শাখাবিলম্বী মালুলতার সংস্পর্শ সুখদ।" মালুলতা ওই শালবৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিল। মালুলতা ওই শালবৃক্ষ পরিবেষ্টন করিয়া শালশাখার উপর বিটপী (ছত্র) নির্মাণ করিয়া (নিম্নে) অবঘন জন্মাইয়া ওই শালবৃক্ষের বৃহৎ কাণ্ড প্রদালিত করিল। তখন ওই শালবৃক্ষবাসী দেবতার মনে এই চিন্তা হইতে পারে : "মালুবীজে অনাগত-ভয় দেখিয়া আমার যত মহানুভব মিত্র-পরিজন ও জ্ঞাতিকুটুম্ব, যত আরাম-দেবতা, বনদেবতা, বৃক্ষদেবতা, ওষধি-তৃণ-বনস্পতি-অধিবাসী দেবতা আসিয়া ও সম্মিলিত হইয়া আমাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন : 'মাভৈ! তুমি ভয় করিও না। শালমূলে পতিত মালুবীজ এত অল্প যে তাহা হয়ত ময়ূর গিলিয়া ফেলিবে, অথবা মৃগ ভক্ষণ করিবে, অথবা দাবানল দগ্ধ করিবে, অথবা বনকর্মীরা উঠাইয়া লইবে, অথবা উই উঠিবে, যাহাতে মালুবীজ অবীজে পরিণত হইবে।' (অথচ) আমি মালুবীজ-হেতু তীব্র দুঃখ ও কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছি।" সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : 'কামে দোষ নাই।' [এই মতানুবর্তী হইয়া] তাঁহারা কামরসপানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা মৌলিবদ্ধা পরিব্রাজিকাগণের সহিত কামাচারে রত হন। তাঁহারা বলেন, 'কেন কামে অনাগত-ভয় দেখিয়া মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কাম পরিহারের কথা নির্দেশ করেন? কিন্তু এই তরুণী, কোমলকায় ও লোমশা পরিব্রাজিকাগণের বাহুস্পর্শে কত সুখ।' [এই ভাবিয়া] তাঁহারা কাম-উপভোগে রত হন। কাম-উপভোগে রত হইয়া তাঁহারা দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হন। তাঁহারা তথায় তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহারা এ কথা বলেন, 'কামে অনাগত-ভয় দেখিয়া মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কাম পরিহারের উপায় নির্দেশ করেন; (আর) আমরা কামহেতু, কাম-কারণ তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা অনুভব করিতেছি।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানে সুখকর, অনাগতে দুঃখবিপাক।

৪. হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ মুক্তচারী ও হস্তাবলেহী অচেলক হন। 'ভদন্ত, আসুন, ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, পূর্ব হইতে কেহ ভিক্ষান্ন প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া জানাইলে তাহা গ্রহণ করেন না, কোনো নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেন না, কুম্ভিমুখ হইতে ভিক্ষা

গ্রহণ করেন না (পাছে তাহা হাতার আঘাতে ব্যথা পায়), কটোরাভ্যন্তর হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহা চামচের আঘাতে ব্যথা পায়), উনান মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়), মুষলমধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না, যেখানে দুইজন ভোজন করিতেছে তন্মধ্যে একজনকে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ভিক্ষা দিতে হইলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহার আহার নষ্ট হয়), গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়), শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে শিশুর কষ্ট হয়), স্বামী-সহবাস কালে স্ত্রীলোক হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহার রতিসুখে বিঘ্ন ঘটে), ঘোষিত 'ভাণ্ডার' হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, যেখানে আহারের আশায় কুক্কুর দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে মক্ষিকা আহার-উদ্দেশ্যে একত্রে সঞ্চরণ করে সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করেন না, মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে এক গ্রাস ভোজন করেন... মাত্র সপ্ত গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে সাত গ্রাস ভোজন করেন, মাত্র এক দত্তিতে দিনযাপন করেন... মাত্র সাত দত্তিতে দিনযাপন করেন, এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর,... সপ্তাহ অন্তর, এইরূপে অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজন-নিরত হইয়া অবস্থান করেন। শাকভোজী, শ্যামাকভোজী, নীবারভোজী, দর্দুরভোজী, শৈবালভোজী, কণভোজী, আচামভোজী, পিণ্যাকভোজী, তৃণভোজী, গোময়ভোজী, ফলমূলাহারী কিংবা ভূপতিত-ফলভোজী হইয়া দিনযাপন করেন। শাণ-বাকচেল পরিধান করেন, মশানলব্ধ বসন পরিধান করেন, শবাচ্ছাদন পরিধান করেন, পাংশুকূল পরিধান করেন, তিরীট (বল্কল) পরিধান করেন, অজিন পরিধান করেন, কুশচীর, বাকচীর, ফলকচীর পরিধান করেন, কেশকম্বল পরিধান করেন, ব্যালকম্বল পরিধান করেন, উলূকপক্ষ-নির্মিত বসন পরিধান করেন, কেশ-শ্মশ্রু উৎপাটনে নিরত হন, উদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া আসন পরিত্যাগী হন, উৎকুটিক হইয়া উৎকুটিক সাধনে নিরত হন, কণ্টকশায়ী হইয়া কণ্টক-শয্যায় শয়ন করেন, দিবসে তিনবার উদকাবরোহণ কার্যে নিরত হন। এইরূপে বহুপ্রকার, বহুবিধ কায়তাপন পরিতাপন অভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া বিচরণ করেন। [ফলে] দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক।

৫. হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী যাহা বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে

সুখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ প্রকৃতিতে তীব্ররাগজাতীয় হইয়া অনুক্ষণ রাগজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন, প্রকৃতিতে তীব্রমোহজাতীয় হইয়া অনুক্ষণ মোহজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্য দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া অশ্রুসিক্তমুখে রোদন করিতে করিতে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন, [এবং] দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানে দুঃখকর, অনাগতে সুখবিপাক।

৬. হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক? এখানে কেহ কেহ প্রকৃতিতে তীব্ররাগজাতীয় নহেন [বলিয়া] অনুক্ষণ রাগজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন না; প্রকৃতিতে তীব্রদ্বেষজাতীয় নহেন [বলিয়া] অনুক্ষণ দ্বেষজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন না; প্রকৃতিতে তীব্রমোহজাতীয় নহেন [বলিয়া] অনুক্ষণ মোহজ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন না। এহেন ব্যক্তি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন; বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী নির্বিতর্ক, নির্বিচার, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান, ক্রমে তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্বিধ ধর্মসমাদান।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ ক্ষুদ্রধর্মসমাদান-সূত্র সমাপ্ত ॥

৪৬. মহাধর্মসমাদান-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ওই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, অধিকাংশ জীবের এইরূপ কামনা, এইরূপ ছন্দ

(অভিলাষ), এইরূপ অভিপ্রায় : 'অহো, আমরা কি অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিবর্জন [এবং] ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত করিতে পারিব!' হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের এইরূপ কামনা, এইরূপ ছন্দ ও এইরূপ অভিপ্রায় সত্ত্বেও অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত [এবং] ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি প্রত্যেকে তাহার কারণ কী অনুধাবন করিবে না? 'প্রভো, ভগবানই আমাদের ধর্মের মূল উৎস, ইহা ভগবৎ-পরিচালিত, ভগবানই ইহার প্রতিশরণ। অতএব প্রভো, ভগবানই স্বয়ং সুন্দরভাবে এই উক্তির অর্থ প্রতিভাত করুন, ভগবৎ-প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ (তাহা) অবধারণ করিবে।' তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৩. হে ভিক্ষুগণ, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, যে আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত, যে সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত সে সেবনীয় ধর্ম জানে না, অসেবনীয় ধর্ম জানে না, ভজনীয় ধর্ম জানে না, অভজনীয় ধর্ম জানে না। সে সেবনীয় ধর্ম না জানিয়া, অসেবনীয় ধর্ম না জানিয়া, ভজনীয় ধর্ম না জানিয়া অভজনীয় ধর্ম না জানিয়া অসেবনীয় ধর্মের সেবা করে, সেবনীয় ধর্মের সেবা করে না, অভজনীয় ধর্মের ভজনা করে, ভজনীয় ধর্মের ভজনা করে না। অসেবনীয় ধর্মের সেবা, সেবনীয় ধর্মের অসেবন, অভজনীয় ধর্মের ভজনা, ভজনীয় ধর্মের অভজনা হইতে তাহার মধ্যে অনিষ্টকর, অক্লান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত [এবং] ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার পক্ষে হয়।

হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, যিনি আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, যিনি সৎপুরুষধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি সেবনীয় ধর্ম প্রকৃষ্টরূপে জানিবার ফলে, অসেবনীয় ধর্ম জানিবার ফলে, ভজনীয় ধর্ম জানিবার ফলে, অভজনীয় ধর্ম জানিবার ফলে অসেবনীয় ধর্মের সেবা করেন না, সেবনীয় ধর্মের সেবা করেন, অভজনীয় ধর্মের ভজনা করেন না, ভজনীয় ধর্মের ভজনা করেন। অসেবনীয় ধর্মের অসেবন, সেবনীয় ধর্মের সেবা, অভজনীয় ধর্মের অভজনা এবং ভজনীয় ধর্মের ভজনা হইতে তাঁহার

মধ্যে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ এবং ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার পক্ষে হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার ধর্মসমাদান। চারি কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক; এক প্রকার ধর্মসমাদান আছে যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যে-ধর্মসমাদান বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানে না : 'এই ধর্মসমাদান বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক।' তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ না জানিয়া তাহার সেবা করে, তাহা পরিবর্জন করে না। উহার সেবা ও অপরিবর্জন হইতে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে-ধর্মসমাদান বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানে না : 'এই ধর্মসমাদান বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক।' তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ না জানিয়া তাহার সেবা করে, তাহা পরিবর্জন করে না। উহার সেবা ও অপরিবর্জন হইতে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হয়, ইষ্ট কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে-ধর্মসমাদান বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানে না : 'এই ধর্মসমাদান বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক।' তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ না জানিয়া তাহার সেবা করে না, তাহা পরিবর্জন করে[১]। উহার অসেবন ও পরিবর্জন হইতে তাহার মধ্যে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ অভিবর্ধিত হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার হয়।

---

১. মূলের অশুদ্ধ পাঠানুসারে : তাহার সেবা করে, তাহা পরিবর্জন করে না।

হে ভিক্ষুগণ, যে-ধর্মসমাদান বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানে না : 'এই ধর্মসমাদান বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।' তাহা অবিদ্বান অবিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ না জানিয়া তাহার সেবা করে না, তাহা পরিবর্জন করে।[১] উহার অসেবন ও পরিবর্জন হইতে তাহার মধ্যে অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মগুলি পরিক্ষীণ হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাহার হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যে-ধর্মসমাদান বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানেন : 'এই ধর্মসমাদান বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক।' তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানিয়া তাহার সেবা করেন না, তাহা পরিবর্জন করেন।[২] উহার অসেবন ও পরিবর্জন হইতে তাঁহার অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে-ধর্মসমাদান বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানেন : 'এই ধর্মসমাদান বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক।' তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানিয়া তাহার সেবা করেন, তাহা পরিবর্জন করেন না। উহার সেবন ও অপরিবর্জন হইতে তাঁহার অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে-ধর্মসমাদান বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানেন : 'এই ধর্মসমাদান বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক।' তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানিয়া তাহার সেবা করেন না, তাহা পরিবর্জন করেন। উহার অসেবন ও পরিবর্জন হইতে তাঁহার অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়; ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে-ধর্মসমাদান বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক

---

১. মূলের অশুদ্ধ পাঠানুসারে : তাহার সেবা করে, তাহা পরিবর্জন করে না।

২. মূলের অশুদ্ধ পাঠানুসারে : তাহার সেবা করেন, তাহা পরিবর্জন করেন না।

তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানেন : 'এই ধর্মসমাদান বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।' তাহা বিদ্বান বিদ্যাগত ব্যক্তি যথাযথ জানিয়া তাহার সেবা করেন, তাহা পরিবর্জন করেন না[১]। উহার সেবন ও অপরিবর্জন হইতে তাঁহার অনিষ্টকর, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহ পরিক্ষীণ হয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ ধর্মগুলি অভিবর্ধিত হয়। ইহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বানের পক্ষে যাহা হইবার তাহাই তাঁহার হয়।

হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ প্রাণহন্তা হইয়া প্রাণিহত্যার কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ অদত্তগ্রাহী হইয়া অদত্তগ্রহণের কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ কামে ব্যভিচারী হইয়া কামে ব্যভিচারের কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ মিথ্যাবাদী হইয়া মিথ্যাবাদিতার কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ পিশুনভাষী হইয়া পিশুন বাক্যের কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ পরুষভাষী হইয়া পরুষ বাক্যের কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ সম্প্রলাপী হইয়া সম্প্রলাপের কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ) হইয়া অভিধ্যার কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ ব্যাপন্নচিত্ত (ক্রোধপ্রবণ) হইয়া ব্যাপাদের কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া মিথ্যাদৃষ্টির কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। সে দেহাবসানে মৃত্যুর পর, অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক।

৮. হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী, যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ সুখ-সৌমনস্যসহ প্রাণহন্তা হয়, প্রাণিহত্যার কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সুখ-সৌমনস্যসহ অদত্তগ্রাহী হয়, অদত্তগ্রহণের কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সুখ-সৌমনস্যসহ কামে ব্যভিচারী হয়, কামে ব্যভিচারের কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সুখ-সৌমনস্যসহ মিথ্যাবাদী হয়, মিথ্যাবাদিতার কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সুখ-সৌমনস্যসহ পিশুনভাষী হয়, পিশুন বাক্যের কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সুখ-সৌমনস্যসহ পরুষভাষী হয়, পরুষ বাক্যের

---

১. মূলের অশুদ্ধ পাঠানুসারে : তাহার সেবা করেন না, তাহা পরিবর্জন করেন।

কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সুখ-সৌমনস্যসহ সম্প্রলাপভাষী হয়, সম্প্রলাপবাক্যের [সম্প্রলাপের] কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সুখ-সৌমনস্যসহ অভিধ্যালু হয়, অভিধ্যার কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সুখ-সৌমনস্যসহ ব্যাপন্নচিত্ত হয়, ব্যাপাদের কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সুখ-সৌমনস্যসহ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাদৃষ্টির কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করে। সে দেহাবসানে মৃত্যুর পর, অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক।

৯. হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী, যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, প্রাণিহত্যা-বিরতির কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ অদত্তগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন, অদত্তগ্রহণ-বিরতির কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ কামে ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হন, কামে ব্যভিচার-বিরতির কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ মিথ্যাকথন হইতে প্রতিবিরত হন, মিথ্যাবাদিতা-বিরতির কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, পিশুন বাক্য-বিরতির কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, পরুষ বাক্য-বিরতির কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, সম্প্রলাপ-বিরতির কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ অনভিধ্যালু হন, অনভিধ্যার কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ অব্যাপন্নচিত্ত হন, অব্যাপাদের কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। দুঃখ-দৌর্মনস্যসহ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, সম্যক দৃষ্টির কারণ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করেন। তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর, সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান, যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক।

১০. হে ভিক্ষুগণ, সেই ধর্মসমাদান কী, যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কেহ কেহ সুখ-সৌমনস্যসহ প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, প্রাণিহত্যা-বিরতির কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। সুখ-সৌমনস্যসহ অদত্তগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন, অদত্তগ্রহণ-বিরতির কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। সুখ-সৌমনস্যসহ

কামে ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হন, কামে ব্যভিচার-বিরতির কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। সুখ-সৌমনস্যসহ মিথ্যাকথন হইতে প্রতিবিরত হন, মিথ্যাবাদিতা-বিরতির কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। সুখসৌমসন্যসহ পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, পিশুন বাক্য-বিরতির কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। সুখ-সৌমনস্যসহ পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, পরুষ বাক্য-বিরতির কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। সুখ-সৌমনস্যসহ সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, সম্প্রলাপ-বিরতির কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। সুখ-সৌমনস্যসহ অনভিধ্যালু হন, অনভিধ্যার কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। সুখ-সৌমনস্যসহ অব্যাপন্নচিত্ত হন, অব্যাপাদের কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। সুখ-সৌমনস্যসহ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন, সম্যক দৃষ্টির কারণ সুখ-সৌমনস্য অনুভব করেন। তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর, সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে সেই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।

১১. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো এক তিক্ত অলাবু যাহা বিষসংযুক্ত। অনন্তর এক ব্যক্তি আসিল যে বাঁচিতে চাহে, মরিতে চাহে না, সুখকামী, দুঃখবিরোধী। তাহাকে বলা হইল, 'ওহে, এই তিক্ত অলাবু বিষসংযুক্ত, যদি ইচ্ছা করো ইহার রস পান করো, ইহার রস পান করিলে ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে না, অধিকন্তু ইহার রস পান করিয়া মরিবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে।' যদি সে ফলাফল পর্যালোচনা না করিয়া ইহার রস পান করে এবং তাহা পরিবর্জন করে না, ইহার রস পান করিয়া সে ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে না, অধিকন্তু তাহা পান করিয়া মরিবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে। হে ভিক্ষুগণ, এই উপমা দ্বারা আমি সেই ধর্মসমাদান বর্ণনা করি যাহা বর্তমানেও দুঃখকর অনাগতেও দুঃখবিপাক।

১২. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো এক কাংস্যনির্মিত বর্ণসম্পন্ন গন্ধসম্পন্ন পানপাত্র যাহা বিষসংযুক্ত। অনন্তর এক ব্যক্তি আসিল যে বাঁচিতে চাহে, মরিতে চাহে না, সুখকামী, দুঃখবিরোধী। তাহাকে বলা হইল, 'ওহে, এই কাংস্যনির্মিত পানপাত্র বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন এবং বিষসংযুক্ত। যদি ইচ্ছা করো, ইহা হইতে জল পান করো, ইহা হইতে জল পান করিলে ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে এবং পান করিয়া মরিবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে।' যদি সে ফলাফল পর্যালোচনা না করিয়া ইহা হইতে জল পান করে, সে তাহা পান করিয়া ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে এবং পান করিয়া মরিবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাইবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি এই

উপমা দ্বারা সেই ধর্মসমাদান বর্ণনা করি যাহা বর্তমানে সুখকর অনাগতে দুঃখবিপাক।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো এমন পূতিমুক্ত[1] আছে যাহা নানাভৈষজ্যযুক্ত। অনন্তর এক ব্যক্তি আসিল যিনি পাণ্ডুরোগী। তাঁহাকে বলা হইল, 'ওহে, এই পূতিমুক্ত নানাভৈষজ্যযুক্ত। যদি ইচ্ছা করো, ইহা পান করো, ইহা পান করিলে ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে না বটে, কিন্তু পান করিয়া (পরে) সুখী হইবে।' তিনি ফলাফল পর্যালোচনা করিয়া ইহা পান করিলেন, পরিবর্জন করিলেন না। ইহা পান করিয়া তিনি ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিলেন না বটে, কিন্তু পান করিয়া (পরে) সুখী হইলেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি এই উপমা দ্বারা সেই ধর্মসমাদান বর্ণনা করি যাহা বর্তমানে দুঃখকর অনাগতে সুখবিপাক।

১৪. হে ভিক্ষুগণ, মনে করো একস্থানে দধি, মধু, ঘৃত ও গুড় একত্র মিশ্রিত আছে। অনন্তর এক ব্যক্তি আসিল যিনি অর্শরোগী। তাঁহাকে বলা হইল, 'ওহে, এই স্থানে দধি, মধু, ঘৃত ও গুড় একত্র মিশ্রিত আছে। যদি ইচ্ছা করো, ইহা পান করো, ইহা পান করিলে, ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিবে, এবং পান করিয়া সুখী হইবে।' তিনি ফলাফল পর্যালোচনা করিয়া তাহা পান করিলেন, পরিবর্জন করিলেন না। তাহা পান করিয়া তিনি ইহার বর্ণে, গন্ধে, রসে তৃপ্তি লাভ করিলেন, এবং পান করিয়া সুখী হইলেন। হে ভিক্ষুগণ, আমি এই উপমা দ্বারা সেই ধর্মসমাদান বর্ণনা করি, যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, যেমন বর্ষাঋতুর শেষ মাসে, শারদ সময়ে মেঘমুক্ত বিগত বলাহক দিব্যাকাশ অতিক্রম করিতে করিতে আদিত্য সর্ব-আকাশ-ব্যাপ্ত অন্ধকার নাশ করিয়া উদ্ভাসিত হয়, দীপ্ত হয়, বিরোচনরূপে বিরাজ করে, তেমন, হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মসমাদান যাহা বর্তমানেও সুখকর অনাগতেও সুখবিপাক, তাহা বিভিন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-প্রবর্তিত পরপ্রবাদ (পরমত) বিধ্বংস করিয়া উদ্ভাসিত হয়, দীপ্ত হয়, বিরাজ করে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, ওই ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মহাধর্মসমাদান-সূত্র সমাপ্ত ॥

---

১. আচার্য বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে, পূতিমুক্ত অর্থে এইমাত্র গৃহীত তরুণ লতা। (প-সূ)

৪৭. মীমাংসক-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, পরচিত্তগতি-অবিদিত মীমাংসক[১] ভিক্ষুর পক্ষে তথাগত-বিষয়ে গবেষণা করা কর্তব্য, তিনি কি সম্যকসম্বুদ্ধ কিংবা সম্যকসম্বুদ্ধ নন ইহা বিশেষভাবে জানিবার জন্য। 'প্রভো, ভগবানই আমাদের ধর্মের মূল উৎস, তিনিই ইহার নেতা, তিনিই প্রতিশরণ। অতএব প্রভো, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট করুন, ভগবৎ-প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ তাহা অবধারণ করিবেন।' 'তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।' 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

৩. হে ভিক্ষুগণ, পরচিত্তগতি-অবিদিত মীমাংসক ভিক্ষুর পক্ষে তথাগত-সম্পর্কে দুই বিষয়ে গবেষণা করা কর্তব্য : চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম[২]। যে-সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম সংক্লিষ্ট তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, যে-সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম সংক্লিষ্ট তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান নাই। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি ইহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন : যে-সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম বিমিশ্র (কখনো কৃষ্ণ, কখনো-বা শুক্ল) তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান নাই। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন : যে-সকল চক্ষু এবং

---

১. বুদ্ধঘোষের মতে তিন শ্রেণির মীমাংসক আছেন; যথা : অর্থ-মীমাংসক, সংস্কার-মীমাংসক ও শাস্তা-মীমাংসক। পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ-মীমাংসক, পণ্ডিত ভিক্ষু সংস্কার-মীমাংসক। বক্ষ্যমাণ সূত্রে শাস্তা-মীমাংসা বা গুরু-পরীক্ষার কথাই আলোচিত হইয়াছে। পালি পরিভাষায় শাস্তা বা গুরু কল্যাণমিত্র।

২. চক্ষুবিজ্ঞেয় ধর্ম অর্থে কায়সমাচার এবং শ্রোত্রবিজ্ঞেয় ধর্ম অর্থে বাক্‌সমাচার। (প-সূ)

শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম পরিশুদ্ধ তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন : এই আয়ুষ্মান শাস্তা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কুশল ধর্ম-সমাপন্ন কিংবা মাত্র অধুনা-সমাপন্ন? তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, এই আয়ুষ্মান শাস্তা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কুশল ধর্ম-সমাপন্ন, মাত্র অধুনা-সমাপন্ন নহেন। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন : 'এই যে আমাদের জ্ঞাত, খ্যাত, যশস্বী শাস্তা তাঁহার মধ্যে আদীনব (পাপ-উপদ্রব) আছে কি?' হে ভিক্ষুগণ, তাবৎ ভিক্ষুর মধ্যে কোনো আদীনব থাকে না যাবৎ তিনি জ্ঞাত, খ্যাত, যশস্বী হন না। যখনই, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জ্ঞাত, খ্যাত যশস্বী হন তখনোই তাঁহার মধ্যে কতকগুলি আদীনব বিদ্যমান থাকে। তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, এই আয়ুষ্মান ভিক্ষু জ্ঞাত, খ্যাত, যশস্বী, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোনো আদীনব বিদ্যমান নাই। যতদূর অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন তিনি তদতিরিক্ত অনুসন্ধান করেন : এই আয়ুষ্মান ভিক্ষু অভয়পদ লাভ করিয়াই কি উপরত, ভয়বশত উপরত নহেন; বীতরাগ হইয়াছেন, রাগক্ষয় করিয়াছেন বলিয়াই কি কামসেবা করেন না? তাহা যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, এই আয়ুষ্মান ভিক্ষু অভয়পদ লাভ করিয়া উপরত, ভয়বশত উপরত নহেন; বীতরাগ হইয়াছেন, রাগক্ষয় করিয়াছেন বলিয়া কামসেবা করেন না। হে ভিক্ষুগণ, যদি ওই ভিক্ষুকে অপরে জিজ্ঞাসা করে—'আপনার যুক্তির আকার এবং অন্বয় কী যাহাতে আপনি বলিতেছেন—অভয়পদ লাভ করিয়া এই আয়ুষ্মান ভিক্ষু উপরত, ভয়বশত উপরত নহেন; বীতরাগ হইয়াছেন, রাগক্ষয় করিয়াছেন বলিয়া কামসেবা করেন না।' হে ভিক্ষুগণ, ইহার যথার্থ উত্তর দিতে গিয়া ভিক্ষু এ কথা বলিবেন : "এই আয়ুষ্মান ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করুন অথবা একাই থাকুন, যাঁহারা সুগত এবং যাঁহারা দুর্গত, যাঁহারা তথায় গণাচার্য, এখানে যাঁহাদের কেহ কেহ আমিষলোভী, আমিষলিপ্ত, তিনি কাহাকেও তৎকারণ অবজ্ঞা করেন না। ভগবৎ-প্রমুখাৎ আমি ইহা শুনিয়াছি, ভগবৎ-প্রমুখাৎ ইহা গ্রহণ করিয়াছি। (তিনি বলিয়াছেন) 'অভয়পদ লাভ করিয়া আমি উপরত, ভয়বশত নহে; বীতরাগ হইয়া, রাগক্ষয় করিয়া আমি কামসেবা করি না।'"

৪. সে-স্থলে, হে ভিক্ষুগণ, তথাগতকে উপরোত্তর প্রশ্ন করা কর্তব্য : যে-

সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম সংক্লিষ্ট (মলিন) তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? হে ভিক্ষুগণ, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গিয়া তিনি এ কথা বলিবেন যে, যে-সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম সংক্লিষ্ট তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান নাই। যে-সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম বিমিশ্র তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? হে ভিক্ষুগণ, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গিয়া তিনি এ কথা বলিবেন যে, যে-সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম বিমিশ্র তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান নাই। যে-সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম পরিশুদ্ধ তাহা তথাগতের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিংবা নাই? হে ভিক্ষুগণ, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গিয়া তিনি এ কথা বলিবেন যে, যে-সকল চক্ষু এবং শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় ধর্ম পরিশুদ্ধ তাহা তথাগতের মধ্যে আছে, 'তাহা আমার দৃষ্টিপথে, তাহা আমার দৃষ্টিগোচরে, কিন্তু আমি তাহাতে তন্ময় নহি।' হে ভিক্ষুগণ, শ্রাবকের পক্ষে এই মতবাদী শাস্তার নিকট উপস্থিত হওয়া কর্তব্য ধর্মশ্রবণের জন্য। শাস্তা তাঁহাকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট-অনুৎকৃষ্ট, কৃষ্ণ-শুক্ল ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। হে ভিক্ষুগণ, শাস্তা ভিক্ষুকে যেমন যেমন উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট-অনুৎকৃষ্ট, সবিপাক কৃষ্ণ-শুক্ল ধর্মোপদেশ প্রদান করেন তেমন তেমন তিনি ওই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা জানিয়া উহার কোনো কোনোটিতে নিষ্ঠা লাভ করেন, শাস্তার প্রতি তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়—সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, সুব্যাখ্যাত ধর্ম, সুপ্রতিপন্ন শিষ্যসংঘ। হে ভিক্ষুগণ, যদি ওই ভিক্ষুকে অপরে জিজ্ঞাসা করেন—'আয়ুষ্মান ভিক্ষুর কী কারণ আছে, কী যুক্তি আছে যাহাতে তিনি এ কথা বলিলেন : সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, সুব্যাখ্যাত ধর্ম, সুপ্রতিপন্ন শিষ্যসংঘ!' তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে উত্তর দিলেই তিনি যথার্থ উত্তর দিবেন : 'বন্ধু, আমি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে ধর্মশ্রবণের জন্য উপস্থিত হই; ভগবান আমাকে উত্তরোত্তর, উৎকৃষ্ট-অনুৎকৃষ্ট, সবিপাক কৃষ্ণ-শুক্ল ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বন্ধু, যেমন যেমন ভগবান আমাকে উত্তরোত্তর, উৎকৃষ্ট-অনুৎকৃষ্ট, সবিপাক কৃষ্ণ-শুক্ল ধর্মোপদেশ প্রদান করেন তেমন তেমন আমি ওই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা জানিয়া উহার কোনো কোনোটিতে নিষ্ঠা লাভ করি, শাস্তার প্রতি আমার চিত্ত প্রসন্ন হয় : সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান, সুব্যাখ্যাত ধর্ম, সুপ্রতিপন্ন শিষ্যসংঘ।'

৫. হে ভিক্ষুগণ, এই এই আকারে,[১] এই এই পদব্যঞ্জনে তথাগতের প্রতি যে কাহারও শ্রদ্ধা নিবিষ্ট, সঞ্জাতমূল, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকেই বলে

---

১. বর্ণিতভাবে অন্বেষণ, গবেষণা বা পরীক্ষা করিয়া। (প-সূ)

আকার-বিশিষ্ট,[১] দর্শনমূলক,[২] দৃঢ় শ্রদ্ধা, যাহা কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার কিংবা ব্রহ্মা, জগতে কেহই টলাইতে পারে না। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের স্বরূপ অন্বেষণ করিতে হয় এবং এইরূপেই তথাগতের স্বভাব সুগবেষিত হয়।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন; ওই ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ মীমাংসক-সূত্র সমাপ্ত ॥

৪৮. কৌশাম্বী-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান কৌশাম্বী[৩]-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, ঘোষিতারামে[৪]। সেই সময়ে কৌশাম্বীতে ভিক্ষুগণ ভণ্ডনজাত, কলহজাত[৫], বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা অর্থ ও কারণ প্রদর্শনে পরস্পরকে বিষয়টি জানাইবেন না, বুঝাইবেন না, এবং পরস্পর কোনো নিষ্পত্তি ও সুমীমাংসায় আসিবেন না। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ওই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, 'প্রভো, কৌশাম্বীতে ভিক্ষুগণ ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা অর্থ ও কারণ প্রদর্শনে পরস্পর পরস্পরকে বিষয়টি জানাইবেন না, বুঝাইবেন না, এবং পরস্পর কোনো নিষ্পত্তি ও সুমীমাংসায় আসিবেন না।' ভগবান অপর এক ভিক্ষুকে

---

১. অর্থাৎ, কারণ ও যুক্তিদ্বারা সুগৃহীত। (প-সূ)

২. এ স্থলে 'দর্শন' অর্থে স্রোতাপত্তিমার্গ। (প-সূ) স্রোতাপত্তিমার্গে সাধকের শ্রদ্ধা অচল অটল।

৩. কৌশাম্বী বৎসরাজ্যের রাজধানী, বর্তমান নাম কোসম্। নগর স্থাপনের সময় বহু কুশাম্ব বৃক্ষ উচ্ছন্ন হইয়াছিল অথবা কুশাম্ব ঋষির আশ্রমের নিকট নগর নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা কৌশাম্বী নামে অভিহিত হয়। (প-সূ) পুরাণাদির মতে, রাজা পারীক্ষিতের বংশধর কুশাম্ব কর্তৃক নগর স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারই নামে তাহা কৌশাম্বী নামে অভিহিত হয়।

৪. অর্থাৎ ঘোষিতশ্রেষ্ঠী-নির্মিত বিহারে।

৫. ভণ্ডনজাত কলহজাত অর্থে ভেদস্বভাব কলহস্বভাব, ভেদশীল কলহশীল।

আহ্বান করিলেন, 'ভিক্ষু, তুমি আইস, তুমি আমার আদেশে ওই ভিক্ষুদিগকে গিয়া বলো : শাস্তা আপনাদিগকে ডাকিয়াছেন।' 'যথা আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া ওই ভিক্ষু প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া যেখানে ওই ভিক্ষুগণ ছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে ডাকিয়াছেন।' 'যথা আজ্ঞা, বন্ধু' বলিয়া প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া তাঁহারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট ওই ভিক্ষুদিগকে ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা ভণ্ডনজাত[১], কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছ? তোমরা অর্থ ও কারণ প্রদর্শনে পরস্পর পরস্পরকে বিষয়টি জানাইতেছ না, বুঝাইতেছ না, পরস্পর নিষ্পত্তি ও সুমীমাংসায় আসিতেছ না? 'হাঁ, প্রভো।' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে করো যে, যে সময়ে তোমরা ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করো, সেই সময়ে সতীর্থগণের প্রতি, প্রকাশ্যে এবং গোপনে, তোমাদের মৈত্রীসূচক কায়কর্ম, বাক্কর্ম ও মনঃকর্ম সাধিত হয়? 'না, প্রভো, তাহা হয় না।' হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে তোমরা ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া, মুখতুণ্ডে পরস্পর পরস্পরকে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করো, সেই সময়ে সতীর্থগণের প্রতি, প্রকাশ্যে এবং গোপনে, তোমাদের মৈত্রীসূচক কায়কর্ম, বাক্কর্ম ও মনঃকর্ম সাধিত হয় না, তাহা হইলে তোমরা কেন মূর্খের ন্যায় ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া, মুখতুণ্ডে পরস্পর পরস্পরকে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছ, তোমরা অর্থ ও কারণ প্রদর্শনে পরস্পর পরস্পরকে বিষয়টি জানাইতেছ না, বুঝাইতেছ না, পরস্পর নিষ্পত্তি ও সুমীমাংসায়[২] আসিতেছ না? ইহা যে দীর্ঘকাল তোমাদের দুঃখ ও অহিতের কারণ হইবে।

৩. অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, এই ছয় ধর্ম স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, যাহা মিলন অবিসংবাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্য-অভিমুখে অনুবর্তিত হয়। ছয় কী কী? এখানে, হে ভিক্ষুগণ,

---

১. আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, ভণ্ডন কলহের পূর্বাবস্থা।

২. সঞ্ঞত্তি ও নিজ্ঝত্তি শব্দদ্বয় প্রায় একার্থবাচক। নিজ্ঝত্তির বিপরীত শব্দ উজ্ঝত্তি, চট্টগ্রামের ভাষায় উজ্ঝত্তি। নিজ্ঝত্তি অর্থে অত্থঞ্চ কারণঞ্চ দস্সেত্বা অঞ্ঞমঞ্ঞং সঞ্ঞাপনং জানাপনং।

সতীর্থগণের প্রতি ভিক্ষুর মৈত্রীসূচক কায়কর্ম কী প্রকাশ্যে কী গোপনে আরব্ধ হয়। ইহাই প্রথম ধর্ম যাহা স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর ইত্যাদি। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, সতীর্থগণের প্রতি ভিক্ষুর মৈত্রীসূচক বাক্‌কর্ম কী প্রকাশ্যে কী গোপনে আরব্ধ হয়। ইহাই দ্বিতীয় ধর্ম। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, সতীর্থগণের প্রতি ভিক্ষুর মনঃকর্ম কী প্রকাশ্যে কী গোপনে আরব্ধ হয়। ইহাই তৃতীয় ধর্ম। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ধর্মত যাহা লাভ হয়, যাহা কিছু ধর্মলব্ধ, এমনকি ভিক্ষাপাত্রেও যাহা আসিয়া পড়ে, এইরূপ কোনো লব্ধবস্তুই অবিভক্তভাবে, একা ভোগ না করিয়া ভিক্ষু তাহা শীলবান সতীর্থগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া ভোগ করেন। ইহাই চতুর্থ ধর্ম। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল শীলাচরণ অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, অজীর্ণ, অটুট, পাপ হইতে মুক্তিদায়ক, বিদ্বজ্জন-প্রশংসিত, অপরামৃষ্ট ও সমাধি-অভিমুখী ভিক্ষু সেই সকল শীলাচরণগুণে সমন্বিত হইয়া কী প্রকাশ্যে কী গোপনে সতীর্থগণের মধ্যে বিচরণ করেন। ইহাই পঞ্চম ধর্ম। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে সম্যক দৃষ্টি আর্য (নির্দোষ), মুক্তি-অনুযায়ী, যাহা তদনুবর্তী ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ দুঃখক্ষয়ের উপায় হয়, ভিক্ষু সেইরূপ সম্যক দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত হইয়া কী প্রকাশ্যে কী গোপনে সতীর্থগণের মধ্যে বিচরণ করেন। ইহাই ষষ্ঠ ধর্ম যাহা স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, মিলন, অবিসংবাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্যের অভিমুখী। হে ভিক্ষুগণ, বর্ণিত ছয় ধর্মের মধ্যে শেষোক্ত ধর্ম সম্যক দৃষ্টিই অগ্রস্থানীয়, ইহাই মিলন-বিধায়ক, ইহাই সংহতি-বিধানের মুখ্য উপায়, হে ভিক্ষুগণ, যেমন কূটাগারে কূটই (শিখরই) সকলের উপর, তাহাই সংযোজক ও সংহতি-বিধানের মুখ্য উপায়, তেমন বর্ণিত ছয় ধর্মের শেষোক্ত ধর্ম সম্যক দৃষ্টিই অগ্রস্থানীয়, ইহাই মিলন-বিধায়ক, ইহাই সংহতি-বিধানের মুখ্য উপায়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, সেই সম্যক দৃষ্টি কী যাহা আর্য, মুক্তি-অনুযায়ী, যাহা তদনুবর্তী ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ দুঃখক্ষয়ের উপায় হয়? এখানে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত কিংবা শূন্যাগারগত হইয়া স্বমনে পর্যালোচনা করেন : 'আমার মধ্যে সেই পাপ-পর্যুত্থান আছে কি, যে পর্যুত্থানবশত চিত্ত জ্ঞেয় বিষয় যথাযথ জানিতে পারে না, দর্শন করে না?' হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর মধ্যে কামরাগ পর্যুত্থিত হয়, তবে তাহার চিত্ত কামরাগ দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে ব্যাপাদ পর্যুত্থিত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত ব্যাপাদ দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে স্ত্যানমিদ্ধ পর্যুত্থিত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত স্ত্যানমিদ্ধ দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পর্যুত্থিত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে

বিচিকিৎসা পর্যুত্থিত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত বিচিকিৎসা দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে ইহলোক-চিন্তা প্রসূত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত ওই চিন্তাতেই পর্যুদস্ত হয়; যদি তাঁহার মধ্যে পরলোক-চিন্তা প্রসূত হয়, তবে তাঁহার চিত্ত ওই চিন্তাতেই পর্যুদস্ত হয়; যদি তিনি ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হন, তবে তাঁহার চিত্ত উহা দ্বারাই পর্যুদস্ত হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, 'আমার মধ্যে সেই পাপ-পর্যুত্থান নাই, যে পর্যুত্থানবশত চিত্ত জ্ঞেয় বিষয় যথাযথ জানিতে পারে না, দর্শন করে না; সত্যবোধের জন্য আমার মন সুপ্রণিহিত (একাগ্র) হইয়াছে।' তাঁহার এই প্রথম জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৫. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক স্বমনে এইরূপে পর্যালোচনা করেন : 'এই (সম্যক) দৃষ্টি অভ্যাস করিয়া, বর্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া কি আমি নিজে নিজে শমথ (উপশম) লাভ, নির্বৃতি লাভ করিয়াছি?' তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, 'আমি এই (সম্যক) দৃষ্টি অভ্যাস করিয়া, বর্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া, নিজে নিজে শমথ লাভ, নির্বৃতি লাভ করিয়াছি।' তাঁহার এই দ্বিতীয় জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৬. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক স্বমনে এইরূপে পর্যালোচনা করেন : 'আমি যেরূপ দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত, এই শাসনের বাহিরে এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি ঠিক সেইরূপ দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত?' তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, 'আমি যেরূপ দৃষ্টির দ্বারা সমন্বিত এই শাসনের বাহিরে তেমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি ঠিক সেইরূপ দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত।' তাঁহার এই তৃতীয় জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৭. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক স্বমনে এইরূপে পর্যালোচনা করেন : 'যে-ধর্মতায় (স্বভাবে) দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও কি সেই ধর্মতায় সমন্বিত?' হে ভিক্ষুগণ, কীরূপ ধর্মতা দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের ধর্মতা (স্বভাব) এই যে, যদি তিনি কোনো অপরাধ করিয়া থাকেন, যে অপরাধের প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অচিরে তিনি তাহা শাস্তার নিকট অথবা বিজ্ঞ সতীর্থগণের নিকট ব্যক্ত, বিবৃত ও প্রকটিত করেন; তাহা ব্যক্ত, বিবৃত ও প্রকটিত করিয়া অনাগতে তদ্‌বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অল্পবয়স্ক, মন্দবুদ্ধি, উত্তানশায়ী শিশু জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে হাত-পা বাড়াইয়া দ্রুত তাহা পশ্চাতে টানিয়া লয়, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের ধর্মতা এই যে,

যদি তিনি কোনো অপরাধ করিয়া থাকেন, যে অপরাধের প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অচিরে তিনি শাস্তার নিকট অথবা বিজ্ঞ সতীর্থগণের নিকট তাহা ব্যক্ত, বিবৃত ও প্রকটিত করেন; তাহা ব্যক্ত, বিবৃত ও প্রকটিত করিয়া অনাগতে তদ্‌বিষয়ে সংযম প্রাপ্ত হন। তিনি এইরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন : 'যে-ধর্মতায় দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও ঠিক সেইরূপ ধর্মতায় সমন্বিত।' তাঁহার এই চতুর্থ জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৮. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপে স্বমনে পর্যালোচনা করেন : 'যেরূপ ধর্মতায় দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও কি ঠিক সেইরূপ ধর্মতায় সমন্বিত?' হে ভিক্ষুগণ, কীরূপ ধর্মতা দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের ধর্মতা এই যে, সতীর্থগণের মধ্যে উচ্চনীচ যাহা কিছু কর্তব্যকার্য আছে তদ্‌বিষয়ে তিনি ঔৎসুক্য প্রাপ্ত হন, ফলে অধিশীল-শিক্ষায়, অধিচিত্ত-শিক্ষায় ও অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষায়[১] তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, তরুণবৎসা গাভি তৃণগুচ্ছ ভক্ষণ করে, বাছুরের প্রতিও অবলোকন করে, তেমনভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের ধর্মতা এই যে, সতীর্থগণের মধ্যে উচ্চনীচ যে-সকল কর্তব্যকার্য আছে তিনি তদ্‌বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রাপ্ত হন, ফলে অধিশীল-শিক্ষায় অধিচিত্ত-শিক্ষায় ও অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষায় তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। তিনি এইরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন : 'যেরূপ ধর্মতায় দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও ঠিক সেইরূপ ধর্মতায় সমন্বিত।' তাঁহার এই পঞ্চম জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

৯. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপে স্বমনে পর্যালোচনা করেন : 'যেরূপ বলের দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও কি ঠিক সেইরূপ বলের দ্বারা সমন্বিত?' হে ভিক্ষুগণ, সেই বল কী যাহা দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের বল এই যে, তথাগত-প্রবর্তিত ধর্মবিনয় উপদিষ্ট হইতে থাকিলে তদর্থী হইয়া, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিয়া, সমগ্র চিত্ত একাগ্র করিয়া অবহিত-শ্রোত্র হইয়া তিনি ধর্ম শ্রবণ করেন। তিনি এইরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন : 'যেরূপ বলের দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও ঠিক সেইরূপ বলের দ্বারা সমন্বিত।' তাঁহার এই ষষ্ঠ

---

১. 'অধিশীল' অর্থে প্রাতিমোক্ষের নিয়মে চরিত্রগঠন; 'অধিচিত্ত' অর্থে ধ্যানাভ্যাস দ্বারা চিত্তের শান্তিবিধান; 'অধিপ্রজ্ঞা' অর্থে বিদর্শন দ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধান।

জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

১০. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপে স্বমনে পর্যালোচনা করেন : 'যে বলের দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও কি সেইরূপ বলের দ্বারা সমন্বিত?' হে ভিক্ষুগণ, সেই বল কী যাহা দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত হন? হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের বল এই যে, তথাগত-প্রবর্তিত ধর্মবিনয় উপদিষ্ট হইতে থাকিলে তিনি তাহাতে অর্থবেদ[১] ধর্মবেদ[২] ও ধর্মোপসংহিত প্রামোদ্য[৩] লাভ করেন। তিনি এইরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন : 'যেরূপ বলের দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ সমন্বিত আমিও ঠিক সেইরূপ বলের দ্বারা সমন্বিত।' তাঁহার এই সপ্তম জ্ঞান অধিগত হয় যাহা লোকোত্তর, ইতরসাধারণের অগম্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে সপ্তজ্ঞান-সমন্বিত আর্যশ্রাবকের ধর্মতা (স্বভাব) স্রোতাপত্তি-ফল সাক্ষাৎকারের পক্ষে সুপর্যাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে সপ্তজ্ঞান সমন্বিত আর্যশ্রাবকই স্রোতাপত্তি-ফলে সমন্বিত হন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ওই ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

॥ কৌশাম্বী-সূত্র সমাপ্ত ॥*

---

১. 'অর্থবেদ' অর্থে অর্থবোধজনিত আনন্দ।

২. 'ধর্মবেদ' অর্থে ধর্মজ্ঞানজনিত আনন্দ।

৩. 'ধর্মোপসংহিত প্রামোদ্য' অর্থে ধর্মভাব প্রবুদ্ধ বিমল আনন্দ।

* জাতকাদি পরবর্তী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে অতি সামান্য কারণে কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। একই আবাসে দুইজন নেতৃস্থানীয় ভিক্ষু ছিলেন, তন্মধ্যে একজন বিনয়ধর এবং অপরজন সূত্রবিশারদ। যিনি সৌত্রান্তিক তিনি আচমন করিতে গিয়া ঘটিতে সামান্য জল রাখিয়া আসেন যাহা বিনয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। বিনয়ধর তাহা দেখিয়া সৌত্রান্তিক ভিক্ষুকে আপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অকপটে জানাইলেন যে, ভুলে তিনি তাহা করিয়াছেন। কিন্তু বিনয়ধর আসিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে সৌত্রান্তিক ভিক্ষুর বিনয়বিরুদ্ধ আচরণের বিষয় জানাইলেন। তাঁহারা গিয়া সৌত্রান্তিক ভিক্ষু শিষ্যগণের নিকট তাঁহাদের উপাধ্যায়ের নিন্দা করিলেন। তাঁহারা উপাধ্যায়ের মুখে যথার্থ ঘটনা জানিয়া বিনয়ধর ভিক্ষুর শিষ্যগণের নিকট তাঁহাদের উপাধ্যায়ের নিন্দা করিলেন। এইরূপে ওই আবাসস্থ ভিক্ষুগণের মধ্যে বিষম কলহ উপস্থিত হয়। স্বয়ং বুদ্ধ চেষ্টা করিয়া বিবাদ থামাইতে না পারিয়া অবশেষে পারিলেয়ক বনে গিয়া বর্ষাবাস করেন। বিনয় মহাবর্গে, কৌশাম্বী-স্কন্ধে তাহা বর্ণিত আছে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ সূত্রে এইরূপ কোনো আভাষ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায়, বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া বিবদমান ভিক্ষুগণ সকলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪৯. ব্রহ্মনিমন্ত্রণ-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ ভদন্ত' বলিয়া ওই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, আমি একদা উক্কট্‌ঠায় সুভগবনে শালরাজমূলে অবস্থান করিতেছিলাম। সেই সময়ে, হে ভিক্ষুগণ, বকব্রহ্মার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয় : 'ইহা (এই ব্রহ্মলোক) নিত্য, ইহা ধ্রুব, ইহা শাশ্বত, কেবল, অচ্যুত, ইহা জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না। ইহার অধিক নিঃসরণ (নিষ্কৃতি, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স) নাই।' অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, আমি স্বচিত্তে বকব্রহ্মার চিত্তপরিবিতর্ক জানিয়া যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমনভাবেই উক্কট্‌ঠার সুভগবনের শালরাজমূল হইতে অন্তর্হিত হইয়া ওই ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হই। হে ভিক্ষুগণ, বকব্রহ্মা দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আমি আসিতেছি; আমাকে আসিতে দেখিয়া তিনি আমাকে কহিলেন, 'আসুন, মারিষ, আপনি যে দীর্ঘকাল পরে অত্রাগমনের কথা মনে করিয়াছেন। মারিষ, নিশ্চয় ইহা নিত্য, ইহা ধ্রুব, ইহা শাশ্বত, কেবল, অচ্যুত, ইহা জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না। ইহার অধিক নিঃসরণ নাই।' ইহা বিবৃত হইলে আমি বকব্রহ্মাকে বলিলাম, 'অবিদ্যাধীন বকব্রহ্মা, সত্যসত্যই অবিদ্যাধীন বকব্রহ্মা, যেহেতু তিনি অনিত্যকে নিত্য, অধ্রুবকে ধ্রুব, অশাশ্বতকে শাশ্বত, অকেবলকে কেবল, চ্যুতকে অচ্যুত, যাহা জাত, জীর্ণ, মৃত, চ্যুত ও পুনরুৎপন্ন হয় তাহা জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন; ইহার অধিক নিঃসরণ থাকিতেও ইহার অধিক নিঃসরণ নাই বলিয়া বলেন।'

৩. অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, পাপাত্মা মার জনৈক ব্রহ্মপার্ষদের দেহে আবিষ্ট হইয়া আমাকে কহিল, 'ভিক্ষু ভিক্ষু, আপনি ইহাকে আক্রমণ করিবেন না, আপনি ইহাকে আক্রমণ করিবেন না, ইনি যে, ভিক্ষু, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিভু,[১]

---

১. পালি অভিভূ অর্থে যিনি অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ। (প-সূ)

অনভিভূত, সর্বদর্শী, বশবর্তী[১] ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, সৃজয়িতা[২], চিরবিরাজিত[৩], ভূত এবং ভব্য[৪] সকলের পিতা। ভিক্ষু, পূর্বে আপনারই ন্যায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁহারা পৃথিবী-অপবাদক পৃথিবী জুগুপ্সক[৫], অপ-অপবাদক অপ-জুগুপ্সক, তেজ-অপবাদক তেজ-জুগুপ্সক, বায়ু-অপবাদক বায়ু-জুগুপ্সক, ভূত-অপবাদক ভূত-জুগুপ্সক, দেব অপবাদক দেব-জুগুপ্সক, প্রজাপতি-অপবাদক প্রজাপতি-জুগুপ্সক, ব্রহ্ম-অপবাদক ব্রহ্ম-জুগুপ্সক; তাঁহারা দেহাবসানে জীবনান্তে হীনকায়ে (নিকৃষ্ট যোনিতে) প্রতিষ্ঠিত হন। ভিক্ষু, পূর্বে আপনারই ন্যায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁহারা পৃথিবী-প্রশংসক পৃথিবী-আনন্দী[৬] অপ-প্রশংসক অপ-আনন্দী, তেজ-প্রশংসক তেজ-আনন্দী, বায়ু-প্রশংসক বায়ু-আনন্দী, ভূত-প্রশংসক ভূতানন্দী, দেব-প্রশংসক দেবানন্দী, প্রজাপতি-প্রশংসক প্রজাপতি-আনন্দী, ব্রহ্ম-প্রশংসক ব্রহ্মানন্দী; তাঁহারা দেহাবসানে জীবনান্তে উৎকৃষ্ট কায়ে (শ্রেষ্ঠ যোনিতে) প্রতিষ্ঠিত হন। তদ্ধেতু, ভিক্ষু, আমি আপনাকে বলি, মারিষ, সত্বর আপনি ব্রহ্মা আপনাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা (শিরোধার্য) করুন, আপনি ব্রহ্মার বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। যদি, ভিক্ষু, আপনি তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে যেমন কোনো ব্যক্তি গৃহে লক্ষ্মী আসিতেছেন দেখিলে তাঁহাকে দণ্ডপ্রহারে বিতাড়িত করে, অথবা যেমন নরকপ্রপাতে (মহাগর্তে) পতনশীল ব্যক্তি হস্ত এবং পদ দ্বারা পৃথিবী ধরিতে পারে না, তেমন এ ক্ষেত্রেও, ভিক্ষু, আপনার দশাও ঠিক তাহাই হইবে। অতএব, মারিষ, সত্বর আপনি ব্রহ্মা আপনাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা (শিরোধার্য) করুন, আপনি ব্রহ্মার বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। ভিক্ষু, আপনি কি আপনার সম্মুখে উপবিষ্ট ব্রহ্মপরিষদ দেখিতেছেন না?' এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, পাপাত্মা মার আমার নিকট ব্রহ্মপরিষদ উপস্থিত করিল। হে ভিক্ষুগণ, তাহা বিবৃত হইলে আমি পাপাত্মা মারকে কহিলাম : "হে পাপাত্মন, আমি তোমাকে জানি, তুমি মনে করিও না

---

১. 'বশবর্তী' যিনি অপর সকলকে স্ববশে আনয়ন করেন। (প-সূ)

২. পালি 'সঞ্জিতা' কিংবা 'সজ্জিতা' অর্থে যিনি 'তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাকারে জীবগণকে যথাস্থানে সজ্জিত করেন। (প-সূ) অর্থাৎ, যিনি নিয়ন্তা।

৩. পালি বসী। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, চিণ্ণবসিতায বসী। (প-সূ)

৪. যাহারা হইয়াছে এবং পরে হইবে, সকল শ্রেণির জীবের মধ্যে।

৫. অর্থাৎ, যাঁহারা পৃথিবী ইত্যাদিকে অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম লক্ষণ দ্বারা লক্ষণান্বিত করিতেন।

৬. অর্থাৎ, যাঁহারা পৃথিবী ইত্যাদিকে নিত্য, সুখ ও আত্ম লক্ষণ দ্বারা লক্ষণান্বিত করিতেন।

যে আমি তোমাকে জানি না। পাপাত্মন, তুমি যে মার। পাপাত্মন, এই যে ব্রহ্মা, এই যে ব্রহ্মপরিষদ, এই যে ব্রহ্ম-পার্ষদ্বর্গ, সকলেই তো তোমার বশীভূত। পাপাত্মন, তোমার অভিপ্রায় এই যে, 'ইনিও আমার বশীভূত হউন।' কিন্তু, পাপাত্মন, আমি তোমার হস্তগতও নই, তোমার বশীভূতও নই।"

৪. হে ভিক্ষুগণ, ইহা উক্ত হইলে, বকব্রহ্মা আমাকে বলিলেন, 'মারিষ, আমি নিত্যকেই নিত্য বলি, ধ্রুবকেই ধ্রুব বলি, শাশ্বতকেই শাশ্বত বলি, কেবলকেই কেবল বলি, অচ্যুতকেই অচ্যুত বলি, যত্র (কেহই, কিছুই) জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না, সে ক্ষেত্রেই আমি বলি, ইহা জাত হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় না; অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ নাই বলিয়া বলি, ইহার অধিক নিঃসরণ নাই[১]। ভিক্ষু, পূর্বে আপনারই ন্যায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে ছিলেন তাঁহাদের তপঃকর্ম (তপস্যা ব্রত) ছিল আপনার যত বর্ষ আয়ু তত বর্ষ। তাঁহারাই জানিতে পারিতেন বটে—অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ থাকিলে, অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ আছে, অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ না থাকিলে অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ নাই। তদ্ধেতু, ভিক্ষু, আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি অন্য তদূর্ধ্ব নিঃসরণ দেখিতে পাইবেন না, তাহা করিতে গেলে আপনি শুধু শ্রমক্লান্তি ও ব্যর্থতার ভাগী হইবেন। যদি, ভিক্ষু, আপনি পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, ভূত, দেব, প্রজাপতি ও ব্রহ্মাতত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার সমীপশায়ী, বাস্তুশায়ী, আজ্ঞাবহ, বিনীত ভৃত্য হইবেন[২]।' 'ব্রহ্মা, আমি তাহা জানি। যদি আমি পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, ভূত, দেব, প্রজাপতি ও ব্রহ্মতত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি আপনার সমীপশায়ী, বাস্তুশায়ী, আজ্ঞাবহ, বিনীত ভৃত্য হইব। ব্রহ্মা, আমি আপনার গতিও ভালো জানি, দ্যুতিও ভালো জানি : বকব্রহ্মা, এইরূপ মহর্দ্ধিসম্পন্ন, এইরূপ মহানুভব, এইরূপ মহাশক্তিধর।' 'মারিষ, ঠিক কিরূপে আপনি আমার গতিও ভালো জানেন, দ্যুতিও ভালো জানেন—বকব্রহ্মা এইরূপ মহর্দ্ধিসম্পন্ন, এইরূপ মহানুভব, মহানুভব, মহাশক্তিধর?'

'যদবধি চন্দ্রসূর্য করে বিচরণ,
সর্বদিক আলোকিয়া দীপ্ত অনুক্ষণ,

---

১. অর্থাৎ, নিঃশ্রেয়স নাই।

২. এ স্থলে সামীপ্য, সালোক্য ও সাযুজ্যাদি মুক্তির বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।

তদবধি বশে তব, প্রভুত্ব তোমার,
সহস্র ভূবনে[১] মাত্র তব অধিকার।
জান তুমি উচ্চ কেবা নীচ কোন জন,
কেবা রাগাসক্ত, কেবা বীতরাগ হন,
পায় কেবা এই স্থান, কেবা অন্য স্থান,
জীবের যে গত্যাগতি আছে তব জ্ঞান।'

"ব্রহ্মা, ঠিক এইরূপেই আমি আপনার গতিও ভালো জানি, দ্যুতিও ভালো জানি : বকব্রহ্মা এইরূপ মহর্দ্ধিসম্পন্ন, এইরূপ মহানুভব, এইরূপ মহাশক্তিধর। কিন্তু, ব্রহ্মা, অপর তিন ব্রহ্মকায় (ব্রহ্মলোক) আছে যাহা আপনি জানেন না দেখেন না; আমি তাহাদের জানি দেখি। ব্রহ্মা, আছে আভাস্বর-কায় যেখান হইতে চ্যুত হইয়া আপনি অত্র উৎপন্ন হইয়াছেন। অতি দীর্ঘকাল এই ব্রহ্মলোকে বাসহেতু উহার স্মৃতি আপনার মধ্যে বিমূঢ় হইয়াছে। তদ্ধেতু আপনি তাহা জানেন না দেখেন না; তাহা আমি জানি দেখি। তাহা হইলে, ব্রহ্মা, আমি আপনার সমান সমান নই; নীচে হওয়া তো দূরের কথা, যেহেতু আমি আপনার বহু উপরে। শুভাকীর্ণ এবং বৃহৎফল ব্রহ্মকায় সম্বন্ধেও এইরূপ। ব্রহ্মা, আমি অভিজ্ঞায় পৃথিবীকে পৃথিবীর ভাবে জানিতে গিয়া সমগ্র পৃথিবীর পৃথিবীত্ব অনুভব করি নাই, তাহা অভিজ্ঞা দ্বারা জানিয়া আমি নিজেকে 'পৃথিবী' মনে করি নাই, 'পৃথিবীর' মনে করি নাই, 'পৃথিবী হইতে' মনে করি নাই, 'পৃথিবী আমার' মনে করি নাই, পৃথিবী লইয়া আনন্দ করি নাই। তাহা হইলে, ব্রহ্মা। অভিজ্ঞায় আমি আপনার সমান সমান নই, নীচে হওয়া তো দূরের কথা, যেহেতু আমি আপনার বহু উপরে। অপ, তেজ, বায়ু, ভূত, দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, আভাস্বর, শুভাকীর্ণ, বৃহৎফল, বিভু, সর্ব সম্বন্ধেও এইরূপ[২]।" 'মারিষ, যদি সর্ব সর্বত্বস্বভাবে আপনার নিকট অনুভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে (সর্ববিষয়ে আপনার উক্তি) রিক্ত ও তুচ্ছ[৩] প্রমাণিত হয় নাই কি?'

৫. 'বিজ্ঞান (বিমুক্তচিত্ত[৪]) অনিদর্শন (অনিমিত্ত, ইন্দ্রিয়-অগোচর), অনন্ত

১. সহস্র চক্রবাল-সমন্বিত ভুবন বকব্রহ্মার আজ্ঞাধীন। এই ভুবনের যাবতীয় বিষয় তিনি অবগত আছেন।

২. মূলপর্যায়-সূত্র দ্র.।

৩. অর্থশূন্য, নিরর্থক।

৪. এ স্থলে বিজ্ঞান বা বিমুক্তচিত্ত নির্বাণেরই নামান্তর মাত্র। (প-সূ)

(আদ্যন্তরহিত), সর্বতোপ্রভ[১]। তাহা পৃথিবীর পৃথিবীত্বে, অপের অপত্বে, তেজের তেজত্বে, বায়ুর বায়ুত্বে, ভূতের ভূতত্বে, দেবের দেবত্বে, প্রজাপতির প্রজাপতিত্বে, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বে, আভাস্বরগণের আভাস্বরত্বে, শুভাকীর্ণগণের শুভাকীর্ণত্বে, বৃহৎফলগণের বৃহৎফলত্বে, বিভুর বিভুত্বে, সর্বের সর্বত্বে অনুভুত হয় না।' 'মারিষ, এখনই আমি আপনার নিকট অদৃশ্য হইব।' 'ব্রহ্মা, আপনি আমার নিকট হইতে অদৃশ্য হউন যদি আপনার সামর্থ্য থাকে।'

৬. অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, বকব্রহ্মা (আস্পর্ধা করিয়া বলিল) : 'আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট অদৃশ্য হইব, আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট অদৃশ্য হইব, কিন্তু তিনি আমার নিকট অদৃশ্য হইতে পারিবেন না।' ইহা উক্ত হইলে, আমি বকব্রহ্মাকে কহিলাম : 'ব্রহ্মা, আমি সত্যই আপনার নিকট অদৃশ্য হইব।' 'মারিষ, আপনি আমার নিকট অদৃশ্য হউন যদি আপনার সামর্থ্য থাকে।' অতঃপর, হে ভিক্ষুগণ, আমি সেইরূপ ঋদ্ধিমায়া নির্মাণ করিলাম যাহাতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মপরিষদ এবং ব্রহ্মপার্ষদগণ আমার শব্দ শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু আমাকে দেখিলেন না। অদৃশ্যভাবে থাকিয়া আমি এই গাথা উচ্চারণ করিলাম :

'ভবে'[২] আমি দেখি ভব খুঁজিনু 'বিভব'[৩],
'বিভব' খুঁজিতে গিয়া দেখিলাম 'ভব'।
ভব অন্বেষণ তাই করি নাই আর,
ভবতৃষ্ণা ভবাসক্তি করি পরিহার।

৭. অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মপরিষদ এবং ব্রহ্মপার্ষদগণ আশ্চার্যান্বিত ও বিস্মিত হইলেন : 'আশ্চর্য হে, অদ্ভুত হে শ্রমণ গৌতমের মহা-ঋদ্ধিক্রিয়ার ক্ষমতা, মহা-আধ্যাত্মিক শক্তি! আমরা ইতঃপূর্বে কখনো দেখি নাই কিংবা শুনি নাই এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ যিনি এই শাক্যপুত্র, শাক্যকুল-প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতমের ন্যায় মহা-ঋদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা। তিনি সত্যই ভবারাম, ভবরত, ভবসম্মোদিত জীবগণের ভবতৃষ্ণা সমূলে

---

১. 'সর্বতোপ্রভ' অর্থে সর্বোজ্জ্বল, সর্বব্যাপী, অথবা যাহা সকল ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য, শেষ গন্তব্য স্থান। (প-সূ)

২. 'ভব' অর্থে ত্রিভব; যথা : কামভব, রূপভব ও অরূপভব, যেখানে জীবগণের অধিষ্ঠান সম্ভব।

৩. 'বিভব' অর্থে বিনাশ, মৃত্যু, চ্যুতি। ভব এবং বিভব, উৎপত্তি ও চ্যুতি পরস্পরসাপেক্ষ, একটি হইলে অপরটি হইবে, অতএব ভবাভবের অতীত না হইতে পারিলে মুক্তি অসম্ভব।

উৎপাটিত করিয়াছেন।'

৮. অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ, পাপাত্মা মার জনৈক ব্রহ্মপার্ষদের দেহে আবিষ্ট হইয়া আমাকে বলিল, 'মারিষ, যদি আপনি এইরূপে সত্য জানিয়াছেন, এইরূপে সত্য আপনার দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে আপনি গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণকে সৎমার্গে [সন্মার্গে] পরিচালিত করিবেন না, গৃহী এবং প্রব্রজিতের মধ্যে শিষ্য করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। ভিক্ষু, আপনার পূর্বে জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সত্যজ্ঞ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন যাঁহারা গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণকে সন্মার্গে পরিচালিত করিয়াছিলেন, গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণের নিকট ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন, গৃহী এবং প্রব্রজিতের মধ্যে শিষ্য করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। তাহা করিয়া তাঁহারা দেহাবসানে জীবনান্তে হীনকায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভিক্ষু, আপনার পূর্বে জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সত্যজ্ঞ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন যাঁহারা গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণকে সন্মার্গে পরিচালিত করেন নাই, গৃহী এবং প্রব্রজিত শিষ্যগণের নিকট ধর্মদেশনা করেন নাই, গৃহী এবং প্রব্রজিতের মধ্যে শিষ্য করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, তাহা না করিয়া তাঁহারা দেহাবসানে জীবনান্তে উৎকৃষ্ট কায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অতএব, মারিষ, আপনি বুদ্ধিমানের ন্যায় নিরুদ্বেগে দৃষ্টধর্মে সুখবিহারী হইয়া অবস্থান করুন, ধর্ম অব্যাখ্যাত রাখিলেই কুশল, অপরকে উপদেশ প্রদান করিবেন না।'

৯. হে ভিক্ষুগণ, ইহা উক্ত হইলে, আমি পাপাত্মা মারকে কহিলাম : 'পাপাত্মন, আমি তোমাকে জানি, মনে করিও না যে আমি তোমাকে জানি না, তুমি হইতেছ মার। পাপাত্মন, তুমি হিতৈষী হইয়া আমাকে এ কথা বলিতেছ না, তুমি অহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই এমন কথা বলিতেছ। পাপাত্মন, তোমার মনের চিন্তা এই যে, শ্রমণ গৌতম যাঁহাদের ধর্মোপদেশ দিবেন তাঁহারা তোমার রাজ্যসীমা অতিক্রম করিবেন। পাপাত্মন, তোমার বর্ণিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সম্যকসম্বুদ্ধ না হইয়াও নিজেকে সম্যকসম্বুদ্ধ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু, পাপাত্মন, আমি সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াই নিজেকে সম্যকসম্বুদ্ধ জ্ঞান করিতেছি। পাপাত্মন, তথাগত শিষ্যগণের নিকট ধর্মদেশনা করুন আর নাই করুন, শিষ্যগণকে সন্মার্গে পরিচালিত করুন আর নাই করুন, তিনি যাহা তাহাই। ইহার কারণ কী? যেহেতু, পাপাত্মন, তথাগতের যে-সকল আসব সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, সদরথ (কষ্টজনক), দুঃখপরিণামী, অনাগতে জন্ম-জরা-মরণ-আনয়নকারী তৎসমস্ত প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষে পরিণত, অস্তিত্ব-বিরহিত, অনাগতে

অনুৎপাদধর্মী (অনুৎপত্তিশীল)। যেমন, হে পাপাত্মন, তালবৃক্ষ শিরশ্ছিন্ন হইলে পুনরায় তাহা বিরূঢ় হইতে পারে না, তেমনভাবেই তথাগতের যে-সকল আসব সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, সদরথ, দুঃখপরিণামী, অনাগতে জন্ম-জরা-মরণ-আনয়নকারী তৎসমস্ত প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষে পরিণত, অস্তিত্ব-বিরহিত, অনাগতে অনুৎপাদধর্মী।'

এইরূপে ইহাতে মারের আলাপ বন্ধ করিবার এবং ব্রহ্মার অভিনিমন্ত্রণের[১] বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তদ্ধেতু এই ধর্মব্যাখ্যানের ব্রহ্মনিমন্ত্রণ নামই গৃহীত হইয়াছে।

॥ ব্রহ্মনিমন্ত্রণ-সূত্র সমাপ্ত ॥

৫০. মারতর্জন-সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. একসময় ভগবান ভর্গরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, শিশুমারগিরে, ভেসকলাবন মৃগদাবে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন উন্মুক্ত আকাশতলে পাদচারণ করিতেছিলেন। তখন পাপাত্মা মার আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়নের কুক্ষিগত, জঠরপ্রবিষ্ট হইল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়নের মনে চিন্তা হইল : 'একি! আমার কুক্ষিতে যেন গুরুগুরু (ভারী ভারী) কী রহিয়াছে, মনে হইতেছে যেন তাহা এক মাসের আহারে পরিপূর্ণ।' অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন চঙ্ক্রমণ (পাদচারণ-স্থান) হইতে নামিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়া নির্দিষ্ট[২] আসনে উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইয়া তিনি স্বত-ই পাপাত্মা মারের প্রতি সম্যক মনোনিবেশ করিলেন।

২. আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন দেখিতে পাইলেন যে, পাপাত্মা মারই তাঁহার কুক্ষিগত, জঠরপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি পাপাত্মা মারকে কহিলেন, 'বাহির হও পাপাত্মা, বাহির হও পাপাত্মা, তুমি তথাগতকে ব্যথিত করিও না[৩], তথাগতের শ্রাবকগণের প্রতি বিদ্বেষ করিও না, তুমি তোমার

---

১. বক্ষ্যমাণ সূত্রে বকব্রহ্মা ব্রহ্মালোকের গুণাবলি বর্ণনা করিয়া ভগবান বুদ্ধকে ব্রহ্মালোকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। (প-সূ)

২. এই স্থলে 'নির্দিষ্ট' অর্থে স্বভাব নির্দিষ্ট, অর্থাৎ স্বাভাবিক। (প-সূ)

৩. যেমন কেহ পুত্রকে আঘাত করিলে পিতা নিজেকে আহত মনে করেন, তেমন কেহ শিষ্যের প্রতি বিদ্বেষ করিলে শাস্তা নিজেকে ব্যথিত বোধ করেন। (প-সূ)

দীর্ঘকাল দুঃখ ও অহিতের কারণ উৎপন্ন হইতে দিও না।' তখন পাপাত্মা মারের মনে হইল : এই শ্রমণ আমাকে না জানিয়া না দেখিয়াই বলিতেছেন, বাহির হও পাপাত্মা, বাহির হও পাপাত্মা, তুমি তথাগতকে ব্যথিত করিও না, তুমি তোমার দীর্ঘকাল দুঃখ ও অহিতের কারণ উৎপন্ন হইতে দিও না। তাঁহার যিনি শাস্তা তিনিই আমাকে এত সত্বর জানিতে পারেন না, কী করিয়া তাঁহার এই শ্রাবক আমাকে জানিতে পারিবেন?' আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন পাপাত্মা মারকে কহিলেন, 'আমি তথাগতের শ্রাবক হইলেও তোমাকে আমি জানি। তুমি যে পাপাত্মা মার। তোমার মনে হইতেছে, বুঝি এই শ্রমণ তোমাকে না জানিয়া না দেখিয়াই বলিতেছেন, বাহির হও পাপাত্মা, বাহির হও পাপাত্মা ইত্যাদি।' তখন পাপাত্মা মারের মনে হইল : 'এই শ্রমণ আমাকে জানিয়া এবং দেখিয়াই বলিতেছেন, বাহির হও পাপাত্মা, বাহির হও পাপাত্মা ইত্যাদি।' অনন্তর পাপাত্মা মার আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়নের কুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে পর্ণশালার কপাটে গিয়া দাঁড়াইল।

৩. আয়ুষ্মান মহামৌদ্‌গল্যায়ন দেখিতে পাইলেন যে, পাপাত্মা মার বাহিরে পর্ণশালার কপাটে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি পাপাত্মা মারকে কহিলেন, 'এখনো পাপাত্মা আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি মনে করিও না যে আমি তোমাকে দেখিতেছি না। তুমি এই পর্ণশালার কপাটে গিয়া দাঁড়াইয়া আছ। পুরাকালে আমি দূষী নামে মার ছিলাম, কালী ছিল আমার ভগিনী, তুমি ছিলে আমার ভগিনীর পুত্র ভাগিনেয়। সেই সময়ে জগতে ভগবান ককুৎসন্ধ সম্যকসম্বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদূর এবং সঞ্জীব নামে মহাশ্রাবকযুগল[১] ভদ্রযুগল ছিলেন। তাঁহার শ্রাবকগণের মধ্যে ধর্মদেশনার ক্ষমতায় আয়ুষ্মান বিদূরের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। এই কারণে আয়ুষ্মান বিদূরের বিদূর (বিধুর, অসমধুর, অসমপ্রাজ্ঞ) খ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। আয়ুষ্মান সঞ্জীব অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত অথবা শূন্যাগারগত হইয়া অনায়াসে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি লাভ করিতেন। একদা আয়ুষ্মান সঞ্জীব এক বৃক্ষমূলে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি লাভ করিয়া সমাসীন ছিলেন। যত গোপালক, পশুপালক, কৃষক ও পথিক দেখিতে পাইল যে আয়ুষ্মান সঞ্জীব ওই বৃক্ষমূলে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি লাভ করিয়া আসীন আছেন। তাহা দেখিয়া তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'ইহা বড়ই আশ্চর্যকর, বড়ই অদ্ভুত

---

১. অর্থাৎ দুইজন অগ্রশিষ্য, যেমন গৌতমের পক্ষে সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়ন।

যে, এই শ্রমণ উপবিষ্ট অবস্থাতেই কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন আমরা তাঁহাকে দাহ করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা তৃণ, কাষ্ঠ এবং শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া আয়ুষ্মান সঞ্জীবের দেহের উপর চিতা সজ্জিত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। আয়ুষ্মান সঞ্জীব ওই রাত্রিগতে সেই সমাপত্তি হইতে উঠিয়া পরিহিত চীবরসমূহ ঝাড়িয়া পূর্বাহ্নে বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন। ওই গোপালক, পশুপালক, কৃষক ও পথিকগণ দেখিতে পাইল যে আয়ুষ্মান সঞ্জীব ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য (লোকালয়ে) বিচরণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তাহাদের মনে হইল : 'ইহা বড়ই আশ্চর্যকর, বড়ই অদ্ভুত যে, এই শ্রমণ সমাসীন অবস্থায় কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এখন তিনি পুনর্জীবিত হইয়াছেন।' এই কারণে আয়ুষ্মান সঞ্জীবের সঞ্জীব খ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছিল।

৪. অনন্তর, হে পাপাত্মন, দূষী মারের মনে চিন্তা হইল : 'আমি এই সকল শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুর গতি-অগতি জানি না। অতএব আমি এখন আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণকে প্ররোচিত করিব : তোমরা আইস, শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করো, তাঁহাদিগকে গালি দাও, রাগাও, ব্যথিত করো। তোমরা আক্রোশ প্রকাশ করিলে, গালি দিলে, রাগাইলে এবং ব্যথিত করিলে অল্পেই তাঁহাদের চিত্তের ভাবান্তর হইবে, যাহাতে দূষী মার তাঁহাদের মধ্যে ছিদ্র খুঁজিয়া পাইবে।' এই স্থির করিয়া দূষী মার আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণকে তাহা করিতে প্ররোচিত করিল। অতঃপর, হে পাপাত্মন, ওই ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ দূষী মার কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিতে, তাঁহাদিগকে গালি দিতে, রাগাইতে ও ব্যথিত করিতে থাকে : "এই মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণগণ ইতর, কৃষ্ণজাতীয়, ব্রহ্মার পাদজাত (শূদ্রাধম)। 'আমরা ধ্যায়ী, ধ্যায়ী আমরা' মনে করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া, অধোমুখে, অলসভাবে ধ্যান করিতে, প্রধ্যান করিতে, নিধ্যান করিতে, অপধ্যান করিতে থাকে। যেমন উলূক মূষিক-অন্বেষণে বৃক্ষশাখায়, শৃগাল মৎস্য-অন্বেষণে নদীতীরে, বিড়াল ইন্দুর-অন্বেষণে গৃহসন্ধিতে, সমলস্থানে অথবা আবর্জনারাশিতে, গর্দভ ছিন্নবহ[১] হইয়া সন্ধিস্থলে, সমলস্থানে অথবা আবর্জনারাশিতে ধ্যান করে, প্রধ্যান করে, নিধ্যান করে, অপধ্যান করে, তেমন এই মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণগণ ইতর, কৃষ্ণজাতীয়, ব্রহ্মার পাদজাত

১. 'ছিন্নবহ' অর্থে 'কান্তার হইতে নিষ্ক্রান্ত'। (প-সূ)

(শূদ্রাধম)[১]। 'আমরা ধ্যায়ী, ধ্যায়ী আমরা' মনে করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া, অধোমুখে, অলসভাবে ধ্যান করিতে, প্রধ্যান করিতে, নিধ্যান করিতে, অপধ্যান করিতে থাকে।" হে পাপাত্মন, সেই সময়ে যে-সকল লোক কালগত হয়, তাহাদের অধিকাংশ দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৫. অনন্তর, হে পাপাত্মন, ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ দূষী মার কর্তৃক প্ররোচিত হইয়াছে : তোমরা আইস, শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করো, তাঁহাদিগকে গালি দাও, রাগাও, ব্যথিত করো, তোমরা আক্রোশ প্রকাশ করিলে, গালি দিলে, রাগাইলে, ব্যথিত করিলে অল্পেই তাঁহাদের চিত্তের ভাবান্তর হইবে যাহাতে দূষী মার তাঁহাদের মধ্যে ছিদ্র খুঁজিয়া লইবে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আইস, মৈত্রীসহগত চিত্তে, করুণাসহগত চিত্তে, মুদিতাসহগত চিত্তে, উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করো, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সকল দিক সর্বতোভাবে সর্বজগৎ মৈত্রীসহগত, করুণাসহগত, মুদিতাসহগত, উপেক্ষাসহগত, বিপুল[২], মহদ্‌গত[৩], অপ্রমেয়[৪], অবৈর[৫], অবাধ[৬] চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করো।'

৬. অনন্তর, হে পাপাত্মন, ওই ভিক্ষুগণ ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়া অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত ও শূন্যাগারগত হইয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে, করুণাসহগত চিত্তে, মুদিতাসহগত চিত্তে, উপেক্ষাসহগত চিত্তে, এক দিক স্ফুরিত করিয়া, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক সর্বতোভাবে মৈত্রীসহগত, করুণাসহগত, মুদিতাসহগত, উপেক্ষাসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অবাধ চিত্তে স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন।

৭. অনন্তর, হে পাপাত্মন, দূষী মারের মনে এই চিন্তা উদিত হইল :

---

১. ব্রাহ্মণা ব্রহ্মুণো মুখতো নিক্‌খন্তা, খত্তিযা উরতো, বেস্‌সা নাভিতো, সুদ্দা জাণুতো, সমণা পিট্‌ঠিপাদতো। (প-সূ)

২. বহুসংখ্যক জীব ভাবনার উপজীব্য বিষয় অর্থে বিপুল। (প-সূ)

৩. মহদ্‌গত অর্থে মহদ্ভূমিপ্রাপ্ত, অর্থাৎ রূপাবচর-অরূপাবচর ভূমিতে উপনীত। (প-সূ)

৪. অপ্রমেয় অর্থে সুভাবিত। (প-সূ)

৫. অবৈর অর্থে দ্বেষবিহীন। (প-সূ)

৬. অবাধ অর্থে দুঃখমুক্ত। (প-সূ)

এইরূপে কার্য করিয়াও আমি এই শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণের অগতি কিংবা গতি জানিলাম না। অতএব আমি আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণকে প্ররোচিত করিব : 'তোমরা আইস, শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণকে সম্মান করো, গুরুস্থানীয় করো, মান, পূজ। তোমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিলে গুরুস্থানীয় করিলে, মানিলে, পূজিলে অল্পেই তাঁহাদের চিত্তের ভাবান্তর হইবে, যাহাতে দূষী মার তাঁহাদের ছিদ্র খুঁজিয়া পাইবে।' এই স্থির করিয়া দূষী মার আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণকে তাহা করিতে প্ররোচিত করিল। অতঃপর, হে পাপাত্মন, ওই ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ দূষী মার কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণকে সম্মান করিতে, গুরুস্থানীয় করিতে, মানিতে, পূজিতে থাকে। হে পাপাত্মন, সেই সময়ে যে-সকল লোক কালগত হয় তাহাদের অধিকাংশ দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

৮. অনন্তর, হে পাপাত্মন, ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ দূষী মার কর্তৃক প্ররোচিত হইয়াছে—তোমরা আইস, শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণকে সম্মান করো, গুরুস্থানীয় করো, মান, পূজ। তোমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিলে, গুরুস্থানীয় করিলে, মানিলে, পূজিলে অল্পেই তাঁহাদের চিত্তের ভাবান্তর হইবে, যাহাতে দূষী মার তাঁহাদের মধ্যে ছিদ্র খুঁজিয়া পাইবে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আইস, স্বকায়ে অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞী, সর্বসংস্কারে অনিত্যদর্শী[১] হইয়া অবস্থান করো।'

৯. অনন্তর, হে পাপাত্মন, ওই ভিক্ষুগণ ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়া, অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত ও শূন্যাগারগত হইয়া স্বকায়ে অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞী সর্বসংস্কারে অনিত্যদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১০. অনন্তর, হে পাপাত্মন, ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ পূর্বাহ্নে

---

১. এ স্থলে চারি কর্মস্থান-ভাবনার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথম, স্বকায়ে অশুভানুদর্শন, উদ্দেশ্য কামতৃষ্ণা হইতে, মৈথুনপ্রবৃত্তি হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করা। অশুভানুদর্শনপ্রণালি স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্রে দ্র.। দ্বিতীয়, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী, উদ্দেশ্য রসতৃষ্ণা হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করা (বিসুদ্ধিমগ্গ, ১১শ পরিচ্ছেদ দ্র.)। তৃতীয়, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য লোভপ্রবণতা হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করা। চতুর্থ, সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শন, উদ্দেশ্য লাভসৎকারাদি হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করা।

বহির্গমন-বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া অনুগামী শ্রমণ আয়ুষ্মান বিদূরসহ ভিক্ষান্নসংগ্রহের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তখন, হে পাপাত্মন, দূষী মার জনৈক বালকের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া হস্তে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড লইয়া আয়ুষ্মান বিদূরের শিরে প্রহার করিল, তাহাতে তাঁহার শির বিদীর্ণ হইল। অতঃপর, হে পাপাত্মন, আয়ুষ্মান বিদূর বিদীর্ণ রক্তবিগলিত শির লইয়াই ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের 'পিছু পিছু' অনুগমন করিলেন। তখন, হে পাপাত্মন, ভগবান ককুৎসন্ধ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ গজেন্দ্র-দৃষ্টিতে পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া[১] কহিলেন, 'এই দূষী মার জানে না তাহার পাপের মাত্রা কত!' অবলোকনের সঙ্গে সঙ্গেই দূষী মার সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া মহানিরয়ে উৎপন্ন হইল। হে পাপাত্মন, সেই মহানিরয়ের তিনটি নাম—ছয় স্পর্শায়তনও[২] বটে, শঙ্কু-সমাহতও[৩] বটে, প্রত্যাত্মবেদনীয়ও[৪] বটে। অনন্তর, হে পাপাত্মন, নিরয়পালগণ আমার নিকট আসিয়া কহিল : 'যখন, মারিষ, শঙ্কু দ্বারা শঙ্কু আপনার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবে তখন আপনি জানিবেন যে, সহস্রবর্ষ আপনি নিরয়ে পচিয়াছেন।' সেই আমি বহুবর্ষ, বহুশতবর্ষ, বহুসহস্রবর্ষ সেই মহানিরয়ে পচিয়াছিলাম, দশ-সহস্র-বর্ষ সেই মহানিরয়ের উৎসদে উত্থিত[৫] দুঃখবেদনা অনুভব করিয়া পচিয়াছিলাম। তখন, হে পাপাত্মন, আমার দেহ ছিল যেন মানুষের মতো, শীর্ষ ছিল যেন মাছের মতো।

কীদৃশ নিরয় ঘোর যেথা দূষী মার
পচিল পাইল ব্যথা বেদনা অপার
আক্রমণ করি পাপী বিদূর শ্রমণে
আক্রমিয়া ককুৎসন্ধে সম্বুদ্ধে ব্রাহ্মণে?
লৌহশঙ্কু শত শত বিঁধিল শরীর,
সর্ব অঙ্গ বেদনায় হইল অধীর,
ঈদৃশ নিরয় জান যেথা দূষী মার
পচিল, যাতনা পেল বেদনা অপার,
আক্রমণ করি পাপী বিদূর শ্রমণে,

---

১. সর্বাঙ্গ ফিরাইয়া অবলোকনের নাম গজেন্দ্র-দৃষ্টিতে অবলোকন। (প-সূ)
২. অর্থাৎ, যে নরকে ষড়েন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটির মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়। (প-সূ)
৩. যে নরকে পাপীর দেহ লৌহশূল দ্বারা সমাহত হয়, পাপীর হৃদয় বিদ্ধ হয়। (প-সূ)
৪. অর্থাৎ নিজেই নিজের দুঃখবেদনার কারণ ও ভাগী হয়।
৫. 'উত্থিত' অর্থে বিপাক-জনিত, পাপ-পরিণামজ। (প-সূ)

আক্রমিয়া ককুৎসন্ধে সম্বুদ্ধে ব্রাহ্মণে।
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।
অগাধ সলিল-মাঝে বিরাজে বিমান
কল্পস্থায়ী, বর্ণে তাহা বৈদূর্য-সমান
সুরুচির দীপ্তিমান, অতি প্রভাস্বর,
সেথা নৃত্য করে, সেথা গায় নিরন্তর
নানাবর্ণে নানারূপে অপ্সরার দল
অপূর্ব সঙ্গীতে মত্ত নর্তকী-সকল।
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন।
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।

বুদ্ধের আদেশক্রমে সংঘের সাক্ষাৎ
কাঁপাইল মৃগারের মাতার প্রাসাদ,
পাদাঙ্গুষ্ঠে অবহেলে, আমি সেই জন
[বুদ্ধের শ্রাবক শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ]।
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।
কাঁপাইল বৈজয়ন্তী দেবের ভবন
পাদাঙ্গুষ্ঠে টলমল প্রাসাদ-রতন,
যেবা এই ঋদ্ধিবলে স্তম্ভিত করিল,
দেবগণ যাহে সবে বিস্ময় মানিল,
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।

বৈজয়ন্তে একদা সে গিয়া উত্তরিল,
দেবের প্রাসাদে শক্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল—
তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্তি কী জানাও সত্বর;
জিজ্ঞাসিত হয়ে শক্র দিল সদুত্তর[১]।
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।

জিজ্ঞাসিল যে বা ব্রহ্মে প্রশ্ন অকপটে
সুরম্য সুধর্মা-দেবসভার নিকটে
'আজিও সে দৃষ্টি তব পূর্বের মতন,
ব্রহ্মে ছাপি[২] প্রভাস্বর[৩] করো কি দর্শন?'
যথার্থ উত্তর ব্রহ্মা করিল তাহার :
'মারিষ, পূর্বের দৃষ্টি নাহিক আমার,
দেখি ব্রহ্মলোক ছাপি আছে প্রভাস্বর।
ঘুচিয়াছে ভ্রম মম, নির্মল অন্তর;
নিত্য আমি, শাশ্বতাত্মা, ধ্রুব সনাতন,
সেই উক্তি নিন্দনীয় হয়েছে এখন।'
অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।

বিমোক্ষ-বলেতে স্পর্শ করেছে যে-জন
সুমেরু-শিখর আর এই জম্বুবন[৪]
কিংবা পূর্ববিদেহেতে করে যারা বাস,
কিংবা অন্য দ্বীপে দুই যাদের নিবাস[৫]।

---

১. ক্ষুদ্র-তৃষ্ণাসংক্ষয়-সূত্র দ্র.।

২. ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকের উপরে অবস্থিত।

৩. ব্রহ্মনিমন্ত্রণ-সূত্র দ্র.।

৪. অর্থাৎ জম্বুদ্বীপ।

৫. এ স্থলে চারি মহাদ্বীপের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে; যথা : জম্বুদ্বীপ, পূর্ববিদেহ, অপরগোয়ান ও উত্তরকুরু।

অভিজ্ঞায় জানে সত্য পরম রতন
বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু সুগত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুরে পাপী করি আক্রমণ
কৃষ্ণমার পাবি দুঃখ কঠোর যাতন।

অগ্নি নিজে এই ইচ্ছা করে না কখন :
'অজ্ঞানে, অবোধ জনে, করিব দাহন।'
মূর্খ নিজে জ্বালে অগ্নি দাহন কারণ,
তা'ই অগ্নি মূঢ়জনে করেরে দাহন।
তেমনি তুমি যে মার করো আস্ফালন,
তথাগতে দশবলে করো আক্রমণ,
নিজে যে হইবে দগ্ধ জান না দুর্জন,
অগ্নির পরশে যথা দগ্ধ মূঢ়জন।
তথাগতে আক্রমণ করি পাপী মার
প্রসবিল শুধু পাপ, অপুণ্য অপার।
তুমি বুঝি মনে ভাব, হে পাপাত্মা মার,
'পাপ মোর রহিবে না, পাইব নিস্তার।'
পাপ যদি করো তাহা হইবে সঞ্চয়
চিরতরে, হে অন্তক, নাহিক সংশয়।
বুদ্ধজয়-ভোগবাঞ্ছা ছাড় তুমি মার,
ছাড় আশা ভিক্ষুগণে করিবে সংহার।
ইহা বলি দুষ্ট মারে করিল তর্জন
ভেসকলাবনে ভিক্ষু ধীর বিচক্ষণ।
তাহাতে দুর্মন যক্ষ পরাজয় মানি
ওই স্থানে অন্তর্ধান হইল অমনি।

॥ মারতর্জন-সূত্র সমাপ্ত ॥

॥ ক্ষুদ্রযমক-বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত ॥

॥ মূল পঞ্চাশ সূত্র সমাপ্ত ॥

[সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় (প্রথম খণ্ড) সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট

(ক)

ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি

জাতক, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক এবং অপদান ব্যতীত পালি ত্রিপিটকের অপরাপর গ্রন্থের কোথাও প্রণিধান, পারমিতার পূর্ণতা, ত্রিবিধ চর্যার অনুশীলন এবং বোধিচিত্ত উৎপাদন দ্বারা সম্যক সম্বোধি লাভের আদর্শকে সমুজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত করা হয় নাই। প্রত্যেকবোধির স্বরূপ এবং মাহাত্ম্য স্থলবিশেষে বর্ণিত হইলেও উহাকে অভিপ্রেত আদর্শরূপে স্থাপন করা হয় নাই। অপর গ্রন্থসমূহের সর্বত্রই অর্হত্ত্ব লাভ দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎকার করিয়া দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান করাকেই ধর্মসাধনার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। সোজা কথায়, উহাতে বর্ণিত আদর্শ শ্রাবকযানীয় বা হীনযানীয়। লক্ষিত আদর্শ যাহাই হউক না কেন, নির্বাণ সাক্ষাৎকারের পক্ষে মূল মার্গ বা সাধনপন্থা সকলের পক্ষে একই। এই সাধনপন্থা মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত।

বুদ্ধপ্রবর্তিত মার্গ মুখ্যত যোগমার্গ। শীল বা মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, শমথ বা চিত্তের শান্তিবিধান এবং প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের পূর্ণতা দ্বারা দৃষ্টির ঋজুতা সাধনই এই মার্গ বা সাধনপন্থার লক্ষ্য, যেখানে দৃষ্টধর্মে অর্থাৎ ইহজীবনে উপনীত হইতে পারা যায়। পঞ্চনিকায়ের সূত্রসমূহে এই লক্ষ্যকে মোক্ষের পরিবর্তে বিমোক্ষ এবং মুক্তির পরিবর্তে বিমুক্তি নামে বিশেষিত করা হইয়াছে। ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি, সংক্ষেপে যোগস্তরের পার্থক্য অনুসারেই মোক্ষ এবং মুক্তির সহিত যুক্ত 'বি'-উপসর্গের তাৎপর্য। মধ্যমনিকায়ের আর্যপর্যেষণ-সূত্র এবং মহাসত্যক-সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের কোনো কোনো মহাযোগী অষ্টসমাপত্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ধ্যানরত বা যোগাভ্যাসে নিরত সাধকের অভাব তখন এ দেশে ছিল না, এখনো নাই। বুদ্ধের পূর্ব গুরু অরাড়-কালাম আকিঞ্চনায়তন নামক তৃতীয় অরূপধ্যান বা সপ্তম সমাপত্তিতে এবং রুদ্রুরামপুত্র নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন নামক চতুর্থ অরূপধ্যান বা অষ্টম সমাপত্তিতে সমারূঢ় হইয়া যে মোক্ষ বা মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছিলেন তাহা শুধু মোক্ষ বা মুক্তি। গৌতম

তদূর্ধ্ব ধ্যানস্তরে আরোহণ করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নামক নবম সমাপত্তি হইতে যে মোক্ষ বা মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছিলেন তাহা পূর্বায়ত্ত মোক্ষ বা মুক্তির তুলনায় বিমোক্ষ বা বিমুক্তি। মহাসিংহনাদ-সূত্রে বর্ণিত আছে যে, অরাড়-কালাম এবং রুদ্ররামপুত্রের নিকট যোগ (রাজযোগ) শিক্ষার পর গৌতম উরুবেলার অরণ্যানীর মধ্যে প্রায় ছয় বৎসর প্রাণায়াম-প্রধান হঠযোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন। খেচরীমুদ্রা অবলম্বনে যেভাবে গৌতম অপ্রাণক ধ্যান বা কুম্ভক অভ্যাস করিয়াছিলেন মহাসত্যক-সূত্রে উহার এক চমৎকার বিবরণ দেওয়া আছে। উপনিষদসমূহে রাজযোগের প্রণালি অথবা পরিভাষা কোথাও দেখা যায় না। প্রাচীন জৈন আগমেও তাহা কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহা ব্রহ্মণ্য সাহিত্যের মাত্র পাতঞ্জলেই সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। পতঞ্জলির যোগসূত্র পালি ত্রিপিটকের পূর্ববর্তী কি না তাহা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। এইমাত্র নির্ভয়ে অনুমান করা চলে যে, গৌতমের সমসময়ে এবং পূর্বেও রাজযোগ অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রক্রিয়াবিধি এবং পরিভাষা এ দেশে প্রচলিত ছিল। উহার প্রণালি এবং পরিভাষার উৎকর্ষ বিধানে গৌতম এবং তাঁহার শিষ্যগণের কৃতিত্ব এবং মৌলিকত্ব কত তাহা এখনো বিশেষ গবেষণার বিষয়। তবে ব্যাসভাষ্যসহ যোগসূত্র পাঠ করিলে উহাতে যথেষ্ট বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তথাপি বুদ্ধোপদিষ্ট ধ্যানপদ্ধতি এবং পাতঞ্জল-উদ্দিষ্ট যোগপদ্ধতির মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকিলেও, অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট। ইহাও নিশ্চিত যে, পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং ব্যাসভাষ্যের সাহায্যে কতিপয় স্থলে বুদ্ধব্যবহৃত যোগপরিভাষার অর্থ সুগম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যাহা বুদ্ধের ভাষায় প্রথম ধ্যান, প্রথম রূপধ্যান, তাহা পাতঞ্জল পরিভাষায়—সবিতর্ক সমাপত্তি; যাহা দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় রূপধ্যান, তাহা নির্বিতর্ক সমাপত্তি; যাহা তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় রূপধ্যান, তাহা সবিচার সমাপত্তি; এবং যাহা চতুর্থ ধ্যান, চতুর্থ রূপধ্যান তাহা নির্বিচার সমাপত্তি। বৌদ্ধাচার্যগণের ব্যাখ্যানুসারে সমাপত্তি অর্থে সম্প্রাপ্তি। ইহাতে সমাপত্তি শব্দের যথার্থ পারিভাষিক অর্থ জ্ঞাপিত হয় না। পতঞ্জলির যোগসূত্র (১-৪৭) অনুসারে 'ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ।' 'যেমন অভিজাত মণির (স্ফটিকের) পক্ষে উপাশ্রয়ভেদে উপাশ্রয় আকারে প্রতীয়মানতা তেমন তৎস্থ (গ্রাহ্যালম্বনে উপরোক্ত) ক্ষীণবৃত্ত চিত্তের পক্ষে তদঞ্জনতা (তদাকার প্রাপ্তিই) সমাপত্তি।' সোজা কথায়, ধ্যানের স্তরবিশেষে চিত্ত যে আলম্বনে বা বিষয়ে স্থিত হয়, ওই আলম্বন বা বিষয়ের আকারে চিত্ত আকারিত হওয়ার নামই

সমাপত্তি।

পাতঞ্জলে উক্ত চারি সমাপত্তি ব্যতীত তদূর্ধ্ব অপর কোনো সমাপত্তির উল্লেখ অথবা বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পঞ্চনিকায়ের বহুসূত্রে নয় সমাপত্তির (পূর্বোক্ত চারি সমেত) উল্লেখ আছে। এই শেষোক্ত গণনানুসারে প্রথম চারিটি রূপ-সমাপত্তি, পরবর্তী চারিটি অরূপ-সমাপত্তি এবং নবমটি লোকোত্তর-সমাপত্তি। চারি অরূপ-সমাপত্তির বুদ্ধপ্রদত্ত নাম যথাক্রমে 'আকাশানন্তায়তন', 'বিজ্ঞানানন্তায়তন', 'আকিঞ্চনায়তন' ও 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন'। বুদ্ধায়ত্ত তদূর্ধ্ব সমাপত্তির নাম সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ। মধ্যমনিকায়ের মহাবেদল্য এবং ক্ষুদ্রবেদল্য—এই দুই সূত্রে নবম সমাপত্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধধ্যান এবং পাতঞ্জল যোগ—এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির নিরোধসাধন। বুদ্ধের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন পর্যন্ত প্রত্যেক সমাধি ও সমাপত্তিতে সাময়িক চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং মুক্তির আস্বাদ সম্ভব হইলেও ওই চিত্তের অবলম্বন ভব, নির্বাণ নহে; তখনও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি মনস্কার থাকে। তদূর্ধ্ব সমাধি ও সমাপত্তিতে চিত্তের অবলম্বন নির্বাণ, ভব নহে; ওই সমাপত্তিতে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়ের সহিত কোনো সম্বন্ধই থাকে না। বাহ্যদৃষ্টিতে মৃতের যে অবস্থা সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-নিমগ্ন ব্যক্তির প্রায় সেই অবস্থা; ওই অবস্থায় দেহের উষ্ণতা ব্যতীত জীবিতের অপর কোনো লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না। মহাবেদল্য-সূত্রে উক্ত হইয়াছে : 'যিনি মৃত কালগত তাঁহার কায়সংস্কার (জীবনক্রিয়া) নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাক্‌সংস্কার (বচনক্রিয়া) নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, চিত্তসংস্কার (চেতনক্রিয়া) নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, আয়ু পরিক্ষীণ, উষ্মা উপশান্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিভিন্ন (ছিন্নভিন্ন) হয়; এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-নিমগ্ন তাঁহারও কায়সংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাক্‌সংস্কার-নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, চিত্তসংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ হয়, (কিন্তু) আয়ু পরিক্ষীণ হয় না, উষ্মা উপশান্ত হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন (অনাবিল) থাকে। যিনি মৃত কালগত এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধসমাপত্তি-নিমগ্ন, তাঁহাদের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।' এই সমাপত্তির অন্য নাম চিত্তবিমুক্তি-সমাপত্তি এবং তাহাও অনিমিত্ত, অপ্রমেয়, আকিঞ্চন্য ও শূন্যতা ভেদে চতুর্বিধ।

শমথ ও বিদর্শন ভেদে ধ্যানের ধারা দ্বিবিধ। জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকে মুখ্য উদ্দেশ্য না করিয়া এবং চিত্তের পরম শান্তি বিধানকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির অনুশীলনই শমথ-ভাবনা। শমথ-ভাবনার

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির অনুশীলনই বিদর্শন-ভাবনা। এই দুই ভাবনা ভেদে বিতর্ক ও বিচার—এই দুই ধ্যানাঙ্গের অর্থের প্রভেদ হয়।

যোগ বা ধ্যানপদ্ধতিতে বুদ্ধ স্মৃতিপ্রস্থানের ব্যবস্থা করিয়া উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুশৃঙ্খলিত করেন। এইরূপ স্মৃতিপ্রস্থানবিধি পাতঞ্জল কিংবা অন্য কোনো ব্রহ্মণ্য অথবা জৈন গ্রন্থে দেখা যায় না। ক্ষুদ্রবেদল্য-সূত্রে উক্ত হইয়াছে : 'চিত্তের যে একাগ্রতা তাহাই সমাধি, চারি স্মৃতিপ্রস্থান সমাধি-নিমিত্ত, চারি সম্যক প্রধান সমাধি-উপকরণ এবং যাহা এই (তিন) বিষয়ের আসেবন, ভাবন, বহুলকরণ তাহাই তৎস্থলে সমাধি-ভাবনা।' স্মৃতিপ্রস্থান-সূত্রে স্মৃতিপ্রস্থানবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

দীর্ঘ ও মধ্যম-নিকায়ের কতিপয় সূত্রে মাত্র চারি ধ্যান বা চারি সমাপত্তির এবং কতিপয় সূত্রে নয় সমাপত্তির উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। এই প্রভেদের প্রকৃত কারণ ও তাৎপর্য কী এবং উভয়ের মধ্যে ঐক্যবিধানও বা কিরূপে সম্ভব তাহা কোথাও আলোচিত হয় নাই। দীর্ঘনিকায়ের শ্রামণ্যফল-সূত্রে এবং মধ্যমনিকায়ের মহা-অশ্বপুর-সূত্রে সাধক যেভাবে চারি ধ্যানের বা চারি সমাপত্তির সাহায্যে নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমশ ঊর্ধ্বতম স্তরে আরোহণ করিয়া চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করেন তাহার সুন্দর বিবরণ আছে। উহাদের মধ্যেও উক্ত প্রভেদের কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। অভিধর্ম সাহিত্যে ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তিভেদে চিত্ত-চৈতসিকের যে-সকল প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এ স্থলে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা এই বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি কতৃক অনূদিত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ এবং মৎলিখিত মুখবন্ধ পাঠ করিলে উপকৃত হইতে পারেন।

(খ)

প্রতীত্যসমুৎপাদ ও নির্বাণ

বৌদ্ধচিন্তার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য নির্বাণ। মধ্যমনিকায়ের আর্যপর্যেষণ-সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বোধিসত্ত্ব শান্তিবরপদ অন্বেষণে বাহির হইয়া গভীর, দুর্দশ, দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতবেদ্য ধর্মের এই দুই তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছিলেন; যথা : (১) হেতুপ্রত্যয়তা প্রতীত্যসমুৎপাদ, (২) সর্বসংস্কার-শমথ, সর্বোপাধি-পরিবর্জিত, তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ ও নিরোধ (নামধেয়) নির্বাণ।

হেতুপ্রত্যয়তা অর্থে কারণবশতা। মহাতৃষ্ণাসংক্ষয়-সূত্রানুসারে ‘কারণবশত উৎপন্ন হয় (পচ্চযং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি)’ অর্থেই প্রতীত্যসমুৎপাদ। উক্ত সূত্রানুসারে, ইহার মূল দেশনা : ‘উহা থাকিলে ইহা হয়, উহার উৎপত্তি হইতে ইহার উৎপত্তি হয়।’ উক্ত নিকায়ের তৃতীয় পঞ্চাশের ক্ষুদ্র-সকুলোদায়ী-সূত্রে ভগবান বুদ্ধ সকুলোদায়ী পরিব্রাজককে বলিতেছেন : ‘উদায়ি, রেখে দাও পূর্বান্ত (পূর্বকোটি) চিন্তা, রেখে দাও অপরান্ত (অপরকোটি) চিন্তা। আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ দিতেছি : উহা থাকিলে ইহা হয়, উহার উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি হয়। উহা না থাকিলে ইহা হয় না, উহার নিরোধে ইহার নিরোধ হয় (ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্‌সুপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি; ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্‌স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি)। উদান-গ্রন্থের বোধি-সূত্রানুসারে, উদ্ধৃত উপদেশের প্রথমাংশে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের অনুলোম দেশনা, দ্বিতীয়াংশে প্রতিলোম দেশনা, এবং তদুভয় একত্র করিয়া অনুলোম-প্রতিলোম দেশনা। শুধু উৎপত্তির নিয়ম বা অনুলোম দেশনা লইয়াই প্রতীত্যসমুৎপাদের মূলসূত্র অথবা উৎপত্তি ও নিরোধ, অনুলোম ও প্রতিলোম দেশনা লইয়াই উহার মূলসূত্র—এ বিষয়ে বৌদ্ধাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আর্যপর্যেষণ-সূত্রে নিরোধ-নামধেয় নির্বাণকে হেতুপ্রত্যয়তা প্রতীত্যসমুৎপাদ হইতে পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে। অভিধর্মপিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ বিভঙ্গেও মাত্র উৎপত্তির নিয়ম উল্লেখ করিয়াই প্রত্যয়াকার বা প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের গ্রন্থেও বহুস্থানে মাত্র উৎপত্তির দিকই প্রতীত্যসমুৎপাদের মূলসূত্র বলিয়া গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁহার বিসুদ্ধিমগ্গ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে যুক্তির সাহায্যে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উৎপত্তি এবং নিরোধ উভয় নিয়ম লইয়াই প্রতীত্যসমুৎপাদ-দেশনা, শুধু উৎপত্তির নিয়ম লইয়া নহে। উক্ত অনুলোম ও প্রতিলোম দেশনাভেদে মধ্যমনিকায়ের সূত্রসমূহে অবিদ্যাদি দ্বাদশ নিদানের অবতারণা করা হইয়াছে। দুঃখসমুদয় ও দুঃখনিরোধমূলক প্রতীত্যসমুৎপাদ দেশনার বিশদ মাতৃকা চারি আর্যসত্য—দুঃখ, দঃখ-সমুদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ। এই প্রতিপদের লোকপ্রসিদ্ধ নাম আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; তাহাই আবার মধ্যম প্রতিপদ বা মধ্যপথ নামে খ্যাত। সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তর-নিকায়ের কতিপয় সূত্রানুসারে প্রতীত্যসমুৎপাদেরই অপর নাম মধ্য; মধ্য অর্থে যাহা দ্ব্যন্তবর্জী। সবকিছু (আত্মা ও জগৎ) আছে, থাকিবে—এক অন্ত; (আত্মা ও জগৎ) নাই, থাকিবে না, বিনষ্ট হইবে—দ্বিতীয় অন্ত।

সবকিছু প্রাক্তনবশত—এক অন্ত; সবকিছু অকারণজনিত, যাদৃচ্ছিক—দ্বিতীয় অন্ত। সুখ-দুঃখ পরকৃত (ঐশ্বরিক, কাল, অদৃষ্ট বা দৈববশত)—এক অন্ত; সুখ-দুঃখ স্বকৃত—দ্বিতীয় অন্ত। এই অন্তগুলি পরিহার করিয়াই বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা মধ্য দেশনা। শব্দের দিক হইতে বিচার করিলে, প্রতীত্যসমুৎপাদ (পটিচ্চসমুপ্পাদ) অধীত্যসমুৎপাদেরই (অধিচ্চসমুপ্পাদেরই) বিপরীত শব্দ। অধীত্যসমুৎপাদ অর্থে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, হেতুপ্রত্যয় ব্যতীত উদ্ভব। দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল-সূত্রে অধীত্যসমুৎপাদকে একটা দার্শনিক মতবাদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মতবাদ অনুসারে, আত্মা এবং জগৎ অধীত্যসমুৎপন্ন, অকারণসঞ্জাত। ইহার মূল উক্তি হইতেছে : 'আমি পূর্বে ছিলাম না, পূর্বে না হইয়া এখন আমি সত্ত্বে পরিণত হইয়াছি।' (অহং হি পুব্বে নাহোসি, সোম্হি অহুত্বা সত্তত্তায পরিণতোতি)। এই দার্শনিক মতবাদের পূর্ব আলোচনা অনুসন্ধান করিলে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬-১,২) দেখি ঋষি উদ্দালক বলিতেছেন, 'সৎ-ই অগ্রে ছিল, এক ও অদ্বিতীয়। কেহ কেহ বলেন যে, অসৎ-ই অগ্রে ছিল, এক ও অদ্বিতীয়; ওই অসৎ হইতেই সতের জন্ম হইয়াছিল।' কিরূপে অসৎ হইতে সতের জন্ম হইতে পারে? সৎ-ই অগ্রে ছিল, এক ও অদ্বিতীয়। সৎ ইচ্ছা করিল, 'বহু হইব প্রজাসৃষ্টির জন্য।' সৎ তেজ সৃজন করিল। ওই তেজ ইচ্ছা করিল, 'বহু হইব প্রজাসৃষ্টির জন্য।' তেজ সৃজন করিল অপ। এইরূপে অপ সৃজন করিল অন্ন (পৃথিবী)। ভূতগণের ত্রিবিধ বীজ—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। ওই দেবতা (সৎ) ইচ্ছা করিল : 'আমি এই তিন দেবতা (তেজ, অপ ও অন্ন) এই বীজে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপে (ব্যক্তিত্বে) প্রকাশিত হইব।' আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২-৬,৭) উক্ত হইয়াছে : অসৎ-ই অগ্রে ছিল, তাহা হইতেই সতের জন্ম হইয়াছে। এই অসৎ হইতেছেন ব্রহ্ম। অসৎ হইলেও তিনি অস্তিত্ববান। তাহারই শারীর রূপ আত্মা। তিনি ইচ্ছা করিলেন, 'আমি বহু হইব প্রজা-উৎপাদনের জন্য।' তিনি তপ করিলেন; তপ করিয়া সবকিছু সৃজন করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন; অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (সদুৎপন্ন), নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, নিলয়ন ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, সত্য ও অনৃত (সবই) হইলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে : প্রজাপতিই অগ্রে ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, 'আমি বহু হইব প্রজাসৃজনের জন্য।' তিনি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পুরুষ ও নারী (প্রকৃতি) হইলেন এবং উহাদের মিলনেই সর্বজীব সৃজন করিলেন। পক্ষান্তরে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের (১০-১২৯) মতে, তখন (বিশ্বসৃষ্টির

পূর্বে) সৎ-ও ছিল না, অসৎ-ও ছিল না, ছিল মাত্র শূন্যাবৃত স্বশক্তি-স্পন্দিত অপ্রকেত (অপ্রকট) গহন-গভীর সলিল (মূল বিশ্ব উপাদান)। উহারই শক্তি-স্পন্দনে জন্মিল কাম (সিসৃক্ষা, সৃজনেচ্ছা) এবং তাহা হইতেই ক্রমে আকাশ, বাতাস, দেবতা, পৃথিবী সকল জীব সমুদ্ভূত হইল। বিশ্বপ্রকৃতির সৃজনধারা দেবতাগণের উৎপত্তির বহু পূর্ববর্তী, অতএব তাঁহারাও উহার ইতিহাস জানেন কি না সন্দেহ।

সৃষ্টিতত্ত্বরূপে প্রতীত্যসমুৎপাদকে গ্রহণ করিলে বলিতে পারা যায়, বেদোক্ত কাম বা সিসৃক্ষাই ভবতৃষ্ণা যাহা অবিদ্যার অন্ধকারে, অজ্ঞান তিমিরে সংস্কার বা সৃজনকার্য উৎপাদন করে এবং এই সংস্কার হইতেই বিজ্ঞান বা 'হইয়াছি জ্ঞান' উৎপন্ন হয়। এই বিজ্ঞানই নামরূপ বা ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভবের কারণ হয়। নামরূপ থাকিলেই ইন্দ্রিয়ের সহিত তৎ তৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সম্বন্ধ সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়ের (আয়তনের) সহিত তৎ তৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সম্বন্ধ (যোগাযোগ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘট্টন-প্রতিঘট্টন) হইলেই স্পর্শ সম্ভব হয়। স্পর্শ হইলেই বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সুখ-দুঃখাদি বেদনার উৎপত্তি সম্ভব হয়। বেদনার ফলে ওই বস্তু লাভ করিতে তৃষ্ণা জন্মে। তৃষ্ণা হইতেই উপাদান বা আসক্তির উদ্ভব সম্ভব হয়। উপাদান বা আসক্তি হইতে ভবের (কর্ম ও উৎপত্তি স্বরূপের) উদ্ভব হয়। ভবের পরিণতি জন্ম। জন্ম হইলেই ব্যক্তি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন হয়। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ শোক, পরিদেব ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। অতএব এই দুঃখাত্মক বা সুখ-দুঃখাত্মক সংসারগতি নিরুদ্ধ করিতে হইলে বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার অশেষ নিরোধ এবং তৃষ্ণাক্ষয় দ্বারা ভবতৃষ্ণার অশেষ নিরোধ সাধন করা আবশ্যক।

সংযুক্তনিকায়ের অনমতগ্গ-সুত্তের মতে সংসার অনাদি ও অনন্ত, ইহার পূর্বকোটি ও অপরকোটি, আদি ও অন্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অতীত। যেখানেই সংসার সেখানেই অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণার অস্তিত্ব ও কার্য। অতএব যেমন সংসারের তেমন অবিদ্যা এবং ভবতৃষ্ণার ও আদ্যন্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানে দৃষ্ট হয় না (অঙ্গুত্তরনিকায়)। অথচ ঐতিহাসিক জ্ঞানগম্য সংসারের মধ্যে সর্বত্রই আবর্তন-বিবর্তন এবং জীবগণের জন্ম, মৃত্যু ও জীবনধারা পরিলক্ষিত, সর্বত্রই হেতুপ্রত্যয়তা পরিদৃষ্ট হয়। অতএব সংসার, অবিদ্যা এবং ভবতৃষ্ণার আদ্যন্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অগোচর হইলেও, ওই জ্ঞানগম্য অংশের ব্যাপার দৃষ্টে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানে অগম্য অংশের ব্যাপারও বুঝিতে পারা যায়। গম্য এবং অগম্য সর্বাংশেই সেই একই হেতুপ্রত্যয়তা,

ধর্মতা, ধর্মনিয়মতা বা নিয়মতন্ত্র। ব্রহ্মা, প্রজাপতি হইতে বিশ্বের সকলেই সেই একই নিয়মাধীন। এই নিয়মতন্ত্রে পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। প্রতীত্যসমুৎপাদই সেই হেতুপ্রত্যয়তা, ধর্মতা, ধর্মনিয়মতা, তথতা, অবিতথতা, অনন্যতা। যেখানেই কোনো ঘটনা ঘটিবার উপযুক্ত প্রত্যয়সামগ্রী, কারণসমবায় বা যোগাযোগ সেখানে সে ঘটনা ঘটিবেই, অন্যথা হইবার উপায় নাই। যদিও জন্মের পর জরা, জরার পর মৃত্যু হইতেছে, জন্ম ও জরার মধ্যে যে হেতুপ্রত্যয়তা বা কার্যকারণসম্বন্ধ তাহাতে ব্যত্যয় ঘটে না। ওই হেতুপ্রত্যয়তা বা কার্যকারণসম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া ভাষায় উহার স্বরূপ প্রকাশ করিবার যোগ্য ব্যক্তি তথাগতগণের আবির্ভাব না হইলেও ওই সেই নিয়মতন্ত্র, সেই হেতুপ্রত্যয়তা আছে, থাকিবে।

প্রতীত্যসমুৎপাদের ভাবে দেখিলে, কী মানসিক, কী দৈহিক, কী জাগতিক, সবকিছুরই পরিবর্তন হইতেছে, উক্ত নিয়মকে মানিয়া। এই মুহূর্তে যাহা দুগ্ধরূপে প্রতীত, প্রতীয়মান হইতেছে, পর মুহূর্তে তৎস্থলে দধি প্রতীত, প্রতীয়মান হইবে। এইক্ষণে যাহা দধিরূপে প্রতীত, প্রতীয়মান হইতেছে, পরক্ষণে তৎস্থলে নবনীত প্রতীত, প্রতীয়মান হইবে। দুগ্ধ ও দধি, দধি ও নবনীত ঠিক একও নয়, বিভিন্নও নয় (ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো)। বস্তুত দুগ্ধ ও দধি এক, অথবা দুগ্ধের মধ্যে দধি সুপ্তাকারে ছিল, তাহা পরে প্রকট হইয়াছে, অথবা দুগ্ধই পরিবর্তিত হইয়া দধিতে পরিণত হইয়াছে, ইত্যাদি আকারে বৌদ্ধগণ চিন্তা করেন না। জ্ঞানদৃষ্টিতে দুগ্ধও যেমন প্রতীতি, দধিও তেমন প্রতীতি। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, দুগ্ধ-প্রতীতি নিরুদ্ধ হইবার পরই দধি-প্রতীতি সম্ভব হইয়াছে। দুই প্রতীতি ঠিক এক প্রতীতি নয়, আবার দুগ্ধ-প্রতীতি হইতে নিরপেক্ষভাবে দধি-প্রতীতির সম্ভাবনা নাই। অপরদিকে দধি-প্রতীতিকে দুগ্ধ-প্রতীতিতে পরিণত করা যায় না, যাহা নিরুদ্ধ বা অতীত হইয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া আনা যায় না। যদি পুনরায় দুগ্ধ-প্রতীতি হয়, এই প্রতীতি ও পূর্বের প্রতীতি একও নয়, সম্পূর্ণ বিভিন্নও নয়। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের নিয়মে সর্বজগতের পরিবর্তন ধারা।

আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁহার অত্থসালিনী নামক বিখ্যাত অর্থকথায় দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যয়সামগ্রী বা কারণসমবায়েই ঘটনা ঘটে, কার্যোৎপত্তি হয়। অতএব বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ এককারণবাদবিরোধী। ইহা বহুকারণবাদেরও বিরোধী (বিসুদ্ধিমগ্গ)। বস্তুত প্রতীত্যসমুৎপাদ এককারণ ও বহু কারণের পরিবর্তে একীকরণবাদ। চক্ষু, রূপ ও চক্ষু-বিজ্ঞান—এই তিনের যথাযোগ্য সংযোগেই স্পর্শোৎপত্তি সম্ভব হয়। যদি প্রতীত্যসমুৎপাদে

অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান ইত্যাদিতে, এককারণবশে এক এক কার্যোৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে তাহা ভগবান বুদ্ধের দেশনাবিলাস মাত্র।

মধ্যম ও অন্যান্য নিকায়ের সূত্রসমূহে প্রধানত মনোবিজ্ঞানের দিক হইতেই প্রতীত্যসমুৎপাদ উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান ইত্যাদি দ্বাদশ নিদান চিত্তের বিভিন্ন ধর্ম, চিত্তেই তাহাদের উদয়, চিত্তেই বিলয়, চিত্তেই তাহাদের উদ্ভব, চিত্তেই নিরোধ। তাহাদের আংশিক অথবা অশেষ নিরোধ ঘটাইবার প্রকৃষ্ট উপায় ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি।

মধ্যমনিকায়ের রথবিনীত-সূত্রে নির্বাণকে অনুৎপাদপরিনির্বাণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণার অশেষ নিরোধে সমস্ত সংসারগতি নিরুদ্ধ হইলেই নির্বাণসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। উক্ত নিকায়ের প্রথম সূত্রেই উক্ত হইয়াছে যে, এই নির্বাণসম্পর্কে এইরূপ মনে করা চলে না—নির্বাণ হইতে আমি, নির্বাণে আমি, আমাতে নির্বাণ, নির্বাণ আমার, আমিই নির্বাণ। ব্রহ্মনিমন্ত্রণ-সূত্রে উক্ত হইয়াছে, নির্বাণগত বিজ্ঞান অনন্ত (আদ্যন্তরহিত), অনিদর্শন (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর) এবং সর্বতোপ্রভ। অলগর্দোপম-সূত্রে উক্ত হইয়াছে, তথাগতের নিঃসৃত (সংসারনির্গত) বিজ্ঞান অননুবেদ্য (অনির্বচনীয়)। নির্বাণ বস্তু নয়, পদার্থ নয়। ইহা সর্বসংস্কারমুক্ত ও সর্বোপাধিবর্জিত চিত্তের অবস্থা, আলম্বন বা অনুভূতি। সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নামক সমাপত্তিতে নিমগ্ন হইতে পারিলেই নির্বাণের স্বরূপ অনুভূত হয়। প্রত্যেক সমাপত্তিতেই নির্বাণ অনুভূতি আছে সত্য, কিন্তু যে পর্যন্ত চিত্ত সংসার-অভিমুখী সে পর্যন্ত নির্বাণের পূর্ণ আস্বাদ সম্ভব নহে। আলম্বন (পালি আরম্মণ) ভেদেই চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। যে পর্যন্ত পঞ্চস্কন্ধ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান চিত্তের আলম্বন থাকে সে পর্যন্ত চিত্ত সংসারী, ত্রিভবে আবদ্ধ। এই পঞ্চ আলম্বন অতিক্রম করিয়া চিত্ত অবস্থান করিলেই নির্বাণের যথার্থ অনুভূতি ও উপলব্ধি হয়।

(গ)

আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ

হীনযান গ্রন্থসমূহে প্রধানত পুদ্গল-নৈরাত্ম্য এবং মহাযান গ্রন্থসমূহে প্রধানত ধর্ম-নৈরাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কাজেই হীনযানীয় এবং মহাযানীয় সমস্ত বৌদ্ধমতই অনাত্মবাদ। পালি পঞ্চনিকায়ের ভাষায় আত্মবাদের অপর

নাম সৎকায়দৃষ্টি। 'আত্মা রূপবান, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা। আত্মা বেদনাবান, আত্মায় বেদনা, বেদনায় আত্মা। আত্মা সংজ্ঞাবান, আত্মায় সংজ্ঞা, সংজ্ঞায় আত্মা। আত্মা সংস্কারবান, আত্মায় সংস্কার, সংস্কারে আত্মা। আত্মা বিজ্ঞানবান, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে আত্মা।' এইরূপে পঞ্চস্কন্ধের প্রত্যেকটিতে অথবা সমষ্টিগতভাবে যে চিন্তা ও বিশ্বাস তাহাই সৎকায়দৃষ্টি (ক্ষুদ্রবেদল্য-সূত্র)। এমনকি এই যে চিন্তা ও বিশ্বাস : 'নির্বাণে আমি, নির্বাণ হইতে আমি, নির্বাণ আমার, আমিই নির্বাণ' তাহাও সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ (মূলপর্যায়-সূত্র)। অলগর্দোপম সূত্রে উক্ত হইয়াছে : 'এই ছয় দৃষ্টিস্থান—এই রূপ আমার, আমিই রূপ, ইহাই আমার আত্মা। এই বেদনা আমার, আমিই বেদনা, ইহা আমার আত্মা। এই সংজ্ঞা আমার, আমিই সংজ্ঞা, ইহাই আমার আত্মা। এই সংস্কার আমার, আমিই সংস্কার, ইহাই আমার আত্মা। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত (অনুমিত), বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অন্বেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাহাও আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা। এই যে দৃষ্টিস্থান—সেই লোক (জগৎ) সেই আত্মা (নিজস্ব বস্তু), সেই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার, আমি তাহা, তাহাই আমার আত্মা।' (অলগর্দোপম-সূত্র)। ইহাই আত্মবাদ বা আত্মদৃষ্টি।

'(পক্ষান্তরে) এই রূপ আমার নহে, আমি রূপ নহি, রূপ আমার আত্মা নহে। এই বেদনা আমার নহে, আমি বেদনা নহি, বেদনা আমার আত্মা নহে। এই সংজ্ঞা আমার নহে, আমি সংজ্ঞা নহি, সংজ্ঞা আমার আত্মা নহে। এই সংস্কার আমার নহে, আমি সংস্কার নহি, সংস্কার আমার আত্মা নহে। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। এই যে দৃষ্টিস্থান—সেই লোক, সেই আত্মা, সেই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে।' (অলগর্দোপম-সূত্র)। ইহাই অনাত্মবাদ বা অনাত্মদৃষ্টি।

সর্বাসব-সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি প্রকৃত দার্শনিক সমস্যারূপে গৃহীত হইতে পারে না : 'আমি পূর্বে, সুদীর্ঘ অতীতে কি ছিলাম বা ছিলাম না? কিভাবে ছিলাম, কী হইতে পরে কী হইয়াছিলাম? আমি কি ভবিষ্যতে, সুদীর্ঘ অনাগতে থাকিব, কিংবা থাকিব না? কিভাবে থাকিব, কী হইতে বা কী হইব? আমি এখন আছি কি নাই? আমার এই সত্তা কোথা

হইতে আসিয়াছে এবং কোথায়ই বা যাইবে?' যদি এই লোকসম্মত প্রশ্নগুলিকে প্রকৃত দার্শনিক সমস্যারূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া নিম্নোক্ত ছয় সিদ্ধান্তের কোনো না কোনো একটিতে উপনীত হইতে হয় : আমার আত্মা আছে; আমার আত্মা বলিয়া কিছু নাই; আমি আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারি; আমি আত্মার দ্বারা অনাত্মাকে জানিতে পারি; আমি অনাত্মার দ্বারা অনাত্মাকে জানিতে পারি; এই যে আমার আত্মা যাহা স্বয়ং বেত্তা এবং বেদ্য, যাহা তত্র তত্র, জন্ম-জন্মান্তরে শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করে সেই আমার নিত্য, ধ্রুব এবং অবিপরিণামী আত্মা শাশ্বতকাল, চিরদিন একইভাবে থাকিবে।

অথচ ভয়ভৈরব, মহা-অশ্বপুর প্রভৃতি বহু সূত্রে গৌতম মুক্তকণ্ঠে জাতিস্মরজ্ঞান এবং কর্মবশে জীবগণের চ্যুতি-উৎপত্তি, সুগতি-দুর্গতি স্বীকার করিয়াছেন। জাতিস্মরজ্ঞানের লৌকিক উপমাস্বরূপে তিনি বলিয়াছেন : "মনে করো, এক ব্যক্তি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া সেই গ্রাম হইতে আবার অন্য গ্রামে গমন করে এবং দ্বিতীয় গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করে। তখন সে ভাবে : 'আমি স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়া তথায় এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে আলাপ করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। সেই গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে গিয়া এইরূপে ছিলাম, এইরূপে উপবেশন করিয়াছিলাম, এইভাবে চুপ করিয়াছিলাম। সেই আমি ওই গ্রাম হইতে পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাগত হইয়াছি।' সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন—এক জন্ম, দুই জন্ম ইত্যাদি।"

জাতিস্মরজ্ঞান এবং কর্মবশে জীবগণের জন্ম-পুনর্জন্ম স্বীকার করিলে আত্মার দেহান্তরগমন বা সংক্রমণ অস্বীকারের উপায় কি আছে? কিন্তু মহাতৃষ্ণাসংক্ষয়-সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যখন কৈবর্তপুত্র ভিক্ষু স্বাতি মত প্রকাশ করিলেন যে, ভগবান বুদ্ধের মতানুসারে কেবল বিজ্ঞানই সংসারপথে সন্ধাবিত হয়, ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার মতে বিজ্ঞানও প্রতীত্যসমুৎপন্ন, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে।

আত্মার বা বিজ্ঞানের দেহান্তরগমন স্বীকার করেন না, অথচ কর্মবশে পুনর্জন্ম ও জাতিস্মরজ্ঞানের সম্ভাবনা স্বীকার করেন—এই সমস্যার সদুত্তর পঞ্চনিকায়ের সূত্রসমূহে পাওয়া যায় না। পরবর্তী মিলিন্দপ্রশ্ন নামক পালি গ্রন্থে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, যেমন প্রথম তরঙ্গ নিরুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয়

তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ নিরুদ্ধ হইয়া তৃতীয় তরঙ্গ উঠে, তেমন পঞ্চস্কন্ধের সংযোগে উৎপন্ন এক জীবন্ত দেহের অবসানের পর পঞ্চস্কন্ধ-সংযোগে দ্বিতীয় জীবন্ত দেহের, উহার অবসানে তৃতীয় দেহের উদ্ভব হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ জীবন্ত দেহ বা জীবগুলি ঠিক একও নয়, বিভিন্নও নয়। উহাদের উদ্ভবে আত্মার দেহান্তরগমনের প্রয়োজন হয় না। সমগ্র উদয়-বিলয়ধারার মধ্যে আত্মা বা বিজ্ঞানের অবিনশ্বরত্বের পরিবর্তে আমরা মাত্র ধর্মসন্ততি বা কর্মসন্ততিই দেখিতে পাই (Continuity of a creative impulse)।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র ও প্রজাপতি সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু মাত্র আমাদের জড়দেহকে বিনাশ করে। এই নশ্বরদেহ অমৃত অশরীরী আত্মারই অধিষ্ঠানমাত্র। সশরীর হইলেই ওই আত্মা প্রিয়াপ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়। দেহান্তে অশরীরী আত্মা আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। সে-ই উত্তম পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, বিজ্ঞানঘন বা প্রজ্ঞানঘন আত্মা পঞ্চভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া উহাদের সহিত অনুবিনষ্ট হয়। মৃত্যুর সময় ওই বিজ্ঞানাত্মা কর্মবশে স্বীয় গতি স্থির করিয়া পূর্ব প্রজ্ঞাসহ বর্তমান দেহ হইতে নির্গত হয় এবং কিয়ৎকাল বা কিছুদিন অচেতন অবস্থায় অবস্থান করে। পূর্বপ্রজ্ঞা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে ওই আত্মার মধ্যে সুনির্দিষ্ট গতি অভিমুখে ধাবিত হওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে। তখন যেমন সম্রাটের আগমনে পাত্রমিত্র ও অনুচরগণ যানবাহন, ধ্বজপতাকা ও পুষ্পমাল্যাদি লইয়া তাঁহার অপেক্ষা করে, তেমন পঞ্চভূতাদি দেহোপকরণগুলি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং উহার সহিত সংযুক্ত হইয়া উহার নব দেহ-পরিগ্রহ আনয়ন করে। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় ওই আত্মাই একূল-ওকূল দুকূলের মধ্যে সেতুস্বরূপ। যেমন তৃণজলৌকা দ্বিতীয় তৃণাগ্রকে আশ্রয় করিয়া দেহ গুটাইয়া প্রথম তৃণাগ্র হইতে দ্বিতীয়ে পার হইয়া যায়, তেমনভাবেই আত্মার দেহান্তরগমন হইয়া থাকে। ভেল-সংহিতায় তৃণজলৌকার উপমায় আত্মার দেহান্তরগমনবাদ খণ্ডিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এক দেহ ত্যাগ ও অপর দেহ গ্রহণ আত্মার পক্ষে যুগপৎ সিদ্ধ হয়। আত্মার দেহান্তরগমন বিষয়ে উপনিষদের বর্ণনাগুলি অতি মনোজ্ঞ এবং কবিত্বব্যঞ্জক বটে, কিন্তু তাহা কতদূর যুক্তিসহ এখনো বিশেষ ভাবিবার বিষয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের এক সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্যকে শক্ত করিয়া ধরাতে মৃত্যুর পর আত্মা বা বিজ্ঞানঘনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন ভাবিয়া তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন—বিষয়টি

গোপনে আলোচনা করা যাইবে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত গোপন উত্তর হইল—উহার রহস্য কর্মে। পরবর্তী দার্শনিক মত হইতেছে—আত্মার ত্রিবিধ শরীর : স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ। শেষোক্ত বা কারণ-শরীর লইয়াই মৃত্যুর সময় আত্মা মরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অন্য দেহ গ্রহণ করে। এই জাতীয় মত ও বিশ্বাসগুলি দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল-সূত্রে বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে।

বুদ্ধ এবং বৌদ্ধগণের মতে, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধ যাহাদের সংযোগ-বিয়োগে জীবগণের উদয়-বিলয় হইতেছে, সমস্তই বিপরিণামী, পরিবর্তনশীল প্রতীত্যসমুৎপাদের নিয়মে। এইভাবে বিচার করিলে আত্মার সংজ্ঞানুযায়ী কোনো বস্তু বা পদার্থই অভিজ্ঞতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চস্কন্ধাতীত আত্মপদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও প্রবাহ প্রমাণসিদ্ধ হয় না। কোনো বিষয় শুধু কল্পনা অথবা বিশ্বাস করা এক কথা এবং বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দ্বারা তাহা প্রমাণ করা অন্য কথা। জীবরূপে পঞ্চস্কন্ধের সম্মিলন হইলে আত্মা, পুরুষ বা ব্যক্তির ধারণা সম্ভব হয়। এই সংযোগের মূলে নিহিত আছে অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণা যাহা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সুখ-দুঃখাধীন ব্যক্তিবিশেষের জীবনধারা রুদ্ধ হয়।

[পরিশিষ্ট সমাপ্ত]

সূত্রপিটকে

মধ্যমনিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র

অনুবাদক

পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির

তত্ত্বভূষণ, বহুশ্রুত, সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম বিশারদ (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত), উপাধ্যায়, নালন্দা বিদ্যাভবন, অধ্যক্ষ, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, সহ-সভাপতি, বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি, পরীক্ষক, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ ও আসাম সংস্কৃত বোর্ড, সঙ্গীতিকারক, ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি (রেঙ্গুন); এবং ধম্মপদ, শাসনবংশ ও বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখী পূর্ণিমা
২৫০০ বুদ্ধাব্দ
১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশক :
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া Captain. Ex. I. A. M. C.
ও
তদীয় পত্নী শ্রীমতী তটিনীবালা বড়ুয়া

সমর্পণ

ব্রহ্মাতি মাতাপিতরো পুব্বাচরিয়াতি বুচ্চরে,
আহুনেয়্যো চ পুত্তানং পজায় অনুকম্পকা ॥ (অ. নি.)

যাঁহার ঐকান্তিক
উৎসাহে সমাজ সংস্কার—
অবৌদ্ধোচিত পূজা-পার্বণ, বিবাহে
পণপ্রথা নিবারিত হইয়াছে। যাঁহার
চেষ্টায় পূর্ণানন্দ বিহার সংস্কৃত ও উন্নত হইয়াছে।
যাঁহার প্রেরণায় বিহার প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়
অর্ধশতাব্দীব্যাপী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষা বিস্তার
করিতেছে। যিনি ছিলেন রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি
তদানীন্তন পুঁথিপাক পণ্ডিতরূপে খ্যাত,
সদালাপী, মধুরভাষী, সমাজনেতা,
সমাজে শান্তি, ও সংহতি রক্ষক,
পুত্রবৎসল, আমার সেই
পিতৃদেব স্বর্গত
হরচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়
এবং
যাঁহার অনাবিল স্নেহে
পিতৃবিয়োগ বৃথা ভুলিয়াছি,
মানুষ হইবার প্রেরণা লাভ করিয়াছি,
উন্নত জীবন গঠনের নিমিত্ত যিনি আমাকে
বুদ্ধশাসনে দান করেন, সারল্যের মূর্ত প্রতীক
আমার সেই স্নেহময়ী জননী স্বর্গীয়া
প্রাণেশ্বরী বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশে গ্রন্থখানি
নিবেদিত
হইল।

ইতি—গ্রন্থকার

উৎসর্গ-পত্র

অনন্ত, গুণের আধার পরমারাধ্য
আমার স্বর্গীয় মাতাপিতার
পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশ্যে
অমৃতোপম
এই
'বুদ্ধবচন' গ্রন্থখানি
পরম ভক্তিসহকারে
উৎসর্গিত
হইল।

প্রকাশক
ডা. শ্রীসুধাংশু বিমল বড়ুয়া

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড)

মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র

শ্রীত্রিপিটক প্রকাশনী প্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনামূলক ভূমিকা

ব্রহ্মদেশের পেগু জেলার অন্তর্গত ডাইকুতে মদীয় পিতৃব্য মহোদয় ডাক্তার স্বর্গীয় রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী চিকিৎসা কার্য করিতেন। তিনি সম্ভ্রান্ত, বঙ্গীয় বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বের যথার্থ নীতি অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্নিধানে বৌদ্ধ বিদর্শন সাধনা শিক্ষা করিয়া ডাইকুতে উহারই গবেষণা করিতেন। পরে তিনি স্বয়ং বাঙ্গালি ও বর্মীদের মধ্যে বিদর্শন সাধনা প্রচারের আদর্শ কর্মভার গ্রহণ করেন।

১৯২৪ ইংরেজিতে আমি যখন সর্বপ্রথম ব্রহ্মদেশে আসি তাঁহার বিদর্শন সাধনা সম্বন্ধীয় গবেষণায় ও আলোচনায় আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। সে সময় বুদ্ধ দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমি প্রায় সময় আলোচনা করিতাম।

এরূপে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় ভাবের গভীরতায় প্রবেশ করিয়া আমি সবিশেষ লাভবান হই। বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটকে যেই গভীর সারতত্ত্বসমূহ নিহিত রহিয়াছে বাঙ্গালা অক্ষরে পালি ভাষায় এবং বাঙ্গালা অনুবাদে বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটকের অভাবে বাঙ্গালিদের নিকট উহা অদ্যাবধি গোপনই রহিয়াছে। অতএব বাঙ্গালা অক্ষরে পালি ভাষায় এবং বাঙ্গালা অনুবাদে বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক প্রকাশে আমার প্রবল উচ্ছা জাগ্রত হয়। যে দেশে বুদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালি বৌদ্ধজাতি কীরূপে বাঙ্গালা অক্ষরে পালি ভাষায় ও উহার অনুবাদে এই সারতত্ত্ব নিহিত বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক চর্চার সুযোগ লাভ করিতে পারিবে, উহাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।

১৯২৪ ইংরেজি হইতে আমি বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষার এবং উহার অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক প্রকাশ করিবার সংকল্প পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু তখন আমি ছিলাম একজন নব্য যুবক মাত্র, সবে মাত্র ডাক্তারি পাস করিয়া মেডিকেল স্কুল হইতে বাহির হইয়াছি। স্বীয় জীবন গঠনে এবং উক্ত সাহসিক কার্যের জন্য কীভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ অর্জন করা যায় উহাই ছিল আমার তখনকার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা।

১৯৩১ ইংরেজিতে বিদর্শন সাধনা করিবার নিমিত্ত অনেক লোক ভারত হইতে রেঙ্গুনে আসিতেছিলেন দেখিয়া আমরা ডাইকুতে একটি সাধনাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করি। আমাদের এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের শ্রদ্ধাবতী এক কারেন মহিলা সাধনাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রায় দুই একর জমি দান দেন। আমি ও আমার পিতৃব্য মহোদয় আমরা উভয়ে সেই প্রদত্ত জমির উপর প্রথমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি চালাঘর নির্মাণ করিয়া বিদর্শন সাধনা কেন্দ্রের সূচনা করি। কয়েক বৎসর পরে সেই বিদর্শন সাধনা কেন্দ্রখানি সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার নিমিত্ত আমরা স্থানীয় এক সমিতির উপর উহার কার্যভার অর্পণ করি। এখানে বলিতে আমার আনন্দ হইতেছে যে উহা সেই একই স্থানে অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে, পরবর্তী সময়ে ধর্মশালা ও পাকা কুটিরাদি নির্মিত হইয়া উহার আরও হুবহু উন্নতি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯২৮ ইংরেজিতে রেঙ্গুনের ১৫৮ নং আপার ফেয়ার স্ট্রিটস্থ চট্টল বৌদ্ধ সমিতির শ্রদ্ধাস্পদ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় আমার সংকলিত সেই একই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করিতেছেন জানিয়া আমি সাতিশয় আনন্দিত হই। সর্বপ্রকার উৎসাহের সহিত উহার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও বঙ্গানুবাদে বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক প্রকাশনে উহাতে কাজের দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। ইত্যবসরে বিশ্ববিধ্বংসী দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই মহাযুদ্ধে সেই পরিকল্পিত মহান কার্যের প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ মিশন প্রেসে প্রচণ্ড বোম বর্ষিত হইয়া উহা ধ্বংস হয়, তদ্‌সঙ্গে মিশনের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়।

১৯৫৩ ইংরেজির সংবাদ পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম ব্রহ্ম গভর্নমেন্টের অন্তর্গত বুদ্ধশাসন কাউন্সিল পালি ভাষায় ব্রহ্ম অক্ষরে, দেবনাগরী অক্ষরে ও ইংরেজি অক্ষরে সম্পূর্ণ ত্রিপিটকের নূতন সংস্করণ এবং সেই সেই ভাষায় উহার অনুবাদ প্রকাশের এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই খবরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই। এই সঙ্গে বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও তদনুবাদে ত্রিপিটক প্রকাশ করিবার জন্য বুদ্ধশাসন কাউন্সিলকে অনুরোধ করা যায় কি না তদ্‌সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য আমি শ্রদ্ধাস্পদ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে ইয়েগু বুড্ডিস্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শিনকেলেসা এমএ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পরামর্শ দেন, তিনি আমার সংকল্পিত কার্যে আমাকে সাহায্য করিতে

পারিবেন বলিয়াও বলিলেন।

তদনুসারে আমি শ্রদ্ধাস্পদ অতুলানন্দ স্থবিরসহ শ্রদ্ধাস্পদ শিনকেলেসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি ধৈর্যসহকারে আমাদের সমস্ত কথা শুনিবার পর একখানা পরিচয় পত্র লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে তৎকালীন এটর্নি জেনারেল (বর্তমানে বিচারপতি) উ চানটুনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে পরে আমি বুদ্ধশাসন কাউন্সিলের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার উ সেইন মঙ্-এর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও বঙ্গানুবাদে ত্রিপিটক প্রকাশ করিবার জন্য বুদ্ধশাসন কাউন্সিলকে অনুরোধ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়ের নামে উক্ত কাউন্সিলে একখানা দরখাস্ত করিবার পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী আমি ১৯৫৩ ইংরেজির ৫ আগস্ট তারিখে বুদ্ধশাসন কাউন্সিলে একখানা দরখাস্ত করি।

তদুত্তরে বুদ্ধশাসন কাউন্সিল আমাদিগকে জানাইলেন যে ইতিমধ্যে তাঁহারা ব্রহ্ম অক্ষরে ও দেবনাগরী অক্ষরে পালি ভাষায় ত্রিপিটকের নতুন সংস্করণ প্রকাশের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা এখন বাঙ্গালার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। অবশ্য পরে গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়াও জানাইলেন।

বুদ্ধশাসন কাউন্সিলের এবম্বিধ উত্তরে আমি একটু হতাশ হইলাম বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়ের প্রেরণায় পুনরায় সাহস অর্জন করিয়া আমি ভারত ও পাকিস্তানের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষুর নিকট পত্রের দ্বারা আমার সংকল্পের বিষয় জানাইলাম। আমি আরও জানাইলাম যে তাঁহারা বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও তদনুবাদে ত্রিপিটক লিখিয়া আমাকে সাহায্য করিতে পারেন কি না।

প্রত্যুত্তরে আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও তদনুবাদে ত্রিপিটক লিখিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আন্তরিক উৎসাহ ও স্বীকৃতি পাইলাম।

অতঃপর কোনো এক কার্য উপলক্ষ্যে রেঙ্গুনের চট্টল বৌদ্ধ সমিতির মন্দির প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রহ্মের কয়েকজন মন্ত্রী, বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাগম হয়। সেই সময় আমি তৎকালীন ধর্মমন্ত্রী উ উইন, অর্থমন্ত্রী উ টিন, স্যার উ থুইন, ব্রহ্মের প্রধান বিচারপতি উ থেইন মঙ্ বিচারপতি উ চানটুন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলাপ করিবার সুযোগ লাভ করি। তাঁহারা

আনন্দের সহিত কাজ আরম্ভ করিবার জন্য আমাকে সমধিক উৎসাহিত করেন।

১৯৫৩ ইংরেজির ডিসেম্বর মাসে আমার স্ত্রী রেঙ্গুনে “শ্রীত্রিপিটক প্রকাশনী প্রেস” নামে একখানা প্রেস স্থাপন করেন। এই প্রেসে দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে; যথা : (১) ধর্মবিভাগ অর্থাৎ মূল ত্রিপিটকের যাবতীয় গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষার এবং উহার বাঙ্গালা অনুবাদের মুদ্রণকার্য বিভাগ, (২) কর্ম বিভাগ অর্থাৎ আয়ের জন্য ইংরেজি, বর্মা ও বাঙ্গালায় মুদ্রণকার্যের ব্যবসায় বিভাগ। কর্ম বিভাগের লভ্যাংশ বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও বঙ্গানুবাদে ত্রিপিটক মুদ্রণ কার্যে ব্যয়িত হইবে। প্রেস স্বত্বাধিকারী আমার স্ত্রী প্রেস হইতে প্রকাশিত ত্রিপিটক গ্রন্থ ব্রহ্ম গভর্নমেন্টের অন্তর্গত বুদ্ধশাসন কাউন্সিলের মাধ্যমে বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে দান দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

প্রেস প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে প্রায় পাঁচ বৎসর, কিন্তু অপরিহার্য অবস্থার দরুন ত্রিপিটক প্রকাশনের কার্যে এতদিন আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারা যায় নাই।

বর্তমানে ত্রিপিটক গ্রন্থের বঙ্গাক্ষরে পালি ভাষায় ও বঙ্গানুবাদে প্রায় ১৫টি পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। সুখের বিষয় উহার মধ্যে মধ্যমনিকায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্য শেষ করিয়া আমরা আমাদের সংকল্পিত দানকার্যের জন্য প্যাইতে পারিতেছি। আরও সুখের বিষয় হলো দীর্ঘনিকায়ের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্য চলিতেছে। আশা করি আগামী ছয় মাসের মধ্যে উহার মুদ্রণকার্যও শেষ হইবে।

আমাদের গৃহীত কর্তব্যের গুরুত্ব সাধনে আমরা সম্পূর্ণ সতর্ক। অধ্যবসায়শীল উদ্যমের সহিত আমরা আমাদের পুণ্যময় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করিবার সংকল্প করিয়াছি। আশা করি ত্রিরত্ন প্রভাবে আমরা আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিব।

আয়ুদীঘা মেডিকেল হল
৭০/২০ স্ট্রিট, রেঙ্গুন
১৩ মার্চ ১৯৫৯ ইংরেজি

ডা. শ্রীসুধাংশু বিমল বড়ুয়া
Capt. Ex. I. A. M. C.

ভূমিকা

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সূত্র পিটক পাঁচ নিকায় বা ভাগে বিভক্ত। উহার দ্বিতীয় বা মধ্যম নিকায়ের দ্বিতীয় অংশে পঞ্চাশটি সূত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাস্থবির ধর্মাধার ভিক্ষু দ্বিতীয় অংশের বঙ্গানুবাদ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

মধ্যমনিকায়ের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দর্শন ও সাধনমার্গের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এই নিকায়ের সূত্রাবলি সুপ্রাচীন ও ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক রচনা। মনে হয় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী ও রাজগৃহেই অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন। ধর্মদেশনার উদ্দেশ্যে তিনি পর্যটন করিয়াছেন নানা দেশ—পূর্বে অঙ্গদেশে চম্পা (ভাগলপুর), পশ্চিমে অবন্তীদেশে উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী মথুরা এবং উত্তরে কুরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁহার পরিক্রমণ পথ। তাঁহার পঞ্চাশটি সূত্রের মধ্যে আঠারোটি কোশলে, এগারোটি মগধে, চৌদ্দটি অঙ্গদেশে এবং দুইটি করিয়া কাশী ও কুরুদেশে ও একটি করিয়া ভর্গদেশ, কোশাম্বী ও অবন্তীতে দেশিত হইয়াছিল। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধ এই সূত্রগুলি দেশনা করিয়াছিলেন তাঁহারা নানা শ্রেণির মানুষ—কেহ রাজা, কেহ গৃহপতি, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ভিক্ষু ও কেহ বা পরিব্রাজক। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) রাজা প্রসেনজিৎ ও তাঁহার রাণী মল্লিকা এবং ভর্গদেশের বোধিরাজকুমার; (২) গৃহপতি জীবক, উপালি ও পঞ্চকঙ্গস্থপতি; (৩) পরিব্রাজক অগ্নিবৎস, দীর্ঘনখ ও বৈখানস্; (৪) ভিক্ষু সারিপুত্র, উদায়ী, অশ্বজিৎ, মালুঙ্ক্যপুত্র ও রাহুল; (৫) ব্রহ্মায়ু কৈনেয়জটিল, অশ্বলায়ন ও বসিষ্ঠ। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বা শ্রোতৃবর্গকে উদ্দেশ করিয়াই ভগবান বুদ্ধের উক্ত পঞ্চাশটি সূত্রের অধ্যায় ভাগ ও নামকরণ হইয়াছে; যথা : গৃহপতি, ভিক্ষু, পরিব্রাজক, রাজা ও ব্রাহ্মণ।

ভগবান বুদ্ধ যে সময়ে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন সে সময়ে মগধে ও কোশলে অনেক প্রকার ধর্মমত প্রচলিত ছিল। উহা লক্ষ করিয়া 'অরিযপরিযসেনা সুত্তে' এই উক্তি আছে "পাতুরহোসি মগধেসু পুব্বে ধম্মো অসুদ্ধো সমলেহি চিন্তিতো"। এই সব প্রচলিত ধর্মমত হইতে বৌদ্ধ ধর্মমতের কী পার্থক্য ও বিশেষত্ব তাহাই গৌতম বুদ্ধকে তাঁহার ধর্মপ্রচারের

প্রথমাবস্থায় বুঝাইতে হইয়াছে। এই সব ধর্মাবলম্বীরাও অনেক সময় বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্মমত লইয়া আলোচনা করিতেন।

অবৌদ্ধ ধর্মমত

ভগবান বুদ্ধের কয়েকটি দেশনায় অবৌদ্ধ ধর্মমতের ও সাধন প্রক্রিয়ার অসারতাই দেখানো হইয়াছে। কয়েকজন পরিব্রাজক ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন : জগৎ শাশ্বত, না অশাশ্বত? আত্মা ও শরীর এক, না পৃথক? নির্বাণের পর বুদ্ধের অস্তিত্ব থাকে কি না? ইতাদি। ভগবান বুদ্ধ প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর দেন না, প্রশ্নগুলির অবাস্তবতাই অব্যাকৃতির কারণ। প্রশ্নকর্তারা যেন আকাশকুসুমের রং বুঝিতে চাহেন। জানিতে চাহেন, তাহাদের গন্ধ আছে কি না। আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধমত হইতেছে যে, উহা একেবারে অবাস্তব—আকাশকুসুমের ন্যায়। জগৎ বিকল্প মাত্র। উহার নিত্যতা বা অনিত্যতার প্রশ্ন উঠে না। সেইজন্য এই ধরনের প্রশ্নকে তিনি **"অব্যাকৃত"** বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ভগবান বুদ্ধের মতে এই ধরনের প্রশ্নের সমাধানে প্রশ্নকর্তা মুক্তি পায় না। তাঁহার মেধাশক্তির অপব্যয় হয় মাত্র।

শুধু পরিব্রাজক নয়, বিভিন্ন ধর্মাচার্যগণও অনুরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, অজিৎ কেশকম্বলী, প্রকুধকাত্যায়ন, পূর্ণকাশ্যপ, মস্করিন্ গোশালপুত্র, সঞ্জয় বৈরট্রপুত্র ও নির্গ্রন্থ নাথপুত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনজন ছিলেন ঘোর জড়বাদী, চতুর্থ আচার্য ছিলেন নিয়তিবাদী। এই চার আচার্যের দার্শনিক মতাবলম্বীদের বুদ্ধদেব আখ্যা দিয়াছিলেন **'অব্রহ্মচর্যাবাসী'** পঞ্চম আচার্য ছিলেন সঠিক জ্ঞানাভাববাদী—এঁরই শিষ্য ছিলেন সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন। ষষ্ঠ আচার্য হইতেছেন—সুবিখ্যাত জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর।

জৈনধর্মে শীলরক্ষা কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ গৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য ভগবান বুদ্ধ এই ধর্মমতকে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গৃহপতি উপালী ও অভয়রাজকুমার জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। দেবদত্তও মনে হয় জৈনধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বুদ্ধবিদ্বেষী হইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত প্রথম পাঁচটি দার্শনিক মত সম্বন্ধে গৌতম বুদ্ধের বিশেষ আপত্তি ছিল। কারণ জৈনদর্শন ব্যতীত অন্যান্য মতবাদগুলিতে পাপ ও পুণ্যের স্থান নাই। ইঁহারা কর্মফলে ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন না। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাদিতে কর্মফল ও পুনর্জন্মের অস্তিত্ব বহু প্রমাণাদির দ্বারা

নিরূপিত হইয়াছে। প্রাণিহত্যায় পাপ নাই, দয়া ও দানে পুণ্য নাই—আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিকভাবে পরীক্ষা করিয়া এই ধারণাকে ভগবান বুদ্ধ অমূলক বলিয়া দেখাইয়াছেন।

জৈন ধর্মমত

জৈনধর্ম সম্বন্ধে উপালি গৃহপতির সঙ্গে বুদ্ধের যে কথোপকথন হয় তাহাতে দেখা যায়, জৈনমতে মানসিক কর্ম অপেক্ষা কায়িক কর্মে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কারণ জৈন দার্শনিকদের মতে প্রাণিহত্যায় যত পাপ, প্রাণিহত্যার চিন্তায় তত পাপ নাই। বুদ্ধদেব তাঁহাদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। কারণ অনেক সময় মানুষের অনিচ্ছাকৃত প্রাণিহত্যাও সংঘটিত হইতে পারে এবং সেইজন্য হত্যাকারীকে পাপী বলা যায় না। **"মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠ মনোময়া"** এই উক্তি দ্বারা বুদ্ধদেব বলেন যে, সমস্ত কার্য করিবার পূর্বে মন ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং মানসিক কর্মকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই মনোভাব লইয়াই বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের মাংসভক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেন নাই। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, যদি ভিক্ষুরা অদৃষ্ট, অশ্রুত, অচিন্তিত ও অনুদ্দিষ্ট মাংস ভক্ষণ করেন তাহাতে আপত্তি নাই। এই গ্রন্থে পঞ্চান্ন সংখ্যক সূত্রে উপাসক জীবক এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি ব্রহ্মবিহারের সাধনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে প্রাণিহত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ অসম্ভব। **"মনোকম্ম"**কে প্রধান্য দেওয়াতে বুদ্ধদেব জৈন মতবাদকে গ্রহণ করেন নাই। এই কায়কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় জৈন আচার্যেরা কায়িক সংযমের জন্য যে প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহা অতি কঠোর এবং বুদ্ধদেবের মতে নিষ্ফল। কয়েকটি সূত্রে জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যে কায়িক সংযমের জন্য যে-সমস্ত কঠোর ব্যবস্থা ছিল তাহার নমুনা স্বরূপ তালিকা কয়েকটি সূত্রে দেওয়া আছে। এই তালিকা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সন্ন্যাসীরা কঠোর সাধনা দ্বারা এই জন্মে কষ্ট পায় এবং পরজন্মেও তাহার দরুন কোনো সুফল হয় না। বুদ্ধদেব ইহাই লক্ষ করিয়া তাঁহার **"মধ্যপথের"** নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চিত্তকে নিষ্কলুষ না করিয়া কেবল শারীরিক সংযমে কোনো সুফল হয় না। ঊর্ধ্ববাহু বা কণ্টকশয্যাশায়ী সন্ন্যাসীর চিত্তে যদি অনুরাগ, হিংসা ও মোহ থাকে তাহা হইলে তাহার কৃচ্ছ্রসাধনার কোনো ফল নাই। অনর্থক শারীরিক কষ্ট সহ্য

করা মাত্র। ভগবান বুদ্ধ নিজে এই কৃচ্ছ্রসাধনার চরমে গিয়াছিলেন এবং উহাতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি **'মধ্যপথের'** নির্দেশ দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

ব্রাহ্মণ্য দর্শনের প্রতিবাদ পালিশাস্ত্রে প্রায় বিরল। কেবল যাগযজ্ঞের নিরর্থকতা, যজ্ঞে পশুবলির নির্মমতা ও জাতিভেদে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের অযৌক্তিকতা পুনঃপুন উল্লিখিত হইয়াছে।

কোনো কোনো সূত্রে বেদের অপৌরুষেয়তার প্রতিবাদ আছে। ভগবান বুদ্ধ বলেন যে, ঋক্‌বেদের মন্ত্রগুলি কায়েকজন সু-ব্রাহ্মণ মহর্ষি দ্বারা রচিত। এই মহর্ষিরা কোনোদিনই ঈশ্বরকে স্বচক্ষে সাক্ষাৎ করেন নাই এবং করিয়াছেন বলিয়াও কোনো উক্তি নাই। সেইজন্য বেদ পুরুষকৃত, অপৌরুষেয় নয়।

জাতিভেদের অযৌক্তিকতা কয়েকটি সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধ বলেন, সদ্‌বংশজাত ব্রাহ্মণদের মধ্যে যদি কেহ শিক্ষা ও চর্চায় ব্যাপৃত থাকে ও শুচিভাবে জীবনযাপন করে, আর যদি কেহ প্রাণিহত্যা ও চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে এই দুই প্রকার ব্রাহ্মণদের কি এক পর্যায়ে স্থান দেওয়া উচিত? তিনি আরও বলেন, যদি কেহ নিকৃষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও দয়াশীল ও শীলবান হয় ও পুণ্যকার্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে তিনি দুশ্চরিত্র ও পাপকার্যে লিপ্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উচ্চস্থান অধিকার করিবে না, কে ইহার মধ্যে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করিবে? মানুষের জন্ম ও মৃত্যুতে কোনো পার্থক্য নাই, তাহাদের পার্থক্য হয় কর্মেতে। সেইজন্য জাতিভেদে বিশ্বাস অযৌক্তিক।

অবৌদ্ধমত লইয়া যে-সমস্ত আলোচনা এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সামান্য আভাষ দিলাম। এইবার বৌদ্ধধর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে যে-সমস্ত উক্তি আছে তাহার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিব।

বৌদ্ধধর্ম ও সাধনার মার্গ

এই গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক সূত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাধনার নির্দেশ আছে। সাধনার আনুপূর্বিক ধারাও কোনো কোনো সূত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে প্রত্যেক ভিক্ষুকে যে সেই একই ধারা অবলম্বন করিতে হইবে এইরূপ কোনো বিধান নাই। যে-সমস্ত সাধনার নির্দেশ এই গ্রন্থে আছে তাহার মর্ম এইরূপ :

(১) **ব্রহ্মচর্য পালন বা সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন**। পালিভাষায় বলে **"সিক্‌খাসাজীবসমাপন্নো"** অর্থাৎ শীলচর্চা ও দৈনিক জীবনযাপনে আত্মসংযম। যে-সমস্ত অকুশল কর্ম হইতে ভিক্ষুদের বিরত হইতে হইবে তাহা এই :

(ক) জীবহিংসা, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ, অব্রহ্মচর্য, মিথ্যাবচন বা হিংসাসূচক অনর্থক বচনাদি, বীজ ও বৃক্ষের অনিষ্ট সাধন।

(খ) নৃত্য-গীত-বাদ্য-উপভোগ, মালা-গন্ধ-বিলেপন ব্যবহার, স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ, অরন্ধিত ধান্য ও মাংস গ্রহণ, স্ত্রী-পুরুষ-কুমারী-দাস-দাসী বা পশ্বাদি গ্রহণ।

(গ) দৌত্যকার্য, বাণিজ্য, বন্ধনাদি।

(ঘ) মধ্যাহ্নের পর আহার, চীবরাদি পছন্দ করা, ইত্যাদি।

মোটের উপর ভিক্ষুদের প্রয়োজন অল্পাহার, যৎসামান্য চীবর, শয্যা, আসন ইত্যাদির ব্যবহার অর্থাৎ যাহাতে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। লোভ ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস ও চিত্ত স্থির করিবার প্রয়াস। বিহারে বাস করার নিয়মাদি পালন।

(২) **ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ**। যদিও ভগবান বুদ্ধ কৃচ্ছ্রসাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না তবুও যে-সমস্ত ভিক্ষুদের চিত্ত কৃচ্ছ্রসাধনার দিকে আকৃষ্ট হইত তাঁহাদের জন্য তেরো রকম কঠের সাধনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, যেমন সদাসর্বদা অরণ্যে বাস, ভিক্ষোপলব্ধ আহারই একমাত্র উপজীবিকা, শ্মশানে বাস, ছিন্ন ও ত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড হইতে চীবর ব্যবহার ইত্যাদি।

(৩) **ইন্দ্রিয়-সংযম**। ইন্দ্রিয় সংযমের উপর ভগবান বুদ্ধ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পঞ্চিন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ বিষয়াদির প্রতি চিত্তকে নিরপেক্ষ রাখা। ইহাকে পালিভাষায় বলে **"পঞ্চকামগুণা"** হইতে বিরতি। জগতে সর্ববিষয় সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার মনোভাব পোষণ করা এবং ওই উদ্দেশ্যে সদাসর্বদা সচেতন থাকা। আহারাদির পর নির্জনে চিত্তস্থির করার প্রয়াস।

(৪) **চৈতসিক ক্লেশ ও উপক্লেশাদি বর্জন**। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নির্বাণমার্গে অগ্রসর হইবার একমাত্র উপায় চিত্তের বিশুদ্ধতা, অর্থাৎ চিত্তের উপক্লেশাদিকে নির্মূল করা। উপক্লেশাদি অনেক প্রকার, তন্মধ্যে উল্লেখ্য অতি লোভ, হিংসা, অলসতা, ঔদ্ধত্য, সন্দিগ্ধতা, আত্মা বা জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাভাব, ব্রত ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের সার্থকতায় আস্থা স্থাপন, ইত্যাদি।

(৫) **নির্বাণমার্গের উচ্চতর সাধনা।** পূর্বোক্ত বিধানগুলি সাধারণভাবে সকল ভিক্ষুকে পালন করিতে হয়। তবে উচ্চস্তরে যে-সমস্ত সাধনার ব্যবস্থা আছে তাহাদের মধ্যে বিশেষ সাধনপথকে সাধকেরা স্ব স্ব শরীর ও মনোভাব অনুযায়ী বাছিয়া লইতে পারেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া সাধনামার্গ নির্দেশ করিয়া দিতেন। কোনো ভিক্ষুকে হয়তো শ্মশানে শবসাধনা করিতে দিতেন, আবার কাহাকেও বা মনোরম ফুলের বাগানে সুন্দর ফুল বা গন্ধকে ধ্যানের বিষয় করিতে বলিতেন। কাহাকেও চতুর্থ ধ্যান বা অষ্টধ্যান বা চতুর্ব্রহ্মবিহার ইত্যাদি সাধনা করিতে বলিতেন। আবার কাহাকেও কেবল শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য নির্দেশ দিতেন এবং উহার দ্বারা তাহার চিত্তের স্থৈর্যের মার্গ দেখাইয়া দিতেন। সেইজন্য পালিশাস্ত্রে সাঁইত্রিশটি বোধিপক্ষীয় ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সাঁইত্রিশটি ধর্মের যেকোনো একটি বা দুইটি সাধনার দ্বারা মোক্ষ লাভ হইতে পারে। এই ধর্মগুলির ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের অনেক সূত্রে আছে। ধর্মগুলির একটি তালিকা দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম :

(ক) **চার প্রকার উদ্যম** (প্রধান)। যেমন, চিত্তে অকুশল চিন্তা আসিতে না দেওয়া ইত্যাদি।

(খ) **চার প্রকার অত্যুদ্যম** (ঋদ্ধিপাদ)। যেমন, সমাধির জন্য ব্যগ্রতা, বীর্যপ্রয়োগ ইত্যাদি।

(গ) **পাঁচ রকম চিত্তপ্রয়োগ** (ইন্দ্রিয়)। যথা : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য মানসিক প্রযত্ন।

(ঘ) **পাঁচ রকম চিত্তশক্তি অর্জন।** যেমন, শ্রদ্ধাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি।

(ঙ) **সাত রকম বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গবিশেষ।** যেমন, ধর্মবিশ্লেষণ, চিত্তের প্রীতি ও প্রশমতা, উপেক্ষা ইত্যাদি লাভ।

(চ) **অষ্টপর্যায় মার্গ।** যেমন, বৌদ্ধ দার্শনিক মত গ্রহণ (সম্যক দৃষ্টি), কায়িক ও বাচনিক সংযম ও চিত্তের স্থৈর্য।

(ছ) **চার প্রকার স্মৃতিমান হওয়ার উপায়।** কায়িক কর্মাদির প্রত্যবেক্ষণ, সুখ, দুঃখ, অদুঃখাসুখ ভাবাদির অনুধাবন, চৈতসিক ক্রিয়াদি ও সাধনার ক্রমোন্নতি লাভের দিকে দৃষ্টি।

(৬) **ধ্যান ও সমাধি।** বৌদ্ধ সাধনার মার্গে ধ্যান ও সমাধি ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না। সেইজন্য সকল সাধককে প্রথম চারটি ধ্যানে সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। তারপর যাঁহারা সক্ষম হইবেন তাঁহারা আরও চারিটি সমাপত্তির সাধনা করিবেন। প্রথম চারটি ধ্যান চিত্তে

উপেক্ষাভাবজনিত হয় ও দ্বিতীয় চারিটি সমাপত্তিতে জগতের জীব ও বস্তু সম্বন্ধে একপ্রকার ভাব জ্ঞান হয়।

(৭) **স্মৃত্যুপস্থান**। ভগবান বুদ্ধ কোনো কোনো সূত্রে বলিয়াছেন যে, একমাত্র স্মৃত্যুপস্থান ভাবনার দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। চার প্রকার স্মৃত্যুপস্থানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে।

(৮) **ব্রহ্মবিহার**। বিশ্বের সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাচিত্ত হওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধ কোনো কোনো সাধকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও দিয়াছেন। বিশেষত গৃহী বা বোধিসত্ত্বদের জন্য। এই চারিটি সাধনার মধ্যে **"মুদিতা"** সাধনা বিশেষ কঠিন। কারণ সাধকের মনোভাব এমনি করিতে হয় যে, সাধক তাহার নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শত্রুর উন্নতি সাধনে প্রীতিলাভ করিবেন। এই গ্রন্থের মাঝে মাঝে দার্শনিক মতের আলোচনাও আছে। যেমন, মহারাহুলোবাদ সূত্রে ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, জীব চিত্ত ও চারি মহাভূতের সমষ্টি। এই চিত্ত বা মহাভূতের স্বকীয় সত্তা নাই এবং উহাকে নিত্য আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা ভুল। উহার অনিত্যতা ও অনাত্মতা উপলব্ধিতে সম্যক জ্ঞান লাভ হয় এবং তাহাতেই মুক্তি পাওয়া যায়।

দুই রকম সাধনার পথে ক্রমোন্নতির স্তর

এই গ্রন্থে ভিক্ষুদের সাধনার পথে ক্রমোন্নতির স্তরগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি আছে। সাধারণত চারিটি কিংবা আটটি স্তরের কথা প্রচলিত আছে; যেমন, স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামীমার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামীমার্গস্থ ও ফলস্থ এবং অর্হত্ত্বমার্গস্থ ও ফলস্থ। এই চার বা আট স্তরের মধ্যে অনেক অনুস্তর নির্ণীত হইয়াছে। যেমন কায়সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবিমুক্তধর্মানুসারী, শ্রদ্ধানুসারী, উভতোভাগোবিমুক্ত (৫৭৪ পৃ.) প্রজ্ঞাবিমুক্তি (৫৭৫ পৃ.) ইত্যাদি। অনুস্তরের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, সাধকদের কেহ শ্রদ্ধামার্গ এবং কেহ বা প্রজ্ঞামার্গ গ্রহণ করেন। এই দুই মার্গই নির্বাণপ্রাপ্তির পথ।

নির্বাণ

নির্বাণ যে কী তাহা ভগবান বুদ্ধ পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তাহার কারণ নির্বাণের বিবৃতি দেওয়া যায় না; উহা কেবল উপলব্ধির বিষয়। মহামালুঙ্ক্য সূত্রে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে, নির্বাণ শান্ত, শ্রেষ্ঠ তৃষ্ণাক্ষয়,

সর্ব সংস্কারের সমতা। সর্ব জাগতিক বিষয় বর্জন ও তাহার বিরাগ ও নিরোধ। এক কথায় নির্বাণ অনির্বচনীয় পরমার্থ চিত্তবিমুক্তি ও পুনর্জন্ম নিঃশেষ।

এই গ্রন্থের কয়েকটি সূত্রে ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্ম ও জীবনীর উল্লেখ আছে। আর কয়েকটি সূত্রে আছে তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্যের জীবনী—যেমন, রাষ্ট্রপাল, অঙ্গুলিমাল। এই সঙ্গে অশ্বজিৎ, পুনর্বসু ও রাহুলের জন্য ধর্মদেশনা এবং রাজা প্রসেনজিৎ ও তাঁহার কর্মচারী পঞ্চকঙ্গস্থপতির সহিত কথোপকথন—বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্মজীবনে ইহার মূল্য অপরিমেয়।

অনুবাদক **মহাস্থবির ধর্মাধার ভিক্ষু** এই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া দেশের ও দশের বহু উপকার সাধন করিলেন এবং নিজেও সাধনায় এক স্তর উপরে উঠিলেন। ভগবান তথাগতের বাণী প্রকাশনায় ও তাহার পঠন ও পাঠনে পুণ্য ও সার্থকতা অনেক। আশা করি এই গ্রন্থের দ্বারা তাহা সাধিত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **নলিনাক্ষ দত্ত**
পালি বিভাগের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৬৫ সাল

মুখবন্ধ

মধ্যমনিকায়ের অনূদিত দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে সন্নিবেশিত সূত্রসমূহের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ভূমিকায় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমাদের তেমন কিছু বলিবার নাই। বিবিধ মতবাদের আলোচনা-হেতু নিকায় গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইহার গুরুত্ব সমধিক। বহু স্থলে শাস্ত্রান্তরের সহিত তুলনা করিয়া ইহাতে প্রকৃষ্টরূপে স্বমত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় আমরা এইখানে আলোচনা করিব।

১. অহিংসা ও আমিষাহার

বুদ্ধের সমসাময়িককালে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণের লোক প্রাণিহিংসা ও মাংসাহার করিতেন। মৃগয়া ছিল তাঁহাদের বীরত্বের পরিচায়ক। বাড়িতে অতিথি আসিলে গোবৎস হত্যা করিয়া তাঁহার আপ্যায়ন করা হইত। এই কারণে অতিথির নাম হইয়াছে গোঘ্ন। উৎসবানুষ্ঠানে মদ, মাংসের ব্যবহার চলিত। ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগৃহ নির্মিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির 'ঘৃত ও মধুমিশ্রিত পায়স, ফল-মূল, বরাহ ও হরিণের মাংস, তিলমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতি দ্বারা দশসহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন।' **(মহাভারত)**

মুনিঋষির আশ্রমেও এই নীতির ব্যতিক্রম ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সপরিষদ ভরত যখন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন তখন মুনিবর অতিথি সৎকারকল্পে তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'সুরাপায়িগণ সুরাপান করো, যাহারা ক্ষুধার্ত তাহারা যথেচ্ছভাবে পায়স ও সুমেধ্য মাংস ভোজন করো।' **(রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড)**

শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে মাংস নিবেদিত হইত। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃশ্রাদ্ধে বরাহ প্রভৃতি পশুমাংস পরিবেশন করা হয়। যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে বলিলেন, 'পিতামহ, আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে, পিতৃপুরুষেরা আমিষ ইচ্ছা করেন, সেই কারণে শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দেওয়া হয়।' (ম. ভা.)

বেদবিধান অনুসারে যজ্ঞে নানাবিধ পশুবলির প্রথা ছিল। নিবেদিত অর্ঘ্যের নামানুসারে অজমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, বাজপেয়, রাজসূয়

প্রভৃতি নামে যজ্ঞগুলি অভিহিত হইত। বলিপ্রদত্ত পশুমাংস প্রসাদ বা পবিত্র খাদ্যরূপে পুণ্যার্থীরা গ্রহণ করিতেন। রামায়ণে উল্লেখ আছে : 'কৌশল্যাদেবী স্বহস্তে, অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বের সর্বপ্রকার পরিচর্যা করিয়া পরমানন্দে তিনবার অস্ত্রাঘাতে উহাকে হত্যা করিলেন।'

বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ মৃগয়া ও মাংসাহারে অভ্যস্থ ছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধে অনেক পশু ও নরহত্যা করিয়াছেন, যাহাদের মাংস ভোজনযোগ্য নহে। রামচন্দ্র চতুর্দশ বর্ষ বনে তাপসজীবন যাপন করিবার সময় ক্ষুধার্ত হইয়া বরাহ, হরিণ প্রভৃতি পঞ্চবিধ পশু শিকার করিয়া তাহাদের মাংস আহার করেন, রামায়ণে এই কথার উল্লেখ আছে। অথচ তাঁহাদের অনুগামী বর্তমান বৈষ্ণবদের কোনো কোনো সম্প্রদায় আমিষ আহার করেন না। ভারতের বহু অঞ্চলের লোক বর্তমানে নিরামিষ ভোজী। এই আদর্শ তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন? এই সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন, "... বুদ্ধধর্মের প্রভাবেই ভারতে নিরামিষ আহার ও সুরাপান বর্জন প্রচলিত ও ক্রম প্রসৃত হইল এবং পশুবলি নিষিদ্ধ হইল। তৎপূর্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ মাংস গ্রহণে অভ্যস্থ ছিলেন। (নিরঞ্জনা, ১ম বর্ষ ১০শ সংখ্যা।)

গোহত্যার বিরুদ্ধে ভগবান বুদ্ধই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ব্রাহ্মণধম্মিক সূত্র ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

"যথা মাতাপিতা-ভাতা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা।
গাবো নো পরমা মিত্তা যাসু জাযন্তি, ওসধা ॥
অন্নদা বলদা চেতা বণ্নদা সুখদা তথা।
এতমত্থবসং ঞত্বা নাস্‌সু গাবো হনিংসু তে ॥ (সুত্তনিপাত)

মাতাপিতা-ভ্রাতা ও অপর আত্মীয়স্বজনের ন্যায় গরু আমাদের সকলের পরম মিত্র, যাহাদের হইতে ঔষধি অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি, ছানা, ননী, ঘৃত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহারা অন্নদাতা, বলদাতা, সৌন্দর্য তথা সুখদাতা। অতএব পরম হিতকারীরূপে জানিয়া প্রাচীনেরা গোহত্যা করিতেন না। বর্তমান কালেও গোবধ না করা বিধেয়। ফলে গরুকে বহু কোটি দেবদেবীর অধিষ্ঠাতা বা অধিষ্ঠাত্রীরূপে আখ্যাত করা হইয়াছে।

সেই যুগে জীবহিংসা ও সুরাপান যে পাপ—মানুষের সে ধারণা ছিল না। ভগবান বুদ্ধ বহু যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইয়া যূপকাষ্ঠ হইতে অসহায় পশুদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রের আসন্ন সমরানল নির্বাপিত করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠেই সর্বপ্রথম অহিংসার বাণী উচ্চারিত হয় :

"ন তেন অরিযো হোতি যেন পাণানি হিংসতি,

অহিংসা সব্বপাণানং অরিযো’তি পবুচ্চতি।” (ধম্মপদ)

যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে তদ্বারা সে আর্য হইতে পারে না। যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাপরায়ণ তিনিই আর্য বলিয়া কথিত হন।

“অহিংসকা যে মুনযো নিচ্চং কাযেন সংবুতা,
তে যন্তি, অচ্চুতং ঠনং যত্থগন্ত্বা ন সোচরে।” (ধম্মপদ)

যে-সকল মুনি অহিংসাপরায়ণ এবং সতত দৈহিক সংযম রক্ষা করেন, তাঁহারা এমন অচ্যুত স্থানে গমন করেন, যেখানে গিয়া শোক করিতে হয় না।

জনসাধারণের সংযত জীবনযাপনের জন্য ভগবান বুদ্ধ যে পঞ্চশীলের বিধান দিয়াছেন, তাহাতে জীবহিংসা ও মাদকদ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। এমনকি ধর্মের নামেও তিনি এরূপ আচরণ সমর্থন করেন নাই। বুদ্ধের বিশ্বমৈত্রী ও অহিংসাবাণীর প্রভাবে ভারতে ক্রমশ জীবসেবা নীতি সম্প্রসারিত হয়। সম্রাট অশোকের সময় মানুষের ন্যায় পশুদের জন্যও স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থানকালে দেবদত্ত পাঁচটি প্রস্তাব লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তন্মধ্যে একটি ছিল : “সাধু, ভন্তে, ভিক্খু... যাবজীবং মচ্ছ-মংসং ন খাদেয্যুং বজ্জং নং ফুসেয্যা’তি” (চূলবগ্গ ৩৫৯ পৃ.) উত্তম, প্রভু, ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন মাছ-মাংস ভোজন করিবে না। যে ভিক্ষু মাছ-মাংস ভোজন করিবে, তাহার আপত্তি বা অপরাধ হইবে।

বুদ্ধ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। আমিষ কিংবা নিরামিষ ভোজনের জন্য তিনি কাহাকেও বাধ্য করেন নাই। আমিষ-নিরামিষ আহার দেশ কাল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাধ্যগত রুচির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধের বিশ্বজনীন ধর্ম দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডিত মধ্যে আবদ্ধ নহে।

তবে মহাবগ্গের ভৈজষ্যখন্ধকে হস্তী, অশ্ব, কুকুর, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, দীপি, ভল্লুক, তরক্ষু ও মানুষের মাংস ভিক্ষুদের অখাদ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রাতিমোক্ষে মৎস্য, মাংস, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি উপাদেয় বা পুষ্টিকর খাদ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ভিক্ষুদের পক্ষে উপযুক্ত, ত্রিদোষ বর্জিত, মৃত মৎস্য ও পশুমাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে। বুদ্ধধর্ম প্রাণিহত্যার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছে, মাংস ভোজনের নহে। তাহাতে সতর্কতার প্রয়োজন। এই জাতীয় এক আলোচনা জীবকসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় :

“ভন্তে, শোনা যায়—“শ্রমণ গৌতমের উদ্দেশ্যে জীবহত্যা হয়, আর শ্রমণ গৌতম সজ্ঞানে সেই মাংস ভোজন করেন এবং নিমিত্ত কর্মের ভাগী

হন।... যাঁহারা ইহা বলেন, তাঁহারা ভগবান সম্বন্ধে কি সত্যবাদী... ?" বুদ্ধ : "তাঁহারা আমার সম্বন্ধে সত্যবাদী নহে...। জীবক, আমি দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত মাংস অপরিভোগ্য বলি এবং তদ্বিপরীতই পরিভোগ্য বলি।" (২৯ পৃ.) অর্থাৎ যদি দেখা যায় কিংবা শোনা যায় যে আমার জন্য জীব হত্যা করা হইয়াছে, অথবা এই বিষয়ে মনে সংশয় উৎপন্ন হয় তবে সেই মাংস ভোজন বিধেয় নহে, এইস্থলে নিরামিষাহার শ্রেয়। এই দোষত্রয় মুক্ত হইলে ইচ্ছুকের পক্ষে মাংস গ্রহণে দোষ নাই। অহিংসা ও আমিষাহারের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা অনেকের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। অহিংসা জীবের প্রতি, মাংসের প্রতি নহে, উহা খাদ্য, তৎসম্বন্ধে বিচার বুদ্ধিই যথেষ্ট। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কেহ কেহ বলেন, 'জীবহত্যাকারী, মাংসক্রেতা, বাহক ও মাংসভোজী হত্যার নিমিত্ত সকলেই সমান দায়ী ও পাপী। এই বিচারের পিছনে উপযুক্ত যুক্তি নাই।

প্রাণিহত্যার পঞ্চবিধ অঙ্গ; যথা :

পাণোভবে পাণসঞ্ঞী বধচিত্তমুপক্কমো।
তেন জীবিতনাসো চ অঙ্গাপঞ্চ বধস্সিমো॥ (সদ্ধর্ম রত্নাকর)

হত্যার যোগ্যবস্তু প্রাণী হওয়া চাই। হন্তার মনে প্রাণী বলিয়া ধারণা থাকা চাই। বধ করিবার সংকল্প বা তদনুরূপ চিত্ত গঠন করিতে হইবে। হত্যার নিমিত্ত উপক্রম বা প্রচেষ্টা করিতে হইবে, উহা স্বহস্তে, কিংবা আদেশের দ্বারা এই উভয়বিধভাবেই সম্পন্ন করা চলে। আর সেই উপক্রমে প্রাণিবধ হওয়া চাই। এই পাঁচ অঙ্গ সম্মিলিত হইলেই প্রাণিহত্যা হয়। একটির অভাব হইলে প্রাণিহিংসাজনিত শীল ভঙ্গ হয় না। শুধু মানসিক হিংসা দ্বারা প্রাণিহত্যা ও মাংসাহার সম্ভব নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে হত্যাকারী ব্যতীত অন্যেরা হিংসার জন্য দায়ী নহে।

চারি কারণে মানুষ পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয়; যথা : কৃত, কারিত, অনুমোদিত ও প্রশংসিত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে উক্ত হইয়াছে : "পাণাতিপাতে অত্তনা সম্পযুত্তো হোতি, পরং সমাদাপেতি, সমনুঞ্ঞো হোতি, বণ্ণং ভাসতি।" (৪ নি.) অর্থাৎ প্রাণিহিংসায় স্বয়ং নিযুক্ত হয়, পরকে নিয়োগ করে, হত্যা সমর্থন করে এবং উহার প্রশংসা করে। ক্রেতা কিংবা ভোক্তাগণ উক্ত চার প্রকারে সংসৃষ্ট না হইয়াও স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। মাংসভোজীরা নিমিত্ত কর্মের ভাগী হন কি না এ প্রশ্ন অবান্তর। যদি পূর্বোক্ত চতুর্বিধ কারণে কোনোটার দ্বারা সংসৃষ্ট হন তবে তিনি নিমিত্ত কর্মের ভাগী হইবেন।

বলা হয় যে, লোকে মাংস ভক্ষণ করে তদ্ধেতু হত্যাকারী জীব হত্যা করিয়া উহার মাংস বাজারে বিক্রয় করে। যেখানে সকলে নিরামিষাশী সেখানে মাংস বিক্রয় হয় না। এই যুক্তি অকাট্য নহে। কেহ হত্যা না করিলেও সেই পরিমাণ জীবের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিত। সুতরাং মাংসাশীর অভাব হইত না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাংস জীব নহে। আর ক্রেতার সহিত হন্তা ও বিক্রেতার সম্বন্ধ যদি অপরিহার্য হয় তবে কোনো লোক একদিন মাংস খরিদ না করিলে তাহার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারিত, বস্তুত তাহা হয় না। কারণ ব্যবসায়ী স্বীয় ব্যবসার খাতিরেই মাংস মজুত করিয়া রাখে। যদি কাহারও দ্বারা পূর্বে আদিষ্ট হয় তবে মাংস না কেনার জন্য অবশ্যই তাহাকে দায়ী করা চলে। ভোজন পরবর্তী ব্যাপার। উহার সহিত হত্যা বা হিংসার সম্পর্ক নাই। যে পঞ্চ অঙ্গের সমন্বয়ে সত্যিকার প্রাণিবধ হয় ভোজনের সময় উহারা থাকে না। এ ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত ত্রিদোষ বর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হত্যার বিরুদ্ধেই বুদ্ধধর্মের অভিযান, আমিষাহারের বিরুদ্ধে নহে।

আমার নেপাল ভ্রমণের সময় স্থানীয় এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রমাণ করিতে চাহেন যে নেপাল বাসীরা বৌদ্ধ নহেন; যেহেতু তাঁহারা আমিষভোজী। আমিষভোজীর পক্ষে বুদ্ধের অহিংসাধর্ম অনুসরণ সম্ভব নহে। আমাদের বক্তব্য ছিল যে বুদ্ধধর্ম আমিষ-নিরামিষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। হিংসা না করিয়াও আমিষ ভোজন করা চলে। পক্ষান্তরে নিরামিষাশীও হিংসার জন্য দায়ী হইতে পারেন। উদাহরণ এই : স্বয়ম্ভুনাথ পর্বতের পার্শ্বে কোনো নিরামিষাশীর ধান্যক্ষেত্র। তাহাতে বন্য হরিণ আসিয়া ফসল নষ্ট করে। একদা সে ফাঁদ পাতিয়া শত্রু নিধন করিল। পরিত্যক্ত মৃতদেহ মাংসাশী পশু-পক্ষীরা খাইতেছে দেখিয়া কোনো মাংসভোজী সেই তাজামাংস বাড়িতে লইয়া গেল। ইহার কিছু অংশ সে খাইল আর কিছু বিক্রয় করিল। এই ক্ষেত্রে প্রাণিহিংসাজনিত পাপ কাহার হইবে?

জীবক সূত্রের পরবর্তী অংশে ভগবান প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ভিক্ষুরা যে স্থানে অবস্থান করেন সে-স্থানে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা-সহগত চিত্তে সর্বদিক প্রসারিত করিয়া বাস করেন...। তাঁহারা... অনাসক্তভাবে... বিচারপূর্বক পিণ্ডপাত ভোজন করেন। তখন তাঁহারা আত্মনিপীড়নার্থ, পরনিপীড়নার্থ কিংবা উভয় নিপীড়নার্থ চিন্তা করিতে পারেন না। তখন তাঁহারা অনবদ্য আহার গ্রহণ করেন। তিনি আরও সতর্কবাণী ঘোষণা করেন যে, "জীবক, যে ব্যক্তি তথাগতের কিংবা তথাগত শ্রাবকের উদ্দেশ্যে

জীবহিংসা করে, সে পঞ্চকারণেই বহু অপুণ্য অর্জন করে।" [৩০ পৃ.]

২. অব্যাকৃত

বুদ্ধধর্মে অনভিজ্ঞ কোনো কোনো পণ্ডিতমহলে এক ভ্রান্তধারণা প্রচলিত আছে যে, মালুঙ্ক্যপুত্রের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বুদ্ধ ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরবে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। অনেকে মূল সূত্র না দেখিয়াও এইরূপ মন্তব্য করেন। বর্তমান গ্রন্থে মূল সূত্রটি বিদ্যমান। পাঠক লক্ষ করিবেন যে, মালুঙ্ক্যপুত্রের প্রশ্নে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। যেমন :

(১) লোক শাশ্বত?
(২) লোক অশাশ্বত?
(৩) লোক অন্তবান?
(৪) লোক অনন্তবান?
(৫) যেই জীব সেই শরীর?
(৬) জীব অন্য শরীর অন্য?
(৭) মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন?
(৮) মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না?
(৯) মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন নাও থাকেন?
(১০) এবং মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না—না থাকেনও না? [৭৪ পৃ.]

এইখানে প্রথম চারি প্রশ্ন লোক বা জগৎ সম্পর্কিত। জগৎ সম্পর্কিত আলোচনাকে বুদ্ধ অবান্তর বিষয় মনে করিতেন। তৎসম্বন্ধে অঙ্গুত্তরনিকায়ে উক্ত আছে : "লোকচিন্তা ভিক্খবে অচিন্তেয্যা, ন চিন্তেতব্বা, যং চিন্তেন্তো উন্মাদস্স বিঘাতস্স ভাগী অস্স।" [চতুক্ক নি.] ভিক্ষুগণ, লোক-বিষয় অচিন্ত্য, চিন্তা করা অনুচিত, ইহা চিন্তা করিলে উন্মাদের ও বিঘাতের ভাগী হইতে হয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্নে জীব ও শরীর অর্থাৎ আত্মা ও দেহের ভেদাভেদ সম্বন্ধীয়। আত্মাবাদ বুদ্ধধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। "এই যে আমার আত্মা অনুভব কর্তা অনুভবের বিষয় হয় এবং সেই সেইস্থানে স্বীয় ভালোমন্দ কর্মের বিষয়কে অনুভব করে, আমার সেই আত্মা নিত্য = ধ্রুব = শাশ্বত = অপরিবর্তনশীল, অনন্ত বর্ষব্যাপী একই রূপে অবস্থিত থাকিবে। "ভিক্ষুগণ, ইহা কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম—মূর্খ বিশ্বাস মাত্র।" [ম. নি. ১।১।২] বুদ্ধ স্বয়ং অনাত্মবাদী, সুতরাং জীবাত্মা ও দেহের ভেদাভেদ কিংবা সম্বন্ধ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে।

পরবর্তী চার প্রশ্ন মুক্তপুরুষের গতি বা নির্বাণের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। সাধকের সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যা-তৃষ্ণাদি ক্লেশের নির্বাণ হয়। ইহা সউপাধিশেষ নির্বাণ। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার স্কন্ধের বা জীবন সন্ততির অবসান ঘটে। ইহার নাম অনুপাদিশেষ নির্বাণ।

আমরা এই মতবাদগুলি অর্থকথা ও টীকার সাহায্যে যথাস্থানে আলোচনার চেষ্টা ও মতান্তরের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছি। তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে, এই দশ অব্যাকৃত বিষয়ের সহিত ঈশ্বরবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। বুদ্ধের সমসাময়িককালে ঈশ্বর কর্তৃত্ববাদ দার্শনিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না।

বুদ্ধ এই দশ বিষয় অব্যাকৃত রাখার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মালুঙ্ক্যপুত্র, ইহা অর্থসংহিত নহে, আদি ব্রহ্মচর্যের উপকারী নহে, আর নির্বেদের... অসংখত নির্বাণ ধাতুর সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত সংবর্তিত হয় না। এই কারণেই আমি তাহাদিগকে অব্যাকৃত রাখিয়াছি।" [৭৮ পৃ.]

এই সকল বিষয় ভগবানের সহিত পরিব্রাজক বচ্চগোত্তের পুনরায় আলোচনা হয়। [১১৭ পৃ.] বচ্চগোত্ত পরবর্তী চারি প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ জোর দেন; প্রশ্ন করেন; 'বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু কোথায় উৎপন্ন হন?' বুদ্ধের উত্তর শুনিয়া পরিব্রাজক মন্তব্য করিলেন, "হে গৌতম, আমি কিছু বুঝিলাম না... ইহাতে সম্মোহিত হইলাম। পূর্ব আলোচনায় মাননীয় গৌতম সম্বন্ধে আমার যাহা প্রসাদ (শ্রদ্ধা) ছিল, ইদানীং আমার তাহাও অন্তর্হিত হইল।"

"বচ্চ, নিশ্চয় তোমার পক্ষে... সম্মোহিত হওয়া স্বাভাবিক, কারণ বচ্চ, এই প্রত্যয়াকার (কার্য-কারণ) ধর্ম গম্ভীর... পণ্ডিত বেদনীয়। সুতরাং তোমার ন্যায় অন্য মতাবলম্বী, অন্য আচার্যের অনুগামীর পক্ষে সে ধর্ম জানা দুষ্কর।"

বুদ্ধ তখন প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপনের উদাহরণ দিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, "যদি বচ্চ, তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার সম্মুখে যে অগ্নি নির্বাপিত হইল সে অগ্নি এস্থান হইতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ কোনো দিকে গেল?... তবে তুমি কি উত্তর দিবে?"

"ভো গৌতম, কোথায়ও গেল এ কথা বলা চলে না। যেই তৃণকাষ্ঠ উপাদান অবলম্বনে (ইন্ধনের সাহায্যে) অগ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহার (উপাদানের) অবসান-হেতু এবং অন্য নূতন উপাদান আহরিত না হওয়ায় ইন্ধনহীন হইয়া আগুন নিভিয়া গিয়াছে, ইহাই বলা চলে।"

নির্বাণের অর্থ হইল নির্বাপিত হওয়া, দীপ বা অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে ইন্ধন অভাবে নিভিয়া যাওয়া।

প্রতীত্যসমুৎপন্ন (বিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে উৎপন্ন) নামরূপ (চেতন ও ভৌতিক তত্ত্ব) তৃষ্ণার আকর্ষণে সম্মিলিত হইয়া যে এক জীবন প্রবাহরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে সেই প্রবাহের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদই নির্বাণ। পুরাতন তৈল, সলিতা বা ইন্ধন জ্বলিয়া নিঃশেষ হইলে, নূতন আমদানি না হইলে যেমন প্রদীপ বা অগ্নি নিভিয়া যায়; সেইরূপ আসবসমূহের = চিত্তমনের = ক্ষয় হইলে এই সংসরণ বিনষ্ট হইয়া যায়। নির্বাণ নিভিয়া যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া ইহা উহার শব্দার্থেই প্রকাশ পাইতেছে। এই ভাব প্রকাশের নিমিত্ত বুদ্ধ স্বয়ং এই বিশেষ শব্দকে নির্বাচন করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাণগত পুরুষের কী গতি হয়, এই প্রশ্নকেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে অযৌক্তিক ঘোষণা করিয়াছেন। অনাত্মবাদী দর্শনে উহার (নির্বাপিতের) কী গতি হইতে পারে, তাহাত সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সে ধারণা 'বালানং ত্রাসজনকং'—অজ্ঞদের ভীতিজনক [বৌদ্ধদর্শন ৩৯ পৃ.]

বুদ্ধ এই সকল মতবাদকে 'দৃষ্টি সংযোজন' বা ভ্রান্ত ধারণার বন্ধন বিশেষ মনে করিতেন। "ইহাদের আলোচনা... নির্বাণমুক্তির জন্য সংবর্তিত হয় না, সহায়তা করে না। সুতরাং বচ্চ, এবম্বিধ দোষ দেখিয়াই আমি এই সমস্ত ভ্রান্ত, দষ্টি গ্রহণ করি নাই।" [১১৮ পৃ.]

যে-সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আত্মোন্নতির কিংবা পরোপকারের সম্ভাবনা নাই, সে সকল বিষয় চর্চা করা তিনি নিরর্থক মনে করিতেন। এই কারণে এই প্রশ্নগুলি অব্যাকৃত রাখা হইয়াছে।

৩. বুদ্ধবচন

পরধর্মের উন্নতি দর্শনে কেহ কেহ বিচলিত হন, সেই ধর্মের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখিলে বলেন, উহাতে আর অভিনবত্ব কী? উহা আমাদের ধর্মেও আছে। এই বলিয়া নিজের ধর্মের সহিত তাহার সামঞ্জস্য করিয়া তৃপ্তি লাভের প্রয়াসী হন। এই ধরনের লোক অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও বিরল নহে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। বুদ্ধের সময় এই জাতীয় লোক হিসেবে দেখা যায় পরিব্রাজক মাগন্দিয়কে। [ম. নি. ২।৩।৫]

পরিব্রাজকের সহিত কথা প্রসঙ্গে ভগবান নিম্নোক্ত উদান উচ্চারণ করিলেন, "আরোগ্য পরম লাভ,... নির্বাণ পমর সুখ।"

"হে গৌতম, আমিও আমার পূর্ব পরিব্রাজক আচার্য-প্রচার্যদের ভাষণে শুনিয়াছি : 'আরোগ্য... পরম সুখ।' উহার সহিত ইহা বেশ সামঞ্জস্য হইতেছে।"

"মাগন্দিয়, তুমি যে... শুনিয়াছ... উহাতে আরোগ্য কী প্রকার আর নির্বাণই বা কী প্রকার?"

তখন পরিব্রাজক স্বীয় দেহ হস্ত দ্বারা মার্জনা করিতে করিতে বলিলেন, "ভো গৌতম, ইহাই আরোগ্য, ইহাই নির্বাণ।"

"মাগন্দিয়, জ্ঞানহীন অন্ধ অন্য তৈর্থিকগণ... নির্বাণ দেখেন নাই, তথাপি এই গাথা বলিয়া থাকেন।... পূর্বের অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ এই গাথা ভাষণ করিয়াছেন।... সেই গাথার অংশ বর্তমানে ধীরে ধীরে প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। [১৩৮ পৃ.]

অর্থকথায় উক্ত হইয়াছে : "এই ভদ্রকল্পের বিপস্‌সী, কনকমুনি ও কাশ্যপ বুদ্ধ... এই গাথা ভাষণ করিয়াছেন।... তখন ইহা জনসাধারণ শিক্ষা করে। শাস্তার পরিনির্বাণ হইলে ইহা পরিব্রাজকদের মধ্যে প্রচলিত হয়। তাঁহারা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া পদদ্বয় মাত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।" [প-সূ.]

বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁহাদের লোকোত্তর ধর্ম অন্তর্হিত হইলে অহিংসাদি লৌকিক শ্রেষ্ঠ ধর্মমতসমূহ বেদের পুষ্টিসাধন করে। সেই কারণে পুরাণে বুদ্ধের প্রতি নিম্নোক্তরূপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়াছে :

"নমো বেদ রহস্যায় নমস্তে, বেদযোনয়ে।
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় নমস্তে, জ্ঞানরূপিনে॥"

যিনি বেদের রহস্যরূপ, যিনি বেদসমূহের যোনি বা উৎপত্তি স্থান আর যিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ সেই শুদ্ধ বুদ্ধকে নমস্কার। জগতের বহু ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার ন্যায় বেদেও বুদ্ধের প্রভাব অনস্বীকার্য।

যেই বাক্য অর্থবান, ধর্মপদসংযুক্ত, ত্রিলোকের ক্লেশনাশক আর শান্তির প্রশংসাজ্ঞাপক উহা বুদ্ধবচন। যাহা তদ্রূপ নহে তাহা বুদ্ধবচন নহে। [বো. চ. পঞ্জিকা ৪৩২ পৃ.]

চিত্ত শান্তিকর সমস্ত সুভাষিত বাক্যই বুদ্ধবচন। সুতরাং শাস্ত্রান্তরে যে-সকল প্রাসাদিক বাক্য আছে সে সকল বুদ্ধবচন। এই যুক্তিতে বেদবাক্যের মধ্যে যাহা হিংসাদি দোষহীন তাহাকে বুদ্ধবচন বলা চলে। এই বৌদ্ধ পরম্পরা মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রাচীন ঋষিরা দিব্যচক্ষে দেখিয়া ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধের বাণীর সহিত মিলাইয়া মন্ত্রকে জীবহিংসা রহিতভাবে রচনা করেন। কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্মণেরা জীবিকার নিমিত্ত প্রাণিহিংসাদি সংযোগ করিয়া বেদকে বুদ্ধবচনের বিরুদ্ধে করিয়াছেন। বেদবাক্যে যে শান্তভাব আছে, তাহা বুদ্ধবচনের সমান; আর যাহা অশান্তভাবে আছে উহার প্রত্যাখ্যান বুদ্ধবাণীতে দেখা যায়। [বোধিচর্যাবতার পরিশিষ্ট]

৪. অপৌরুষের বাদ খণ্ডন

বেদগ্রন্থাবলি কোনো পুরুষের রচিত নহে, এই সিদ্ধান্তের নাম অপৌরুষেয় বাদ। যদিও কোনো বুদ্ধিমানের বিচারে ইহা অসম্ভব তথাপি পূর্বকালে এই জাতীয় ধারণা পোষণ করা আশ্চর্যের বিষয় ছিল না।

অপৌরুষেয় বাদের উপর ভিত্তি করিয়া বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসীর পক্ষে উহার নিত্যতা স্বীকার করিতেই হয়। আবার এই পৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্বকে যুক্তি বিচারে প্রমাণিত করা কঠিন; সুতরাং এই সকল গ্রন্থের কেহ-না-কেহ রচয়িতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই তাঁহারা ঈশ্বরকে বেদের প্রণেতা স্বীকার করিলেন :

"তেনেশ্বরেন প্রণয়নাদ্ বেদস্য প্রামাণ্যম্।" (শঙ্কর মিশ্র)

বেদের প্রমাণতা এই কারণে যে ইহা ঈশ্বরের প্রণীত, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। তিনি সাকার কি নিরাকার, কোথায় বসিয়া বিভিন্ন যুগে এই গ্রন্থগুলি কীভাবে রচনা করিলেন, এরূপ নানা প্রশ্ন মনে জাগে। কোনো মন্ত্রের রচয়িতার নাম না পাইলে উহা ঈশ্বর প্রণীত বলা চলে না। এমন অনেক পল্লীগাথা লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে যাহাদের রচয়িতার নাম জানা নাই, সেই কারণে এইগুলি ঈশ্বর প্রণীত বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ত্রিপিটকের নানাস্থানে উক্ত আছে : "প্রাচীন ঋষিরা বেদের কর্তা। অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কাশ্যপ ও ভৃগুকে বেদমন্ত্রের কর্তা ও প্রবর্তক বলা হইয়াছে। [চঙ্কীসূত্র ২৯২ পৃ.]

তাঁহাদের রচিত সূক্ত সংখ্যা আধুনিক পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন। "ঋগ্‌বেদের ঋষিদের মধ্যে বামকের নাম নাই, অংগিরার নিজস্ব মন্ত্র নাই। কিন্তু অঙ্গিরা গোত্রীয়দের সাতান্নের অধিক সূক্ত আছে।... অবশিষ্ট আট ঋষিদের রচিত ঋগ্‌মন্ত্র এই প্রকার :

নাম	সূক্ত সংখ্যা
১। অষ্টক (বিশ্বামিত্র পুত্র)	১
২। বামদেব (বৃহদুক্‌থ, মূর্ধণ্বা, অংহোমুচের পিতা)	৫৫
৩। বিশ্বামিত্র (কুশিকপুত্র)	৪৫
৪। জমদগ্নি (ভার্গব)	৪
৫। ভরদ্বাজ (বৃহস্পতি পুত্র)	৬০
৬। বশিষ্ট (মিত্রাবরুণ পুত্র)	১০৫

৭। কাশ্যপ (মরীচি পুত্র) ৭
৮। ভৃগু (বরুণ পুত্র) ১

[বৌদ্ধ দর্শন ৩১ পৃ.]

দীর্ঘনিকায়ের অগ্গঞ্ঞ সূত্রে বুদ্ধ বলেছিলেন, "তাঁহারা অরণ্যে পর্ণকুটী নির্মাণ করিয়া তথায় ধ্যান করিতেন।... তন্মধ্যে অনেকে ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম কিংবা নিগম সমীপে আসিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।... সেই সময় তাঁহাদিগকে নীচ মনে করা হইত; কিন্তু বর্তমানে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রতীত হইয়া থাকেন।"

বুদ্ধের পূর্ববর্তী যাস্ক আপন নিরুক্তে ঋষিদিগকেই মন্ত্রের প্রবক্তা বলিয়াছেন :

"সাক্ষাৎকৃত ধর্মান্ ঋযয়ো বভূবুঃ। তে অবরেভ্যো অসাক্ষাৎকৃত ধর্মভ্য উপদেশন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। [অধ্যায় ১, খণ্ড ২০]

যাঁহারা ধর্মের সাক্ষাৎকার করিয়া ঋষি হইয়াছেন, তাঁহারা উপদেশ দ্বারা অসাক্ষাৎকৃত ধর্মা অবর (হীন) গণকে মন্ত্র প্রদান করেন।

যাস্ক কেবল এই পর্যন্ত নহে—প্রত্যুত ঋষি পরম্পরার উপর আলোক সম্পাত করিতে গিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে যাঁহারা ধর্ম সাক্ষাৎকার করেন নাই তাঁহারা প্রাচীন ঋষিদের উপদেশ বা মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

"উপদেশায় গ্লায়ন্তো অবরে বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষুর্বেদং চ বেদাঙ্গানি চ।" [নিরুক্ত অধ্যায় ১, খণ্ড ২]

উপদেশ গ্রহণে অসমর্থ সে অবর (হীন) লোকেরা এই গ্রন্থ (= নিঘণ্টু) তথা বেদ ও বেদাঙ্গসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন।

দেখা যায় বুদ্ধের উক্তি ও যাস্কের মতের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। বেদ ঋষিপ্রণীত—এই মত জৈমিনির পূর্ব সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই অসম্ভব অপৌরুষেয়ত্ব বর্ণনায় জৈমিনি ও তাঁহার অনুগামীগণ কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে এই অপৌরুষেয় বাদের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়া নিজেরা যশস্বী হইয়াছেন। পরবর্তী তার্কিক জয়ন্ত ভট্ট মীমাংসদিগকে বলিয়াছেন, "হ্যাঁ, আপনারা নিশ্চয় যশ পান করিয়াছেন। আপনারা চাই যশ পান করুন, চাই দুধ পান করুন অথবা স্বীয় বুদ্ধির জড়তা অপনোদনের নিমিত্ত ব্রাহ্মীঘৃত পান করুন, কিন্তু এই বিষয় নিঃসন্দেহ যে বেদ কোনো-না-কোনো পুরুষের দ্বারা রচিত হইয়াছে। অবশ্য উহার রচনাতে কিছু বৈচিত্র্য আছে, সে বৈচিত্র্যের দরুন উহা কাহারো রচিত নহে

বলা সম্পূর্ণ অভিনব যুক্তি মাত্র।”

“মীমাংসকা যশঃ পিবন্তু পয়োব পিবন্তু বুদ্ধি জাড্যাপনয়নায় ব্রাহ্মীঘৃতং বা পিবন্তু। বেদস্তু পুরুষ প্রণীত এব নাত্র ভ্রান্তিঃ।... বৈচিত্র্যমাত্রেন বেদে কর্ত্রভাবো রূপাদেব প্রতীয়তে নূতনেয়ং বাচোযুক্তি।” [ন্যায় মঞ্জুরী, আহ্নিক ৪]

৫. সর্বজ্ঞতার স্বরূপ

ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ শাখাই সর্বজ্ঞতা ভাব স্বীকার করে। ‘সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ’ বাদরায়ণের এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিস্বরূপ, উহার মায়া মহান; উহাতে সর্বধর্মের সমন্বয় হয়।”

পাতঞ্জলি যোগীদের সর্বজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। যোগীরা সংযম ও সাধনা বলে যে জ্ঞান অর্জন করেন, উহার নাম ‘তারক’। উহা সমস্ত বিষয় ও বিষয়ের সর্ব-অবস্থার জ্ঞান—যার জন্য কোনো ধারাবাহিকতার প্রয়োজন নাই। একবারেই করতলামলবৎ জানিতে পারেন।

“তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা বিষয়ক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥” [যোগ-সূত্র ৩।৫৪]

ঈশ্বরে সর্বজ্ঞবীজ নিরতিশয় বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। উহা প্রাচীন ঋষিদের গুরু।

“তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ [স] পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাত্॥ [যোগ-সূত্র ১। ২৫।২৬]

যোগিগণের সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে কণাদও বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলেন, “আত্মা ও মনের সংযোগ বিশেষে (ধ্যানে) আত্মার ও অন্য দ্রব্যসমূহের জ্ঞান জন্মে।”

“আত্মান্যাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্। তথা দ্রব্যান্তরেষু। [বৈশেষিক-সূত্র ১। ১। ১১, ১২]

এই সর্বজ্ঞতা বাদের দাবি করিয়াই ধর্ম প্রবর্তকেরা নিজেদের বাণী জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। সর্বজ্ঞতাবাদ ব্রহ্ম কিংবা ঈশ্বরের সহিত জড়িত হউক, অথবা মহাবীর, বুদ্ধ, কপিল, কণাদ, অক্ষপাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি যাহার সহিত যুক্ত হউক না কেন ইহার উদ্দেশ্য কেবল দৃষ্ট জগতের উপর অদৃষ্ট জগতকে তুলিয়া ধরা। বস্তুত অদৃষ্ট জগৎকে সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের পক্ষে সর্বজ্ঞতাবাদের প্রয়োজন ছিল।

জৈনগণ প্রথম হইতেই তাঁহাদের ধর্ম প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীরকে সর্বজ্ঞ

বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আচারংগ সূত্রে বলা হইয়াছে :

“সে... জিনে কেবলী সব্বঞ্ঞু সব্বভাব দরসী।”

তিনি কেবলী, জিন, সর্বজ্ঞ ও সর্ব পদার্থের দ্রষ্টা। আবশ্যক নিরুক্তে বলা হইয়াছে :

“তং নত্থি জং ন পাসয্হ ভূযং ভব্যং ভবিস্‌সং চ।”

ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের এমন কোনো পদার্থ নাই যাহা তিনি জানেন না।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ও বর্ধমান মহাবীরের সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে দাবির উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যমনিকায়ে চূলদুক্‌খক্‌খন্ধ সূত্রে (১৪) বলা হইয়াছে : “নিগণ্ঠ নাতপুত্র সর্বজ্ঞ।”

বর্তমান খণ্ডের সন্দক সূত্রে (৭৬) এ বিষয় পরিহাসচ্ছলে উল্লিখিত হইয়াছে : “এখানে কোনো শাস্তা সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অশেষ জ্ঞানদর্শন জানার দাবি করেন...। তথাপি তিনি শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন, (তথায়) ভিক্ষা লাভ করেন না...। (আপনি সর্বজ্ঞ হইয়া) এই কী (করিতেছেন)?” জিজ্ঞাসিত হইলে বলেন, “শূন্যগৃহে প্রবেশের আমার নিয়তি ছিল, তাই প্রবেশ করিলাম। ভিক্ষা না পাইবার নিয়তি ছিল, তাই পাইলাম না...। (১৪৭ পৃ.) তাহা হইলে প্রশ্ন হইল, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালের সর্ববিষয় জানার দাবির সার্থকতা কী?

বৌদ্ধেরাও বুদ্ধকে সর্বজ্ঞ মনে করেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থানে এই কথার উল্লেখ থাকিলেও বুদ্ধ তাহা সোজাসোজিভাবে স্বীকার করেন নাই। পরিব্রাজক বচ্ছগোত্ত ভগবানকে বলিলেন, “শোনা যায় ভন্তে, শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিখিল বিশ্বের সর্বপ্রকার জ্ঞান দর্শন অবগত আছেন। চলন, দাঁড়ান, সুপ্ত ও জাগরণ অবস্থায় তাঁহার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত থাকে।... যাহারা এরূপ বলে তাহারা কি ভগবান সম্বন্ধে যথার্থবাদী?”

“বচ্ছ, তাহারা আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী নহে...।” [১১৫ পৃ.]

রাজা প্রসেনদি কোশলকে বুদ্ধ বলিতেছেন, “মহারাজ, আমি যে বাণী প্রচার করিয়াছি তাহা এইরূপ : ‘এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি একইবারে (সকিদেব) সমস্ত জানিবেন, সমস্ত দেখিবেন; ইহা সম্ভব নহে।” [কণ্ণকত্থল সূত্র ২৫৩ পৃ.]

আচার্য নাগসেন ‘মিলিন্দ-প্রশ্নে’ বুদ্ধকে সর্বজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন : “বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ছিলেন।” [১২১ পৃ.]

কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে তিনি প্রতিক্ষণে সংসারের যাবতীয় ঘটনা

অবগত হইতেন। তাঁহার সর্বজ্ঞতা ছিল ধ্যানসাপেক্ষ—অভিজ্ঞাপাদক ধ্যানসহকারে যেকোনো বিষয় তিনি জানিতে সমর্থ হইতেন।

আচার্য নাগসেনের বাণী কণ্নকত্থল সূত্রকে সমর্থন করিতেছে। একবারে নহে, পরন্তু যখন যাহা জানিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহা জানা বুদ্ধের পক্ষে সম্ভব ছিল। সুতরাং বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা ও অপরের সর্বজ্ঞতায় বিলক্ষণ প্রভেদ বিদ্যমান। অন্যেরা সদাসর্বদা সর্ববিষয় দেখিয়া থাকেন আর বুদ্ধ যখন যাহা জানার প্রয়োজন বোধ করেন তখন তাহা জানিতে পারেন।

আচার্য শান্তরক্ষিত 'তত্ত্ব-সংগ্রহে' এ বিষয় পুনরুল্লেখ করিয়াছেন :

"যদ্যাদিচ্ছতি বোদ্ধোং বা তত্তদ্বেত্তি নিরোগতঃ।
শক্তিরেবং বিধা তস্য প্রহীণাবরণো হ্যসৌ ॥"

তিনি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছুক তাহা ধ্যানযোগে জানিতে পারেন। তাঁহার শক্তি এতাদৃশী, যেহেতু তাঁহার যাবতীয় আবরণ (অবিদ্যাদি) পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা স্বীকার করিলেও বৌদ্ধেরা উহার উপর বিশেষ জোর দেন নাই। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা বিষয় অপেক্ষা ধর্মবিষয়ের উপরই তাঁহাদের আকর্ষণ অধিক। ধর্মকীর্তি 'প্রমাণ বার্তিকে' বলিয়াছেন :

"হেয়োপাদেয় তত্ত্বস্য সাভ্যুপায়স্য বেদকঃ।
যঃ প্রমাণমসাবিষ্টো ন তু সর্ব্বস্য বেদকঃ ॥"

তিনি উপায় সহিত হেয় ও উপাদেয় তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করেন, এই কারণে বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তিনি সর্ব বিষয়ের জ্ঞাতা বলিয়া নহে।

স্থির বুদ্ধিতে চিন্তা করিলে নিশ্চয় প্রতিভাত হইবে যে, কোনো মহাপুরুষের পক্ষে তিনি যত বড় জ্ঞানীই হউন না কেন, এক সঙ্গে বিশ্বের সকল ঘটনা জানা ও দেখা কেবল অবিশ্বাস্য নহে, অসম্ভবও বটে। যদি কেহ সতত জগতের সকল বিষয় জানার দাবি করেন তবে তাঁহার পক্ষে সারাক্ষণ আহার নিদ্রা কিছুই হইবে না। কারণ এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর কত অসংখ্য বিচিত্র ঘটনাই না সংঘটিত হইতেছে।

৬. জাতিভেদের অনর্থ

জাতিভেদের ভিত্তি শুধু অন্ধবিশ্বাসে নহে, পরন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে স্বার্থপরতা, ঘৃণা ও হিংসা। শূদ্র সম্বন্ধে মনু প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। রামায়ণ ও মনুস্মৃতির

উক্তিরূপে হিন্দিতে তুলসী দাসের এক কবিতায় বলা হইয়াছে :

“পূজিত্র বিপ্র সকলগুণহীনা-শূদ্রন গুণগণ জ্ঞান প্রবীণা।
ঢোল গমার শূদ্র পশুনারী-সকল তাড়নাকে অধিকারী ॥”

সর্ববিধ গুণহীন হইলেও ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে, গুণরাজি ও জ্ঞানে প্রবীণ হইলেও শূদ্রদিগকে পূজা করিতে নাই। ঢোল, গ্রাম্যলোক, শূদ্র, পশু এবং নারী ইহারা সর্ববিধ উৎপীড়নের অধিকারী বা যোগ্য। এখানে শূদ্র নারীকে পশুর সমান কল্পনা করা হইয়াছে।

কূটবুদ্ধির চক্রান্তে, এক সময় ভারতীয় জনতার এক বৃহত্তর অংশ শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞানচর্চা, মানবোচিত অধিকার ও সাম্য ব্যবহারে বঞ্চিত ছিল। আজও তাঁহাদের সংখ্যা বহুকোটি, যার জন্য স্বাধীন ভারত সরকারকে আইন করিয়া এই অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে হইয়াছে।

এই জাতিভেদকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রবল প্রয়াস চলিয়াছে। বুদ্ধের সময়েও কোনো কোনো লোকের ধারণা ছিল যে, ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কারণে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ :

“ভো গৌতম, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অন্য বর্ণ হীন।... ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার ঔরসপুত্র, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মনির্মিত, ব্রহ্মের দায়াদ।”

এই যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত বুদ্ধ বলিয়াছেন :

“অশ্বলায়ন, বস্তুত ব্রাহ্মণদের গৃহে ব্রাহ্মণীদিগকে ঋতুমতী হইতে, গর্ভধারণ করিতে, প্রসব করিতে ও স্তন্য পান করাইতে দেখা যায়; তাঁহারা ব্রাহ্মণী যোনিজ হইয়া এইরূপ বলে কেন?” [২৭৭ পৃ.] অর্থকথাকার বলেন যে, “যদি তাহা হয় তবে ব্রাহ্মণীদের গর্ভাশয় ব্রহ্মার উরু? এবং প্রস্রাবমার্গ ব্রহ্মার মুখে পর্যবসিত হয়।” [প. সূ.]

এই সূত্রে নানা যুক্তি-উপমার সাহায্যে বুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছেন যে, চার বর্ণই সমান এবং শুদ্ধ। জন্মের দোহাই দিয়া কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব-হীনত্বের বিচার ভিত্তিহীন।

“অশ্বলায়ন, প্রথমে তুমি জাতিবাদে গিয়াছিলে, জাতি হইতে মন্ত্রে পৌঁছিলে, তৎপর তপস্যায় উপনীত হইলে; অধুনা আমি যাহা উপদেশ করিতেছি, তুমি সেই ‘চাতুবর্ণ্য শুদ্ধিতে’ প্রত্যাবর্তন করিলে।” [২৮১ পৃ.] এসুকারী সূত্রে চারি বর্ণের চতুর্বিধ পরিচর্যা ও চতুর্বিধ স্বধন বা স্বধর্মের ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। তৎসম্বন্ধে বুদ্ধ বলেন, “কেমন ব্রাহ্মণ, সারা বিশ্ববাসী কি ব্রাহ্মণদিগকে ইহা অনুমতি দান করিয়ছেন যে, ব্রাহ্মণেরাই এই চার প্রকার পরিচর্যা ও স্বধনের ব্যবস্থা প্রজ্ঞাপিত করিবেন?” [২৯৯ পৃ.]

বাশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ নামক দুই শিক্ষাব্রতী ব্রাহ্মণ যুবকের মধ্যে সংশয় জাগ্রত হইল, 'কী প্রকারে ব্রাহ্মণ হয়।' ইহার সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা বুদ্ধের সমীপে উপনীত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "জন্মে হয় কিংবা কর্মে কিসে হয় যথার্থ ব্রাহ্মণ?"

ভগবান বলিলেন, "তৃণ-বৃক্ষলতা, ক্ষুদ্র কীট-পিপীলিকা, পতঙ্গাদি, ছোটো-বড় চতুষ্পদ জন্তুগণ, উরগনিচয়, মৎস্যাদি জলচর প্রাণীসমূহ ও পক্ষীগণ জন্মগত চিহ্নের দরুন ভিন্ন জাতি হয়; কিন্তু মানুষের মধ্যে তদ্রূপ জন্মগত বিভিন্ন গঠন নাই। কেশ, শির, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল, মুখ, নাক, ওষ্ঠ, ভ্রূ-যুগল, গ্রীবা, অংস, পৃষ্ঠ, উদর, শ্রোণি, বক্ষ, গুহ্যদেশ, হস্ত, পদ, নাক, অঙ্গুলি, জংঘা, উরু, বর্ণ ও কণ্ঠস্বরে কোনো পার্থক্য নাই।" [৩১০ পৃ.] সুতরাং জন্মের দরুন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণত্বের দাবি যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ যদ্বারা অনেকের মধ্য হইতে একজনকে বাছিয়া লওয়া যায় তাহা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে যেরূপ দেখা যায়, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণেও সেরূপ স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান।

"বস্তুত জন্মহেতু কেহ ব্রাহ্মণ কেহ অব্রাহ্মণ হয় না। কর্মবশে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ হয়। কৃষক, শিল্পী, বণিক, প্রেষ্য, চোর, যোদ্ধা, যাচক ও রাজা কর্ম নিবন্ধন হইয়া থাকে।"

জন্মগত সাম্যবাদ ভারতবর্ষে বহু শতাব্দীব্যাপী অব্যাহত ছিল। ফলে বিদেশাগত গ্রিক, শক, হুন, প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতি ভারতের সাম্য-মৈত্রী ও অহিংসা নীতিতে আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ভারতীয় সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। এই মতবাদ পরবর্তী মহাভারতেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে :

"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥
বৃত্তেস্থিতশ্চ শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং চস গচ্ছতি।"

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা এই সকল ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত সদাচারই উহার কারণ। যিনি সদাচারে স্থিত আছেন তিনি শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হন।

এই নীতি উপেক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বৈষম্যমূলক জাতিভেদ প্রথা আবার মাথা তুলিয়াছে। ভারতীয় জাতি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া সাম্য, মৈত্রী, সংহতি ও স্বাধীনতা হারাইয়াছে। পরস্পরে অকারণ ঘৃণা ও হিংসা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহিরাগতকে আপন করা আর সম্ভব হয় নাই। ফলে বৃহত্তর ভারত আজ দ্বিধা খণ্ডিত হইয়াছে।

এই সর্বনাশকর জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে ভারতীয় মনীষীগণ যুগে যুগে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীনেহেরু বলেন, "ভারতে বহুশত বৎসর ধরিয়া জাতিভেদ প্রথা অভিশাপের মতো বিরাজ করিতেছে। উহা ভারতের দুর্বল ও উহার মর্যাদাহানি করিয়াছে। উহা তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছে এবং তহাদিগকে বিদেশি বিজয়ীদের দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করিয়াছে। উহা ঐক্যবোধ তিরোহিত করিয়াছে। উহা বহুসংখ্যক দেশবাসীর মর্যাদা হানি করিয়াছে, কারণ বহু দেশবাসী এই হীনতা চাপাইয়া দিয়াছে। ভারতে এই প্রথার কোনো স্থান নাই।" [নিরঞ্জনা ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা]

নবার্জিত স্বাধীনতার স্থিতি ও উন্নতির নিমিত্ত বর্তমান ভারতে শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। তজ্জন্য মানুষের হৃদয় গঠনে বৌদ্ধ সাম্যবাদ পরম সহায়ক হইবে।

পালিসাহিত্য ভারতীয় সাংস্কৃতির এক বিরাট ভাণ্ডার। তদানীন্তন ভারতের দর্শন, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, শিল্প-কলা, রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি গবেষণার অপরিমেয় সামগ্রী ইহাতে বিদ্যমান।

এই ভাষা সহস্রাধিক বৎসর ভারতে প্রচলিত ছিল। এখনো ইহা সিংহল, ব্রহ্মা, শ্যাম, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ অংশে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিতেছে। চীনা, জাপানি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় পালির অনেক গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। অনুবাদের অভাবে বাংলা সাহিত্য এই দিক হইতে এখনো অপূর্ণ রহিল। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য বাংলায় অনূদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক মনীষী এই অভাব অনুভব করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত ইহার প্রতিকার হয় নাই। কোনো সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই কার্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। ইহা বাংলার পক্ষে গৌরবের নহে।

বাংলাদেশে অনেক বৌদ্ধের বাস। তাহারা প্রাচীন বৌদ্ধ ভারতের বিবর্তিত মহাযান শাখার ক্ষয়িষ্ণু পরিণতি। পাল রাজত্বের পর হইতে ইহারা নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। ফলে তাঁহারা নিজস্ব ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি হারাইয়া পশ্চাদপদ হইয়া পড়েন। এই সময় পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ আরাকান রাজাদের অধীন হয়। তাঁহাদের সংস্রবে আসিয়া বাংলার বৌদ্ধগণ পূর্বমত ছাড়িয়া থেরবাদ গ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে থেরবাদে পরিবর্তিত হন। ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ত্রিপিটকের সামান্য মূল ও সংগ্রহগ্রন্থ অনূদিত ও রচিত হয়। ধর্মীয় সাহিত্য মাতৃভাষায়

সুলভ না হওয়ায় বৌদ্ধদের স্বধর্ম শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতেছে।

যৌথ প্রচেষ্টায় রেঙ্গুনে বুড্ডিস্ট মিশনের প্রেস প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থমুদ্রণ এই অভাব পূরণে অগ্রণী ছিল। যোগেন্দ্র রূপসীবালা ট্রাস্ট বোর্ডের চার পাঁচখানা গ্রন্থমুদ্রণও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত রহিয়া গেল। ইহাদের ধ্বংসাবশেষের পরিণামও হতাশাব্যঞ্জক।

শ্রদ্ধাবান উপাসক ডা. শ্রীযুত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া Captain. Ex. I. A. M. C. মহাশয় এই মহৎ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কেবল স্বোপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিলেন না, বরং বঙ্গ সাহিত্যের ও বাঙ্গালির এক বিরাট অভাব মোচনে ব্রতী হইলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সকল দিক হইতে অভিনন্দনযোগ্য। আমরা সর্বান্তকরণে তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

রেঙ্গুনে অবস্থান করিয়া যাঁহারা গ্রন্থানুবাদ করিবেন তাঁহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত ডাক্তার সুধাংশু বাবু সতত উৎসুক। তথাকার "চট্টল বৌদ্ধ সমিতি" এইকার্যে উৎসাহী ও সহানুভূতিশীল। ব্রহ্মসরকার হইতেও এই কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। অনেক লেখক কোনো কোনো গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াও অর্থাভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। সুধাংশু বাবুর এই উদ্যোগ তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। যাঁহাদের সামর্থ্য ও অভিলাষ আছে পালি সাহিত্য অনুবাদ করিয়া এই মহৎ কার্যে তাঁহারা সহযোগিতা করিলে বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনূদিত ও প্রচারিত হইবে এবং দেশের উপকার সাধন করিবে।

মধ্যমনিকায়ের প্রথম ভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার প্রধান অধ্যাপক ত্রিপিটকাচার্য ডক্টর স্বর্গীয় বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডিলিট (লন্ডন) মহোদয় ১৯৩৭ অব্দে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। উহা অতি উপাদেয় সংরক্ষণ হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের অনুবাদ করিবার জন্য এক সময় তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন, প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন। তাঁহার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমি ইহার অনুবাদ কার্য আরম্ভ করি। কয়েকটি সূত্র অনুবাদের পর অকস্মাৎ তিনি দেহত্যাগ করেন। আমার অনুবাদ তাঁহাকে দেখাইবার আর সুযোগ হইল না, উৎসাহ দমিয়া গেল, অনুবাদ কার্য বন্ধ রইল।

১৯৫৩ অব্দে মধ্যমনিকায়ের পরবর্তী অংশ অনুবাদের জন্য ত্রিপিটক প্রচার সমিতি আমাকে অনুরোধ করেন।

নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা সত্ত্বেও পূর্বে আরম্ভ করায়

উহাতে আমি সাগ্রহে সম্মত হই। ধর্মাঙ্কুর বিহার সংস্কার কার্যে ব্যস্ত থাকার দরুন তখন অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

১৯৫৪ সালে ব্রহ্মদেশে দুই বৎসরব্যাপী ষষ্ঠ সংগায়নের অধিবেশন হয়। তথায় থেরবাদী দেশসমূহের আড়াই হাজার বিখ্যাত পণ্ডিত ভিক্ষুর সমাবেশ হয়। তাঁহারা পালি ত্রিপিটকের তুলনামূলক সংস্কার করিয়া সংগায়ন করেন। ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে 'সঙ্গীতিকারক'-রূপে আমারও তথায় যোগদানের সুযোগ ঘটে। এই উপলক্ষ্যে ১৯৫৪ মে মাস হইতে ৫৬ মে মাস পর্যন্ত আমাকে ব্রহ্মদেশে অবস্থান করিতে হয়। এই সময় অবসরমতো তথাকার ধর্মদূত বিহারে এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করি।

শাস্ত্রজ্ঞানের ন্যায় ভাষাজ্ঞানও আমাদের নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কলিকাতায় অনুবাদ করিলে যাঁহাদের সাহায্য লাভের সম্ভাবনা ছিল, ব্রহ্মদেশে সেই সুযোগ ঘটে নাই। পক্ষান্তরে ব্রহ্মদেশে যে নিভৃত সাধনার সুযোগ লাভ করিয়াছি এবং ধর্মদূত লাইব্রেরি ও সোয়েডাগন পেগোডার চেতিয়ঙ্গন লাইব্রেরি হইতে অর্থকথা, টিকা প্রভৃতি নানা গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি, এই কর্মবহুল, পালি সাহিত্য বিরল কলিকাতায় হয়তো তাহা সুলভ হইত না। এই সকল সুবিধা-অসুবিধার মধ্যেই গ্রন্থখানি অনূদিত হইয়াছে।

আমাদের রচনার এত ভুল-প্রমাদে পূর্ণ যে, অনেকবার সংশোধন করিতে হয়। প্রুফ দর্শনে, এমনকি মুদ্রণেও তাহা সংশোধনের প্রয়োজন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আমাকে স্বস্থানে চলিয়া আসিতে হয়। রেঙ্গুনে ইহার মুদ্রণ কার্য চলে। এই সময় পরম শ্রদ্ধেয় 'অগ্গমহাপণ্ডিত' শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া ইহার প্রুফ দেখিয়া দেন, অনুবাদের সময় তিনি নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতে আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে, আদ্যোপান্ত প্রুফ দর্শন ও প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন পরিবর্ধন করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে আমার উহার আন্তরিক ধন্যবাদ। তথাপি গ্রন্থখানিতে ভুল রহিয়া গিয়াছে। উহার সংশোধন কল্পে গ্রন্থ শেষে 'শুদ্ধিপত্র' সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে ইহার কলেবর বৃদ্ধি না পায় তৎপ্রতিও আমরা সচেতন। এক শব্দ বিভিন্ন স্থানে অশুদ্ধ থাকিলেও প্রথম স্থানে সংশোধিত হইয়াছে। "নিব্বান" শব্দ পালির অনুরূপ রাখার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সর্বত্র সে নীতি রক্ষিত হয় নাই। অনুরূপ অনেক পালি শব্দ বাংলায় প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছে। স্থানবিশেষে বন্ধনীতে বাংলা শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে অনুবাদ অনেকটা পালি ঘেঁষা হইয়া পড়িয়াছে। যে

অযোগ্যতার দরুন পাণ্ডুলিপিতে ভুল-ত্রুটি রহিয়াছে, "শুদ্ধিপত্র" তৈরির সময়ও তাহা নিরসন হয় নাই। সুতরাং অতঃপরও ত্রুতি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নহে। ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য সহৃদয় পাকবর্গের পরামর্শ সাদরে আহ্বান করা হইতেছে।

ত্রিপিটকাচার্য পণ্ডিত শ্রীযুত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় মধ্যমনিকায় হিন্দিতে সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন (১৯৩৩)। উহার অনুসরণ করিয়া আমরা পুনরুল্লেখ গুলি যথাসম্ভব বাদ দিয়াছি। ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার অনুবাদ অনুসরণ ও গ্রহণ করিয়া গাথার অনুবাদ পদ্যে করা হইয়াছে। বর্তমান অনুবাদক তাঁহারা উভয়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধানাচার্য ডা. শ্রীযুত নলিনাক্ষ দত্ত এমএ, বিএলপিআরএস, পিএইচডিলিট (লন্ডন) মহাশয়ের মূল্যবান ভূমিকা গ্রন্থের মর্যাদা সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ রহিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুত সুকুমার সেনগুপ্ত এমএ, সূত্রবিশারদ মহাশয় গ্রন্থশেষে ইহার "নির্ঘণ্ট" করিয়া ধন্যবাদার্হ হইলেন। যে-সকল গ্রন্থ হইতে অনুবাদে সহায়তা লাভ করিয়াছি। সেই সকল গ্রন্থকারের উপকার স্মরণীয়। ভাই শ্রীমৎ অতুলানন্দ স্থবিরের প্রাণ-ঢালা সেবা-যত্ন আমার প্রবাস জীবনকে মধুর করিয়াছিল, তাহা চিরকাল ভুলিবার নহে। ব্রহ্মপ্রবাসী ও অধিবাসী উপাসক-উপাসিকাদের সৌজন্য ও বদান্যতা এই অনুবাদের সহায়ক ছিল, তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

১ বুড্ডিস্ট টেম্পল স্ট্রিট
কলিকাতা—১২
৬। ১০। ৫৮ ইং

শ্রী ধর্ম্মাধার মহাস্থবির
অধ্যক্ষ
নালন্দা বিদ্যাভবন

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। মজ্ঝিম নিকাযো—সিংহল ও ব্রহ্ম সংস্করণ।
২। মধ্যমনিকায় (হিন্দি)—রাহুল সাংকৃত্যায়ন।
৩। মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ড (বাংলা)—ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া।
৪। পপঞ্চসূদনী অট্‌ঠকথা—আচার্য বুদ্ধঘোষ মহাথের কৃত।
৫। পপঞ্চসূদনী টীকা—আচার্য ধর্মপাল মহাথের।
৬। বিসুদ্ধিমগ্গ—আচার্য বুদ্ধঘোষ মহাথের।
৭। বিসুদ্ধি মহাটীকা—আচার্য ধর্মপাল মহাথের।
৮। পটিসম্ভিদা অট্‌ঠকথা—আচার্য বুদ্ধঘোষ মহাথের।
৯। সমন্তপাসাদিকা (বিনয়ার্থকথা)—আচার্য বুদ্ধঘোষ মহাথের।

‘নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স’

সূত্রপিটকে
মধ্যমনিকায়
(দ্বিতীয় খণ্ড)

মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র

১. গৃহপতি-বর্গ

১. কন্দরক সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

১. এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সহিত চম্পানগর[১] সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, গগ্গরা[২] পুষ্করিণী-তীরে চম্পক বনে। তখন হস্ত্যারোহী (মাহুত) পুত্র পেস্‌স ও পরিব্রাজক কন্দরক ভগবত সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া হস্ত্যারোহী-পুত্র পেস্‌স ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক কন্দরক ভগবানের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ করিলেন, সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় কথা শেষ করিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। এক প্রান্তে স্থিত পরিব্রাজক কন্দরক তূষ্ণীভূত ভিক্ষুসংঘের দিকে অবলোকন করিয়া ভগবানকে বলিলেন :

“আশ্চর্য, ভো গৌতম, অদ্ভুত ভো গৌতম, ভগবান গৌতম কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ এতদূর সম্যক প্রতিপাদিত (উত্তমরূপে নিয়ন্ত্রিত)। ভো গৌতম, অতীতকালে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, সেই সম্যকসম্বুদ্ধগণও ভিক্ষুসংঘকে এই পরিমাণই সুনিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, যেমন অধুনা ভিক্ষুসংঘ ভগবান গৌতম কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত। ভো গৌতম, অনাগতে যাঁহারা

---

[১]। এই নগরের সর্বত্র চম্পক বৃক্ষের আধিক্য ছিল। (প-সূ.)

[২]। গগ্গরা নাম্নী রাজমহিষী-খনিত পুষ্করিণী। (প-সূ.)

সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, সেই ভগবানগণও ভিক্ষুসংঘকে এই পরিমাণ সম্যক প্রতিপন্ন করিবেন; আধুনিক ভিক্ষুসংঘ ভগবান গৌতম কর্তৃক যেরূপ সুনিয়ন্ত্রিত।"

২. "কন্দরক, তাহা সত্যই, তাহা যথার্থই। হে কন্দরক, যাঁহারা অতীতকালে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, সেই সকল ভগবানও ভিক্ষুসংঘকে এই পরিমাণই সম্যক প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন; যেমন অধুনা আমা কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ সম্যক প্রতিপাদিত। কন্দরক, অনাগতে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, তাঁহারাও ভিক্ষুসংঘকে এই পরিমাণ সম্যক প্রতিপাদন করিবেন, যেমন অধুনা আমা কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ সম্যক প্রতিপাদিত। কন্দরক, এই ভিক্ষুসংঘে ক্ষীণাসব ব্রহ্মচর্যব্রত-উদ্‌যাপিত, কৃত-করণীয়, অপনীত-ভার, সদর্থ-অনুপ্রাপ্ত, ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ, সম্যকজ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত অনেক অর্হৎ ভিক্ষু বিদ্যমান আছে। কন্দরক, এই ভিক্ষুসংঘে সন্তত (সতত) শীল, সন্তত বৃত্তি, প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাজীবী, শৈক্ষ্য (শিক্ষাব্রতী)[১] বহু ভিক্ষু আছে যাহারা চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হইয়া অবস্থান করে। কোনো চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থানে? কন্দরক, এই শাসনে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞান, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য (দ্বেষ) বিনোদনপূর্বক রূপকায়ে কায়ানুদর্শী..., বেদনাসমূহে বেদনানুদর্শী..., চিত্তে চিত্তানুদর্শী... ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করে[২]।

৩. এইরূপ উক্ত হইলে হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স ভগবানকে বলিল, "অতি চমৎকার ভন্তে, অতি অদ্ভুত ভন্তে, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত, শোক-পরিদেবনের সম্যক অতিক্রমের নিমিত্ত, দুঃখ-দৌর্মনস্যের অন্তসাধনের নিমিত্ত, জ্ঞানের (আর্যমার্গের) অধিগমের জন্য এবং নির্বাণ সাক্ষাৎকারের জন্য ভগবান কর্তৃক এই চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থান এমন সুন্দররূপে দেশিত হইয়াছে। প্রভো, শ্বেতবসনধারী আমরা গৃহীরাও সময় সময় এই চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হইয়া অবস্থান করি। ভন্তে, আমরা অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমনপূর্বক বীর্যবান, প্রজ্ঞাবান ও স্মৃতিমান হইয়া কায়ে কায়ানুদর্শীরূপে..., বেদনাসমূহে বেদনানুদর্শীরূপে..., চিত্তে চিত্তানুদর্শীরূপে..., ধর্মে ধর্মানুদর্শীরূপে অবস্থান করি।

---

[১]। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, মার্গস্থ-ফলস্থ ও অর্হত্ত্বমার্গস্থ আর্য।

[২]। স্মৃতি-উপস্থান সূত্র দেখুন, মূল-পর্যায় বর্গ ১০ম।

"অতি আশ্চর্য, ভন্তে, অতিশয় অদ্ভুত, ভন্তে, এইরূপ মনুষ্য-গাম্ভীর্য[১], মনুষ্য-কলুষ ও মনুষ্য-শঠতা বিদ্যমান সত্ত্বেও ভন্তে, ভগবান, সত্ত্বগণের হিতাহিত মার্গ পরিজ্ঞাত আছেন। ভন্তে, মানুষেরা গভীর, পশুরা অগভীর। ভন্তে, যতক্ষণের মধ্যে হস্তীগুলি (হস্তীশালা হইতে) চম্পানগরে যাতায়ত করিবে এবং যে-সমস্ত শঠতা[২], কূটতা[৩], বঙ্কতা[৪] ও জিহ্মভাব[৫] (চতুর্বিধ শারীরিক ক্রিয়া) প্রদর্শন করিবে, আমি সেই সকল হস্তী-চরিত্র স্মরণ করাইতে সমর্থ। প্রভু, আমাদের দাস, প্রেস্য (ভৃত্য) ও কর্মচারীগণ শারীরিক একপ্রকার আচরণ করে, বাচনিক একপ্রকার আচরণ করে, অথচ তাহাদের চিত্ত ভিন্নরূপে থাকে। আশ্চর্য ভন্তে, অদ্ভুত ভন্তে, এইরূপ মনুষ্য-গাম্ভীর্য, এইরূপ মনুষ্য-কলুষ, এইরূপ মনুষ্য-শঠতা বিদ্যমান সত্ত্বেও সত্ত্বগণের হিতাহিত (প্রতিপদা) এতদূর অবগত আছেন। ভন্তে, মানুষেরা অতিগভীর, পশুরা অগভীর (স্থূলবুদ্ধি, সরল)।"

৪. "উহা সেইরূপই পেস্‌স, উহা তদ্রূপই পেস্‌স, ইহারাই গভীর যথা মানুষেরা, ইহারা অগভীর যথা পশুরা। পেস্‌স, জগতে চারি প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) বিদ্যমান দেখা যায়; চারি প্রকার কী কী? (১) এখানে এক প্রকার পুদ্গল আত্মন্তপী ও আত্মপরিতাপানুযোগে (পরিতাপানুষ্ঠানে) নিযুক্ত, (২) এক প্রকার পুদ্গল পরন্তপ হয় ও পরিতাপানুযোগে নিয়োজিত, (৩) কোনো ব্যক্তি আত্মপরন্তপ ও আত্ম-পরতাপানুযোগে নিযুক্ত থাকে, (৪) আর কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ নহে আত্মন্তপানুযোগে নিযুক্ত নহে, পরন্তপও নহে পরন্তপানুযোগে নিযুক্তও নহে; সেই অনাত্মন্তপ অপরন্তপ মহাপুরুষই ইহ জীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নিবৃত, শীতিভূত (তৃষ্ণাশীতল) সুখ[৬] অনুভব করিতে করিতে স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে। পেস্‌স, এই চতুর্বিধ পুদ্গালের মধ্যে কোনো প্রকার পুদ্গল তোমার চিত্ত আরাধিত করে?"

"ভন্তে, যে ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্ম-পরিতাপানুযোগে নিযুক্ত, সে আমার চিত্ত আরাধিত করে না। ভন্তে, যে ব্যক্তি পরন্তপ, পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত, এই ব্যক্তিও আমার চিত্ত আরাধিত করে না। আর ভন্তে, যে ব্যক্তি

---

[১]। অভিপ্রায় ও ক্লেশ গাম্ভীর্য। (প.সূ.)

[২]। দাঁড়াইবার স্থানে প্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় চারিপা নিশ্চলভাবে দাঁড়ান। (প-সূ.)

[৩]। যথাস্থানে ভার পরিত্যাগ। (প-সূ.)

[৪]। প্রয়োজন স্থানে মার্গ হইতে উন্মার্গ গমন। (প-সূ.)

[৫]। উত্তর, দক্ষিণ সঙ্কেত অনুসারে গমন। প-সূ.)

[৬]। ধ্যান, মার্গ, ফল, নির্বাণ সুখ। (প-সূ.)

আত্মন্তপ আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত ও পরন্তপ পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত সেও আমার চিত্ত আরাধিত করে না; পরন্তু ভন্তে, যে ব্যক্তি আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত নহেন এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপানুযোগেও নিযুক্ত নহেন, সেই অনাত্মন্তপ ও অপরন্তপ পুরুষই যিনি ইহ জীবনে তৃষ্ণাহীন, নিবৃত, (শান্তিপ্রাপ্ত), শীতলীভূত, সুখানুভবকারী[১] ও স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করেন; তিনিই আমার চিত্ত আরাধিত করেন।"

৫. "কেন পেস্‌স, এই ত্রিবিধ পুদ্গল তোমার চিত্ত আরাধিত করে না?"

"ভন্তে, যে ব্যক্তি আত্মন্তপ ও আত্মন্তপানুযোগে নিযুক্ত, সে দুঃখবিরোধী সুখকামী নিজকে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে; সেই কারণে এই ব্যক্তি আমার চিত্ত আরাধিত করিতে পারে না। ভন্তে, যে ব্যক্তি পরন্তপ ও পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত, সে সুখকামী দুঃখবিরোধী পরকে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে; সে কারণে এই ব্যক্তিও আমার চিত্ত আরাধিত করে না। এবং যে ব্যক্তি আত্মন্তপ আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত ও পরন্তপ, পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত, সে সুখকামী ও দুঃখ ঘৃণাকারী নিজকে এবং পরকে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে; সে কারণে সেই ব্যক্তিও আমার চিত্ত আরাধিত করে না। অপিচ ভন্তে, যে ব্যক্তি আত্মন্তপ নহেন, আত্মতাপানুযোগে নিযুক্ত নহেন এবং পরন্তপ নহেন, পরপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত নহেন; সেই অনাত্মন্তপ ও অপরন্তপ পুরুষই ইহ জীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নিবৃত, শীতলীভূত, সুখ প্রতিসংবেদী ও স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করেন। সেই কারণেই তিনি আমার চিত্ত আরাধিত করেন। উত্তম ভন্তে, এখন আমরা যাই, আমাদের বহু কৃত্য বহু করণীয়।"

"হ্যাঁ, পেস্‌স, এখন তুমি যাহা উচিত মনে করো।" অতঃপর হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিল এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

৬. তখন হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স প্রস্থান করিলে অনতিবিলম্বে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"ভিক্ষুগণ, হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স পণ্ডিত, ভিক্ষুগণ, মহাপ্রাজ্ঞ হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স। ভিক্ষুগণ, আমি এই চতুর্বিধ ব্যক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা পর্যন্ত যদি পেস্‌স মুহূর্তকাল অবস্থান করিত তবে তাহার মহৎ অর্থ

---

[১]। ধ্যান, মার্গ, ফল, নির্বাণ সুখানুভবকারী। (প-সূ.)

(স্রোতাপত্তিফল) সংযুক্ত (লাভ) হইত[১]। অথচ ইহাতেও হস্ত্যাচার্য-পুত্র পেস্‌স মহৎ অর্থের (সংঘে প্রসাদ ও স্মৃতি-উপস্থানে কৌশল্যের) অধিকারী হইল।"

"ভগবান, এই চতুর্বিধ পুদ্গল সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিভাগ করুন। ভগবান, উহার এই কাল; সুগত, এই উপযুক্ত সময়। ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুরা ধারণ করিবেন।"

"তাহা হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনে রাখ, আমি বর্ণনা করিব।"

"হ্যাঁ, ভন্তে," বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান এই প্রকারে বলিলেন :

৭. "ভিক্ষুগণ কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত?

ভিক্ষুগণ, জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অচেলক (দিগম্বর), আচারমুক্ত, হস্তাবলেহী হয়; 'আসুন, ভদন্ত!' বলিলে আসে না, 'তিষ্ঠ, ভদন্ত!' বলিলে দাঁড়ায় না, পূর্বাহরিত, [তাহার] উদ্দেশ্যে সজ্জিত ভিক্ষা ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না। সে কুম্ভী (কলস) মুখে [প্রদত্ত ভিক্ষা] গ্রহণ করে না, খড়োপি (খল্লিকা, খোলা?) মুখে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করে না; ফলকান্তর (তক্তার অন্তরাল হইতে প্রদত্ত), দণ্ডান্তর, মুষলান্তর, ভোজনপরায়ণ দুইজনের, গর্ভিণীর, স্তন্যদায়িনীর, পুরুষান্তরগতা স্ত্রীর ও সংককীর্তিত (ভেরি-বিঘোষিত) ভিক্ষা গ্রহণ করে না। যেখানে কুকুর উপস্থিত থাকে এবং যেখানে মক্ষিকা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে তথায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে না। মৎস্য-মাংস ভোজন করে না, সুরা, মৈরেয় ও থুসোদক[২] (কাঁজি?) পান করে না; সেই ব্যক্তি এক গৃহে ভিক্ষা করে, এক গ্রাস মাত্র ভোজন করে; দুই গৃহে ভিক্ষা করে, দুই গ্রাসে যাপন করে, সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করে, সপ্ত গ্রাস ভোজী হয়। এক দত্তি (পাত্রবিশেষ) দ্বারা যাপন করে, দুই দত্তি দ্বারা যাপন করে, সপ্ত দত্তি দ্বারা যাপন করে। একদিন অন্তর আহার গ্রহণ করে, দুই দিন অন্তর আহার গ্রহণ করে, সপ্তাহ অন্তর আহার গ্রহণ করে। এইরূপে এমনকি অর্ধমাস অন্তর পর্যায়ক্রমে অন্ন-ভোজন-ব্রতে নিরত থাকিয়া অবস্থান করে। শাক ভোজী হয়, শ্যামাক (কাঁচাশাক) ভোজী হয়, নীবার (বন্য ধান) ভোজী হয়, দর্দুর

---

[১]। যাহাদের মার্গফলের উপনিশ্রয় আছে, বুদ্ধের সম্মুখে আসিলেও ক্রিয়াপরিহানি ও পাপমিত্রতা এই দুই কারণে তাহাদের ক্বচিৎ অন্তরায় হয়। ধনঞ্জনী ব্রাহ্মণ ও অজাতশত্রু ইহার নিদর্শন। (প. সূ)

[২]। বিবিধ শস্য সংযোগে কৃত, পরিবাসিত লবনাম্ল জল। (প-সূ.)

(চর্মকার ত্যক্ত ময়লা) ভোজী হয়, শৈবাল ভোজী হয়, কণ্ (তণ্ডুলাংশ) ভোজী হয়, আচাম (দগ্ধান্ন) ভোজী হয়, পিনাক (তিলকল্ক) ভোজী হয়, তৃণ ভোজন করে, অথবা গোময় ভক্ষণ করে। বনফল-মূল আহার করে ও স্বয়ং পতিত ফল ভোজন করিয়া যাপন করে। সে শণ-বস্ত্র পরিধান করে, মশান-বস্ত্র পরিধান করে, শব-বস্ত্র পরিধান করে, পাংশুকূল (ধূলিমিশ্র বস্ত্র) ধারণ করে, তিরীট (বৃক্ষছাল) ধারণ করে, মৃগচর্ম পরিধান করে, চর্মনির্মিত পোষাক ব্যবহার করে, কুশচীর ধারণ করে, বল্কল বস্ত্র পরিধান করে, (কাষ্ঠ) ফলক-বস্ত্র পরিধান করে, কেশ কম্বল ব্যবহার করে, বাল কম্বল ধারণ করে এবং উলুক পালক ধারণ করে। কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত হয়, কেশশ্মশ্রু মুণ্ডণ-ব্রতে নিযুক্ত থাকে, আসন পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বস্থিত বা দণ্ডায়মান থাকে। উৎকুটিক হয়, উৎকুটিক যোগাসনে তৎপর থাকে। কণ্টকশায়ী হয়, কণ্টক শয্যায় শয়ন করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনবার উদকে অবগাহন করে, উদকাবগাহন-ব্রতে নিযুক্ত থাকে। এইরূপে বিবিধ কায়িক আতাপন পরিতাপন ব্রত অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিয়া অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিই আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপ ব্রতানুষ্ঠানে নিয়োজিত। (১)

৮. "ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি পরসন্তাপী, পরসন্তাপজনক কার্যে নিরত? ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো ব্যক্তি মেষ (উরম্ভ) ঘাতী, শূকর ঘাতক, পক্ষীহন্তা, মৃগ-শিকারী, ব্যাধ, মৎস্যঘাতী, চোর, চোর-ঘাতক ও কারাগার রক্ষী হয়, অথবা যাহারা অপর কোনো নিষ্ঠুর কর্মে নিরত থাকে। ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিই পরন্তপ, পরসন্তাপজনক কার্যে নিরত।" (২)

৯. "ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ-আত্মপরিতাপজনক কার্যে নিযুক্ত ও পরন্তপ-পরিতাপানুযোগে নিযুক্ত? ভিক্ষুগণ, জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মূর্ধাভিষিক্ত (মুকুটাভিষিক্ত) ক্ষত্রিয়রাজা কিংবা মহাশাল ব্রাহ্মণ হন, তিনি নগরের পূর্বদিকে অভিনব যজ্ঞশালা (সন্থাগার) নির্মাণ করিয়া, কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া সখুর মৃগচর্ম পরিধান করেন, ঘৃত ও তৈল দ্বারা শরীর মর্দন (সংবাহন) করেন, মৃগশৃঙ্গ দ্বারা পৃষ্ঠদেশ কণ্ডুয়ন করিতে করিতে (স্বীয়) মহিষী ও পুরোহিত ব্রাহ্মণসহ যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন। তিনি অন্তর (বিছানা) হীন ভূমিতে সবুজ তৃণে শয্যা রচনা করেন। সমবর্ণ বৎসবতী এক গাভীর প্রথম স্তনে যে দুধ হয়, তদ্বারা রাজা দিন যাপন করেন। দ্বিতীয় স্তনের দুধ দ্বারা মহিষী যাপন করেন, তৃতীয় স্তনের দুধ দ্বারা পুরোহিত ব্রাহ্মণ যাপন করেন ও চতুর্থ স্তনের দুধ দ্বারা (তাঁহারা) অগ্নি-হোম (জুহন) করেন। অবশিষ্ট ক্ষীর দ্বারা বাছুর জীবন ধারণ করে। সে রাজা আদেশ করেন,

'যজ্ঞের নিমিত্ত এতগুলি বৃষ... এতগুলি বাছুর (বৎসতর)..., বৎসতরী..., ভেড়া হত্যা করা (বলি দেওয়া) হউক। যূপকাষ্ঠের জন্য এত সংখ্যক বৃক্ষ ও যজ্ঞ-ভূমির ঘেরা ও আচ্ছাদনের নিমিত্ত এই পরিমাণ দর্ভ (কুশ) তৃণ ছেদন করা হউক।' যে-সকল দাস, ভৃত্য, কর্মচারী তথায় থাকে; তাহারাও দণ্ড-তর্জিত ভয়-তর্জিত সাশ্রুনয়নে রোদন করিতে করিতে ইহার আয়োজন করে। ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিই আত্মন্তপ-আত্মপীড়াজনক ব্রতানুষ্ঠানে নিরত এবং পরন্তপ-পরদুঃখজনক কর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত।" (৩)

১০. "ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ নহে-আত্মন্তপজনক কার্যেও নিয়োজিত নহে এবং পরন্তপ নহে-পরন্তপজনক কার্যেও নিয়োজিত নহে? কে সেই অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ ব্যক্তি যে ইহজীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত স্বয়ং সংভোগ করিতে করিতে ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে?" (৪)

"ভিক্ষুগণ, ইহ জগতে তথাগত উৎপন্ন হন, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, দম্য-পুরুষের অনুত্তর সারথি, দেব-মানুষের শাস্তা (শিক্ষাদাতা), বুদ্ধ ভগবান; তিনি দেব, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ জীবলোককে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া [উহাদের স্বরূপ] জ্ঞাপন করেন। তিনি ধর্ম প্রচার করেন—যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং যাহা অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত। তিনি সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। কোনো গৃহপতি, গৃহপতি পুত্র কিংবা অন্যতর নীচ কুলোদ্ভব কোনো লোক সেই ধর্ম শ্রবণ করে, সে সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত হয়। সে সেই শ্রদ্ধাসম্পদে যুক্ত হইয়া এইরূপ বিচার করে : 'গার্হস্থ্য জীবন বাধাবহুল (সম্বাধ) রজঃপথ, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশবৎ প্রশস্ত; গার্হস্থ্য জীবনে অবস্থান করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ শুভ্র-শঙ্খসন্নিভ সর্বাঙ্গ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ সহজ নহে। অতএব আমার পক্ষে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক আগার হইতে নিষ্ক্রমণ এবং অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই উত্তম'। অতঃপর সে অল্প ভোগৈশ্বর্য এবং অল্প জ্ঞাতিসংঘ কিংবা বিশাল জ্ঞাতিসংঘ পরিত্যাগ করিয়া কেশশ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্বক কাষায়বসন পরিধান করে এবং আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়।"

১১. "এই প্রকারে প্রব্রজিত অবস্থায় সে ভিক্ষুজনোচিত শিক্ষা ও জীবিকাপরায়ণ হইয়া প্রাণিহত্যা চেতনা পরিহারপূর্বক প্রাণিহিংসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, দণ্ড বিরহিত, অস্ত্রবিরহিত, হিংসায় লজ্জাশীল, জীবের প্রতি দয়াপরায়ণ, সর্বপ্রাণী ও সর্বভূতের হিতানুকম্পী হইয়া জীবন যাপন করে।

অদত্তাদান (চৌর্য) পরিহার করিয়া অদত্তাপহরণ হইতে প্রতিবিরত হয়; শুধু দত্ত-গ্রাহী ও দত্ত-প্রত্যাশী হইয়া সে অচৌর্যে পবিত্রান্তঃকরণে জীবন যাপন করে। অব্রহ্মচর্য পরিহার পূর্বক সে ব্রহ্মচারী হয়, গ্রাম্যাচার মৈথুন হইতে দূরে থাকে, সম্পূর্ণ বিরত হয়। মৃষাবাদ পরিহার করিয়া মিথ্যা বলা হইতে প্রতিবিরত হয়, সে সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, সত্যে স্থিত, লোকের বিশ্বস্ত ও অবিসংবাদী হয়। পিশুন (ভেদ) বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সে পিশুন-বাক্যে বিরত হয়, এখানে শুনিয়া ইহাদের ভেদের নিমিত্ত অন্যত্র বলে না, অন্যত্র শুনিয়া উহাদের ভেদ সংঘটনের জন্য এখানে বলে না। এইরূপে সে বিচ্ছিন্নের মিলন কর্তা, সম্মিলিতদের উৎসাহদাতা, সমগ্রারাম, সমগ্ররত, সমগ্রানন্দ ও ঐক্যকর বাক্য ভাষণ করে। পরুষ (কর্কশ)-বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরুষ-বাক্য-বিরত হয়, যে-সকল বাক্য নির্দোষ, শ্রুতিমধুর, প্রীতিজনক, হৃদয়গ্রাহী, নাগরিক (পৌরী), বহুজন প্রিয়, বহুজন সন্তোষজনক, তাদৃশ বাক্য ভাষণ করে। সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া সে বৃথা-বাক্যে বিরত হয়, কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, বিনয়-বাদী যথাসময় যুক্তি উপমাসহ নিধানযোগ্য বাক্য বলে, যাহা পরিচ্ছেদ যুক্ত ও অর্থসমন্বিত। সে বীজগ্রাম ভূত-গ্রাম গ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হয়। সে বিকাল-ভোজন বিরত রাত্রি উপবাসী, দৈনিক একবার ভোজন করে। নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসব (বিসূক) দর্শনে বিরত হয়। মালা-গন্ধ-বিলেপন ধারণ-মণ্ডণ-বিভূষণস্থানীয় দ্রব্য ব্যবহারে প্রতিবিরত হয়। উচ্চশয্যা-মহাশয্যা প্রতিবিরত হয়। জাত-রূপ-রজত গ্রহণে প্রতিবিরত হয়; আমক (কাঁচা) ধান্য গ্রহণে বিরত হয়; কাঁচা মাংস গ্রহণে প্রতিবিরত হয়; স্ত্রী-কুমারী গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হয়; দাস-দাসী গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হয়; ছাগল-ভেড়া গ্রহণে প্রতিবিরত হয়' কুক্কুট-শূকর গ্রহণে প্রতিবিরত হয়; হস্তী-গো-অশ্ব-বড়বা (অশ্বতরী) গ্রহণে প্রতিবিরত হয়; ক্ষেত্র-বাস্তু প্রতিগ্রহণে বিরত হয়; দৌত্যকর্মে প্রেরণ-গ্রহণের উদ্যেগ হইতে প্রতিবিরত হয়; ক্রয়-বিক্রয় হইতে প্রতিবিরত হয়; তুলাকূট[১]-কাংস্যকূট (আঢ়ক)-পরিমাণ কূট হইতে প্রতিবিরত হয়; উৎকোচ গ্রহণ-প্রবঞ্চনা-মায়া-কুহক হইতে প্রতিবিরত হয়; ছেদন-বধ-বন্ধন-বিপর্যয়-বিলোপসাধন-দুঃসাহসিক (ডাকাতি) কার্য হইতে প্রতিবিরত হয়। সে দেহরক্ষার উপযোগী চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষান্নে সন্তুষ্ট থাকে। যেদিকে যায় সমুদয় লইয়াই প্রস্থান করে; যেমন—পক্ষী শকুন যেখানে যায় স্ব-পক্ষভারেই উড়িয়া

---

[১]। তুলাযন্ত্রে প্রতারণা।

যায়; সেইরূপ এই ভিক্ষু দেহরক্ষার উপযোগী চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষান্ন দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে আর যেখানে যায় সমস্ত লইয়াই প্রস্থান করে। সে এইরূপে আর্যশীলস্কন্ধে সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ অনুভব করে।"

১২. "সে চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্য) দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী[১] ও অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হয় না, যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম (বৃত্তি)-সমূহ অনুস্রাবিত হয়। সে উহার সংযমের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া..., ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া..., জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া..., কায় দ্বারা স্পৃষ্টব্য স্পর্শ করিয়া..., মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না; যে কারণে মনেন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্য প্রভৃতি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; উহার সংযমার্থ প্রতিপন্ন হয়, মনেন্দ্রিয় রক্ষা করে, মনেন্দ্রিয়ে সংযত হয়, সে এই আর্য ইন্দ্রিয় সংবরে সংযত হইয়া আধ্যাত্মিক অব্যাসেক (নির্লিপ্ত) সুখ অনুভব করে।"

"সে অভিগমনে, প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞান[২] অনুশীলন করে; অবলোকনে, বিলোকনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে; সঙ্কোচনে, প্রসারণে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে; সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে; ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে, মল-মূত্র ত্যাগে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে; গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীভাবে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করে।"

১৩. "সে এই আর্য শীলস্কন্ধ দ্বারা (এই আর্য সন্তুষ্টি দ্বারা) সমন্বিত, এই আর্য ইন্দ্রিয় সংবরে সমন্বিত এবং এই আর্য স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে (গর্তে), গিরিগুহায়, শ্মশানে, বনপ্রান্তে, উন্মুক্তস্থানে ও পলালপুঞ্জে (শস্যহীন তৃণরাশিতে) নির্জন-শয়ন-স্থান আশ্রয় (ভজনা) করে।"

"সে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজনের পর দেহকে সোজা সন্নিবেশ করে এবং পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া

---

[১]। স্ত্রী-পুরুষ-শুভ প্রভৃতি নিদর্শন ও হস্ত-পদ-শীর্ষ, হাস্য-লাস্য-বাক্য প্রভৃতি ক্লেশব্যঞ্জক আকারগ্রাহী।

[২]। সর্বপ্রকারে প্রকট বা সবিশেষ জানে এই অর্থে "সম্পজানো" উহার ভাব 'সম্প্রজঞ্ঞং তথা প্রবর্তিত জ্ঞান। (টীকা)

পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসনে) উপবেশন করে। সে লোকে অভিধ্যা পরিহারপূর্বক বিগতাভিধ্য-চিত্তে অবস্থান করে, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। ব্যাপাদ-বিদ্বেষ পরিহারপূর্বক অহিংসা চিত্তে সর্বপ্রাণী-ভূত-হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করে, ব্যাপাদ-বিদ্বেষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখে। স্ত্যান-মিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) পরিহারপূর্বক তিনি স্ত্যান-মিদ্ধহীন, আলোক-সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হইয়া অবস্থান করে; তন্দ্রালস্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত, আধ্যাত্মিক উপশান্ত চিত্তে অবস্থান করে; ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিহারপূর্বক সে উত্তীর্ণ বিচিকিৎসা ও কুশল ধর্মসমূহে অসন্দিগ্ধ (অকথংকথী) হইয়া অবস্থান করে, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ রাখে।"

"সে চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ নীবরণ পরিহার করিয়া যাবতীয় কামসম্পর্ক হইতে বিবিক্ত হইয়া ও অকুশল চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করিয়া অবস্থান করে। প্রীতির প্রতিও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত করিয়া বিচরণ করে। সর্বধিক দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, নাদুঃখ-নাসুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে।"

১৪. "এইরূপে তাহার চিত্ত সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিষ্কৃত), অনঞ্জন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত (স্থির) ও আনেঞ্জ প্রাপ্ত (নিষ্কম্প) অবস্থায় সে জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত অভিনমিত (নিয়োজিত) করে। সে নানা প্রকারে বহুজন্ম অনুস্মরণ করে; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শতজন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শত-সহস্র জন্ম; অনেক সংবর্তকল্পে, অনেক বিবর্তকল্পে এমনকি অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্পে ওই স্থানে ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই গোত্র, এই আমার জাতি-বর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখ-দুঃখ অনুভূতি, এ পর্যন্ত আমার পরমায়ু; সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া ওই স্থানে উৎপন্ন হই,

তথায়ও আমার এই নাম ছিল, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই সুখ-দুঃখানুভূতি, এই পর্যন্ত আমার পরমায়ু; সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে সে আকার ও উদ্দেশ[১] সহিত নানাধিক পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করে।”

১৫. “সে এইরূপে সমাহিত... অপর সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানের (জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনের) নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে। সে বিশুদ্ধ মনুষ্যাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা মরণোন্মুখ ও উৎপদ্যমান হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ ও সুগতি-দুর্গতিপরায়ণ সত্ত্বগণকে দেখিতে পায়; যথাকর্মানুগ সত্ত্বদিগকে জানিতে পারে, এই (মহানুভব) সত্ত্বগণ কায়দুশ্চরিত যুক্ত, বাক্‌দুশ্চরিত যুক্ত ও মনোদুশ্চরিত যুক্ত এবং আর্যগণের উপবাদক (নিন্দুক), মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টি কর্ম সম্পাদনকারী, ইহারা দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা এই সকল মহানুভব জীব কায়-বাক্-মনোসুচরিতযুক্ত, আর্যগণের প্রশংসক, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ ও সম্যক দৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম পরিগ্রাহী, ইহারা দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে সে মনুষ্যাতীত, বিশুদ্ধ, দিব্যচক্ষু দ্বারা... যথাকর্মানুগ সত্ত্বগণকে জানিতে পারে।”

১৬. “এইরূপে চিত্ত সমাহিত হইলে... সে আসবসমূহের ক্ষয়কর জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে। সে ইহা দুঃখসত্য বলিয়া যথার্থরূপে জানে; ইহা দুঃখসমুদয়সত্য বলিয়া যথার্থরূপে জানে, ইহা দুঃখনিরোধসত্য বলিয়া যথার্থরূপে জানে, ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য বলিয়া যথার্থরূপে জানে; ইহারা আসব বলিয়া যথাভূতরূপে জানে, ইহা আসব উৎপত্তির কারণ বলিয়া যথার্থরূপে জানে, ইহা আসব নিরোধ বলিয়া যথাভূতরূপে জানে, ইহা আসব-নিরোধের উপায় বলিয়া যথাভূতরূপে জানে। এই প্রকারে (আর্যসত্য) জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব হইতে তাহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়, দৃষ্টি-আসব হইতেও চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং অবিদ্যাসব হইতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়। ‘বিমুক্তিতে বিমুক্ত’ তাহার এই জ্ঞানোদয় হয়; পুনর্জন্ম ক্ষয়, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত ও করণীয় সমাপ্ত হয় এবং এ জীবনের (আসব ক্ষয়ের) নিমিত্ত

---

[১]। সাকারং সউদ্দেসং—নাম-গোত্রবশে সউদ্দেশ, বর্ণাদি বশে সাকার, নাম-গোত্র দ্বারাই সত্ত্ব তিষ্য, কাশ্যপরূপে উদ্দেশিত হয়। বর্ণাদিদ্বারা শ্যাম, পিঙ্গল, নানাত্ব জানা যায়; তদ্ধেতু নাম-গোত্র উদ্দেশ ও আকার। (বিশুদ্ধিমার্গ ৩২৯ পৃ.)

আর অপর কর্তব্য নাই, ইহা উপলব্ধি করে।”

“ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিই আত্মন্তপ নহে, আত্মসন্তাপজনক কার্যে নিযুক্ত নহে এবং পরন্তপ নহে, পরসন্তাপজনক কার্যে নিযুক্ত নহে। সেই অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ পরম-পুরুষই প্রত্যক্ষ-জীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নিবৃত, শীতিভূত, সুখ অনুভবকারী, স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে।”

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

কন্দরক সূত্র সমাপ্ত

২. অট্টক নাগর সূত্র

১৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ বৈশালী নগর সমীপে বেলুব (বেণু) গ্রামে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় অট্টক নাগরবাসী দশম গৃহপতি পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইলেন কোনো কার্যোপলক্ষে। অতঃপর অট্টক নাগরীক দশম গৃহপতি স্থানীয় কুক্কুটারামে অন্যতর ভিক্ষুর নিকট উপনীত হইলেন; উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট দশম গৃহপতি সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

“ভন্তে, এখন আয়ুষ্মান আনন্দ কোথায় বাস করেন? আমরা আয়ুষ্মান আনন্দকে দেখিতে চাই।”

“গৃহপতি, আয়ুষ্মান আনন্দ বৈশালীর বেলুব গ্রামে অবস্থান করিতেছেন।”

অতঃপর দশম গৃহপতি পাটলীপুত্রে সে কার্য সমাধা করিয়া বৈশালীর বেলুব গ্রামে যথায় আয়ুষ্মান আনন্দ অবস্থান করেন তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন।

১৮. একপ্রান্তে উপবিষ্ট দশম গৃহপতি আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রশ্ন করিলেন :

“ভন্তে, আনন্দ, সেই ভগবান সর্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত কোনো ধর্মতত্ত্ব আছে কি যাহাতে অপ্রমত্ত, বীর্যবান অভিনিবিষ্ট চিত্ত হইয়া অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, অপরিক্ষীণ আসবরাশি পরিক্ষীণ হয় এবং অনুপলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম (নির্বাণ) ক্রমে উপলব্ধি হয়।”

“নিশ্চয় আছে, হে গৃহপতি, সেই ভগবান সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত এক ধর্মমার্গ, যাহাতে অপ্রমত্ত বীর্যবান তৎপর

হইয়া অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়,... অনুত্তর যোগক্ষেম উপলব্ধি হয়।"

"ভন্তে, আনন্দ,... সেই এক ধর্ম কী, যাহাতে... অনুত্তর যোগক্ষেম প্রাপ্ত হয়?"

১৯. "এখানে গৃহপতি, কোনো ভিক্ষু যাবতীয় কামবাসনা পরিহার করিয়া, অকুশলবৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তদবস্থায় তিনি এই চিন্তা করেন, 'এই প্রথম ধ্যানও অভিসংস্কৃত—উদ্ভাসিত। যাহা কিছু সংস্কৃত ও উদ্ভাবিত, তাহা অনিত্য, নিরোধধর্মী (ধ্বংসশীল)' ইহা বুঝিতে পারেন। তিনি তদবস্থায় (শমথ-বিদর্শনে) স্থির থাকিয়া আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি আসবের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি সেই শমথ-ধর্মানুরাগ ও বিদর্শন-ধর্মানন্দ দ্বারা[১] পঞ্চবিধ অবরভাগীয় (নিম্নস্তরের) সংযোজন ক্ষয় করিয়া উপপাতিক (অ-যোনিসম্ভব) হন, তথায় (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করেন, সেই লোক হইতে তাঁহাকে আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না।"

"গৃহপতি, সেই ভগবান সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এই ধর্মও উপদেশ করিয়াছেন, যাহাতে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও নির্বাণপ্রবণ চিত্ত (পহিতত্ত, প্রেষিতাত্ম) হইয়া অবস্থানকারী ভিক্ষুর অমুক্তচিত্ত বিমুক্ত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষীণ হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।" (১)

২০. "গৃহপতি, পুনরায় সেই ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম করিয়া চিত্তের আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদজনক দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন,...।" (২)

পুনরায় গৃহপতি, সেই ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও বিরাগ-হেতু তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন।...।" (৩)

"গৃহপতি, পুনরায় সুখের প্রহাণ-হেতু কোনো ভিক্ষু যাবতীয় কামবাসনা পরিহার করিয়া, অকুশলবৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন।...।" (৪)

---

[১]। ধর্মানুরাগ ও ধর্মানন্দ দ্বারা শমথ-বিদর্শন সাধনায় বলবতী ইচ্ছা বা তৎপরতাই প্রকটিত হয়। দ্বিবিধ সাধনার প্রতি সর্বতোভাবে ছন্দ-রাগ উৎপাদন করিতে পারিলে অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে, অন্যথা অনাগামী হয়। এবং চতুর্থ ধ্যান চেতনা দ্বারা শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। (প-সূ.)

"গৃহপতি, সেই ভিক্ষু পুনঃ মৈত্রী-সহগত চিত্ত দ্বারা এক দিক বিস্ফারিত করিয়া বিহার করে। সেইরূপ দুই দিক, তিন দিক, চারি দিক, এই প্রকারে ঊর্ধ্ব-অধঃ-তির্যকক্রমে সর্বথা সর্বস্থান ব্যাপিয়া সর্বলোক মৈত্রী-সহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্ত দ্বারা বিস্ফারিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণা-সহগত, মুদিতা-সহগত, উপেক্ষা-সহগত চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ।" (৫-৬-৭-৮)

"গৃহপতি, পুনঃ সেই ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপ-সংজ্ঞার অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ (হিংসা) সংজ্ঞার অন্তসাধন করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞার প্রতি মনোনিবেশ না দিয়া 'অনন্ত, আকাশ'-রূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান) লাভ করিয়া অবস্থান করেন।... ।" (৯)

"গৃহপতি, পুনঃ সেই ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া 'অনন্ত, বিজ্ঞান' রূপে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান) লাভ করিয়া অবস্থান করেন।... ।" (১০)

"গৃহপতি, পুনরায় সেই ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া 'নাস্তিকিঞ্চি-রূপে আকিঞ্চনায়তন (ধ্যান) লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন : 'এই আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিও অভিসংস্কৃত-উদ্ভাবিত।' যাহা কিছু সংস্কৃত ও উদ্ভাবিত তাহাই অনিত্য, নিরোধ স্বভাব; ইহা অবগত হন। তিনি সেই অবস্থাতেই আসব-ক্ষয়জ্ঞান লাভ করেন। যদি আসব ক্ষয় করিতে অসমর্থ হন, সেই ধর্মানুরাগ ও ধর্মানন্দ দ্বারা পঞ্চবিধ অধোভাগীয় (নিম্নস্তরের) সংযোজন ক্ষয় করিয়া উপপাতিক (অযোনিজ দেব) হন, তথায় (শুদ্ধাবাসে) পরিনির্বাণলাভী সেই লোক হইতে অপুনরাবর্তনশীল হন।"

গৃহপতি, সেই ভগবান সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ইহাও এক ধর্মমার্গ, যাহাতে অপ্রমত্ত, বীর্যবান, প্রেষিতাত্ম হইয়া অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, অপরিক্ষীণ আসব পরিক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।" (১১)

২১. এইরূপ উক্ত হইলে অট্টক নাগর দশম গৃহপতি আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন :

"প্রভু আনন্দ, যেমন কোনো ব্যক্তি এক নিধিমুখ (কুম্ভ) অন্বেষণ করিতে গিয়া একইবারে একাদশ নিধিমুখ লাভ করে, সেইরূপ ভন্তে, আমি এক অমৃতদ্বার অন্বেষণ করিতে গিয়া একইবারে একাদশ অমৃতদ্বারের সন্ধান পাইলাম। ভন্তে, যেমন কোনো ব্যক্তির গৃহ একাদশ দ্বারবিশিষ্ট, সেই গৃহে

আগুন লাগিলে সে প্রত্যেক দ্বারের সাহায্যেই নিজকে রক্ষা করিতে পারে, সেইরূপ ভন্তে, আমি এই একাদশ অমৃতদ্বারের যেকোনো দ্বারের সাহায্যেই নিজকে স্বস্তি (নিরাপদ) করিতে সমর্থ হইব। এই সকল ভন্তে, অন্য তির্থীয় (মতাবলম্বী) গণও আচার্যের [পূজার] নিমিত্ত আচার্য-ধন (অন্বেষণ করিয়া) আয়োজন করিয়া থাকে; আর আমি আয়ুষ্মান আনন্দকে কেন পূজা করিব না"?

অতঃপর দশম গৃহপতি পাটলিপুত্র ও বৈশালীর ভিক্ষুসংঘকে সম্মিলিত করিয়া স্বহস্তে, উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সন্তৃপ্ত ও সম্প্রবারিত করিলেন। এক এক ভিক্ষুকে এক এক চীবরযুগলে আচ্ছাদন করিলেন। আর আয়ুষ্মান আনন্দকে ত্রিচীবরে আচ্ছাদন করিলেন এবং আয়ুষ্মান আনন্দের জন্য পঞ্চ শতার্হ বিহার নির্মাণ করাইলেন।

অট্টক নাগর সূত্র সমাপ্ত

৩. সেখ সূত্র

২২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে। সেই সময় কপিলবাস্তুবাসী শাক্যগণের নিমিত্ত অভিনব সন্থাগার[১] সদ্য নির্মিত হইয়াছে—যাহা এখনো কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা মনুষ্যজাতির অব্যবহৃত। অতঃপর কপিলবাস্তুর শাক্যগণ যেখানে ভগবান আছেন তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট কপিলবাস্তুর শাক্যগণ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

"ভন্তে, এখানে কপিলবাস্তুর শাক্যগণের এক অভিনব সন্থাগার অধুনা নির্মিত হইয়াছে, উহা এখনো কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা মনুষ্যজাতির ব্যবহৃত নহে। ভন্তে, ভগবান, আপনি উহা প্রথম ব্যবহার করুন। ভগবান কর্তৃক সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইলে পরে কপিলবাস্তুর শাক্যেরা উহা ব্যবহার করিবেন। ইহা শাক্যগণের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত-সুখের নিদান হইবে।"

ভগবান তূষ্ণীভাবে সম্মত হইলেন।

অতঃপর ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া কপিলবাস্তুর শাক্যগণ আসন হইতে উঠিলেন, এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া যেখানে

---

[১]। সন্থাগার—গণতন্ত্র সম্মত রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয়। (প-সূ.)

সন্থাগার সেখানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া সন্থাগারের সর্বত্র বিছানা পাতিয়া আসনসমূহ স্থাপন করিলেন, উদকভাণ্ড স্থাপিত করিলেন, তৈলপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন এবং ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে দণ্ডায়মান শাক্যগণ ভগবানকে নিবেদন করিলেন :

"ভন্তে, সন্থাগারের সর্বত্র নানা আস্তরণে সজ্জিত, আসনসমূহ পাতা হইয়াছে, উদকমাণিক স্থাপিত ও তৈলপ্রদীপ আরোপিত হইয়াছে। ভন্তে, ভগবান, এখন যাহা কাল মনে করেন তাহা করিতে পারেন।"

তখন ভগবান নিবাসন (অন্তর্বাস-উত্তরাসঙ্গ) পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর (সংঘাটি) লইয়া সন্থাগারে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া পাদ ধৌত করিয়া সন্থাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মধ্যম স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসংঘও পাদধৌত করিয়া সন্থাগারে প্রবেশপূর্বক পশ্চিম প্রাচীর আশ্রয় করিয়া পূর্বাভিমুখে, ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়াই বসিলেন। কপিলবাস্তুর শাক্যগণ পাদধৌত করিয়া সন্থাগারে প্রবেশপূর্বক পশ্চিমমুখী হইয়া, ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়াই পূর্বভিত্তির আশ্রয়ে উপবেশন করিলেন।

তখন ভগবান অধিকরাত্রি (বারোটা) পর্যন্ত কপিলবাস্তুর শাক্যগণকে ধর্মোপদেশ দ্বারা (ঐহিক-পারত্রিক হিত) প্রদর্শন করিয়া, (কুশল-ধর্ম) গ্রহণ করাইয়া, (উহাতে) উৎসাহিত ও হর্ষোৎফুল্ল করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :

"আনন্দ, কপিলবাস্তুর শাক্যদিগকে শৈক্ষ্য-প্রতিপদা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করো। আমার পৃষ্ঠদেশ ক্লান্ত হইয়াছে, সুতরাং আমি বিশ্রাম করিব।"

"হ্যাঁ প্রভু," (বলিয়া) আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তৎপর ভগবান চতুর্গুণ সংঘাটি বিছাইয়া পাদে পাদ স্থাপন করিয়া, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হইয়া, যথা সময়ে উত্থান-সংজ্ঞা মনে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহশয্যায় শয়ন করিলেন।

২৩. অতঃপর তখন আয়ুষ্মান আনন্দ মহানাম শাক্যকে আহ্বান করিলেন :

"মহানাম, যখন আর্যশ্রাবক শীলসম্পন্ন হন ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার (সংযত) হন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন, জাগরণে তৎপর থাকেন, এবং সপ্তবিধ সদ্ধর্মে সুশোভিত হন; তখন তিনি ইহ জীবনে সুখবিহারের উপযোগী চতুর্বিধ আধ্যাত্মিক ধ্যানের যথেচ্ছ লাভী, অনায়াস লাভী ও অপরিমেয় লাভী হন।"

২৪. "মহানাম, কী প্রকারে আর্যশ্রাবক শীলসম্পন্ন হন? এ শাসনে মহানাম, আর্যশ্রাবক শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। শিক্ষাপদ (সদাচার নীতি)-সমূহ গ্রহণ করিয়া চরিত্র গঠন করেন। এইরূপে মহানাম, আর্যশ্রাবক শীলসম্পন্ন হন।"

"কী প্রকারে মহানাম, ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হন? মহানাম, আর্যশ্রাবক যখন চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্য) দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী[১] হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী[২] হন না; যে বিষয়ে এই চক্ষু ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যরূপ পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়, তিনি উহার সংবরের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংযত হন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিয়া...। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া...। জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করিয়া...। কায় দ্বারা স্পৃষ্টব্য স্পর্শ করিয়া...। মন দ্বারা ধর্ম (চিন্তনীয় বিষয়) জ্ঞাত হইয়া নিমিত্তগ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না; যে কারণে মনেন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা-দৌর্মনস্যরূপ পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য অগ্রসর হন, মনেন্দ্রিয় রক্ষা করেন, মনেন্দ্রিয়ে সংযত হন।"

"মহানাম, কী প্রকারে আর্যশ্রাবক ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হন? মহানাম, আর্যশ্রাবক যথার্থ জ্ঞানপূর্বক আহার গ্রহণ করেন—দাবার (ক্রীড়ার) জন্য নহে, মত্ততার জন্যও নহে, মণ্ডন ও বিভূষণের জন্যও নহে। ইহা শুধু শরীর স্থিতির নিমিত্ত, জীবন যাপনের নিমিত্ত, জিঘাংসা নিবারণার্থ (ক্ষুধা-যন্ত্রণার উপশমের জন্য) এবং মার্গ-ব্রহ্মচর্যের সহায়তার নিমিত্ত। এইরূপে পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার উপশম করিব, (অমিত ভোজনজনিত) নূতন বেদনা উৎপন্ন করিব না, যাহাতে আমার জীবনযাত্রা নির্দোষ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার হইবে। এই প্রকারে মহানাম, আর্যশ্রাবক ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হন।"

"মহানাম, কী প্রকারে আর্যশ্রাবক জাগরণে নিয়োজিত থাকেন? মহানাম, শাসনে আর্যশ্রাবক দিবসে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন, রাত্রির প্রথম যামে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন, রাত্রির মধ্যম যামে পায়ের উপর পা (ডান পায়ের উপর বাম পা) রাখিয়া, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানের সহিত যথা

---

[১]। স্ত্রী, পুরুষ, আকার, লিঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ। (প-সূ.)

[২]। হস্ত, পদ, হাস্য, লাস্য, বাক্য, দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে কামোদ্দীপক নিদর্শন। (প-সূ.)

সময় গাত্রোত্থান ধারণা মনে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ শয্যায় শয়ন করেন। রাত্রির শেষ যামে প্রত্যুত্থান করিয়া চঙ্ক্রমণ ও ধ্যানাসনে উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। এই প্রকারে মহানাম, আর্যশ্রাবক জাগরণে নিয়োজিত হন।"

২৫. "মহানাম, কী প্রকারে আর্যশ্রাবক সপ্তবিধ সদ্ধর্মে সমন্বিত হন? মহানাম, আর্যশ্রাবক (১) শ্রদ্ধাবান হন, তথাগতের বোধিকে (পরম জ্ঞানকে) শ্রদ্ধা করেন—এই কারণে সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান। (২) লজ্জাশীল হন, কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত ও মনো-দুশ্চরিতকে লজ্জা করেন, পাপ-অকুশল কর্ম সম্পাদনে লজ্জা বোধ করেন। (৩) অপত্রপী (সঙ্কোচী) হন—কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত ও মনো দুশ্চরিত হইতে সঙ্কোচিত হন, পাপ-অকুশল কর্ম সম্পাদনে ভীত হন। (৪) বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হন—যে-সকল ধর্ম আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, পর্যবসান-কল্যাণ, সার্থক, স-ব্যঞ্জন, যাহা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, তথাবিধ বহু ধর্মোপদেশ তাঁহার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। (৫) আরব্ধবীর্য (উদ্যোগী) হন—অকুশল ধর্মের প্রহাণের জন্য, কুশল ধর্মের অর্জনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়-পরাক্রমী এবং কুশল ধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া অবস্থান করেন। (৬) স্মৃতিমান হন—পরম স্মৃতি-নৈপুণ্যে প্রতিমণ্ডিত হন, চিরকালের কৃত ও চিরকালের ভাষিত বিষয় স্মরণ করিতে ও অনুস্মরণ করিতে সমর্থ হন। (৭) প্রজ্ঞাবান হন—পঞ্চস্কন্ধের উদয় ও বিলয় প্রতিবেধ সমর্থ প্রজ্ঞায় যুক্ত হন, সম্যকদুঃখ-ক্ষয়গামিনী আর্য বিশুদ্ধ লক্ষ্যভেদী (নির্বেধিকা) প্রজ্ঞায়[১] সংযুক্ত হন। এই প্রকারেই মহানাম, আর্যশ্রাবক সপ্তবিধ সদ্ধর্মে সমন্বিত হন।"

২৬. "মহানাম, আর্যশ্রাবক কী প্রকারে দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ চতুর্বিধ অভিচিত্তাশ্রিত ধ্যানের যথেচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী, অপরিমেয়লাভী হন?"

"মহানাম , এখানে আর্যশ্রাবক কামবাসনা হইতে পৃথক হইয়া অকুশলধর্ম পরিহার করিয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ ও প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান

---

[১]। শমথ-বিদর্শন ধ্যান ও মার্গজ প্রজ্ঞা ক্লেশের বিষ্কম্ভন ও সমুচ্ছেদ-হেতু বিশুদ্ধ হয়, সেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা অবিদীর্ণ পূর্ব লোভ-দ্বেষ-মোহস্কন্ধকে সমুচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ করায় উহাকে আর্য-নির্বেদিকা বলে। (প-সূ.)

লাভ করিয়া অবস্থান করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশম করিয়া আধ্যাত্মিক প্রাসাদজনক, চিত্তের একাগ্রতা সাধক বিতর্ক-বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত হইয়া... তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান অধিগত হইয়া অবস্থান করেন। মহানাম, এই প্রকারেই আর্যশ্রাবক দৃষ্টধর্ম সুখবিহারস্বরূপ চতুর্বিধ অভিচিত্তাশ্রিত ধ্যানের যথেচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হন।"

২৭. "মহানাম, আর্যশ্রাবক যখন এই প্রকার শীলসম্পন্ন হন, এই প্রকার ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হন, ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হন, এই প্রকারে জাগরণে নিয়োজিত হন, সপ্তবিধ সদ্ধর্মে প্রতিমণ্ডিত হন, দৃষ্টধর্ম সুখবিহার স্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হন; মহানাম, তখন এই আর্যশ্রাবক শৈক্ষ্য-প্রতিপদায় প্রতিপন্ন[১] অ-পূতি (অবিকৃত) অণ্ডত্বে পরিণত, অভিনির্ভেদের (বিদারণের) যোগ্য[২] সম্বোধির উপযুক্ত ও অনুত্তর যোগক্ষেম[৩] অধিগমের অধিকারী বলিয়া উক্ত হন।"

"যেমন মহানাম, কোনো কুক্কুটির আট, দশ কিংবা বারোটি ডিম আছে, সেগুলি কুক্কুটি দ্বারা সম্যক উপরিশায়িত, উত্তমরূপে পরিস্বেদিত, সম্যক পরিভাবিত (ভাবরা প্রদত্ত) হয়। যদিও সেই কুক্কুটির এই প্রকার ইচ্ছা উৎপন্ন নাও হয়—'অহো, এই কুক্কুট শাবকগুলি পাদনখশিখা কিংবা মুখতুণ্ড দ্বারা ডিম্বকোষ বিদীর্ণ করিয়া নিরাপদে বহির্গত হউক'। তথাপি যথাসময় সেই কুক্কুট শাবকগুলি পাদনখশিখা কিংবা মুখতুণ্ড দ্বারা অণ্ডকোষ প্রদালন করিয়া নিরাপদে বহির্গত হইতে সমর্থ হয়। তেমনভাবেই মহানাম, যখন আর্যশ্রাবক এই প্রকারে শীলসম্পন্ন হন, এই প্রকারে ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হন, এইরূপে ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হন, এইরূপে জাগরণে নিয়োজিত হন, এইরূপে সপ্তবিধ সদ্ধর্মে অনুপ্রাণিত হন, এইরূপে বাস্তব জীবনে সুখ-বিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী অনল্পলাভী হন। মহানাম, এই আর্যশ্রাবকই উক্ত হন—শৈক্ষ্য-প্রতিপদায় অগ্রসর, অবিকৃত অণ্ডত্বে পরিণত, অভিনির্ভিদার যোগ্য, সম্বোধির বা আর্যমার্গের উপযোগী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের অধিকারী।"

২৮. "মহানাম, তিনিই সেই আর্যশ্রাবক যিনি এই উত্তম (চতুর্থ ধ্যানজ)

---

[১]। বিদর্শনগর্ভ ক্রমোন্নত প্রতিপদায় সমন্বিত। (প-সূ.)

[২]। জ্ঞান প্রভেদের যোগ্য। (প-সূ.)

[৩]। যোগ বা বন্ধন-মুক্তি নির্বাণ।

উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতিসহকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত, অনুস্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম... আকার ও উদ্দেশ সহিত নানাবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন। অণ্ডকোষ হইতে কুক্কুট শাবকের ন্যায় ইহাই হয় তাঁহার প্রথম (জ্ঞানভেদ) অভিনিষ্ক্রমণ।"

"মহানাম, তিনিই সেই আর্যশ্রাবক যিনি এই অনুত্তর উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতি সহায়ে মনুষ্যোত্তর বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতি-উৎপত্তির সময় হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতিপরায়ণ সত্ত্বগণকে দেখিতে পান, যথাকর্মানুগ প্রাণীগণকে বিশেষরূপে জানিতে পারেন। ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় অভিনিষ্ক্রমণ, ডিম্বকোষ হইতে কুক্কুট শাবকের ন্যায়।"

"মহানাম, তিনিই সেই আর্যশ্রাবক যিনি এই অনুত্তর উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধির সাহায্যে আসবসমূহ ক্ষয় করিয়া অনাসব চিত্তবিমুক্তি (শমথ) ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি (বিদর্শন) ইহা জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, অধিগত হইয়া অবস্থান করেন। কুক্কুট শাবকের ডিম্বকোষ হইতে বাহির হওয়ার ন্যায় ইহা তাঁহার তৃতীয় অভিনিষ্ক্রমণ।"

২৯. "মহানাম, আর্যশ্রাবক যে শীলসম্পন্ন হন, উহাই তাঁহার আচরণের অন্তর্গত। তিনি যে ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার, ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ, জাগরণে নিয়োজিত, সপ্তবিধ আর্যধর্মে অনুপ্রাণিত ও চতুর্বিধ ধ্যানলাভী হন, উহারা তাঁহার (পঞ্চদশ) আচরণের অন্তর্গত।"

"মহানাম, আর্যশ্রাবক যে নানা প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম,... সাকার সউদ্দেশ নানাবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন, ইহা তাঁহার বিদ্যার অন্তর্গত। তিনি যে চ্যুতি-উৎপত্তির সময় হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতিপরায়ণ যথাকর্মানুগ সত্ত্বগণকে মনুষ্যোত্তর বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, ইহাও তাঁহার বিদ্যার অন্তর্গত এবং তিনি যে আসবসমূহ ক্ষয় করিয়া অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহ-জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, অধিগত হইয়া অবস্থান করেন, ইহাও তাঁহার (ত্রিবিধ) বিদ্যার অন্তর্গত।"

"মহানাম, এই আর্যশ্রাবককেই বিদ্যাসম্পন্ন ও এই প্রকারে আচরণসম্পন্ন বলা হয়, সুতরাং একারণে তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইয়া থাকেন।"

মহানাম, ব্রহ্মা সনৎকুমার[১]ও এই গাথা ভাষণ করিয়াছেন :

---

[১]। ব্রহ্ম সনৎকুমার ধ্যানফলে তথায় উৎপন্ন। (প-সূ.)

৩০. ‘গোত্র অনুগামী জনতার মাঝে
ক্ষত্রিয় সবারোত্তম।
বিদ্যাচার-ধর্মী দেব-নর মাঝে
তিনি হন শ্রেষ্ঠতম’ ॥”

“মহানাম, এই যে গাথা যাহা ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক ভাষিত, উহা সুভাষিত-দুর্ভাষিত নহে, অর্থসংযুক্ত, অনর্থ সংযুক্ত নহে, ভগবানের অনুমোদিত।”

অতঃপর ভগবান গাত্রোত্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, “সাধু সাধু আনন্দ, সাধু আনন্দ, কপিলবাস্তুবাসী শাক্যগণকে শৈক্ষ্য-প্রতিপদা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছ।”

আয়ুষ্মান আনন্দ ইহা ভাষণ করিলেন, শাস্তা সন্তুষ্ট হইলেন, কপিলবাস্তুর শাক্যগণ প্রসন্ন মনে আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

শৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

৪. পোতলিয় সূত্র

৩১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান অঙ্গুত্তরাপ জনপদে অবস্থান করিতেছিলেন, অঙ্গুত্তরাপবাসীদের আপণ নামক নগরে (নগর সমীপে নদীতীরে)। তখন ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে (চীবর) পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর (সংঘাটি) লইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য আপণে প্রবেশ করিলেন। আপণে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভোজন শেষে ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক গভীর বনে উপস্থিত হইলেন, দিবাবিহারের নিমিত্ত। সেই গভীর বনে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারে উপবেশন করিলেন।

পোতলিয় গৃহপতিও নিবাসন (ধুতি), প্রাবরণ (উত্তরীয়) পরিধান করিয়া, ছত্র ধারণ ও পাদুকা পরিহিত হইয়া জঙ্ঘা বিহার (পায়চারী) করিতে করিতে যথায় সেই গভীর বন তথায় উপনীত হইলেন, গভীর বনে প্রবেশ করিয়া যেখানে ভগবান আছেন তথায় পৌঁছিলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন এবং সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় আলাপ শেষ করিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে স্থিত গৃহপতি পোতলিয়কে ভগবান বলিলেন :

“গৃহপতি, আসন বিদ্যমান আছে, যদি ইচ্ছা হয় বসিতে পার।”

এইরূপ উক্ত হইলে পোতলিয় গৃহপতি—“শ্রমণ গৌতম আমাকে গৃহপতি (গৃহস্থ, বৈশ্য) রূপে ব্যবহার করিতেছেন,” ক্রোধান্বিত ও অপ্রসন্ন

মনে নীরব রহিলেন।

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও... এইরূপ কথিত হইলে—"শ্রমণ গৌতম আমাকে গৃহপতিরূপে ব্যবহার করিতেছেন"—কোপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া পোতলিয় গৃহপতি ভগবানকে বলিলেন :

"ভো গৌতম, ইহা অনুচিত, ইহা অপ্রতিরূপ, যেহেতু আপনি আমাকে গৃহপতি বলিয়া ব্যবহার করিলেন।"

"গৃহপতি, যাহাতে গৃহপতি হয়, তোমার সেই আকার, সেই লিঙ্গ ও সেই নিমিত্ত বিদ্যমান (তজ্জন্যই এই ব্যবহার করিতেছি)।"

"তথাপি ভো গৌতম, আমা কর্তৃক যাবতীয় গৃহী-কর্মান্ত পরিত্যক্ত, যাবতীয় গৃহী-ব্যবহার (ব্যবসা-বাণিজ্য) সমুচ্ছিন্ন।"

"গৃহপতি, তাহা কী প্রকার, যাহা তোমার সর্বগৃহী-কর্মান্ত পরিত্যক্ত, যাবতীয় গৃহী-ব্যবহার সমুচ্ছিন্ন?"

"ভো গৌতম, আমার নিকট যাহা কিছু ধন, ধান্য, রজত-জাতরূপ (সোনা-রূপা) ছিল, আমি সমস্ত পুত্রদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে সমর্পণ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধে আমি আদেশ কিংবা উপদেশ করি না, শুধু গ্রাসাচ্ছাদন (খাওয়া-পরা) মাত্রেই অবস্থান করি; (তদপেক্ষা কোনো প্রত্যাশা নাই)। এই কারণে ভো গৌতম, আমি যাবতীয় গৃহী-কর্মান্ত পরিত্যাগ ও গৃহী-ব্যবহার সমুচ্ছিন্ন করিয়াছি।"

"গৃহপতি, তুমি অন্যথা ব্যবহার সমুচ্ছেদ বলিতেছ। কিন্তু আর্যবিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদ অন্য প্রকার।"

"ভন্তে, আর্যবিনয়ে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ কী প্রকারে হয়? বেশ, ভগবান, আমাকে তদ্রূপ ধর্মোপদেশ করুন, যে প্রকারে আর্যবিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদ হয়।"

"তবে গৃহপতি, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি উপদেশ করিব।"

"হ্যাঁ, ভদন্ত!" (বলিয়া) পোতলিয় গৃহপতি ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভগবান বলিলেন :

৩২. "গৃহপতি, এই অষ্টবিধ-ধর্ম আর্যবিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদের জন্য প্রবর্তিত হয়, সেই অষ্টবিধ কী কী? (১) হিংসা-বিরতি চেতনা আশ্রয় করিয়া প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করা উচিত। (২) চৌর্য-বিরতি চেতনা আশ্রয় করিয়া চৌর্য পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) সত্য-বাক্য আশ্রয় করিয়া মিথ্যা-বাক্য পরিত্যাগ করা উচিত। (৪) পিশুন-বিরতি চেতনা আশ্রয় করিয়া পিশুন-বাক্য

পরিত্যাগ করা উচিত। (৫) গৃধ্নু-লোভ প্রহাণ চেতনা আশ্রয় করিয়া গৃধ্নু-লোভ পরিবর্জন করা উচিত। (৬) নিন্দা-রোষ প্রহাণ চেতনা আশ্রয় করিয়া নিন্দা-রোষ প্রহাতব্য। (৭) ক্রোধোপায়াস (হতাশা) প্রহাণ চেতনা আশ্রয় করিয়া ক্রোধোপায়াস পরিবর্জন করা উচিত। (৮) অভিমান প্রহাণ চেতনা আশ্রয় করিয়া অভিমান পরিত্যাজ্য। গৃহপতি, এই অষ্টবিধ ধর্ম যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইল বিস্তৃতভাবে অবিভক্ত; ইহারাই আর্যবিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদার্থ প্রযুক্ত হয়।"

[এখানে প্রথম চারিটি বিরমিতব্য, শেষের চারিটি প্রহাতব্য।]

"সাধু ভন্তে, ভগবান কর্তৃক বিস্তৃতভাবে অবিভক্ত যেই অষ্টধর্ম উক্ত হইল যাহা আর্যবিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদে প্রবর্তিত হয়। অনুগ্রহপূর্বক ভগবান, আমাকে সেই অষ্টবিধ ধর্ম বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন।"

"তবে হে গৃহপতি, শ্রবণ করো, সুন্দররূপে মনোযোগ দাও, আমি বর্ণনা করিব।"

"হ্যাঁ, ভন্তে," পোতলিয় গৃহপতি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান এইরূপ বলিলেন :

৩৩. "'প্রাণিহত্যা বিরতি চেতনা আশ্রয়ে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করা উচিত' এই যে বলা হইল, কী কারণে বলা হইল? গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই চিন্তা করেন : আমি যে-সকল সংযোজনের দরুন প্রাণিহত্যাকারী হইতে পারি, সেই সমস্ত সংযোজন প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি। এমতাবস্থায় যদি আমিই প্রাণিহত্যাকারী হই, তবে আত্মাও (স্বচিত্ত) আমাকে প্রাণিহত্যার দরুন নিন্দা করিবে। অপর বিজ্ঞগণও পরীক্ষা করিয়া প্রাণিহত্যার দরুন আমাকে ধিক্কার দিতে পারেন। প্রাণিহত্যার দরুন দেহত্যাগে মৃত্যুরপর দুর্গতিই প্রত্যাশা করিতে হইবে। এই যে প্রাণিহত্যা ইহাই সংযোজন[১], ইহাই নীবরণ; প্রাণিহত্যার দরুন যে-সকল আসব[২], বিঘাত ও পরিদাহ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, প্রাণিহত্যা হইতে বিরত ব্যক্তির সেই সমুদয় আসব, ক্লেশ ও বিপাকজনিত বিঘাত এবং পরিদাহ উৎপন্ন হয়

---

[১]। প্রাণিহত্যাদি-জনিত কর্ম-বন্ধনের হেতু, মুক্তির আবরণ। (টীকা)
দশ সংযোজন ও পঞ্চ নীবরণের অন্তর্গত না হইলেও সংসারাবর্তে বন্ধন ও হিত প্রতিচ্ছাদন শক্তি অনুসারে ইহারা সংযোজন ও নীবরণ-রূপে কথিত। (প-সূ.)

[২]। প্রাণীহত্যা-নিন্দা-রোষ-ক্রোধোপায়াসে অবিদ্যাসব উৎপন্ন হয়। চুরি, মিথ্যা ও পিশুনবাক্যে কামাসব, দৃষ্টাসব, অবিদ্যাসব হয়। গৃধ্নলোভে দৃষ্টাসব, অবিদ্যাসব, অতিমানে ভবাসব, অবিদ্যাসব হয়। (টীকা)

না। সুতরাং হিংসার বিরতি চেতনা আশ্রয়ে প্রাণিহিংসা পরিত্যাজ্য বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এই কারণেই বলা হইল।" (১)

৩৪. "অচৌর্যের আশ্রয়ে চৌর্যত্যাগ করা উচিত—এই যে বলা হইল, কী কারণে বলা হইল? গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেন : আমি যে-সকল সংযোজনের কারণে চৌর্যকর্ম করিতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি।...।" (২)

৩৫. "সত্য বাক্য আশ্রয় করিয়া মিথ্যা পরিত্যাগ করা উচিত—এই যে বলা হইল, কী কারণে বলা হইল? গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেন : আমি যে-সকল সংযোজনের কারণে মিথ্যাবাক্য বলিতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি।...।" (৩)

৩৬. "অপিশুন বাক্যের আশ্রয়ে পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করা উচিত—এই যে বলা হইল, কী কারণে বলা হইল? গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেন : আমি যে-সকল সংযোজনের কারণে পিশুনবাক্য বলিতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি।...।" (৪)

৩৭. "অগৃধ্নু-লোভ আশ্রয় করিয়া গৃধ্ন-লোভ পরিত্যাগ করা উচিত—এই যে বলা হইল, কী কারণে বলা হইল? গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেন : আমি যে-সকল সংযোজনের কারণে গৃধ্নু লোভী হইতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি।...।" (৫)

৩৮. "অনিন্দা-রোষ আশ্রয় করিয়া নিন্দা-রোষ প্রহাতব্য—এই যে বলা হইল, কী কারণে বলা হইল? গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেন : আমি যে-সকল সংযোজনের কারণে নিন্দা-রোষকারী হইতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি।...।" (৬)

৩৯. "অক্রোধোপায়াসের আশ্রয়ে ক্রোধোপায়াস প্রহাতব্য—এই যে বলা হইল, কী কারণে বলা হইল? গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেন : আমি যে-সকল সংযোজনের কারণে ক্রোধোপায়াস হইতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি।...।" (৭)

৪০. "অনভিমানের আশ্রয়ে অভিমান পরিত্যাজ্য—এই যে বলা হইল, কী কারণে বলা হইল? গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এ বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করেন : আমি যে-সকল সংযোজনের কারণে অভিমানী হইতে পারি, সেই সমুদয় সংযোজনের প্রহাণের জন্য ও সমুচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইতেছি।...।" (৮)

৪১. "গৃহপতি, সংক্ষেপে উক্ত ও বিস্তৃতভাবে বিভক্ত এই অষ্টবিধ ধর্ম, যাহা আর্যবিনয়ে ব্যবহার সমুচ্ছেদার্থ প্রবর্তিত হয়। তথাপি আর্যবিনয়ে কেবল এই পর্যন্ত সর্বেসর্বা ও সর্বথা ব্যবহার সমুচ্ছেদ নহে।"

"ভন্তে, আর্যবিনয়ে সর্বেসর্বা ও সর্বথা সর্বস্বরূপে ব্যবহার সমুচ্ছেদ কী প্রকারে হয়? উত্তম, হে প্রভু ভগবান, যে প্রকারে আর্যবিনয়ে সর্বেসর্বা ও সর্বথা সর্বস্বরূপে ব্যবহার সমুচ্ছেদ হয় সেই প্রকার ধর্মোপদেশ করুন।"

"গৃহপতি, তাহা হইলে শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি বর্ণনা করিব।"

"হ্যাঁ ভদন্ত!" (বলিয়া) পোতলিয় গৃহপতি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

৪২. "গৃহপতি, যেমন কোনো ক্ষুধাদৌর্বল্য-প্রপীড়িত কুকুর সূণায় (মাংস বিক্রয় স্থানে) উপস্থিত হয়; দক্ষ গো-ঘাতক অথবা গো-ঘাতকের অন্তেবাসী উত্তমরূপে তক্ষণকৃত বা সু-পরিষ্কৃত, মাংসহীন, রক্তমাখা অস্থি-কঙ্কাল উহার দিকে নিক্ষেপ করে। গৃহপতি, তাহা কী মনে করো? সেই কুকুর সুচ্ছিন্ন, পরিষ্কৃত মাংসহীন ও রক্তমিশ্র ওই অস্থিকঙ্কাল লেহন করিয়া ক্ষুধা-দৌর্বল্য বিনোদন করিতে সমর্থ হইবে?"

"ভন্তে, ইহা কখনো সম্ভব নহে। ইহার কারণ এই যে ভন্তে, ওই অস্থিকঙ্কাল উত্তমরূপে পরিষ্কৃত, মাংসহীন শুধু লোহিত-মিশ্রিত; সেই কুকুর শুধু ক্লান্ত হইবে ও বিঘাতের ভাগী হইবে।"

"এইরূপে গৃহপতি, সেই আর্যশ্রাবক এই প্রকার প্রত্যবেক্ষণ করে : 'ভগবান কর্তৃক বলা হইয়াছে, কাম অস্থিকঙ্কাল সদৃশ ইহা বহু দুঃখের আকর, বহু উপায়াসময়, ইহাতে অধিকতর আদীনব (দোষ) বিদ্যমান।' এইরূপে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিয়া যেই (পঞ্চকাম-বিষয়ক) উপেক্ষা নানা স্বভাববিশিষ্ট ও নানা আরম্মণাশ্রিত উহাকে বিশেষরূপে বর্জন করিয়া, যেই (চতুর্থ ধ্যানজ) উপেক্ষা এক স্বভাব ও একারম্মণাশ্রিত, যাহাতে সর্বতোভাবে লোকামিষ ও উপাদান (গাঢ়তৃষ্ণা)-সমূহ নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়, (লোকামিষ ও উপাদানের প্রতিপক্ষভূত) সেই

উপেক্ষাকেই বৃদ্ধি করেন।”

৪৩. “গৃহপতি, যেমন নাকি কোনো গৃধ্র, কাক অথবা কুলাল (শ্যেনজাতীয় পক্ষী) একখণ্ড মাংসপেশী লইয়া উড়িয়া যায়, তাহাকে অপর গৃধ্রেরা, কাকেরা কিংবা কুলালেরা পশ্চাদ্‌ধাবন করিয়া যদি মুখতুণ্ড দ্বারা দংশন করে, পাদনখ দ্বারা আক্রমণ করে; গৃহপতি, ইহা কী মনে করো, যদি সেই গৃধ্র, কাক অথবা কুলাল ওই মাংসপেশী যথা সম্ভব দূরে নিক্ষেপ না করে, তবে তন্নিবন্ধন তাহার মরণ সংঘটিত হইতে পারে, অথবা মরণান্ত দুঃখ হইতেও পারে?”

“হ্যাঁ, ভন্তে, হইবেই।”

“এই প্রকারই গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : ‘ভগবান কর্তৃক কামসমূহ মাংসপেশীবৎ উক্ত হইয়াছে, ইহাতে বহু দুঃখ, বহু উপায়াস, আর আদীনবও অত্যধিক।’ এইরূপে ইহা সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাভূত দর্শন করিয়া যেই উপেক্ষা নানা স্বভাব, নানা অবলম্বনাশ্রিত তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া যেই উপেক্ষা এক স্বভাব ও একারম্মণাশ্রিত এবং যাহাতে সর্বতোভাবে লোকামিষ ও উপাদান নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয়, সেই উপেক্ষার অভিবৃদ্ধি সাধন করেন।”

৪৪. “যেমন গৃহপতি, কোনো পুরুষ প্রজ্বলিত তৃণোল্কা লইয়া বায়ুর প্রতিকূলে গমন করে, গৃহপতি, তাহা কী মনে করো, যদি সেই ব্যক্তি ওই প্রজ্বলিত তৃণোল্কা শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্জন না করে, তবে উহা তাহার হস্ত, বাহু অথবা অন্যতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ করিতে পারে, তন্নিবন্ধন তাহার মরণ কিংবা মরণান্ত দুঃখ হইতে পারে?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয় ভন্তে,”

“গৃহপতি, এইরূপেই আর্যশ্রাবক... ।”

৪৫. “গৃহপতি, যেমন কোনো স্থানে ধূম ও শিখাহীন প্রদীপ্ত অঙ্গারপূর্ণ এক পুরুষের (৪ হাত) অধিক পরিমিত অঙ্গারগর্ত আছে, যখন তথায় জীবনেচ্ছু, অমরণেচ্ছু, সুখকামী, দুঃখবিরোধী কোনো ব্যক্তি আসে, তাহাকে দুইজন বলবান পুরুষ বাহুযুগলে সজোরে ধরিয়া নির্দয়ভাবে অঙ্গারগর্তের দিকে আকর্ষণ করে, গৃহপতি, তাহা কী মনে করো, তখন সেই ব্যক্তি ইতস্তত দেহ নমিত করিবে নহে কি?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয় করিবে ভন্তে,”

“উহা করিবার কারণ কী?”

“ভন্তে, সেই পুরুষের ইহা সুবিদিত ‘যদি আমি এই অঙ্গারগর্তে পড়ি,

তবে তন্নিবন্ধন আমার মৃত্যু ঘটিতে পারে, অথবা মরণান্ত দুঃখভোগ হইতে পারে।'"

৪৬. "গৃহপতি, যেমন কোনো লোক স্বপ্নযোগে রমণীয় উদ্যান, রমণীয় বন, রমণীয় ভূমিভাগ ও রমণীয় পুষ্করিণী দর্শন করে। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তাহা কিছু দেখিতে পায় না। এই প্রকারেই হে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক ইহা প্রত্যবেক্ষণ করেন : 'ভগবান কর্তৃক কামসমূহ স্বপ্নোপম উক্ত হইয়াছে।... ।"

৪৭. "গৃহপতি, যেমন কোনো ব্যক্তি যাচিত (ঋণকৃত) ভোগ্যবস্তু, মানুষের যোগ্য যান, বিবিধ উৎকৃষ্ট মণিকুণ্ডল প্রভৃতি ধার করে এবং সেই যাচিত ভোগ্যবস্তুসমূহে পুরস্কৃত ও পরিবৃত হইয়া নগর মধ্যে উপস্থিত হয়। তখন জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া বলে যে, 'ওহে, এই ব্যক্তি নিশ্চয় ধনবান। এইরূপেই ধনবানেরা ধন সম্পদ ভোগ করেন।' কিন্তু স্বামীরা (মহাজন) তাহাকে যেখানেই দেখিতে পায় সেখানেই স্বীয় বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন। গৃহপতি, তুমি কী মনে করো, সেই পুরুষের পক্ষে অন্যথা (প্রতিকূল) ভাব সঙ্গত নহে কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

"তাঁহার কারণ কী?"

"ভন্তে, স্বামীরা নিশ্চয়ই স্বীয় সম্পত্তি আহরণ করিবেন।"

"এই প্রকারেই হে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক ইহা প্রত্যবেক্ষণ করেন : 'ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে কামসমূহ যাচিত (ধারে গৃহীত) সম্পত্তি সদৃশ... ।"

৪৮. "গৃহপতি, যেমন নাকি কোনো গ্রাম বা নগরের অদূরে অধিক গভীর বন আছে, তথায় বৃক্ষ সকল সুমিষ্ট ফল দেয় ও বহু ফলবা; কিন্তু কোনো ফল ভূমিতে পতিত থাকে না। তখন কোনো ফলার্থী ফলান্বেষী পুরুষ ফল অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে (ঘটনাক্রমে) তথায় উপস্থিত হয়। সে সেই গভীর বনে প্রবেশ করিয়া ওই সুমিষ্ট ফল ও বহু ফলন্ত বৃক্ষ দেখিতে পায়। তখন তাহার এইরূপ চিন্তা হয় : 'এই বৃক্ষ সুমিষ্ট ফলবিশিষ্ট ও বহু ফলবান, অথচ কোনো ফল ভূমিতে পড়ে নাই। আমি বৃক্ষে আরোহণ করিতে জানি। সুতরাং এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যদি ইচ্ছানুরূপ ফল খাইতে পারি ও উৎসঙ্গ পূর্ণ করিতে পারি তবেই উত্তম।' সে ওই বৃক্ষে উঠিয়া ইচ্ছানুরূপ ফল খায় ও উৎসঙ্গ পূর্ণ করে।"

"তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি ফলার্থী ও ফলান্বেষী হইয়া ফলান্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে সুতীক্ষ্ণ কুঠরী লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। সে ওই গভীর বনে

প্রবেশ করিয়া সেই সুস্বাদু ফল ও বহু ফলন্তবৃক্ষ দেখিতে পায়। তখন তাহার এই ধারণা জন্মে : 'এই বৃক্ষ সুস্বাদু ফলবিশিষ্ট ও বহু ফলবান। অথচ কোনো ফল ভূমিতে পতিত হয় নাই। আমিও বৃক্ষে আরোহণ করিতে জানি না। কাজেই এই বৃক্ষের মূল ছেদন করিয়া প্রয়োজনানুসারে ফল খাইলে ও উৎসঙ্গ পূর্ণ করিলেই ভালো হয়।' তখন সে ওই বৃক্ষ-ছেদন আরম্ভ করে। তাহা কী মনে করো, গৃহপতি, যেই পুরুষ প্রথম বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে, যদি সত্ত্বর সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ না করে, বৃক্ষপতন সময়ে ওই ব্যক্তির হাত ভাঙ্গিতে পারে, পা ভাঙ্গিতে পারে অথবা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে; তন্নিমিত্ত তাহার মরণ কিংবা মরণান্ত দুঃখ-ভোগও হইতে পারে?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

"এইরূপেই, হে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক চিন্তা করেন যে 'কামসমূহ বৃক্ষ ও ফল সদৃশ, ইহা ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে...।"

৪৯. "গৃহপতি, এই সেই আর্যশ্রাবক, যিনি এই অনুত্তর উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতিতে আশ্রয় করিয়া বহুবিধ পূর্বজন্ম সম্বন্ধে স্মরণ করেন। যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম...।" আকার ও উদ্দেশ সহিত নানাবিধ পূর্বনিবাস স্মরণ করেন।"

"গৃহপতি, ইনিই সেই আর্যশ্রাবক যিনি এই অনুত্তর উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতি আশ্রয় করিয়া মানুষোত্তর, বিশুদ্ধ, দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময় হীনোৎকৃষ্ট অবস্থায় সুগতি-দুর্গতিপরায়ণ অপর সত্ত্বগণকে দর্শন করেন।... যথাকর্ম গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন।"

"গৃহপতি, সেই আর্যশ্রাবক এই অনুত্তর উপেক্ষা ও পরিশুদ্ধ স্মৃতিকে অবলম্বণ করিয়া আসবরাশির ক্ষয় করিয়া অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, অধিগত হইয়া অবস্থান করেন। গৃহপতি, এই পর্যন্তই আর্যবিনয়ে সর্বতসর্ব ও সর্বথা সর্বভাবে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ হয়।"

৫০. "গৃহপতি, তোমার ধারণা কী? যেই প্রকারে আর্যবিনয়ে সর্বতসর্ব ও সর্বথা সর্বভাবে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ হয়। তুমি তদ্রূপ ব্যবহার-সমুচ্ছেদ নিজের মধ্যে দেখিতেছ কি?"

"কোথায় ভন্তে, আমি, আর কোথায় আর্যবিনয়ে সর্বতসর্ব ও সর্বথা সর্বভাবে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ। ভন্তে, আর্যবিনয়ের সর্বতসর্ব ও সর্বথা সর্বভাবে ব্যবহার-সমুচ্ছেদ হইতে (আকাশ পাতালবৎ) আমি অন্তরালে, অতিশয় দূরে। ভন্তে, আমরা পূর্বে অন্যতৈর্থিক পরিব্রাজকগণকে (গৃহী ব্যবহার-

সমুচ্ছেদ সম্বন্ধে) অনভিজ্ঞ অবস্থায় অভিজ্ঞ বলিয়া ধারণা করিয়াছি, অনভিজ্ঞ অবস্থায় অভিজ্ঞের ভোগ্য ভোজন দিয়াছি, অনভিজ্ঞ অবস্থাতে অভিজ্ঞের স্থানে রাখিয়াছি। কিন্তু ভন্তে, এখন আমরা অন্যতৈর্থিক পরিব্রাজকদিগকে অনভিজ্ঞ অবস্থায় অনভিজ্ঞরূপে জানিব, অনভিজ্ঞ অবস্থায় অনভিজ্ঞের যোগ্য ভোজন দান করিব, অনভিজ্ঞ অবস্থায় অনভিজ্ঞ স্থানে রাখিব। ভন্তে, আমরা ভিক্ষুদিগকে অভিজ্ঞ, অবস্থায় অভিজ্ঞ জানিব, অভিজ্ঞ অবস্থায় অভিজ্ঞের যোগ্য ভোজন দান করিব, অভিজ্ঞ অবস্থায় অভিজ্ঞস্থানে স্থাপন করিব। ভন্তে, ভগবান, আপনি শ্রমণদের প্রতি আমার শ্রমণপ্রেম, শ্রমণদের প্রতি শ্রমণপ্রসাদ, শ্রমণদের প্রতি শ্রমণ গৌরব জন্মাইয়াছেন। অতি আশ্চর্য ভন্তে, অতি শ্রমণদের প্রতি শ্রমণ গৌরব জন্মাইয়াছেন। অতি আশ্চর্য ভন্তে, অতি অদ্ভুত ভন্তে,... ।”

পোতলিয় সূত্র সমাপ্ত

৫. জীবক সূত্র

৫১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহ সমীপে কোমারভচ্চ[১] (কুমার পোষিত) জীবকের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় জীবক কোমারভচ্চ যেখানে ভগবান আছেন তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট জীবক ভগবানকে বলিলেন :

“ভন্তে, শোনা যায়—‘শ্রমণ গৌতমোদ্দেশ্যে জীবহত্যা হয়, আর শ্রমণ গৌতম সজ্ঞানে সেই উদ্দেশ্যকৃত মাংস ভোজন করেন, নিমিত্তকর্মের ভাগী হন।’ ভন্তে, যাহারা এরূপ বলে : ‘শ্রমণ গৌতমের উদ্দেশ্যে জীবহত্যা হয়, আর শ্রমণ গৌতম সেই উদ্দেশ্যকৃত মাংস ভোজন করেন, নিমিত্তকর্মের ভাগী হন।’ কেমন ভন্তে, তাহারা ভগবান সম্বন্ধে সত্যবাদী, ভগবানকে মিথ্যা দোষারোপ করে না, যুক্তি-ধর্মানুরূপ ঘোষণা করে এবং আপনার যুক্তিসঙ্গত কোনো বাদানুবাদ (বিজ্ঞদের) নিন্দার কারণ নহে তো?”

৫২. “জীবক, যাহারা এইরূপ বলে : ‘শ্রমণ গৌতমের উদ্দেশ্যে (লোকে)

---

[১]। রাজকুমার অভয় কর্তৃক ভর্ত্য বা পোষিত। সে কারণে জীবক কোমারভচ্চ নামে পরিচিত। (প-সূ.)

প্রাণিহত্যা করে, আর শ্রমণ গৌতম সজ্ঞানে সেই উদ্দেশ্যকৃত মাংস পরিভোগ করেন, নিমিত্তকর্মের ভাগী হন।' তাহারা আমার সম্বন্ধে সত্যবাদী নহে, তাহারা অসত্য, অভূত কারণে আমাকে অপবাদ করে। জীবক, আমি তিন কারণে মাংস অপরিভোগ্য বলি; যথা : দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত[১]। জীবক, এই ত্রিবিধ কারণে আমি মাংস অপরিভোগ্য বলি। জীবক, ত্রিবিধ কারণে আমি মাংস পরিভোগ্য বলে বর্ণনা করি; যথা : অ-দৃষ্ট, অ-শ্রুত, ও অ-পরিশঙ্কিত। জীবক, এই ত্রিবিধ কারণে আমি মাংস পরিভোগ্য বলি।"

৫৩. "জীবক, কোনো ভিক্ষু গ্রাম অথবা নগর আশ্রয়ে বাস করে। সে মৈত্রীসংযুক্ত চিত্তে একদিক বিস্ফুরিত করিয়া বাস করে, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক ও চতুর্থদিক। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধ তির্যক (চতুষ্কোনে), সর্বদিকে, সর্বত্র, সমগ্র জগৎ বৈরী ও বিদ্বেষ বিহীন বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ মৈত্রী-সহগত চিত্তে বিস্ফুরিত করিয়া বাস করে। কোনো গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র তাহার নিকট গিয়া আগামীকল্যের জন্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করে। জীবক, ভিক্ষু আকাঙ্ক্ষা করিলে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতে পারে। সে রাত্রি অবসানে পূর্বাহ্ণ সময়ে সেই ভিক্ষু উত্তরীয় পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর লইয়া যেখানে সেই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রের নিবাস, তথায় উপস্থিত হয়, সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করে। তাহাকে সেই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র উত্তম পিণ্ডপাত (খাদ্য ভোজ্য) পরিবেশন করে। তখন তাহার এই ইচ্ছা হয় না—'সাধু, বেশ, এই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র আমাকে উত্তম পিণ্ডপাত পরিবেশন করুন। অহো, এই গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র আমাকে ভবিষ্যতেও এইরূপ উত্তম পিণ্ডপাত পরিবেশন করুন' এই ইচ্ছাও তাহার হয় না। সে অ-লুব্ধ, অ-মূর্ছিত হইয়া অনাসক্তভাবে প্রতিকূল বা পরিণামদর্শী হইয়া নিঃসরণ (মুক্তি) জ্ঞানে বিচারপূর্বক সেই পিণ্ডপাত ভোজন করে। তবে জীবক, তুমি কী মনে করো, তখন কি সে ভিক্ষু আত্ম-নিপীড়নার্থ চিন্তা করে, অথবা আত্ম-পর উভয় নিপীড়নার্থ চিন্তা করিতে পারে?"

"তাহা অসম্ভব, ভন্তে,"

---

[১]। ত্রিকোটী অপরিশুদ্ধ মাংস ভিক্ষুদের পক্ষে অখাদ্য। ভিক্ষুদের নিমিত্ত মৃগ, মৎস্য বধ করিয়া গ্রহণ করিতে 'দৃষ্ট' ওইরূপে গৃহীত বলিয়া 'শ্রুত' ও উভয় প্রকারে কিংবা উভয় মুক্তভাবে পরিশঙ্কিত মাংস ভোজনে ভিক্ষুদের আপত্তি (দোষ) হয়। তদ্বিপরীত ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ কপ্পিয়মাংস, আর যদি গৃহীরা বলেন যে ভিক্ষুদের নিমিত্ত নহে অন্য কারণে সজ্জিত কিংবা কপ্পিয় মাংস পাওয়ায় ভিক্ষুদের জন্য সম্পাদিত হইয়াছে, তবে প্রয়োজন বোধে ভিক্ষুরা আহার করিতে পারেন। (প-সূ.)

"তখন সে ভিক্ষু অনবদ্য আহার গ্রহণ করে নহে কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে, আমি পূর্বে শুনিয়াছি ভন্তে, 'ব্রহ্মাই মৈত্রীবিহারী[১] (সতত সকলকেই মিত্ররূপে দেখেন)'। প্রভু, ভগবানকেই আজ সাক্ষাৎ স্বরূপে দেখিলাম। প্রভু, ভগবানই যথার্থ মৈত্রীবিহারী।"

"জীবক, যেই রাগ, দ্বেষ, মোহের দরুন ব্যাপাদ বা হিংসার উদয় হয় সেই রাগ, দ্বেষ, মোহ তথাগতের পরিত্যক্ত; ছিন্নমূল তালবৃক্ষবৎ কৃত, ক্রমে অভাব কৃত এবং ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়াছে। জীবক, যদি তুমি এই কারণে বলিয়া থাক, তবে তোমার অভিমত সমর্থন করি।"

"হ্যাঁ, ভন্তে, এই কারণেই আমি ইহা বলিয়াছি।"

৫৪. "জীবক, এখানে কোনো ভিক্ষু অন্যতর গ্রাম বা নগরাশ্রয়ে অবস্থান করেন। তিনি করুণা-সহগত চিত্তে, মুদিতা-সহগত চিত্তে—উপেক্ষা সহগত চিত্তে একদিক বিস্ফুরিত করিয়া বাস করেন, তথা দ্বিতীয় দিক... জ্ঞানে বিচারপূর্বক সেই পিণ্ডপাত ভোজন করেন। তিনি আত্ম-নিপীড়নার্থ, পর-নিপীড়নার্থ অথবা আত্ম-পর উভয় নিপীড়নার্থ চিন্তা করিতে পারেন না। যেই রাগ, দ্বেষ ও মোহের দরুন লোকের মনে হিংসার উদয় হয় সেই রাগ, দ্বেষ ও মোহ তথাগতের পরিত্যক্ত,... ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়াছে।"

৫৫. "জীবক, যে ব্যক্তি তথাগতের কিংবা তথাগত শ্রাবকদের উদ্দেশ্যে জীব হত্যা করে, সে পঞ্চ কারণেই বহু অপুণ্য অর্জন করে। যেমন—(১) সে যখন এইরূপ বলে : 'তোমরা যাও, অমুক প্রাণীকে বধের জন্য লইয়া আস।' এই আদেশ মাত্রই সে প্রথম কারণে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে। (২) যখন সেই প্রাণী রজ্জুবদ্ধযুগলে, কম্পিত কলেবরে টানিয়া আনিবার সময় যে দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে, তখন সে দ্বিতীয় কারণে বহু অপুণ্য প্রসব করে। (৩) যখন সে এইরূপ আদেশ করে—'যাও, এই জীবকে হত্যা করো।' তখন সে তৃতীয় কারণে বহু অপুণ্য প্রসব করে। (৪) যখন সেই প্রাণিহত্যার সময় দুঃখ-দৌর্মনস্য (সন্তাপ) অনুভব করে, তখন সে চতুর্থ কারণে বহু অপুণ্য প্রসব করে। (৫) যখন সে এই অকপ্পিয় (অ-বিহিত) বস্তু (মাংস) দ্বারা তথাগতকে কিংবা তথাগত শ্রাবককে আ-সাদন (অপ্রস্তুত) বা অপবাদ করে, তখন সে এই পঞ্চ কারণে বহু অপুণ্য প্রসব করে। জীবক, যে কেহ তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবকের উদ্দেশ্যে প্রাণী-হিংসা করে সে নিশ্চিত এই পঞ্চ

---

[১]। ব্রহ্মা রাগ, দ্বেষ, মোহকে বিষ্কম্ভন (সাময়িক) প্রহাণ করায় মৈত্রীবিহারী। কিন্তু বুদ্ধ উহাদিগকে সমুচ্ছেদ প্রহাণ করিয়া মৈত্রীবিহারী। ইহাই তারতম্য। (প-সূ.)

কারণে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে।”

জীবক সূত্র সমাপ্ত

৬. উপালি সূত্র

৫৬. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান নালন্দায় অবস্থান করিতেছিলেন, পাবারিক শ্রেষ্ঠির[১] আম্রবনে। সেই সময় নাতপুত্র[২] নিগণ্ঠ মহৎ নিগণ্ঠ পরিষদসহ নালন্দায় বাস করিতেছিলেন। তখন দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ নালন্দায় পিণ্ডচর্যা (ভিক্ষান্ন সংগ্রহ) করিয়া ভোজনের পর পিণ্ডচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক যেস্থানে পাবারিকাম্র-কানন, যেস্থানে ভগবান আছেন সে-স্থানে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন, সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় কথা সমাপন করিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, একপ্রান্তে স্থিত দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে ভগবান বলিলেন :

“হে তপস্বী, আসন বিদ্যমান, যদি ইচ্ছা হয় বসিতে পার।”

এইরূপ উক্ত হইলে দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ অন্যতর নিচ আসন গ্রহণ করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট নিগণ্ঠকে ভগবান এইরূপ বলিলেন :

“তপস্বী, পাপকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, পাপকর্ম প্রবর্তনের নিমিত্ত নাতপুত্র নিগণ্ঠ কত প্রকার কর্ম প্রদর্শন করেন?”

“বন্ধু গৌতম, নাতপুত্র নিগণ্ঠের ‘কর্ম’ ‘কর্ম’ বলিয়া প্রদর্শন করিবার অভ্যাস নাই। বন্ধু গৌতম, নাতপুত্র নিগণ্ঠের ‘দণ্ড’ ‘দণ্ড’ বলিয়া নির্দেশ করিবার অভ্যাস আছে।”

“তবে তপস্বী, পাপকর্ম সম্পাদনের ও পাপকর্ম প্রবর্তনের জন্য নাতপুত্র নিগণ্ঠ কত প্রকার দণ্ড নির্দেশ করেন?”

“পাপকর্ম সম্পাদনের জন্য ও পাপকর্ম প্রবর্তনের জন্য নাতপুত্র নিগণ্ঠ ত্রিবিধ দণ্ড নির্দেশ করেন; যথা : কায়দণ্ড, বাক্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড।”

“তপস্বী, তবে কি কায়দণ্ড অন্য, বাক্‌দণ্ড অন্য এবং মনোদণ্ড অন্য?”

“হ্যাঁ, বন্ধু গৌতম, কায়দণ্ড অন্য, বাক্‌দণ্ড অন্য ও মনোদণ্ড অন্য।”

“তপস্বী, এইরূপে বিভক্ত, এইরূপে বিশিষ্ট ত্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে নাতপুত্র

---

[১]। ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া শ্রেষ্ঠী আম্রবনে বিহার প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে দান করেন। (প-সূ.)

[২]। নাতপুত্র (প-সূ.)

নিগণ্ঠ কোনো প্রকার দণ্ডকে পাপকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, পাপকর্ম প্রবর্তনের নিমিত্ত মহাসাবদ্যতর (অধিকতর দোষাবহ) মনে করেন—কায়দণ্ড, বাক্‌দণ্ড অথবা মনোদণ্ড?"

"বন্ধু গৌতম, এইরূপে বিভক্ত, এইরূপে বিশিষ্ট ত্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে নাতপুত্র নিগণ্ঠ কায়দণ্ডকেই মহাসাবদ্যতর বলিয়া নির্দেশ করেন, পাপকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, পাপকর্মের প্রবর্তনের নিমিত্ত; তদ্রূপ বাক্‌দণ্ডও নহে, মনোদণ্ডও নহে।

"তপস্বী, কায়দণ্ডই বলিতেছ?"

"হ্যাঁ, বন্ধু গৌতম, কায়দণ্ডই বলিতেছি।"

"তপস্বী, কায়দণ্ডই বলিতেছ?"

"হ্যাঁ, বন্ধু গৌতম, কায়দণ্ডই বলিতেছি।"

"কায়দণ্ডই বলিতেছ? তপস্বী!"

"হ্যাঁ, বন্ধু গৌতম, কায়দণ্ডই বলিতেছি।"

এইরূপেই ভগবান এই কথা প্রসঙ্গে দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে তিনবার প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

৫৭. এইরূপ উক্ত হইলে দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ ভগবানকে বলিলেন :

"বন্ধু গৌতম, আপনি কত প্রকার দণ্ড নির্দেশ করেন পাপকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, পাপকর্ম প্রবর্তনের নিমিত্ত?"

"তপস্বি, দণ্ড, দণ্ড নামে নির্দেশ করা তথাগত অভ্যস্ত, নহে। তপস্বী, কর্ম, কর্ম নির্দেশ করাই তথাগতের অভ্যস্ত।"

"বন্ধু গৌতম, আপনি কত প্রকার কর্ম নির্দেশ করেন পাপকর্ম সম্পাদনের ও পাপকর্মের প্রবর্তনের জন্য?...।"

অতঃপর দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ নাতপুত্র নিগণ্ঠের নিকট গেলেন।

৫৮. সেই সময় নাতপুত্র নিগণ্ঠ বালক লোণকার গ্রামবাসী উপালি প্রমুখ মহা-গৃহীপরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তখন নাতপুত্র নিগণ্ঠ দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে বলিলেন :

"সত্যই তপস্বী, তুমি দিবা দ্বিপ্রহরে কোথা হইতে আসিতেছ?"

"ওখান হইতে, প্রভু, শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতে আসিতেছি।"

"শ্রমণ গৌতমের সহিত তোমার কোনো বাক্যালাপ হইয়াছে কি?"

"প্রভু, শ্রমণ গৌতমের সহিত আমার কিছু বাক্যালাপ হইয়াছে।"

"তপস্বি, শ্রমণ গৌতমের সহিত তোমার কি কথা আলোচনা হইয়াছে?"

"অতঃপর দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ শ্রমণ গৌতমের সহিত যে-সমস্ত বাক্যালাপ হইয়াছিল, তৎসমুদয় নাতপুত্র নিগণ্ঠকে বলিলেন। এইরূপ উক্ত হইলে নিগণ্ঠ নাতপুত্র দীর্ঘতপস্বীকে বলিলেন :

"সাধু, সাধু তপস্বী, যেমন একজন বহুশ্রুত উত্তমরূপে স্বীয় শাস্তার শাসনাভিজ্ঞ শ্রাবকের দ্বারা যাহা সম্ভব, সেইরূপ দীর্ঘতপস্বী কর্তৃক শ্রমণ গৌতমকে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই উদার কায়দণ্ডের সাম্‌নে নিকৃষ্ট (ছবো) মনোদণ্ড কী প্রকারে শোভা পায়? অতএব কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর পাপকর্ম সম্পাদনে ও পাপকর্ম প্রবর্তনে। তদ্রূপ বাক্‌দণ্ডও নহে আর তদ্রূপ মনোদণ্ডও নহে।"

৫৯. এইরূপ উক্ত হইলে উপালি গৃহপতি নাতপুত্র নিগণ্ঠকে ইহা বলিলেন :

"ধন্য, ধন্য, ভন্তে, তপস্বী, (উত্তম কার্যই করিয়াছেন)। যেমন কোনো বহুশ্রুত, স্বীয় শাস্তার শাসনে সম্যকরূপে অভিজ্ঞ শ্রাবক দ্বারা যাহা সম্ভব, তদ্রূপই ভদন্ত, তপস্বী কর্তৃক শ্রমণ গৌতমকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। নিকৃষ্ট মনোদণ্ড এইরূপ মহৎ কায়দণ্ডের সাক্ষাতে কী প্রকারে শোভনীয় হয়? অতএব কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর, পাপকর্মের সম্পাদনে, পাপকর্মের প্রবর্তনে; তদ্রূপ বাক্‌দণ্ডও নহে, মনোদণ্ডও নহে। ভন্তে, এখন আমি যাই, এই কথাপ্রসঙ্গে শ্রমণ গৌতমের সাথে নিশ্চয় বাদ-বিবাদ (অভিযোগ) করিব। ভদন্ত, তপস্বী কর্তৃক যেখানে প্রতিষ্ঠিত, যদি শ্রমণ গৌতম আমার সামনে তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে যেমন কোনো বলবান পুরুষ দীর্ঘলোমী ভেড়াকে লোমে ধরিয়া আকর্ষণ করে, পরিকর্ষণ করে, সম্পরিকর্ষণ করে, তদ্রূপ আমিও বাদী শ্রমণ গৌতমকে বাক্য দ্বারা আকর্ষণ করিব, পরিকর্ষণ করিব, সম্পরিকর্ষণ করিব। যেমন কোনো বলবান শৌণ্ডিক-কর্মচারী বৃহৎ শৌণ্ডিক কিলঞ্জ (চাটাই) গভীর জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়া কর্ণে (কানায়) দৃঢ়রূপে ধরিয়া টানে, আকর্ষণ করে, পরিকর্ষণ করে, সম্পরিকর্ষণ করে; এই প্রকারেই আমি বাদী শ্রমণ গৌতমকে বাক্য দ্বারা আকর্ষণ করিব, পরিকর্ষণ করিব, সম্পরিকর্ষণ করিব। যেমন নাকি বলবান শৌণ্ডিক ধূর্ত কেশ-কম্বলের কোণে ধরিয়া দোলায়, দোলায়, আছাড় দেয়; এই প্রকারেই বাদী শ্রমণ গৌতমকে বাক্য দ্বারা আকর্ষণ করিব, পরিকর্ষণ করিব, সম্পরিকর্ষণ করিব। অথবা যেমন ষাটি বৎসর বয়স্ক হাতী গভীর পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া 'শণ ধোবন' নামক ক্রীড়া খেলে সেইরূপ আমি শ্রমণ গৌতমকে 'শণ ধোবণের' ন্যায় ক্রীড়া করিব। সত্যই ভন্তে, এখন আমি যাই, শ্রমণ গৌতমকে এই আলোচ্য কথাপ্রসঙ্গে বাদারোপ

করিব।”

“গৃহপতি, যাও তুমি[১], শ্রমণ গৌতমকে এই আলোচ্য কথা প্রসঙ্গে বাদারোপ করো। গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমকে এ আলোচনায় বাদারোপ করিবার সামর্থ্য আমার আছে, দীর্ঘতপস্বীর আছে, আর তোমার আছে। গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমকে বাদারোপ করিতে কেবল আমি, দীর্ঘতপস্বী ও তুমি সমর্থ।”

৬০. এই প্রকারে উক্ত হইলে দীর্ঘতপস্বী নিগন্ঠ নাতপুত্র নিগন্ঠকে বলিলেন :

“প্রভু, উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমকে বাদারোপ করুক ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। কারণ, ভন্তে, শ্রমণ গৌতম মায়াবী, এমন (মত) পরিবর্তনী মায়া জানেন যদ্বারা অন্য তীর্থিয়দের শ্রাবকগণকে (নিজের মতে) আবর্তন করেন।”

“তপস্বী, ইহা অসম্ভব। ইহার কোনো সুযোগ নাই যে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে পারে। বরঞ্চ ইহাই সম্ভব যে শ্রমণ গৌতমই উপালি গৃহপতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। তুমি যাও, হে গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমকে এই আলোচ্য বিষয়ে বাদারোপ করো। শ্রমণ গৌতমের সহিত বাদারোপ করিতে সমর্থ আমি, দীর্ঘতপস্বী ও তুমি। দ্বিতীয়বার...। তৃতীয়বার...।”

“হ্যাঁ, ভন্তে,” (বলিয়া) উপালি গৃহপতি নিগন্ঠ নাতপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া নাতপুত্র নিগন্ঠকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া যথায় পাবারিকাম্রকানন এবং যথায় ভগবান আছেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন, একপ্রান্তে উপবিষ্ট উপালি গৃহপতি ভগবানকে বলিলেন :

“ভন্তে, দীর্ঘতপস্বী নিগন্ঠ এখানে আসিয়াছিলেন কি?”

“হ্যাঁ, গৃহপতি, দীর্ঘতপস্বী নিগন্ঠ আসিয়াছিল।’

“ভন্তে, দীর্ঘতপস্বী নিগন্ঠের সহিত আপনার কোনো বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল কি?”

“গৃহপতি, দীর্ঘতপস্বী নিগন্ঠের সহিত আমার কিছু আলোচনা হইয়াছিল।”

“ভন্তে, দীর্ঘতপস্বী নিগন্ঠের সহিত আপনার কী প্রকার আলোচনা

---

[১]। মহানিগন্ঠ ও ভগবান এক নগরে বাস করিলেও পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। (প-সূ.)

হইয়াছিল?”

তখন ভগবান দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠের সহিত যাহা আলোচনা হইয়াছিল তৎসমুদয় উপালি গৃহপতিকে বর্ণনা করিলেন।

৬১. এই প্রকার উক্ত হইলে উপালি গৃহপতি ভগবানকে বলিলেন :

“ভন্তে, দীর্ঘতপস্বী সাধু, সাধু[১]—ধন্যবাদের যোগ্য। স্বীয় শাস্তার শাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত শ্রাবকের ন্যায় দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ কর্তৃক ভগবানের নিকট যথাযথ বিবৃত করা হইয়াছে। তুচ্ছ মনোদণ্ড এবম্বিধ মহৎ কায়দণ্ডের সাক্ষাতে কী প্রকারে শোভিত হয়? অতএব পাপকর্মের সম্পাদনে ও পাপকর্মের প্রবর্তনে কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর, তদ্রূপ বাক্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড নহে।”

“গৃহপতি, যদি তুমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মন্ত্রণা করো, তবে এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হইতে পারে।”

“ভন্তে, আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রণা করিব, এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হউক।”

৬২. “গৃহপতি, তাহা কী মনে করো, এখানে কোনো নিগণ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ, দুঃখিত, সাঙ্ঘাতিক রোগাক্রান্ত, শীতলজল ত্যাগী[২] ও উষ্ণজল সেবী হয়। সে শীতল জল না পাওয়ার দরুন দৈবাৎ কালক্রিয়া করে। গৃহপতি, নাতপুত্র নিগণ্ঠ এই ব্যক্তির উৎপত্তি (পুনর্জন্ম) কোথায় নির্দেশ করেন?”

“ভন্তে, মনোসত্তা (মনোসক্ত) নামক দেবতারা আছেন, এই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন (জন্ম) হয়। কারণ কী? ভন্তে, এই ব্যক্তি মনোপ্রতিবন্ধ অবস্থায় কালক্রিয়া করিয়াছে।”

“গৃহপতি, স্মরণ করো, গৃহপতি, স্মরণ করিয়াই বল। গৃহপতি, তোমার পূর্বের সহিত পরের এবং পরের সহিত পূর্বের সামঞ্জস্য হইতেছে না। গৃহপতি, তোমা কর্তৃক ইহা ঘোষিত হইয়াছে যে ‘ভন্তে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি মন্ত্রণা করিব। সুতরাং আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে বাক্যালাপ হউক।’”

“যদিও ভন্তে, ভগবান এইরূপ বলিতেছেন, তথাপি কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর পাপকর্মের সম্পাদনে ও পাপকর্মের প্রবর্তনে; তদ্রূপ বাকদণ্ডও নহে, মনোদণ্ডও নহে।”

---

[১]। ভন্তে, দীর্ঘতপস্বীর প্রতি সাধু সাধু (ধন্যবাদ)।

[২]। নিগণ্ঠগণ সত্ত্ব ধারণায় শীতলজল পরিত্যাগ করেন। (প-সূ.)

৬৩. "তাহা কী মনে করো, গৃহপতি, এখানে কোনো নিগণ্ঠ চতুর্যাম সংবরে সংযত[১], সমস্ত শীতলজল-বারিত, সর্বপাপ নিবারণে তৎপর, সর্বপাপ-বারি বিধৌত, সর্বপাপ নিবারণে স্পৃষ্ট হয়; অথচ সে অভিগমনে, প্রত্যাগমনে বহুবিধ ক্ষুদ্রপ্রাণী হত্যা করে। গৃহপতি, নিগণ্ঠ নাতপুত্র এই ব্যক্তির কি বিপাক (পরিণাম) নির্দেশ করেন?"

"ভন্তে, নিগণ্ঠ নাতপুত্র (জৈনসাধু) সংচেতনা বিহীন কর্মকে মহাসাবদ্য বা অধিক দোষাবহ মনে করেন না।"

"যদি গৃহপতি, চেতনা থাকে?"

"ভন্তে, তবে মহাসাবদ্য হয়।"

"গৃহপতি, নিগণ্ঠ নাতপুত্র চেতনাকে কিসের অন্তর্ভুক্ত করে?"

"ভন্তে, মনোদণ্ডের।"

"স্মরণ করো, গৃহপতি, স্মরণ রাখিয়া বিবৃত করো। তোমার পূর্বের সহিত পরের এবং পরের সহিত পূর্বের সামঞ্জস্য হইতেছে না। তোমা কর্তৃক এ কথা বলা হইয়াছে যে 'আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রণা করিব, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হউক।'"

"যদিও ভগবান ইহা বলিতেছেন, তথাপি কায়দণ্ডই মহাসাবদ্যতর পাপকর্মের সম্পাদনে ও পাপকর্মের প্রবর্তনে; তদ্রূপ বাক্‌দণ্ড কিংবা মনোদণ্ড নহে।"

৬৪. "গৃহপতি, এই নালন্দা সমৃদ্ধা, স্ফীতা, জনবহুলা ও মনুষ্য-সমাকুলা মনে করো কি?"

"হ্যাঁ, প্রভু, এই নালন্দা সমৃদ্ধা, স্ফীতা, জনবহুলা ও মনুষ্য-সমাকুলা।"

"তাহা কী মনে করো, গৃহপতি, এখানে যদি উন্মুক্ত অসি লইয়া কোনো পুরুষ আসে এবং সে ইহা ঘোষণা করে যে, এই নালন্দায় যত প্রাণী বিদ্যমান, আমি এক ক্ষণে, এক মুহূর্তে তাহাদিগকে এক মাংস স্তূপ, এক মাংস পুঞ্জ করিব।' কী মনে করো গৃহপতি, এই নালন্দায় যে-সমস্ত প্রাণী বিদ্যমান সে উহাদিগকে এক ক্ষণে, এক মুহূর্তে এক মাংস স্তূপ, এবং মাংস পুঞ্জ করিতে সমর্থ হইবে কি?"

"প্রভু, এমনকি দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ পুরুষও... করিতে সমর্থ হইবে না; সামান্য একমাত্র পুরুষের পক্ষে ইহা কি সম্ভব?"

---

[১]। জীবহিংসা, চুরি, মিথ্যা, কৃত-কারিত-অনুমোদিত ও ভাবিত রূপে পঞ্চ কামগুণ প্রত্যাশা হইতে সংযত। (প-সূ.)

"গৃহপতি, কী মনে করো, যদি এখানে ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ আসে এবং সে বলে যে, 'আমি এই নালন্দাকে এক মনোবিদ্বেষে (মানসিক অভিশাপে) ভস্ম করিব।' গৃহপতি, কী মনে করো, সেই ঋদ্ধিমান চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ এক মনোবিদ্বেষ দ্বারা তাহা করিতে পারিবে?"

"প্রভু, সেই ঋদ্ধিমান, বশীভূত চিত্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এক অভিশাপ দ্বারা দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, এমনকি পঞ্চাশ নালন্দাকেও ভস্ম করিতে সমর্থ; সামান্য এক নালন্দার কথাই বা কী?"

"গৃহপতি, স্মরণ করো, গৃহপতি, স্মরণ করিয়া কথা বল, তোমার পূর্বের সহিত পরের আর পরের সহিত পূর্বের সামঞ্জস্য হইতেছে না। গৃহপতি, তোমাকর্তৃক এই বাক্য উক্ত হইয়াছে যে, 'প্রভু, আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। অতএব এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হউক।'"

"যদিও বা ভদন্ত, ভগবান এইরূপ বলিতেছেন তথাপি পাপকর্মের সম্পাদনে ও প্রবর্তনের জন্য কায়দণ্ডই অধিকতর দোষাবহ, তদ্রূপ বাক্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড নহে।"

৬৫. "কী মনে করো, গৃহপতি, দণ্ডকারণ্য[১] কালিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য এই চারি অরণ্য মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে, তুমি শুনিয়াছ কি?"

"হ্যাঁ, প্রভু, দণ্ডকারণ্য, কালিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য এই চারি অরণ্য মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে, ইহা আমি শুনিয়াছি?"

"গৃহপতি, তাহা কী মনে করো, কাহার দ্বারা সেই দণ্ডকারণ্য, কালিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য এই চারি অরণ্য মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে, শুনিয়াছ কি?"

"প্রভু, ইহা জনশ্রুতি যে ঋষিগণের মনোবিদ্বেষের ফলে সেই দণ্ডকারণ্য, কালিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য ও মাতঙ্গারণ্য মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে।"

"গৃহপতি, স্মরণ করো, গৃহপতি, মনে করিয়া বাক্য উচ্চারণ করিও, তোমার পূর্বের সহিত পরের এবং পরের সহিত পূর্বের সামঞ্জস্য হইতেছে না।"

"গৃহপতি, তোমা কর্তৃক এই কথা ঘোষিত হইয়াছে যে 'ভন্তে, আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। এ বিষয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা হউক।'"

---

[১]। জাতকার্থ কথায় বর্ণিত আছে, এই সকল অরণ্য ঋষির অভিশাপে হইয়াছে। (প-সূ.)

৬৬. "প্রভু, ভগবানের প্রথম উপমাতেই আমি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি। অথচ আমি ভগবানের বিচিত্র প্রশ্ন-সমাধান শুনিবার ইচ্ছায় ভগবানের প্রতিদ্বন্দিতা করিবার সাহস করিলাম। আশ্চর্য ভন্তে, অতি আশ্চর্য ভন্তে, যেমন হে প্রভু, কেহ উল্টাকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়; এইরূপে ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণও। আজ হইতে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

৬৭. "হে গৃহপতি, চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করো। তোমাদের ন্যায় বিখ্যাত লোকের বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করা উত্তম ও সমীচীন।"

"প্রভু, এই কারণেও আমি ভগবানের প্রতি অধিকতর সুপ্রসন্ন ও সন্তুষ্ট। যেহেতু ভগবান আমাকে এইরূপ বলিলেন, 'গৃহপতি, বিবেচনাপূর্বক কতব্য নির্ধারণ করো, তোমার মত বিখ্যাত লোকদের বিচার পূর্বক কর্তব্য নির্ধারণ করা উত্তম ও সমীচীন।' প্রভু, অন্য তীর্থিকগণ আমাকে শ্রাবকরূপে লাভ করিলে নালন্দার সর্বত্র পতাকা উত্তোলন করিতেন—'উপালি গৃহপতি আমাদের শ্রাবক হইয়াছেন,' এই ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন। অথচ সে ক্ষেত্রে ভগবান আমাকে বলিতেছেন, 'গৃহপতি, বিচার-বিবেচনাপূর্বক কর্তব্য নির্ধারণ করো, তোমার মতো প্রসিদ্ধ লোকদের বিচার-বিবেচনাপূর্বক কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত।' প্রভু, এইজন্য আমি দ্বিতীয়বার ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। আজ হইতে যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

৬৮. "গৃহপতি, দীর্ঘকাল থেকে তোমার আবাস নিগণ্ঠদের সজ্জিত উৎস স্বরূপ ছিল, যখন তাহারা উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে পিণ্ডদান করা কর্তব্য মনে করিও।"

"প্রভু, এই কারণেও আমি ভগবানের প্রতি অধিকতর সুপ্রসন্ন ও সন্তুষ্ট। যেহেতু ভগবান আমাকে বলিতেছেন, 'গৃহপতি, দীর্ঘদিন পর্যন্ত তোমার গৃহ নিগণ্ঠগণের জলোৎস সদৃশ, যখন তাহারা উপস্থিত হয় তাহাদিগকে পিণ্ডদান করা কর্তব্য মনে করিও।' আমি নিগণ্ঠদের নিকট শুনিয়াছি, শ্রমণ গৌতম এইরূপ বলেন : 'আমাকেই দান দিবে, অন্যকে দিবে না; আমার শ্রাবকগণকেই দান দিবে, অন্য শ্রাবকগণকে দিবে না। আমাকে প্রদত্ত দান শ্রাবকগণকেই দান দিবে, অন্য শ্রাবকগণকে দিবে না। আমাকে প্রদত্ত দান

মহাফলপ্রদ, অন্যকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ নহে; আমার শ্রাবকগণকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ, অন্যের শ্রাবকগণকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ নহে।' আর এখন ভগবান আমাকে নিগণ্ঠদিগকে দান দিতে বলিতেছেন। প্রভু, এ বিষয়ে আমরাই কালানুরূপ ব্যবস্থা করিব। প্রভু, আমি এই তৃতীয়বারও ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান, আমাকে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

৬৯. তখন ভগবান উপালি গৃহপতিকে আনুপূর্বিক কথা উপদেশ করিলেন; যথা : দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দুর্দশা, নীচতা, সংক্লেশ এবং নিষ্কামের প্রশংসা করিলেন। যখন ভগবান উপালিকে জানিলেন যে সত্য গ্রহণে উৎসুক-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, বিনীবরণ-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত এবং প্রসন্ন-চিত্ত হইয়াছে; তখন বুদ্ধগণের যাহা সমুৎকৃষ্ট ধর্মোপদেশ 'দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ' তাহা প্রকাশ করিলেন। যেমন শুদ্ধ, নির্মল বস্ত্র সম্যকরূপে রং গ্রহণ করে, সেরূপ উপালি গৃহপতির সেই আসনেই বিরজ বীতমল ধর্ম-চক্ষু (সপ্রতিসম্ভিদা স্রোতাপত্তিফল) উৎপন্ন হইল—"যাহা কিছু সমুদয় ধর্ম (উৎপন্ন পদার্থ) তৎসমস্ত নিরোধ ধর্ম (বিনাশ শীল)।"

তখন উপালি গৃহপতি দৃষ্টধর্ম, প্রাপ্তধর্ম, বিদিতধর্ম, অবগাহিত বা নিমর্জিত ধর্ম, উত্তীর্ণ বিচিকিৎসা, বিগত সংশয়, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, শাস্তার শাসনে পর-প্রত্যয়হীন (প্রত্যক্ষদর্শী) হইয়া ভগবানকে বলিলেন :

"প্রভু, আমার বহু কৃত্য, বহু করণীয়। সুতরাং এখন যাইতে চাই।"

"গৃহপতি, এখন তোমার সময়ানুরূপ কাজ করিতে পার।"

৭০. অতঃপর উপালি গৃহপতি ভগবানের উপদেশ অভিনন্দন করিয়া, অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে আহ্বান করিলেন :

"বন্ধু দ্বারপাল, অদ্য হইতে নিগণ্ঠ ও নিগণ্ঠিদের জন্য আমার দ্বার রুদ্ধ হইল। আর ভগবান, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদের জন্য আমার দ্বার উন্মুক্ত হইল। যদি কোনো নিগণ্ঠ আসে তাহাকে তুমি এইরূপ বলিও : 'প্রভু, দাঁড়ান, প্রবেশ করিবেন না। আজ হইতে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং নিগণ্ঠ ও নিগণ্ঠিদের জন্য সদরদ্বার বন্ধ। ভগবানের, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণের ও উপাসক-উপাসিকাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত। যদি প্রভু, আপনার খাদ্যের প্রয়োজন থাকে অপেক্ষা করুন, আপনার পিণ্ড এখানে আহরিত হইবে।'"

"যে আজ্ঞা, প্রভু," বলিয়া দ্বারপাল উপালি গৃহপতিকে প্রতিশ্রুতি দিল।

৭১. দীর্ঘতপস্বী শুনিতে পাইলেন যে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ নাতপুত্র নিগণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে বলিলেন :

"প্রভু, আমি শুনিয়াছি, উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।"

"তপস্বী, উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিবেন, ইহা অসম্ভব ও অসঙ্গত। বরং শ্রমণ গৌতম উপালি গৃহপতির শ্রাবকত্ব স্বীকার করিবেন, ইহা সম্ভব ও সঙ্গত।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও তাহাদের মধ্যে এইরূপ কথা হইল।

"উত্তম, প্রভু, আমি এখন চলিলাম, উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জানিয়া আসি।"

"যাও, হে তপস্বী, তুমি উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্য হইয়াছেন কি না জানিয়া আস।"

৭২. তৎপর দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ উপালি গৃহপতির নিবাসে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে বহুদূর হইতে আসিতে দেখিল। দেখিয়া দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠকে এইরূপ বলিল :

"দাঁড়ান, প্রভু, প্রবেশ করিবেন না। আজ হইতে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। নিগণ্ঠ ও নিগণ্ঠদের জন্য তাঁহার দ্বার আবৃত। ভগবান, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদের জন্য তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত। যদি প্রভু, ভিক্ষার প্রয়োজন হয়, এ স্থানে অপেক্ষা করুন, এখানে আপনার ভিক্ষা আহরিত হইবে।"

"বন্ধু, আমার ভিক্ষার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া দীর্ঘতপস্বী তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে বলিলেন :

"প্রভু, সত্যই, উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভু, পূর্বে ইহা আমি আপনাকে বুঝাইতে সমর্থ হয় নাই। আমার সমর্থন ছিল না যে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের সহিত বাদানুবাদ করুক। শ্রমণ গৌতম মায়াবী, আকর্ষণী মায়া জানেন যদ্দারা অন্য তীর্থিয় শ্রাবকগণকে স্বমতে আকর্ষণ করেন। শ্রমণ গৌতমের আকর্ষণী মায়ায় আপনার গৃহপতি আবর্তিত হইয়াছেন।"

"তপস্বী, ইহা অসম্ভব এবং অনবকাশ যে উপালি গৃহপতি শ্রমণ

গৌতমের শ্রাবকত্ব স্বীকার করিবেন। ইহা সম্ভব যে শ্রমণ গৌতম উপালি গৃহপতির শ্রাবকত্ব স্বীকার করিবেন।”

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও দীর্ঘতপস্বী নিগণ্ঠ নাতপুত্র নিগণ্ঠকে বলিলেন :

“সত্যই প্রভু, উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।”

“তপস্বী, আমি নিজেই তথায় যাইতেছি। ‘উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন কি না’ স্বয়ং জানিতে চাই।”

তখন নিগণ্ঠ নাতপুত্র মহতী নিগণ্ঠ পরিষদের সহিত যথায় উপালি গৃহপতির নিবাস তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে দূর হইতে আসিতে দেখিল। দেখিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে বলিলেন :

“দাঁড়ান, প্রভু, প্রবেশ করিবেন না। আজ হইতে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। নিগণ্ঠ ও নিগণ্ঠিদের জন্য তাঁহার দ্বার আবৃত। ভগবানের, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত। যদি প্রভু, আপনার ভিক্ষার প্রয়োজন থাকে, এখানে অপেক্ষা করুন। আপনার জন্য এখানে ভিক্ষা আহরিত হইবে।”

“বন্ধু দ্বারপাল, তাহা হইলে উপালি গৃহপতির নিকট যাও, তাঁহাকে বলো : ‘মহাশয়, নিগণ্ঠ নাতপুত্র মহতী নিগণ্ঠ পরিষদের সহিত বহির্দ্বারে উপস্থিত। তিনি আপনার দর্শন ইচ্ছুক।’”

“হ্যাঁ, প্রভু,” বলিয়া দ্বারপাল নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়া উপালি গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া উপালি গৃহপতিকে ইহা বলিল :

“প্রভু, নিগণ্ঠ নাতপুত্র মহতী নিগণ্ঠ পরিষদের সহিত বাহির সিংহদ্বারে উপস্থিত। তিনি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী।”

“দ্বারপাল, তাহা হইলে মধ্যম দ্বারশালায় আসন সজ্জিত করো।”

“যে আজ্ঞা, প্রভু,” বলিয়া দ্বারপাল উপালি গৃহপতির নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া মধ্যম দ্বারশালায় আসন সজ্জিত করিয়া উপালি গৃহপতিকে নিবেদন করিল :

“প্রভু, মধ্যম দ্বারশালায় আসন সজ্জিত, এখন যাহা মনে করেন।”

৭৩. তখন উপালি গৃহপতি মধ্যম দ্বার-শালায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় যে আসন অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও প্রণীত তথায় বসিয়া দ্বারপালকে আদেশ করিলেন :

“দ্বারপাল, নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট গিয়া বল যে উপালি গৃহপতি

বলিয়াছেন, যদি ইচ্ছা করেন প্রবেশ করিতে পারেন।"

"যে আজ্ঞা প্রভু," বলিয়া দ্বারপাল উপালি গৃহপতিকে প্রত্যুত্তর করিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল :

"প্রভু, গৃহপতি বলিয়াছেন, যদি ইচ্ছা করেন গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন।"

তখন নিগণ্ঠ নাতপুত্র মহতী নিগণ্ঠ পরিষদের সহিত মধ্যম দ্বার-শালায় উপনীত হইলেন। পূর্বে যখনই নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে দূর হইতে আসিতে দেখিতেন, উপালি গৃহপতি তখনই প্রত্যুৎগমনপূর্বক তথায় যেই আসন অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও প্রণীত তাহা উত্তরীয় বস্ত্রে সম্মার্জন করিয়া সমাদরে বসাইতেন। আর এখন সেই উপালি গৃহপতি তথায় যাহা অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও প্রণীত আসন তাহাতে স্বয়ং বসিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে বলিলেন :

"মহাশয়, আসন বিদ্যমান আছে, যদি ইচ্ছা হয়, বসিতে পারেন।"

ইহা শুনিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্র বলিলেন :

"গৃহপতি, উন্মত্ত হইয়াছ, জড়বুদ্ধি হইয়াছ?"

"প্রভু, আমি শ্রমণ গৌতমের সহিত বাদানুবাদ করিব বলিয়া, গিয়া বৃহৎ বাদজালে আবদ্ধ হইয়া ফিরিয়াছি?"

"গৃহপতি, যেমন কোনো ডিম্ব আহরণকারী পুরুষ ডিম্ব পরিত্যাগ করিয়া আসে, যেমন কোনো পাশাক্রীড়ক বিনা পাশায় আসে, গৃহপতি, তুমিও সেইরূপ 'আমি শ্রমণ গৌতমের সহিত বাদারোপ করিতে যাই' এই বলিয়া গিয়া বৃহৎ বাদাভিযানে অধিগৃহীত হইয়া আসিয়াছ। তুমি শ্রমণ গৌতমের আবর্তনী-মায়ায় আবর্তিত হইয়াছ?"

৭৪. "প্রভু, আবর্তনী-মায়া মঙ্গলদায়ক, আবর্তনী-মায়া কল্যাণজনক। প্রভু, আমার প্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে এই আবর্তনী-মায়ায় আবর্তিত করিতে পারিলেই মঙ্গল। ইহা আমার প্রিয় আত্মীয়স্বজনগণের দীর্ঘকাল হিত-সুখের নিদান হইবে। যদি সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে এই আবর্তনী-মায়ায় আবর্তন করিতে পারি সমস্ত ক্ষত্রিয়ের দীর্ঘকাল হিত-সুখের কারণ হইবে। সমস্ত ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগকে যদি আবর্তন করিতে পারি তবে সকলের হিত-সুখের কারণ হইবে। প্রভু, দেব-মার-ব্রহ্মাসহ জগৎ এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-প্রজাসহ দেব-মনুষ্যগণ যদি আবর্তনী-মায়ায় আবর্তিত হয় তবে দেব-মার-ব্রহ্মাসহ এই জগতের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-প্রজাসহ দেব-মনুষ্যের হিত-সুখের কারণ হইবে। প্রভু, তাহা হইলে আপনাকে উপমা প্রদান করিব, জগতে উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞলোক ভাষণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেন।"

৭৫. "প্রভু, পূর্বকালে কোনো জীর্ণ বৃদ্ধ ও অথর্ব ব্রাহ্মণের যুবতী তরুণী ভার্যা ছিল। সে ছিল গর্ভিনী ও আসন্ন প্রসবা। সে যুবতী একদিন ব্রাহ্মণকে বলিল, 'আপনি যান, দোকান হইতে একটি মর্কট শাবক (পুতুল) ক্রয় করিয়া আনুন। তাহা আমার ভাবী কুমারের খেলার সাথী হইবে'। প্রভু, সে ব্রাহ্মণ যুবতীকে বলিল, ভদ্রে, প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষ করো। যদি তুমি পুত্র প্রসব করো, তোমার পুত্রের জন্য আমি দোকান হইতে মর্কট বাছুর ক্রয় করিয়া আনিব, যাহা তোমার পুত্রের ক্রীড়ণক হইবে। আর যদি তুমি কন্যা প্রসব করো, তোমার কন্যার জন্য আমি দোকান হইতে মর্কট বাছুরী ক্রয় করিয়া আনিব, যাহা তোমার কন্যার ক্রীড়নক হইবে।'"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলিল।

"অতঃপর প্রভু, সে ব্রাহ্মণ তাহার তরুণী ভার্যার প্রতি আসক্ত ও প্রতিবদ্ধ চিত্ত-হেতু দোকান হইতে মর্কট কিনিয়া আনিয়া ভার্যাকে বলিল, 'ভদ্রে, এই লও মর্কট শাবক, যাহা তোমার ভাবী পুত্রের ক্রীড়ণক হইবে।' ইহা শুনিয়া তরুণী ব্রাহ্মণকে বলিল, 'ব্রাহ্মণ, এই মর্কট বৎস লইয়া আপনি রজকপুত্র রক্তপাণির নিকট যান এবং তাহাকে বলুন যে, বন্ধু রক্তপাণি, এই মর্কট বৎসকে গভীর পীতা লেপনে রঞ্জন, পুনঃপুন ঘর্ষণ[১] ও উভয়দিকে বিমর্দন[২] করিতে ইচ্ছা করি।'"

"প্রভু, ব্রাহ্মণ সেই তরুণীর প্রতি আসক্ত ও প্রতিবদ্ধ চিত্ত-হেতু মর্কট বৎস লইয়া রক্তপাণির নিকট উপনীত হইল এবং বলিল, 'বন্ধু, এই মর্কট বৎস গাঢ় পীতবর্ণে রঞ্জিত, পুনঃপুন ঘর্ষিত ও উভয়দিকে বিমর্দিত করো।' ইহা শুনিয়া রক্তপাণি রজকপুত্র ব্রাহ্মণকে বলিল, 'মহাশয়, আপনার মর্কট বৎস রঞ্জনের যোগ্য, কিন্তু পুনঃপুন ঘর্ষণ ও উভয়দিকে বিমর্দনের অযোগ্য'। সেইরূপ প্রভু, অজ্ঞ নিগণ্ঠদের মতবাদ (সিদ্ধান্ত) অজ্ঞগণেরই রঞ্জনযোগ্য, পণ্ডিতগণের রঞ্জনক্ষম নহে, ইহা গবেষণারযোগ্য নহে, বিচার্যও নহে।"

"তবে প্রভু, সেই ব্রাহ্মণ অন্য সময় একজোড়া নববস্ত্র লইয়া রজকপুত্র রক্তপাণির নিকট উপনীত হইল। তথায় গিয়া ব্রাহ্মণ রক্তপাণিকে বলিল, 'সৌম্য রক্তপাণি, আমি এই নববস্ত্র যুগল গভীর পীত-রঞ্জিত, পুনঃপুন ঘর্ষিত ও উভয়দিকে মর্দিত করিতে চাই'। ইহা শুনিয়া রক্তপাণি বলিল, 'মহাশয়, আপনার এই নূতন বস্ত্রযুগল রংয়ের যোগ্য, পুনঃপুন ঘর্ষণ ও উভয়দিকে

১। মাজন।

২। বিলেপন।

মর্দনযোগ্য।’”

“তদ্রূপই প্রভু, সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ (সিদ্ধান্ত) পণ্ডিতগণের অনুরঞ্জনীয়। গবেষণায়ও বিচার্য, কিন্তু অজ্ঞগণের নহে।”

“গৃহপতি, রাজাসহ সভাসদগণ জানেন যে উপালি গৃহপতি নাতপুত্র নিগণ্ঠের শ্রাবক। এখন তোমাকে কাহার শিষ্য বলিয়া ধারণা করিতে পারি?”

তখন উপালি গৃহপতি আসন হইতে উঠিয়া উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করিয়া যেদিকে ভগবান আছেন, সেইদিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণামপূর্বক নাতপুত্র নিগণ্ঠকে বলিলেন :

“তাহা হইলে প্রভু, আমি যাঁহার শিষ্য তাঁহার সম্বন্ধে শুনুন।”

৭৬. (১) ‘যিনি ধীর মোহাতীত মারজয়ী ছিন্ন কঠেরতা[১],
দুঃখমুক্ত[২] সাম্যবাদী শীলপূর্ণ প্রজ্ঞা-সুশোভন;
ক্লেশোত্তীর্ণ সুনির্মল—সে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।

(২) মুদিতা-বিহারী তৃপ্ত অসংশয় বন্ত-কামগুণ,
শ্রামণ্যের নিষ্ঠাপ্রাপ্ত শেষদেহী মনুজনায়ক;
নিরুপম রজঃহীন—সে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।

(৩) অসংশয় সুকুশল বিনায়ক সারথি প্রধান,
অনুত্তর শুচিধর্মা প্রভাস্বর আকাঙ্ক্ষা-বিহীন;
মান-ছিন্ন মহাবীর—সে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।

(৪) অসদৃশ অপ্রমেয় জ্ঞান-প্রাপ্ত গুণে সুগভীর,
ক্ষেমঙ্কর বেদযুক্ত ধর্মেস্থিত সংযত-জীবন;
সঙ্গাতিগ মুক্ত যিনি—সে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।

(৫) বনপ্রান্ত, শয্যাসন মুক্তনাগ ছিন্ন সংযোজন,
মন্ত্রণা প্রজ্ঞায়-যুক্ত[৩] ধূতক্লেশ মুক্ত-অহংকার;
নিষ্প্রপঞ্চ বীতরাগ দান্ত, যিনি—শিষ্য আমি তাঁর।

(৬) অকুহক ত্রিবিদ্বান ব্রহ্ম-প্রাপ্ত ঋষির উত্তম,
স্নাতক বিদিতবেদ পদকর্তা[৪] প্রশান্ত-হৃদয়;
পুরন্দর সুসমথ—সে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।

---

[১]। পাঁচ প্রকার চেতখীল; যথা : বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা ও সব্রহ্মচারীদের প্রতি চিত্তের কঠোরতা। (পালি অভিধান)

[২]। ক্লেশদুঃখ ও বিপাকদুঃখ-মুক্ত। (প-সূ.)

[৩]। পর প্রবাদ বিধ্বংসী প্রজ্ঞাযুক্ত। (ম. টী.)

[৪]। শ্রেষ্ঠ ববি। (প-সূ.)

(৭) সুভাবিত-চিত্ত আর্য গুণান্বিত অর্থ-প্রকাশক,
স্মৃতিমান বিদর্শক অর্হৎ হিংসা বিরহিত;
ক্ষীণতৃষ্ণ বশীপ্রাপ্ত—সে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(৮) সমুদ্গাত শুদ্ধ ধ্যানী ক্লেশমুক্ত নির্মল-অন্তর,
অনাসক্ত হিতকারী অগ্রপ্রাপ্ত বিবেক-বিহারী;
উত্তীর্ণ তারক যিনি—সে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(৯) শান্তমূর্তি মহাপ্রাজ্ঞ লোভমুক্ত ভূরিপ্রজ্ঞাযুত,
অসম সুগত যিনি তথাগত প্রতিদ্বন্দ্বীহীন;
বিশারদ সুনিপুণ—সে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।
(১০) তৃষ্ণা-সমুচ্ছিন্ন বুদ্ধ ধূম্রহীন নির্লিপ্ত-জীবন,
ঋদ্ধিমান আহ্বানীয় অনুপম উত্তম-পুরুষ;
মহান যশাগ্রপ্রাপ্ত—সে বুদ্ধের শিষ্য হই আমি।'

৭৭. "গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমের এত গুণাবলি তুমি সঞ্চয়[১] করিলে?"

"প্রভু, যেমন কোথাও নানা পুষ্পের বৃহৎ পুঞ্জ বিদ্যমান, কোনো দক্ষ মালাকর বা মালাকর অন্তেবাসী তথা হইতে বিচিত্র মালা গাঁথে; সেরূপ প্রভু, সেই ভগবান বহু গুণের অধিকারী, অনেকশত গুণবিশিষ্ট। সেই প্রশংসার্হের প্রশংসা কে না করিবে?"

তখন ভগবানের সৎকার-সম্মান সহ্য করিতে না পারিয়া সে-স্থানেই নাতপুত্র নিগণ্ঠের মুখ হইতে উষ্ণ-লোহিত বমন হইল[২]।

উপালি সূত্র সমাপ্ত

৭. কুক্কুরবতিক সূত্র

৭৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান কোলিয়দেশে বাস করিতেছিলেন, হরিদ্রাবসন নামক কোলিয় নগরে। তখন গোব্রতিক[৩] নগ্ন কোলিয়পুত্র পুণ্ন এবং কুকুরব্রতিক[৪] অচেল সেনিয় ভগবানের নিকট উপনীত হইল। গোব্রতিক নগ্ন পুণ্ন ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিল। কুকুরব্রতিক অচেল সেনিয়

১। উপালি গৃহপতির স্রোতাপত্তি মার্গলাভের সঙ্গেই প্রতিসম্ভিদা লাভ হইয়াছিল। (প-সূ.)

২। নাতপুত্র নিগণ্ঠ সেখানে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শিবিকার সাহায্যে তাঁহাকে পাবায় নেওয়া হয়। তথায় তিনি অচিরে দেহত্যাগ করেন। (প-সূ.)

৩। গোব্রতিক—যে গো-স্বভাববিশিষ্ট ব্রত পালন করে।

৪। কুকুরব্রতিক—যে কুকুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্রত পালন করে।

ভগবানের সহিত সম্মোদন করিল, সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় কথা শেষ করিয়া কুকুরের ন্যায় হস্তপদ গুটাইয়া একান্তে বসিল। একপ্রান্তে উপবিষ্ট নগ্ন গোব্রতিক পুণ্ন ভগবানকে বলিল :

"প্রভু, এই উলঙ্গ কুকুরব্রতিক দুষ্কর-কারক (কৃচ্ছ্রসধক) সেনিয় মাটিতে নিক্ষিপ্ত ভোজন করে। তাহার সেই কুকুরব্রত দীর্ঘদিন গৃহীত ও আচরিত হইয়াছে। তাহার কী গতি? পারলৌকিক অবস্থাই বা কী?"

"নিরর্থক, পুণ্ন, রাখিয়া দাও, উহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ওইরূপ প্রশ্ন করা হইল।

৭৯. পুণ্ন, সত্যই তোমাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে উহা নিরর্থক। ইহা থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। বেশ, তথাপি তোমাকে বর্ণনা করিব :

পুণ্ন, যখন কেহ পরিপূর্ণ কুকুরব্রত নিরন্তর ভাবনা (অভ্যাস) করে, পরিপূর্ণ কুকুর আচার নিরন্তর আচরণ করে, পরিপূর্ণ কুকুরচিত্ত নিরন্তর গঠন করে, পরিপূর্ণ কুকুরভঙ্গী নিরন্তর অভ্যাস করে; সে পরিপূর্ণ কুকুরব্রত-আচার-চিত্তভঙ্গী ভাবনা করিয়া দেহত্যাগে মৃত্যুর পর কুকুর যোনিতে জন্ম হয়। যদি তাহার এই ধারণা থাকে যে আমি এই শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা ও ব্রহ্মচর্যা দ্বারা দেবতা হইব, কিংবা দেবতাদের অন্যতর হইব, তবে উহা তাহার মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্ত, ধারণা)। পুণ্ন, মিথ্যাদৃষ্টিকের পক্ষে নিরয় ও তির্যক (পশু) যোনি এই দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতিই (লভ্য) বলিতেছি। পুণ্ন, এই প্রকারে সম্পাদিত কুকুরব্রত কুকুরদিগের সাহচর্যে কিংবা বিপর্যস্ত, হইলে নরকে নিয়া যায়।"

উহা উক্ত হইলে কুকুরব্রতিক অচেল সেনিয় রোদন আরম্ভ করিল, অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

ভগবান গোব্রতিক পুণ্ন কোলিয় পুত্রকে বলিলেন :

"পুণ্ন, আমি তোমাকে নিরস্ত, করিতে পারিলাম না যে ইহা নিরর্থক, স্থগিত রাখো, ইহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

কুকুরব্রতিক সেনিয় বলিল :

"ভগবান আমাকে ইহা বলিয়াছেন, তজ্জন্য রোদন করিতেছি না। অথচ প্রভু, আমার এই কুকুরব্রত দীর্ঘদিন যাবৎ গৃহীত ও আচরিত। প্রভু, ইহার পরিণাম ভাবিয়া রোদন করিতেছি। প্রভু, আমার বন্ধু কোলিয়পুত্র গোব্রতিক। তাহার সেই গোব্রত দীর্ঘকাল যাবৎ গৃহীত ও আচরিত। তাহার গতি এবং পারলৌকিক অবস্থা কী?"

"নিরর্থক সেনিয়, উহা স্থগিত রাখ, উহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও প্রশ্ন করা হইল।

৮০. "সেনিয়, প্রকৃত পক্ষে তোমাকে বুঝাইতে পারিলাম না। সুতরাং তোমাকে বলিব :

"সেনিয়, কেহ কেহ পরিপূর্ণ গোব্রত অবিচ্ছিন্নভাবে ভাবনা করে, পরিপূর্ণ গোশীল আচরণ করে, পরিপূর্ণ গোচিত্ত গঠন করে ও পরিপূর্ণ আকল্প (ভঙ্গী) অভ্যাস করে, সে এই সমুদয় আচরণ করিয়া দেহত্যাগে মৃত্যুর পর গরু যোনিতে উৎপন্ন হয়। যদি তাহার এই ধারণা হয় যে আমি এই শীল, ব্রত, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যা দ্বারা দেবরাজ কিংবা দেবতাদের অন্যতর হইব, তবে উহা তাহার মিথ্যাদৃষ্টি। সেনিয়, মিথ্যাদৃষ্টিকদের নিরয় ও তিরচ্ছান (পশু-পক্ষী) যোনি এই দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতি লভ্য বলিতেছি। এইরূপেই আচরিত গোব্রত গরুদের সাহচর্যে, বিপর্যস্ত, হইলে নিরয়ে উপনীত করে।"

ইহা উক্ত হইলে কোলিয়পুত্র গোব্রতীক পুণ্ন রোদন আরম্ভ করিল ও অশ্রু মোচন করিতে লাগিল।

ভগবান কুকুরব্রতিক নগ্ন সেনিয়কে বলিলেন :

"সেনিয়, আমি তোমাকে বিরত করিতে পারিলাম না যে ইহা অনর্থক, স্থগিত রাখো, ইহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

"ভগবান আমাকে ইহা বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমি রোদন করিতেছি না। অথচ আমার এই গোব্রত দীর্ঘদিন গৃহীত ও আচরিত হইয়াছে।"

"ভন্তে, আমি ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হইব, যদি ভগবান ধর্ম-দেশনা করেন যাহাতে আমি এই গোব্রত পরিত্যাগ করিতে পারি এবং কুকুরব্রতিক উলঙ্গ সেনিয়ও কুকুরব্রত পরিত্যাগ করিতে পারে।"

"তাহা হইলে পুণ্ন, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করিব।"

"হ্যাঁ, প্রভু," বলিয়া কোলিয়পুত্র পুণ্ন ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

৮১. "পুণ্ন, চতুর্বিধ কর্ম স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া আমা কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। সে চারিটি কী? পুণ্ন, (১) কোনো কর্ম আছে কৃষ্ণ (মন্দ) এবং কৃষ্ণবিপাক[১]। (২) কোনো কর্ম আছে শুক্ল (ভাল) এবং শুক্লবিপাক[২]।

---

[১]। দশবিধ অকুশল কর্মপথ কর্ম, অপায়ে উৎপাদন-হেতু মন্দ বিপাক।

[২]। দশবিধ কুশল কর্মপথ কর্ম, স্বর্গে উৎপাদন হেতু শুক্ল বিপাক।

(৩) কোনো কর্ম আছে কৃষ্ণ-শুক্ল এবং কৃষ্ণ-শুক্লবিপাক[১]। (৪) কোনো কর্ম আছে অকৃষ্ণ-অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ-অশুক্লবিপাক[২], যে কর্ম যাবতীয় কর্মক্ষয়ের নিমিত্ত পরিচালিত হয়।"

"পুণ্ন, দুঃখ-ফলপ্রদ মন্দ কর্ম কী? পুণ্ন, জগতে কোনো ব্যক্তি ব্যাপাদ (হিংসা) যুক্ত কায়িক কর্ম সম্পাদন করে, ব্যাপাদযুক্ত বাচনিক কর্ম সম্পাদন করে, ব্যাপাদযুক্ত মানসিক কর্ম সঞ্চয় করে। সে সব্যাপাদ (সহিংস) কায়, বাক্ ও মনঃকর্ম সঞ্চয় করিয়া দুঃখবহুল যোনিতে উৎপন্ন হয়। দুঃখবহুল যোনিতে উৎপন্ন অবস্থায় তাহার দুঃখজনক স্পৃশ্য (বিপাকসমূহ) ভোগ করিতে হয়। সে দুঃখজনক স্পৃশ্যে স্পর্শিত হইয়া নিরয়বাসী সত্ত্বগণের ন্যায় নিরন্তর দুঃখজনক সহিংস বেদনা অনুভব করে। এইরূপে হে পুণ্ন, যথাভূত কর্ম হইতে তথাভূত সত্ত্বেও উৎপত্তি হয়। (জীব) যে কর্ম করে তদ্বারাই জন্ম হয়। উৎপন্ন হইয়া সদৃশ স্পৃশ্য স্পর্শ করে। পুণ্ন, আমি এই কারণেও বলি 'সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী'। পুণ্ন, ইহাকেই দুঃখ-ফলপ্রদ মন্দ কর্ম বলা হয়।" (১)

পুণ্ন, সুখ-ফলপ্রদ শুক্লকর্ম কী? পুণ্ন, জগতে কোনো ব্যক্তি অব্যাপাদযুক্ত কায়কর্ম সঞ্চয় করে, অব্যাপাদযুক্ত বাক্‌কর্ম সঞ্চয় করে, অব্যাপাদযুক্ত মনঃকর্ম সঞ্চয় করে। সে অহিংস কায়, বাক্ ও মনঃকর্ম সঞ্চয় করিয়া দেহত্যাগে মৃত্যুর পর দুঃখহীন লোকে পুনরুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন অবস্থায় অনুরূপ স্পৃশ্য স্পর্শ করে। এইরূপেও আমি বলিতেছি যে প্রাণীগণ স্বীয় কর্মের উত্তরাধিকারী। পুণ্ন, ইহাকে বলা হয়, সুখ-ফলপ্রদ শুক্লকর্ম।" (২)

পুণ্ন, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপাকপ্রদ কৃষ্ণ-শুক্লকর্ম কী? পুণ্ন, জগতে কোনো ব্যক্তি সব্যাপাদযুক্ত ও অব্যাপাদযুক্ত কায়কর্ম করে, বাক্‌কর্ম করে ও মনঃকর্ম সঞ্চয় করে। সে সহিংস-অহিংস কায়, বাক্ ও মনঃকর্ম সঞ্চয় করিয়া দুঃখ-সুখময় লোকে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন অবস্থায় সদুঃখ-অদুঃখজনক স্পৃশ্য স্পর্শ করে। সে সদুঃখ-অদুঃখজনক স্পৃশ্য দ্বারা স্পর্শিত হইয়া সুখ-দুঃখ মিশ্রিত বেদনা অনুভব করে, যেমন—মানুষ, কোনো কোনো দেবতা এবং কোনো কোনো বিনিপাতিক প্রেতগণ। এইরূপে হে পুণ্ন, ভূত হইতে ভূতের উৎপত্তি। (জীব) যাহা করে তদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন অবস্থায় অনুরূপ ফল ভোগ করে। এই কারণেও আমি বলি, 'প্রাণীগণ কর্মের উত্তরাধিকারী'। পুণ্ন, ইহা ভালো-

---

[১]। মিশ্রকর্ম, সুখ-দুঃখবিপাক।

[২]। চারি লোকোত্তর। মার্গ চেতনা কর্ম অভিপ্রেত।

মন্দ বিপাকপ্রদ মিশ্রকর্ম।” (৩)

“পুণ্ন, অদুঃখ-অসুখ বিপাকপ্রদ অকৃষ্ণ-অশুক্ল কর্ম, যাহা কর্মক্ষয়ে সংবর্তিত হয়, তাহা কী? উক্ত ত্রিবিধ কর্মের মধ্যে হে পুণ্ন, যাহা মন্দ-ফলপ্রদ কৃষ্ণকর্ম উহার প্রহাণের জন্য যেই চেতনা, যাহা শুভ-ফলপ্রদ শুক্লকর্ম উহার প্রহাণের জন্য যেই চেতনা এবং যাহা ভালো-মন্দ মিশ্রফলপ্রদ কর্ম উহারও প্রহাণের জন্য যেই চেতনা, তাহাই পুণ্ন, অকৃষ্ণ-অশুক্ল বিপাকপ্রদ কর্ম বলা হয়।যাহা যাবতীয় কর্মক্ষয়ে সংবর্তিত।” (৪)

“পুণ্ন, এই চতুর্বিধ কর্ম স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া আমা কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে।”

৮২. ইহা উক্ত হইলে গো-ব্রতী কোলিয়পুত্র পুণ্ন ভগবানকে বলিল :

“অতি আশ্চর্য প্রভু, অতি অদ্ভুত প্রভু, যেমন হে প্রভু,...। প্রভু ভগবান, আজ হইতে যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।”

কুকুরব্রতিক উলঙ্গ সেনিয় ভগবানকে বলিল :

“অত্যাশ্চর্য প্রভু, অতি অদ্ভুত প্রভু, যেমন অধোমুখকে ঊর্ধ্বমুখ করে, প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শন করে, চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্য) দর্শনের নিমিত্ত অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, সেই প্রকারেই ভগবান কর্তৃক অনেক পর্যায়ে ধর্ম ঘোষিত হইয়াছে। প্রভু, আমি ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণাপন্ন হইতেছি। প্রভু, আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের প্রত্যাশী।”

“সেনিয়, যদি কোনো ভূতপূর্ব অন্যতীর্থিয় (মতাবলম্বী) এই ধর্ম বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহাকে চারি মাস পর্যন্ত পরিবাস (ব্রত পূরণার্থ বাস) করিতে হয়। চারি মাসের পর সন্তুষ্টচিত্ত ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষুভাবে উপসম্পদা প্রদান করে। অথচ এখানে আমার ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্নতাও সুবিদিত।”

“প্রভু, যদি তদ্রূপ করিতে হয়,... আমি চারি বর্ষ ব্যাপী পরিবাস করিতে প্রস্তুত। চারি বৎসরের পর সন্তুষ্টচিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষুভাবে উপসম্পদা প্রদান করুন।”

উলঙ্গ কুকুরব্রতীক সেনিয় ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিল। অচির উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান সেনিয় একাকী বিষয়-বাসনামুক্ত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও নির্বাণ প্রবণ চিত্ত হইয়া অবস্থানপূর্বক—যার জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন—অচিরেই সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান অর্হত্ত্ব ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও

উপলব্ধি করিয়া বাস করেন। চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত এবং এ জীবনের জন্য আর তাঁহার কর্তব্য নাই—তিনি ইহা উত্তমরূপে জানিলেন। আয়ুষ্মান সেনিয় অর্হৎদের অন্যতম হইলেন।

কুক্কুরবতিক সূত্র সমাপ্ত

৮. অভয় রাজকুমার সূত্র

৮৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে[১] বাস করিতেছেন। তখন রাজকুমার অভয় নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট রাজকুমার অভয়কে নাতপুত্র নিগণ্ঠ বলিলেন :

"আসুন, রাজকুমার, আপনি শ্রমণ গৌতমের সাথে বাদারোপ করুন। ইহাতে আপনার কল্যাণ-কীর্তি শব্দ বিঘোষিত হইবে যে রাজকুমার অভয় কর্তৃক এমন মহাঋদ্ধি ও মহানুভবসম্পন্ন শ্রমণ গৌতমের বিরুদ্ধে বাদারোপিত হইয়াছে।"

"প্রভু, আমি কিরূপে শ্রমণ গৌতমের বিরুদ্ধে বাদারোপ করিব?"

"আসুন, রাজকুমার, যেখানে শ্রমণ গৌতম তথায় যান। সে-স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রমণ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করুন—প্রভু, তথাগত ঈদৃশ বাক্য বলেন কি যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ? যদি শ্রমণ গৌতম জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন, রাজকুমার, তথাগত তদ্রূপ বাক্য বলেন, যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তবে আপনি বলিবেন, প্রভু, প্রাকৃতজনের সহিত আপনার বিশেষত্ব কী? প্রাকৃতজনও সেরূপ বাক্য বলে, যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। যদি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রমণ গৌতম আপনাকে প্রকাশ করেন যে, রাজকুমার, তথাগত এইরূপ বাক্য ভাষণ করেন না, যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তবে আপনি বলিবেন, প্রভু, অপায়িক দেবদত্ত, নৈরয়িক দেবদত্ত, কল্পস্থায়ী দেবদত্ত, অচিকিৎস দেবদত্ত বলিয়া আপনি কীরূপে ঘোষণা করিলেন? আপনার এই বাক্য দ্বারা দেবদত্ত কোপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। রাজকুমার, আপনার এই উভয় কোটিক (সমস্যাজনক) প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রমণ গৌতম উদ্গীরণ বা অধোকরণ (গলাধঃকরণ) কোনোটাই করিতে সমর্থ হইবে না। যেমন কোনো ব্যক্তির লৌহ শৃংগাটক

---

[১]। অসংখ্য কাঠবিড়ালের বাসস্থান।

(বড়শি?) কণ্ঠলগ্ন হয়, সে তাহা উদ্গীরণ কিংবা গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ হয়; সেইরূপ রাজকুমার, আপনার উভয় কোটিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রমণ গৌতম উদ্গীরণ কিম্বা গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইবেন না।"

"যে আজ্ঞা প্রভু," বলিয়া রাজকুমার অভয় নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন।

৮৪. রাজকুমার অভয় সূর্য (সময়) দেখিয়া চিন্তা করিলেন, "আজ ভগবানের সহিত বাদারোপের উপযুক্ত সময় নহে। আগামীকল্য আমার প্রাসাদে ভগবানের সহিত বাদারোপ করিব।" আর ভগবানকে বলিলেন :

"ভন্তে, ভগবান, আগামীকল্য আপনিসহ চারিজন ভিক্ষুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

রাজকুমার অভয় ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই রাত্রি অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে ভগবান চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর লইয়া তিনজন ভিক্ষু রাজকুমার অভয়ের প্রাসাদে উপনীত হইলেন এবং সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। অভয় রাজকুমার স্বহস্তে, উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা ভগবানকে সন্তর্পিত করিলেন, সম্প্রবারিত করিলেন। তখন ভোজন শেষে ভগবান পাত্র হইতে হস্ত, অপনীত করিলে রাজকুমার অভয় নিচ আসন লইয়া একপ্রান্তে বসিলেন।

৮৫. একপ্রান্তে বসিয়া অভয় রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন :

"প্রভু, তথাগত তাদৃশ বাক্য বলিতে পারেন কি যাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোরম?"

"রাজকুমার, এই প্রশ্নের একাংশে (নিশ্চিতরূপে) উত্তর হয় না।"

"প্রভু, এখানেই নিগণ্ঠগণ বিনষ্ট হইল।"

"রাজকুমার, কেন তুমি এ কথা বলিতেছ যে এখানেই নিগণ্ঠগণ বিনষ্ট হইল?"

"প্রভু, অধুনা আমি নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে অভিবাদন করিয়া বসিলাম। তখন নাতপুত্র নিগণ্ঠ আমাকে বলিলেন, 'আসুন রাজকুমার,... উদ্গীরণ কিম্বা গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইবে না।'"

৮৬. সেই সময় উত্তানশায়ী অবোধ শিশু-কুমার অভয় রাজকুমারের

অঙ্কে উপবিষ্ট ছিল। ভগবান রাজকুমার অভয়কে বলিলেন :

"তাহা কী মনে করো, রাজকুমার, তোমার কিম্বা ধাত্রীর প্রমাদবশত যদি এই শিশু কাষ্ঠ কিংবা কাঁকর মুখে পূরিয়া দেয় তখন তুমি কী করিবে?"

"আমি তাহা বাহির করিব, ভন্তে, যদি প্রথমত তাহা বাহির করিতে না পারি তবে বামহস্তে, শিশুর মস্তক ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে, অঙ্গুলি বক্র করিয়া রক্তস্রাব হইলেও তাহা বাহির করিব। কারণ ভন্তে, শিশুর প্রতি আমার যথেষ্ট করুণা আছে।"

"তদ্রূপই রাজকুমার, যেই বাক্য অভূত, অসত্য, অনর্থসংযুক্ত বলিয়া তথাগত জানেন, আর সেই বাক্য, পরের অপ্রিয় ও অমনোরম হয়, তথাগত তাদৃশ বাক্য বলেন না। যেই বাক্য ভূত, সত্য, অনর্থসংযুক্ত বলিয়া তথাগত জানেন, আর সেই বাক্য যদি পরের অপ্রিয় ও অমনোরম হয়, তথাগত সেই বাক্যও ভাষণ করেন না। যাহা তথাগত জানেন যে ভূত, সত্য ও অর্থসংযুক্ত এবং তাহা পরের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তথাগত সেই বাক্য প্রকাশের নিমিত্তও কাল বিচার করেন। যেই বাক্য অভূত, অসত্য, অনর্থযুক্ত এবং তাহা পরের প্রিয় ও মনোরম হয়, তথাগত তাহাও ভাষণ করেন না। যেই বাক্য তথাগত জানেন যে সত্য, ভূত, অর্থযুক্ত এবং তাহা পরের প্রিয় ও মনোরম, সেই বাক্য ভাষণেও তথাগত কালজ্ঞ হন। তাহার কারণ এই, রাজকুমার, জীবগণের প্রতি তথাগতের অসীম করুণা আছে।"

৮৭. "ভন্তে, যে-সকল ক্ষত্রিয় পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহপতি পণ্ডিত এবং শ্রমণ পণ্ডিত প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া তথাগতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন; প্রভু, পূর্বেই কি ইহা ভগবানের চিত্তে পরিকল্পিত হয় যে যাহারা আসিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবে তাহাদিগকে আমি এই উত্তর দিব অথবা স্থান ভেদে কি তথাগতের উপস্থিত বুদ্ধিতে ইহা প্রতিভাত হয়?"

"রাজকুমার, তোমাকেই এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তোমার অভিরুচি অনুসারে উত্তর করিবে। রাজকুমার, রথের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে তুমি অভিজ্ঞ কী?"

"হ্যাঁ, প্রভু, আমি রথের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।"

"বেশ, যদি কেহ আসিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ইহা রথের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ? ইহা কি পূর্বেই তোমার চিন্তিত ছিল যে যাহারা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে আমি তাহাদিগকে এই উত্তর দিব অথবা ইহা কি স্থানোচিত রূপেই তোমার প্রতিভাত হইবে?"

"প্রভু, আমি রথের মালিক, রথের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে বিখ্যাত ও দক্ষ।

রথের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমার সুবিদিত। সুতরাং স্থানোচিত জ্ঞানেই ইহা আমার প্রতিভাত হইবে।"

"রাজকুমার, তদ্রূপই যে-সকল ক্ষত্রিয় পণ্ডিত,... স্থানোচিত (প্রত্যুৎপন্ন) জ্ঞানেই আমার প্রতিভাত হয়। তাহার কারণ কী? রাজকুমার, তথাগতের সেই ধর্মধাতু (সর্বজ্ঞতা) সুপ্রতিবিদ্ধ (সুপরিজ্ঞাত) হইয়াছে, যেই ধর্মধাতুর সুপ্রতিবিদ্ধতা-হেতু স্থানোচিতভাবেই তথাগতের যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান প্রতিভাত হয়।"

এইরূপ উক্ত হইলে অভয় রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন, "আশ্চর্য ভন্তে,... আজ হইতে যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

অভয় রাজকুমার সূত্র সমাপ্ত

৯. বহু বেদনীয় সূত্র

৮৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরাম জেতবনে বাস করিতেছিলেন। তখন পঞ্চকংগ স্থপতি (সূত্রধর) যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ী থাকেন, তথায় উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান উদায়ীকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট পঞ্চকংগ স্থপতি আয়ুষ্মান উদায়ীকে বলিলেন, "ভন্তে, উদায়ি, ভগবান বেদনা কয় প্রকার বলিয়াছেন?"

"স্থপতি, (১) সুখ-বেদনা, (২) দুঃখ-বেদনা, (৩) অদুঃখ-অসুখ বেদনা; ভগবান এই তিন প্রকার বেদনা বলিয়াছেন।... ।"

"ভন্তে, উদায়ি, ভগবান তিন প্রকার বেদনা বলেন নাই, দুই প্রকার[১] বেদনা বলিয়াছেন—সুখ-বেদনা ও দুঃখ-বেদনা। ভন্তে, এই যে অদুঃখ-অসুখ বেদনা আছে, উহাকে ভগবান শান্ত, উত্তম সুখের অন্তর্গত বলিয়াছেন।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী পঞ্চকংগ স্থপতিকে বলিলেন, "স্থপতি,

---

১। সুখ দুই প্রকার—বেদয়িত বা অনুভব সুখ, অবেদয়িত বা উপশান্ত সুখ। ইন্দ্রিয় ও বিষয় সুখ হইতে ক্রমে অষ্ট ধ্যান সমাপত্তি পর্যন্ত বেদয়িত সুখ। নিরোধসমাপত্তি—সংজ্ঞা-বেদনার নিরোধ হেতু উপশম সুখ। সুখ-দুঃখের অবসান ও দুঃখবিহীন হেতু সুখ নামে অভিহিত হয়। এই সূত্রে উভয়বিধ সুখ লক্ষ করিয়াই সুখময় বলা হইয়াছে। (প-সূ.)

ভগবান দুই প্রকার বেদনা বলেন নাই। ভগবান তিন প্রকার বেদনা বলিয়াছেন...।"

দ্বিতীয়বারও পঞ্চকংগ স্থপতি আয়ুষ্মান উদায়ীকে বলিলেন, "নহে, ভন্তে, উদায়ি,... শান্ত, উত্তম সুখের অন্তর্গত বলিয়াছেন।"

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী...।"

তৃতীয়বারও পঞ্চকংগ স্থপতি...।

আয়ুষ্মান উদায়ী পঞ্চকংগ স্থপতিকে বুঝাইতে পারিলেন না, পঞ্চকংগ স্থপতিও আয়ুষ্মান উদায়ীকে বুঝাইতে পারিলেন না।

৮৯. পঞ্চকংগ স্থপতির সহিত আয়ুষ্মান উদায়ীর এই আলোচনা আয়ুষ্মান আনন্দ শুনিতে পাইলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান তথায় গেলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ পঞ্চকংগের সহিত আয়ুষ্মান উদায়ীর যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে সেই সমস্ত ভগবানকে নিবেদন করিলেন। ইহা বলা হইলে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ পর্যায় (কারণ) থাকা সত্ত্বেও পঞ্চকংগ স্থপতি উদায়ীর ভাষণ অনুমোদন করিল না, আর পর্যায় (কারণ) থাকা সত্ত্বেও পঞ্চকংগ স্থপতি উদায়ীর ভাষণ অনুমোদন করিল না। আনন্দ, আমি পর্যায়বশত (কারণ ভেদে) বেদনা দুই প্রকার বলিয়াছি, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, ছয় প্রকার, অষ্টাদশ প্রকার, ছয়ত্রিশ প্রকার, একশ আট প্রকারও বলিয়াছি। আনন্দ, এইরূপে পর্যায়ক্রমে আমি ধর্মোপদেশ করিয়াছি। আনন্দ, আমার পর্যায়ক্রমে উপদিষ্ট ধর্মে যাহারা পরস্পরের সুভাষিত, সুকথিত বাণীকে (ধর্মকে) স্বীকার করিবে না, মানিবে না, অনুমোদন করিবে না, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রত্যাশিত যে (সম্ভব যে) তাহারা ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া একে অন্যকে মুখশক্তি দ্বারা বিদ্ধ করিতে করিতে বাস করিবে। আনন্দ, এইরূপে আমাকর্তৃক ধর্ম পর্যায়ক্রমে দেশিত। আনন্দ, আমার... যাহারা পরস্পরের সুভাষিত, সুকথিত বাক্যকে উত্তমরূপে স্বীকার করিবে, মনন করিবে ও অনুমোদন করিবে তাহাদের... সম্মোদন করিতে করিতে বিবাদ রহিত হইয়া ক্ষীরোদকভূত অবস্থায় একে অন্যকে প্রিয়নেত্রে দেখিয়া বাস করিবে।"

৯০. "আনন্দ, এই পঞ্চ কামগুণ (ভোগ)। কী কী পঞ্চ? ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ কামসংযুক্ত মনোরঞ্জন চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ;... শ্রোত-বিজ্ঞেয় শব্দ;... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ;... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস;... কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য। আনন্দ, এই পঞ্চ কামগুণ। আনন্দ, এই পঞ্চ কামগুণের সংস্রবে যে

সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেই কামসুখ বলা হয়।"

"আনন্দ, যদি কেহ এইরূপ বলে : প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে, তাহার এই মত (সিদ্ধান্ত) আমি সমর্থন করি না। ইহার কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হইতে আরও সুন্দর ও উন্নততর (বিপুলতর) অপর সুখ আছে। আনন্দ, অন্য কোনো সুখ এই সুখ হইতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ইহাই আনন্দ, সে সুখ হইতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।"

"আনন্দ, যদি কেহ বলে... আমি সমর্থন করি না।... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে।...।"

"আনন্দ, যদি কেহ বলে... তাহার এই মতও আমি সমর্থন করি না।... তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে।...।"

"আনন্দ, যদি কেহ ইহা বলে... আমি সমর্থন করি না।... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে।...।"

"এইরূপে আনন্দ,... আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করিয়া বাস করে।...।... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করিয়া বাস করে।...।... আকিঞ্চনায়তন লাভ করিয়া বাস করে।...।... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন লাভ করিয়া বাস করে।...। আনন্দ, এখানে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সর্বতোভাবে অতিক্রমপূর্বক সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধকে অধিগত হইয়া বাস করে। ইহাই আনন্দ, সে সুখ হইতে উজ্জ্বলতম ও উন্নততম—অপর সুখ।"

৯১. "আনন্দ, সম্ভবত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিতে পারেন, 'শ্রমণ গৌতম সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সম্বন্ধে বলেন, তাহাও সুখময় বলিয়া থাকেন। উহা কী? উহা কী প্রকার?' এইরূপবাদী অন্যতীর্থিয়গণকে ইহা বলা উচিত : 'বন্ধুগণ, ভগবান সুখ-বেদনা সম্পর্কেই উহাকে সুখময় বলেন নাই। কিন্তু বন্ধুগণ, যেখানে যেখানে (বেদয়িত বা অবেদয়িত) সুখ উপলব্ধ হয়, তথায় তাহাকেই তথাগত সুখান্তর্গত বলিয়া থাকেন'[১]।"

---

[১]। সুখ দুই প্রকার—বেদয়িত (অনুভূতি) সুখ ও অবেদয়িত বা উপশম সুখ। পঞ্চকামগুণ সংস্পর্শে ও অষ্ট লৌকিক সমাপত্তি বশে উৎপন্ন সুখের নাম বেদয়িত সুখ। চতুর্থধ্যান হইতে চারি অরূপধ্যান উপেক্ষা-বেদনাযুক্ত, তথাপি শান্তস্বভাব হেতু উহা সুখ পর্যায়ভুক্ত। নিরোধ সমাপত্তি অবেদয়িত সুখ। উহা সংজ্ঞা, বেদনা (বেদয়িত) প্রভৃতি মানস বা চেতন জগতের নিরোধ বা উপশম অবস্থা। [এ অবস্থায় সুখ নামের সার্থকতা কী?—'সব্বস্স দুক্খস্স সুখং পহাণং,' যাবতীয় দুঃখের প্রহাণই প্রকৃত সুখ।] সুতরাং যেকোনো সুখ হোক না কেন, দুঃখহীন ও সুখ-স্বরূপার্থে সুখ নামে অভিহিত হয়। (প-সূ.)

ভগবান ইহা বলিলেন, আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

বহু বেদনীয় সূত্র সমাপ্ত

১০. অপণ্নক সূত্র

৯২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সহিত কোশল জনপদে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতে করিতে যেখানে কোশলের শালা নামক ব্রাহ্মণ গ্রাম, সেখানে পৌঁছিলেন।

শালার ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনিলেন, "শ্রমণ শাক্যপুত্র গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া মহাভিক্ষুসংঘের সহিত বিচরণ করিতে করিতে শালায় উপনীত হইয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণ-কীর্তি-শব্দ বিঘোষিত হইয়াছে যে, সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, দম্যপুরুষের অনুত্তর সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান। তিনি দেব, মার, ব্রহ্ম, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রজা ও দেব-মনুষ্যের সহিত এই সত্ত্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রচার করেন। তিনি আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, অন্তকল্যাণ, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত ধর্ম প্রচার করেন এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ (মার্গ) ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। তথাবিধ অর্হতের দর্শন আমাদের মঙ্গলজনক।"

তখন শালার ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। কেহ কেহ ভগবানের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন, প্রীতি সম্ভাষণ শেষ করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। কেহ কেহ ভগবানের দিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণাম করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। কেহ কেহ ভগবানের নিকট নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। কেহ কেহ মৌনাবলম্বন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন।

৯৩. ভগবান শালার ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণকে বলিলেন, "গৃহপতিগণ, তোমাদের কোনো প্রিয় শাস্তা আছে কি যাহার প্রতি তোমাদের সহেতুক শ্রদ্ধা বিদ্যমান?"

"ভন্তে, আমাদের এমন কোনো প্রিয় শাস্তা নাই যাঁহার প্রতি আমাদের সহেতুক শ্রদ্ধা বিদ্যমান।"

"হে গৃহপতিগণ, যাহাদের প্রিয় শাস্তা লাভ হয় নাই তাহাদের পক্ষে এই

অপণ্ণকধর্ম[১] (অদ্বৈতগামী মার্গ) গ্রহণ করিয়া আচরণ করা উচিত। গৃহপতিগণ, অপণ্ণকধর্ম গৃহীত ও আচরিত হইলে উহা তোমাদের চিরকাল হিত-সুখের নিদান হইবে। গৃহপতিগণ, অপণ্ণক ধর্ম কী?"

৯৪. "গৃহপতিগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে তাহারা এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ও এইরূপ মতবাদী : "দানফল নাই, যজ্ঞফল নাই, আহুতিফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক নাই, ইহলোক[২]-পরলোক নাই, মাতা[৩] নাই, পিতা[৪] নাই, ঔপপাতিক[৫] সত্ত্ব (অযোনিস সম্ভবা দেবতা) নাই, সম্যকগত ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক-পরলোক অভিজ্ঞা দ্বারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন।' গৃহপতিগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সোজা বিরুদ্ধবাদী (উজুবিপচ্চনিক)। তাহারা বলে, 'দানফল আছে, যজ্ঞফল আছে, আহুতিফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক আছে...।' ইহা কী মনে করো গৃহপতিগণ, এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ একে অন্যের সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?"

"সত্যই ভন্তে,"

৯৫. (১) "গৃহপতিগণ, তাহাতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : 'দান নাই, যজ্ঞ নাই,...।' তাহাদের পক্ষে ইহাই কাম্য যাহা কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত ও মনো-সুচরিত এই ত্রিবিধ কুশলধর্মকে পরিবর্জন করিয়া যাহা কায়-দুচরিত, বাক্-দুচরিত ও মনো-দুচরিত এই ত্রিবিধ অকুশলধর্মকে গ্রহণপূর্বক আচরণ করিবে। ইহার কারণ কী? যেহেতু সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অকুশল ধর্মসমূহের আদীনব, অবকার (নীচতা) ও সংক্লেশ এবং পক্ষান্তরে কুশল ধর্মসমূহের আনিসংশ (পুরস্কার) এবং নিষ্কামের বিশুদ্ধি পক্ষ দেখিতে পায় না। পরলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পরলোক নাই বলিয়া দৃষ্টি (ধারণা) জন্মে, উহাই তাহাদের মিথ্যাদৃষ্টি। পরলোক বিদ্যমান সত্ত্বেও উহা নাই বলিয়া সংকল্প করে, উহা

---

[১]। অবিরুদ্ধ, দ্বিধারহিত, একাংশ গ্রাহিক। (প-সূ.)
নিশ্চিত, সত্য, প্রকৃত, নিশ্চয়। (চাইল্ডার্স অভিধান)

[২]। পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা কৃত এইলোক নাই।

[৩]। মাতাপিতার প্রতি কৃতকর্মের ফল নাই।

[৪]। মাতাপিতার প্রতি কৃতকর্মের ফল নাই।

[৫]। কর্মহেতু উপপাতিক প্রতিক্ষেপ করে, অর্থাৎ চ্যুত হইয়া পুনরুৎপন্ন হইবার মতো সত্ত্ব নাই ধারণা করে। (প-সূ.)

তাহাদের মিথ্যাসংকল্প। বিদ্যমান সত্ত্বেও পরলোক নাই বলিয়া বাক্য ভাষণ করে, উহা তাহাদের মিথ্যাবাক্য। বিদ্যমান সত্ত্বেও পরলোক নাই বলিয়া বলে; যাহারা অভিজ্ঞ লোকবিদ ও অর্হৎ এ ব্যক্তি তাহাদের বিরোধিতা করে। পরলোক বিদ্যমান সত্ত্বেও পরলোক নাই, ইহা পরকে জ্ঞাপন করে, উহা তাহার অসদ্ধর্ম (মিথ্যা ধর্ম) সংজ্ঞাপন। সেই অসদ্ধর্ম সংজ্ঞাপন দ্বারা সে নিজকে উৎকৃষ্ট ও পরকে নিকৃষ্ট মনে করে। এই প্রকারে পূর্বেই তাহার সুশীতল পরিত্যক্ত ও দুঃশীলতা উপস্থিত হয়। এই মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, আর্যগণ বিরোধিতা, অসদ্ধর্ম সংজ্ঞাপন, আত্মোৎকর্ষণ ও পরাবকর্ষণ প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণাবশত তাহার অনেক পাপ...। গৃহপতিগণ, তাহাতে বিজ্ঞপুরুষ এই বিচার করে—যদি পরলোক না থাকে, তবে এই ভদ্র পুরুষ-মানুষ (পুদ্গল) দেহত্যাগের পর স্বয়ং স্বস্তি, লাভ করিবে। যদি পরলোক থাকে, তবে এই ব্যক্তি দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত ও নিরয়ে উৎপন্ন হইবে। যদি প্রকৃতপক্ষে পরলোক না থাকে এবং এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্যই হয়, তথাপি এই ব্যক্তি বাস্তব জীবনে বিজ্ঞগণের নিন্দার্হ 'এই পুরুষ-মানুষ দুঃশীল মিথ্যাদৃষ্টিক ও নাস্তিকবাদী'। যদি পরলোক থাকে, তবে এই ব্যক্তির উভয়ত্র পরাজয় এবং ইহজীবনে বিজ্ঞগণের নিন্দার্হ আর দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত ও নিরয়ে উৎপত্তি হয়। এইরূপেই তাহার দুর্গ্রহণে গৃহীত এই অপণ্ণকধর্ম একান্ত (স্বীয় মত) স্ফুরণ করিয়া থাকে, কুশলের হেতু বর্জন করে।"

৯৬. (২) "গৃহপতিগণ, তথায় যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপবাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : 'দান ফল আছে, যজ্ঞফল আছে, আহুতিফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক আছে, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতৃ-পিতৃ সেবার ফল আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, আর সম্যকগত (সত্যাবগত) ও সম্যক প্রতিপন্ন (সত্যারূঢ়) শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন'। তাঁহাদের ইহাই আকাঙ্ক্ষ্য যে কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত ও মনো-দুশ্চরিত এই ত্রিবিধ অকুশলধর্ম পরিবর্জন করিয়া যাহা কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত ও মনোসুচরিত এই ত্রিবিধ কুশলধর্মকে গ্রহণপূর্বক আচরণ করিবে'। ইহার কারণ কী? এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অকুশল ধর্মসমূহের আদীনব, অপকার, সংক্লেশ আর কুশল ধর্মসমূহের নিষ্কাম ভাব, পুরস্কার ও বিশুদ্ধি পক্ষ দর্শন করেন। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে পরলোক আছে বলিয়া তাহার যে দৃষ্টি

হয়, উহা তাঁহার সম্যক দৃষ্টি। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে পরলোক আছে বলিয়া এই যে সংকল্প করেন, উহা তাঁহার সম্যক সংকল্প। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে পরলোক আছে বলিয়া যে বাক্য ভাষণ করেন, উহা তাঁহার সম্যক বাক্য। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে পরলোক আছে বলেন; যাঁহারা অর্হৎ পরলোক-বিদ্ তাঁহাদের সহিত তিনি বিরোধিতা করেন না। বিদ্যমান পরলোক সম্বন্ধে 'পরলোক আছে' বলিয়া পরকে জ্ঞাপন করেন, উহা তাঁহার পক্ষে সত্যধর্ম জ্ঞাপন করা হয়। সেই সত্যধর্ম জ্ঞাপন দ্বারা তিনি নিজকে উৎকৃষ্ট মনে করেন না, পরকেও নিকৃষ্ট ভাবেন না। এই প্রকারে পূর্বেই তাঁহার দুঃশীলতা পরিত্যক্ত হয়, সুশীলতা উপস্থিত হয়। এই সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, আর্যগণের অবিরোধিতা, সত্যধর্ম জ্ঞাপন, অনাত্মোৎকর্ষণ, অপরাবকর্ষণ প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ কুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সম্যক দৃষ্টির কারণে। গৃহপতিগণ, এ বিষয়ে বিজ্ঞব্যক্তি এই চিন্তা করেন, 'যদি পরলোক থাকে, তবে এই পুরুষ-পুদ্গল দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। একান্তই যদি পরলোক না থাকে, এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য যদি সত্যই হয়, তথাপি এই ব্যক্তি ইহ-জীবনে বিজ্ঞগণের প্রশংসা-ভাজন 'এই পুরুষ শীলবান, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, আস্তিকবাদী'। যদি পরলোক থাকে, তবে এই ব্যক্তির উভয়ত্র জয়লাভ, ইহলোকে বিজ্ঞগণের প্রশংসা লাভ আর কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এইরূপে তাহার এই অপণ্ণকধর্ম সুগ্রহণে গৃহীত হইয়া উভয়ান্ত (ইহ-পরলোক) স্ফুরণ করিয়া থাকে এবং অকুশলের কারণ বর্জন করে।"

৯৭. (৩) "গৃহপতিগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা এইরূপ বাদী ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : 'অন্যায় করিলে ও করাইলে, (স্বহস্তে, বা আদেশে) ছেদন করিলে ও করাইলে, দণ্ডাঘাত করিলে ও করাইলে, শোকার্ত করিলে, কষ্ট দিলে, বিচলিত করিলে ও করাইলে, প্রাণিহত্যা করিলে, চুরি করিলে, সন্ধিচ্ছেদ করিলে, গ্রাম লুণ্ঠন করিলে, ঘর বিলুণ্ঠন করিলে, পথে পথিকদের লুণ্ঠন করিলে, পরদার গমন করিলে, মিথ্যা বলিলে পাপ ধারণায় করিলেও পাপ করা হয় না। ধারাল ক্ষুরান্ত চক্র দ্বারা যদি কেহ এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে (মারিয়া) এক মাংসরাশি, এক মাংসপুঞ্জ করে, তবে সে কারণে তাহার কোনো পাপ নাই; পাপের আগমন হয় না। যদি কেহ হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করিতে করিতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায় তথাপি উহার দরুন তাহার কোনো পাপ নাই, পাপের আগমন হয় না। যদি কেহ দান দিয়া, দান করাইয়া, যজ্ঞ করিয়া, যজ্ঞ করাইয়া গঙ্গার উত্তর

তীর পর্যন্ত পৌঁছে তথাপি তজ্জন্য পুণ্য নাই, পুণ্যের আগমন হয় না।'"

(৪) "গৃহপতিগণ, তাহাদেরও সোজা বিরুদ্ধবাদী কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে যাহারা বলে অন্যায় করিলে ও করাইলে... পাপ হইবে।... দান দিলে ও দেওয়াইলে... তাহার পুণ্য হইবে।... দান, দম, সংযম ও সত্যবাক্য দ্বারা পুণ্য হয় ও পুণ্যের আগম হয়। তোমরা কী মনে করো গৃহপতিগণ, এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরস্পরের সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?"

"সত্যই ভন্তে।"

৯৮. (৫) "গৃহপতিগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এ কথা বলে... পাপ অকুশলধর্ম সম্ভূত হয় মিথ্যাদৃষ্টির কারণ। গৃহপতিগণ, বিজ্ঞপুরুষ এই বিষয়ে চিন্তা করেন, 'যদি ক্রিয়ার ফল না থাকে তবে এই ব্যক্তি দেহত্যাগের পর নিজে স্বস্তি, লাভ করিবে। যদি ক্রিয়ার ফল থাকে তবে এই পুরুষ দেহত্যাগে মরণের পর অপায় বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইবে। বস্তুত যদি ক্রিয়ার ফল না থাকে—এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্যই হয়, তথাপি এই ব্যক্তি ইহ-জীবনে দুঃশীল, মিথ্যাদৃষ্টি ও অক্রিয়াবাদী বলিয়া বিজ্ঞগণের নিন্দার্হ হয়। আর যদি ক্রিয়ার ফল নিশ্চয়ই থাকে তবে এই ব্যক্তির উভয়ত্র পরাজয়; যথা : ইহজীবনে বিজ্ঞগণের নিন্দা এবং দেহত্যাগে মরণের পর অপায় দুর্গতি...।' এই প্রকারে তাহার অপণ্ণকধর্ম দুর্গ্রহণে গৃহীত, সে একাংশ স্ফুরণ করিয়া থাকে, কুশলের কারণ বর্জিত হয়।"

৯৯. (৬) "গৃহপতিগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্ন : ন্যায় করিলে ও করাইলে... সম্যক দৃষ্টির প্রভাবে অনেক কুশলধর্ম সম্ভব হয়।"

(৭) "গৃহপতিগণ, এ বিষয়ে বিজ্ঞব্যক্তি চিন্তা করেন, 'যদি ক্রিয়ার ফল থাকে তবে এই ব্যক্তি দেহত্যাগে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। বস্তুত ক্রিয়া যদি নাও থাকে এবং সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য সত্যই বা হয়, তথাপি এই ব্যক্তি ইহ-জীবনে বিজ্ঞগণের প্রশংসনীয় হন—শীলবান, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ও ক্রিয়াবাদী পুরুষ। এই প্রকারে এই ব্যক্তির ইহলোক-পরলোক উভয়ত্র জয়লাভ; যথা : ইহ জীবনে বিজ্ঞগণের প্রশংসা লাভ এবং দেহত্যাগে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপত্তি।' এই প্রকারে তাহার অপণ্ণকধর্ম সুগ্রহণে গৃহীত, সে উভয়াংশ স্ফুরণ করিয়া থাকে, অকুশল-কারণ বর্জিত হয়।"

১০০. (৮) 'গৃহপতিগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'সত্ত্বগণের সংক্লেশের নিমিত্ত কোনো হেতু এবং প্রত্যয় নাই।

অহেতু-অপ্রত্যয়ে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত কোনো হেতু-প্রত্যয় নাই। অহেতু-অপ্রত্যয়ে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়। (সত্ত্বগণের সংক্লেশ ও বিশুদ্ধির জন্য) বল নাই, বীর্য নাই, পুরুষাকার ও পুরুষ পরাক্রম কিছুই নাই। নিখিল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব (বীজ), অবশী, (অস্বাধীন), অবলী ও বীর্যহীন। নিয়তি (ভবিতব্যতা) সঙ্গতি স্বভাবে (বিভিন্ন রূপে) পরিণত হইয়া ষড়বিধ[১] জাতিতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে থাকে...।' গৃহপতিগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ইহাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। তাহারা এইরূপ বলে, 'সত্ত্বগণের সংক্লেশের নিমিত্ত হেতু আছে, প্রত্যয় আছে। সহেতু-সপ্রত্যয়ে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত হেতু ও প্রত্যয় আছে এবং সহেতু-সপ্রত্যয়ে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়। উপযোগী বল, বীর্য, পুরুষাকার ও পুরুষ পরাক্রম আছে; সর্ব সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশী নহে, অবল নহে ও বীর্যহীন নহে; নিয়তি সঙ্গতি স্বভাবে বিবিধ আকারে পরিণত হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে না'। তোমরা কী মনে করো, গৃহপতিগণ, এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা পরস্পর সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

১০১. (৯) "গৃহপতিগণ, এ বিষয়ে যাহারা বলে, 'সত্ত্বগণের সংক্লেশের কোনো হেতু নাই... ছয় প্রকার জাতিতে সুখ-দুঃখ অনুভব করে; তাহাদের পক্ষে ইহা প্রত্যাশিত যে... তাহারা ত্রিবিধ অকুশলধর্ম গ্রহণ করিয়া আচরণ করিবে।' তাহার কারণ কী? সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অকুশলধর্মসমূহের আদীনব (দোষ), অপকৃষ্টতা ও সংক্লেশ আর কুশলধর্মসমূহের নিষ্কামে আনিসংশ (পুরস্কার) ও পবিত্রতা দেখিতে পায় না।... হেতু নাই, তাহার এই দৃষ্টি হয়, উহাতে তাহার মিথ্যাদৃষ্টি... এইরূপে অনেক অকুশলধর্ম সম্ভব হয় মিথ্যাদৃষ্টির দরুন। গৃহপতিগণ, বিজ্ঞপুরুষ এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন, 'যদি হেতু নাও থাকে... কুশল হেতু বর্জিত হয়।'"

১০২. (১০) "গৃহপতিগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্ন : 'সত্ত্বদের সংক্লেশের হেতু আছে... ছয় প্রকার জাতিতে সুখ-

---

[১]। ছয় প্রকার জাতি—(১) কৃষ্ণ, (২) নীল, (৩) লোহিত, (৪) হরিদ্রা, (৫) শুক্ল ও (৬) পরম শুক্ল।

(১) নিষ্ঠারকর্মা শিকারী কৃষ্ণা জাতি। (২) (শাক্য জাতীয়) ভিক্ষু, (৩) নিগণ্ঠগণ, (৪) আজীবক-শ্রাবক গৃহী, (৫) নন্দ, বচ্ছ, সংকিচ্চ (৬) আজীবকগণ।

সমস্ত প্রাণী এই ষড়বিধ জাতির মধ্য দিয়া চুরাশী সহস্র কল্পে ক্রমোন্নত ও বিশুদ্ধ বা পরম শুক্ল জাতি হইয়া সংসার হইতে শুদ্ধ হয়, ইহাই তাহাদের ধারণা। (প-সূ.)

দুঃখ অনুভব করে না... তাহাদের পক্ষে এই আশা পোষণ করা উচিত যে তাহারা... কুশলধর্ম গ্রহণ করিয়া আচরণ করিবে'। ইহার কারণ?... হেতু আছে। তাহার এই দৃষ্টি হয়, আর উহা তাহার সম্যক দৃষ্টি... এইরূপে অনেক কুশলধর্মের সম্ভব হয় সম্যক দৃষ্টির কারণ। গৃহপতিগণ, সেই বিষয়ে বিজ্ঞপুরুষ এই চিন্তা করে, 'যদি হেতু থাকে... অকুশল কারণ বর্জিত হয়।'"

১০৩. (১১) "গৃহপতিগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই বাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকে, 'অরূপ (নিরাকার) ব্রহ্মলোক সর্বতোভাবে নাই।' গৃহপতিগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তাহাদেরও সোজা বিরুদ্ধবাদী। তাহারা এইরূপ বলে, 'অরূপ ব্রহ্মলোক সর্বথা বিদ্যমান।' তাহা কী মনে করো, গৃহপতিগণ, এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ একে অন্যের সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

(১২) "গৃহপতিগণ, তথায় বিজ্ঞপুরুষ এই চিন্তা করেন, 'যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : অরূপ ব্রহ্মলোক সর্বথা বিদ্যমান নাই, ইহা আমার অদৃষ্ট। আর যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও দৃষ্টিসম্পন্ন : অরূপ ব্রহ্মলোক সর্বথা বিদ্যমান আছে, ইহাও আমার অবিদিত। যদি আমি না জানিয়া না দেখিয়া একান্ত ধারণায় ব্যবহার করি—ইহাই সত্য, মিথ্যা অন্য—উহা আমার পক্ষে প্রতিরূপ (সঙ্গত) নহে। যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়—অরূপ ব্রহ্মলোক সর্বথা নাই। যদি তাহাদের সে কথা সত্য হয় তবে এই কারণ থাকিতে পারে যে, যে-সকল দেবতা রূপবান, ধ্যানমনোময়, তথায় আমার অপণ্নক (দ্বিবিধা রহিতভাবে) উৎপত্তি হইবে। যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়—আরূপ্য সর্বথা আছে। যদি তাহাদের এই বাক্য সত্য হয়, তবে এই কারণ থাকিতে পারে যে, যে-সকল দেবতা রূপহীন (অজড়) ধ্যানসংজ্ঞাময়, উহাতে আমার অপণ্নক উৎপত্তি হইবে। তাহা রূপের নিমিত্ত (রূপনিবন্ধন) দণ্ড গ্রহণ, শস্ত্র গ্রহণ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, তুমি-তুমি (আমি-আমি), পিশুন ও মিথ্যাবাক্য প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু আরূপ্যে উহা সর্বথা থাকে না।' এই চিন্তা করিয়া সে যাবতীয় রূপের নির্বেদের জন্য, অনুরাগ ত্যাগের জন্য ও নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়।"

১০৪. (১৩) 'গৃহপতিগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী... হয়, 'ভবনিরোধ (জন্ম-মৃত্যুর অন্ত, নির্বাণ) সর্বথা নাই।' গৃহপতিগণ, সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কোনো কোনো ঋজু বিপরীত

বাদীরা এইরূপ বলে, 'ভবনিরোধ সর্বথা (অবশ্যই) আছে।' তাহা কী মনে করো, গৃহপতিগণ, তাহারা একে অন্যের সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি?"

"নিশ্চয়, ভন্তে,"

"তাহাতে, গৃহপতিগণ, বিজ্ঞপুরুষ এই বিচার করে, 'ভবনিরোধ... সর্বথা নাই, অপর পক্ষে ভবনিরোধ সর্বথা আছে; উভয় পক্ষ আমার অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত,... যদি আমি না জানিয়া না দেখিয়া—ইহাই সত্য, উহা মিথ্যা—একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করি, তবে তাহা আমার উচিত হইবে না। যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন–সর্বতোভাবে ভবনিরোধ নাই। যদি সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্য হয়; এই কারণ থাকিতে পারে যে, যে-সকল নিরাকার (অরূপ) দেবতা অরূপ ধ্যানসংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞাময়, তথায় আমার অপণ্ণক বা অবিরুদ্ধ উৎপত্তি হইবে। আর যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী ও এইরূপ মতাবলম্বী—সর্বতোভাবে ভবনিরোধ (নির্বাণ) আছে। যদি সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্য হয়, তবে ইহার সম্ভাবনা বিদ্যমান যে ইহ-জীবনেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইব। যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এইরূপ মতবাদী ও এইরূপ দৃষ্টি-অবলম্বী—সর্বতোভাবে ভবনিরোধ (নির্বাণ) নাই। তাহাদের এই দৃষ্টি বা ধারণা সংসারাবর্তে অনুরাগের নিকট, সংযোজনের সমীপে, অভিনন্দনের সমীপে, প্রার্থনার (কামনার) সমীপে ও উপাদান বা গ্রহণের সমীপে (লইয়া যাইয়া) সহায়তা করে। কিন্তু যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বাদী ও এরূপ মতাবলম্বী—সর্বতোভাবে ভবনিরোধ আছে। তাহাদের সেই সিদ্ধান্ত, সংসারাবর্তের প্রতি বিরাগের, সংযোজন ক্ষয়ের, অভিনন্দন রহিতের ও অপ্রণিধির নিকটে অনুপাদানের সমীপস্থ (হইয়া অনুপ্রেরণা দেয়)। সুতরাং সে ইহা বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় ভবেরই (জন্ম-মৃত্যুর) নির্বেদ, বিরাগ এবং নিরোধের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করে।"

১০৫. "গৃহপতি, লোকে এই চারি প্রকার পুরুষ (পুদ্গল) বিদ্যমান। সেই চারি কী কী? গৃহপতিগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুয়োগে নিযুক্ত। কোনো কোনো ব্যক্তি পরসন্তাপী, পর সন্তাপজনক কার্যে নিযুক্ত। কোনো কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত এবং পরন্তপ, পর পরিতাপানুযোগে নিযুক্ত। কোনো কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ নহে, আত্মন্তপ কার্যেও নিয়োজিত নহে এবং পরন্তপ নহে, পর পরন্তপজনক কার্যেও নিয়োজিত নহে। সেই অনাত্মন্তপ, অপরন্তপ ব্যক্তি ইহ-জীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত, স্বয়ং সুখ

সংভোগ করিতে করিতে ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে।"

১০৬. "গৃহপতি, কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত?" [কন্দরক সূত্রে ৭নং দ্রষ্টব্য]।

"গৃহপতি, কোনো ব্যক্তি পরসন্তাপী, পর সন্তাপজনক কার্যে নিযুক্ত?" [কন্দরক সূত্রে ৮নং দ্রষ্টব্য]।

"গৃহপতি, কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ, আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত এবং পরন্তপ, পর পরিতাপানুযোগে নিযুক্ত?" [কন্দরক সূত্রে ৯নং দ্রষ্টব্য]।

"গৃহপতি, কোনো ব্যক্তি আত্মন্তপ নহে, আত্মন্তপ কার্যেও নিয়োজিত নহে এবং পরন্তপ নহে, পর পরন্তপজনক কার্যেও নিয়োজিত নহে? কে সেই অনাত্মন্তপ, অপরন্তপ যে ইহজীবনে তৃষ্ণামুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত, স্বয়ং সুখ-সংভোগ করিতে করিতে ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করে?" [কন্দরক সূত্রে ১০ নম্বরে 'স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করেন' পর্যন্ত দ্রষ্টব্য]।

এইরূপে উক্ত হইলে শালানিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ভগবানকে বলিলেন, "আশ্চর্য, হে গৌতম, অতি চমৎকার, হে গৌতম,... আজ হইতে আমাদিগকে শরণাগত উপসাকরূপে গ্রহণ করুন।"

অপণ্নক সূত্র সমাপ্ত

প্রথম গৃহপতিবর্গ সমাপ্ত

২. ভিক্ষু-বর্গ

১. অম্বলট্ঠিক রাহুলোবাদ সূত্র[১]

১০৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবন কলন্দকনিবাপে বাস করিতেছেন। সেই সময় আয়ুষ্মান রাহুল অম্বলট্ঠিকায়[২] বসবাস করেন। তখন ভগবান সায়ংকালীন (ফল সমাপত্তি) ধ্যান হইতে উঠিয়া অম্বলট্ঠিকবনে যেখানে আয়ুষ্মান রাহুল আছেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান রাহুল দূর

১। আয়ুষ্মান রাহুল সাতবৎসর বয়সে ভগবানের চীবরকোনে ধরিয়া—'মহাশ্রমণ, আমাকে উত্তরাধিকার দিন' প্রার্থনা করিলে ভগবান সারিপুত্রকে দিয়া রাহুলকে প্রব্রজিত করিয়া প্রথম এই উপদেশ দিয়াছিলেন। (প-সূ.)

২। বেণুবনের পার্শ্বে ধ্যানানুশীলনের অনুরূপ বিবেককামীদের বাসের জন্য নির্মিত তন্নামক প্রাসাদে বিবেকবৃদ্ধি মানসে বাস করিতেছিলেন। (প-সূ.)

হইতেই ভগবানকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আসন, পদধৌত করিবার জল এবং পাদান স্থাপন করিলেন। ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন, বসিয়াই পদধৌত করিলেন। আয়ুষ্মান রাহুলও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন।

১০৮. তখন ভগবান উদকভাজনে স্বল্পমাত্র জলাবশেষ রাখিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে আমন্ত্রণ করিলেন, "রাহুল, ভাজনে স্থাপিত অবশিষ্ট এই স্বল্পমাত্র জল দেখিতেছ কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

"রাহুল, যাহাদের সজ্ঞানে মিথ্যা কথনে লজ্জা নাই, তাহাদের শ্রামণ্য (শ্রমণধর্ম) এইরূপ স্বল্পমাত্র।"

তখন ভগবান সেই স্বল্পজল ত্যাগ করিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে ডাকিলেন, "রাহুল, সেই স্বল্পজল পরিত্যক্ত হইয়াছে, দেখিতেছ কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

"রাহুল, এইরূপ পরিত্যক্ত তাহাদের শ্রামণ্য, যাহাদের সজ্ঞানে মিথ্যা কথনে লজ্জা নাই।"

তখন ভগবান সেই ভাজন অধঃমুখী করিয়া রাহুলকে ডাকিলেন, "রাহুল, তুমি এই ভাজনকে অধঃমুখে দেখিতেছ কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

"রাহুল, এইরূপই অধঃমুখী তাহাদের শ্রামণ্য, যাহাদের সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণে লজ্জা নাই।"

তখন ভগবান সেই ভাজন ঊর্ধ্বমুখ করিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে ডাকিলেন, "রাহুল, এই ভাজন রিক্ত, শূন্য দেখিতেছ কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

"রাহুল, এইরূপ রিক্ত, শূন্য তাহাদের শ্রামণ্য, যাহাদের সজ্ঞানে মিথ্যা কথনে লজ্জা নাই; যেমন : রাহুল, ঈশাদন্ত উচ্চ, আরোহণযোগ্য, (সুন্দর জাতীয়) অভিজাত সংগ্রাম কুশল রাজহস্তী সংগ্রামে গেলে সে সম্মুখ পদ দ্বারা (সংগ্রাম) কর্ম করে, পশ্চাৎ পাদেও কর্ম করে, শরীরের অগ্রভাগেও কর্ম করে, পশ্চাৎ ভাগেও কর্ম করে, মস্তক দ্বারাও কর্ম করে, কান দ্বারা কর্ম করে, দন্ত দ্বারা কর্ম করে, লেজ দ্বারাও কর্ম করে, কিন্তু শুণ্ডকেই সযত্নে রক্ষা করে। ইহাতে হস্ত্যারোহীর এই (ধারণা) হয়, 'রাজার এই নাগ... যদি শুণ্ড সন্তর্পণে রক্ষা করে, তবে রাজার এই হস্তীর জীবন অপরিত্যক্তই হয়।' কিন্তু যদি রাহুল, ঈশার ন্যায় দন্তবান, উচ্চ আরোহণযোগ্য, অভিজাত সংগ্রামচর

নাগ... লাঙ্গুল দ্বারা কর্ম করে, শুণ্ড দ্বারাও কর্ম করে, তখন হস্ত্যারোহীর এই চিন্তা হয়, 'রাজার এই নাগ... লাঙ্গুল দ্বারা কর্ম করে, শুণ্ড দ্বারাও কর্ম করে। সুতরাং রাজার নাগের জীবন বিসর্জিত হইয়াছে। এখন আর রাজার নাগের কোনো কর্তব্য নাই'। সেইরূপই রাহুল, যাহার সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণে লজ্জা নাই, তাহার পক্ষে কোনো পাপকর্ম অকরণীয়—ইহা আমি বলি নাই। সেই কারণে রাহুল, 'হাসি-ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা বলিব না' ইহাই তোমার শিক্ষা করা উচিত।"

১০৯. "তুমি কী মনে করো রাহুল, দর্পণ কোনো প্রয়োজনে লাগে?"

"ভন্তে, অবলোকনের জন্য।"

"এইরূপই রাহুল, দেখিয়া দেখিয়া কায়কর্ম করা উচিত, দেখিয়া দেখিয়া বাক্-কর্ম করা উচিত এবং প্রত্যবেক্ষণ করিয়া করিয়া মনঃকর্ম করা উচিত। যখনই রাহুল, তুমি কায় দ্বারা কোনো কর্ম করিতে ইচ্ছুক হও, তখনই তোমার কায়কর্ম প্রত্যবেক্ষণ (বিচার) করা উচিত—'আমি যে কর্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, আমার এই কায়কর্ম নিজের জন্য পীড়াদায়ক হইবে কি? পরের জন্য পীড়াদায়ক হইবে কি? অথবা উভয়ের জন্য পীড়াদায়ক হইবে কি?' এই কায়কর্ম দুঃখোদ্রেককর, দুঃখবিপাকজনক অকুশল কি?' যদি রাহুল, তুমি এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া এরূপ জানিতে পার যে আমি কায় দ্বারা যে কর্ম করিতে ইচ্ছুক, আমার এই কায়কর্ম আত্মপীড়নের কারণ হইতে পারে, পর পীড়নেরও কারণ হইতে পারে, আত্ম-পর উভয় পীড়নেরও কারণ হইতে পারে। এই কায়কর্ম অকুশল দুঃখোদ্রেককর, দুঃখবিপাকজনক। তবে রাহুল, তোমার কায় দ্বারা এরূপ কর্ম একান্তই (সসক্কং[১]) অকরণীয়। যদি রাহুল, তুমি প্রত্যবেক্ষণ করিয়া ইহা বুঝিতে পার যে আমি কায় দ্বারা যে কর্ম করিতে ইচ্ছুক, আমার এই কায়কর্ম আত্মপীড়াদায়ক হইবে না, পরপীড়াদায়ক হইবে না, উভয় পীড়াদায়ক হইবে না এবং এই কায়কর্ম সুখোদ্রেককর ও সুখ বিপাকজনক হইবে। তবে, রাহুল, এরূপ কায়কর্ম তোমার করণীয়। রাহুল, কায় দ্বারা কর্ম করিবার সময়ই তোমার সে কায়কর্ম প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত—'এখন আমি কায় দ্বারা যে কর্ম করিতেছি, তাহা নিজের পক্ষে পীড়াদায়ক...।' যদি রাহুল, প্রত্যবেক্ষণ করিয়া এইরূপ জান যে... এই কায়কর্ম অকুশল। তবে রাহুল, তুমি তথাবিধ কায়কর্ম সংবরণ করিবে, আর করিবে না।... যদি জান, এই কায়কর্ম কুশল, তবে এইরূপ কর্ম পুনঃপুন

---

[১]। সসক্কং = সোৎসাহে না করা উচিত। (টীকা)

করিবে। কায় দ্বারা কর্ম করিয়াও রাহুল, তোমার সেই কায়কর্ম প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত—'আমি এই যে কায়কর্ম করিলাম, আমার এই কায়কর্ম নিজের পীড়াজনক হইবে,... এই কায়কর্ম অকুশল...।... যদি জান যে... তাহা অকুশল'। তবে রাহুল, এ প্রকার কায়কর্ম সম্বন্ধে শাস্তার নিকট কিংবা বিজ্ঞ গুরু-ভাইদের (সব্রহ্মচারীদের) নিকট বলা উচিত, প্রকাশ করা উচিত, বর্ণনা করা উচিত। ইহা দেশনা ও বিবৃত[১] করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংযম অবলম্বন করা উচিত। যদি রাহুল, তুমি প্রত্যবেক্ষণ করিয়া জান যে... এই কায়কর্ম সুখজনক, সুখবিপাকজনক কুশলকর্ম; তবে রাহুল, সারা দিবা-রাত্রি কুশলধর্মে (শীল সম্পাদনে) শিক্ষাব্রতী হইয়া তুমি সেই প্রীতি-প্রমোদ্যে নিমগ্ন থাকিবে।"

১১০. "যদি রাহুল, তুমি বাক্য দ্বারা কর্ম করিতে ইচ্ছুক হও...।... কুশল বাক্-কর্ম... করা উচিত।... বার বার করা উচিত।... সেই প্রীতি-প্রমোদ্যে নিমগ্ন থাকিবে।" [কায়কর্মের ন্যায় বিস্তার করিবে।]

১১১. "যদি রাহুল, তুমি মানস-কর্ম করিতে ইচ্ছুক হও... অকুশল মনঃকর্ম একান্তই না করা উচিত।... তবে কুশল মনঃকর্ম করা উচিত... বার বার করা উচিত, করিবার সময়... অকুশল... তুমি সংহরণ (সংযত) করিবে।... মনঃকর্ম করিয়াও... তোমার এই মনঃকর্ম অকুশল...। তবে রাহুল, এতাদৃশ মনঃকর্মে লজ্জিত হওয়া উচিত, ঘৃণা করা উচিত, ক্ষুণ্ন হইয়া, লজ্জা করিয়া, ঘৃণা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংযম অবলম্বন করা উচিত। যদি জান... উহা কুশল; তবে রাহুল, কুশলধর্মসমূহে (শীল-সমাধিতে) শিক্ষাব্রতী হইয়া সারা দিন-রাত্রি সেই প্রীতি ও প্রমোদ্যে নিমগ্ন থাকিবে। রাহুল, যে-সকল শ্রমণ (বুদ্ধ) ও ব্রাহ্মণ (প্রত্যেক বুদ্ধ) অতীতকালে কায়কর্ম ও বাক্-কর্ম ও মনঃকর্ম পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই প্রকার প্রত্যবেক্ষণ করিয়া করিয়া কায়-বাক্-মনঃকর্ম পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাহুল, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ভবিষ্যৎকালে কায়কর্ম, বাক্-কর্ম ও মনঃকর্ম পরিশুদ্ধ করিবেন তাঁহারাও এই প্রকারে পরিশুদ্ধ করিবেন। যেকোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বর্তমানকালেও কায়কর্ম, বাক্-কর্ম ও মনঃকর্ম পরিশুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও এই প্রকারে পরিশুদ্ধ করিবেন।...। সেই কারণে রাহুল, তোমার ইহা শিক্ষা করা উচিত যে, 'আমি প্রত্যবেক্ষণ করিয়াই কায়কর্ম, বাক্-কর্ম ও মনঃকর্ম পরিশোধন করিব।'"

---

[১]। পাপ-খ্যাপক ব্রতবিশেষ।

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

অম্বলট্‌ঠিক রাহুলোবাদ সূত্র সমাপ্ত

২. মহারাহুলোবাদ সূত্র

১১৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরাম জেতবনে বাস করিতেছেন। তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষার নিমিত্ত শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন। আয়ুষ্মান রাহুলও পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তখন ভগবান পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে ডাকিলেন, "রাহুল, যাহা কিছু রূপ আছে—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের, শরীরাভ্যন্তরে বা বাহিরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরের কিংবা সমীপের—যাবতীয় রূপ সম্বন্ধে 'ইহা আমার নহে, আমি উহাতে (অবস্থিত) নহি, উহা আমার আত্মা নহে, এইরূপেই সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাভূত দর্শন করা উচিত।"

"কেবল রূপই কি? ভগবান, রূপই কি? সুগত,"

"রূপও, রাহুল, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান (স্কন্ধ)ও।"

তখন আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের সম্মুখে উপদিষ্ট হইয়া 'আজ আর কে ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিবে?' (চিন্তা করিয়া) তথা হইতে ফিরিয়া এক বৃক্ষের নিচে পদ্মাসন করিয়া শরীরকে সোজা রাখিয়া স্মৃতি পরিমুখে[১] নিবদ্ধ করিয়া (ধ্যানাসনে) বসিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান রাহুলকে... বৃক্ষের নিচে ওই অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিলেন, দেখিয়া আয়ুষ্মান রাহুলকে বলিলেন, "রাহুল, আনাপান (আন+অপান) স্মৃতি ভাবনা (ধ্যান) করো। রাহুল, আনাপান স্মৃতি ভাবিত হইলে মহৎফলদায়ক ও মহা আনিসংশদায়ক[২] হয়।"

---

[১]। নাসিকাগ্রে বা উপরি ওষ্ঠের মধ্যবিন্দুতে।

[২]। আনাপান স্মৃতি সাধনায় নিযুক্ত সাধক একাসনেই সর্বাসব ক্ষয়ে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। তাহাতে অসমর্থ হইলে মরণ সময়ে সমশীর্ষ জ্ঞান লাভ করেন। [সমসীস = নেক্‌খম্মাদিকং সমং চ সদ্দাদিং সীসং = নৈষ্ক্রম্যকে সমান রাখিয়া শ্রদ্ধাকে ঊর্ধ্বে রাখা। (পটি. অ.)] তাহা অসমর্থ হইলে দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া ধর্মকথিক দেবপুত্রের ধর্ম শুনিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলে—বুদ্ধের অনুৎপত্তি সময়ে—প্রত্যেক বোধি সাক্ষাৎ করেন। তাহাও না হইলে বুদ্ধের সম্মুখে বাহিয় থেরাদির ন্যায় ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ হন। (পটি. স. অ.)

১১৪. অতঃপর আয়ুষ্মান রাহুল সায়ংকালীন বিবেকবিহার (ধ্যান) হইতে উঠিয়া ভাবনা-বিধান জানিবার জন্য ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপবিষ্ট হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, আনাপান স্মৃতি কী প্রকারে ভাবিত ও বহুলীকৃত (বৃদ্ধিকৃত) হইলে মহৎফলদায়ক ও মহা উপকারদায়ক হয়?"

"রাহুল, আপন শরীরে (অধ্যাত্ম) ব্যক্তিগত (পচ্চত্তং) যে কিছু কর্কশ, কঠিন, উপাদিন্ন (কর্মজনিত) যেমন—কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ (অন্ত্রবন্ধনী), উদরস্থ খাদ্য, মস্তিষ্ক ও বিষ্ঠা অথবা অন্যও যাহা কিছু অধ্যাত্ম প্রত্যাত্ম শরীরে কর্কশ, কঠিন উপাদিন্ন রূপ আছে, রাহুল, ইহাই আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু। যাহা আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু এবং যাহা বাহিরের পৃথিবীধাতু, ইহারা পৃথিবীধাতুই। এই পৃথিবীধাতুকে 'ইহা আমার নহে, আমি ইহাতে অবস্থিত নহি, ইহা আমার আত্মা নহে।' এইরূপ সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা ইহা যথার্থরূপে দর্শন করা উচিত। এইরূপ সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা ইহা যথার্থরূপে দেখিয়া (ভিক্ষু) পৃথিবীধাতু হইতে উদাসীন হয়, পৃথিবীধাতু হইতে চিত্ত বিরত করে।"

১১৫. "রাহুল, আপধাতু কী প্রকার? আপধাতু আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দ্বিবিধ। রাহুল, আধ্যাত্মিক আপধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম প্রত্যাত্ম আপ (জল), আপজাতীয় উপাদিন্ন যেমন—পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, লোহিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বশা, থুথু, সিঙ্ঘনিকা, লসিকা ও মুত্র...।" [পৃথিবীধাতুর ন্যায় আপধাতুকে বিস্তার করিতে হইবে।]

১১৬. "রাহুল, তেজধাতু কী? তেজধাতু আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ভেদে দ্বিবিধ। আধ্যাত্মিক তেজধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম প্রত্যাত্ম তেজ, তেজ-জাতীয় শরীরস্থ যেমন—যদ্বারা সন্তপ্ত হয়, জীর্ণ হয়, পরিদাহ হয় এবং যদ্বারা অশীত-পীত-খাদিত-আস্বাদিত বস্তু উত্তমরূপে জীর্ণ হয়।...।"

১১৭. "রাহুল, বায়ুধাতু কী?... যেমন—ঊর্ধ্বগামী বায়ু, অধঃগামী বায়ু, কুক্ষিশায়ী বায়ু, কোষ্ঠাশয় বায়ু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গানুসারী বায়ু এবং আশ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু।...।"

১১৮. "রাহুল, আকাশধাতু কী? আকাশধাতু আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আছে। রাহুল, আধ্যাত্মিক আকাশধাতু কী?... যেমন—কর্ণছিদ্র, নাসাছিদ্র, মুখদ্বার অশীত-পীত-খাদিত-স্বাদিত (অন্নপান-খাদন-আস্বাদন) আহার্য

ভিতরে প্রবেশ করে, যে স্থানে অন্নপানীয়-খাদ্য-ভোজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; আর যদ্বারা ইহার অধঃভাগ দিয়া বাহির হয়। অথবা শরীরে, প্রতি শরীরে অপরও যে কিছু আকাশ, আকাশস্বরূপ শরীরে আছে, রাহুল, ইহাকে আধ্যাত্মিক আকাশধাতু বলা হয়। আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক উভয়বিধ আকাশধাতু—ধাতু মাত্রই 'ইহা আমার নহে, উহাতে আমি অবস্থিত নহি, উহা আমার আত্মা নহে' এই প্রকারে ইহা সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাভূত দর্শন করা উচিত। এইরূপ দেখিয়া যোগী আকাশধাতুর প্রতি উদ্বিগ্ন হয়, আকাশ-ধাতু হইতে চিত্ত নিবৃত্ত করে।"

১১৯. "রাহুল, (নিজকে) পৃথিবীসম ভাবনা বর্ধিত (ধ্যান) করো। পৃথিবীসম রাহুল, ভাবনা ভাবিলে উৎপন্ন মনোরম স্পর্শ তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে না (ছন্দ-রাগ উৎপন্ন হইতে পারিবে না), যেমন—রাহুল, পৃথিবীতে শুচিও (পবিত্র বস্তুও) নিক্ষেপ করা যায়, অশুচিও নিক্ষেপ করা যায়, পায়খানা, প্রস্রাব, কফ, পুঁজ, রক্তও নিক্ষেপ করা যায়; উহাতে পৃথিবী দুঃখিত হয় না, গ্লানি বা ঘৃণা করে না। এই প্রকারেই রাহুল, তুমি (নিজকে) পৃথিবীসম ভাবনা (ধারণা) বর্ধন (গঠন) করো। রাহুল, পৃথিবীসম ধারণা পোষণ করিলেও উৎপন্ন মনোরম-অমনোরম সংস্পর্শ (বিষয় ও ইন্দ্রিয় সম্মেলন) তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে না।"

"রাহুল, আপ (জল) সম... যেমন রাহুল, জলে শুচি অশুচি ধৌত করা যায়...।"

"রাহুল, তেজ (অগ্নি) সম... যেমন রাহুল, তেজ শুচিকেও অশুচিকেও দগ্ধ করে...।"

"রাহুল, বায়ুসম... যেমন রাহুল, বায়ু শুচিকেও প্রবাহিত করে, অশুচিকেও প্রবাহিত করে...।"

"রাহুল, আকাশসম... যেমন রাহুল, আকাশ কোথাও প্রতিষ্ঠিত (লিপ্ত) নহে, সেই প্রকার তুমি নিজকে আকাশসম ধারণা পোষণ করো। রাহুল, আকাশসম ভাবনা পোষণ করিলে উৎপন্ন মনোরম-অমনোরম স্পর্শ তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে না।"

১২০. রাহুল, মৈত্রী[১] (সকলের প্রতি মিত্রভাব) ভাবনা পোষণ করো,

---

[১]। চারি ব্রহ্মবিহার, অশুভ ও আনাপান স্মৃতি ভাবনা দ্বারা উপাচার বা অর্পণা সমাধি লাভ করিয়া সেই ধ্যানজ সংস্কারকে অনিত্যাদি বির্দশন ভাবনা করিলে মার্গানুক্রমে অর্হত্ব লাভ হয়। (টীকা)

মৈত্রীভাবনা পোষণ করিলে (উপচার, অর্পণা সমাধি প্রাপ্ত হইলে) তোমার যে ব্যাপাদ (বিদ্বেষ), উহা প্রহীণ হইয়া যাইবে।"

"রাহুল, করুণা (সর্ব জীবে দয়া) ভাবনা পোষণ করো। করুণা ভাবনা ভাবিত হইলে (উপচার অর্পণা সমাধিতে) তোমার যে বিহিংসা (পরপীড়ন প্রবৃত্তি) আছে, তাহা প্রহীণ হইবে।"

"রাহুল, মুদিতা (সুখীর প্রতি প্রসন্নতা) ভাবনা গঠন করো। মুদিতা ভাবনা বৃদ্ধি করিলে তোমার যে অরতি (অপ্রসাদ) আছে, তাহা প্রহীণ হইবে।"

"রাহুল, উপেক্ষা ভাবনা পোষণ করো। উপেক্ষা ভাবনা করিলে তোমার যে প্রতিঘ (প্রতিহিংসাবৃত্তি) আছে, তাহা প্রহীণ হইবে।"

"রাহুল, অশুভ (ভোগের অশুচিতা)... ভাবনা সাধন করো, তোমার যে ভোগানুরাগ আছে ইহার দ্বারা তাহা প্রহীন হইয়া যাইবে।"

"রাহুল, অনিত্য (সকল পদার্থ পরিবর্তনশীল) ভাবনা বৃদ্ধি করো।... তোমার যে অস্মিমান (অহংকার) আছে, তাহা প্রহীণ হইবে।"

১২১. "রাহুল, আনাপান স্মৃতি ভাবনা অভ্যাস করো। আনাপান স্মৃতি অভ্যাস ও বর্ধন করিলে মহাফলপ্রদ ও মহা উপকারদায়ক হয়। রাহুল, কী প্রকারে ভাবিত ও বহুলীকৃত আনাপান স্মৃতি মহাফলপ্রদ ও মহা উপকারদায়ক হয়? রাহুল, ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে গিয়া শরীর সোজা বিন্যস্ত, করিয়া, স্মৃতি পরিমুখে স্থাপন করিয়া, পদ্মাসন বদ্ধ হইয়া ধ্যানাসনে বসে। সে স্মৃতিমান হইয়া শ্বাস গ্রহণ করে, স্মৃতিমান হইয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করে। যেমন—(১) দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের সময় দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া জানে এবং দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগের সময় দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছি বলিয়া জানে। (২) হ্রস্বশ্বাস গ্রহণের সময় হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিতেছি... সময় ত্যাগ করিতেছি বলিয়া জানে। (৩) 'সর্বকায় (শ্বাস) অনুভব (প্রতিসংবেদন) করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিব' এরূপ শিক্ষা করে এবং 'সর্বকায় অনুভব করিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' এরূপ শিক্ষা করে। (৪) 'কায়সংস্কার (শ্বাস-প্রশ্বাস) প্রশমিত করিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' শিক্ষা করে। (৫) '(ধ্যানজ) প্রীতি জ্ঞাত হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' শিক্ষা করে। (৬) 'সুখ (বেদনা) অবগত হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' শিক্ষা করে। (৭) 'চিত্ত-সংস্কার (সংজ্ঞা-বেদনা) অনুভব করিতে করিতে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' শিক্ষা করে। (৮) 'স্থূল

চিত্তসংস্কার[১] প্রশমিত করিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (৯) 'চিত্ত প্রতিসংবেদী হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১০) (সমাধি ও বিদর্শন ভেদে) 'চিত্ত প্রমোদিত করিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১১) (প্রথম ধ্যানাদি ভেদে আলম্বনে) 'চিত্ত সম্যকরূপে স্থাপন শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' প্রচেষ্টা করে। (১২) (নীবরণ ও স্থূল ধ্যানাঙ্গ হইতে) 'চিত্ত বিমোচন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিব ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১৩) '(পঞ্চস্কন্ধের) অনিত্যানুদর্শী হইয়া (নিত্য সংজ্ঞামুক্ত অবস্থায়) শ্বাস গ্রহণ করিব ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১৪) (ক্ষয়[২] ও অত্যন্ত বিরাগ[৩] ভেদে দ্বিবিধ) 'বিরাগানুদর্শী (রাগমুক্ত) হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' অভ্যাস করে। (১৫) 'নিরোধানুদর্শী (সমুদয় মুক্ত) হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' এরূপ অভ্যাস করে। (১৬) (পরিত্যাগ[৪] ও প্রধাবন[৫] দ্বিবিধ) 'প্রতিবিসর্জনানুদর্শী (আদানমুক্ত চিত্ত) হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব' এরূপ অভ্যাস করে।"

"রাহুল, এই ষোলো প্রকারে ভাবিত ও বহুলীকৃত আনাপান স্মৃতি (ঐহিক) মহাফলপ্রদ ও (পারত্রিক) অভিলাষিত বিপাকপ্রদ হয়। রাহুল, এই প্রকারে ভাবিত ও বৃদ্ধিকৃত আনাপান স্মৃতি দ্বারা যে-সকল অন্তিম শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ হয়, ইহারাও জ্ঞাতসারেই নিরুদ্ধ হয়, অজ্ঞাতসারে নহে।"

ভগবান ইহা বলিলেন, আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মহারাহুলোবাদ সূত্র সমাপ্ত

৩. চূলমালুঙ্ক্য সূত্র

১২২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছেন। তখন নির্জনে চিন্তামগ্ন (প্রতিসংলীন) অবস্থায় আয়ুষ্মান

---

[১]। বেদনাদি স্কন্ধদ্বয়। (বি. ম.)

[২]। সংস্কারসমূহের ক্ষণভঙ্গ। [২]। নির্বাণ। (বিঃ মঃ)

[৩]। বিদর্শন ভাবনা 'তদঙ্গ প্রহাণ' ভাবে স্কন্ধ, অভিসংস্কারের সহিত ক্লেশসমূহ প্রহাণ বা বিসর্জন করে।

[৪]। মার্গ সমুচ্ছেদবশে স্কন্ধাভিসংস্কারের সহিত ক্লেশ পরিত্যাগ করে।

[৫]। আরম্মণ করণ দ্বারা নির্বাণ লক্ষ প্রদান করে। (বি. ম.)

মালুঙ্ক্যপুত্রের[১] চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উদয় হইল : "ভগবান যে-সকল দৃষ্টিগত (মতবাদ) অব্যাকৃত[২] (অব্যাখ্যাত), স্থাপিত ও প্রতিক্ষিপ্ত রাখিয়াছেন; যথা :

(১) লোক শাশ্বত?
(২) লোক অশাশ্বত?
(৩) লোক অন্তবান?
(৪) লোক অনন্তবান?
(৫) যেই জীব সেই শরীর?
(৬) জীব অন্য শরীর অন্য?
(৭) মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব)[৩] থাকে?
(৮) মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না?
(৯) মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে? এবং
(১০) মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না—না থাকেও না[৪]।

এই সকল (মতবাদ) ভগবান আমাকে বর্ণনা করেন না। ভগবান আমাকে যাহা বর্ণনা করেন না তাহা আমার রুচিকর নহে, তাহা আমার পছন্দও নহে। সুতরাং আমি ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব। যদি ভগবান আমাকে বলেন, (১) 'লোক শাশ্বত,... অথবা (১০) মরণের পর

১। তন্নামক থের। (প-সূ.)

২। শুধু অকথনীয় নহে, অনর্থকর হিসেবেও বর্জনীয়। (টীকা)

৩। এক প্রাণী যেমন কর্মক্লেশ বশে, ইহলোকে আগত তথা অপরাপর সত্ত্বও আগত বলে সত্ত্ব তথাগত নামে অভিহিত। (টীকা)

৪। (১) এতদ্বারা সর্বকালীয়, নিত্য, ধ্রুব অপরিণামধর্ম উক্ত হইলে। মহা ব্রহ্মজাল সূত্রোক্ত চতুর্বিধ শাশ্বতবাদ। (টীকা)

(২) ইহা সপ্তবিধ উচ্ছেদবাদের দ্যোতক। (টীকা)

(৩) সসীম, পরিচ্ছিন্ন, অসর্বগত; এতদ্বারা দেহে বিতস্তী, অঙ্গুষ্ট, মহাদি প্রমাণ দেহী বা আত্মা আছে, এই মত দর্শিত হইল। (টীকা)

(৪) আত্মার সর্বব্যাপকত্ব বলা হইল। (টীকা)

(৫) জীবাত্মা ও পরামাত্মা বা জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব (অদ্বৈতবাদ?) বলা হইল।

(৬) দ্বৈতবাদ বলা হইল। (টীকা)

(৭-৯) জীবাত্মা মৃত্যুর পর থাকে, উর্ধ্বগতি হয়, ইহা দ্বারা শাশ্বত, সংজ্ঞীবাদ, অসংজ্ঞীবাদ, নৈবসংজ্ঞী নাসংজ্ঞীবাদ প্রদর্শিত। (টীকা)

(১০) 'না থাকে' মানে নাস্তি, উচ্ছেদবাদ; 'থাকে না থাকে' একাংশ শাশ্বত একাংশ উচ্ছেদ, (ব্রহ্মসত্যম জগন্মিথ্যা?) বাদ প্রদর্শিত। 'না থাকে, না না থাকে' অমর বিক্ষেপ বাদের দ্যোতক। (টীকা)

তথাগত থাকেও না, না থাকেও না; তাহা হইলে আমি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব'। যদি ভগবান তাহা আমাকে না বলেন, (১) '... (১০); তবে আমি শিক্ষা (ভিক্ষুত্ব) প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনাবস্থায় (গৃহস্থ আশ্রমে) ফিরিয়া যাইব।'"

১২৩. তখন আয়ুষ্মান মালুঙ্ক্যপুত্র সায়ংকালীন নিভৃত চিন্তা হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে বসিয়া আয়ুষ্মান মালুঙ্ক্যপুত্র ভগবানকে ইহা বলিলেন :

১২৪. "ভন্তে, এখানে... আমার চিত্ত এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে : 'ভগবান কর্তৃক যে-সকল দৃষ্টি (মতবাদ) অব্যাকৃত, স্থাপিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে,... তবে আমি শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া হীনাবস্থায় ফিরিয়া যাইব।' যদি ভগবান জানেন যে (১) 'লোক শাশ্বত' তবে ভগবান আমাকে বলুন লোক শাশ্বত' (২) যদি ভগবান জানেন যে 'লোক অশাশ্বত' তবে ভগবান আমাকে বলুন 'লোক অশাশ্বত'... যদি ভগবান না জানেন... অশাশ্বত, তবে অনভিজ্ঞ ও অদর্শকের (অজ্ঞানীর) পক্ষে ইহাই সোজা উত্তর হয়, তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিবেন—'উহা আমি জানি না, উহা আমার অজ্ঞাত।'"

"... যদি ভগবান জানেন (৯) 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' তবে ভগবান আমাকে বলুন—'মৃত্যুর পর...।' যদি ভগবান জানে (১০) 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না—না থাকেও না' তবে ভগবান আমাকে বলুন... না থাকেও না। যদি ভগবান না জানেন—'থাকেও, না থাকেও' অথবা 'না থাকেও, না থাকেও না' তবে অনভিজ্ঞ ও অদর্শকের পক্ষে ইহাই—সোজা উত্তর যে—তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিবেন—'আমি উহা জানি না, উহা আমার অপরিজ্ঞাত।'"

১২৫. "কেন, মালুঙ্ক্যপুত্র, আমি কি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি—'এসো মালুঙ্ক্যপুত্র, আমার সাথে ব্রহ্মচর্য আচরণ করো, আমি তোমাকে বর্ণনা করিব যে (১) লোক শ্বাশ্বত... (১০) মরণের পর তথাগত থাকে না, না থাকেও না'?"

"একান্তই না, ভন্তে,"

"তুমিও কি আমাকে এরূপ বলিয়াছ? তবেই আমি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব, যদি ভগবান আমাকে বলেন যে, (১) লোক শ্বাশ্বত... (১০) মরণের পর তথাগত থাকে না, না থাকেও না?"

"না ভন্তে,"

"এই প্রকারে মালুঙ্ক্যপুত্র, আমিও তোমাকে পূর্বে বলি নাই... (১০) মরণের পর তথাগত থাকে না, না থাকেও না। তুমিও আমাকে পূর্বে বল নাই, 'ভন্তে, (১)... (১০)...।' তাহা হইলে মোঘ (ব্যর্থ) পুরুষ, তুমি কোনো অবস্থায় কাহাকে পুনঃ অভিযোগ করিতেছ?"

১২৬. "মালুঙ্ক্যপুত্র, যে ব্যক্তি এইরূপ বলে : 'আমি তাবৎ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব না যাবৎ ভগবান আমাকে তাহা বর্ণনা না করেন যে (১) লোক শাশ্বত,... (১০) না থাকে, না থাকেও না'। মালুঙ্ক্যপুত্র, উহা তথাগতের অব্যাকৃতই থাকিবে। আর ইতিমধ্যে সে ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটিতে পারে।"

"যেমন মালুঙ্ক্যপুত্র, কোনো ব্যক্তি গাঢ়লিপ্ত বিষযুক্ত শল্য (বানফলা) দ্বারা বিদ্ধ হইল। তাহার মিত্র-সুহৃদ-জ্ঞাতি-সলোহিতগণ কোনো বিজ্ঞ শল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত করিল। তখন সেই আহত ব্যক্তি বলে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই শল্য উৎপাটন করিতে দিব না, যদ্বারা শল্যবিদ্ধ হইয়াছি সে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কিংবা শূদ্র? তাহাকে না জানা পর্যন্ত আমার শল্য উৎপাটন করিতে দিব না।... আমি তখন পর্যন্ত এই শল্য উৎপাটন করিতে দিব না,... যতক্ষণ না জানি যে, সে পুরুষ অমুক নামের, অমুক গোত্রের?... সে পুরুষ দীর্ঘ, হ্রস্ব কিংবা মধ্যম?... সে পুরুষ কাল, শ্যাম অথবা মঞ্জুরবর্ণ বিশিষ্ট?... সে পুরুষ কোনো গ্রামে, নিগমে, থানায় বা নগরে বাস করে?... আমি ততক্ষণ এই শল্য উৎপাটন করিতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বেধক ধনু না জানি যে উহা চাপ কিংবা কোদণ্ড?... ধনুর গুণ না জানি—উহা কি অর্কের, বল্কলের, সণ্ঠের (বংশলতার?), স্নায়ুর, মরুবার (লতায়) কিংবা ক্ষীরপর্ণির (লতাবিশেষ)?... যে কাণ্ড বা শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছি, তাহা না জানি যে উহা কচ্ছের (পর্বতগাত্রে বা জলাশয়ের তটে স্বয়ং জাত তুঁদ বৃক্ষের) অথবা রোপিত (কৃষিজাত) তুঁদের?... তীর না জানা পর্যন্ত—যাহার পালক দ্বারা নির্মিত—যদি গৃধের (পালক), কঙ্ক, কুলাল, ময়ূর কিংবা শিথিলহনু[১] পক্ষীবিশেষের পালক?... যদ্বারা আমি বিদ্ধ হইয়াছি যদি সেই তীর না জানি যে উহা কাহার স্নায়ু দ্বারা পরিক্ষিপ্ত—তাহা কি গাভীর, মহিষের, কৃষ্ণসার-মৃগবিশেষের অথবা বানরের?... যে শল্যে বিদ্ধ হইয়াছি তাহা না জানা পর্যন্ত—উহা কি শল্য ক্ষুরপ্র (ক্ষুরের ন্যায় ধারাল), বেকণ্ডে, নারাচে, বৎস দন্ত (বাচ্চার দাঁতের ন্যায়), অথবা করবী পত্র সদৃশ তীক্ষ্ণ?"

---

[১]। দত্তা কণ্ণো পতঙ্গো। (টীকা)

"(তাহা হইলে) মালুঙ্ক্যপুত্র, সে ব্যক্তির উহা অজ্ঞাতই থাকিবে। আর ইত্যবসরে তাহার মৃত্যুও ঘটিতে পারে। সেইরূপ মালুঙ্ক্যপুত্র, যে এই কথা বলে : 'ততক্ষণ আমি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব না যতক্ষণ ভগবান আমাকে ব্যাখ্যা না করিবেন যে (১) লোক কি শ্বাশ্বত,[১] কি অশ্বাশ্বত?... (১০) তথাগত মৃত্যুর পর না থাকে, না থাকেও না'?"

"মালুঙ্ক্যপুত্র, তাহা তথাগতের অব্যাকৃতই থাকিয়া যাইবে, অথচ ইতিমধ্যে সে ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটিতে পারে।"

১২৭. "মালুঙ্ক্যপুত্র, (১-২) 'লোক শাশ্বত' এই দৃষ্টি থাকিলে ব্রহ্মচর্য বাস হইবে, ইহা নহে। 'লোক অশাশ্বত' এই দৃষ্টি থাকিলেও ব্রহ্মচর্য বাস হইবে, ইহাও নহে। কিন্তু মালুঙ্ক্যপুত্র, 'লোক শাশ্বত' এই দৃষ্টি থাকিলে কিংবা 'লোক অশাশ্বত' এই দৃষ্টি না থাকিলেও জন্ম আছেই, জরা-মরণ আছেই, শোক-রোদন-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস বিদ্যমান থাকিবেই; আমি ইহ-জীবনে যাহাদের বিনাশোপায় প্রজ্ঞাপন করিতেছি...।"

"মালুঙ্ক্যপুত্র, (৯-১০) 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকিবেও, না থাকিবেও' এই দৃষ্টি থাকিলে... কিংবা... 'না থাকিবে, না থাকিবেও না'—এই দৃষ্টি থাকিলেও জন্ম আছেই, আছে জরা-মরণ-শোক-রোদন দুঃখ-দৌর্মনস্য উপায়াস; ইহ-জন্মেই যাহাদের বিনাশের উপায় আমি ঘোষণা করি। (আমার শিষ্যগণ এই সব বাহ্য বিষয়ে নিমগ্ন না হইয়া এই জীবনেই নির্বাণ প্রাপ্ত হউক, ইহাই অভিপ্রেত।)"

১২৮. "এই কারণে মালুঙ্ক্যপুত্র, আমার অব্যাকৃতকে অব্যাকৃত হিসেবেই ধারণ কর এবং আমার ব্যাকৃতকে ব্যাকৃত হিসেবেই ধারণ করো।"

"মালুঙ্ক্যপুত্র, আমার অব্যাকৃত কী? (১) 'লোক শাশ্বত' ইহা আমার অব্যাকৃত,... (১০) 'না থাকে, না থাকেও না' ইহা আমার অব্যাকৃত। মালুঙ্ক্যপুত্র, কী কারণে ইহাদিগকে অব্যাকৃত বলিয়াছি? মালুঙ্ক্যপুত্র, ইহা (এই দৃষ্টি ও ইহাদের ব্যাকরণ) অর্থ সংহিত নহে, আদি ব্রহ্মচর্যের (শীল সংযমের) উপকারী নহে, আর ইহা (সংসারাবর্তে) নির্বেদের, বৈরাগ্যের, নিরোধের, ক্লেশ উপশমের, অভিজ্ঞতার, (চারি লোকোত্তর মার্গরূপ) সম্বোধির ও অসংখত নির্বাণধাতু সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত সংবর্তিত হয় না; এই কারণেই আমি ইহাদিগকে অব্যাকৃত রাখিয়াছি।"

---

[১]। এই সকল দৃষ্টির প্রত্যেকটি সংসার বৃদ্ধিকারক, দুঃখবর্ধক, নির্বাণ প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। (টীকা)

"মালুঙ্ক্যপুত্র, আমার ব্যাকৃত কী? (১) ইহা দুঃখ, ইহাকে আমি ব্যাকৃত করিয়াছি। (২) ইহা দুঃখসমুদয় (দুঃখের কারণ), ইহাকে আমি ব্যাকৃত করিয়াছি। (৩) ইহা দুঃখনিরোধ ও (৪) ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা এই চারি আর্যসত্যকে আমি ব্যাকৃত করিয়াছি। মালুঙ্ক্যপুত্র, কেন আমি এই আর্যসত্য ব্যাকৃত করিয়াছি? মালুঙ্ক্যপুত্র, ইহা অর্থ সংহিত, ইহা ব্রহ্মচর্যের আদিভূত নিদান; (আর) ইহা নির্বেদ, বিরাগ... নির্বাণের নিমিত্ত আবশ্যকীয়। এই কারণে আমি আর্যসত্য সর্বতোভাবে ব্যাকৃত করিয়াছি। তজ্জন্য মালুঙ্ক্যপুত্র, আমার অব্যাকৃতকে অব্যাকৃত হিসেবে ধারণ করো, আর আমার ব্যাকৃতকে ব্যাকৃত হিসেবে ধারণ করো।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে আয়ুষ্মান মালুঙ্ক্যপুত্র ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

চূলমালুঙ্ক্য সূত্র সমাপ্ত

৪. মহামালুঙ্ক্য সূত্র

১২৯. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছিলেন, তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ," "ভদন্ত!" বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমার উপদিষ্ট পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনগুলি তোমরা ধারণ করো কি?"

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান মালুঙ্ক্যপুত্র ভগবানকে ইহা বলিলেন, "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন[১] আমি ধারণ করি।"

"মালুঙ্ক্যপুত্র, আমার উপদিষ্ট পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন তুমি কী প্রকারে ধারণ করো?"

"ভন্তে, (১) স্বকায়দৃষ্টিকে (নিত্য আত্মবাদকে) ভগবানের উপদিষ্ট অধোভাগীয় সংযোজনরূপে আমি ধারণ করি। (২) বিচিকিৎসাকে (সংশয়কে)...। (৩) শীলব্রত-পরামর্শকে (শীল ও ব্রতকে দৃঢ়রূপে গ্রহণকে)...। (৪) কামচ্ছন্দকে (ভোগানুরাগকে)...। (৫) ব্যাপাদকে

---

[১]। সমস্ত বর্তমান ক্লেশ সংযোজন অর্থসাধক নহে। প্রবর্তির ক্ষণেই সংযোজন হয়, অন্য সময় নহে। (টীকা)

(বিদ্বেষকে)... ।"

"মালুঙ্ক্যপুত্র, এই প্রকার পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন আমি কাহাকে উপদেশ দিতে তুমি শুনিয়াছ? মালুঙ্ক্যপুত্র, অন্য মতাবলম্বী (অঞ্ঞতিত্থিযা) পরিব্রাজকগণ এই তরুণোপমায় উপহাস (উপারম্ভ) করিবে, নহে কি? মালুঙ্ক্যপুত্র, উত্থানশায়ী অবোধ অল্পবয়স্ক শিশুর 'ইহা স্বকায় (আত্মবাদ)' এই ধারণাই জন্মে না, তবে কোথা হইতে তাহার স্বকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হইবে? (অবশ্য অপ্রহীণ-হেতু)) স্বকায়দৃষ্টি উহার (চিত্ত সন্ততিতে) অনুশায়িত বা সুপ্ত থাকে।...। অল্পবয়স্ক শিশুর 'ইহা ধর্ম (মানস বিচার্য বিষয়)'... । কোথা হইতে তাহার ধর্ম সম্বন্ধে সংশয় উৎপন্ন হইবে? (অবশ্য) সংশয়ানুশয় উহার মনে অনুশায়িত থাকে।... অল্পবয়স্ক শিশুর 'ইহা শীল (সদাচার)' এই ধারণা জন্মে না। কোথা হইতে উহার শীলে শীলব্রত-পরামর্শ হইবে? শীলব্রত-পরামর্শ অনুশয়রূপে থাকিয়াই থাকে...।... অল্পবয়স্ক শিশুর 'ইহা কাম' এ ধারণা জন্মে না, কোথা হইতে তাহার কাম্য বস্তুর প্রতি কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হইবে?... অবোধ শিশুর 'সত্ত্ব (প্রাণী)' ধারণাও জন্মে না, কোথা হইতে তাহার ব্যাপাদ (সত্ত্ব পীড়নেচ্ছা) উৎপন্ন হইবে? (অবশ্য) ব্যাপাদ উহার চিত্তমধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়, (পরে প্রত্যয় পাইলে ইহারা জাগ্রত হয়)। মালুঙ্ক্যপুত্র, অন্য মতাবলম্বী পরিব্রাজকগণ এই বালকোপমায় উপহাস করিবে, নহে কি?"

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, "ভগবান, ইহার কাল হইয়াছে, সুগত, ইহার সময় হইয়াছে যে ভগবান পাঁচ অধোভাগীয় সংযোজন সম্বন্ধে উপদেশ করুন। ভগবানের নিকট শুনিয়া ভিক্ষুগণ ধারণ করিবেন।"

"তাহা হইলে শুন আনন্দ, উত্তমরূপে মনে রাখ, আমি ভাষণ করিতেছি।"

"হ্যাঁ, ভন্তে," (বলিয়া) আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান ইহা বলিলেন :

১৩০. "এখানে আনন্দ, জ্ঞাননেত্রে আর্যগণের অদর্শনকারী স্মৃত্যুপস্থানাদি আর্যধর্মে অনভিজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, যাহারা সৎপুরুষগণের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অনভিজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, অশ্রুতবান, পৃথকজন (প্রাকৃতজন) স্বকায়দৃষ্টি অভিভূত, স্বকায়দৃষ্টি পরিব্যাপ্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং সে উৎপন্ন স্বকায়দৃষ্টি পরিব্যাপ্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং সে উৎপন্ন স্বকায়দৃষ্টি হইতে নিঃসরণের উপায় যথাভূত জানে না, তাহার সেই

অনপসারিত, দৃঢ়তা প্রাপ্ত স্বকায়দৃষ্টিই অধোভাগীয় সংযোজন। সে বিচিকিৎসাভিভূত, বিচিকিৎসা পরিবৃত চিত্তে বাস করে এবং সে উৎপন্ন বিচিকিৎসা হইতে নিঃসরণ উপায় যথাভূত জানে না, তাহার সেই অনপসারিত দৃঢ়তা প্রাপ্ত বিচিকিৎসাই অধোভাগীয় সংযোজন। (শীলব্রত-পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ বারেও উক্তরূপে বিস্তার করিবে)।"

১৩১. "অপর পক্ষে আনন্দ, জ্ঞাননেত্রে আর্যদের দর্শনকারী স্মৃত্যপস্থানাদি আর্যধর্মে অভিজ্ঞ, আর্যধর্মে সুবিনীত (সুশিক্ষিত); সৎপুরুষদের দর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অভিজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে সুদক্ষ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক স্বকায়দৃষ্টি অভিভূত ও স্বকায়দৃষ্টি পরিবৃত চিত্ত না হইয়া অবস্থান করেন। তিনি উৎপন্ন স্বকায়দৃষ্টি হইতে নিঃসরণ যথাভূত জানেন; (সে কারণে) তাঁহার অনুশয় শক্তি-সমন্বিত সৎকায়দৃষ্টি সংযোজন[১] প্রহীণ হইবে। (বিচিকিৎসা শীলব্রত-পরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ সম্বন্ধেও এরূপ)।"

১৩২. "আনন্দ, পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত যেই মার্গ ও যেই প্রতিপদা বিদ্যমান সেই মার্গ ও সেই প্রতিপদা অবলম্বন ব্যতীত পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজনকে জানিবে, বিচার করিবে ও পরিত্যাগ করিবে; ইহা কখনো সম্ভব নহে। যেমন আনন্দ, স্থির সারবান মহাবৃক্ষের ত্বক ছেদন না করিয়া, বাকল ছেদন না করিয়া, সারচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইবে, ইহার কোনো হেতু নাই। সেইরূপ আনন্দ, পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত যেই মার্গ, যেই প্রতিপদা বিদ্যমান তাহা অবলম্বন না করিয়া পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন জানিবে, বিচার করিবে বা পরিহার করিবে; ইহার কোনো হেতু বিদ্যমান নাই।"

"অপর পক্ষে আনন্দ, যেই মার্গ ও যেই প্রতিপদা পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত বিদ্যমান সে মার্গ ও সেই প্রতিপদা অবলম্বন করিয়াই পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন জানিবে, বিচার করিবে, পরিহার করিবে; ইহার হেতু বিদ্যমান আছে। যেমন আনন্দ, দণ্ডায়মান সারবান

---

[১]। একই দৃষ্টি আদি চৈতসিক অপ্রহীণার্থে, অনুশয় বন্ধনার্থে সংযোজন। (প-সূ.)
আর্যমার্গ দ্বারা সমুচ্ছিন্ন না হওয়ায় সুযোগ পাইলে উৎপন্ন হয়, এই অর্থে ইহারা অনুশয়। অনুশয়ার্থ স্ফুরিত করিয়া প্রবর্তমান পাপবৃত্তি যথোক্ত বন্ধনার্থ সংযোজন নামে কথিত হয়। (টীকা)

মহাবৃক্ষের ত্বক ও বাকল ছেদন করিয়া সারচ্ছেদ[১] সম্ভব, ইহার হেতু বিদ্যমান।”

“সেইরূপ আনন্দ,...। যেমন আনন্দ, গঙ্গানদী কানায় কানায় জলপূর্ণ কাকপেয়্য (তীরে বসিয়া কাকের পানের যোগ্য) হয়, তখন কোনো দুর্বল পুরুষ (ইহা বলিতে) আসে—আমি সেই গঙ্গানদীর প্রবাহকে বাহু দ্বারা তির্যকভাবে (কাটিয়া) স্বস্তিতে পরপারে যাইব।’ সে গঙ্গানদীর... পরপারে যাইতে সমর্থ হইবে না। সেইরূপই আনন্দ, স্বকায় নিরোধের জন ধর্ম-উপদেশ করিবার সময় যাহার চিত্ত উৎসাহিত হয় না, প্রসন্ন হয় না, স্থির হয় না, বিমুক্ত হয় না, তাহাকে দুর্বল পুরুষের ন্যায় জানা উচিত। যেমন আনন্দ, গঙ্গানদী তীরসম জলপূর্ণ ও কাকপেয়্য হয়, তখন কোনো বলবান পুরুষ (এই বলিতে) আসে—‘আমি এই গঙ্গানদীর স্রোত বাহু দ্বারা তির্যক কাটিয়া স্বস্তিতে পরপারে গমন করিব।’ সে গঙ্গানদীর স্রোত বাহু দ্বারা তির্যক কাটিয়া স্বস্তির সহিত পরপারে যাইতে সমর্থ হইবে। সেইরূপ আনন্দ, কাহাকেও স্বকায়দৃষ্টি নিরোধের নিমিত্ত ধর্ম-উপদেশ করিবার সময় যাহার চিত্ত উৎসাহিত হয়, প্রসন্ন হয়, স্থির হয়, বিমুক্ত হয়,... তাহাকে বলবান পুরুষের ন্যায় বিবেচনা করিবে।”

১৩৩. “আনন্দ, পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত মার্গ কী? প্রতিপদা কী? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু উপাধিবিবেক[২] বা পঞ্চ কামগুণে আসক্তি ত্যাগ দ্বারা, অকুশল নীবরণধর্ম প্রহাণ দ্বারা সর্বতোভাবে তন্দ্রালস্য প্রভৃতি কায়িক দৌর্বল্য প্রশান্ত, করিয়া, কাম হইতে পৃথক এবং অকুশল ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজাত প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। তথায় সমাপত্তিক্ষণে তিনি যে-সকল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ জাতীয় ধর্ম (পদার্থ) আছে, তিনি সেই সকল ধর্মকে অনিত্য; দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শল্য, অঘময়, আবাধ; পরস্ব, বিনাশশীল, শূন্য ও অনাত্মা হিসেবে (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ আরোপ করিয়া) সম্যকরূপে দর্শন করেন। তিনি এবংবিধ লক্ষণযুক্ত স্কন্ধ ধর্মসমূহ হইতে (বিষ্কম্ভনভাবে) অপসারিত করেন। তিনি সেই ধর্মসমূহ হইতে চিত্তকে অপনীত করিয়া সর্বসংস্কারের সাম্যাবস্থা, সর্বোপাধি বর্জিত,

---

[১]। বৃক্ষত্বক ছেদনের ন্যায় সমাপত্তি, বাকল ছেদনের ন্যায় বিদর্শন, সার ছেদনের ন্যায় লোকোত্তর মার্গ। (প-সূ.)

[২]। পঞ্চকামগুণ দুঃখ উপধারণ করে, তাই উপাধি নামে অভিহিত। (ম. টী.)

তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ ও নিরোধস্বরূপ যে নির্বাণ আছে—ইহা শান্ত, ইহা উত্তম—বিদর্শন জ্ঞানে বুঝিয়া চিত্তকে সেই অমৃতধাতুর অভিমুখী করেন তিনি সেই বিদর্শনে স্থিত হইয়া (চতুর্বিধ মার্গানুক্রমে) আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিতে না পারেন, তবে সেই শমথ-বিদর্শন ধর্মানুরক্তি ও সেই ধর্মানন্দ দ্বারা পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া তিনি ঔপপাতিক (অযোনি সম্ভব) হন। তিনি তথায় শুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকে পরিনির্বাণ লাভ করেন, সেই লোক হইতে তাঁহাকে আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না। আনন্দ, ইহাই মার্গ আর ইহাই পন্থা, পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজনের প্রহাণের নিমিত্ত।"

"পুনরায় আনন্দ, ভিক্ষু...।" (দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান সম্বন্ধেও তদ্রূপ বিস্তার করিতে হইবে।)

"পুনরায় আনন্দ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম ও প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তগমন দ্বারা, নানাত্ব সংজ্ঞার অমনোনিবেশ-হেতু অনন্ত, আকাশরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তদবস্থায় যে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ ধর্ম উৎপন্ন হয়...।" (বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চনায়তন ও নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন ধ্যান সম্বন্ধেও তদ্রূপ বিস্তার করিতে হইবে।)

"ভন্তে, যদি পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহাণের নিমিত্ত ইহাই মার্গ, ইহাই পন্থা হয়, তবে কেন ইহাতে কোনো কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্ত[১] এবং কোনো কোনো ভিক্ষু প্রজ্ঞাবিমুক্ত[২] হন?"

"আনন্দ, আমি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-নানাত্বই[৩] ইহার কারণ বলিয়া বলি।"

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মহামালুঙ্ক্যপুত্র সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। শমথ-বিদর্শন ভাবনায় সমাধি প্রধান হইয়া যাহাদের ধ্যান ও মার্গ লাভ হয়, তাহাদিগকে চিত্তবিমুক্ত এবং প্রজ্ঞা প্রধান হইয়া ধ্যান ও মার্গলাভীকে প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলা হয়। (প-সূ.)

[২]। শমথ-বিদর্শন ভাবনায় সমাধি প্রধান হইয়া যাহাদের ধ্যান ও মার্গ লাভ হয়, তাহাদিগকে চিত্তবিমুক্ত এবং প্রজ্ঞা প্রধান হইয়া ধ্যান ও মার্গলাভীকে প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলা হয়। (প-সূ.)

[৩]। শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের তারতম্য। (প-সূ.)

৫. ভদ্দালি সূত্র

১৩৪. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ," "ভদন্ত" (বলিয়া) সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি একাসন-ভোজন[১] আহার করি। ভিক্ষুগণ, আমি একাসন-ভোজন গ্রহণ করিয়া নিরোগতা, নিরাতঙ্ক, শরীরের লঘুভাব, বল ও সুখবিহার অনুভব করি। এস, ভিক্ষুগণ, তোমরাও একাসন-ভোজন আহার করো। একাসন-ভোজন আহার করিয়া তোমরাও নিরোগতা, নিরাতঙ্ক, শরীরের লঘুভাব... সুখবিহার অনুভব করো।"

এইরূপ বলিলে আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, আমি একাসন-ভোজন আহার করিতে উৎসাহ বোধ করি না। কারণ একাসন-ভোজন আহার করিলে আমার সংশয় ও বিপ্রতিসার হইতে পারে।"

"তাহা হইলে ভদ্দালি, তুমি যেখানে নিমন্ত্রিত হও তথায় (খাদ্যের) একাংশ ভোজন করিয়া অপরাংশ নিয়া আসিয়া দ্বিতীয়বার ভোজন করিতে পার। এই প্রকারে ভোজন করিয়াও ভদ্দালি, তুমি জীবন যাপন করিতে পারিবে।"

"ভন্তে, এই প্রকারেও আমার সংশয় ও বিপ্রতিসার জন্মিতে পারে।"

তখন ভগবান শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিলেন, ভিক্ষুসংঘ সেই শিক্ষাপদ গ্রহণ ও পালন করিলেও আয়ুষ্মান ভদ্দালি তৎপ্রতি উৎসাহ বোধ করিলেন না। তখন আয়ুষ্মান ভদ্দালি সেই সারা তিন মাস লজ্জাবশত ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন না। কেননা, তিনি গুরুর উপদেশ ও শিক্ষার পরিপূর্ণ পালনকারী ছিলেন না।

১৩৫. সেই সময় বহুভিক্ষু ভগবানের চীবর (সেলাই) কার্য করিতেছিলেন। কারণ চীবর প্রস্তুত হইলে তিন মাস পর ভগবান ধর্ম প্রচারার্থ পর্যটনে বাহির হইবেন। তখন আয়ুষ্মান ভদ্দালি সেই ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুদের সহিত প্রীতি-সংলাপ করিলেন। সম্মোদজনক ও স্মরণীয় কথা শেষ করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্দালিকে সেই ভিক্ষুগণ বলিলেন, "আবুসো ভদ্দালি, এখন ভগবানের চীবর প্রস্তুত করা হইতেছে। চীবর প্রস্তুত হইলে

---

[১]। পূর্বাহ্নে ভোজন গ্রহণ। (প-সূ.)

তিন মাস পর ভগবান পর্যটনে বাহির হইবেন। ভালো, বন্ধু ভদ্দালি, এই আপত্তি (অপরাধ) সম্বন্ধে আপনি উত্তমরূপে অবহিত হউন, অবশেষে উহা আরও দুষ্করতর বা প্রতিকারের অযোগ্য না হউক।"

"হ্যাঁ বন্ধুগণ," (বলিয়া) ভিক্ষুদের কাছে প্রতিশ্রুতি হইয়া আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, বাল, মূঢ় ও অনভিজ্ঞ জনোচিত আমার অপরাধ সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, যেহেতু ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইলে এবং ভিক্ষুসংঘ সেই শিক্ষাপদ পালন করিলেও আমি তাহাতে নিরুৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি। ভন্তে ভগবান, ভবিষ্যতে সংবরের জন্য আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।"

"একান্তই ভদ্দালি, বাল, মূঢ় ও অনভিজ্ঞের ন্যায় তোমার অপরাধ হইয়াছে যে আমাকর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইলেও এবং ভিক্ষুসংঘ সেই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলেও তুমি তাহাতে নিরুৎসাহ প্রকাশ করিয়াছ। ভদ্দালি, তখন তোমার সুযোগ (সময়) অবিদিত ছিল যে ভগবান শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছেন। সুতরাং ভগবানও আমাকে জানিবেন—'ভদ্দালি নামক ভিক্ষু শাস্তার উপদেশে শিক্ষার পরিপূরণকারী নহে।' এই কারণও ভদ্দালি, তখন তুমি বুঝিতে পার নাই। ভদ্দালি, তোমার এই কারণও অজ্ঞাত ছিল যে বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিতেছেন, তাঁহারাও আমাকে জানিবেন—'ভদ্দালি নামক ভিক্ষু শাস্তার শাসনে শিক্ষার পরিপূরণকারী নহে'। এই কারণও ভদ্দালি, তোমার অজ্ঞাত ছিল। ভদ্দালি, এই কারণও তোমার প্রতিভাত হইল না যে বহু উপাসক-উপাসিকা শ্রাবস্তীতে বাস করেন, তাঁহারাও আমাকে জানিবেন—'ভদ্দালি নামক ভিক্ষু শাস্তার উপদেশ পালনকারী নহেন'।...। ভদ্দালি, এই কারণও তোমার অজ্ঞাত ছিল যে নানা মতাবলম্বী বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিতেছেন, তাঁহারাও আমাকে জানিবেন—শ্রমণ গৌতমের শ্রাবক, থেরদের (বৃদ্ধদের) অন্যতর ভদ্দালি নামক ভিক্ষু শাস্তার উপদেশ শিক্ষায় পরিপূর্ণকারী নহেন'। এই কারণও ভদ্দালি, তখন তুমি বুঝিতে পার নাই।"

"ভন্তে,... অজ্ঞজনোচিত আমার অপরাধ ভবিষ্যৎ সংবরের জন্য ক্ষমা করুন।"

১৩৬. "তাহা কী মনে করো, ভদ্দালি, এখানে কোনো ভিক্ষু উভতো-ভাগ বিমুক্ত (অর্হৎ) ও হয়, তাহাকে আমি বলি যে, 'এসো, ভিক্ষু, তুমি পঙ্কে

সংক্রম (সেতু) হও।' সে সেতু না হইতে বা অন্যদিকে শরীর বঙ্ক করিতে কিংবা 'না' বলিতে পারিবে কি?"

"কখনোই না, ভন্তে,"

"তবে কী মনে করো, ভদ্দালি, এখানে কোনো ভিক্ষু প্রজ্ঞাবিমুক্তি...। কায়সাক্ষী..., দৃষ্টিপ্রাপ্ত...। শ্রদ্ধাবিমুক্ত..., ধর্মানুসারী..., শ্রদ্ধানুসারী... হয়; সে 'না' বলিতে পারে কি?"

"না, ভন্তে,"

"তাহা কী মনে করো, ভদ্দালি, সেই সময় তুমি উভতো-ভাগবিমুক্ত প্রজ্ঞাবিমুক্ত..., অথবা শ্রদ্ধানুসারী ছিলে কি?"

"না, ভন্তে, তাহা ছিলাম না।"

"ভদ্দালি, সেই সময় তুমি রিক্ত, তুচ্ছ। সুতরাং অপরাধী নহে কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,... ভবিষ্যৎ সংবরের নিমিত্ত আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

"ভালো কথা, ভদ্দালি,... যেহেতু তুমি অপরাধকে অপরাধ হিসেবে দেখিয়া ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতেছ। সে কারণে আমরা তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ভদ্দালি, যিনি (স্বীয়) অপরাধকে অপরাধ হিসেবে দেখিয়া যথাধর্ম প্রতিকার করেন, ভবিষ্যতে সংযম অবলম্বন করেন; আর্যবিনয়ে ইহাই তাঁহার পক্ষে অভিবৃদ্ধি।"

১৩৭. "ভদ্দালি, এখানে কোনো ভিক্ষু শাস্তার শাসনে শিক্ষার পরিপূর্ণকারী নহে, তাহার এই চিন্তা হয় : 'বেশ, আমি নির্জন শয্যাসন আশ্রয় করি—অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপস্থ, খোলাস্থান কিংবা পলাল (তৃণ) পুঞ্জ; নিশ্চয় আমি মনুষ্যোত্তর ধর্ম, উত্তম আর্য-জ্ঞানদর্শন (লোকোত্তরমার্গ) বিশেষ প্রত্যক্ষ করিব।' সে নির্জন শয্যাসন আশ্রয় করে—অরণ্য...। তথা পৃথক অবস্থানকারীকে শাস্তাও নিন্দা করেন, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণও বিচার করিয়া নিন্দা করেন, দেবতারাও অপবাদ করেন, সে নিজেও নিজকে ধিক্কার দেয়। সে শাস্তা, বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারী, দেবতা ও নিজ দ্বারা নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়া মনুষ্যধর্ম উত্তরিতর (মানব স্বভাবের উপরে) উত্তম আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ইহার কারণ কী? ভদ্দালি, শাস্তার শাসনে শিক্ষার পরিপূর্ণ পালনকারী না হইলে তাহার পক্ষে এইরূপই হইয়া থাকে।"

১৩৮. "কিন্তু ভদ্দালি, কোন ভিক্ষু শাস্তার উপদেশে শিক্ষার পূর্ণ পালনকারী হন, তাঁহার এই চিন্তা হয়—'ভালো, আমি নির্জন শয্যাসন আশ্রয় গ্রহণ করিব...। এই নির্জন শয্যাসন সেবনকারীকে শাস্তাও অপবাদ করেন

না,... উত্তম আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি কাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বাস করেন। ইহার কারণ কী? ভদ্দালি, যিনি শাস্তার উপদেশে শিক্ষার পূর্ণরূপে পালনকারী হন, তাঁহার এইরূপ হইয়াই থাকে।”

১৩৯. “পুনঃ ভদ্দালি, সে ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম করিয়া দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করেন। পুনঃ ভদ্দালি, সে ভিক্ষু প্রীতির বিরাগ-হেতু উপেক্ষক হইয়া বাস করেন, আর স্মৃতিমান ও সংপ্রজ্ঞাত হইয়া মানসিক সুখানুভব করেন, যাহাকে আর্যগণ উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী বলেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করেন।”

“পুনরায় ভদ্দালি, সে ভিক্ষু সুখ-দুঃখের প্রহাণ-হেতু পূর্বেই সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের অস্তগমন-হেতু সুখ-দুঃখাতীত উপেক্ষা স্মৃতি-পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন।...।”

“তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তে পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তে দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি দর্শন করেন। তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তে আসবসমূহের ক্ষয়ের নিমিত্ত চিত্ত, অভিনমিত করেন।...। এখন ইহার নিমিত্ত কিছু অবশিষ্ট নাই, জানিতে পারেন। তাহার কারণ কী? ভদ্দালি, শাস্তার শাসনে শিক্ষার পূর্ণ পালনকারী এই প্রকারই হইয়া থাকে।”

১৪০. ইহা উক্ত হইলে আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানকে বলিলেন, “ভন্তে, ইহার হেতু কী? প্রত্যয় কী? যাহাতে এখানে কোনো কোনো ভিক্ষুকে বার বার নিগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিতে হয়? আবার, ভন্তে, কী হেতু? কী প্রত্যয়? যদ্বারা এখানে কোনো কোনো ভিক্ষুকে তদ্রূপ বার বার নিগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিতে হয় না?”

“ভদ্দালি, এখানে কোনো কোনো ভিক্ষু নিরন্তর আপত্তি (অপরাধ) করে এবং আপত্তিবহুল হয়। সে ভিক্ষুদের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে এক কথা দ্বারা অন্য কথা চাপা দেয়; আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গের বাহিরে অপসারিত করে, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় (অবিশ্বাস) প্রকট করে, (বুদ্ধ উপদেশ) ঠিকভাবে পালন করে না, অনুলোম ব্রত আচরণ করে না, অপরাধ হইতে নিস্তার বা মুক্তি চায় না, যাহাতে সংঘ সন্তুষ্ট হয় ‘তাহা আমি করি’ ইহা বলে না। ইহাতে, ভদ্দালি, ভিক্ষুদের এই চিন্তা হয়—‘আবুসো, এই ভিক্ষু নিরন্তর আপত্তিকারী ও আপত্তিবহুল হয়। সে ভিক্ষুদের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে... ‘তাহা

আমি করি' বলে না। সাধু, বন্ধুগণ, এই ভিক্ষুকে সেইভাবেই উপপরীক্ষা (বিচার) করুন, যেন তাহার এই অধিকরণ শীঘ্র উপশম না হয়।' ভদ্দালি, ভিক্ষুগণ তদ্রূপই উপপরীক্ষা করেন ও দীর্ঘসূত্রী হন, যাহাতে তাহার এই অধিকরণ সত্বর উপশম না হয়।"

১৪১. "এখানে ভদ্দালি, কোনো ভিক্ষু নিরন্তর আপত্তি করে ও আপত্তিবহুল হয়। (কিন্তু) সে ভিক্ষুদের দ্বারা কথিত হইলে কথায় কথা চাপা দেয় না।...। যাহাতে সংঘ সন্তুষ্ট হয় 'আমি তাহা করিব' বলিয়া থাকে।...। ভদ্দালি, ভিক্ষুগণ তদ্রূপ উপপরীক্ষা করে, যাহাতে তাহার অধিকরণ সত্বর উপশম হয়।"

১৪২. "ভদ্দালি, কোনো ভিক্ষু কদাচিৎ আপত্তি করে, আপত্তিবহুল হয় না। ভিক্ষুদের দ্বারা কথিত হইলে সে অন্যথা ভাষণ করে।...। তাহার এই অধিকরণ সত্বর উপশম হয় না।"

১৪৩. "ভদ্দালি, এখানে কোনো ভিক্ষু কদাচিৎ আপত্তি করে, অনাপত্তিবহুল হয়। সে ভিক্ষু দ্বারা কথিত হইলে অন্যথা আচরণ করে না, বহির্দিকে কথা অপসারিত করে না, কোপ, দ্বেষ ও অপ্রত্যয় প্রকাশ করে না।...। তাহার সে অধিকরণ সত্বর মীমাংসা হয়।"

১৪৪. "ভদ্দালি, এখানে কোনো ভিক্ষু আচার্য ও উপাধ্যায়ের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা ও প্রেমবশত যাপন করে। এই ক্ষেত্রে ভিক্ষুদের এ ধারণা জন্মে—বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু সামান্য শ্রদ্ধা ও প্রেমবশে যাপন করে। যদি আমরা এই ভিক্ষুকে বার বার নিগ্রহ করিয়া শিক্ষাদান করি তবে তাহার যেই শ্রদ্ধা ও প্রেমমাত্র আছে তাহা হইতে সে পরিহীণ হইতেও পারে, তাহা না হউক।' যেমন ভদ্দালি, কোনো পুরুষের এক চক্ষুমাত্র আছে, তাহার মিত্র-অমাত্য ও জ্ঞাতি-সলোহিতগণ তাহার একমাত্র চক্ষুকে রক্ষা করে—'যেই একমাত্র চক্ষু আছে, তাহার সেই চক্ষু বিনষ্ট না হউক।' সেইরূপ ভদ্দালি, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধা ও প্রেমমাত্রে যাপন করে।...। উহাও তাহার কোনো প্রকারে নষ্ট না হউক।"

"ভদ্দালি, ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয় যাহাতে কোনো কোনো ভিক্ষুকে বার বার নিগ্রহ করিয়া কারণ দেখাইতে হয়। আর ভদ্দালি, ইহাও হেতু, ইহাও প্রত্যয় যাহাতে কোনো কোনো ভিক্ষুকে বার বার নিগ্রহ করিয়া কারণ প্রদর্শন করিতে হয় না।"

১৪৫. "ভন্তে, ইহার হেতু ও প্রত্যয় কী যে পূর্বে শিক্ষাপদসমূহ স্বল্পসংখ্যক ছিল, অথচ বহুসংখ্যক ভিক্ষু অর্হত্ত্বে (অঞ্ঞায়) প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন? ভন্তে, ইহারই বা হেতু ও প্রত্যয় কী? বর্তমানে বহুসংখ্যক শিক্ষাপদ, তথাপি স্বল্পসংখ্যক ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন?"

"ভদ্দালি, এইরূপই হইয়া থাকে, যখন সত্ত্বগণ প্রতিপত্তি (আচার) হীন হয়, তখন প্রতিবেধমূলক সদ্ধর্মেরও অন্তর্ধান ঘটে। এমতাবস্থায় শিক্ষাপদ বহুসংখ্যক হইলেও স্বল্পসংখ্যক ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভদ্দালি, শাস্তা (গুরু) ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রাবকগণের নিমিত্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত (বিধান) করেন না যতক্ষণ এখানে সংঘের মধ্যে কোনো আসবস্থানীয় ধর্ম[১] প্রাদুর্ভূত না হয়। যে সময় হইতে ভদ্দালি, সংঘে আসবস্থানীয় আচার প্রকটিত হয়, তখন সেই আসবস্থানীয় ধর্মের নিবারণার্থ শাস্তা শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন।"

"ভদ্দালি, ততদিন পর্যন্ত কোনো আসবস্থানীয় ধর্ম সংঘমধ্যে প্রকটিত হয় না যতদিন সংঘ মহত্ব (সংখ্যাধিক্য) প্রাপ্ত হয় না। যখন সংঘ মহত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সংঘে আসবস্থানীয় ধর্ম উৎপন্ন হয়। অতঃপর শাস্তা সেই আসবস্থানীয় ধর্মসমূহের নিবারণার্থ শ্রাবকদের নিমিত্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন। ভদ্দালি, ততদিন সংঘে কোনো আসবস্থানীয় ধর্ম প্রকটিত হয় না, যতদিন সংঘ লাভাগ্র প্রাপ্ত না হয়,... যশাগ্র প্রাপ্ত না হয়, বহুশ্রুতত্ব প্রাপ্ত না হয়, রাত্রজ্ঞভাব (চিরকাল অবস্থিতি) প্রাপ্ত না হয়,...। ভদ্দালি, যখন সংঘ রাত্রজ্ঞভাব প্রাপ্ত হয় তখন সংঘে আসবস্থানীয় ধর্ম উৎপন্ন হয়, তখন শাস্তা আসবস্থানীয় ধর্ম নিবারণার্থ শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন।"

১৪৬. "ভদ্দালি, তোমরা সেই সময় অল্পসংখ্যক (ভিক্ষু) উপস্থিত ছিলে যখন আমি তোমাদিগকে আজানীয় শিশূপম (উত্তম জাতীয় তরুণাশ্বোপম) ধর্মপর্যায় (সূত্র) উপদেশ দিয়াছিলাম।"

"ভদ্দালি, তোমার স্মরণ আছে কি?"

"না, ভন্তে,"

"ভদ্দালি, এই বিস্মৃতির কারণ কী বিশ্বাস করো?"

"ভন্তে, দীর্ঘকাল আমি শাস্তার শাসনে শিক্ষার পূর্ণকারী ছিলাম না।"

"ভদ্দালি, শুধু ইহাই হেতু, ইহাই একমাত্র প্রত্যয় নহে। অথচ ভদ্দালি, দীর্ঘকাল হইতে আমি চিত্ত দ্বারা তোমার চিত্তভাব বিচার করিয়া অবগত হইয়াছি—এই মোঘপুরুষ আমার ধর্মোপদেশের সময় স্থিরভাবে মনোনিবেশ

---

[১]। যাহা হইতে পরনিন্দা, অনুশোচনা, বধ-বন্ধন প্রভৃতি ঐহিক ও অপায় দুঃখাদি পারত্রিক অন্যায় আচার স্থিত, স্রাবিত বা প্রবর্তিত হয়। (প-সূ.)

করিয়া, সর্বচিত্ত একাগ্র করিয়া অভহিতশ্রোত্রে ধর্ম শ্রবণ করে না। তথাপি ভদ্দালি, তোমাকে আমি আজানীয় তরুণাশ্ব-উপম ধর্মপর্যায় উপদেশ করিব। তাহা শুনো, উত্তমরূপে মনে রাখো, বর্ণনা করিব।"

"হ্যাঁ, ভন্তে," আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৪৭. ভগবান ইহা বলিলেন, "যেমন ভদ্দালি, দক্ষ অশ্বচালক ভদ্র আজানীয়াশ্ব লাভ করিয়া (১) প্রথমেই মুখাধানে (বণ্ডা বন্ধানাদি) কারণ কীক্ষা দেয়। প্রথমত তাহার মুখাধানে শিক্ষা দিবার জন্য অকৃতপূর্ব সেই কারণ করিবার সময় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, উল্লম্ফনাদি উপদ্রব করিয়া থাকে; নিরন্তর ও ক্রমান্বয়ে শিক্ষার ফলে সেই বিষয়ে সে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। (২) ভদ্দালি, নিরন্তর ও ক্রমশ শিক্ষা দ্বারা সেই ভদ্র আজানীয়াশ্ব সেই স্থানে যখন উপশান্ত হয়, তখন অশ্বচালক তৎপরবর্তী যুগাধানে (যুগধারণে) শিক্ষা দেয়। অকৃতপূর্ব শিক্ষা প্রথম শিখিবার সময়...। (৩)... যখন উহা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তখন অশ্বচালক তৎপরবর্তী শিক্ষা হিসেবে ক্রমান্বয়ে মণ্ডল[১] (৪) খুরকাস[২] (৫) ধাবন[৩] (৬) রবত্ব[৪] (৭) রাজগুণ[৫] (৮) রাজবংশ[৬] (৯) উত্তম জব[৭] (গতি), উত্তম হয় (অশ্ব) উত্তম সাখল্য[৮] শিক্ষা দেয়। শিক্ষা করিবার সময়... তথায় শান্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। তাহাকে অশ্বচালক তৎপরবর্তী (১০) বর্ণিয় ও বলিয় গতিতে প্রবেশ করায়। ভদ্দালি, এই দশবিধ অঙ্গসমন্বিত ভদ্র অশ্বাজানীয় রাজার যোগ্য ও রাজভোগ্য হয়। উহাকে রাজার অঙ্গই বলা যায়। সেইরূপ ভদ্দালি, দশবিধ গুণ সমন্তিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, পাহুনীয় (প্রাহ্বানীয়), দাক্ষিণেয়্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং লোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র নামে অভিহিত। সেই দশগুণ কী কী? ভদ্দালি, এখানে ভিক্ষু অশৈক্ষ্য (শিক্ষা সমাপ্ত) সম্যক দৃষ্টি দ্বারা যুক্ত হয়, অশৈক্ষ্য সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম (চেষ্টা), সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তিসমন্বিত হয়। ভদ্দালি, এই দশবিধ গুণযুক্ত ভিক্ষু... জগতের

---

[১]। ঘুড়ান।

[২]। নিঃশব্দ গতি।

[৩]। দ্রুত কদমে চলা।

[৪]। ঘোড়ার ডাক শিক্ষা।

[৫]। এক গতিবিশিষ্ট (রাজার যেমন এক কথা, ঘোড়ারও তেমন এক গতি)।

[৬]। প্রাধান্য (উত্তম)।

[৭]। প্রভাবশীল (শক্তিশালী)।

[৮]। মৃদুবাক্য। (প-সূ.)

অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়।”

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান ভদ্দালি ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

ভদ্দালি সূত্র সমাপ্ত

৬. লকুটিকোপম সূত্র

১৪৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান অঙ্গুত্তরাপ[১] দেশে আপণ নামক অঙ্গুত্তরাপবাসীদের নিগমে বাস করিতেছেন। তখন ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া আপণে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিলেন। আপণে পিণ্ডাচরণ (ভিক্ষা) করিয়া ভোজনের পর পিণ্ডপাত (ভিক্ষাচর্যা) হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় দিবাবিহারের নিমিত্ত অন্যতর গহন বনে উপনীত হইলেন, সেই গহন বনে প্রবিষ্ট হইয়া এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারার্থ বসিলেন।

আয়ুষ্মান উদায়ি[২]ও পূর্বাহ্ণ সময় নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া আপণে পিণ্ডাচরণে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনের পর প্রত্যাবর্তনের সময় যেখানে সেই বন গহন তথায় উপস্থিত হইলেন দিবাবিহারের জন্য। সেই বন গহনে যাইয়া এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারের জন্য বসিলেন। তখন নিভৃতে ধ্যাননিমগ্ন আয়ুষ্মান উদায়ির এইরূপ চিত্তবিতর্ক উৎপন্ন হইল : “অহো, ভগবান আমাদের বহু দুঃখের অপহারক। অহো, ভগবান আমাদের বহু সুখধর্মের উপহারক। অহো, ভগবান আমাদের বহু অকুশলের অপহারক। অহো, ভগবান আমাদের বহু কুশলের উপহারক।”

১৪৯. তখন আয়ুষ্মান উদায়ি সায়ংকালীন ফলসমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন, গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উদায়ি ভগবানকে ইহা বলিলেন :

“ভন্তে, আজ নির্জনে ধ্যানাবস্থায় আমার চিত্তে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে : ‘অহো, ভগবান আমাদের... উপহারক।’ ভন্তে, পূর্বে আমরা সন্ধ্যা, সকাল, দ্বিপ্রহর ও বিকালে ভোজন করিতাম। সেই সময় ভগবান যখন ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, তোমরা দ্বিপ্রহরের পর

---

[১]। বর্তমান ভাগলপুর-মুঙ্গের জিলার গঙ্গার উত্তরাংশ।

[২]। মহাউদায়ি।

বিকাল ভোজন ত্যাগ করো।' ভন্তে, সেই সময় আমার চিত্তে অন্যথাভাব ও দৌর্মনস্য সঞ্চার হইয়াছিল। যে সময় শ্রদ্ধাবান গৃহপতিরা মধ্যাহ্নের পর বিকালে যে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দিতেছেন, উহাও ভগবান আমাদিগকে ত্যাগ করিতে বলিলেন, উহাও সুগত আমাদিগকে ছাড়িতে বলিলেন। ভন্তে, তখন আমরা শুধু ভগবানের প্রতি প্রেম, গৌরব, লজ্জা ও সঙ্কোচবশত দ্বিপ্রহরের পর এইরূপ বিকাল ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলাম। ভন্তে, তখন আমরা সন্ধ্যা ও প্রাতে ভোজন করিতাম। অতঃপর এমন সময় আসিল ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন রাত্রের বিকাল ভোজন ত্যাগ করো।' ভন্তে, আমার চিত্তে অন্যথাভাব হইল, দৌর্মনস্য জন্মিল। এই দ্বিবিধ ভাতের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্টতর সজ্জিত ভগবান আমাদিগকে তাহাও ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, সুগত তাহারও প্রহাণ বলিতেছেন। পূর্বে (একবার) ভন্তে, কেহ দিবায় সূপযোগ্য বস্তু লাভ করিয়া বলিতেন, 'এখন ইহা রাখিয়া দাও, সন্ধ্যাবেলায় আমরা সকলে সমবেতভাবে ভোগ করিব।' ভন্তে, যাহা কিছু উত্তম রান্না সংখতিয় তাহা রাত্রিতেই অধিক হয়, দিনে স্বল্পমাত্র। সুতরাং তখন আমরা ভগবানের প্রতি শুধু প্রেম, গৌরব, লজ্জা ও সঙ্কোচবশত এইরূপ রাত্রির বিকাল ভোজন (অনিচ্ছায়) ছাড়িয়াছিলাম।"

"ভন্তে, পূর্বে ভিক্ষুগণ রাত্রির ঘনান্ধকারে ভিক্ষাচরণ করিতেন, (সেই সময় তাঁহারা) চন্দনিকায়[১] প্রবেশ করিতেন, গর্তে[২] (ওলিগল্ল) পতিত হইতেন, কণ্টকাবর্তে উঠিতেন, সুপ্ত গাভীর উপর আরোহণ করিতেন, কৃতকর্মা (স্বীয় কর্ম যাঁরা করিয়াছেন) ও অকৃতকর্মা চোরের সহিতও তাঁহাদের সম্মিলন ঘটিত, ভ্রষ্টা মাতৃগ্রাম (স্ত্রীজাতি) তাহাদিগকে অসদাচরণের জন্য আহ্বান করিত। পূর্বে এক সময় ভন্তে, রাত্রির ঘনান্ধকারে ভিক্ষাচরণ করিতেছিলাম, এক স্ত্রীলোক ভাজন ধুইবার সময় বিদ্যুতালোকে আমাকে দেখিতে পাইল। আমাকে দেখিয়া সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল— আমার সর্বনাশ, নিশ্চয় পিশাচ!, আমাকে (অব্ভূন্মে পিসাচো বত মং) খাইতে আসিল!!, এইরূপ বলিলে আমি ভন্তে, সে স্ত্রীকে বলিলাম, 'ভগিনী, আমি পিশাচ নহি, ভিক্ষার জন্য ভিক্ষু দাঁড়াইয়াছি।' তখন সে বলিল, ভিক্ষুর মা মরে, ভিক্ষুর বাপ মরে (আমাদের কী?), ভিক্ষু, বরং তোমার পক্ষে

---

[১]। রাস্তার পার্শ্বে ক্ষুদ্র নালাবিশেষ।

[২]। গ্রামের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্তবিশেষ।

গোহত্যার তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা নিজের পেট কাটাই ভালো, তথাপি রাত্রির ঘনান্ধকারে পেটের দায়ে ভিক্ষা করা উচিত নহে।' ভন্তে, সে কথা স্মরণ করিতেই আমার মনে হয় : 'অহো, ভগবান আমাদের বহু অকুশল ও বহু দুঃখ-ঝঞ্ঝাটের অপসারণ করিয়াছেন। অহো, ভগবান আমাদের বহুবিধ কুশলের ও সুখ-শান্তির বিধান করিয়াছেন।'"

১৫০. "এইরূপই, উদায়ি, এখানে কোনো কোনো মোঘপুরুষেরা আমা কর্তৃক 'ইহা পরিত্যাগ করো' কথিত হইলে তাহারা বলে, 'এ কী? এ সামান্য বিষয়ে, এক তুচ্ছ বিষয়ে এই শ্রমণ অত্যুৎসাহ দেখাইতেছেন? তাহারা ইহাও ত্যাগ করে না। অধিকন্তু আমার প্রতি অসন্তোষ উৎপন্ন করে। কিন্তু উদায়ি, যাহারা শিক্ষাকামী তাহাদের পক্ষে উহা (প্রহীতব্য বিষয়) শক্তবন্ধন, দৃঢ়বন্ধন, স্থিরবন্ধন, অপূতিবন্ধন, স্থূল কলিঙ্গর (পশুর গলায় বাঁধিবার কাষ্ঠখণ্ড)-বিশেষ। যেমন উদায়ি, পূতিলতার বন্ধনে আবদ্ধ লাটুকিকা (পক্ষীবিশেষ) পক্ষী, তাহাতেই বধ, বন্ধন বা মরণ প্রাপ্ত হয়। উদায়ি, যে ব্যক্তি এরূপ বলে, 'যে পূতিলতা বন্ধনে আবদ্ধ লাটুকিকা পক্ষী তাহাতেই বধ, বন্ধন ও মৃত্যুবরণ করে, তার পক্ষে উহা অবল-বন্ধন, দুর্বল-বন্ধন, পূতি-বন্ধন, অসার-বন্ধনমাত্র।' কেমন উদায়ি, এরূপ বলিলে সে ঠিক বলিতেছে কি?"

"ঠিক নহে, ভন্তে, যে পূতিলতার বন্ধনে আবদ্ধ লটুকিকা তাহাতেই বধ, বন্ধন ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; তার পক্ষে উহা দুচ্ছেদ্য, শক্ত বন্ধন... স্থূল কলিঙ্গর সদৃশ।"

"এইরূপই উদায়ি, কোনো কোনো মোঘপুরুষেরা আমা কর্তৃক 'ইহা পরিত্যাগ কর' কথিত হইলে... স্থূল সদৃশ।"

১৫১. "উদায়ি, কোনো কোনো কুলপুত্র 'ইহা ত্যাগ কর' আমাকর্তৃক উক্ত হইলে তাহারা এরূপ বলে : এই সামান্য, তুচ্ছ, ত্যাজ্য বিষয়ের কী কথা যাহা ছাড়িবার জন্য ভগবান বলিলেন, যাহার ত্যাগের জন্য ভগবান বলিলেন?' তাহারা উহাও ত্যাগ করে এবং আমার প্রতি অসন্তোষ পোষণ করে না। যে-সকল ভিক্ষু শিক্ষাকামী তাহারা উহা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগে পতিত লোমে (নিরাশঙ্ক চিত্তে) পরদবৃত্তি মৃগের সমান (প্রত্যাশাহীন) চিত্তে বসবাস করে। উদায়ি, তাহাদের জন্য উহা অবল-বন্ধন,... অসার-বন্ধন।"

"যেমন উদায়ি, ঈশাদন্ত, মহাদেহ, সংগ্রামাবচর, দৃঢ় রজ্জু বন্ধনে আবদ্ধ উত্তম জাতের রাজকীয় হস্তী সামান্যমাত্র শরীর সঞ্চালন করিয়া সেই বন্ধনসমূহ ছিন্ন করে, পদদলিত করে এবং যথেচ্ছা গমন করে। উদায়ি, যে

ব্যক্তি এরূপ বলে : ঈশাদন্ত,... হস্তী সামান্যমাত্র শরীর সঞ্চালন দ্বারা সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইচ্ছামত চলিয়া যায়। উহা শক্তবন্ধন... স্থূল কলিঙ্গর।' এইরূপ বলিলে উদায়ি, তাহা সে ঠিক বলিতেছে কি?"

"নহে, ভন্তে, রাজকীয় হস্তী সামান্যমাত্র শরীর সঞ্চালন দ্বারা যে বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়... তাহার পক্ষে উহা অবল-বন্ধন... অসার-বন্ধন।"

১৫২. "যেমন উদায়ি, কোনো দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য পুরুষ, তাহার এক জীর্ণ-শীর্ণ, কাক প্রবেশক্ষম, ছিদ্রযুক্ত, ক্ষুদ্র, পর্ণকুটির আছে; এক উঁচু-নীচু বিশ্রী মঞ্চ আছে, এক কলসীতে ধান্যবৎ নিকৃষ্ট বীজ আছে এবং এক বীভৎস ভার্যা আছে। সে সংঘারামে হস্ত-পদ ধৌত ও মনোজ্ঞ ভোজন গ্রহণের পর শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট ধ্যান নিরত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইল। তখন তাহার মনে সংকল্প হইল : 'অহো, শ্রামণ্যই সুখময়, অহো, শ্রমণভাবই আরোগ্য করো। অহো, কখন আমিও কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিব?' সে তাহার সেই জীর্ণকুটির, ভগ্নমঞ্চ, সামান্য সঞ্চয় ও কুৎসিত ভার্যা ত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণে সমর্থ হইল না। উদায়ি, যদি কেহ বলে : 'যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে প্রব্রজিত হইতে অক্ষম হইল, উহা তাহার পক্ষে অবল-বন্ধন... অসার-বন্ধন মাত্র।' এইরূপ বলিলে সে কি উহা ঠিক কথাই বলিল?"

"নহে, ভন্তে, যেই বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে সেই জীর্ণকুটির... কুৎসীত ভার্যা ত্যাগ করিয়া... প্রব্রজিত হইতে অসমর্থ হইল, উহা তাহার পক্ষে শক্তবন্ধন... স্থূল কলিঙ্গর।"

"সেইরূপই উদায়ি, কোনো কোনো মোঘপুরুষ 'ইহা ছাড়' বলিলে বিরক্ত হয়... অথচ ইহা তাহার পক্ষে দৃঢ়বন্ধন... স্থূল কলিঙ্গর স্বরূপ।"

১৫৩. "যেমন উদায়ি, আঢ্য, ধনবান, মহাভোগশালী কোনো গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের বহুসংখ্যক স্বর্ণ-নিষ্কের (মুদ্রার) সঞ্চয় আছে, অনেকসংখ্যক ধান্যশকট, অনেকসংখ্যক ক্ষেত্র, অনেকসংখ্যক দ্রব্য, অনেকসংখ্যক ভার্যা, দাস ও দাসীর সঞ্চয় আছে। সে একদিন সংঘারামে ভিক্ষুকে দেখিতে পাইল যে মনোজ্ঞ ভোজন আহার করিয়া সুধৌত হস্ত-পদে সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট অবস্থায় ধ্যানে নিরত আছেন। তখন তাহার মনে হইল : 'অহো, শ্রামণ্যই সুখময়, অহো, শ্রামণ্যই আরোগ্য করো,... কখন আমি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারি!' অতঃপর সে বহুসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রার সঞ্চয়... দাস ও দাসীর সঞ্চয় ত্যাগ করিয়া কেশশ্মশ্রু... প্রব্রজ্যা করিতে

সক্ষম হইল। উদায়ি, তখন যদি কেহ বলে : 'যে বন্ধনে সে আবদ্ধ... আপনার সেই ধনরাশি ও দাস-দাসীসমূহ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইতে সমর্থ হইল, উহা তাহার শক্তবন্ধন... স্থূল কলিঙ্গর।' এইরূপ বলিলে সে কি উদায়ি, ঠিক বলিবে?"

"না, ভন্তে, সেই গৃহপতি... যে বন্ধনে আবদ্ধ... আপনার দাস-দাসীর সঞ্চয় ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইতে সমর্থ হইল, উহা তাহার পক্ষে অবল-বন্ধন... অসার-বন্ধনবিশেষ।"

১৫৪. "উদায়ি, জগতে চারি প্রকার পুরুষ-পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চারি পুদ্গল কী কী? (১) এখানে উদায়ি, কোনো পুদ্গল উপধি[১] প্রহাণের নিমিত্ত, উপধি পরিবর্জনের নিমিত্ত প্রতিপন্ন (উদ্যোগী) হয়। উপধি প্রহাণার্থ ও উপধি পরিবর্জনার্থ প্রতিপন্নকে যদি উপধি (সংযুক্ত) সংকল্প (বিতর্ক) রাশি[২] বশীভূত করে, উহাদিগকে সে স্বীকার করে—ত্যাগ করে না, অপসারণ করে না, অন্ত করে না, সমুচ্ছেদ করে না; তবে উদায়ি, আমি বলিব এ ব্যক্তি ক্লেশসংযুক্ত–বিসংযুক্ত নহে। ইহার কারণ কী? উদায়ি, এ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়[৩]-নানাত্বই কারণ, ইহা আমার সুবিদিত। (২) এখানে উদায়ি, কোনো ব্যক্তি উপধি গ্রহণের নিমিত্ত... প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহাকে উপধি সংযুক্ত সংকল্প বশীভূত করে। সে উহাদিগকে স্বীকার করে না—ত্যাগ করে, অপসারণ করে, বিনাশ করে, সমুচ্ছেদ করে। উদায়ি, এই ব্যক্তিকেও আমি... ইহার কারণ কী? এই ব্যক্তির মধ্যে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব আছে, ইহা আমার সুবিদিত। (৩) উদায়ি, এখানে... স্মৃতি সম্মোহ (বিভ্রম) বশত ক্কচিৎ-কদাচিৎ উপধি অনুগামী সংকল্প তাহাকে বশীভূত করে, ওই বিষয়ে স্মৃতি ধীরে উৎপন্ন হয়; কিন্তু উহাকে শীঘ্র শীঘ্র ত্যাগ করে, অপসারণ করে, বিনাশ...। যেমন উদায়ি, কোনো ব্যক্তি দিনের তাপে... নিক্ষেপ করে। উদায়ি, জলবিন্দুর পতন ধীরে ধীরে হয়, অথচ তাহা সত্বর পরিক্ষয় হয়—নিঃশেষে শুকাইয়া যায়। সেইরূপই উদায়ি, এখানে কেহ ক্বচিৎ কদাচিৎ স্মৃতিভ্রমবশত উপধি অনুগামী সংকল্পের বশীভূত হয়,... উদায়ি, আমি এই পুদ্গলকে সংযুক্ত বলি—বিসংযুক্ত নহে।... ইহা আমার বিদিত। (৪) উদায়ি, এখানে কোনো কোনো পুদ্গল উপধি (পঞ্চস্কন্ধ) দুঃখের মূল, ইহা বিদিত হইয়া, উপধি

---

[১]। উপধিস্কন্ধ, কলুষ, অভিসংস্কার বা কর্ম ও কামগুণ চতুর্বিধ উপধি। (প-সূ.)

[২]। কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক।

[৩]। বিমুক্তি পরিপাচক ইন্দ্রিয়সমূহের তারতম্যহেতু পুদ্গল বিভিন্ন হয়। (টী.)

সংক্ষয়ে (নির্বাণে) বিমুক্ত নিরুপধি (ক্লেশ) বিহীনও হয়। উদায়ি, কেবল এই ব্যক্তিকেই আমি বিসংযুক্ত বলি—সংযুক্ত নহে। তাহার কারণ কী? উদায়ি, তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নত্ব আছে, ইহা আমার সুবিদিত।"

১৫৫. "উদায়ি, এই পঞ্চবিধ কামগুণ। কোনো পঞ্চবিধ? চক্ষুবিজ্ঞেয় ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়জাতি কামসংযুক্ত রঞ্জনীয়[১] রূপ (দৃশ্য); শ্রোতবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস ও কায়বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য। উদায়ি, এই পঞ্চবিধ কামগুণ (বন্ধন)। উদায়ি, এই পঞ্চ কামগুণের দরুন যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, ইহাকেই কামসুখ অশুচি (মীঢ়) সুখ, প্রাকৃতজন সেবিত সুখ, অনার্যসুখ বলা হয়। ইহা অসেবনীয়, অভাবনীয় ও বৃদ্ধির অযোগ্য কথিত হয়, এই সুখকে ভয় করা উচিত বলিতেছি।"

১৫৬. উদায়ি, এ ক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম হইতে পৃথক হইয়া... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। দ্বিতীয় ধ্যান...। তৃতীয় ধ্যান...। চতুর্থ ধ্যান[২] লাভ করিয়া বাস করে। ইহাই নৈষ্কাম্যসুখ, প্রবিবেকসুখ, (রাগাদি) উপশমজনিত সুখ, সম্বোধি (লোকোত্তরমার্গ) সুখ নামে কথিত হয়, ইহা সেবনীয়, ভাবনীয় ও বহুল করণীয়। এই সুখ লাভে ভয় না করা উচিত বলিতেছি।"

"এখানে উদায়ি, ভিক্ষু কাম হইতে পৃথক হইয়া... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। উদায়ি, ইহাকেও আমি চঞ্চল বলিতেছি। এখানে চাঞ্চল্যের বিষয় কী? তথায় (প্রথম ধ্যানে) যে বিতর্ক-বিচার অনিরুদ্ধ রহিয়াছে, ইহাই তাহাতে চাঞ্চল্যের কারণ। উদায়ি, ভিক্ষু এখানে... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। উদায়ি, ইহাও আমি চাঞ্চল্যের বিষয় বলিতেছি। তথায় চাঞ্চল্যের বিষয় কী? তথায় যে প্রীতি-সুখ অনিরুদ্ধ রহিয়াছে, ইহাই চাঞ্চল্যের বিষয়। উদায়ি, এখানে ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও বিরাগ-হেতু... তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ইহাও আমি চাঞ্চল্যের বিষয় বলিতেছি। তথায় চাঞ্চল্যের বিষয় কী? তাহাতে যে উপেক্ষা-সুখ অনিরুদ্ধ রহিয়াছে, ইহাই তথায় চাঞ্চল্যের বিষয়। উদায়ি, এখানে সুখ-দুঃখের প্রহীণ-হেতু... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। উদায়ি, ইহাকেই আমি চাঞ্চল্যহীন বলিতেছি।"

"এখানে উদায়ি, ভিক্ষু প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ইহাকে

---

[১]। ইষ্ট অন্বেষণীয়, কান্ত-কমনীয়, মনাপ-মনবর্ধক, প্রিয়জাতি কাম উপকরণ আরম্মণ করিয়া উৎপদ্যমান কামসংযুক্ত।

[২]। পূর্ব সূত্র দ্রষ্টব্য।

উদায়ি, আমি অপর্যাপ্ত (অননং) মনে করিতে বলি[১], ত্যাগ কর বলি, অতিক্রম কর বলি। উহার সমতিক্রম কী? এখানে উদায়ি, ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে, ইহাই তাহার সমতিক্রম। কিন্তু উদায়ি, ইহাকেও আমি অপর্যাপ্ত বলি, ত্যাগ কর বলি, সমতিক্রম করিয়া যাও বলি।...পূ... তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বাস করে। ইহা দ্বিতীয় ধ্যানের সমতিক্রম। ইহাকেও আমি অতিক্রম করিয়া যাও বলি। ইহার সমতিক্রম কী?... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। ইহাই তৃতীয় ধ্যানের সমতিক্রম। ইহাকেও...।... আকাশ-অনন্ত-আয়তন... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন...।... আকিঞ্চনায়তন...।... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। ইহা উহার সমতিক্রম। উদায়ি, ইহাকেও আমি অপর্যাপ্ত বলিতেছি। ইহার সমতিক্রম কি? এখানে উদায়ি, ভিক্ষু নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে সর্বথা অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধকে উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহাই উহার সমতিক্রম। এই প্রকারে, উদায়ি, আমি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনেরও প্রহাণ বলিতেছি। উদায়ি, সূক্ষ্ম-স্থূল এমন কোনো সংযোজন (বন্ধন) তুমি দেখিতেছ কি আমি যাহার প্রহাণ বলি নাই?” “না, ভন্তে,”

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে আয়ুষ্মান উদায়ি ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

লকুটিকোপম সূত্র সমাপ্ত

৭. চাতুম সূত্র

১৫৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান চাতুমায় আমলকী বনে বিহার করিতেছেন। এই সময় ভগবানকে দর্শনার্থ সারিপুত্র, মৌদ্গাল্লায়ন প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু চাতুমায় উপস্থিত হইলেন। তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ আবাসিক ভিক্ষুদের সহিত সম্মোদন (কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা) করিতে, শয্যাসন স্থাপন করিতে, পাত্র-চীবর সামলাইতে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিলেন। সেই সময় ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে ডাকিলেন, “ইহারা কে আনন্দ, মৎস্য বিলোপস্থানে কৈবর্তদের ন্যায় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেছে?”

“ভন্তে, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু চাতুমায় উপস্থিত হইয়াছেন ভগবানকে দর্শন মানসে। সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ আবাসিক

---

[১]। যাহা লাভ হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া উৎসাহ শিথিল না করিতে বলি। (টীকা)

ভিক্ষুদের সহিত... মহাশব্দ করিতেছেন।”

“তাহা হইলে আনন্দ, আমার কথায় তাহাদিগকে আহ্বান করো—‘শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে ডাকিতেছেন।’”

“হ্যাঁ, ভন্তে,” (বলিয়া) আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইলেন, তথায় গিয়া সেই ভিক্ষুগণকে বলিলেন, ‘শাস্তা আয়ুষ্মানদিগকে ডাকিতেছেন’।

“হ্যাঁ, আবুসো (বন্ধু)!” (বলিয়া) সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে উত্তর দিয়া যেখানে ভগবান তথায় গেলেন। তথায় গিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুদিগকে ভগবান বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, মৎস্য শিকারে কৈবর্তের ন্যায় কেন তোমরা উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেছ?”

“ভন্তে, এখানে সারিপুত্র, মৌদ্গাল্লায়ন প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু... পাত্র-চীবর সামলাইতে উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করিতেছে।”

“যাও, ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে (প্রণামণ) বহিষ্কার করিতেছি, আমার নিকট তোমরা থাকিও না।”

“হ্যাঁ, ভন্তে,” ভগবানকে উত্তর দিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া, শয্যাসন সামলাইয়া, পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষুরা প্রস্থান করিলেন।”

১৫৮. সেই সময় চাতুমায় শাক্যগণ কোনো কার্যোপলক্ষে সংস্থাগারে (প্রজাতন্ত্র ভবনে) সম্মিলিত ছিলেন। চাতুমার শাক্যগণ দূর হইতে সেই ভিক্ষুগণকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া যেখানে সে ভিক্ষুগণ ছিলেন... সেখানে গিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, “আয়ুষ্মানগণ, আপনারা (এই মাত্র আসিয়া) কোথায় যাইতেছেন।?”

“বন্ধুগণ, ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ বহিষ্কৃত হইয়াছে।”

“তাহা হইলে ভদন্তগণ, মুহূর্তকাল (এখানে) বসুন, নিশ্চয় আমরা ভগবানকে প্রসন্ন (সম্মত) করিতে পারিব।”

“উত্তম, বন্ধুগণ!” (বলিয়া) সেই ভিক্ষুগণ চাতুমার শাক্যদিগকে উত্তর দিলেন।

তখন চাতুমাবাসী শাক্যগণ যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক বসিলেন এবং ভগবানকে ইহা নিবেদন করিলেন :

“ভন্তে, ভগবান, ভিক্ষুসংঘকে অভিনন্দন করুন, ভন্তে, ভগবান, ভিক্ষুসংঘকে আসিতে আদেশ করুন। ভন্তে, পূর্বে যেমন ভগবান কর্তৃক

ভিক্ষুসংঘ অনুগৃহীত হইত, সেভাবে এখনো ভগবান ভিক্ষুসংঘকে অনুগ্রহ করুন। ভন্তে, তথায় (ভিক্ষুসংঘে) এই ধর্মবিনয়ে অধুনাগত অচির প্রব্রজিত নব ভিক্ষুরা আছেন, ভগবানের দর্শন লাভ করিতে না পারিলে তাঁহাদের মনে অন্যথাভাব হইতে পারে, বিপরিবর্তন আসিতে পারে। যেমন, ভন্তে, জলাভাবে তরুণ বীজের (অঙ্কুরের) অন্যথাভাব হয়, বিপরিণাম ঘটে; সেই প্রকার... ভগবানের দর্শন না পাইলে তাঁহাদের মনে অন্যথাভাব ও বিপরীতভাব আসিতে পারে। যেমন ভন্তে, মাতাকে না দেখিলে দুগ্ধপায়ী শিশু বৎসদের অন্যথাভাব ও বিপরীতভাব হয়, সে প্রকার ভন্তে,...। ভন্তে, ভগবান, ভিক্ষুসংঘকে অভিনন্দন (আগমন অনুমোদন) করুন, ভন্তে, ভগবান, ভিক্ষুসংঘকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ করুন... ।”

১৫৯. অতঃপর ব্রহ্মা সহম্পতি (মহাব্রহ্মাণ্ডের স্বামী) স্বীয় চিত্তে ভগবানের চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া, যেমন বলবান পুরুষ সঙ্কোচিত বাহু (সহসা) প্রসারণ করে ও প্রসারিত বাহু সঙ্কোচন করে, এইরূপেই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া (সহসা) ভগবানের সম্মুখে প্রকট হইলেন। তখন সহম্পতি ব্রহ্মা উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয় বস্ত্র) একাংসে (স্কন্ধে) রাখিয়া ভগবানের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্বক ভগবানকে বলিলেন, “ভন্তে, ভগবান, ভিক্ষুসংঘকে অভিনন্দন করুন, আদেশ প্রদান করুন,... ছোট অঙ্কুর ও শিশু বৎসদিগকে... অনুগৃহীত করুন।”

১৬০. চাতুমাবাসী শাক্যগণ ও ব্রহ্মা সহম্পতি অঙ্কুর উপমায় ও শিশু উপমায় ভগবানকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, “উঠুন, বন্ধুগণ, পাত্র-চীবর গ্রহণ করুন। চাতুমাবাসী শাক্যগণ ও সহম্পতি ব্রহ্মা বীজ ও শিশু উপমায় ভগবানকে প্রসন্ন করিয়াছেন।”

“হ্যাঁ, বন্ধু!” (বলিয়া) আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে প্রত্যুত্তর দিয়া সেই ভিক্ষুগণ আসন হইতে উঠিলেন এবং পাত্র-চীবর লইয়া যেখানে ভগবান সেখানে পৌঁছিলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে বসিলেন, একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান বলিলেন, “সারিপুত্র, আমি ভিক্ষুসংঘকে বাহির করিয়া দিলে তোমার কি মনে হইয়াছিল?”

“ভন্তে, ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ বহিষ্কৃত হইলে আমার মনে হইয়াছিল যে এখন উৎসুকহীন হইয়া ভগবান দৃষ্টধর্ম (ইহজন্মে) সুখবিহারে (ফল সমাপত্তি ধ্যানে) নিবিষ্ট হইয়া বাস করিবেন। আমরাও এখন দৃষ্টধর্ম সুখ-

বিহারে নিবিষ্ট হইয়া বাস করিব।"

"থামো তুমি, সারিপুত্র, অপেক্ষা করো তুমি, সারিপুত্র, পুনরায় কখনো তোমার এরূপ চিত্তোৎপাদন করা উচিত নহে।"

তখন ভগবান আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়নকে আহ্বান করিলেন, "মৌদ্গাল্লায়ন, আমি ভিক্ষুসংঘকে বাহির করিয়া দিলে তোমার কী মনে হইয়াছিল?"

"ভন্তে, আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল যে ভগবান ভিক্ষুসংঘকে বাহির করিয়া দিলেন, এখন ভগবান অনুৎসুকভাবে দৃষ্টধর্ম সুখবিহারে নিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন। এখন আমি ও সারিপুত্র ভিক্ষুসংঘের পরিচালন ভার গ্রহণ করিব।"

"সাধু, সাধু, মৌদ্গাল্লায়ন, ভিক্ষুসংঘকে আমি পরিচালনা করিতে পারি, অথবা সারিপুত্র কিংবা মৌদ্গাল্লায়ন পারে।"

১৬১. তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ, জলে অবতরণকারী ব্যক্তির চতুর্বিধ ভয়ের (ক্ষতির) সম্ভাবনা প্রত্যাশা করিতে হয়। কী কী চারি? (১) ঊর্মি (তরঙ্গ)-ভয়, (২) কুম্ভীর-ভয়, (৩) আবর্ত (ঘুর্ণিপাক)-ভয় এবং (৪) শিশুমার (চণ্ডমৎস্য)-ভয়।...। এই প্রকার ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইবার সময় চতুর্বিধ ভয়ের সম্ভাবনা চিন্তা করা উচিৎ। কোনো চারি? (১) ঊর্মিভয়, (২) কুম্ভীর-ভয়, (৩) আবর্ত-ভয়, (৪) শিশুমার-ভয়।"

১৬২. "ভিক্ষুগণ, ঊর্মিভয় কী প্রকার? এখানে কোনো কোনো কুলপুত্র—'আমি জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস দ্বারা প্রপীড়িত, দুঃখে অবতীর্ণ, দুঃখে নিমজ্জিত; ভালো কথা, যদি এই নিরবশেষ দুঃখরাশির অন্তসাধন উদ্ভাবন করিতে পারি' (এই চিন্তা করিয়া) শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়। তথা প্রব্রজিত অবস্থায় সব্রহ্মচারীগণ তাঁহাকে উপদেশ দেন, অনুশাসন করেন—'এভাবে তোমার অভিগমন করা উচিত, এভাবে প্রতিগমন করা উচিত, এভাবে আলোকন-বিলোকন করা উচিত, এভাবে তোমার (বাহু) সঙ্কোচন-প্রসারণ করা উচিত, এই প্রকারে তোমার সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণ করা উচিত'। তাহার মনে এরূপ ধারণা হয় : 'আমরা পূর্বে গৃহী অবস্থায় থাকিতেও অন্যকে উপদেশ দিয়াছি ও অনুশাসন করিয়াছি। ইহারা নাকি আমাদের পুত্র-পৌত্র সদৃশ অথচ আমাদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন করিতে চায়।' সুতরাং সে ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীন (গৃহী) অবস্থায় ফিরিয়া যায়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় ঊর্মিভয়ে ভীত, শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া পুনঃ হীনাবস্থায় প্রাপ্ত। ভিক্ষুগণ,

ঊর্মিভয় এখানে ক্রোধ-হতাশারই নামান্তর।"

১৬৩. "ভিক্ষুগণ, কুম্ভীর-ভয় কী? এখানে কোনো কুলপুত্র... শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়... তাহাকে সব্রহ্মচারীগণ উপদেশ দেন, অনুশাসন করেন—'ইহা তোমার খাওয়া উচিত, ইহা না খাওয়া উচিত, ইহা তোমার ভোজন করা উচিত, ইহা তোমার ভোজন করা অনুচিত,... আস্বাদন... অনাস্বাদন... পান করা... পান না করা..., তোমার কপ্পিয় (উপযুক্ত) খাওয়া উচিত, অকপ্পিয় না খাওয়া উচিত, যোগ্য (কপ্পিয়) ভোজন করা উচিত, 'অযোগ্য ভোজন না করা উচিত, যোগ্য আস্বাদন করা উচিত, অযোগ্য আস্বাদন না করা উচিত, যোগ্য পান করা উচিত, অযোগ্য পান না করা উচিত, তোমার কালে খাওয়া উচিত, বিকালে খাওয়া অনুচিত... তোমার কালে পান করা উচিত, বিকালে পান করা অনুচিত।' তখন তাহার এ ধারণা হয় : 'আমরা পূর্বে গৃহস্থ অবস্থায় যাহা ইচ্ছা করি তাহা খাইতাম, যাহা ইচ্ছা করি নাই তাহা খাইতাম না,... যাহা ইচ্ছা করি তাহা পান করিতাম, যাহা ইচ্ছা না করি তাহা পান করিতাম না, যোগ্যও খাইতাম, অযোগ্যও খাইতাম... যোগ্যও পান করিতাম, অযোগ্যও পান করিতাম, কালেও খাইতাম, বিকালেও খাইতাম,... কালেও পান করিতাম, বিকালেও পান করিতাম। এখন শ্রদ্ধাবান গৃহপতিরা যে-সকল উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বিপ্রহরের পর বিকালে আমাদিগকে দিয়া থাকেন, তাহাতেও ইঁহারা মুখাবরণের ন্যায় করিতেছেন।' (এই চিন্তা করিয়া) সে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে...। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় যে কুম্ভীরভয়ে ভীত হইয়া শিক্ষার প্রত্যাখ্যানপূর্বক হীনাশ্রমে ফিরিয়া গিয়াছে। ভিক্ষুগণ, কুম্ভীরভয় উদম্ভরিতারই নামান্তর।"

১৬৪. ভিক্ষুগণ, আবর্ত-ভয় কী? এখানে কোনো কুলপুত্র... শ্রদ্ধায় আগার থেকে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়।... সে এইরূপে প্রব্রজিত অবস্থায় পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর লইয়া অসংযত কায়ে, অসংযত বাক্যে, অনুপস্থিত-কায়গত-স্মৃতি হইয়া অসংযত ইন্দ্রিয়ে পিণ্ডাচর্যায় (ভিক্ষার্থ) গ্রামে কিংবা নগরে প্রবেশ করে। সে তথায় গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রকে পঞ্চবিধ কামগুণে (ভোগে) সমর্পিত, সমঙ্গীভূত (সংযুক্ত) হইয়া পরিচারিত হইতে দেখে। তাহার এই চিন্তা হয়Í'আমরা পূর্বে গৃহী অবস্থায় পঞ্চকামগুণ দ্বারা সমর্পিত, সমঙ্গীভূত হইয়া নিমগ্ন ছিলাম। আমার গৃহে ভোগও বিদ্যমান। সুতরাং ভোগ্য উপভোগ করিতে ও বহু পুণ্য করিতে সমর্থ হইব।' (এই চিন্তায়) সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া... ফিরিয়া যায়।

ভিক্ষুগণ, ইহাকে আবর্তভয়ে শিক্ষা প্রত্যাখ্যানপূর্বক হীনাশ্রম প্রাপ্ত বলা হয়। ভিক্ষুগণ, আবর্তভয় এখানে পঞ্চ কামগুণের নামান্তর।"

১৬৫. "ভিক্ষুগণ, শিশুমার-ভয় কী? এখানে কোনো কুলপুত্র... শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়... এইরূপে প্রব্রজিত অবস্থায় সে পূর্বাহ্ণে... গ্রামে কিংবা নগরে প্রবেশ করে। সে তথায় দুরাচ্ছাদিত, দুষ্পরিহিত কোনো রমণীকে দেখে। দুরাচ্ছাদিত ও দুষ্পরিহিত রমণীকুল দেখিয়া তাহার চিত্ত কামরাগে প্রপীড়িত হয়, সে রাগবিধ্বস্ত, চিত্তের প্রেরণায় শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় শুশুকের ভয়ে শিক্ষা প্রত্যাখ্যানপূর্বক হীনাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত। ভিক্ষুগণ, শুশুকভয় এখানে নারীজাতিরই নামান্তর।"

"ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত কোনো কোনো কুলপুত্রের এই চতুর্বিধ ভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান, তাহা অপ্রত্যাশিত নহে।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

চাতুম সূত্র সমাপ্ত

৮. নলকপান সূত্র

১৬৬. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান কোশলপ্রদেশে, নলকপানের পলাশবনে বাস করিতেছেন। সেই সময় বহু অভিজাত অভিজাত কুলপুত্র ভগবানের উদ্দেশে শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইয়াছেন; যথা : আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয়, কিম্বিল, ভগু (ভৃগু), কুণ্ডধান, রেবত, আনন্দ আরও অন্যান্য বহু বিখ্যাত বিখ্যাত কুলপুত্র। সে সময় ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট আছেন। তখন ভগবান সেই কুলপুত্রকে উপলক্ষ করিয়া ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ করিলেন, "ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুলপুত্র আমাকে উদ্দেশ করিয়া শ্রদ্ধায়... প্রব্রজিত হইয়াছে, কেমন তাহারা ব্রহ্মচর্যের প্রতি অনুরক্ত কি?"

এইরূপ উক্ত হইলে ভিক্ষুগণ মৌন রহিলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার প্রশ্নেও ভিক্ষুরা নীরব রহিলেন।

১৬৭. তখন ভগবানের মনে হইল : "আমি কুলপুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিলেই ভালো হইত।" তখন ভগবান (ব্যক্তিগত) আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে

আহ্বান করিলেন, "অনুরুদ্ধ, তোমরা ব্রহ্মচর্যের প্রতি কেমন অনুরক্ত?"

"ভন্তে, আমরা ব্রহ্মচর্যের প্রতি যথেষ্ট অভিরমিত।"

"সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ, তোমাদের মত শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত কুলপুত্রগণের ইহা প্রতিরূপ (যোগ্য) যে তোমরা ব্রহ্মচর্যের প্রতি অভিরমিত আছ। অনুরুদ্ধ, তোমরা যেই ভদ্র যৌবনসম্পন্ন, কালকেশ ও প্রথম বয়সে কাম পরিভোগ করিতে পারিতে সেই... বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছ। অনুরুদ্ধ, তোমরা রাজাভিনীত (রাজভয়ে বাধ্য) হইয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হও নাই, চোরের ভয়ে, ঋণেরদায়ে, (অন্যথা) ভয়াতুর হইয়া, জীবিকার সংস্থানকল্পে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হও নাই। অপিচ 'আমরা জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ, শোক, রোদন-ক্রন্দন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস প্রপীড়িত, দুঃখে অবতীর্ণ, দুঃখে নিমজ্জিত হইয়াছি। এই সমস্ত দুঃখরাশির অন্তসাধন দেখা গেলে ভালো হয়।' (এই ভাবিয়া) অনুরুদ্ধ, তোমরা এই প্রকারে শ্রদ্ধায় আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইয়াছ, নহে কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

"অনুরুদ্ধ, এই প্রকারে প্রব্রজিত কুলপুত্রের করণীয় কী? কাম ও অকুশল ধর্ম (ভবদৃষ্টি ও অবিদ্যা) হইতে বিবিক্ত হইয়া (প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানজ) প্রীতি-সুখ কিংবা তদপেক্ষা অন্য শান্ততর (উন্নত ধ্যান ও মার্গ) সুখ লাভ হয় না। তাহার চিত্ত অভিধ্যাও অধিকার করিয়া থাকে, ব্যাপাদ তন্দ্রালস্য, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা (সংশয়), অরতি (উৎকণ্ঠা), তন্দ্রী (আলস্য)ও তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।... সুতরাং অনুরুদ্ধ, কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া প্রীতি-সুখ বা তদপেক্ষা শান্ততর অবস্থা যাহার লাভ হয় তাহার চিত্ত অভিধ্যা অধিকার করে না, ব্যাপাদ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা, অরতি, তন্দ্রা তাহার চিত্তকে ধরিয়া রাখে না।...।"

১৬৮. "আমার সম্বন্ধে অনুরুদ্ধ, তোমার কি ধারণা হয় যে, যে-সকল কলুষজনক পুনর্জন্মমূলক সভয় (সদরা) ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণশীল ও দুঃখফলোৎপাদক আসব আছে, তাহা তথাগতের প্রহীণ হয় নাই? সেই কারণে তথাগত জানিয়াই এককে সেবন করেন, জানিয়া এককে গ্রহণ করেন, জানিয়া এককে পরিবর্জন করেন, জানিয়াই একের অপনোদন করেন?"

"ভন্তে, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা হয় না...। বরং ভন্তে, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা হয়—'যে-সকল আসব... দুঃখফলোৎপাদক... তাহা তথাগতের প্রহীণ হইয়াছে। এই কারণে জানিয়া

এককে সেবন করেন, গ্রহণ করেন পরিবর্জন করেন ও অপনোদন করেন।”

“সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ, যে-সকল আসব কলুষজনক... দুঃখফলোৎপাদক তাহা তথাগতের প্রহীণ হইয়াছে, উচ্ছিন্ন হইয়াছে, মস্তকহীন তালবৃক্ষবৎ সমুচ্ছেদ হইয়াছে, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়াছে। যেমন অনুরুদ্ধ, মস্তকছিন্ন তালবৃক্ষ পুনর্বৃদ্ধির অযোগ্য হয়, সেইরূপই অনুরুদ্ধ, তথাগতের যে সব আসব... দুঃখফলোৎপাদক তাহা ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাবে প্রহীণ হইয়াছে। সেই কারণে তথাগত বিচার করিয়া একের সেবন করে... অপনোদন করে।”

“অনুরুদ্ধ, তাহা কী মনে করো? কী উপকার দেখিয়া তথাগত অতীত, কালগত শ্রাবকদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবৃত করেন—‘অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন; অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন?”

“ভন্তে, আমাদের ধর্ম ভগবম্মূলক, ভগবন্নেতৃক, ভগবদ্-প্রতিশরণ। সাধু, ভন্তে, এই ভাষিত শব্দের অর্থ ভগবানেরই প্রতিভাত হউক। ভগবানের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুরা ধারণ করিবেন।”

“অনুরুদ্ধ, তথাগত অতীত কালগত শ্রাবকদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকাশ করেন—অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন, অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে।’ ইহা জন-প্রতারণার জন্য নহে, জন-তুষ্টিকর সংলাপের জন্য নহে, লাভ-সৎকার বা কীর্তি-প্রশংসার নিমিত্ত নহে, এভাবে জনসাধারণ আমাকে জানুক—এই খ্যাতির জন্যও নহে। অনুরুদ্ধ, উদার সন্তোষপরায়ণ, প্রমোদ্য বহুল শ্রদ্ধাবান এমন কুলপুত্রগণ আছে তাহারা এ বিষয় শুনিয়া তাহা লাভের নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে। অনুরুদ্ধ, ইহা তাহাদের দীর্ঘকালের হিত-সুখের নিদান হয়।”

১৬৯. “অনুরুদ্ধ, এখানে কোনো ভিক্ষু শুনিতে পাইল যে এই নামের ভিক্ষু কালগত হইয়াছে। সে অর্হত্ত্বে (অঞ্ঞায়) প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভগবান কর্তৃক ঘোষিত। সেই (মৃত) আয়ুষ্মান তাহার স্বয়ং দৃষ্ট, অথবা জন-পরম্পরা শ্রুত যে সেই আয়ুষ্মান এরূপ শীলবান ছিলেন, এরূপ স্বভাবের ছিলেন, এরূপ প্রজ্ঞাবান, এরূপ ফল-সমাপত্তি বিহারী, এরূপ চিত্তবিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত ছিলেন। সে তাঁহার শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করিতে করিতে তদবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে। এইরূপেও অনুরুদ্ধ, সে ভিক্ষুর সুখবিহার হয়।”

“... অনাগামিত্বে, সকৃদাগামিত্বে, স্রোতাপন্নে প্রতিষ্ঠিত... এইরূপেও অনুরুদ্ধ, সে ভিক্ষুর সুখবিহার হয়।”

১৭০-১৭২. অনুরুদ্ধ, এখানে কোনো ভিক্ষুণী, কোনো উপাসক, কোনো উপাসিকা... এইরূপেও অনিরুদ্ধ, সে... উপাসিকার সুখবিহার হয়।"

"অনুরুদ্ধ, এই কারণে তথাগত অতীত কালগত শ্রাবকের পুনরুৎপত্তি সম্বন্ধে ঘোষণা করেন... ইহা তাহাদের দীর্ঘকালের হিত-সুখের নিদান হয়।"

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ সন্তুষ্টচিত্তে তাহা অভিনন্দন করিলেন।

নলকপান সূত্র সমাপ্ত

৯. গুলিস্‌সনি[১] সূত্র

১৭৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে বাস করিতেছেন। সেই সময় আচার-দুর্বল গুলিস্‌সানি নামক আরণ্যক ভিক্ষু কোনো কর্মোপলক্ষে সংঘমধ্যে আহুত হইয়াছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র গুলিস্‌সানি ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "বন্ধু, সংঘে আগত, সংঘে অবস্থিত অরণ্যবাসী ভিক্ষুর পক্ষে স্বব্রহ্মচারীদের (গুরুভাইদের) প্রতি গৌরবযুক্ত ও সসম্ভ্রম ব্যবহার হওয়া উচিত। যদি বন্ধু, সংঘে আগত... আরণ্যক ভিক্ষু স্বব্রহ্মচারীদের প্রতি গৌরব ও সম্মানহীন হয়, তবে তাহাকে বলিবার লোক থাকে যে, 'এই আরণ্যক আয়ুষ্মানের একাকী অরণ্যে স্বৈরী (স্বেচ্ছাচারী) বিহারীর কী (ফল)? যখন সেই... ও অসম্মানযুক্ত।' ইহার এইরূপ বলিবার লোক থাকে। সেই কারণে সংঘে অবস্থিত অরণ্যবাসী ভিক্ষুর... স্বব্রহ্মচারীদের প্রতি গৌরব ও সম্মানযুক্ত হওয়া উচিত।" (১)

"বন্ধু, সংঘে আগত, সংঘে অবস্থিত আরণ্যক, ভিক্ষুর আসন-কুশল (বসায় চতুর) হওয়া উচিত যে স্থবির (বয়োবৃদ্ধ) ভিক্ষুদিগকে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিব না এবং নবভিক্ষুগণকে আসনে বাধা দিব না। যদি আবুসো, সংঘের মধ্যে আরণ্যক ভিক্ষু আসন-কুশল না হয় তবে তাহার সম্বন্ধে বলিবার লোক থাকে : 'এই আরণ্যক আয়ুষ্মানের স্বৈরী বিহারে কী (ফল)? যখন এই আয়ুষ্মান অভিসমাচারিক ব্রত-প্রতিব্রত মাত্রও জানে না।' এইরূপে তাহাকে বলিবার লোক থাকে। সেই কারণে... ।" (২)

"আবুসো, আরণ্যক ভিক্ষুর অতি সকালে গ্রামে প্রবেশ না করা উচিত,

---

[১]। ব্রহ্মগ্রন্থে 'গুলযানি' দেখা যায়।

অতি দিবায় বা গৌণে (গ্রাম হইতে) প্রত্যাবর্তন না করা উচিত। যদি বন্ধু!... ।" (৩)

"আরণ্যক ভিক্ষুর পক্ষে ভোজন সময়ের পূর্বে ও পশ্চাতে (গৃহী) কুলে বিচরণ করা অনুচিত... । যদি বন্ধু... ।" (৪)

"... আরণ্যক ভিক্ষুর অনুদ্ধত, অচপল হওয়া উচিত। যদি বন্ধু!... ।" (৫)

"... অমুখর অবিকীর্ণভাষী হওয়া উচিত। যদি আবুসো!... ।" (৬)

"... সুবাধ্য (সুবোচ), কল্যাণমিত্র হওয়া উচিত। যদি বন্ধু!... ।" (৭)

"... ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্ত-দ্বার (সংযমী) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু... ।" (৮)

"...ভোজনে মাত্রাজ্ঞ (পরিমাণজ্ঞ) হওয়া উচিত। যদি আবুসো!... ।" (৯)

"... জাগরণে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। যদি আবুসো!... ।" (১০)

"... আরব্ধবীর্য (উদ্যোগী) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু!... ।" (১১)

"... উপস্থিত-স্মৃতি (সাবধান) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু!... ।" (১২)

"... সমাহিত (সমাধিযুক্ত) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু!... ।" (১৩)

"... প্রজ্ঞাবান (কর্তব্যে উপায়-প্রজ্ঞাযুক্ত) হওয়া উচিত। যদি বন্ধু!... ।" (১৪)

"... অভিধর্মে, অভিবিনয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি বন্ধু!... ।" (১৫)

"বন্ধু, আরণ্যক ভিক্ষুকে অভিধর্ম ও অভিবিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তা আছে। যদি বন্ধু, আরণ্যক ভিক্ষু অভিধর্মের ও অভিবিনয়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সমাধান করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে বক্তা থাকে যে, 'আরণ্যক আয়ুষ্মানের অরণ্যে একাকী স্বৈরী বিহারের কী প্রয়োজন?'... ।" (১৬)

"রূপকে অতিক্রম করিয়া যে-সকল আরুপ্য (অজর, চেতন) শান্তবিমোক্ষ (শমথ ধ্যান) আছে, উহাতে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বন্ধু, শান্তবিমোক্ষ সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তাও আছে। যদি বন্ধু!... ।" (১৭)

"... উত্তর-মনুষ্যধর্মে (লোকোত্তর মার্গ-ফলে) মনোযোগ দেওয়া উচিত। বন্ধু, উত্তর-মনুষ্যধর্ম সম্বন্ধে অরণ্যবাসীকে প্রশ্ন করিবার লোক আছে। যদি বন্ধু, অরণ্যবাসী ভিক্ষু... জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাকে বলিবার লোক আছে—'এই আরণ্যক আয়ুষ্মানের একাকী অরণ্যে স্বতন্ত্র বাসের কী (ফল)? যখন এই আয়ুষ্মান যাহার নিমিত্ত

প্রব্রজিত হইয়াছেন, সেই পরমার্থ জানেন না।' এইরূপে তাহাকে বলার বক্তা থাকিবে। সে কারণে আরণ্যক ভিক্ষুর পক্ষে উত্তর-মনুষ্যধর্ম সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।" (১৮)

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বলিলেন, "বন্ধু সারিপুত্র, কেবল আরণ্যক ভিক্ষুকেই কি এই ধর্মসমূহ গ্রহণ করিয়া আচরণ করিতে হয়? অথবা গ্রামান্ত বিহারী ভিক্ষুদেরও?"

"আবুসো মৌদ্গাল্লায়ন, অরণ্যবাসী ভিক্ষুও এই ধর্মসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করা উচিত, গ্রামান্তবাসী ভিক্ষুদের জন্য কথাই কি?"

গুলিস্‌সানি সূত্র সমাপ্ত

১০. কীটাগিরি সূত্র

১৭৪. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় মহাভিক্ষুসংঘের সহিত ভগবান কাশী প্রদেশে[১] চারিকা করিতেছেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া দিনে ভোজন করি।... রাত্রি ভোজন ছাড়িয়া ভোজন করায় আমি নীরোগ, নিরাতঙ্ক, লঘুভাব, বল ও সুখ-বিহার অনুভব করিতেছি। এস, ভিক্ষুগণ, তোমরাও রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া দিনে ভোজন করো,... রাত্রি-ভোজন ত্যাগ করিয়া ভোজন করিলে তোমরা... সুখ-বিহার অনুভব করিবে।"

"হ্যাঁ, ভন্তে," (বলিয়া) সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের প্রত্যুত্তর দিলেন।

তখন ভগবান কাশীজনপদে ক্রমশ পরিক্রমা করিতে করিতে যেখানে কাশীবাসীদের নিগম কীটাগিরি[২] ছিল তথায় উপনীত হইলেন। তথায় কাশীবাসীদের নিগম কীটাগিরিতে ভগবান বাস করিতেছেন।

১৭৫. সেই সময় কীটাগিরিতে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক (দুই বর্গের) ভিক্ষুগণ আবাসিক ছিলেন। তখন বহু ভিক্ষু যেখানে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু বর্গীয় ভিক্ষুগণ ছিলেন তথায় উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া... বলিলেন, "বন্ধুগণ, ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া ভোজন করেন। রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া ভোজন করায়... বল ও স্বস্তিভাব উপভোগ করিতেছেন। আসুন, আপনারাও রাত্রি ভোজনে বিরত হইয়া ভোজন

---

[১]। প্রায় বর্তমান বেনারস কমিশনারীর গঙ্গার উত্তর কুল আর আজমগঢ় জিলা।

[২]। কেরামত, জিলা ঝৌনপুর।

করুন।... তাহাতে নীরোগ, নিরাতঙ্ক... বল ও সুখ-বিহার উপভোগ করুন।”

ইহা উক্ত হইলে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, “ভ্রাতাগণ, আমরা সন্ধ্যায় ভোজন করি, প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও বিকালে ভোজন করি। সুতরাং আমরা সন্ধ্যা, প্রাত, দিবা ও বিকালে ভোজন করিয়া আরোগ্য... সুখ-বিহার করিতেছি। এমতাবস্থায় আমরা কি প্রত্যক্ষে তাহা ছাড়িয়া অনাগতকালীয় ফলের নিমিত্ত অনুধাবন করিব? আমরা সন্ধ্যায়, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও বিকালে ভোজন করিব।”

যখন সেই সকল ভিক্ষু অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু বর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বুঝাইতে অসমর্থ হইলেন, তখন তাঁহারা যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন; গিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন, একান্তে উপবিষ্ট সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন, “ভন্তে, আমরা... অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুদের নিকট গিয়া বলিয়াছিলাম—‘বন্ধুগণ, ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ রাত্রি ভোজনে বিরত...।’ এইরূপ কথিত হইলে, ভন্তে, অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুগণ বলিলেন, ‘বন্ধু, আমরা সায়াহ্নে... ভোজন করি...।’ আমরা অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু বর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বুঝাইতে অসমর্থ হইলাম। সুতরাং আমরা তৎসম্বন্ধে ভগবানকে নিবেদন করিতেছি।”

১৭৬. তখন ভগবান অন্যতর ভিক্ষুকে ডাকিলেন, “এস ভিক্ষু, তুমি আমার আদেশে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুদিগকে বলো, শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে ডাকিতেছেন।’”

“হ্যাঁ, ভন্তে,” (বলিয়া) ভগবানকে উত্তর দিয়া সেই ভিক্ষু... অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুদের নিকট গিয়া... বলিলেন, ‘শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে ডাকিতেছেন।’”

“হ্যাঁ, আবুসো!” (বলিয়া)... অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুরা যেখানে ভগবান আছেন তথায় গেলেন, গিয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসিলেন, একান্তে উপবিষ্ট অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুক ভিক্ষুদিগকে ভগবান বলিলেন, “সত্য কি হে ভিক্ষুগণ, কয়েকজন ভিক্ষু তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, ‘বন্ধুগণ, ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ রাত্রি ও বিকাল-ভোজনে[১] বিরত হইয়াছেন... ?’ ইহা উক্ত হইলে ভিক্ষুগণ, তোমরা বলিয়াছ... ?”

“হ্যাঁ, ভন্তে,”

---

[১]। ভদ্দালি সূত্রে দিবা-বিকাল ভোজন ত্যাগ করাইয়াছিলেন, এখানে রাত্রি-সকাল ভোজন ত্যাগ করাইতেছেন। (প-সূ.)

১৭৭. "ভিক্ষুগণ, তোমরা আমাকে এমন কোনো ধর্মোপদেশ করিতে জান কি যে এই পুরুষ-পুদ্গল সুখ, দুঃখ কিংবা অদুঃখ, অসুখ, যাহা কিছু অনুভব করে তাহাতে তাহার অকুশলধর্ম প্রহীণ হইবে, কুশলধর্ম অভিবৃদ্ধি হইবে?

"না, ভন্তে,"

"ভিক্ষুগণ, তোমরা আমাকে এরূপ ধর্মোপদেশ করিতে জান নহে কি?—'এখানে কাহারও এরূপ সুখবেদনা অনুভব করিবার সময় অকুশলধর্ম অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্ম পরিহীন হয়? কিংবা কাহারও এরূপ সুখ-বেদনা অনুভব করিতে করিতে অকুশলধর্ম পরিহীন হয়, কুশলধর্ম অভিবৃদ্ধি হয়?... কাহারও দুঃখবেদনা, কাহারও অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করিবার সময় অকুশলধর্ম নষ্ট হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধি হয়?"

"হ্যাঁ, ভন্তে,"

১৭৮. "সাধু, ভিক্ষুগণ, যদি ইহা আমার প্রজ্ঞা দ্বারা অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অপ্রত্যক্ষভুত ও অস্পর্শিত থাকিত যে এখানে কাহারও এরূপ সুখবেদনা ভোগ করিতে করিতে অকুশলধর্ম অভিবৃদ্ধি হয়, কুশলধর্ম নষ্ট হয়, আমি যথার্থ না জানিয়া 'এরূপ সুখবেদনা পরিত্যাগ কর' বলিতাম, তবে কি ভিক্ষুগণ, ইহা আমার পক্ষে উচিত হইত?"

"না, ভন্তে,"

"যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, ইহা আমার প্রজ্ঞায় জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত...। সে কারণে আমি বলি—'এরূপ সুখবেদনা পরিহার করো।' আর যদি আমার প্রজ্ঞায় ইহা... অস্পর্শিত হইত, ইহা না জানিয়া যদি আমি বলিতাম, 'এই প্রকার সুখবেদনা লাভ করিয়া বিহার করো,' তবে কি ভিক্ষুগণ, আমার পক্ষে ইহা সমীচীন হইত?"

"না, ভন্তে,"

"যেহেতু ভিক্ষুগণ, ইহা আমার জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত, প্রজ্ঞায় স্পর্শিত—'এখানে কাহারও... অকুশলধর্ম পরিহীন হয়, কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয়।' সেই কারণে আমি বলি, 'এই প্রকার সুখবেদনা লাভ করিয়া অবস্থান করো...।"

১৭৯. [দুঃখবেদনাকেও উক্ত প্রকারে বিস্তার করিতে হইবে।]

১৮০. [অদুঃখ-অসুখ বেদনাকেও উক্ত প্রকারে বিস্তার করিতে হইবে।]

১৮১. "ভিক্ষুগণ, সকল ভিক্ষুর পক্ষে অপ্রমাদে করণীয় আছে, ইহা আমি বলি না। আর সকল ভিক্ষুর পক্ষেই অপ্রমাদে করণীয় নাই, তাহাও বলি না।

ভিক্ষুগণ, যে-সকল ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, মার্গ-ব্রহ্মচর্য যাহাদের পরিপূর্ণ, কৃত করণীয়, স্কন্ধ-ভার মুক্ত, সদর্থ (অর্হত্ত্ব) অনুপ্রাপ্ত, ভব-সংযোজন (বন্ধন) রহিত, সম্যক জ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছে; ভিক্ষুগণ, তথাবিধ ভিক্ষুগণের অপ্রমাদে কর্তব্য আছে, ইহা বলি না। তাহার কারণ কী?... তাহাদের অপ্রমাদে করণীয় সমাপ্ত হইয়াছে, আর তাহাদের পক্ষে প্রমত্ততা অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, যাহারা শৈক্ষ্য, অপূর্ণ-মানস, অনুত্তর যোগক্ষেম (নির্বাণ) সন্ধানে নিরত আছে, তথাবিধ ভিক্ষুগণের অপ্রমাদের প্রয়োজন আছে, ইহাই আমি বলিতেছি। তাহার কারণ কী?... সম্ভবত এই আয়ুষ্মান ধ্যানানুকূল শয্যা-আসন সেবনে কল্যাণমিত্রের সাহচর্যে, ইন্দ্রিয়সমূহের[১] সমন্বয়সাধন করিয়া যার জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারে সম্যকরূপে প্রব্রজিত হয়; সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান (অর্হৎ) প্রত্যক্ষ জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ ও উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদের এই মহৎ ফলের সম্ভাবনা দেখিয়াই আমি যে-সকল ভিক্ষুর 'অপ্রমাদে করণীয় আছে' ইহা বলি।"

১৮২. "ভিক্ষুগণ, জগতে সাত প্রকার[২] পুদ্গল বিদ্যমান। সাতজন কে? (১) উভয় ভাগ (দুই দিক হইতে) বিমুক্ত, (২) প্রজ্ঞা-বিমুক্ত, (৩) কায়সাক্ষী (৪) দৃষ্টিপ্রাপ্ত, (৫) শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, (৬) ধর্মানুসারী ও (৭) শ্রদ্ধানুসারী।"

"ভিক্ষুগণ, উভয় ভাগ বিমুক্ত পুদ্গল কে? ভিক্ষুগণ, এধর্মে রূপকে

---

[১]। শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

[২]। (১) অরূপ সমাপত্তি দ্বারা রূপ-কায়া থেকে বিমুক্ত, আর্যমার্গ দ্বারা নাম-কায়া থেকে বিমুক্ত; অর্থাৎ চতুর্বিধ অরূপ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া, অনাগামীর পক্ষে নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া সংস্কারকে সংমর্ষণ করিয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত পঙ্ক সাধক উভয় ভাগ (বার) বিমুক্ত অর্থাৎ ক্লেশের বিষ্কম্ভন ও সমুচ্ছেদভাবে বিমুক্ত।

(২) যাঁর প্রজ্ঞায় দর্শন করিয়া যাবতীয় আসব ক্ষয় হয় তিনি প্রজ্ঞা-বিমুক্ত।

(৩) অষ্ট লৌকিক বিমোক্ষ যাঁহার নামকায়ে স্পর্শিত এবং প্রজ্ঞায় দর্শন করিয়া কোনো কোনো আসব ক্ষীণ হয় তিনি কায়সাক্ষী।

(৪) যিনি আর্যসত্য ও তথাগত প্রচারিত ধর্ম তীক্ষ্ণ জ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন তিনি দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

(৫) যিনি উক্ত সত্যধর্ম প্রজ্ঞায় দর্শন ও শ্রদ্ধায় আচরণ করেন। যাঁর প্রজ্ঞায় দর্শন করিয়া যাবতীয় আসব ক্ষয় হয় তিনি প্রজ্ঞাবিমুক্ত।

(৬) স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎকারে যাঁহার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় প্রবল আর যাঁহার শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রবল। ইহাদের মধ্যে দুই জনের অপ্রমাদে করণীয় নাই, পাঁচজনের এখনও আছে।

(৭) স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎকারে যাঁহার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় প্রবল আর যাঁহার শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রবল। ইহাদের মধ্যে দুইজনের অপ্রমাদে করণীয় নাই, পাঁচজনের এখনো আছে।

(সাকার চারি ধ্যান ব্রহ্মকে) অতিক্রম করিয়া যে সব আরূপ্য (নিরাকার ব্রহ্মের) চারি শান্ত-বিমোক্ষ বিদ্যমান, যে ব্যক্তি যে-সকল বিমোক্ষ চেতন-দেহে সংস্পর্শ করিয়া বিহার করে এবং যাহার সমস্ত আসব প্রজ্ঞা দ্বারা পরিহীন হইয়াছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি শমথ ধ্যানের অরূপ সমাপত্তি দ্বারা জড়দেহ হইতে মুক্ত এবং বিদর্শনমার্গ-প্রজ্ঞায় আসব ক্ষয় করিয়া চেতন-দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছে) ভিক্ষুগণ, সেই ব্যক্তিই উভয় ভাগ বিমুক্ত নামে অভিহিত হয়। আমি এই ভিক্ষুর 'অপ্রমাদে করণীয় নাই' ইহাই বলি। ইহার কারণ কী?... তাহার অপ্রমাদে কর্তব্য কৃত হইয়াছে, আর প্রমত্ত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব।" (১)

"ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গল প্রজ্ঞাবিমুক্ত? ভিক্ষুগণ, এই ধর্মে রূপকে অতিক্রম করিয়া যে সব আরূপ্য শান্ত-বিমোক্ষ বিদ্যমান, যে ব্যক্তি তাহা নামকায়ে (চেতন-দেহে) স্পর্শ করিয়া বিহার করে না, অথচ প্রজ্ঞা দ্বারা[১] দর্শন করিয়া তাহার সকল আসব পরিক্ষীণ হইয়াছে, এই পুদ্গল প্রজ্ঞা-বিমুক্ত[২] নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুরও অপ্রমাদের করণীয় নাই, ইহা বলি। ইহার কারণ কী? তাহারও অপ্রমাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর প্রমত্ত হওয়া অসম্ভব।" (২)

"ভিক্ষুগণ, কোন পুদ্গল কায়সাক্ষী? ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো পুদ্গল... সেই শান্ত-বিমোক্ষকে স্পর্শ করিয়া বিহার করে না, অথচ মার্গ-প্রজ্ঞায় দেখিয়া তাহার (মার্গানুরূপ) কোনো কোনো আসব পরিক্ষীণ হইয়াছে, ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি কায়সাক্ষী[৩] নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুর এখনো অপ্রমাদে করণীয় আছে, ইহা বলিতেছি। তাহার হেতু কী? সম্ভবত এই আয়ুষ্মান অনুকূল শয্যা... সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান ইহ-জীবনে লাভ করিয়া বিহার করিবে।...।" (৩)

"ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি-প্রাপ্ত পুদ্গল কে? ভিক্ষুগণ,...কায় দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিহার করে না... অথচ কোনো কোনো আসব প্রহীণ হইয়াছে।... তথাগতের বিদিত ও বর্ণিত ধর্ম তাহার মার্গ-প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিভাত হয়। ভিক্ষুগণ, সে দৃষ্টিপ্রাপ্ত[৪] নামে কথিত হয়।...।" (৪)

"ভিক্ষুগণ, কোন পুদ্গল শ্রদ্ধা-বিমুক্ত?... প্রজ্ঞা দ্বারা কোনো কোনো

---

[১]। বিদর্শন প্রজ্ঞায় সংস্কারগত, মার্গপ্রজ্ঞা দ্বারা চারি আর্যসত্য দর্শন করিয়া।

[২]। পাঁচ প্রকার—সূক্ষ্ম বিদর্শন ও চারি ধ্যানলাভী।

[৩]। স্রোতাপত্তিফলস্থ হইতে অর্হত্ত্বমার্গস্থ পর্যন্ত ছয় প্রকার আর্য।

[৪]। উক্ত কায়সাক্ষীর ন্যায় ইহাও ছয় প্রকার (কায়সাক্ষীতে বর্ণিতরূপে)।

আসব প্রহীণ হইয়াছে।... তথাগতের প্রতি তাহার উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত, মূলীভূত ও বিনষ্ট হয়।... সে শ্রদ্ধা-বিমুক্তি[১]...।" (৫)

"ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গল ধর্মানুসারী[২]? ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো পুদ্গল যে-সকল শান্ত, রূপারূপ অষ্ট বিমোক্ষ বিদ্যমান, সেই সব (সহজাত) নামকায়ে স্পর্শ করিয়া বিহার করে না। তাহার প্রজ্ঞা দ্বারা আর্যসত্য দর্শন করিয়া আসব পরিক্ষীণ হয় নাই। অথচ তথাগত প্রবর্তিত সত্যধর্ম তাহার প্রজ্ঞা দ্বারা স্বল্প পরিমাণে নিধ্যান বা দর্শন করিতে সমর্থ হয়, আর তাহার এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়; যথা : শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, সে ব্যক্তিই ধর্মানুসারী নামে কথিত হয়।" (৬)

"ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গল শ্রদ্ধানুসারী?[৩]... তথাগতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র ও প্রেমমাত্র জাগ্রত হয়, আর এই সকল ইন্দ্রিয়ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়; যথা : শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, ইহাতেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী (শ্রদ্ধাপূর্বক মার্গ ভাবনাকারী)।" [তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত এই পাঁচজনের অপ্রমাদে করণীয় বিদ্যমান।] (৭)

১৮৩. ভিক্ষুগণ, আমি প্রথমেই (মণ্ডূকাপ্লুত ন্যায়েই) অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠা (অঞ্ঞারাধনা) বলি না। অপিচ আনুপূর্বিক (ক্রমশ) শিক্ষা, আনুপূর্বিক ক্রিয়া ও আনুপূর্বিক প্রতিপদা দ্বারাই অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ,... আনুপূর্বিক প্রতিপদা দ্বারা কীরূপে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠা হয়? ভিক্ষুগণ, এখানে বিশ্বস্ত, শ্রাবক গুরু সমীপে উপনীত হয়, উপনীত হইয়া উপাসনা করে, শুশ্রূষা করিয়া শ্রোত্রাবহিত হয় (কর্ণপাত করে), অবহিত শ্রোত্রে ধর্ম শ্রবণ করে, ধর্ম শুনিয়া (প্রগুণভাবে) ধারণ করে, ধৃত ধর্মরাজির অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ পরীক্ষা করিয়া ধর্ম চিন্তা করিতে সক্ষম হয়, ধর্ম চিন্তায় সক্ষম হইলে ধর্মের প্রতি ছন্দ বা আগ্রহ জন্মে, জাত-ছন্দ উৎসাহিত হয়, উৎসাহিত হইয়া (ত্রিলক্ষণে) তুলনা (নির্ধারণ) করে, তুলনা করিয়া বীর্যারম্ভ করে, সেই আরব্ধবীর্য এই নামকায় দ্বারা পরম সত্য নির্বাণ সাক্ষাৎকার করে এবং (নামকায় সংযুক্ত) মার্গ-প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিবেধ করিয়া উহা প্রত্যক্ষ করে।"

---

[১]। শ্রদ্ধা পূর্বঙ্গম মার্গ ভাবনাকারী, ইহাও কায়সাক্ষীর ন্যায় ছয় প্রকার। (প-সূ.)

[২]। পঞ্ঞা সংখতং ধম্মং অধিমত্ততায় পুব্বঙ্গমং হুত্বা পবত্তং অনুস্সরতীতি ধম্মানুসারী—প্রজ্ঞা নামক ধর্ম অধিকমাত্রায় পূর্বঙ্গম হইয়া প্রবর্তন করে বলিয়া ধর্মানুসারী।

[৩]। স্রোতাপত্তিমার্গস্থ আর্যপুদ্গল।

ভিক্ষুগণ, সেই শ্রদ্ধা যদি না থাকে তাহা হইলে উপসংক্রমণ হয় না,... সেই বীর্য-আরম্ভও হয় না...। সুতরাং ভিক্ষুগণ, উম্মার্গ প্রতিপন্ন ও মিথ্যা-মার্গ অবলম্বন-হেতু এই সকল মোঘপুরুষ এই ধর্মবিনয় হইতে কতদূরে অপসৃত হইয়াছে।"

১৮৪. "ভিক্ষুগণ, চারিপদ (আর্যসত্য) প্রকাশিত আছে, যাহার উদ্দেশ মাত্রেই বিজ্ঞপুরুষ অচিরেই প্রজ্ঞা দ্বারা অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে উদ্দেশ করিব, উদ্দিষ্টের অর্থ তোমরা জানিতে পার কি?"

"ভন্তে, আমরা কোথায়? আর ধর্মের জ্ঞাতারাই বা কোথায়?"

"ভিক্ষুগণ, যে শাস্তা আমিষ-গুরু (লুব্ধ), আমিষ দায়াদ, আমিষ সংশ্লিষ্ট হইয়া বিহার করে তাহারও এতাদৃশ পণ্যাপণ্যবৎ (দাম কষাকষির ন্যায়) ব্যবহার করা উচিত নহে—'আমাদের এরূপ হউক, তখন আমরা ইহা করিতে পারি। আমাদের এরূপ না হইলে আমরা ইহা করিতে পারি না।' ভিক্ষুগণ, যিনি সর্বথা আমিষ নির্লিপ্ত হইয়া বিহার করেন, সেই তথাগত সম্বন্ধে কী বক্তব্য?"

"ভিক্ষুগণ, শাস্তার শাসন শিরোধার্য করিয়া একাকী গ্রহণকারী অনুগত শ্রবাকের এই আদর্শ স্বভাব হওয়া উচিত—'ভগবান আমার শাস্তা (শিক্ষাদাতা), আমি শ্রাবক (শিষ্য) হই; ভগবান (এক আহার ভোজনের) সুফল জানেন, আমি তাহা জানি না।' ভিক্ষুগণ, গুরু-উপদেশ শিরোধার্য করিয়া অনুবর্তনকারী বিশ্বস্ত, শিষ্যের নিমিত্ত শাস্তার শাসন ওজঃবন্ত, (সরস) ও বিরূঢ়নীয় (বর্ধনীয়) হয়। ভিক্ষুগণ, গুরু-উপদেশ শিরোধার্য বা জীবন-মরণ পণ করিয়া আচরণকারী শিষ্যের ইহাই অনুধর্মতা—একান্তই ত্বক, স্নায়ু ও অস্থি অবশিষ্ট থাকুক, শরীরের সমস্ত রক্ত-মাংস শুষ্ক হউক তথাপি পুরুষশক্তি পুরুষবীর্য পুরুষপরাক্রমে যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত না হইয়া বীর্যের সংস্থান হইবে না।' ভিক্ষুগণ, গুরু-উপদেশ জীবন-মরণ পণ করিয়া আচরণকারী শ্রদ্ধাবান শিষ্যের ইহজীবনে অর্হত্ত্ব অথবা উপাদান অবশিষ্ট থাকিলেও অনাগামিত্ব—এই দ্বিবিধ ফলের অন্যতর নিশ্চয় প্রত্যাশা করা যায়।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে তথাগতের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

কীটাগিরি সূত্র সমাপ্ত

দ্বিতীয় ভিক্ষুবর্গ সমাপ্ত

৩. পরিব্রাজক-বর্গ

১. তেবিজ্জবচ্ছ সূত্র

১৮৫. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে বিহার করিতেছিলেন কূটাগার শালায়। সেই সময় বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক এক পুণ্ডরিক পরিব্রাজকারামে বাস করিতেন। একদিন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষার্থ বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবানের এই ধারণা হইল : 'এখন বৈশালীতে পিণ্ডাচরণের অতি সকাল বেলা। সুতরাং যেখানে এক পুণ্ডরিক পরিব্রাজকারাম এবং যেখানে বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক আছে তথায় গেলেই ভালো হয়। তখন ভগবান... তথায় গেলেন।

বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া ভগবানকে বলিলেন, "আসুন ভন্তে, ভগবান, ভন্তে, ভগবানের শুভাগমন (স্বাগতং) হউক। ভন্তে, ভগবান, চিরদিনের পর এখানে আগমনের সুযোগ গ্রহণ করিলেন। বসুন, ভন্তে, ভগবান, এই আসন প্রজ্ঞাপ্ত আছে।"

ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন। বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজকও অন্যতর নিচু আসন লইয়া একান্তে বসিলেন, একান্তে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, "শুনা যায় ভন্তে, শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিখিল জ্ঞানদর্শন অবগত আছেন, চলনে, দাঁড়ানে, সুপ্তে ও জাগরণে সদাসর্বদা তাঁহার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত (জাগ্রত) থাকে। ভন্তে, যাহারা এরূপ বলে... কেমন তাহারা কি ভগবান সম্বন্ধে যথার্থবাদী? আর ভগবানকে অসত্য দ্বারা নিন্দা করিতেছে নহে তো? ধর্মের অনুকূল বর্ণনা করিতেছে তো? ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হইবে না তো?"

"বচ্ছ, যাহারা এরূপ বলে : 'শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ...' তাহারা আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী নহে, অভূত ও অসত্য দ্বারা তাহারা আমার নিন্দা করিতেছে।"

১৮৬. "ভন্তে, কী প্রকারে বর্ণনা করিলে আমরা ভগবানের যথার্থবাদী হইব এবং ভগবানকে অভূত দ্বারা নিন্দা করিব না... ?"

"বচ্ছ, শ্রমণ গৌতম ত্রৈবিদ্য (ত্রিবিদ্যার অধিকারী) হন, এইরূপ বর্ণনাকারী আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী হইবে,...। বচ্ছ, আমি যখন ইচ্ছা করি তখন (১) অনেকবিধ পূর্বনিবাস (পূর্বজন্ম) অনুস্মরণ করিতে পারি, যেমন—এক জন্ম, দুই জন্ম... আকার ও উদ্দেশের সহিত অনেক পূর্বজন্ম অনুস্মরণ

করিতে পারি। (২) বচ্ছ, আমি যখন ইচ্ছা করি মনুষ্যশক্তির অতীত, বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণকে দেখিতে পারি—চ্যুত হইতে, উৎপন্ন হইতে, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতিপরায়ণ, স্বীয় কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে দর্শন করিতে সমর্থ। (৩) বচ্ছ, আমি আসবসমূহের ক্ষয় করিয়া অনাসব চিত্ত-বিমুক্ত, প্রজ্ঞা-বিমুক্ত ইহজীবনে অভিজ্ঞা দ্বারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করি।... ।"

এইরূপ উক্ত হইলে বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে ইহা বলিলেন, "ভো গৌতম, এমন কোনো গৃহী আছে কি? যে ব্যক্তি গৃহী-সংযোজন (বন্ধন) প্রহাণ না করিয়া দেহ-ত্যাগ-হেতু দুঃখের অন্তঃসাধন করে?"

"নাই, বচ্ছ, এইরূপ কোনো গৃহস্থ নাই... ।"

"ভো গৌতম, এমন কোনো গৃহী আছে কি? যে গৃহস্থ গৃহীবন্ধন ছেদন না করিয়া দেহত্যাগের পর স্বর্গপরায়ণ হইয়াছে?"

"বচ্ছ, একশত নহে, দুইশত নহে, তিনশত নহে, চারিশত নহে, পাঁচশত নহে—তদপেক্ষা অধিক আছে, যে-সকল গৃহী গার্হস্থ্য সংযোজন প্রহাণ না করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গপরায়ণ হইয়াছে।"

"হে গৌতম, এমন কোনো আজীবক আছেন কি যিনি দেহত্যাগের দ্বারা দুঃখের অন্তঃসাধন করেন?"

"নাই, বচ্ছ!"

"হে গৌতম, কোনো আজীবক দেহত্যাগের পর স্বর্গপরায়ণ আছে কি?"

"বচ্ছ, এখন হইতে একান্নব্বই কল্প পর্যন্ত যাহা আমি স্মরণ করিতেছি, ইতিমধ্যে স্বর্গপরায়ণ কোনো আজীবককে জানি না কেবল একজন ব্যতীত। তিনিও[১] কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী ছিলেন।"

"এইরূপ হইলে হে গৌতম, এই যে তীর্থায়তন (পন্থা) তাহা শূন্য? অন্তত স্বর্গগামীর দ্বারাও শূন্য?"

"হ্যাঁ, বচ্ছ, এই আজীবক পন্থা শূন্য... ।"

ভগবান ইহা বলিলেন। বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

তেবিজ্জবচ্ছ সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। একান্নব্বই কল্পের পূর্বে বোধিসত্ত্ব স্বয়ং আজীবক সন্যাসী ছিলেন। তখন তিনিই কর্মবাদ, ক্রিয়াবাদ অনুসরণ করিয়া স্বর্গলাভ করেন। (টীকা)

২. অগ্নিবচ্ছ সূত্র

১৮৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরাম জেতবনে বিহার করিতেছেন।

তখন বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় গেলেন, উপনীত হইয়া ভগবানের সাথে সম্মোদন (কুশল প্রশ্ন) করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন, একান্তে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন :

(১) "ভো গৌতম, লোক শাশ্বত (নিত্য)—ইহাই সত্য, অন্য সব মোঘ (মিথ্যা); গৌতম, আপনি কি এই মতবাদী?"

"বচ্ছ, আমি এরূপ মতবাদী নহি—'লোক শাশ্বতIইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।'"

(২) "ভো গৌতম, লোক অশাশ্বত—ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা; গৌতম, আপনি এই মতবাদী কি?"

"বচ্ছ, আমি এই মতবাদীও নহি—'লোক অশাশ্বত—ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা।'"

(৩) "ভো গৌতম, লোক অন্তবান... মতবাদী?"

"বচ্ছ!... নহি—'লোক অন্তবান,... মিথ্যা।'"

(৪) "ভো গৌতম, লোক অনন্তবান... মতবাদী?"

"বচ্ছ!... নহি—'লোক অনন্তবান... মিথ্যা।'"

(৫) "ভো গৌতম, যেই জীব সেই শরীর... মতবাদী?"

"বচ্ছ!... নহি—'যেই জীব সেই শরীর... মিথ্যা।'"

(৬) "ভো গৌতম, জীব এক শরীর অন্য... মতবাদী?"

"বচ্ছ!... নহি—'জীব এক শরীর অন্য,... মিথ্যা।

(৭) "ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর থাকে... মতবাদী?"

"বচ্ছ!... নহি—'তথাগত মৃত্যুর থাকে,... মিথ্যা।'"

(৮) "ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর না থাকে... মতবাদী?"

"বচ্ছ!... নহি—'তথাগত মৃত্যুর পর না থাকে,... মিথ্যা।'"

(৯) "ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও, না থাকেও... মতবাদী?"

"বচ্ছ!... নহি—তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও, না থাকেও,... মিথ্যা।'"

(১০) "ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না,... মতবাদী?"

"বচ্ছ!... নহি—'তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না;... মিথ্যা।'"

১৮৮. "কেমন হে গৌতম, (১) লোক শাশ্বত—ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা; গৌতম, আপনি কি এই মতবাদী?—ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া 'বচ্ছ, আমি এই মতবাদী নহি' ইহাই বলিতেছেন।... (১০) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না—ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা; কেমন গৌতম, আপনি এই মতবাদী কি?—ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়াও 'বচ্ছ, আমি এই মতবাদী নহি' ইহাই বলিতেছেন। কি আদীনব (দোষ) দর্শন করিয়া হে গৌতম, আপনি এ সকল দৃষ্টি বা মতবাদসমূহ স্বীকার করেন না?"

১৮৯. "বচ্ছ, লোক শাশ্বত—ইহা দৃষ্টিগত (মত মাত্র), দৃষ্টি-গহণ (দুর্গম, গভীর), দৃষ্টি-কান্তার, দৃষ্টি-বিশূক (কাঁটা), দৃষ্টি-বিস্ফন্দন (চঞ্চলতা), দৃষ্টি-সংযোজন বিশেষ; ইহা ভয়ঙ্কর দুঃখময়, আঘাতময়, উপায়াসময় ও পরিদাহময়। ইহা নির্বেদ বা বিদর্শন সাধনায়, বিরাগ বা আর্য মার্গের, দুঃখ নিরোধের, ক্লেশ উপশমের, আর্য সত্যের, অভিজ্ঞতা অর্জনের, সম্বোধি লাভের ও নির্বাণ-মুক্তির জন্য সংবর্তিত হয় না, সহায়তা করে না।... সুতরাং বচ্ছ, এবম্বিধ দোষ দেখিয়াই আমি এই সমস্ত (দশবিধ) ভ্রান্ত-দৃষ্টি (মতবাদ) গ্রহণ করি নাই।"

"মাননীয় গৌতম, আপনার কোনো দৃষ্টিগত (মতবাদ গৃহীত) আছে কি[১]?"

"বচ্ছ, তথাগতের এই দৃষ্টিগত অপসৃত হইয়াছে। বচ্ছ, তথাগতের প্রজ্ঞায় ইহা দৃষ্ট (সাক্ষাৎকৃত) হইয়াছে : 'এই প্রকার রূপস্কন্ধ, ইহা রূপের সমুদয় (কারণ), ইহাই রূপের অন্তঃসাধন। ইহা বেদনাস্কন্ধ, ইহা বেদনার সমুদয়, ইহাই বেদনার অন্তঃসাধন। ইহা সংজ্ঞাস্কন্ধ...। ইহা সংস্কারস্কন্ধ...। ইহা বিজ্ঞানস্কন্ধ...। সেই কারণে (পঞ্চস্কন্ধের উদয়-বিলয় জানাহেতু) তথাগত সর্ববিধ (তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মানবশে) মননের, সর্ববিধ মথিতের, যাবতীয় অহংকার (দৃষ্টি)—মমকার (তৃষ্ণা) ও মানানুশয়ের ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ ও পরিবর্জন-হেতু উপাদান রহিত হইয়া বিমুক্ত', ইহাই বলিতেছি।"

১৯০. "ভো গৌতম, এ প্রকারে বিমুক্ত-চিত্ত ভিক্ষু কোথায় উৎপন্ন হয়?"

"বচ্ছ, 'উৎপন্ন হয়', ইহা বলা চলে না।"

"তবে হে গৌতম, উৎপন্ন হয় না?"

---

[১]। কোনো দৃষ্টিগত বিনা ধর্ম প্রচার অসম্ভব এ ধারণায় প্রশ্ন। (টি.)

"বচ্ছ, 'উৎপন্ন হয় না', ইহাও বলা চলে না।"

"তবে হে গৌতম, উৎপন্ন হয়, নাও হয়?"

"বচ্ছ, 'উৎপন্ন হয়, নাও হয়', ইহাও বলা চলে না।"

"তবে হে গৌতম, উৎপন্ন হয় না, নাও হয় না?"

"বচ্ছ, 'উৎপন্ন হয় না, নাও হয় না', ইহাও বলা চলে না।"

"ভো গৌতম, এ প্রকারে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু কোথায় উৎপন্ন হয়? জিজ্ঞাসিত হইয়া 'বচ্ছ, উৎপন্ন হয়, বলা চলে না' বলিতেছেন। তবে... বলিতেছেন। হে গৌতম, আমি বুঝিলাম না, ইহাতে আমি সম্মোহিত হইলাম। পূর্ব আলোচনায় মাননীয় গৌতম সম্বন্ধে আমার যাহা প্রসাদ (শ্রদ্ধা) মাত্র ছিল, ইদানিং আমার তাহাও অন্তর্হিত হইল।"

"বচ্ছ, নিশ্চয় তোমার অজ্ঞানের সম্ভাবনা আছে, সম্মোহিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ বচ্ছ, এই প্রত্যয়াকার (কার্য-কারণ) ধর্ম গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত (উত্তম), তর্কাতীত, নিপুণ (সুক্ষ্ম), পণ্ডিত-বেদনীয়। সুতরাং তোমার ন্যায় অন্যমতাবলম্বী, অন্যমত সহিষ্ণু, ভিন্ন রুচি-সম্পন্ন, অন্যত্র প্রয়োগী (অনুশীলনকারী), মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অন্য (অকার্য কারণবাদী) আচার্যে অনুগামীর পক্ষে সে ধর্ম জানা দুষ্কর।"

১৯১. "তাহা হইলে বচ্ছ, এ বিষয়ে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিব, তোমার যেরূপ অভিরুচি সেরূপ উহার উত্তর দিও। তাহা কী মনে করো? বচ্ছ, যদি তোমার সম্মুখে অগ্নি জলে, তুমি জানিতে পারিবে কি আমার সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে?"

"হে গৌতম, যদি আমার সম্মুখে অগ্নি জ্বলে তবে এই অগ্নি আমার সম্মুখে জ্বলিতেছে, ইহা আমি বলিতে পারিব।"

"যদি বচ্ছ, তোমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা হয়—এই যে তোমার সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা কী কারণে জ্বলিতেছে? উহা এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি কি উত্তর দিবে?"

"এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে হে গৌতম, আমি উত্তর দিব—এই যে আমার সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৃণকাষ্ঠ উপাদান-হেতুই জ্বলিতেছে।"

"যদি বচ্ছ, তোমার সম্মুখে সে অগ্নি নিভিয়া যায়, তুমি জানিতে পারিবে কি এই অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে?"

"হে গৌতম, যদি আমার সম্মুখে সে অগ্নি নির্বাপিত হয়, তবে আমি জানিব—আমার সম্মুখে এই অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে।"

"যদি বচ্ছ, তোমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা হয়—তোমার সম্মুখে যে

অগ্নি নির্বাপিত, সে অগ্নি এ স্থান হইতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ কোনো দিকে গেল? এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি কি উত্তর দিবে?"

"ভো গৌতম, 'গেল' এ কথা বলা চলে না। যে তৃণকাষ্ঠ উপাদান অবলম্বনে (ইন্ধনের সাহায্যে) সে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহার (উপাদানের) অবসান-হেতু এবং অন্য উপাদান আহরিত না হওয়াই অনাহার বা ইন্ধনহীন হইয়া নিভিয়া গিয়াছে, ইহাই বলা চলে।"

১৯২. "এইরূপে বচ্ছ, তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করিবার সময় যে রূপ দ্বারা (জড়দেহ), যে বেদনা, যে সংজ্ঞা, যে সংস্কার, যে বিজ্ঞান দ্বারা (রূপী... বিজ্ঞানী বলিয়া) বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান (তৎপ্রতিবদ্ধ সংযোজন প্রহাণহেতু ক্ষীণাসব) তথাগতের প্রহীণ, উচ্ছিন্নমূল, শিরছিন্ন তালকাণ্ডবৎ ক্রমে অভাব প্রাপ্ত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়াছে। বচ্ছ, তথাগত...বিজ্ঞান-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হইয়াছে মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগম্ভীর অপরিমেয় ও দুরাবগাহ হইয়াছে। সুতরাং 'উৎপন্ন হয়' বলা চলে না।... উৎপন্ন হয় না, নাও হয় না' বলা চলে না। (মুক্তপুরুষ পরিনির্বাণের সঙ্গে চতুষ্কোটি বিনিমুক্ত হইয়া যায়)।"

এইরূপ উক্ত হইলে বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, "ভো গৌতম, যেমন গ্রাম বা নগরের অদূরে বৃহৎ শালবৃক্ষ থাকে, অনিত্য ধর্মের প্রভাবে উহার শাখা-পত্র বিনষ্ট হয়, ত্বক-পর্পটিকাদি নষ্ট হয়, বাকল (আঁশ) বিনষ্ট হয়; সেই বৃক্ষ অপর সময়ে অপগত শাখা-পত্র, অপগত ত্বক-পর্পটিকা, অপগত বাকল শুদ্ধ ও সারে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ হে গৌতম, আপনার প্রাবচন (ধর্মশাস্ত্র) শাখা-পলাশ, ত্বক-পর্পটিকা, আঁশ রহিত হইয়া বিশুদ্ধ সারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

"অতি সুন্দর, ভো গৌতম, অতি চমৎকার, হে গৌতম, যেমন হে গৌতম, অধঃমুখ পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখ করিলেন, প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃত করিলেন। দিগ্‌ভ্রষ্টকে মার্গ প্রদর্শন করিলেন, চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্য) দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলেন। মাননীয় গৌতম কর্তৃক এরূপে বিবিধ পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইল। এই আমি মাননীয় গৌতম, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। মাননীয় গৌতম, আজ হইতে আজীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।"

অগ্নিবচ্ছ সূত্র সমাপ্ত

৩. মহাবচ্ছ সূত্র

১৯৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবন কলন্দক নিবাপে বিহার করিতেছেন। তখন বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন, গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিলেন।... একান্তে বসিলেন, একান্তে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, "দীর্ঘদিন হইল আমি মাননীয় গৌতমের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছি। সাধু, মাননীয় গৌতম, আমাকে সংক্ষেপে কুশলাকুশল (ভালো-মন্দ) সম্বন্ধে উপদেশ করুন।"

"বচ্ছ, আমি সংক্ষেপেও তোমাকে কুশলাকুশল উপদেশ করিতে পারি, বিস্তৃতভাবেও তোমাকে কুশলাকুশল উপদেশ করিতে পারি। কিন্তু (প্রথমত) বচ্ছ, তোমাকে সংক্ষেপে কুশলাকুশল উপদেশ করিব। তাহা শ্রবণ করো, সুষ্ঠুভাবে মনোনিবেশ করো, ভাষণ করিব।"

"হ্যাঁ, ভদন্ত!" (বলিয়া) বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে উত্তর দিলেন।

১৯৪. ভগবান এরূপ বলিলেন, "বচ্ছ, লোভ অকুশল, আর অলোভ কুশল। বচ্ছ, দ্বেষ অকুশল, অদ্বেষ কুশল। বচ্ছ, মোহ অকুশল, অমোহ কুশল। এই প্রকারে বচ্ছ, এই তিন ধর্ম (মনোবৃত্তি) অকুশল আর তিন ধর্ম কুশল।"

"বচ্ছ, প্রাণাতিপাত (হিংসা) অকুশল, আর প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি কুশল। অদত্তাদান (চুরি) অকুশল, অদত্তাদান বিরতি কুশল। কামে মিথ্যাচার অকুশল, কামে মিথ্যাচার বিরতি কুশল। মৃষাবাদ অকুশল, মৃষাবাদ বিরতি কুশল। পিশুনবাক্য অকুশল, পিশুনবাক্য বিরতি কুশল। পরুষবচন অকুশল, পরুষবচন বিরতি কুশল। সম্প্রলাপ অকুশল, সম্প্রলাপ বিরতি কুশল। অভিধ্যা (লোভ) অকুশল, অনভিধ্যা কুশল। ব্যাপাদ অকুশল, অব্যাপাদ (করুণা) কুশল। মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্ত, ধারণা) অকুশল, সম্যক দৃষ্টি কুশল। বচ্ছ, এই দশ ধর্ম (আচার) অকুশল, আর দশ বিরতি ধর্ম কুশল।"

"বচ্ছ, যখন কোনো ভিক্ষুর তৃষ্ণা উচ্ছিন্নমূল, তালকাণ্ডবৎ, অভাব প্রাপ্ত ও ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি স্বভাব হইয়া প্রহীণ হয়, তখন সে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, ব্রহ্মচর্যবাস পূর্ণ, কৃতকৃত্য, পরিত্যক্ত স্কন্ধভার, সদর্থ অনুপ্রাপ্ত, পরিক্ষীণ ভবসংযোজন ও অর্হত্ত্বপ্রজ্ঞা দ্বারা সম্যক জানিয়া বিমুক্ত হয়।"

১৯৫. "মাননীয় গৌতমের কথা থাকুক। গৌতম, আপনার এক ভিক্ষুশ্রাবকও আছেন কি? যিনি আসবরাশির ক্ষয় করিয়া অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি

ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি ইহ-জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়া, লাভ করিয়া বিহার করেন[১]?"

"বচ্ছ, একশত নহে, দুই, তিন, চার, পাঁচশত নহে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যকই আমার ভিক্ষুশ্রাবক আছে, যাহারা আসব ক্ষয় করিয়া অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি এই জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করে।"

"থাকুন মাননীয় গৌতম, রেখে দেন ভিক্ষুগণ, হে গৌতম, আপনার কোনো ভিক্ষুণীশিষ্যা আছেন কি? যিনি আসবরাশির সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি... প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন?"

"বচ্ছ, একশত নহে... অধিক সংখ্যক... উপলব্ধি করিয়া বিহার করে।"

"থাকুন মাননীয় গৌতম, থাকুন ভিক্ষুগণ, থাকুন ভিক্ষুণীসংঘ, মাননীয় গৌতমের এমন কোনো গৃহস্থশিষ্য শ্বেতাম্বরধারী ব্রহ্মচারী উপাসক আছেন কি? যিনি পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয়সাধন-হেতু অযোনি-সম্ভবা দেবতা হইয়া তথায় (শুদ্ধাবাস বৃহ্মলোকে) পরিনির্বাণলাভী ও সেই ব্রহ্মলোক হইতে অনাবর্তন স্বভাব হইয়াছেন?"

"বচ্ছ!... বহুসংখ্যক... ?"

"থাকুন মাননীয় গৌতম, থাকুন ভিক্ষুগণ, থাকুন ভিক্ষুণীসংঘ, থাকুন ব্রহ্মচারী শ্রাবক গৃহী উপাসকগণ, গৌতম, আপনার একজন গৃহী উপাসক ও শ্বেতবস্ত্রধারী কামভোগী (বিষয়-ভোগী) শাসনকারী (ধর্মানুসারী), উপদেশানুসারী, সংশয়োত্তীর্ণ (ইহা কী প্রকার? এই সন্দেহ উত্তীর্ণ), জিজ্ঞাসাতীত, বৈশারদ্য প্রাপ্ত এবং শাস্তার ধর্মমতে পর-প্রত্যয় রহিত (প্রত্যক্ষদর্শী) হইয়া অবস্থান করেন?"

"বচ্ছ, একশত নহে... বহুসংখ্যক... ।"

"থাকুন গৌতম, আপনি... থাকুন গৃহী শ্বেতবসনধারী উপাসক...; একজনও গৃহস্থ শ্বেতবসনা ব্রহ্মচারিণী শ্রাবিকা উপাসিকা আছে কি? যিনি পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয়-হেতু... সেই ব্রহ্মলোক হইতে অনাবর্তন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন?"

"বচ্ছ, একশ নহে... বহুসংখ্যক... ।"

"থাকুন গৌতম, আপনি, থাকুন আপনার... গৃহী শ্বেতবসনা ব্রহ্মচারিণী

---

[১]। কোনো কোনো ধর্মগুরুর অধিগত জ্ঞান ও মুক্তি এমন কি তাঁহাদের আচরণেরও অধিকার শিষ্যগণের থাকে না, সে ধারণায় এ প্রশ্ন করা হইল। (প-সূ.)

উপাসিকা; কেমন আপনার একজনও শ্বেতবসনা, বিষয়-ভোগিনী, শাসন-কারিণী, উপদেশানুসারিণী, সংশয়োত্তীর্ণা, বিগত সন্দেহা, বৈশারদ্য প্রাপ্ত এবং শাস্তার ধর্মে পর-প্রত্যয় রহিতা হইয়া অবস্থান করেন এমন উপাসিকা আছেন কি?"

"বচ্ছ, একশ নহে... অধিক সংখ্যক... ।"

১৯৬. "ভো গৌতম, যদি আপনিই আপনার ধর্মের আরাধক (পরিপূরক) হইতেন আর ভিক্ষুরা সম্পাদক না হইতেন তবে এই ব্রহ্মচর্য সেই অংশে অপূর্ণ থাকিত। যেহেতু ভো গৌতম, এই ধর্মের আপনিও আরাধক আর ভিক্ষুরাও আরাধক। সুতরাং এই ব্রহ্মচর্য সে অংশে পরিপূর্ণ আছে।... ভিক্ষুণীসংঘও আরাধিকা।... শ্বেতবসনা ব্রহ্মচারিণী গৃহী উপাসিকারাও আরাধিকা।... শ্বেতবসনধারী কামভোগী গৃহী উপাসকেরাও আরাধক।... শ্বেতবসনধারী কামভোগী গৃহী উপাসিকারাও আরাধিকা। সুতরাং এই ব্রহ্মচর্য সে অংশে সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ আছে।"

১৯৭. "যেমন ভো গৌতম, গঙ্গানদী সমুদ্র-নিম্না (সমুদ্রের দিকে গতিশীলা), সমুদ্র-প্রবণা, সমুদ্রাবনতা, সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ মহানুভব গৌতমের সগৃহস্থ প্রব্রজিত পারিষদ নির্বাণ-নিম্ন, নির্বাণ প্রবণ, নির্বাণাবনত, নির্বাণ-সংলগ্ন হইয়াই স্থিত আছে। অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি চমৎকার, ভো গৌতম, যেমন হে গৌতম, অধঃমুখকে ঊর্ধ্বমুখ করিলেন, আচ্ছন্নকে বিবৃত করিলেন, ভ্রান্তকে মার্গ দেখাইলেন, চক্ষুষ্মান বস্তু দেখিবার নিমিত্ত তৈলপ্রদীপ ধারণ করিলেন; সেইরূপ মহানুভব গৌতম কর্তৃক অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত হইল। সুতরাং আমি মহানুভব গৌতম, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। গৌতমের নিকট আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে চাই, উপসম্পদা প্রত্যাশা করি।"

"বচ্ছ, যেকোনো ভূতপূর্ব অন্যতৈর্থিক এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা আকাঙ্ক্ষা করে তাহাকে চারি মাস যাবৎ পরিবাস করিতে হয়,... (পরীক্ষামূলক) চারি মাস গত হইলে সন্তুষ্ট-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষুভাবে উপসম্পদা দিয়া থাকেন। অথচ এক্ষেত্রে পুদ্গল নানাত্বও আমার সুবিদিত।"

"যদি ভন্তে, এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রত্যাশী ভূতপূর্ব অন্যতির্থিয়কে চারি মাস পরিবাস করিতে হয় এবং চারি মাস পর সন্তুষ্ট-চিত্ত ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষুভাবে উপসম্পদা দেন; প্রয়োজন হইলে আমি চারি বর্ষব্যাপী পরিবাস করিব।"

... বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবান সমীপে প্রব্রজ্যা লাভ করিলেন, উপসম্পদা লাভ করিলেন।

অচির উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত অর্ধমাস পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসিলেন এবং ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, শৈক্ষ্য (অনাগামী শিক্ষাব্রতী) জ্ঞান, শৈক্ষ্যবিদ্যা দ্বারা যাহা প্রাপ্য আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন ভগবান আমাকে তদুত্তর ধর্ম উপদেশ করুন।"

"তাহা হইলে বচ্ছ, তুমি শমথ (সমাধি) ও বিদর্শন (প্রজ্ঞা) এই দুই ধর্ম ভাবনা ও বর্ধন করো। বচ্ছ, তোমার শমথ ও বিদর্শন এই দুই ধর্ম অধিকতর ভাবিত হইলে নানা ধাতু প্রতিবেধের নিমিত্ত (শমথে পঞ্চ ও বিদর্শনে এক, এই ষড় অভিজ্ঞা লাভের নিমিত্ত) প্রবর্তিত হইবে।

১৯৮. "সে অবস্থায় বচ্ছ, তুমি যে পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিবে—'আমি অনেক প্রকার ঋদ্ধি অধিগত হই; যথা : এক হইয়াও বহুধা হইব, বহুবিধ হইয়াও এক হইব, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান), তিরোকুড্য (অন্তর্ধান হইয়া দেওয়াল ভেদ করা), তিরপ্রাকার (প্রাকার ভেদ করা), তির পর্বত, আকাশের ন্যায় অসংলগ্ন ভাবে গমন করিব; জলের মত পৃথিবীতেও উম্মজ্জন-নিমজ্জন করিব, মাটির ন্যায় জলে অনাদ্রভাবে গমন করিব, পক্ষী-শকুনের ন্যায় পর্যাঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হইয়া আকাশে ভ্রমণ করিব; এরূপ মহাঋদ্ধি ও মহাঅনুভবসম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিব, পরিমর্দন করিব, যাবৎ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আপন কায়ে বশীভূত করিব।' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হইলে তথায় তথায়ই তুমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে।" (১)

"বচ্ছ, তুমি যতবার পর্যন্ত আশা করিবে—'আমি মনুষ্যশক্তির অতীত, বিশুদ্ধ, দিব্য শ্রোত্রধাতু দ্বারা দূরস্থ ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুনিব।' স্মরণের প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তুমি তাহাতে তাহাতেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবে।" (২)

"বচ্ছ, তুমি যে পর্যন্ত ইচ্ছা করিবে—'আমি পরসত্ত্ব ও পর পুদ্গালের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করিয়া জানিব, সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত হিসেবে জানিব, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত হিসেবে জানিব, সদ্বেষ চিত্তকে..., বীতদ্বেষ চিত্তকে..., সম্মোহ চিত্তকে..., বীতমোহ চিত্তকে..., বিক্ষিপ্ত চিত্তকে..., সংক্ষিপ্ত চিত্তকে (একাগ্র-চিত্তকে)..., মহদ্গাত চিত্তকে..., অমহদ্গাত চিত্তকে..., সউত্তর (যার উত্তর আছে) চিত্তকে..., অনুত্তর

চিত্তকে..., সমাহিত চিত্তকে..., অসমাহিত চিত্তকে..., বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্তরূপে জানিব, অথবা অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানিব।' কারণ উপস্থিত হইলে তুমি তাহাতে তাহাতেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইবে।" (৩)

"বচ্ছ, তুমি যত আকাঙ্ক্ষা করিবে—'আমি অনেকবিধ পূর্বনিবাস (পূর্বজন্ম) অনুস্মরণ করি; যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম... এরূপে আকার ও উদ্দেশ সহিত অনেক প্রকার পূর্বনিবাস স্মরণ করি।'...।" (৪)

"বচ্ছ, তুমি যতবার আকাঙ্ক্ষা করিবে—'আমি মনুষ্যশক্তির অতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করিব, যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানিব—এই সকল সত্ত্ব কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনো-দুশ্চরিত। আর্যদিগের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি কর্ম সম্পাদনকারী; তাহারা দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত ও নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল সত্ত্ব কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত, মনো-সুচরিত... সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।' এরূপ মনুষ্যশক্তির অতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা... কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানিবে।" (৫)

"বচ্ছ, তুমি যতবার ইচ্ছা করো, আমি আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি ইহ-জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া ও লাভ করিয়া বিহার করিব।'...।" (৬)

১৯৯. তখন আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপর আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত একাকী ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদ্গত চিত্তে[১] বিহার করিয়া অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ[২] সম্যকরূপে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান (অর্হত্ত্ব) প্রত্যক্ষ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন; জন্মক্ষীণ, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত এবং ইহার জন্য আর অন্য কোনো করণীয় নাই—বুঝিতে পারিলেন। আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত অর্হৎদের অন্যতর হইলেন।

---

[১]। জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া।

[২]। জাতি ও আচার কুলপুত্র। (প-সূ.)

২০০. সেই সময় বহুভিক্ষু ভগবানকে দেখিবার জন্য যাইতেছিলেন। আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত দূর হইতে সে ভিক্ষুগণকে যাইতে দেখিলেন এবং তাঁহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "সম্প্রতি আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কোথায় যাইতেছেন?"

"বন্ধু, আমরা ভগবানকে দেখিবার নিমিত্ত যাইতেছি।"

"তাহা হইলে আয়ুষ্মানগণ, আমার বাক্যে ভগবানকে নতশিরে বন্দনা করিবেন—'ভন্তে, বচ্ছগোত্ত ভিক্ষু ভগবানের পাদে নতশিরে বন্দনা করিতেছে' বলিবেন, আর ইহাও বলিবেন, 'ভগবান আমার (অর্হত্ত্বমার্গে) পরিচিত, সুগত আমার পরিচিত।'"

"হ্যাঁ, বন্ধু," (বলিয়া) সে ভিক্ষুগণ বচ্ছগোত্ত ভিক্ষুকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে বসিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, আয়ুষ্মান বচ্ছগোত্ত ভগবানকে নতশিরে বন্দনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "ভগবান আমার পরিচিত, সুগত আমার পরিচিত হইয়াছেন।'"

"ভিক্ষুগণ, পূর্বেই আমার চিত্ত দ্বারা বচ্ছগোত্তের চিত্ত পরীক্ষা করিয়া বিদিত হইয়াছি : 'বচ্ছগোত্ত ভিক্ষু ত্রৈবিদ্য, মহাঋদ্ধিমান ও মহাপ্রভাবশালী হইয়াছে।' দেবতারাও আমাকে এ কথা বলিয়াছিল, 'ভন্তে, বচ্ছগোত্ত ভিক্ষু ত্রৈবিদ্য, মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবশালী হইয়াছেন।'"

ভগবান ইহা বলিলেন। সে ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মহাবচ্ছ সূত্র সমাপ্ত

৪. দীঘনখ সূত্র

২০১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতের উপর শূকর খতায় (খণিত-গুহায়) বাস করিতেছেন। তখন দীঘনখ[১] পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় গেলেন, গিয়া ভগবানের সাথে সম্মোদন করিলেন, সম্মোদন ও স্মরণীয় কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, একপ্রান্তে স্থিত[২] দীঘনখ

---

[১]। সারিপুত্রের ভাগিনেয়। (প-সূ.)

[২]। মাতুলের প্রতি গৌরববশত দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছেন। (প-সূ.)

পরিব্রাজক ভগবানকে ইহা বলিলেন, "ভো গৌতম, আমি এই দৃষ্টিসম্পন্ন ও এই মতবাদী হইয়া 'সর্ববিধ (পুনরুৎপত্তি[১]) আমার পছন্দ বা মনোনীত নহে।'"

"অগ্নিবেশ্যন[২], এই যে তোমার দৃষ্টি 'সর্ব আমার মনোনীত নহে', তোমার এই দৃষ্টিও কি অমনোনীত?"

"ভো গৌতম, যদি এই দৃষ্টি আমার পছন্দ হয়, তবে তাহাও তাদৃশ হইবে—তাহাও হইবে তথৈবচ।"

"এই কারণেই, অগ্নিবেশ্যন, জগতে ইহাদের (মত ত্যাগী) অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যাই বহু হইতে বহুতর হয়, যাহারা এরূপ বলে : 'তাহাও তদ্রূপ হইবে, তাহাও হইবে তথৈবচ।' কিন্তু তাহারা সেই পূর্বদৃষ্টিও ত্যাগ করে না, বরং অপর নূতন মতবাদও গ্রহণ করিয়া বসে। অগ্নিবেশ্যন, ইহাদের (অত্যাগী) অপেক্ষা এরূপ লোকেরাই জগতে অল্প হইতে স্বল্পতর; যাহারা বলে—'তাহাও তাদৃশই হয়, তাহাও হয় তথৈবচ।' কিন্তু তাহারা সেই মূলদৃষ্টিও ত্যাগ করে না এবং অন্য নবদৃষ্টিও গ্রহণ করে না। অগ্নিবেশ্যন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্ন, (১) 'সর্ব আমার পছন্দ হয়।'... কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... দৃষ্টিসম্পন্ন আছে—যাহারা বলে (২) 'সমস্ত আমার পছন্দ নহে।' অগ্নিবেশ্যন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্ন আছে। (৩) 'কিছু আমার পছন্দ আর কিছু অপছন্দ।'"

"অগ্নিবেশ্যন, তথায় যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও এই দৃষ্টিসম্পন্ন—'সর্বমত আমার পছন্দ হয়' তাহাদের এই দৃষ্টি (ধর্ম-বিশ্বাস) সরাগাবস্থার (রাগবশে সংসারাবর্তে অনুরক্ত হইবার) সমীপে, সংযোগের সমীপে, অভিনন্দনের সমীপে, অধ্যবসান বা প্রার্থনার সমীপে, উপাদান বা দৃঢ়-গ্রহণের সমীপে অগ্রসর হয়। তাহাতে অগ্নিবেশ্যন, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... এই দৃষ্টি মান্য করে—'সর্বমত আমার মনঃপূত নহে,' তাহাদের এই দৃষ্টি অ-সরাগ, অসংযোগ, অনভিনন্দন, অনধ্যবসান ও অনুপাদানের সমীপবর্তী হয়।"[৩]

---

[১]। দেবমনুষ্য আদি সর্ববিধ উৎপত্তি, পুনর্জন্ম। তিনি ছিলেন উচ্ছেদবাদী। (প-সূ.)
জলবুদ্‌বুদের ন্যায় জীবের উদয়-বিলয়, ভূত ভবিষ্যতের সহিত সম্পর্কহীন। (টীকা)

[২]। অগ্নিপূজক, বংশ উপাধিবিশেষ।

[৩]। শাশ্বত দর্শন অল্প দোষাবহ, কিন্তু উহার বিদূরণ দীর্ঘকালসাপেক্ষ। উচ্ছেদ দর্শন মহাদোষাবহ, কিন্তু উহার বিদূরণ দীর্ঘকালসাপেক্ষ নহে। শাশ্বতবাদী ইহলোক-পরলোক

২০২. এইরূপ উক্ত হইলে দীঘনখ পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, "মাননীয় গৌতম আমার দৃষ্টিকে (মতবাদকে) উৎকর্ষণ (প্রশংসা) ও সমুৎকর্ষণ করিতেছেন।"

"অগ্নিবেশ্মন, তাহাতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে এরূপবাদী ও দৃষ্টিসম্পন—'সমস্ত আমার পছন্দ হয়।' এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ-পুরুষ এই প্রকার বিচার করেন—এই যে আমার দৃষ্টি—'সমস্ত আমার পছন্দ হয়', এই দৃষ্টিকে যদি আমি শক্তভাবে পরামর্ষণ করিয়া (জড়িত হইয়া) আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করি—'ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা', তবে দুই মতবাদীর সহিত আমার বিগ্রহ (কলহ) হইবে—(১) যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও দৃষ্টিসম্পন্ন—'সমস্ত আমার পছন্দ নহে।' আর (২) যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মতবাদী ও দৃষ্টিসম্পন্ন—'একাংশ আমার পছন্দ, একাংশ অপছন্দ হয়।' এই দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবে। বিগ্রহ হইলে বিবাদ হইবে, বিবাদ হইলে বিঘাত (মনকষ্ট) হইবে, বিঘাত হইলে বিদ্বেষ হইবে। এই কারণে সে নিজের মধ্যে বিগ্রহ, বিবাদ, বিঘাত ও বিদ্বেষের সম্ভাবনা দর্শন করিয়া সেই প্রাক্তন দৃষ্টিকেই পরিত্যাগ করে এবং অন্য নূতন দৃষ্টিও গ্রহণ করে না। এ প্রকারে এই সকল দৃষ্টির পরিত্যাগ হয়।"

২০৩. "অগ্নিবেশ্মন, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... দৃষ্টিসম্পন্ন—'সমস্ত আমার মনঃপূত নহে', তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞব্যক্তি এরূপ বিচার করেন—এই যে আমার দৃষ্টি—'আমার সমস্ত পছন্দ নহে', যদি আমি সাগ্রহে এই দৃষ্টি ব্যবহার করি, তবে দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবে—(১) যে এই দৃষ্টি মানে—'আমার সমস্ত পছন্দ হয়', তাহার সহিত; (২) আর যে এই দৃষ্টি মানে—'আমার কিছু পছন্দ, কিছু অপছন্দ হয়, তাহার সাথে এই দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবে...। এ প্রকারে এই সকল দৃষ্টির পরিত্যাগ হয়।"

২০৪. "অগ্নিবেশ্মন, এই বিষয়ে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... এই দৃষ্টি মান্য করে—আমার কিছু পছন্দ, কিছু অপছন্দ।' এসম্বন্ধে বিজ্ঞব্যক্তি এই

জানে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল জানে, কুশল করে, অকুশল করিতে ভীত হয়। সংসারাবর্ত আস্বাদন করে, অভিনন্দন করে, বুদ্ধ কিংবা বুদ্ধ শ্রাবকের সম্মুখীন হইলেও স্বীয় মিথ্যা মতবাদ ছাড়িতে পারে না। সে কারণে উহার বিদূরণ দীর্ঘকালসাপেক্ষ।

উচ্ছেদবাদী ইহলোক-পরলোক জানে না, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল সম্বন্ধে জানে না, কুশল করে না, অকুশলে ভয় পায় না। কিন্তু সংসারাবর্ত আস্বাদন করে না, অভিনন্দন করে না। বুদ্ধ, বুদ্ধশ্রাবক দেখিলে শীঘ্র স্বীয় মত পরিবর্তন করিতে পারে। সে কারণে উহার বিদূরণ ত্বরান্বিত হয়। (প-সূ.)

বিবেচনা করেন—এই যে আমার দৃষ্টি—'আমার কিছু পছন্দ, কিছু অপছন্দ...। তবে দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবে—(১)... 'আমার সমস্ত পছন্দ হয়', আর (২)... 'আমার সমস্ত পছন্দ নহে।' এই দুইজনের সাথে আমার বিগ্রহ হইবে...। এই প্রকারে এ সকল দৃষ্টির পরিত্যাগ হয়।"

২০৫. "অগ্নিবেশ্মন, এই দেহ রূপীয় (জড়) চারি মহাভূতময়, মাতৃপিতৃসম্ভূত (মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন), অন্ন-ব্যঞ্জন বর্ধিত, অনিত্য-উৎসাদন (বিনাশন)-ভেদন-বিধ্বংসন স্বভাব; ইহাকে অনিত্যভাবে দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শল্য, অঘ (পাপ), ব্যাধি, পরকীয়, শূন্য ও অনাত্মভাবে সন্দর্শন করা উচিত। এই দেহকে অনিত্যভাবে... ও অনাত্মভাবে সন্দর্শনকারী ব্যক্তির দেহের প্রতি যে দেহানুরাগ, দৈহিক স্নেহ, দেহান্বয়তা (সম্বন্ধভাব) তাহা প্রহীণ হয়।"

"অগ্নিবেশ্মন, এই ত্রিবিধ বেদনা (অনুভূতি) (১) সুখ-বেদনা, (২) দুঃখ-বেদনা ও (৩) অদুঃখ-অসুখ বেদনা। অগ্নিবেশ্মন, যখন জীবের সুখ-বেদনা অনুভূত হয় তখন দুঃখ-বেদনা ও অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভূত হয় না। সেই সময় কেবল সুখ-বেদনাই অনুভূত হইয়া থাকে। অগ্নিবেশ্মন, (জীব) যে সময় দুঃখ-বেদনা অনুভব করে...। যে সময় অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করে, সে সময় তাহার অপর (দুই) বেদনা অনুভূত হয় না। সুতরাং অগ্নিবেশ্মন, সুখ-বেদনাও অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন (কারণ-জাত), ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী হয়। দুঃখ-বেদনা এবং অদুঃখ-অসুখ বেদনাও তদ্রূপ অনিত্য... ও নিরোধধর্মী হয়।"

"অগ্নিবেশ্মন, এ প্রকারে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সুখ-বেদনার প্রতিও নির্বেদ প্রাপ্ত (উদাসীন) হয়, দুঃখ-বেদনার প্রতিও...। অদুঃখ-অসুখ বেদনার প্রতিও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া বিরক্ত হয়, বিরাগ-হেতু বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে (আমি) 'বিমুক্ত' এই জ্ঞানোদয় হয়, জন্মক্ষয় হয়, ব্রহ্মচর্য পূর্ণ হয়, করণীয় কৃত হয়, এখন ইহার (মুক্তির) নিমিত্ত অপর কর্তব্য নাই জানিতে পারে। অগ্নিবেশ্মন, এ প্রকারে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু কাহারও সহিত সংবাদ করে না, কাহারও সহিত বিবাদ করে না; জগতে যাহা কথিত হয়, অপরামর্ষ (নিরাসক্ত) ভাবে শুধু তদ্বারাই সে ভিক্ষু ব্যবহার করে।"

২০৬. সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে পাখা করিতে করিতে ভগবানের পশ্চাতে স্থিত ছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ইহা মনে হইল : 'ভগবান আমাদিগকে অভিজ্ঞা দ্বারা সেই সেই (আসব) ধর্মের ত্যাগ বলিলেন, সুগত আমাদিগকে অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সেই সেই আসব

ধর্মের প্রহাণ বলিলেন।' এ প্রকারে ইহা প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের চিত্ত উপাদানহীন (অনুৎপাদ নিরোধে নিরুদ্ধ) হইয়া আসবরাশি হইতে মুক্ত হইল। আর তথায় দীঘনখ পরিব্রাজকের বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু (স্রোতাপত্তি জ্ঞান) উৎপন্ন হইল : 'যাহা কিছু সমুদয় ধর্ম, তৎসমস্ত নিরোধ স্বভাব হয়'।

অতঃপর দীঘনখ পরিব্রাজক দৃষ্ট-ধর্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম, বিদিত-ধর্ম, অবগাহিত ধর্ম, উত্তীর্ণ-সংশয়, বিগত-সন্দেহ, বৈশারদ্য-প্রাপ্ত, শাস্তার শাসনে পর-প্রত্যয়হীন (প্রত্যক্ষদর্শী) হইয়া ভগবানকে ইহা বলিলেন, "আশ্চর্য, ভো গৌতম, অতি চমৎকার, ভো গৌতম, যেমন হে গৌতম, অধঃমুখকে ঊর্ধ্বমুখ করে... চক্ষুষ্মানেরা রূপ দর্শনের নিমিত্ত তৈলপ্রদীপ ধারণ করে, সেইরূপ মাননীয় গৌতম দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্মেরও সংঘেরও...। আজ হইতে মাননীয় গৌতম আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

দীঘনখ সূত্র সমাপ্ত

৫. মাগন্দিয় সূত্র

২০৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান কুরুজনপদের কম্মাস্সদম্ম নামক কুরুবাসীদের নগরে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের অগ্নি-আগারে (যজ্ঞশালায়) তৃণ বিছানায় বিহার করিতেছেন।

তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া কম্মাস্সদম্মে (কল্মাষদম্মে) ভিক্ষার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। কম্মাস্সদম্মে পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনের পর ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দিবাবিহারের নিমিত্ত তিনি যেখানে অন্যতর বনগহন তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই গভীর বনে প্রবিষ্ট হইয়া এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারে উপবেশন করিলেন।

তখন মাগন্দিয় পরিব্রাজক জংঘা বিহার বা পদব্রজে ভ্রমণ ও বিচরণ (পরিক্রমা) করিতে করিতে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালায় উপনীত হইলেন। মাগন্দিয় পরিব্রাজক ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালায় তৃণ বিছানা প্রজ্ঞাপ্ত দেখিলেন, দেখিয়া ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মাননীয় ভারদ্বাজের অগ্নিশালায় কাহার তৃণ-আসন সজ্জিত আছে, শ্রমণযোগ্য শয্যাই মনে হইতেছে?"

"ভো মাগন্দিয়, শাক্যপুত্র, শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ-গৌতম

আছেন, সেই ভগবান গৌতমের এরূপ কল্যাণ-কীর্তি শব্দ উদ্গাত হইয়াছে : 'সেই ভগবান এই কারণে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, দম্য পুরুষ দমনে অনুত্তর সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান হন', সেই মাননীয় গৌতমের শয্যাই সজ্জিত আছে।"

"ভো ভারদ্বাজ, আমরা দুদৃশ্য দর্শন করিলাম, যেহেতু আমরা সেই ভূণহুর[১] (অপুষ্ট ইন্দ্রিয়ের) শয্যা দেখিলাম।"

"মাগন্দিয়, এই কথা রাখিয়া দাও, মাগন্দিয়, এই বাক্য সংযত করো। সেই মাননীয় গৌতমের প্রতি বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহপতি পণ্ডিত ও শ্রমণ পণ্ডিত সুপ্রসন্ন এবং আর্য (পরিশুদ্ধ) ন্যায় কুশল (নির্দোষ) ধর্মে বিনীত হইয়াছেন।"

"ভো ভারদ্বাজ, যদি আমরা সেই মাননীয় গৌতমকে সম্মুখে দেখি, তবে সম্মুখেও তাঁহাকে বলিতাম, 'শ্রমণ গৌতম ভূণহু'। ইহার কারণ কী? যেহেতু আমাদের সূত্রে (বেদে) এইরূপই আসিয়াছে।"

"যদি মাননীয় মাগন্দিয়ের গুরুভার মনে না হয় তবে আমরা শ্রমণ গৌতমকে ইহা বলিতে পারি।"

"ভারদ্বাজ, নিরুদ্বেগ চিত্তে আপনি তাঁহাকে আমার কথাই বলিতে পারেন।"

২০৮. ভগবান মনুষ্যাতীত, বিশুদ্ধ, দিব্যকর্ণ দ্বারা মাগন্দিয় পরিব্রাজকের সহিত ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের এই বাক্যালাপ শুনিতে পাইলেন। তখন ভগবান সায়ংকালীন ফল সমাপত্তি হইতে উঠিয়া যেখানে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের অগ্নিশালা তথায় উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আস্তৃত তৃণ শয্যাতেই বসিলেন। তখন ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন, ভগবানের সহিত সম্মোদন করিলেন, সম্মোদনীয় কথা শেষ করিয়া একান্তে বসিলেন; একান্তে উপবিষ্ট ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণকে ভগবান বলিলেন, "ভারদ্বাজ, এই তৃণ-আসন সম্বন্ধে তোমার ও মাগন্দিয় পরিব্রাজকের মধ্যে কোনো বাক্যালাপ হইয়াছে?"

এরূপ উক্ত হইলে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ সংবিগ্ন (প্রীতি-উৎফুল্ল) লোমহর্ষ

---

[১]। ভূণং বুচ্চতি বড্‌ঢিতং তং হনন্তী'তি ভূণহুণো। হতবুদ্ধি। চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের সংবরবিধান উহাদের শ্রীবৃদ্ধি হনন। পরিব্রাজকের ধারণা, উদার বিষয় উপহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বর্ধিত ও পুষ্ট করা উচিত, অননুভূতকে অনুভব করা, অদৃষ্ট দেখা এবং দৃষ্টকে অতিক্রম করা উচিত, ভগবান ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ সংযত করিয়া লোকের অবৃদ্ধি বা বিনাশ দেশনা করেন, ষড় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এরূপ। সে কারণে বলা হইল হতবুদ্ধি। (ম. টী.)

হইয়া ভগবানকে বলিলেন, "ইহাই আমরা মাননীয় গৌতমকে বলিতে ইচ্ছুক, অথচ মাননীয় গৌতম ইহাই অনাখ্যান করিলেন,বলিতে দিলেন না।"

২০৯. ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের সহিত ভগবানের এই কথাই চলিতেছিল। তখন মাগন্দিয় পরিব্রাজক পদব্রজে ভ্রমণ ও বিচরণ করিতে করিতে যথায় ভারদ্বাজের অগ্নিশালা এবং ভগবান আছেন তথায় পৌঁছিলেন, পৌঁছিয়া ভগবানের সহিত প্রীতি-সম্মোদন ও স্মরণীয় কথা শেষ করিয়া একান্তে বসিলেন, একান্তে উপবিষ্ট মাগন্দিয় পরিব্রাজককে ভগবান বলিলেন, "মাগন্দিয়, চক্ষু রূপারাম, (রূপ ইহার আরাম বা বাসস্থান) রূপে রত, রূপ-সম্মোদিত হয়, তথাগতের সে চক্ষু দান্ত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংবৃত এবং সংযমের নিমিত্ত তিনি ধর্মদেশনা করেন। মাগন্দিয়, এই উদ্দেশ্যে তুমি বলিয়াছ নহে কি শ্রমণ গৌতম ভূণহু হন?"

"ভো গৌতম, এই উদ্দেশ্যেই আমাকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে : 'শ্রমণ গৌতম ভূণহু হন। তাহার কারণ আমাদের সূত্রে এরূপই আসিয়াছে।"

"মাগন্দিয়, শ্রোত্র শব্দারাম...। ঘ্রাণ গন্ধারাম...। জিহ্বা রসারাম...। কায়া স্পৃষ্টব্যারাম...। মন ধর্মারাম...।"

২১০. "তাহা কী মনে করো, মাগন্দিয়, এক্ষেত্রে কোনো (পুরুষ) পূর্বে চক্ষু-বিজ্ঞেয় ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, প্রিয়-স্বভাব, কাম-সংযুক্ত ও রমণীয় রূপের দ্বারা অভিরমিত হইয়াছে; সে অপর সময়ে সেই রূপেরই সমুদয় অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব (দৈন্য) ও নিঃসরণ (নির্গমনোপায়) যথাভূত অবগত হইয়া, রূপ তৃষ্ণা প্রহাণ করিয়া, রূপ-পরিদাহ বিনোদন করিয়া, বিগত-পিপাসা ও আধ্যাত্মিক উপশান্ত চিত্ত হইয়া বাস করে। তাহার সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে?"

"কিছু নাই, ভো গৌতম,"

"ইহা কী মনে করো, মাগন্দিয়,... শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দভোগে অভিরমিত...।... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধভোগে অভিরমিত...।... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসভোগে অভিরমিত...।... কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্যভোগে অভিরমিত... অপর সময়ে সে যথাভূত জ্ঞাত হইয়া বিহার করে।... তৎসম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কী?"[১]

---

[১]। তুলনীয় ভগবানের আচার ও উপদেশ :
চক্‌খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু সাধু জিহ্বায সংবরো,
কাযেন সংবরো সাধু, সাধু বাচায সংবরো,

"কিছু নাই, ভো গৌতম!"

২১১. "মাগন্দিয়, পূর্বে গৃহী অবস্থায় আমি পঞ্চকামগুণে সমর্পিত সমঙ্গীভূত হইয়া চক্ষু-বিজ্ঞেয় ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, প্রিয়স্বভাব, কামসংযুক্ত ও রমনীয় রূপ দ্বারা পরিচিত হইয়াছি। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ দ্বারা..., ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ দ্বারা..., জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস দ্বারা..., কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য দ্বারা...। মাগন্দিয়, তখন আমার তিনখানি প্রাসাদ ছিল—এক বর্ষাকালিক, এক হৈমন্তিক এবং এক গ্রীষ্মকালীন। আমি বর্ষাঋতুর চারি মাস বর্ষাকালিক প্রাসাদে পুরুষহীন (স্ত্রী) তূর্য দ্বারা পরিচারিত (সেবিত) হইয়া নিম্ন প্রাসাদে অবতরণ করি নাই। সেই আমি অপর সময়ে কামসমূহেরেই (বিষয়ভোগের) সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথাভূত অবগত হইয়া, কামতৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া, কাম-পরিদাহ দমন করিয়া, কাম-পিপাসা রহিত ও আধ্যাত্মিক উপশান্ত চিত্ত হইয়া বিহার করি। (যখন) আমি অপর সত্ত্বগণকে কামে অবীতরাগ, কামতৃষ্ণা দ্বারা উপদ্রুত, কামানলে প্রজ্বলিত হইয়াও কাম পরিভোগ করিতে দর্শন করি, তখন আমি তাহাদিগকে স্পৃহা করি না, তাহাতে অভিরমিত হই না। তাহার কারণ কী? মাগন্দিয়, বিষয়ভোগ হইতে স্বতন্ত্র, অকুশল ধর্ম হইতে পৃথক।এই যে (ধ্যান ও ফল সমাপত্তিজনিত) রতি বিদ্যমান, তাহা দিব্যসুখকে অধিগ্রহিত[১] বা পরাভূত করিয়া স্থিত আছে। সেই রতিতে রমিত হইয়া আমি হীন রতিকে আর স্পৃহা করি না, উহাতে অভিরমিত হই না।"

২১২. "যেমন মাগন্দিয়, কোনো আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগসম্পন্ন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র পঞ্চকামগুণ—চক্ষু দ্বারা জ্ঞেয় ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, প্রিয়, কমনীয় ও রঞ্জনীয় রূপ... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পৃষ্টব্য দ্বারা সমর্পিত, সমঙ্গীভূত (সংযুক্ত) হইয়া বিহার করেন। তিনি কায় দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া, বাক্য দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া এবং মনো দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে ত্রয়োস্ত্রিংশবাসী দেবগণের সারূপ্যে উৎপন্ন হন। তিনি তথায় নন্দনবনে অপ্সরাসমূহ দ্বারা পরিবৃত হইয়া দিব্য পঞ্চকামগুণ দ্বারা সমর্পিত সমঙ্গীভূত হইয়া পরিভোগ করেন। তিনি কোনো গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রকে পঞ্চকামগুণে সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া

মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংবরো,
সব্বত্থ সংবুত ভিক্খু সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।

১। সম্যক অধিগমনপূর্বক নিগ্রহ করিয়া দিবা সুখ ও হীন প্রতিপন্ন করিয়া স্থিত। (টী.)

ভোগ করিতে দেখেন। তাহা কী মনে করো, মাগন্দিয়, কেমন নন্দনবনে অপ্সরাসমূহ পরিবৃত হইয়া পঞ্চ দিব্য কামগুণ দ্বারা সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া কামভোগের সময় সে দেবপুত্র কি অমুক গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের কিংবা মানুষের ভোগ্য পঞ্চ কামগুণের স্পৃহা করিবেন? অথবা মনুষ্য কামের প্রতি পুনরাগমন করিবেন? প্রলুব্ধ হইবেন?"

"ইহা কখনো সম্ভব নহে, ভো গৌতম,"।

"ইহার কারণ কী?"

"ভো গৌতম, মনুষ্য কাম হইতে দিব্য কামরাশি অতিক্রান্ত, (উচ্চ) তর, উৎকৃষ্টতর।"[১]

"এরূপই মাগন্দিয়, পূর্বে গৃহী অবস্থায় আমি...। মাগন্দিয়, যে রতি দিব্যসুখকে পরাভূত করিয়া স্থিত আছে, সেই রতি দ্বারা রমিত হইবার সময় আর হীন রতির প্রতি স্পৃহা করি নাই, তাহাতে অভিরমিত হই নাই।"

২১৩. "যেমন মাগন্দিয়, কোনো কুষ্ঠ রোগী পুরুষ ক্ষত শরীর, পক্ব (গলিত) দেহ, ক্রিমি দ্বারা ভক্ষিত অবস্থায়—নখে কণ্ডুয়ণ করিতে করিতে ব্রণমুখ (ঘা) ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া অঙ্গারগর্তে শরীর উত্তপ্ত করিতে থাকে। তাহার মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণ একজন শল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক তাহাকে ওষুধ প্রয়োগ করে, সে সেই ভৈষজ্য প্রভাবে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত, নীরোগ, সুখী, স্বাধীন, স্বয়ংবশী ও যথেচ্ছা গমনশীল হইল। এমন সময় সে অপর... ক্ষতশরীর... জ্বলন্ত, অঙ্গারগর্তে শরীর তপ্ত করিতে এক কুষ্ঠরোগীকে দেখিল। ইহা কী মনে করো, মাগন্দিয়, সেই নীরোগ ব্যক্তি কি অমুক কুষ্ঠরোগীর, অঙ্গারগর্তের কিংবা ওষুধ প্রয়োগের স্পৃহা করিবে?"

"নিশ্চয় না, ভো গৌতম,"।

"ইহার কারণ কী?"

"ভো গৌতম, রোগ থাকিলেই' তো ওষুধের প্রয়োজন, রোগ না থাকিলে ওষুধের প্রয়োজন আর থাকে না।"

"এইরূপই মাগন্দিয়, পূর্বে গৃহী অবস্থায় আমি... এখন তাহাতে অভিরমিত হই না।"

---

[১]। তুলনীয়—

কুসগ্গে উদকমাদায সমুদ্দে উদকং মিনে,
এবং মানুসকা কামা দিব্বকামান সন্তিকে। (প-সূ.)

২১৪. "যেমন মাগন্দিয়, ক্ষতশরীর... কুষ্ঠরোগী... চিকিৎসা দ্বারা কুষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। (তখন) বলবান দুই পুরুষ...দুই বাহু ধরিয়া তাহাকে অঙ্গারগর্তের দিকে সজোরে আকর্ষণ করে, তাহা কী মনে করো মাগন্দিয়, সে ব্যক্তি (না যাইবার জন্য) ইতস্তত শরীর নমিত করিবে নহে কি?"

"নিশ্চয়, ভো গৌতম," ।

"তার কারণ কী?"

"ভো গৌতম, সেই অগ্নি মহাতাপ, ভীষণ-দাহ ও দুঃখ-সংস্পর্শ।"

"ইহা কী মনে করো, মাগন্দিয়, এখনই কি সে অগ্নি মহাতাপ, ভীষণ-দাহ ও দুঃখ-সংস্পর্শ? অথবা পূর্বে (রোগের সময়ে)ও সে অগ্নি... দুঃখ-সংস্পর্শ ছিল?"

"ভো গৌতম, এখনো সে অগ্নি... দুঃখ-সংস্পর্শ, আর পূর্বেও... দুঃখ-সংস্পর্শই ছিল। কিন্তু ভো গৌতম, পূর্বে সে ক্ষতশরীর... উপহতেন্দ্রিয় (বিক্ষত-চর্ম) কুষ্ঠ রোগী অগ্নির দুঃখ-সংস্পর্শতেই—'সুখে আছে'—এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিল।"

এইরূপই মাগন্দিয়, কাম (বিষয়-ভোগ) অতীতকালেও মহাতাপ, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও দুঃখ-সংস্পর্শই ছিল; ভবিষ্যৎকালেও বর্তমান সময়েও তাহা মহাতাপ, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও দুঃখ-সংস্পর্শজনক। মাগন্দিয়, যাহারা কামে অবীতরাগ, কামতৃষ্ণা দ্বারা উপদ্রুত, কাম পরিদাহে দগ্ধ অবস্থায় ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে সেই প্রাণীগণ এই দুঃখ-সংস্পর্শ কামেতে—'সুখ আছে'—এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকে।"

২১৫. "যেমন মাগন্দিয়, ক্ষতশরীর... কুষ্ঠ রোগী অঙ্গারগর্তে শরীর তপ্ত করে। মাগন্দিয়, যে যেভাবে কোনো কুষ্ঠ রোগী... কৃমি উপদ্রুত শরীরকে চুলাকাইবে, তপ্ত করিবে; সেই সেই পরিমাণেই সে ক্ষত-মুখে অধিকতর অশুচি, অধিকতর দুর্গন্ধ ও অধিকতর পূঁয আসিবে। ব্রণমুখ কণ্ডুয়ণ-হেতু ক্ষণকালের তরে সামান্য রস, সামান্য আস্বাদ মনে হইয়া থাকে। এই প্রকারেই মাগন্দিয়, কামভোগে অবীত-রাগ-হেতু, কামতৃষ্ণা দ্বারা উপদ্রুত অবস্থায়, কামানলে প্রজ্বলিত অবস্থায় প্রাণীগণ কামসমূহ সেবন করিয়া থাকে। মাগন্দিয়, কাম-বিষয়ে অবীতরাগ... প্রাণীগণ যেই পরিমাণ কাম সেবন করিবে, সেই পরিমাণেই সেই প্রাণীদের কামতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইবে, কামানল প্রজ্বলিত হইবে; পঞ্চকামগুণ সেবায় ক্ষণিকের তরে তাহাদের সামান্য রস-বোধ ও আস্বাদের ভাণ হইতে পারে।"

"মাগন্দিয়, তাহা কী মনে করো, তুমি কোথাও দেখিয়াছ কিংবা শুনিয়াছ

কি যে পঞ্চবিধ কামগুণে সমর্পিত ও সংযুক্ত হইয়া কোনো রাজা কিংবা রাজার প্রধানমন্ত্রী—কামতৃষ্ণা পরিত্যাগ না করিয়া, কামানল না নিভাইয়া, পিপাসামুক্ত ও আধ্যাত্মিক উপশান্ত চিত্ত হইয়া বাস করিয়াছেন, বাস করেন বা বাস করিবেন?"

"কখনোই না, হে গৌতম,"।

"সাধু, মাগন্দিয়, আমিও তাহা দেখি নাই শুনিও নাই যে... কোনো রাজা বা রাজ মহামাত্য—কামতৃষ্ণা পরিত্যাগ না করিয়া... বাস করিবেন। কিন্তু মাগন্দিয়, যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কামপিপাসা রহিত হইয়াছেন, আপনার মধ্যে উপশান্ত চিত্ত হইয়া বিহার করিয়াছেন, করিতেছেন কিংবা করিবেন; তাঁহারা সকলে সমস্ত কামেরই সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথাভূত বিদিত হইয়া, কামতৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া, কাম-পরিদাহ বিনোদন করিয়া, কামপিপাসা রহিত হইয়া, আপনার ভিতরে উপশান্ত চিত্ত হইয়া বিহার করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন।"

অতঃপর ভগবান সেই সময় এই উদান উচ্চারণ করিলেন :

"আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ,
অমৃতগামীর মার্গ, অষ্টাঙ্গ পরম ক্ষেম।"

২১৬. এইরূপ উক্ত হইলে মাগন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, "আশ্চর্য, ভো গীতম, অদ্ভুত, ভো গৌতম, মাননীয় গৌতম দ্বারা কেমন সুভাষিত হইল : 'আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ।' আমিও, হে গৌতম, আমার পূর্ব পরিব্রাজক আচার্য-প্রাচার্যদের ভাষণে শুনিয়াছি : 'আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ'। উহার সহিত ইহা বেশ সামঞ্জস্য হইতেছে।"

"মাগন্দিয়, তুমি যে পূর্ব পরিব্রাজক আচার্য-প্রাচার্যদের ভাষণ শুনিয়াছ : 'আরোগ্য... পরম সুখ', উহাতে আরোগ্য কী প্রকার, আর নির্বাণই বা কী প্রকার?"

এইরূপই উক্ত হইলে মাগন্দিয় পরিব্রাজক কেবল স্বীয় দেহ হস্ত দ্বারা মার্জনা করিতে করিতে (বলিলেন), "ভো গৌতম, ইহাই আরোগ্য, ইহাই নির্বাণ[১], আমি এখন নিরোগ ও সুখী হই; কারণ আমার কোনো ব্যাধি নাই।"

২১৭. "যেমন মাগন্দিয়, জন্মান্ধ পুরুষ, সে না দেখে কাল-সাদা রূপ

---

[১]। সময়ে উদর স্পর্শ করিয়া 'ইহাই আরোগ্য', সময়ে মস্তক স্পর্শ করিয়া 'ইহাই নির্বাণ শান্তি', বলেন। (প-সূ.)

(দৃশ্য), না দেখে নীল রূপ, না দেখে পীত রূপ, না দেখে লোহিত রূপ, না দেখে মঞ্জিষ্ঠ রং এর রূপ, না দেখে সম-বিষম ভূমি, না দেখে (আকাশের) নক্ষত্ররাজি এবং না দেখে চন্দ্র-সূর্যকে। সে চক্ষুষ্মানের ভাষণে শুনিতে পায় যে, শ্বেতবস্ত্রই অতি স্বচ্ছ (উত্তম), সুন্দর, নির্মল ও শুচি। সে শ্বেতের সন্ধানে চলিল। তাহাকে কোনো পুরুষ তৈল-মসীসিক্ত গাঢ় কাল বস্ত্র দ্বারা বঞ্চিত করিল, 'হে পুরুষ, ইহাই তোমার অভিপ্রেত শ্বেতবস্ত্র—সুন্দর, নির্মল ও শুচি।' সে তাহাই গ্রহণ করে, গ্রহণ করিয়া পরিধান করে, পরিধান করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সন্তোষকর বাক্য উচ্চারণ করে—'অহো, শ্বেতবস্ত্র কেমন স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্মল ও শুচি!' তাহা কী মনে করো, মাগন্দিয়, কেমন সে জন্মান্ধ পুরুষ জানিয়া, দেখিয়া তৈল-মসীকৃত ঘন-কাল কাপড় গ্রহণ করে, পরিধান করে;... পরিধান করিয়া... সন্তোষকর বাক্য উচ্চারণ করে—'অহো, শ্বেতবস্ত্র..., অথবা চক্ষুষ্মানের প্রতি শ্রদ্ধাবশত?"

"ভো গৌতম, সে জন্মান্ধ পুরুষ না জানিয়া না দেখিয়াই সেই তৈল-মসীলিপ্ত... গ্রহণ করে, চক্ষুষ্মানের প্রতি শ্রদ্ধাবশত।

"এইরূপই মাগন্দিয়, অন্ধ নেত্রহীন অন্যতৈর্থিক (ভিন্ন মতালম্বী) পরিব্রাজকগণ আরোগ্য জানে নাই, নির্বাণ দেখে নাই, তথাপি এই গাথা বলিয়া থাকে : 'আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ।' মাগন্দিয়, পূর্বের অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ[১] এই গাথা ভাষণ করিয়াছেন :

'পার্থিব লাভের মাঝে সুস্থতা প্রধান,
উপশান্ত সুখ হয় পরম নির্বাণ;
মার্গ মধ্যে অষ্টাঙ্গিক সবার উত্তম,
অমৃতগামীর তরে ক্ষেম অনুপম।'"

২১৮. "সে গাথা (অংশ) বর্তমানে ধীরে ধীরে প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। মাগন্দিয়, এই শরীর রোগময়, গণ্ডময়, শল্যময়, অঘময় ও ব্যাধিমন্দির। তুমিই এই রোগময়... ব্যাধিমন্দির দেহকে বলিতেছ : 'ভো গৌতম, ইহাই আরোগ্য, ইহাই নির্বাণ।' সুতরাং মাগন্দিয়, তোমার সেই আর্যচক্ষু (পরিশুদ্ধ বিদর্শনজ্ঞান ও মার্গজ্ঞান) নাই, যেই আর্যচক্ষু (পরিশুদ্ধ বিদর্শনজ্ঞান ও মার্গজ্ঞান) নাই, যেই আর্যচক্ষু দ্বারা তুমি

---

[১]। এই ভদ্রকল্পের বিপশ্বী, কনকমুনি ও কাশ্যপ বুদ্ধ চারি পরিষদের মধ্যে বসিয়া এ গাথা ভাষণ করিয়াছেন। এই অর্থযুক্ত গাথা তদানীন্তন জনসাধারণ শিক্ষা করে। শাস্তার পরিনির্বাণ হইলে, ইহা পরিব্রাজকদের মধ্যে প্রচলিত হয়। তাঁহারা পুস্তকস্থ করিয়া পদদ্বয় মাত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। (প-সূ.)

আরোগ্য জানিতে পার ও নির্বাণ দেখিতে পার।”

“মাননীয় গৌতমের প্রতি আমি এমনই শ্রদ্ধা রাখি যে তিনি আমাকে তদ্রূপ ধর্মোপদেশ করিতে সমর্থ হইবেন, যে প্রকারে আমি আরোগ্য জানিতে পারি এবং নির্বাণ দেখিতে সক্ষম হই।”

২১৯. “যেমন মাগন্দিয়, কোনো জন্মান্ধ পুরুষ শ্বেত-কাল, নীল-পীত, লোহিত-মঞ্জিষ্ঠ রূপ (বর্ণ) দেখে না; সম-বিষম দেখে না; নক্ষত্র-রূপ দেখে না ও চন্দ্র ও সূর্যকে দেখে না। তাহার মিত্রামাত্য, জ্ঞাতি সলোহিতগণ একজন শল্যকর্তা ভিষককে আহ্বান করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক তাহাকে ওষুধ প্রয়োগ (চিকিৎসা) করেন। সেই ভৈষজ্য প্রয়োগে তাহার চক্ষু উৎপাদন করিতে সমর্থ হইল না, চক্ষু বিশুদ্ধ হইল না। ইহা কী মনে করো, মাগন্দিয়, কেমন সে চিকিৎসক কেবল ক্লান্তি ও বিঘাত বা দুঃখের ভাগী হইবে নহে কি?”

“হ্যাঁ, ভো গৌতম,”

“এইরূপ মাগন্দিয়, যদি আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ করি যে ‘ইহা আরোগ্য, ইহা নির্বাণ,’ আর তুমি সেই আরোগ্য জানিতে না পার, নির্বাণ দেখিতে অসমর্থ হও; তবে তাহা হইবে আমার ক্লান্তি, তাহা হইবে আমার বিঘাত।”

“মাননীয় গৌতমের প্রতি আমি এরূপ প্রসন্ন যে মাননীয় গৌতম আমাকে তথাবিধ ধর্মোপদেশ করিতে সমর্থ... যাহাতে আমি নির্বাণ দর্শনে সক্ষম হই।”

২২০. “যেমন মাগন্দিয়, জন্মান্ধ পুরুষ... চন্দ্র সূর্যকে দেখে না, অথচ সে চক্ষুষ্মানের ভাষণে শুনিতে পায়,...। সে তাহা গ্রহণ করে... পরিধান করে। অপর সময় তাহার মিত্রামাত্য ও জ্ঞাতি সলোহিতগণ কোনো শল্যকর্তা ভিষককে আহ্বান করে। তিনি... চিকিৎসার্থ ঊর্ধ্ব বিরেচন, অধ বিরেচন, অঞ্জন, প্রত্যঞ্জন, নস্যকর্ম (নাকে ভৈষজ্য প্রদান) করেন। তিনি ভৈষজ্য প্রদান করিয়া চক্ষু উৎপাদন করেন, চক্ষুদ্বার বিশোধন করেন। তাহার চক্ষু উৎপাদনের সাথে সাথেই সেই তৈল-মসীকৃত, কাল-ঘন বস্ত্রের (কাল ভেড়ার লোম নির্মিত বস্ত্রের) প্রতি তাহার যে ছন্দ-রাগ ছিল, উহা পরিত্যক্ত হয়। আর সে সেই বঞ্চক পুরুষকে অমিত্র মনে করে, প্রত্যর্থি বা শত্রু বলিয়া ধারণা করে। অথচ তাহার জীবন-নাশের প্রয়োজনও অনুভব করে, আহা, দীর্ঘদিন যাবৎ এই পুরুষ কর্তৃক তৈল-মসীলিপ্ত কাল-ঘন বস্ত্র দ্বারা আমি প্রতারিত, বঞ্চিত হইয়াছি যে, ‘হে পুরুষ ইহা তোমার অভিপ্রেত, অতিস্বচ্ছ,

সুন্দর, নির্মল ও শুচি শ্বেতবস্ত্র।'"

"এইরূপই মাগন্দিয়, আমি যদি তোমাকে ধর্মোপদেশ করি; 'ইহা আরোগ্য, ইহা নির্বাণ', আর তুমি আরোগ্য জানিতে পার, নির্বাণ দেখিতে পার; তবে তোমার চক্ষু উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের প্রতি তোমার যে ছন্দ-রাগ আছে, তাহা প্রহীণ হইবে। তোমার এ ধারণা জন্মিবে 'আহা, দীর্ঘকাল যাবৎ এই (সংসারাবর্ত অনুগত) চিত্তই আমাকে বঞ্চিত, বিকৃত ও প্রতারিত করিয়াছে। আমি রূপকেই (আপন বলিয়া) গ্রহণ (উপাদান) করিয়াছি, বেদনা..., সংজ্ঞা..., সংস্কার..., বিজ্ঞানকে (আপন বলিয়া) গ্রহণ করিয়াছি। আমার সেই উপাদান প্রত্যয় হইতে ভব (কর্ম), ভব-প্রত্যয় হইতে জাতি (জন্ম), জাতি-প্রত্যয় হইতে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন (ক্রন্দন)-দুঃখ-দৌর্মনস্য উপায়াস (মনস্তাপ) উৎপন্ন হইয়াছে।' এইরূপে কেবল অশেষ দুঃখস্কন্ধের (পুঞ্জের) সমুদয় (উৎপত্তি) হইতেছে।"

"আমি মান্য গৌতমের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা রাখিয়া গৌতমের অধিকার আছে যে আমাকে এ প্রকার ধর্মোপদেশ করিবেন যাহাতে আমি এই আসনেই জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া উঠিতে পারি।"

২২১. "তবে মাগন্দিয়, তুমি সৎপুরুষদিগকে সেবা করিও। যখন তুমি সৎপুরুষদের ভজন করিবে তখন তুমি সদ্ধর্ম শুনিতে পাইবে। যখন তুমি সদ্ধর্ম শুনিবে তখন হইতে তুমি ধর্মানুসারে[১] আচরণ করিবে। যখন তুমি ধর্মানুকুল আচরণ করিবে তখন হইতে স্বয়ংই জানিবে—ইহারা (পঞ্চোপাদান স্কন্ধ) রোগ, গণ্ড, শল্য; এ অবস্থায় যাবতীয় রোগ, গণ্ড, শল্য নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় (পঞ্চস্কন্ধের স্বরূপ ও পরিণাম অবগত হইলে তৎপ্রতি উপাদান বা গ্রহণেচ্ছা কমিয়া যায়)। তখন তোমার উপাদান নিরোধ-হেতু ভব নিরোধ হইবে, ভব নিরোধ-হেতু জাতি নিরোধ হইবে, জাতি বা জন্ম নিরোধ-হেতু জরা-মরণ-শোক-রোদন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস প্রভৃতি নিরুদ্ধ হইবে; এ প্রকারে কেবল এই দুঃখপুঞ্জের নিরোধ সংঘটিত হইয়া থাকে।"

২২২. এ প্রকার উপদিষ্ট হইলে মাগন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, "আশ্চর্য, ভো গৌতম, অতি উত্তম, ভো গৌতম, যেমন অধঃমুখকে ঊর্ধ্বমুখ করিলেন...। আমি ভগবান গৌতমের শরণ লইলাম ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘেরও। ভন্তে, ভগবৎ সমীপে আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে চাই, উপসম্পদা প্রার্থনা করি।"

---

[১]। নির্বাণধর্মের অনুকূল প্রতিপদা। (টীকা)

"মাগন্দিয়, যেকোনো ভূতপূর্ব অন্যতৈর্থিক এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রত্যাশা করে তাহাকে চারি মাস যাবৎ পরিবাস[১] করিতে হয়।"

"যদি ভন্তে,... পরিবাস করিতে (প্রয়োজন) হয়,... তবে আমি চারি বৎসরও পরিবাস করিব।"

মাগন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানের সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।

উপসম্পদা লাভের অচিরকাল পরে আয়ুষ্মান মাগন্দিয় একাকী নির্জনবিহারী... আত্মসংযমী হইয়া বিহার করিতে করিতে অনতিবিলম্বেই... অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অন্তিম (অর্হত্ত্ব) ফল ইহজীবনে উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন।... আয়ুষ্মান মাগন্দিয় অর্হৎদের অন্যতর হইলেন।

মাগন্দিয় সূত্র সমাপ্ত

৬. সন্দক সূত্র

২২৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান কৌসম্বীতে[২] ঘোষিতারামে বাস করিতেছেন। সেই সময় পঞ্চশত পরিব্রাজকের মহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত সন্দর পরিব্রাজক প্রক্ষগুহায়[৩] বাস করিতেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ সায়ংকালীন ধ্যান হইতে উঠিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "বন্ধুগণ, চলুন, যেখানে দেবকৃত-শ্বভ্র[৪] আছে, গুহা দর্শনার্থ আমরা তথায় যাই।"

"হ্যাঁ, বন্ধু," (বলিয়া) সে ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ বহু ভিক্ষুর সহিত যেখানে দেবকৃত-শ্বভ্র, তথায় উপস্থিত হইলেন।

সেই সময় সন্দক পরিব্রাজক বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের মধ্যে বহুবিধ নিরর্থক কথায়; যথা : রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সেনা-কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ-কথা, অন্ন-কথা, পান-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মালা-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা,

---

[১]। 'কুক্কুর ব্রতিক' সূত্রের (২/১/৭) শেষে দেখুন।

[২]। বর্তমান এলাহাবাদ জিলায় কৌসমের পার্শ্বে পভোসাতে।

[৩]। সে গুহাদ্বারে প্রক্ষ (অশ্বত্থ, পাকুর) বৃক্ষ ছিল। (প-সূ.)

[৪]। বর্ষোদকে খণিতস্থানে জাত জলাশয়। (প-সূ.) পভোসাতে কোনো প্রাকৃতিক জলকুণ্ড ছিল।

জনপদ-কথা, স্ত্রী-কথা, শূর-কথা, বিশিখা (রাস্তাবাসীদের)-কথা, কুম্ভস্থান (জলঘাটে কুম্ভবাসীদের)-কথা, পূর্বপ্রেত (অতীত-জ্ঞাতি)-কথা, নানাত্ব-কথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র-আখ্যায়িকা ইতি ষড়বিধ ভবাভব (এরূপ হইয়াছে বা এরূপ হয় নাই)-কথা আদিতে উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ, মহাকোলাহলে নিরত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। সন্দক পরিব্রাজক দূর হইতেই আয়ুষ্মান আনন্দকে আসিতে দেখিলেন,[১]) দেখিয়া আপন পরিষদকে বলিলেন, "আপনারা সকলে নীরব হউন, শব্দ করিবেন না। এই যে শ্রমণ গৌতমের শিষ্য শ্রমণ আনন্দ আসিতেছেন। শ্রমণ গৌতমের যে-সকল শ্রাবক কৌশাম্বীতে বাস করেন তাঁহাদের অন্যতর এ শ্রমণ আনন্দ। এই আয়ুষ্মানগণ নিঃশব্দকামী, নীরব বুদ্ধ দ্বারা বিনীত ও অল্পশব্দের প্রশংসাকারী হন।" পরিষদ অল্পশব্দ জানিয়া সম্ভবত তিনি এখানে আসার ইচ্ছা করিতে পারেন। তখন সে পরিব্রাজকগণ মৌনাবলম্বন করিলেন।

২২৪. তখন আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে সন্দক পরিব্রাজক আছেন, তথায় গেলেন। সন্দক পরিব্রাজক আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, আপনি আসুন, স্বাগতম মাননীয় আনন্দের। চিরকাল পর মাননীয় আনন্দ এদিকে আগমনের সুযোগ করিলেন। বসুন, মহানুভব আনন্দ, এই যে আসন সজ্জিত।"

আয়ুষ্মান আনন্দ সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। সন্দক পরিব্রাজকও এক নিচ-আসন লইয়া একান্তে বসিলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ একান্তে উপবিষ্ট সন্দক পরিব্রাজককে উলিলেন, "সন্দক, এখানে কি আলোচনায় (আপনারা) উপবিষ্ট ছিলেন? ইতিমধ্যে আপনাদের কি কথাই বা মাঝখানে অসম্পূর্ণ রহিল?"

"রেখে দিন (থাক) সে কথা, ভো আনন্দ, যে কথায় আমরা এখানে বসিয়াছিলাম পরেও ওকথা মাননীয় আনন্দের পক্ষে শ্রবণ করা দুর্লভ হইবে না। সাধু (বেশ), স্বীয় আচার্যমতের ধর্মকথা মহানুভব আনন্দের প্রতিভাত হউক।"

"তাহা হইলে, সন্দক, শুনুন, উত্তমরূপে মনে রাখুন, আমি ভাষণ করিব।"

"ভাল কথা" (বলিয়া) সন্দক পরিব্রাজক আয়ুষ্মান আনন্দকে উত্তর

---

[১]। বর্তমান অবস্থায় সন্দকও সঙ্কোচিত, বাহিরের কেহ দেখিলে লজ্জার কারণ হইবে ভাবিয়া ইতস্তত চাহিতেই আনন্দকে দেখিলেন। (প-সূ.)

দিলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ বলিলেন, "সেই ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ চারি প্রকার অব্রহ্মচর্যবাস বর্ণনা করিয়াছেন, আর চারি আশ্বাস (ভরসা) রহিত ব্রহ্মচর্যবাস (সন্যাস) বলিয়াছেন যাহাতে বিজ্ঞ-পুরুষ নিশ্চয় ব্রহ্মচর্যবাস করেন না। বাস করিলেও ন্যায় (নির্বাণ) কুশল (নিরবদ্য) ধর্ম আরাধনা করিতে সমর্থ হন না।"

"হে আনন্দ, সেই ভগবান... কোনো চারি প্রকার অব্রহ্মচর্যবাস... বর্ণনা করিয়াছেন?"

২২৫. "সন্দক, জগতে কোনো শাস্তা (গুরু, পন্থাচালক) এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হন[১], 'দানের ফল নাই, যজ্ঞের ফল নাই, হবণের ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক নাই, পরলোকস্থের ইহলোক নাই, ইহলোকস্থের পরলোক নাই, মাতৃ-কর্তব্যের ফল নাই, পিতৃ-কর্তব্যের ফল নাই, উপপাতিক (মৃত্যুর পর উৎপন্ন হইবার মত) সত্ত্ব নাই। এমন কোনো সম্যকগত ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া (পরকে) প্রকাশ করেন। এই পুরুষ চতুর্মহাভূতময়। যখন মৃত্যু হয়—(দেহের) পৃথিবী (বাহিরের) পৃথিবী কায়ে উপনীত হয়; মিশিয়া যায়; আপ আপ-কায়ে... মিশিয়া যায়; তেজ তেজ-কায়ে... মিশিয়া যায়; বায়ু বায়ু-কায়ে... মিশিয়া যায়। ইন্দ্রিয়সমূহ[২] আকাশে সংক্রমণ করে, পুরুষেরা মঞ্চে করিয়া মৃতদেহ লইয়া যায়, শ্মশানে দাহ পর্যন্ত পদসমূহ (গুণ-দোষ বা পদচিহ্ন) জানা যায়। অস্থিগুলি কপোত-শুভ্র হয়। দানাদি আহুতিরাশি ভস্মে পর্যবসিত হয়। দান ধূর্তের নির্দেশ, যাঁহারা কিছু আস্তিকবাদ বলেন তাঁহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা-বিলাপ[৩]। মূর্খ বা পণ্ডিত দেহ-ত্যাগের পর (সকলেই) উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, বিনষ্ট হইয়া যায়, মৃত্যুর পর কেহ থাকে না।' সন্দক, এই সম্বন্ধে বিজ্ঞ-পুরুষ এই প্রকার বিচার করেন—এই মাননীয় শাস্তা (শিক্ষাদাতা) এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন, 'দানফল নাই...। যদি এই শাস্তার বাক্য সত্য হয়, তবে (পুণ্য) না করিলেও এই মতে আমার কৃত হইয়াছে, (ব্রহ্মচর্য) বাস না করিয়াও আমার ব্রহ্মচর্য পূর্ণ হইয়াছে। এই শ্রমণধর্মে (নাস্তিকগুরু আর আমি) আমরা উভয়ে সমসম

১। অজিত কেশকম্বলের মত। (হিন্দি ১২৪, ১৪৭ পৃষ্ঠায় দেখ)

২। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন।

৩। চার্বাক মতের সহিত কিছুটা মিল আছে।

শ্রামণ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বলি না যে আমরা দুইজনই দেহ-ত্যাগে উচ্ছিন্ন হইব, বিনাশ হইব, মৃত্যুর পর আর থাকিব না। তবে এই মাননীয় শাস্তার এই যে নগ্নতা, মুণ্ডতা, উৎকট তপস্যা (উক্কুটিকপ্পধান) ও কেশশ্মশ্রু লুঞ্চন (ছেদন) নিরর্থক (নিষ্প্রয়োজন), যেহেতু আমি যখন পুত্র-সম্বাধ শয্যায় (গৃহে) বাস করিয়া, কাশীজাত চন্দন চর্চিত হইয়া, মালা-সুগন্ধ-বিলেপন ধারণ করিয়া, সোনা-চাঁদি গ্রহণ করিয়াও মৃত্যুর পর এই মান্য শাস্তার সহিত সমগতি প্রাপ্ত হইব। তখন আমি কি বুঝিয়া, কি দেখিয়া এই (নাস্তিকবাদী) শাস্তার সমীপে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব? (এই প্রকারে) ইহা অব্রহ্মচর্যবাস বিদিত হইয়া সে উদাসীন হয়, সেই ব্রহ্মচর্য হইতে চলিয়া যায়।' সন্দক, ইহাই সেই... ভগবান প্রথম অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন যাহাতে বিজ্ঞ-পুরুষ...।" (১)

২২৬. "পুনরায় সন্দক, জগতে কোনো শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন হন[১], '(স্বহস্তে, পাপ) করিলে, (আদেশ দ্বারা) করাইলে, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) ছেদন করিলে, করাইলে, পরকে-দণ্ডাঘাত করিলে, করাইলে, শোকার্ত করাইলে, কষ্ট দেওয়াইলে, দলন করিলে, করাইলে, প্রাণিহত্যা করিলে, করাইলে, চুরি করিলে, করাইলে, সন্ধিচ্ছেদ করিলে, গ্রাম লুণ্ঠন করিলে, এক ঘর লুট করিলে, পথে ডাকাতি করিলে, পরদার গমন করিলে, মিথ্যা বলিলে, পাপ ইচ্ছায় করিলেও তাহাতে পাপ হয় না। ক্ষুরসম ধারাল চক্র দ্বারা যদি কেহ এই পৃথিবীর প্রাণীগণকে এক মাংসরাশি, এক মাংসপুঞ্জ করে, তাহার দরুন পাপ হইবে না, পাপের আগমন হইবে না। যদি হত্যা করিতে করিতে, আঘাত করিতে করিতে, ছেদন করিতে করিতে, ছেদন করাইতে করাইতে, তাড়ন করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণতীরে যায়, তথাপি তদ্দরুণ পাপ নাই, পাপের আগমন নাই। আবার দান দিতে দিতে ও দেওয়াইতে দেওয়াইতে, যজ্ঞ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে যদি গঙ্গার উত্তরতীরেও যায় তদ্দরুণ পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, (ইন্দ্রিয়) দম, সংযম, সত্য দ্বারা পুণ্য নাই, পুণ্যের আগমন নাই।' সন্দক, তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞ-পুরুষ এ প্রকার চিন্তা করেন, এই মান্য শাস্তা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন হন, 'করিলে ও করাইলে...। যদি এই শাস্তার বাণী সত্য হয়...। তবে আমরা উভয়েই সমান শ্রামণ্য (সমভাব) প্রাপ্ত হইয়াছি।... দুইজনেরই করিবার সময় পাপ হয় না।... তবে এই

[১]। অপণ্ণক সূত্রে বর্ণিত পূর্ণকাশ্যপ দ্রষ্টব্য।

শাস্তার নগ্নতা... নিরর্থক।...।' ইহাই সন্দক, সেই... ভগবান দ্বিতীয় অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন... ।" (২)

২২৭. "পুনশ্চ সন্দক, জগতে কোনো শাস্তা এরূপবাদী ও এরূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন হন, 'সত্ত্বদের সংক্লেশের নিমিত্ত কোনো হেতু নাই, প্রত্যয় নাই। অহেতু অপ্রত্যয়াৎ সত্ত্বগণ সংক্লেশ (চিত্ত-মালিন্য) প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বদের চিত্ত-বিশুদ্ধির কোনো হেতু নাই, প্রত্যয় নাই। হেতু ও প্রত্যয় ব্যতীত প্রাণীরা বিশুদ্ধ হয়। (তন্নিমিত্ত) বল নাই, বীর্য নাই, পুরুষের স্থাম বা দৃঢ়তা নাই, পুরুষ পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সর্বসত্ত্ব, সর্বপ্রাণী, সর্বভূত ও সর্বজীব অবশী (অস্বাধীন), বল-বীর্যহীন, নিয়তি-সঙ্গতি স্বভাবে বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া ষড়বিধ[১] জাতিতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।... যদি... এই শাস্তার বাণী সত্য হয়...। তবে আমরা উভয়েই হেতু-প্রত্যয় বিনাই শুদ্ধ হইয়া যাইব।...।' ইহাই সন্দক, সেই... ভগবান তৃতীয় অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন।... "(৩)

২২৮. পুনশ্চ সন্দক, লোকে কোনো শাস্তা এরূপবাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হন, 'এই সপ্তকায় অকৃত, অকৃত-বিধান, অনির্মিত অনির্মাপিত, বন্ধ্যা (অফল), কূটস্থ (পর্বত কূটবৎ স্থিত), ঐশিক স্তম্ভবৎ[২] স্থির থাকে; তাহারা বিচলিত হয় না, বিকার প্রাপ্ত হয় না, একে অন্যের বাধা সৃষ্টি করে না, পরস্পরের সুখ, দুঃখ কিংবা সুখ-দুঃখের নিমিত্ত হইতে সমর্থ নহে। সেই সপ্তকায় কী? পৃথিবী-কায় (সমূহ), আপ-কায়, তেজ-কায়, বায়ু-কায়, সুখ, দুঃখ ও জীব—এই সপ্ত। এই সপ্তকায় অকৃত... সুখ-দুঃখের নিমিত্ত হইতে সমর্থ নহে। তথায় হন্তা (হত্যাকারী) নাই কিংবা ঘাতয়িতা (হত্যার আদেশদাতা) নাই, শ্রোতা নাই, বক্তা নাই, বিজ্ঞাত নাই, বিজ্ঞাপক নাই। যাহারা তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা শিরচ্ছেদও করে (তথাপি) কেহ কাহারও জীবন নাশ করে না। সপ্তবিধ কায়ার অভ্যন্তরে বিবরে (খালিস্থানে) শস্ত্র পতিত হয় বা প্রবেশ করে। ইহারাই প্রধান যোনি, চৌদ্দশত-সহস্র, (অপর) ষাটশত, ছয়শত ও পঞ্চশত কর্ম, পঞ্চ ও তিন কর্ম, এক কর্ম ও অর্ধ কর্ম, বাষট্টি

---

[১]। কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, হরিদ্রা, শুক্ল, পরমশুক্ল, (প-সূ.)।

[২]। অভিপ্রায়—বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে বলিয়া যাহা বলা যায় তাহা মুঞ্জতৃণ থেকে ইসিকার (শীর্ষের) ন্যায় বিদ্যমান বস্তুই উৎপন্ন হয়। ঐশিকাস্থ স্থায়ী স্থিত এই পাঠও দেখা যায়, উহা সুনিখাত ঐশিক স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল স্থিরের দ্যোতক। কূটস্থ ও ঐশিকস্তম্ভবৎ স্থির পদদ্বয় দ্বারা অবিনাশত্ব পূর্বপদদ্বয়ে অজাতত্ব প্রদর্শিত হইল। (টীকা)

প্রতিপদ, বাষট্টি অন্তরকল্প, ছয় অভিজাতি, আট পুরুষ ভূমি[১], ঊনপঞ্চাশ আজীব শত, একূন পঞ্চাশ পরিব্রাজক শত, ঊনপঞ্চাশ শত নাগের আবাস, বিংশ শত ইন্দ্রিয়, ত্রিংশ শত নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সপ্ত সংজ্ঞাপন (পশু) গর্ভ, সপ্তঅসংজ্ঞাবান (শম্য) গর্ভ, সপ্ত (ইক্ষু আদি) গ্রন্থ জাত গর্ভ, সপ্তদেব, সপ্তমনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সরোবর, সপ্তগ্রন্থি (পমুটা), সপ্তমহাপ্রপাত, সাতশ ক্ষুদ্র প্রপাত, সাত মহাস্বপ্ন, সাতাশ ক্ষুদ্র স্বপ্ন, (ইহাতে) চুরাশি শত সহস্র মহাকল্প পর্যন্ত সন্ধাবন ও সংসরণ করিয়া মূর্খ আর পণ্ডিত (সকলে) দুঃখের অন্তসাধন করিবে। তথায় ইহা নাই—আমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা অপরিপক্ব কর্মকে পরিপাক করিব পরিপক্ব কর্ম ভোগ করিয়া শেষ করিব। সুখ-দুঃখকে দ্রোণ দ্বারা পরিমাণ করা যায় না, সংসারের হানি-বৃদ্ধি ও উৎকর্ষাপকর্ষ নাই, যেমন সূতারগুলি নিক্ষিপ্ত হইলে সূত্র পরিমাণেই নিঃশেষে খুলিয়া বিস্তৃত হয়, এইরূপেই মূর্খ আর পণ্ডিত (সকলেই) সন্ধাবন, সংসরণ করিয়াই দুঃখের অন্ত করিবেন।' এই সম্বন্ধে সন্দক, বিজ্ঞ-পুরুষ এই চিন্তা করেন, 'এখানে এই যে শাস্তা এরূপবাদী ও দৃষ্টিসম্পন্ন হন...। যেমন সূতার গুলি...। যদি এই শাস্তার বাক্য সত্য হয় তবে এক্ষেত্রে না করিয়াও আমরা কর্ম করিলাম...। সুতরাং এখানে শাস্তার নগ্নতা...।' ইহাই সন্দক, সেই... ভগবান চতুর্থ অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন...।" (৪)

"সন্দক, সেই... ভগবান এই চতুর্বিধ অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন।"

"আশ্চর্য, ভো আনন্দ, অদ্ভুত, ভো আনন্দ,...। ভগবান এই চারি অব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন...। কিন্তু হে আনন্দ, সেই... ভগবান কোন চারি অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন... ?"

২২৯. "সন্দক, এখানে কোনো শাস্তা সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অশেষ জ্ঞানদর্শন জানার দাবি করেন[২]—'চলনে, দাঁড়ানে, সুপ্ত ও জাগ্রত অবস্থায় সদাসর্বদা আমার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত (পচ্চুপটিতং) থাকে।' তথাপি তিনি শূন্য গৃহেও প্রবেশ করেন, (তথায়) ভিক্ষাও লাভ করেন না, কুকুরও দংশন করে, চণ্ডহস্তিরও সম্মুখীন হন, চণ্ড অশ্বের সম্মুখেও পড়েন, প্রচণ্ড গরুর সম্মুখেও পড়েন; (সর্বজ্ঞ হইয়াও) স্ত্রী-পুরুষের নাম-গোত্রও জিজ্ঞাসা করেন, গ্রাম-নিগমের নাম ও রাস্তা জিজ্ঞাসা করেন। (আপনি সর্বজ্ঞ হইয়া) এই কি (করিতেছেন)? জিজ্ঞাসিত হইলে, 'শূন্য গৃহে প্রবেশে আমার নিয়তি ছিল,

---

[১]। মন্দভূমি, ক্রীড়া, বীমংসা, উজুগত, শিক্ষা, শ্রমণ, জিন, পন্নভূমি।

[২]। নিগণ্ঠ নাথপুত্ত।

তাই প্রবেশ করিলাম, ভিক্ষা না পাইবার নিয়তি ছিল, তাই পাইলাম না, কুকুর দংশনের নিয়তি ছিল, তাই দংশিত হইলাম, হাতীর সহিত মিলনের ছিল...।' তথায় সন্দক, বিজ্ঞ-পুরুষ এরূপ চিন্তা করেন : এই শাস্তা যখন সর্বজ্ঞের দাবি করিতেছেন... (তখন) তিনি 'এই ব্রহ্মচর্য (পন্থা) আশ্বাসজনক নহে' ইহা জ্ঞাত হইয়া সেই ব্রহ্মচর্য হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রস্থান করেন। ইহাই সন্দক, সেই... ভগবান প্রথম অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন...।" (১)

২৩০. "পুনশ্চ সন্দক, এখানে কোনো শাস্তা আনুশ্রাবিক (অনুশ্রবাশ্রিত) অনুশ্রব (শ্রুতিকে) সত্যরূপে মান্য করে। তিনি '(শ্রুতিতে) এরূপ', '(স্মৃতিতে) এরূপ' অনুশ্রব দ্বারা পরম্পরায় পিটক বা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা ধর্মোপদেশ করেন। সন্দক, আনুশ্রাবিক অনুশ্রবকে সত্য মান্যকারী শাস্তার অনুশ্রব অনুশ্রুতও হইতে পারে, দুঃশ্রুতও হইতে পারে। তদ্রূপ (যথার্থ)ও হইতে পারে, অন্যথাও হইতে পারে। তথায় সন্দক, বিজ্ঞ-পুরুষ ইহা চিন্তা করেন—এই শাস্তা অনুশ্রাবিক...। তিনি 'এই ব্রহ্মচর্য আশ্বাসজনক নহে' ইহা জ্ঞাত হইয়া...। দ্বিতীয় অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন...।" (২)

২৩১. "পুনশ্চ সন্দক, এখানে কোনো শাস্তা তার্কিক (তর্ক বা ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ) মীমাংসক হন। তিনি তর্কাহরিত ও মীমাংসানুচরিত স্বীয় প্রতিভালব্ধ ধর্মের উপদেশ করেন। সন্দক, তার্কিক ও মীমাংসক শাস্তার বিচার সুতর্কিতও হইতে পারে, দুঃতর্কিতও হইতে পারে। তথাও হইতে পারে, অন্যথাও হইতে পারে।... তৃতীয় অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলা হইয়াছে...।" (৩)

২৩২. "পুনশ্চ সন্দক, এখানে কোনো শাস্তা[১] মন্দবুদ্ধি, অতিমূঢ় হন। তিনি মন্দবুদ্ধি ও মূঢ়তা-হেতু তথা তথা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া বাক্য বিক্ষেপ, অমর-বিক্ষেপ প্রাপ্ত হন, 'এরূপও আমার মত নহে, তদ্রূপও আমার মত নহে, অন্যথাও আমার মত নহে, নহেও আমার মত নহে, না-নহেও আমার মত নহে।' তথায় সন্দক, বিজ্ঞ-পুরুষ এই চিন্তা করেন... চতুর্থ অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলা হইয়াছে...।" (৪)

"সন্দক, সেই... ভগবান এই চারি প্রকার অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্যবাস বলিয়াছেন...।"

"আশ্চর্য, ভো আনন্দ, অদ্ভুত, হে আনন্দ, এযাবৎ সে ভগবান চারি প্রকার অনাশ্বাসিক ব্রহ্মচর্য বলিয়াছেন। কিন্তু ভো আনন্দ, সেই যে শাস্তা তিনি কি

---

[১]। সঞ্জয়বেলট্‌ঠি পুত্ত।

মতবাদী, কি উপদেশ করেন, যাহাতে বিজ্ঞপুরুষ নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মচর্যবাস করেন; বাস করিয়া ন্যায় ও কুশলধর্মের আরাধনা করিতে সমর্থ হন?”

২৩৩. “সন্দক, এক্ষেত্রে তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর-পুরুষ-দম্য সারথী, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান লোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি দেব-নর সহিত এই লোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন।... ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। সেই ধর্ম গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র শ্রবণ করেন[১]...। তিনি সংশয় ত্যাগ করিয়া সংশয় রহিত হন।”

সন্দক, তিনি চিত্তের (সমাধির) উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দুর্বলকারী এই পঞ্চ নীবরণকে পরিত্যাগ করিয়া কাম ও অকুশধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। সন্দক, যে শাস্তার সান্নিধ্যে শ্রাবক এবম্বিধ উদার বিশেষ অধিগত হয়, তাঁহার সমীপে বিজ্ঞ-পুরুষ নিশ্চয় ব্রহ্মচর্যবাস করিবেন; বাস করিয়াই ন্যায় ও কুশলধর্মের আরাধনা করিতে সমর্থ হইবেন।”

“পুনশ্চ সন্দক,... ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।... তৃতীয় ধ্যান...। চতুর্থ ধ্যান...।... পূর্বজন্ম স্মরণ করেন,...। কর্মানুসার জন্মগ্রহণ করিতে সত্ত্বগণকে দেখিতে পান।... আসবসমূহ হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে ‘বিমুক্ত’ এই জ্ঞান হয়, জন্ম ক্ষীণ হয়, ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত হয়। করণীয় কৃত, ইহার নিমিত্ত অপর কর্তব্য নাই, জানিতে পারেন।...।”

২৩৪. “হে আনন্দ, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, অবসিতবান, কৃত-করণীয়, পরিত্যক্ত ভার, সদর্থপ্রাপ্ত, পরিক্ষীণ ভব সংযোজন, সম্যক জ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত; তিনি কাম ভোগ করেন কি?”

“সন্দক, যে ভিক্ষু অর্হৎ... বিমুক্ত হন, তিনি পঞ্চবিধ অপকর্ম আচরণ করিতে অসমর্থ হন। ক্ষীণাসব ভিক্ষু (১) জ্ঞাতসারে প্রাণিহত্যা করিতে অসমর্থ হন, (২) চুরি করিতে অসমর্থ হন, (৩)... মৈথুন সেবন করিতে অসমর্থ হন, (৪) জ্ঞানপূর্বক মিথ্যা ভাষণ করিতে অসমর্থ হন, (৫) ক্ষীণাসব ভিক্ষু পূর্বে গৃহী অবস্থার ন্যায় ভোগ্যবস্তুসমূহ সঞ্চিত রাখিয়া পরিভোগ করিতে অসমর্থ হন।...।”

২৩৫. “ভো আনন্দ, যে ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব... বিমুক্ত হন,... তাঁহার চলনে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে সদাসর্বদা জ্ঞানদর্শন উপস্থিত থাকে কি

---

[১]। কন্দরক সূত্রের ১০ অনুচ্ছেদের ন্যায় বিস্তার করিতে হইবে।

'আমার আসব ক্ষয় হইয়াছে?'"

"তাহা হইলে সন্দক, তোমাকে উপমা প্রদান করিতেছি। এ ক্ষেত্রে উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ-পুরুষেরা ভাষণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সন্দক, যেমন কোনো ব্যক্তির হস্ত-পদ ছিন্ন হইয়াছে। তাহার চলনে, উপবেশনে, শয়নে ও জাগরণে সদাসর্বদা তাহার হস্ত-পদ ছিন্ন। সুতরাং তাহা প্রত্যবেক্ষণ করা মাত্রই জানিতে পারে—'আমার হস্ত-পদ ছিন্ন হইয়াছে'। সেইরূপই সন্দক, যিনি ক্ষীণাসব... মুক্ত হইয়াছেন,... তাঁহার আসবসমূহ সদাসর্বদা ক্ষীণই থাকে। সুতরাং তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিবার সময় তিনি জানিতে পারেন—'আমার আসব ক্ষীণ হইয়াছে।'"

২৩৬. "ভো আনন্দ, এই ধর্মবিনয়ে কত বহু মার্গ-দর্শক (নিয্যাতা) আছেন?"

"সন্দক, একশ, দুইশ, তিনশ, চার-পাঁচশ নহেন, পরন্তু তদপেক্ষাও অধিক নিয্যাতা এই ধর্মবিনয়ে বিদ্যমান।"

"আশ্চর্য, ভো আনন্দ, অদ্ভুত, হে আনন্দ, স্ব-ধর্মকে উকর্ষ করা কিংবা পরধর্মকে নিন্দা করা হইবে না। অথচ যথাস্থানে (বিস্তৃতভাবে) ধর্মদেশনা হইবে। আর এত অধিকতর নিয্যাতাও প্রদর্শিত হইল। এই মৃতবৎসারপুত্র আজীবকগণ নিজকেই উৎকর্ষ করে, পরকে করে অপকর্ষ; তিনজনকে মার্গ-দর্শক বলিয়া থাকে; যথা : নন্দবাৎস্য, কৃশ-সাংকৃত্য ও মক্‌খলি গোশালকে।"

তখন সন্দক পরিব্রাজক আপন পরিষদকে আমন্ত্রণ করিলেন, আপনারা সকলে শ্রমণ গৌতম সমীপেই ব্রহ্মচর্যবাস করুন, তথায় প্রকৃত ব্রহ্মচর্য আছে। আমার পক্ষে লাভ-সৎকার প্রশংসা ত্যাগ করা আপাতত সহজ নহে। এ প্রকারেই সন্দক পরিব্রাজক স্বীয় পরিষদকে ভগবৎ সমীপে ব্রহ্মচর্য-বাসের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন[১]।"

সন্দক সূত্র সমাপ্ত

৭. মহা-সকুলুদায়ি সূত্র

২৩৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবন-কলন্দক নিবাপে বিহার করিতেছেন। সেই সময় কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মোর-নিবাপে[২]

---

[১]। শ্রাবকভাষিত।

[২]। তথায় ময়ূরগণের অভয় ঘোষণা ও খাদ্যদান করা হইয়াছিল। (প-সূ.)

পরিব্রাজক আরামে বাস করিতেন; যেমন : অন্নভার, ববধর আর সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক তথা অপর অভিজ্ঞাত পরিব্রাজকগণ।

তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে (অন্তর্বাস) পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া রাজগৃহে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলেন। ভগবানের মনে হইল : "রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং যেখানে মোর-নিবাপ পরিব্রাজক-আরাম, যেখানে সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক আসেন, তথায় গেলেই ভালো হয়।" তখন ভগবান যেখানে মোর-নিবাপ পরিব্রাজকারাম, তথায় গেলেন। সেই সময় সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক[১]... মহতী পরিব্রাজক পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক দূর হইতেই ভগবানকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া স্বীয় পরিষদকে বলিলেন,... ভগবান সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক সমীপে উপনীত হইলেন। সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, "আসুন, ভন্তে, ভগবান। ভন্তে, ভগবানকে স্বাগতম। ভন্তে, ভগবান, চিরকাল পর এখানে আগমনের সুযোগ করিলেন। ভন্তে, ভগবান, বসুন, এই যে আসন সজ্জিত।"

২৩৮. ভগবান সজ্জিত আসনে বসিলেন। সকুল-উদায়ি পরিব্রাজকও এক নিচ আসন লইয়া একান্তে বসিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সকুল-উদায়ি পরিব্রাজককে ভগবান বলিলেন, "উদায়ি, এখন তোমরা কী কথায় বসিয়াছিলে, তোমাদের মধ্যে কী কথা হইতেছিল?"

"রেখেদিন, ভন্তে, সে কথা, যে কথায় এখন আমরা বসিয়াছিলাম। ভন্তে, এ কথা পরেও শ্রবণ করা ভগবানের পক্ষে দুর্লভ হইবে না। ভন্তে, পূর্ব পূর্বতর দিনে কুতুহল শালায়[২] উপবিষ্ট ও সম্মিলিত নানা তীর্থিক (সম্প্রদায়ের) শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই কথা প্রসঙ্গ উৎপন্ন হয় : 'ওহে, অঙ্গ-মগধবাসীর একান্তই লাভ, অঙ্গ-মগধবাসীর মহালাভ সুলব্ধ হইল; যেহেতু রাজগৃহে এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সংঘপতি, গণী, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, বহুজনের সুসম্মানিত তীর্থঙ্কর (পন্থা-স্থাপক) বর্ষাবাসে প্রবৃত হইয়াছেন। এই যে পূরাণকাশ্যপ সংঘী, গণী, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, বহুজন সুসম্মানিত তীর্থঙ্কর হন, তিনিও রাজগৃহে বর্ষাবাসের নিমিত্ত আসিয়াছেন।... এই যে মক্‌খলি গোশাল...। অজিত কেশকম্বল...।... পকুধ কাত্যায়ন...।...

---

[১]। সন্দক সূত্রের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

[২]। তন্নামক কোনো স্বতন্ত্রশালা ছিল না। সাধারণ ধর্মশালায় নানামতের সাধুগণের বাদ-বিবাদে কুতূহল উৎপন্ন হওয়ায় এই নাম হয়। (প-সূ.)

সঞ্জয়বেলট্‌ঠিপুত্ত... ।... নিগণ্ঠ নাতপুত্ত... । এই যে শ্রমণ গৌতমও সংঘী... । তিনিও রাজগৃহে বর্ষাবাসের নিমিত্ত উপস্থিত আছেন। এই সকল ভাগ্যবান... বহুজনের সুসম্মানিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে কে শ্রাবকদের দ্বারা সৎকৃত, গৌরবকৃত, সম্মানিত ও পূজিত হন? শ্রাবকগণ কাহাকে অধিকতর সম্মান ও গৌরব করিয়া আশ্রয়ে বিহার করেন?”

২৩৯. তথায় কেহ কেহ এইরূপ বলিলেন, “এই যে পূরণকাশ্যপ সংঘী... হন,... তিনি শ্রাবকদের সৎকৃত... পূজিত নহেন। পূরণ-কাশ্যপকে শ্রাবকগণ সৎকার, গৌরব, সম্মান, পূজা করিয়া আশ্রয়ে বিহার করেন না। অতীতে (এক সময়) পূরণকাশ্যপ অনেক শত পরিসায় (পরিষদে) ধর্মোপদেশ করিতেছিলেন। তথায় পূরণকাশ্যপের এক শ্রাবক শব্দ করিলেন, ‘মহাশয়গণ, পূরণকাশ্যপকে এই সম্বন্ধে (এতমত্থং) জিজ্ঞাসা করিবেন না। তিনি ইহা জানেন না। আমরা ইহা জানি। আমাদিগকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। আমরা ইহা আপনাদিগকে বর্ণনা করিব।’ সেই সময় পূরণকাশ্যপ বাহু জড়াইয়া চীৎকার করিতে থাকেন (কদন্তো)—মহাশয়গণ, চুপ করুন, আপনারা শব্দ করিবেন না। এ সকল লোক আপনাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। আমাদিগকে ইঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সুতরাং আমরা ইহার উত্তর দিব।’ কিন্তু (চুপ করাইতে) পারিলেন না। পূরণকাশ্যপের বহু শ্রাবক বিবাদ বা দোষারোপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল—‘তুমি এ ধর্মবিনয় জান না, আমি এ ধর্মবিনয় জানি। কিরূপে তুমি এ ধর্মবিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন হও, আমি সত্যারূঢ় (সম্যক প্রতিপন্ন) হই। আমার বচন (সার্থক), তোমার নিরর্থক হয়। পূর্বের বচনীয় তুমি পরে বল, পরের বচনীয় পূর্বে বল। অনভ্যস্থকে (অবিচীর্ণকে) তুমি বিপর্যস্থ করিতেছ। তোমার বাদে নিগ্রহ আরোপিত হইয়াছে। বাদ (দোষ) মোচনার্থ যত্ন করো, অথবা যদি সমর্থ হও তবে গ্রন্থি খোল।’ এ প্রকারে পূরণকাশ্যপ শ্রাবকদের দ্বারা সৎকৃত হন না এবং পূজিত হন না।... অধিকন্তু পূরণকাশ্যপ স্বাভাবিক আক্রোশে আক্রোশিত হইয়াছেন।”

[মক্‌খলি গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত ও নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সম্বন্ধেও এরূপ মন্তব্য।]

২৪০. কেহ কেহ বলিলেন, “এই শ্রমণ গৌতম... সংঘী... হন। আর তিনি শ্রাবকদের... পূজিত হন...। শ্রাবকগণ শ্রমণ গৌতমকে সৎকার, গৌরবসহকারে আশ্রয় লইয়া বিহার করেন। পূর্বে এক সময় শ্রমণ গৌতম অনেক শত সভাতে ধর্মোপদেশ করিতেছেন। তথায় শ্রমণ গৌতমের

শ্রাবকদের একজন কাশিলেন। অপর সব্রহ্মচারী জানুতে স্পর্শ করিয়া সংক্ষেত করিলেন, 'আয়ুষ্মান নীরব হউন, আয়ুষ্মান শব্দ করিবেন না। শাস্তা আমাদিগকে ধর্মোপদেশ করিতেছেন।' যে সময়ে শ্রমণ গৌতম অনেক শত পরিষদে ধর্মোপদেশ করেন, সেই সময়ে শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকদের হাঁচি বা কাশির শব্দ পর্যন্তও হয় না। তাঁহার প্রতি জনতা প্রত্যাশানুরূপে (মনোযোগসহকারে) প্রস্তুত থাকে যে ভগবান আমাদিগকে যে ধর্ম ভাষণ করিবেন তাহা আমরা শুনিব। যেমন কোনো ব্যক্তি চারি মহাপথের সংযোগ স্থলে ক্ষুদ্র মক্ষিকা-সঞ্চিত নির্দোষ মধু প্রদান করে, তাহাতে বৃহৎ জনতা প্রত্যাশানুরূপ উপস্থিত থাকে। সেইরূপ যখন শ্রমণ গৌতম অনেক শত পরিষদে ধর্মোপদেশ করেন, তখন বৃহৎ জনতা আশানুরূপ ধর্ম শ্রবণ করেন।"

"শ্রমণ গৌতমের যে সব শ্রাবক সব্রহ্মচারীদের সাথে সামান্য বিবাদ করিয়া (ভিক্ষু) শিক্ষা ত্যাগ করে ও হীন (গৃহস্থ) আশ্রমে ফিরিয়া যায়, তাহারাও শাস্তার প্রশংসক হয়, ধর্ম-প্রশংসক হয় এবং সংঘ-প্রশংসক হয়; পর নিন্দুক নহে, আত্ম নিন্দুকই হয়—'আমরাই এ ক্ষেত্রে হতভাগ্য, পুণ্যহীন যেহেতু এমন স্বাখ্যাত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াও আমরা যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে সমর্থ হইলাম না।' তাহারা আরামিক (আরাম-সেবক) কিংবা গৃহস্থ (উপাসক) হইয়া পঞ্চবিধ শিক্ষাপদ (নীতি) গ্রহণ ও পালন করিয়া জীবন যাপন করে। এ প্রকারে শ্রমণ গৌতম শ্রাবকদের... পূজিত হন। শ্রমণ গৌতমকে শ্রাবকগণ সৎকার, গৌরবসহকারে আশ্রয় লইয়া বিহার করেন।"

২৪১. "উদায়ি, তুমি আমাতে কত ধর্ম (গুণ) দেখিতেছ, যে কারণে শ্রাবকগণ আমাকে... পূজা করে... ?"

"ভন্তে, ভগবানে আমি পঞ্চধর্ম দেখিতেছি, যদ্ধেতু ভগবানকে শ্রাবকগণ... পূজা করেন...। সেই পঞ্চ কী? ভন্তে, ভগবান, (১) অল্পাহারী এবং অল্প আহারের প্রশংসাকারী, ভন্তে, ভগবান যে অল্পাহারী, অল্পাহারের প্রশংসক হন। ইহাই আমি ভন্তে, ভগবানে প্রথম ধর্ম দেখিতেছি, যে কারণে ভগবানের শ্রাবকগণ...।

(২) ভগবান ভালো-মন্দ চীবর দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন এবং ইতরিতর চীবরে সন্তুষ্টতার প্রশংসক...।

(৩) যেমন-তেমন পিণ্ডপাত দ্বারা সন্তুষ্ট এবং... সন্তুষ্টতার প্রশংসক...।

(৪)... শয়নাসনের দ্বারা সন্তুষ্ট এবং... সন্তুষ্টতার প্রশংসক...।

(৫)... নির্জনবাসী এবং...নির্জন বাসের প্রশংসক...।

ভন্তে, ভগবানের নিকট এই পঞ্চধর্ম দেখিতেছি...।"

২৪২. "উদায়ি, 'শ্রমণ গৌতম অল্পাহারী, অল্পাহার প্রশংসক হন', ইহাতে যদি শ্রাবকগণ আমাকে... পূজা করে... আশ্রয় করিয়া বিহার করে; তবে উদায়ি, আমার শ্রাবকেরা কোষক (ভাজন) আহারী,[১] অর্ধ কোষকাহারী, বেল পরিমাণ ভোজী এবং অর্ধবেল পরিমাণ ভোজীও আছে। উদায়ি, আমি কদাচিৎ এই পাত্রের সম পরিমাণও ভোজন করি, অধিকও ভোজন করি। যদি... 'অল্পভোজী ও অল্পাহার প্রশংসক হন' এই হেতু... পূজা করে...; তবে উদায়ি, আমার যে সব শ্রাবক... অর্ধবেল পরিমাণ ভোজী তাহারা এই ব্যবহারের (অল্পাহারতার) দরুন আমাকে সৎকার করিত না...।" (১)

"উদায়ি,... 'যেমন-তেমন চীবর দ্বারা সন্তুষ্ট, সন্তুষ্টতার প্রশংসক হন', ইহাতে যদি শ্রাবকগণ আমাকে পূজা করে...; তবে উদায়ি, আমার শ্রাবকেরা পাংশুকুলিক, লূখ (বিশ্রী) চীবরধারী আছে, তাহারা শ্মশান, আবর্জনাস্তূপ হইতে এবং বিপণির ছিন্ন অন্ত, (পার) হীন বস্ত্রখণ্ড সঞ্চয় করিয়া সংঘাটী তৈরি ও ধারণ করে, উদায়ি, আমি কখনো কখনো দৃঢ়, শস্ত্র-লুখ, অলাবু লোমবৎ সুক্ষ্ম, গৃহপতি প্রদত্ত চীবরও পরিধান করে...।" (২)

"উদায়ি,... 'যেমন-তেমন পিণ্ডপাত দ্বারা সন্তুষ্ট, সন্তুষ্টতার প্রশংসক হন', এই কারণে যদি আমাকে শ্রাবকেরা পূজা করে...; তবে উদায়ি, আমার শ্রাবকগণ পিণ্ডপাতিক (ভিক্ষাজীবী) সপদানচারী (ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে ভিক্ষাচরণকারী) উঞ্ছব্রতে রতও আছে, তাহারা গ্রামে প্রবিষ্ট অবস্থায় আসনে নিমন্ত্রিত হইলেও গ্রহণ করে না। আমি নাকি উদায়ি, কখনো কখনো নিমন্ত্রিত শালিধানের কালিমাহীন ভাত, অনেক সূপ, অনেক ব্যঞ্জনও ভোজন করি...।" (৩)

"উদায়ি, 'যেমন-তেমন শয়নাসনে সন্তুষ্ট সন্তুষ্টতার প্রশংসক হন', ইহাতে যদি আমাকে শ্রাবকেরা... পূজা করে...; তবে উদায়ি, আমার শ্রাবকেরা বৃক্ষমূলিক ও অব্ভোকাসিক (বৃক্ষের নিচে ও উন্মুক্ত স্থানে বাসের) ধূতাঙ্গ ব্রতধারীও আছে। তাহারা আট মাস (চীবর রক্ষার্থ বর্ষা চার মাস ব্যতীত) আচ্ছাদনের নিচে যায় না। আমি তো উদায়ি, কখনো কখনো উল্লিপ্ত-অবলিপ্ত বায়ুরহিত দরজা-জানালাবদ্ধ কূটাগারে (প্রাসাদোপরিও) বিহার করি...।" (৪)

---

[১]। ক্ষুদ্র সরাব পরিমাণ অন্নভোজী। (প-সূ.)

"উদায়ি,... 'নির্জনবাসী... নির্জন প্রশংসক হন', ইহাতে যদি আমাকে শ্রাবকেরা পূজা করে...; তবে উদায়ি, আমার শ্রাবকেরা আরণ্যক (সতত অরণ্যবাসী) প্রান্তবর্তী শয়নাসন (গ্রাম হইতে দূরে) বিহারী আছে। (তাহারা) অরণ্যে বন-পন্থ প্রান্তবর্তী শয়নাসনে প্রবেশ করিয়া বিহার করে। তাহারা প্রত্যেক অর্ধমাসে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের নিমিত্ত সংঘমধ্যে আসিয়া থাকে। অথচ উদায়ি, আমি কোনো কোনো সময় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থঙ্কর এবং তীর্থঙ্কর শ্রাবকের দ্বারা আকীর্ণ হইয়া বিহার করি...। এই প্রকারে উদায়ি, আমাকে শ্রাবকগণ এই পঞ্চধর্ম (গুণ) হেতু... পূজা করে...।" (৫)

২৪৩. "উদায়ি, অপর পাঁচধর্ম আছে, যদ্বারা শ্রাবকগণ আমাকে... পূজা করে...। সেই পাঁচ কী? এখানে উদায়ি, শ্রাবকগণ আমার অধিশীল (অনন্য সাধারণ চরিত্র) হেতু... সম্মান করে, 'শ্রমণ গৌতম শীলবান হন, পরম শীলস্কন্ধ (সদাচারসমূহ) দ্বারা সংযুক্ত হন।' উদায়ি, যে-সকল শ্রাবক আমার শীলে বিশ্বাস করে...; ইহাই উদায়ি, প্রথম ধর্ম, যে কারণে... শ্রাবকগণ আমাকে পূজা করে।" (১)

২৪৪. "পুনশ্চ উদায়ি, শ্রাবকগণ আমার অভিক্রান্ত-জ্ঞানদর্শনকেই (সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকেই) সম্মানিত করে জানিয়াই শ্রমণ গৌতম বলেন, 'আমি জানি', দেখিয়াই শ্রমণ গৌতম বলেন, 'আমি দেখি'। অভিজ্ঞাত হইয়াই শ্রমণ গৌতম ধর্মোপদেশ করেন, অভিজ্ঞাত না হইয়া নহে। সনিদান (কারণ সহিত) শ্রমণ গৌতম ধর্মোপদেশ করেন, অনিদান নহে। (দেশনাবিলাস) যুক্ত... ধর্মোপদেশ করেন, প্রতিহার্য রহিত নহে;...।" (২)

২৪৫. "পুনরায় উদায়ি, শ্রাবকেরা আমাকে অধিপ্রজ্ঞার (প্রত্যুৎপন্ন প্রজ্ঞার) দরুন সম্মানিত করে, 'প্রজ্ঞাবান শ্রমণ গৌতম, পরম প্রজ্ঞাস্কন্ধ সমন্বিত হন।' সে কারণে অনাগত বাদ-বিবাদমার্গ দেখা যায় না। (বর্তমানে) উৎপন্ন পর-প্রবাদ ন্যায় ধর্মানুসারে উত্তমরূপে নিগ্রহ (খণ্ডন) করিবে না, এমন সম্ভাবনা নাই। ইহা কী মনে করো, উদায়ি, কেমন শ্রাবকেরা এই প্রকারে জানিয়া, এই প্রকারে সত্যদর্শী হইয়া আমার উপদেশের সময় মাঝে মাঝে কথা বলিবে?"

"না, ভন্তে,"

"উদায়ি, আমি শ্রাবকদের নিকট অনুশাসন প্রত্যাশা করি না। পরন্তু শ্রাবকেরা আমারই উপদেশের প্রত্যাশা রাখে। (৩)

২৪৬. "পুনশ্চ উদায়ি, আমার শ্রাবকেরা যে দুঃখ দ্বারা দুঃখাবতীর্ণ, দুঃখ-

নিমজ্জিত (অভিভূত) হয়, তাহারা আমার নিকট আসিয়া দুঃখ-আর্যসত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। এরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তাহাদিগকে দুঃখ-আর্যসত্য বর্ণনা করি, প্রশ্নোত্তর দ্বারা আমি তাহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট করি। তাহারা আসিয়া আমাকে দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য ও দুঃখ-নিরোধগামিনী-প্রতিপদা আর্যসত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে...।" (৪)

২৪৭. "পুনশ্চ উদায়ি, আমি শ্রাবকদিগকে প্রতিপদা বা মার্গ বলিয়াছি যেভাবে প্রতিপন্ন হইয়া শ্রাবকগণ চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্থান ভাবনা করিতে পারে। এখানে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (বিষয়ে) অভিধ্যা দৌর্মনস্যকে দমন করিয়া কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করে; বেদনাসমূহে বেদনানুদর্শী..., চিত্তে চিত্তানুদর্শী... ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করে। আর সেই বিষয়ে আমার বহু শ্রাবক অভিজ্ঞতার অবসান[১] ও পরমোৎকর্ষত্ব (অর্হত্ত্ব) প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।" (৫)

"পুনশ্চ উদায়ি, আমি শ্রাবকগণকে সেই প্রতিপদা বলিয়াছি যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকেরা চতুর্বিধ সম্যক প্রধান বৃদ্ধি করিতে পারে। উদায়ি, এখানে ভিক্ষু (১) অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম[২] অনুৎপত্তির নিমিত্ত ছন্দ (রুচি) জন্মায়, প্রচেষ্টা করে, বীর্য-প্রবর্তন করে, চিত্ত নিয়োজিত করে, উপায় উদ্ভাবন করে। (২) উৎপন্ন পাপ-অকুশলধমের্র প্রহারের নিমিত্ত...। (৩) অনুৎপন্ন কুশলধর্মের[৩] উৎপত্তির নিমিত্ত...। (৪) উৎপন্ন কুশলধর্মের[৪] স্থিতি, (অসম্মোসায) অভিবৃদ্ধির বা বিপুলতার নিমিত্ত, ভাবনায় পরিপূর্ণতার নিমিত্ত ছন্দ উৎপন্ন করে,...। তথায়ও আমার বহু শ্রাবক অভিজ্ঞার অবসান, পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।"

"পুনশ্চ উদায়ি, শ্রাবকদিগকে আমা দ্বারা সেই মার্গ কথিত হইয়াছে, যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকেরা চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করিতে পারে। উদায়ি, এখানে (১) ছন্দ-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। (২) বীর্য-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। (৩) চিত্ত-সমাধি...। (৪) বীমাংসা (পরীক্ষামূলক জ্ঞান) সমাধি...। তথায়ও আমার বহু শ্রাবক অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।"

---

[১]। সাধারণত অভিজ্ঞা ছয় প্রকার, তন্মধ্যে ষষ্ঠাভিজ্ঞা অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞান, তাহার অবসান ও উৎকর্ষতাকে অর্হত্ব ফল বলা হয়। (টীকা)

[২]। লোভ-দ্বেষ-মোহ আদি (প-সূ.)

[৩]। শমথ-বিদর্শন মার্গ। (প-সূ.)

[৪]। মার্গবাদ। (প-সূ.)

"পুনরায় উদায়ি,... যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকেরা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করিতে পারে। উদায়ি, এখানে ভিক্ষু উপশমগামী ও সমাধিগামী (মার্গগামী) (১) শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে। (২) বীর্য-ইন্দ্রিয়ের...। (৩) স্মৃতি-ইন্দ্রিয়ের...। (৪) সমাধি-ইন্দ্রিয়ের...। (৫) প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ের...।"

"পুনশ্চ উদায়ি,... পঞ্চ বলের ভাবনা করে।... (১) শ্রদ্ধাবলের...। (২) বীর্যবলের...। (৩) স্মৃতিবলের...। (৪) সমাধিবলের...। (৫) প্রজ্ঞাবলের...।"

"পুনশ্চ উদায়ি,... সপ্তবোধি-অঙ্গের ভাবনা করে। এখানে উদায়ি, ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী[১] (১) স্মৃতি-সম্বোধি অঙ্গ...। (২) ধর্মবিচয় সম্বোধি অঙ্গ...। (৩) বীর্য-সম্বোধি অঙ্গ...। (৪) প্রীতি-সম্বোধি অঙ্গ...। (৫) প্রশান্তি-সম্বোধি অঙ্গ...। (৬) সমাধি-সম্বোধি অঙ্গ...। (৭) উপেক্ষা-সম্বোধি অঙ্গ...।"

"পুনশ্চ উদায়ি,... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভাবনা করে। উদায়ি, এখানে ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবনা করে।...।"

২৪৮. "পুনরায় উদায়ি,...আট বিমোক্ষের ভাবনা করে (১) রূপী (স্বীয় কেশাদি নিমিত্তে উৎপন্ন রূপধ্যানী ধ্যানচক্ষু দ্বারা) রূপসমূহ (বাহ্যিক নীল কৃৎস্নাদি) দর্শন করে, ইহা প্রথম বিমোক্ষ[২]। (২) অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী (স্বীয় কেশাদিতে অনুৎপাদিত রূপধ্যানী) বাহ্যিক রূপসমূহ (নীলাদি আরম্মণ) দর্শন করে, ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ[৩]। (৩) শুভরূপেই বিশ্বাস (অধিমুক্তি) হয় (নীলাদি বর্ণ কৃৎস্ন বিশুদ্ধ হইলে ধ্যানও বিশুদ্ধ হয়), ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ। (৪) সর্বথা রূপ-সংজ্ঞার সমতিক্রম করিয়া প্রতিঘ-সংজ্ঞার অস্তগমন-হেতু নানাত্ব সংজ্ঞার অমনসিকার-হেতু 'আকাশ অনন্ত' এই আকাশ-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ। (৫) সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে,...। (৬) সর্বথা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে অতিক্রম করিয়া 'কিছু নাই' এই আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে,...। (৭) সর্বথা আকিঞ্চনায়তনকে

---

[১]। বিসর্জন (বোস্সগ্গ) দ্বিবিধ ত্যাগ ও উল্লম্ফন, মার্গক্ষণে ক্লেশ ত্যাগ হয়, ফলক্ষণে নির্বাণ উল্লম্ফনবৎ হয়।

[২]। ইহা দ্বারা অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক বস্তুজ কৃৎস্ন ধ্যানলাভ প্রদর্শিত হইল। (প. স. ম.)

[৩]। ইহা দ্বারা বাহ্যিক পরিকর্ম করিয়া বাহিরেই লব্ধ ধ্যানী। (প. স. ম.)

অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন (যে সমাধির অবস্থাকে চেতন কিংবা অচেতন বলা যায় না) প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে,...। (৮) সর্বথা নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তনকে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা বেদয়িত (বেদনা) নিরোধ (যাবতীয় চেতনের নিরোধ) প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ইহা অষ্টম বিমোক্ষ। ইহাতেও আমার বহু শ্রাবক... অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।"

২৪৯. "পুনশ্চ, উদায়ি,... আট অভিভূ-আয়তন ভাবনা করিয়া থাকে। (১) যোগাবচর শরীর অভ্যন্তরে (অধ্যাত্ম) রূপ-সংজ্ঞী (রূপ আলম্বন করিয়া ধ্যানলাভী)—বাহিরে সুবর্ণ-দুর্বর্ণ সামান্য রূপরাশি দর্শন করে, তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া 'জানি, দেখি' এরূপ সংজ্ঞা বা ধারণা পোষণকারী হয়, ইহা প্রথম অভিভূ-আয়তন। (২) কেহ আধ্যাত্মিক রূপ-সংজ্ঞী—বাহিরে সুবর্ণ দুর্বর্ণ অপ্রমাণ—(বহু পরিমাণ) রূপরাশি দর্শন করে, সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া 'জানি, দেখি' এরূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন হয়,...। (৩) কেহ আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞী—বাহিরে সামান্য সুবর্ণ-দুর্বর্ণ দর্শন করে, সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া 'জানি, দেখি' এরূপ সংজ্ঞাবলম্বী হয়,...। (৪) কেহ আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞী—বাহ্যিক সুবর্ণ-দুর্বর্ণ অপ্রমাণ রূপকে দর্শন করে,...। (৫) কেহ আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞী—বাহ্যিক নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস রূপরাশি দর্শন করে। যেমন ঊমাপুষ্প[১] (অপরাজিতা?) নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস; অথবা যেমন উভয়দিক হইতে বিমৃষ্ট (কোমল, মসৃণ,) নীল... বারাণসীজাত[২] বস্ত্র, এই প্রকারেই কেহ আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞী বাহ্যিক নীল... রূপকে দর্শন করে, উহাদিগকে অভিভূত করিয়া 'জানি, দেখি' এই সংজ্ঞী হয়।...। (৬) আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞী—বাহ্যিক রূপ পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীত-নিভাস রূপসমূহ দর্শন করে। যেমন পীত... কর্ণিকার সদৃশ... পীত বারাণসীজাত বস্ত্র...। (৭) আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞী—কেহ বাহ্যিক লোহিত, লোহিত বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিত-নিভাসসম্পন্ন রূপরাশি দর্শন করে। যেমন...বন্ধুজীবক পুষ্প, অথবা যেমন লাল বারাণসীজাত বস্ত্র...। (৮) আধ্যাত্মিক অরূপ-সংজ্ঞী—কেহ বাহ্যিক অবদাত (শ্বেত), অবদাত বর্ণ... অবদাত রূপকে দর্শন করে। যেমন অবদাত শুকতারা (ঔষধিতারা), অথবা যেমন বারাণসীজাত শ্বেতবস্ত্র...।

---

[১]। এই পুষ্প স্নিগ্ধ, মৃদু, দেখিতে নীলবর্ণ হয়।

[২]। তথায় কার্পাসও কোমল, মসৃণ, সূত্রকর্তনকারী তথা ঝোলাও চতুর, জলও সু-বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ। তথাকার বস্ত্র উভয় দিক থেকে কোমল, মসৃণ ও স্নিগ্ধ হয়। (অ. ক.)

এই অষ্টবিধ অভিভূ আয়তনের বশীভাব প্রাপ্ত বহু শ্রাবক আছে,... ।"

২৫০. "পুনশ্চ, উদায়ি, দশ কৃৎস্ন-আয়তনের (কাসিনায়তনের) ভাবনা করিয়া থাকে। (১) কেহ ঊর্ধ্ব, অধ চতুর্দিকে অদ্বিতীয় অপ্রমাণ পৃথিবীকৃৎস্ন (সমস্ত পৃথিবীকে) জানে। (২) আপকৃৎস্ন (সমস্ত জলকে) জানে। (৩) তেজকৃৎস্ন (সমস্ত তাপকে) জানে। (৪) বায়ুকৃৎস্ন (সমস্ত বায়ুকে) জানে। (৫) নীলকৃৎস্ন (সমস্ত নীল রংকে) জানে। (৬) পীতকৃৎস্ন (সমস্ত পীত রংকে) জানে। (৭) লোহিতকৃৎস্ন (সমস্ত লাল রংকে) জানে। (৮) অবদাতকৃৎস্ন (সমস্ত শ্বেত রংকে জানে। (৯) আকাশকৃৎস্ন (সমস্ত আকাশকে) জানে। (১০) বিজ্ঞানকৃৎস্ন (সমস্ত চেতনাময় চিন্মাত্রকে) জানে।"

২৫১. "পুনশ্চ উদায়ি,... চতুর্বিধ ধ্যান ভাবনা করিয়া থাকে। উদায়ি, ভিক্ষু কাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিতর্ক-বিচার সহিত বিবেকজ প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সে এই শরীরকেই বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা প্লাবিত, (চতুর্দিক) পরিপ্লাবিত করে, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে। তাঁহার সর্ব শরীরের কোনো অংশ বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা অস্ফুট থাকে না। যেমন উদায়ি, দক্ষ (চতুর) স্নাপক (নহাপিত) কিংবা স্নাপকের অন্তেবাসী কাঁসের থালায় স্নানীয়-চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া জল সিঞ্চনপূর্বক মর্দন ও পিণ্ড করে, সেই স্নানীয়-পিণ্ড শুভ (স্বচ্ছতা) অনুগত, শুভ-পরিগত ও অন্তর-বাহির সমভাবে শুভ দ্বারা স্পর্শিত ও সিক্ত হয়। সেইরূপ উদায়ি, এই দেহ বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা প্লাবিত, পরিপ্লাবিত করে, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে... ।"

"পুনরায় উদায়ি, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমহেতু... দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সে এই শরীরকে সমাধিজ প্রীতি-সুখ দ্বারা প্লাবিত, পরিপ্লাবিত করে, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে। তাহার সর্বব্যাপী কায়ের কোনো অংশ সমাধিজ প্রীতি-সুখ দ্বারা অস্ফুট থাকে না। যেমন উদায়ি, উদকোৎস স্ফীত উদক-হ্রদ, উহার পূর্বদিকে জল আগমনের মার্গ নাই, পশ্চিমদিকে জল আগমনের মার্গ নাই, দক্ষিণদিকে জল আগমনের মার্গ নাই এবং উত্তরদিকেও জল আগমনের মার্গ নাই। সময়ে সময়ে মেঘও বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে না। তথাপি সেই উদক-হ্রদ হইতে সুশীতল বারিধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া সে উদক-হৃদকে শীতল জল দ্বারা প্লাবিত ও সর্বথা প্লাবিত করে, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে। এই সর্বব্যাপী উদক-হ্রদের কোনো অংশ শীতল জলে অস্ফুট থাকে না। এইরূপই উদায়ি, এই শরীরে সর্বত্র সমাধিজ প্রীতি-সুখ দ্বারা... ।"

"পুনরায় উদায়ি, ভিক্ষু প্রীতির বিরাগহেতু তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সে এই শরীর প্রীতিহীন সুখ দ্বারা প্লাবিত পরিপ্লাবিত করে...। যেমন উদায়ি, উৎপল, পদ্ম, পুণ্ডরীকিণীর মধ্যে কোনো কোনো উৎপল, পদ্ম ও পুণ্ডরীক জলে উৎপন্ন, উদকে সংবর্ধিত উদকানুদ্গত (উপরে অনুত্থিত) অভ্যন্তরে নিমগ্ন ও পোষিত, মূল হইতে অগ্র পর্যন্ত শীতল জল দ্বারা প্লাবিত, নিমর্জিত... থাকে। সেইরূপ উদায়ি, ভিক্ষু এই কায়কে নিষ্প্রীতিক সুখ দ্বারা...।"

"পুনরায় উদায়ি, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখের প্রহাণহেতু, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের অস্তগমনহেতু অদুঃখ-অসুখ উপেক্ষা স্মৃতি-পারিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সে এই শরীরকে পরিশুদ্ধ (উপক্লেশ রহিত) পর্যাবদাত (প্রভাস্বর) চিত্ত দ্বারা বিস্তারিত করিয়া বিহার করে। যেমন উদায়ি, কোনো পুরুষ শ্বেতবস্ত্র দ্বারা সকীর্ষ আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া থাকে। সেইরূপেই উদায়ি, ভিক্ষু এই শরীর...। তথায়ও আমার বহু শ্রাবক অভিজ্ঞার অবসান প্রাপ্ত (অর্হত্ত্বমার্গ প্রাপ্ত) ও অভিজ্ঞার পারমী প্রাপ্ত (অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত) হইয়া বিহার করে।"

২৫২. "পুনশ্চ, উদায়ি, আমি শ্রাবকদিগকে সেই মার্গ বলিয়াছি, যথা প্রতিপন্ন আমার শ্রাবকগণ এরূপ জানিতে পারে—'আমার এই শরীর রূপবান, চাতুর্মহাভৌতিক, মাতৃপিতৃসম্ভূত, অন্ন-ব্যঞ্জন সঞ্চয়, অনিত্য-উৎসাদন, পরিমর্দন-ভেদন-বিধ্বংসন স্বভাব; আর আমার এই বিজ্ঞান (চেতনাংশ) ইহাতে (চাতুর্মহাভৌতিক দেহে) আশ্রিত, ইহাতে প্রতিবদ্ধ।' যেমন উদায়ি, সুন্দর উত্তম জাতীয় অষ্টাংশ, সুমসৃণ, স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, সর্ব আকারযুক্ত বৈদুর্যমণি (হীরা), তাহাতে নীল, পীত, লোহিত, অবদাতসূত্র বা পাণ্ডুসূত্র গ্রথিত হয়, উহাকে চক্ষুষ্মান পুরুষ হস্তে, লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করে; 'ইহা সুন্দর... বৈদূর্যমণি,... সূত্র-গ্রথিত।' এইরূপেই উদায়ি, আমি... বলিয়া দিয়াছি...। তাহাতেও আমার বহু শ্রাবক...।"

২৫৩. "পুনশ্চ, উদায়ি,... সেই মার্গ বলা হইয়াছে, যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকগণ এই দেহ হইতে মনোময়, সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত, অবিকল-ইন্দ্রিয়, অন্য জরদেহ নির্মাণ করিতে পারে। যেমন উদায়ি, মুঞ্জতৃণ হইতে ঈষীকা (শীর্ষ) উৎপাটন করা হয়। উহার এই ধারণা হয়—'ইহা মুঞ্জ, ইহা শীর্ষ। মুঞ্জ অন্য, শীর্ষ অন্য। মুঞ্জ হইতেই শীর্ষ উৎপাটিত।' যেমন উদায়ি, কোনো পুরুষ কোষ হইতে অসি বাহির করে, তাহার এই ধারণা হয়—'এই অসি, এই কোষ। অসি স্বতন্ত্র, কোষ স্বতন্ত্র। কোষ হইতেই অসি

বাহির করা হইয়াছে।' যেমন উদায়ি, করণ্ড হইতে সর্প বাহির করা হয়।...।
এইরূপেই উদায়ি,... মার্গ বলা হইয়াছে।"

২৫৪. "পুনশ্চ উদায়ি,... সেই মার্গ বলা হইয়াছে যেই মার্গারূঢ় হইয়া আমার শ্রাবকগণ অনেক প্রকারের ঋদ্ধিবিধ (যোগ-বিভূতি) অনুভব করে; 'এক হইয়াও বহুবিধ হয়, বহুবিধ হইয়াও এক হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (করে), যেমন দেওয়ালের বাহিরে, প্রাকারের বাহিরে, পর্বতের বাহিরে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে পার হইয়া যায়; জলের ন্যায় মাটিতেও ডুব দেয়, ভাসিয়া উঠে; মাটির ন্যায় জলেও অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষী-শকুনের ন্যায় আসনাবদ্ধভাবে আকাশেও সঞ্চরণ করে; এমন মহাঋদ্ধি মহানুভবসম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্যকেও হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, পরিমর্দন করে এবং যাবৎ ব্রহ্মালোক পর্যন্ত কায় দ্বারা বশে রাখে।' যেমন উদায়ি, দক্ষ কুম্ভকার বা কুম্ভকারান্তেবাসী সুমর্দিত মৃত্তিকা দ্বারা যে যে ভাজন বিকৃতি (বিশেষ) আকাঙ্ক্ষা করে তাহা তাহাই নির্মাণ করে, নিষ্পাদন করে। অথবা যেমন উদায়ি, দন্তকার (হস্তিদন্তের শিল্পী) বা দন্তকারের শিষ্য সুমসৃণ দন্ত হইতে যে যে দন্ত-বিকৃতি (দন্ত নির্মিত বস্তু) ইচ্ছা করে তাহাই নির্মাণ করে, নিষ্পাদন করে। অথবা যেমন উদায়ি, দক্ষ স্বর্ণকার বা স্বর্ণকারের শিষ্য সংশোধিত সুবর্ণ হইতে যে যে স্বর্ণ-বিকৃতি ইচ্ছা করে তাহাই নির্মাণ করে...। এইরূপেই উদায়ি,...।"

২৫৫. "পুনশ্চ উদায়ি,... যে মার্গে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকগণ বিশুদ্ধ অ-মানুষ, দিব্য-শ্রোত্রধাতু (কর্ণ) দ্বারা দিব্য ও মনুষ্য, দূরবর্তী ও সমীপবর্তী উভয়বিধ শব্দ শ্রবণ করে। যেমন উদায়ি, বলবান শঙ্খ-ধমক (শাঁখ বাদক) অল্প প্রয়াসেই (অনায়াসেই) চতুর্দিকে বিজ্ঞাপন করিয়া থাকে সেইরূপই উদায়ি,...।"

২৫৬. "পুনশ্চ উদায়ি,... যথামার্গ প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকগণ অপর সত্ত্ব, অপর পুদ্‌গলের চিত্ত স্ব-চিত্ত দ্বারা সর্বথা জানিতে পারে; সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্তরূপে জানিতে পারে; বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্তরূপে জানিতে পারে; সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্তরূপে, বীতদ্বেষ চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্তরূপে জানিতে পারে; সমোহ চিত্তকে...; বীতমোহ চিত্তকে...; সংক্ষিপ্ত চিত্তকে...; বিক্ষিপ্ত চিত্তকে...; মহদ্‌গত (বিশাল) চিত্তকে...; অমহদ্‌গত চিত্তকে...; স-উত্তর (যাহা হইতে বড়ও আছে) চিত্তকে...; অনুত্তর চিত্তকে...; সমাহিত চিত্তকে...; অসমাহিত চিত্তকে...; বিমুক্ত চিত্তকে...; অবিমুক্ত চিত্তকে...। যেমন উদায়ি, কোনো বিলাসী স্ত্রী কিংবা পুরুষ, তরুণ, যুবক পরিশুদ্ধ-

পর্যবদাত দর্পণে বা স্বচ্ছ জলপূর্ণ পাত্রে মুখ নিমিত্ত (মুখাবয়ব) দেখিতে গিয়া সকণিক (ব্রণদুষ্ট) অঙ্গকে[১] সকণিক অঙ্গরূপে জানিতে পারে; অকণিকাঙ্গকে অকণিকাঙ্গরূপে জানিতে পারে। এইরূপেই উদায়ি,...!"

২৫৭. "পুনশ্চ উদায়ি,...যে মার্গে আরূঢ় হইয়া আমার শ্রাবকেরা অনেক প্রকারে পূর্বনিবাসকে (পূর্বজন্মকে) জানিতে পারে। যেমন উদায়ি, এক জাতি (জন্ম), দুই, তিন, চার, পাঁচ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র জাতি ও অনেক সংবর্তকল্প (মহাপ্রলয়), অনেক বিবর্তকল্প (সৃষ্টি), অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্পকেও জানিতে পারে, 'আমি তথায় এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহারী ছিলাম; এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভবকারী, এত আয়ু পর্যন্ত ছিলাম; সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি; তথায়ও এত আয়ু পর্যন্ত ছিলাম। সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছি।' এ প্রকারে স-আকার (আকৃতি সহিত) স-উদ্দেশ (নাম সহিত) অনেক প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করিয়া থাকে। যেমন উদায়ি, কোনো লোক নিজের গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করে, সে গ্রাম হইতেও অন্য গ্রামে যায়, সে গ্রাম হইতে স্বগ্রামে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে। তাহার এরূপ হয়—'আমি স্বীয় গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে গিয়াছিলাম, তথায় এরূপে দাঁড়াইয়াছি, এরূপে বসিয়াছি, এরূপ ভাষণ করিয়াছি, এরূপ মৌন ছিলাম। সে গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে গিয়াছি, তথায়ও এরূপে দাঁড়াইয়াছি,... ।"

২৫৮. "পুনশ্চ, উদায়ি,...যথামার্গে প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকগণ বিশুদ্ধ অমানুষ, দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বকে চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখিতে পারে। কর্মানুসারে গতি প্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানিতে পারে, 'এই সত্ত্ব কায়-দুশ্চরিত যুক্ত, বাক্-দুশ্চরিত্র যুক্ত, মনো-দুশ্চরিত্র যুক্ত, আর্যদের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি কর্ম সম্পাদনকারী ছিল; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। আর এই সকল সত্ত্ব কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত... আর্যদের অনুপবাদক (অনিন্দুক), সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিকর্ম সম্পাদনকারী ছিল; তাহারা দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে... দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করে।' যেমন উদায়ি, সমান দ্বার বিশিষ্ট দুইখানি ঘর, তথায় চক্ষুষ্মান পুরুষ মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া মানুষদিগকে ঘরে প্রবেশ করিতেও, বাহির হইতেও, সঞ্চরণ করিতেও,

---

[১]। কাল-তিলক, বঙ্কমুখ, দূষিত পীড়কাদির দ্বারা দোষিত অঙ্গ। (প-সূ.)

বিচরণ করিতেও দেখিতে পায়। সেইরূপেই উদায়ি,...।

২৫৯. "পুনশ্চ উদায়ি,... যে মার্গে আরূঢ় হইয়া আমার শ্রাবকেরা আসব রাশির ক্ষয় করিয়া অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, ইহজীবনে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া, লাভ করিয়া বিহার করে। যেমন উদায়ি, পর্বতশীর্ষে স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল জলাশয় থাকে; চক্ষুষ্মান পুরুষ তীরে স্থিত হইয়া তথায় শুক্তি (?) শামুক, কাঁকর-পাথর, চলনে ও দাঁড়ান অবস্থায় মৎস্যগুম্বকে দেখিতে পায়। সেইরূপই উদায়ি,...।"

"উদায়ি, ইহারাই সেই পঞ্চবিধ ধর্ম, যে কারণে শ্রাবকগণ আমাকে সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে ও পূজা করে; সৎকার ও গৌরব করিয়া আমার আশ্রয়ে বাস করে।"

ভগবান ইহা বলিলেন, সন্তুষ্ট চিত্তে সকুলদায়ি পরিব্রাজক ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মহা-সকুলদায়ি সূত্র সমাপ্ত

৮. সমণ মুণ্ডিক সূত্র

২৬০. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরাম জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন।

সেই সময় উগ্রাহমান (শিক্ষায় সমর্থ) পরিব্রাজক সমণ মুণ্ডিকাপুত্ত সাতশ পরিব্রাজকের মহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত সময়-প্রবাদক (স্বীয় ধর্মমত প্রকাশক) তিন্দুকাচীর[১] একশালক (নামক) মল্লিকা (দেবীর নির্মিত) আরামে বাস করিতেছিলেন।

তখন পঞ্চকংগ স্থপতি দিবা দ্বিপ্রহরে ভগবানকে দর্শনের নিমিত্ত শ্রাবস্তী হইতে বাহির হইলেন। তখন পঞ্চকংগ স্থপতির এই মনে হইল : "ভগবানকে দর্শনের এখন সময় নহে, ভগবান ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিবেন। মনো-ভাবনায় নিরত ভিক্ষুদিগকে দর্শনেরও ইহা অসময়। মনো-ভাবনাকারী ভিক্ষুগণও ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিবেন। সুতরাং আমি যেখানে সময়-প্রবাদক... মল্লিকারাম আছে, যেখানে উগ্রাহমান পরিব্রাজক আছেন তথায় যাই।" তখন পঞ্চকংগ স্থপতি যেখানে সময়-প্রবাদক... মল্লিকারাম ছিল, যেখানে উগ্রাহমান পরিব্রাজক ছিলেন তথায় গেলেন।

---

[১]। সন্দক সূত্র (৭৬ নং) দেখ।

সেই সময় উগ্রাহমান পরিব্রাজক[১]... বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের মধ্যে বহুবিধ নিরর্থক কথায় উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ, মহাকোলাহলে নিরত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। উগ্রাহমান পরিব্রাজক দূর হইতে পঞ্চকংগ স্থপতিকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আপন পরিষদকে নির্দেশ দিলেন, "আপনারা সকলে নীরব হউন, আপনারা শব্দ করিবেন না। এই শ্রমণ গৌতমের শ্রাবক পঞ্চকংগ স্থপতি আসিতেছেন। শ্রমণ গৌতমের যে-সকল শ্বেতবসনধারী গৃহস্থ শ্রাবক শ্রাবস্তীতে বাস করেন, এই পঞ্চকংগ স্থপতি তাঁহাদেরই একজন। সেই আয়ুষ্মানগণ স্বয়ং অল্পশব্দ (নীরব), অল্পশব্দে-বিনীত, নিঃশব্দ প্রশংসাকারী হন। পরিষদকে নিঃশব্দ দেখিয়া সম্ভবত এখানে আসিতেও পারেন।"

তখন সেই পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

২৬১. তখন পঞ্চকংগ স্থপতি যেখানে উগ্রাহমান পরিব্রাজক ছিলেন তথায় গেলেন, গিয়া উগ্রাহমান পরিব্রাজকের সাথে... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একান্তে উপবিষ্ট পঞ্চকংগ স্থপতিকে উগ্রাহমান পরিব্রাজক বলিলেন, "স্থপতি, চতুর্বিধ ধর্মে সংযুক্ত পুরুষ পুদ্‌গলকে আমি পরিপূর্ণ কুশল, পরম কুশল, উত্তম পুণ্যপ্রাপ্ত, শ্রমণ ও অ-যোধ্য (বাক্ যুদ্ধ দ্বারা বিচলিত করার অ-যোধ্য, স্থির) বলিয়া জ্ঞাপন করি। সেই চারি কী?—এখানে স্থপতি, (১) (যিনি) কায় দ্বারা পাপকর্ম করেন না, (২) পাপজনক বাক্য বলেন না, (৩) পাপসংকল্প চিন্তা করেন না, (৪) পাপজীবিকায় জীবন যাপন করেন না। স্থপতি, আমি এই চারি ধর্মে সজ্জিতকে... অ-যোধ্য বলিয়া জ্ঞাপন করি।"

তখন পঞ্চকংগ স্থপতি উগ্রাহমান পরিব্রাজকের ভাষণ অভিনন্দনও করিলেন না, খণ্ডনও করিলেন না। অভিনন্দন ও খণ্ডন না করিয়া—'ভগবানের নিকট এই ভাষণের অর্থ জিজ্ঞাসা করিব'—(ভাবিয়া) আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন পঞ্চকংগ স্থপতি যেখানে ভগবান আছেন তথায় গেলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে বসিলেন। একান্তে উপবিষ্ট পঞ্চকংগ স্থপতি উগ্রাহমান পরিব্রাজকের সাথে যাহা কিছু আলাপ আলোচনা হইয়াছে, সেই সমস্ত ভগবানকে নিবেদন করিলেন।

২৬২. ইহা উক্ত হইলে ভগবান পঞ্চকংগ স্থপতিকে এরূপ বলিলেন,

---

[১]। সন্দক সূত্র (৭৬) দেখো।

"স্থপতি, তাহা হইলে উগ্রাহমান পরিব্রাজকের বাক্যানুসারে উত্থানশায়ী অবোধ শিশু পরিপূর্ণ কুশল, পরম কুশল, উত্তম পুণ্য প্রাপ্ত ও অ-যোধ্য শ্রমণ হইবে। কারণ স্থপতি,... অবোধ শিশুর কেবল সঞ্চালন ব্যতীত স্ব-পর কায়া বলিয়া ধারণাই নাই, সে কী প্রকারে কায় দ্বারা পাপকর্ম করিবে? স্থপতি,... অবোধ শিশুর কেবল ক্রন্দন ব্যতীত বাক্যের ধারণা নাই, সে কী প্রকারে পাপজনক বাক্য উচ্চারণ করিবে? স্থপতি,... অবোধ শিশুর কেবল হাসি ব্যতীত কোনো সংকল্পই নাই, সে কী প্রকারে পাপ সংকল্প চিন্তা করিবে? স্থপতি,... অবোধ শিশুর কেবল মাতৃস্তন্যের অতিরিক্ত জীবিকা বলিয়া ধারণা নাই, সে কী প্রকারে পাপ জীবিকায় জীবনযাপন করিবে? তাহা হইলে তো উগ্রাহমান পরিব্রাজকের বাক্যানুসারে অবোধ শিশুই... অ-যোধ্য শ্রমণ হইবে।"

২৬৩. "স্থপতি, আমি এই চারি ধর্মযুক্ত পুরুষ পুদ্গলকে সম্পন্ন কুশল, পরম কুশল, উত্তম প্রাপ্তি প্রাপ্ত, অ-যোধ্য শ্রমণ বলিয়া প্রজ্ঞাপিত করি না; কিন্তু ইহা উত্তানশায়ী মন্দবুদ্ধি শিশুকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া স্থিত থাকে। কোন চারি? স্থপতি, (১) যে কায় দ্বারা পাপকর্ম করে না... (৪) পাপ জীবিকায় জীবনযাপন করে না...।"

"স্থপতি, আমি দশ ধর্মযুক্ত পুরুষ পুদ্গলকে সম্পন্ন কুশল, পরম কুশল... অ-যোধ্য শ্রমণ বলিয়া থাকি। স্থপতি, (১) এই সকল অকুশল-শীল (দুরাচার), তাহা বিদিতব্য (জানা উচিত) আমি বলিতেছি। (২) এস্থান হইতে অকুশল-শীল সমুত্থিত হয়, আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৩) এখানে অকুশল-শীল নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৪) স্থপতি, এই প্রকারে প্রতিপন্ন অকুশল-শীলসমূহের নিরোধার্থ প্রতিপন্ন হয়, আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৫) স্থপতি, এই সকল কুশল-শীল (সদাচার), আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৬) এস্থান হইতে কুশল-শীল সমুত্থিত হয়, আমি তাহা জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৭) এখানে কুশল-শীল নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, তাহা আমি জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৮) স্থপতি, এই প্রকারে প্রতিপন্ন ব্যক্তি কুশল-শীলের নিরোধার্থ প্রতিপন্ন হয়, তাহা আমি জ্ঞাতব্য বলিতেছি। (৯) স্থপতি, এই সকল অকুশল-সংকল্প, আমি তাহা জানা উচিত বলিতেছি। (১০) এস্থান হইতে অকুশল-সংকল্প সমুত্থিত হয়, তাহা আমি জানা উচিত বলিতেছি। (১১) এখানে অকুশল-সংকল্প নিচয় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, আমি তাহা জানা উচিত বলিতেছি। (১২) এরূপে প্রতিপন্ন অকুশল-সংকল্প নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়, আমি তাহা জানা

উচিত বলিতেছি। (১৩) এই সকল কুশল-সংকল্প, আমি তাহা জানা উচিত বলিতেছি। (১৪) এখান হইতে কুশল-সংকল্প উৎপন্ন হয়, ইহা জানা উচিত বলিতেছি। (১৫) এখানে কুশল-সংকল্প নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, ইহা জানা উচিত বলিতেছি। (১৬) এরূপে প্রতিপন্ন ব্যক্তি কুশল-সংকল্পের নিরোধার্থ প্রতিপন্ন হয়, তাহা জানা উচিত বলিতেছি।"

২৬৪. "(১) স্থপতি, অকুশল-শীল কী? অকুশল কায়কর্ম, অকুশল বাক্‌কর্ম পাপ জীবিকা—ইহাদিগকে অকুশল-শীল বলা হয়। (২) স্থপতি, এই অকুশল-শীল কোথায় উৎপন্ন হয়?... ইহাদের সমুত্থানও উক্ত হইয়াছে;... চিত্ত হইতে উৎপন্ন বলা যায়। কোনো চিত্ত? চিত্তও বহু, নানাবিধ, অনেক প্রকার, যেই চিত্ত স-রাগ, স-দ্বেষ, স-মোহ হয়। এখানে (রাগ-দ্বেষ-মোহযুক্ত দ্বাদশ অকুশল চিত্ত হইতে) অকুশল-শীল (আচার)সমূহ উৎপন্ন হয়। (৩) স্থপতি, এই অকুশল-শীল কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়? ইহাদের নিরোধও উক্ত হইয়াছে। এখানে স্থপতি, ভিক্ষু কায়-দুশ্চরিত ত্যাগ করিয়া কায়-সুচরিত ভাবনা (অভ্যাস বৃদ্ধি) করে, বাক্‌-দুশ্চরিত ত্যাগ করিয়া বাক্‌-সুচরিত ভাবনা করে। মনো-দুশ্চরিত ত্যাগ করিয়া মনো-সুচরিত ভাবনা করে। মিথ্যা-জীবিকা ত্যাগ করিয়া সম্যক-জীবিকা দ্বারা জীবনযাপন করে, এখানে (স্রোতাপত্তিফলে) এই সকল অকুশল-শীল নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। (৪) স্থপতি, কী প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে অকুশল-শীলসমূহের নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়? স্থপতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষু পাপ অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনার্থ ছন্দ (রুচি) জন্মায়, উদ্যোগ করে, বীর্য-আরম্ভ করে, চিত্তকে প্রগ্রহ করে, উৎসাহিত করে। উৎপন্ন পাপ... ধর্মের প্রহাণের নিমিত্ত... ছন্দ জন্মায়, চিত্তকে প্রগ্রহ করে, উৎসাহিত করে। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপত্তির নিমিত্ত ছন্দ জন্মায়...। উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি অবিস্মৃতি, বৃদ্ধিভাব, বিপুলতা, ভাবনা ও পরিপূর্ণতার নিমিত্ত ছন্দ জন্মায়...। স্থপতি, এই প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে অকুশল-শীল নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়।"

২৬৫. "(৫) স্থপতি, কুশল-শীল কী? কুশল কায়কর্ম, কুশল বাক্‌-কর্ম এবং আজীব পরিশুদ্ধিকেই আমি শীলের অন্তর্গত বলি, ইহাদিগকেই কুশল-শীল বলা হয়। (৬) এই কুশল-শীল কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? ইহাদের সমুত্থানও উক্ত হইয়াছে, ইহাদিগকে চিত্তোৎপন্ন বলা হয়। কোনো প্রকার চিত্ত? চিত্তও বহু, নানাবিধ, অনেক প্রকারের হয়। যেই চিত্ত বীত-রাগ, বীত-দ্বেষ, বীত-মোহ (মোহ-রহিত) হয়, তাহা হইতেই কুশল-শীল উৎপন্ন হয়। (৭) এই সকল কুশল-শীল কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়? ইহাদের নিরোধও

উক্ত হইয়াছে। স্থপতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীল-সম্পন্ন হয়, কিন্তু শীল-সময়[১] (অভিমানী) নহে; যেখানে (অর্হত্ত্বফলে) সেই কুশল-শীল নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি যথাভূত জানে। (৮) স্থপতি, কী প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে, কুশল-শীলের নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়? স্থপতি, এখানে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপের... অনুৎপাদনের নিমিত্ত ছন্দ জন্মায়,... চিত্তকে প্রগ্রহ করে, উৎসাহিত করে। উৎপন্ন পাপের প্রহাণের নিমিত্ত...। অনুৎপন্ন কুশলের উৎপত্তির নিমিত্ত...। উৎপন্ন কুশলের স্থিতি... পূর্ণতার নিমিত্ত...। স্থপতি, এই প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে...।"

২৬৬. "(১) স্থপতি, অকুশল-সংকল্প কী? কাম-সংকল্প, ব্যাপাদ-সংকল্প ও বিহিংসা-সংকল্প; ইহাদিগকেই অকুশল-সংকল্প বলা হয়। (২) এই অকুশল-সংকল্প কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? ইহাদের সমুত্থানও বলা হইয়াছে, ইহাদিগকে সংজ্ঞাজ বলা হয়। সংজ্ঞা (ধারণা) কী? সংজ্ঞাও বহু, নানাবিধ, অনেক প্রকারের; (যথা) : কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা ও বিহিংসা-সংজ্ঞা, যাহা হইতে অকুশল-সংকল্প উৎপন্ন হয়। (৩) স্থপতি, এই সমস্ত অকুশল-সংকল্প কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়? ইহাদের নিরোধও উক্ত হইয়াছে। স্থপতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। এখানে (প্রথম ধ্যান অনাগামী ফলে) যাবতীয় অকুশল-সংকল্প নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। (৪) কী প্রকার আচরণ করিলে অকুশল-সংকল্পের প্রহাণের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়? এখানে স্থপতি, ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের নিমিত্ত...। উৎপন্ন অকুশলের প্রহাণের নিমিত্ত...। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপত্তির নিমিত্ত...। উৎপন্ন কুশল-ধর্মের স্থিতি... পূর্ণতার নিমিত্ত...। স্থপতি, এই প্রকারে প্রতিপন্ন হইলে অকুশল-সংকল্পের প্রহাণের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।"

২৬৭. "স্থপতি, (৫) কুশল-সংকল্প কী? নৈষ্কাম্য (কামরহিত হইবার) সংকল্প, অব্যাপাদ-সংকল্প ও অবিহিংসা-সংকল্প; ইহারা কুশল-সংকল্প। (২) এই সকল কুশল-সংকল্প কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? ইহাদের সমুত্থানও উক্ত হইয়াছে; ইহারা সংজ্ঞা হইতে উৎপন্ন বলা চলে। সংজ্ঞা কী? সংজ্ঞাও বহু, নানাবিধ, অনেক প্রকারের; (যথা) : নৈষ্কাম্য-সংজ্ঞা, অব্যাপাদ-সংজ্ঞা ও অবিহিংসা-সংজ্ঞা। এখান হইতে কুশল-সংকল্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। (৩)

---

[১]। শীলই চরম লক্ষ্য, ইহার উত্তর অন্য করণীয় নাই, এই মতবাদী (প-সূ.); শীলময় (টীকা)

স্থপতি, এই সব কুশল-সংজ্ঞা কোথায় সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়? ইহাদের নিরোধও উক্ত হইয়াছে। স্থপতি, এখানে ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম হইলে... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। এখানেই যাবতীয় কুশল-সংকল্প অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয়। (৪) স্থপতি, কীরূপে প্রতিপন্ন হইলে কুশল-সংকল্পের নিরোধার্থ প্রতিপন্ন হয়? এখানে স্থপতি, অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের নিমিত্ত...। উৎপন্ন অকুশল ধর্মের প্রহাণের নিমিত্ত...। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপত্তির নিমিত্ত...। উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি... পূর্ণতার নিমিত্ত...। স্থপতি, এই প্রকারে প্রতিপন্ন ব্যক্তি কুশল-সংকল্পের নিরোধের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।”

২৬৮. “স্থপতি, কোন দশবিধ ধর্ম সমন্বিত পুরুষ পুদ্গলকে আমি সম্পন্ন কুশল, পরম কুশল, উত্তম পুণ্য প্রাপ্ত, অ-যোধ্য (স্থির) শ্রমণ বলিতেছি? স্থপতি, জগতে কোনো ভিক্ষু (১) অশৈক্ষ্য (অর্হত্ত্বের) সম্যক দৃষ্টি দ্বারা যুক্ত হয়, (২) অশৈক্ষ্য সম্যক সংকল্প..., (৩) অশৈক্ষ্য সম্যক বাক্য..., (৪) অশৈক্ষ্য সম্যক কর্মান্ত..., (৫) অশৈক্ষ্য সম্যক আজীব..., (৬) অশৈক্ষ্য সম্যক ব্যায়াম..., (৭) অশৈক্ষ্য সম্যক স্মৃতি..., (৮) অশৈক্ষ্য সম্যক সমাধি..., (৯) অশৈক্ষ্য সম্যক জ্ঞান..., ও (১০) অশৈক্ষ্য সম্যক বিমুক্তি দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকে। স্থপতি, এই দশ ধর্মযুক্ত পুরুষ পুদ্গলকে আমি সম্যক কুশল... বলিতেছি।”

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্ট চিত্তে পঞ্চকংগ স্থপতি ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

সমণ মূণ্ডিত সূত্র সমাপ্ত

৯. চূল সকুলুদায়ি সূত্র

২৬৯. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবন কলন্দক নিবাপে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় সকুলুদায়ি পরিব্রাজক মহতী পরিষদের সাথে পরিব্রাজকারামে বাস করিতেন।

ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে... [১]। যেখান সকুলুদায়ি পরিব্রাজক ছিলেন, তথায় গেলেন। তখন সকুলুদায়ি পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, “আসুন, ভন্তে, ভগবান...।”

---

[১]। সন্দক সূত্রে ২২৩। ২২৪ অনুচ্ছেদ দেখো।

২৭০।... ভগবান সজ্জিত আসনে বসিলেন।... "উদায়ি, কী কথায়...।"

"রেখে দিন ভন্তে, সে কথা,...। ভন্তে, যখন আমি এই পরিষদে উপস্থিত না থাকি, তখন এই পরিষদ অনেক প্রকার ব্যর্থ-কথায় (তিরচ্ছান কথায়) উপবিষ্ট থাকে। আর যখন ভন্তে, আমি এই পরিষদে উপস্থিত থাকি, তখন পরিষদ আমারই মুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকে, 'শ্রমণ উদায়ি যে ধর্মকথা বলিবেন আমরা তাহাই শুনিব।' যখন ভগবান, আপনি এই পরিষদে উপস্থিত আছেন তখন আমি এবং এই পরিষদ ভগবানের মুখ দেখিয়া বসিয়া আছি, 'ভগবান আমাদিগকে যে ধর্মোপদেশ করিবেন উহাই আমরা শুনিব।'"

২৭১. "তাহা হইলে উদায়ি, এখানে তুমি যাহা নির্বাচন করো, তাহাই আমি বলিতে পারি।"

"প্রাচীনকালে এক সময় ভন্তে, (যিনি) সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিখিল জ্ঞানদর্শন, আমার চলন, দাঁড়ান, সুপ্ত ও জাগ্রত অবস্থায় সদা সর্বদা উপস্থিত বলিয়া প্রতি-জ্ঞাপন করিতেন; তিনি আমাকর্তৃক পূর্বান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে বাহিরের কথায় অবতরণ করেন, অন্যথা আচরণ করেন। কোপ, বিদ্বেষ ও অপ্রত্যয় (অবিশ্বাস) প্রকট করেন। তখন ভন্তে, ভগবানের সম্বন্ধে আমার স্মৃতি উৎপন্ন হইল : 'অহো, ভগবান নহে কি, অহো, সুগত নহে কি যিনি এই সকল ধর্ম সুকুশল'?"

"উদায়ি, কে সেই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী..., যিনি পূর্বান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহিরের কথায় যাইতে লাগিলেন,... অপ্রত্যয় প্রকট করিলেন?"

"ভন্তে, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত।"

"উদায়ি, যিনি অনেক প্রকারের পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারেন, এক জন্ম...; তিনি আমাকে পূর্বান্তবিষয়ক প্রশ্ন করিতে পারেন। আমিও তাঁহাকে পূর্বান্তবিষয়ক প্রশ্ন করিতে পারি। তিনি পূর্বান্তসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দ্বারা আমার চিত্ত সন্তুষ্ট করিবেন। আমিও পূর্বান্তসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাঁহার চিত্ত আরাধনা করিব। উদায়ি, যিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা যথাকর্মানুগ সত্ত্বদিগকে চ্যুত হইতে, উৎপন্ন হইতে দেখিয়া থাকেন; তিনি আমাকে অপরান্তবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহাকে আমিও অপরান্তসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি। তিনি অপরান্ত (পরবর্তী) বিষয়ে প্রশ্নোত্তর দ্বারা আমার চিত্ত আরাধনা করিবেন। আমিও অপরান্তবিষয়ে প্রশ্নোত্তরে তাঁহার চিত্ত আরাধনা করিব। উদায়ি, রেখে দাও পূর্বান্ত (অতীত), রেখে দাও অপরান্ত[১]

[১]। দিব্যচক্ষু লাভীর অনাগতাংশ জ্ঞান। (প-সূ.)

(ভবিষ্যৎ)। তোমাকে ধর্মোপদেশ করিব—'উহা (কারণ) থাকিলে ইহা (কার্য) হয়। উহার উৎপত্তিতে ইহা উৎপন্ন হয়। উহা না থাকিলে ইহা হয় না। উহার নিরোধ-হেতু ইহা নিরুদ্ধ হয়।'"

"ভন্তে, আমি যাহা কিছু এই শরীর দ্বারা অনুভব করিয়াছি তাহাও আকার-উদ্দেশ সহিত স্মরণ করিতে সমর্থ নহি। কোথা হইতে ভন্তে, ভগবানের ন্যায় আমি অনেকবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করিব... ? ভন্তে, আমি বর্তমানে পাংশু-পিশাচকেও[১] দেখিতে পাই না। কোথায় ভন্তে, ভগবানের ন্যায় আমি দিব্যচক্ষু দ্বারা কর্মানুগ সত্ত্বদিগকে চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখিতে পাইব? অথচ ভন্তে, ভগবান যে আমাকে বলিয়াছেনI'রেখে দাও উদায়ি, পূর্বান্ত রেখে দাও অপরান্ত... উহার নিরোধে ইহা নিরোধ হয়।' তাহাও আমার বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভন্তে, আমি স্বীয় আচার্য মতানুসারে প্রশ্নোত্তর দিয়া ভগবানের চিত্ত কী প্রকারে সন্তুষ্ট করিব?"

২৭২. "উদায়ি, তোমার নিজস্ব মতানুসারে কী ধারণা হয়?"

"ভন্তে, আমাদের স্বীয় আচার্যমতে এরূপ আছে, 'ইহা পরম বর্ণ (জ্যোতি?), ইহা পরম বর্ণ।'"

"উদায়ি, যাহা তোমার আচার্যমতে এরূপ বর্ণিত আছে—'ইহা পরম বর্ণ, ইহা পরম বর্ণ', উহা কী প্রকার পরম বর্ণ?"

"ভন্তে, যে বর্ণ হইতে উত্তরিতর বা প্রণীততর (উত্তমতর) অপর বর্ণ নাই, উহাই পরম বর্ণ।"

"উদায়ি, সে বর্ণ কী প্রকার যাহা হইতে উত্তমতর অপর বর্ণ নাই?"

"ভন্তে, যে বর্ণ অপেক্ষা প্রণীততর (অধিক উত্তম) অপর বর্ণ নাই, তাহাই পরম বর্ণ।"

"উদায়ি, তোমার এই কথা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিবে, 'যে বর্ণ অপেক্ষা প্রণীততর অপর বর্ণ নাই,' তবুও তুমি সেই বর্ণকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারিতেছ না। যেমন উদায়ি, (কোনো) পুরুষ এরূপ বলে : 'এই জনপদে (প্রদেশে) যে জনপদকল্যাণী (সুন্দরীদের রাণী) আছে, আমি তাহাকে পাইতে চাই, তাহাকে কামনা করি' তাহাকে যদি এরূপ বলি : 'ওহে পুরুষ, তুমি যেই জনপদকল্যাণীকে ইচ্ছা করো, কামনা কর সেই জনপদকল্যাণী ক্ষত্রিয়াণী, ব্রাহ্মণী, বৈশ্যাণী কিংবা শূদ্রাণী তাহাকে তুমি জান কি?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলে 'না'। যদি তাহাকে এরূপ বলা হয় : 'হে পুরুষ, তুমি

---

[১]। অশুচি স্থানে উৎপন্ন পিশাচ। (প-সূ.)

যে জনপদকল্যাণীকে ইচ্ছা ও কামনা করিতেছ তাহার নাম, গোত্র কিংবা দীর্ঘ, হ্রস্ব, মধ্যস্থ আকারের; কাল, শ্যাম, রক্তবর্ণ কি? কোনো গ্রামে, নগরে কিংবা নিগমে জান কি?' জিজ্ঞাসিত হইয়া বলে 'না'। তাহাকে এরূপ বলা চলে : 'হে পুরুষ, তুমি যাহাকে জান নাই, দেখ নাই তাহাকে তুমি ইচ্ছা ও কামনা করিতেছ?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া 'হ্যাঁ' বলে। উদায়ি, তাহাকে কি বলিবে? এরূপ হইলে তাহার ভাষণ নিরর্থক প্রমাণিত হইবে, নহে কি?"

"অবশ্যই ভন্তে, তাহা হইলে তাহার বাক্য নিরর্থক হইবে।"

"এই প্রকার উদায়ি, যে বর্ণ অপেক্ষা প্রণীততর বর্ণ নাই, 'উহাই পরম বর্ণ' বলিতেছ, কিন্তু ওই বর্ণকে প্রতিপাদিত করিতে পারিতেছ না।"

"যেমন ভন্তে, শুভ, উত্তম জাতীয়, অষ্টাংশ, মসৃণকৃত বৈদূর্যমণি (হীরা), পাণ্ডু (রক্ত) কম্বলে রাখিলে উজ্বল দেখায়, দীপ্তিময় ও বিরোচিত হয়; মৃত্যুর পর আত্মা এরূপ বর্ণসম্পন্ন ও অরোগ (অবিনাশী) হইয়া থাকে।"

২৭৩. "তাহা কী মনে করো উদায়ি, শুভ্র... বৈদূর্যমণি আর রাত্রির ঘনান্ধকারে কীট-খদ্যোত প্রাণী, ইহাদের উভয় বর্ণের মধ্যে কোনো বর্ণ উজ্জ্বলতর ও উত্তমতর?"

"ভন্তে, রাত্রির ঘনান্ধকারে যে জোনাকীপোকা, ইহাই উভয়ের মধ্যে অধিক উজ্জ্বলতর... হয়।"

"তাহা কী মনে করো উদায়ি, রাত্রির ঘনান্ধকারে যে জোনাকীপোকা আর রাত্রির ঘনান্ধকারে তৈলপ্রদীপ, এই উভয় বর্ণের মধ্যে কোনটা উজ্জ্বলতর ও উত্তমতর?"

"ভন্তে, সেই রাত্রির ঘনান্ধকারে তৈলপ্রদীপই...।"

''তাহা কী মনে করো উদায়ি, রাত্রির অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ আর রাত্রির অন্ধকারে বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ, উভয়ের মধ্যে কোনোটা অধিকতর উজ্বল?"

"ভন্তে,... অগ্নিস্কন্ধ...।"

"উদায়ি, অন্ধকার রাত্রে অগ্নিস্কন্ধ ও রাত্রি প্রত্যুষে মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশে ঔষধিতারা (শুকতারা), এই উভয় বর্ণের মধ্যে কোনটা উজ্বলতর?"

"ভন্তে, সেই ঔষধিতারা... !"

"উদায়ি,... সেই ঔষধিতারা... ও মেঘরহিত স্বচ্ছ আকাশে অর্ধরাত্রি সময়ে পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্র, এই উভয়ের মধ্যে কাহার বর্ণ উজ্বলতর?"

"ভন্তে, সেই পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্রের...।"

"উদায়ি, এই যে পূর্ণচন্দ্র ও বর্ষার অন্তিম মাসে শারদ সময়ে মেঘরহিত স্বচ্ছ আকাশে মধ্যাহ্ন বেলার সূর্য, এই উভয়ের মধ্যে কে উজ্বলতর?"

"ভন্তে, মধ্যাহ্ন সূর্য... ।"

"উদায়ি, ইহাদের অপেক্ষা বহু হইতে বহুতর দেবতাদিগকে আমি জানি যাহারা এই চন্দ্র-সূর্যের আভা ব্যবহার করে না (স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হইয়া বিহার করেন)। তথাপি আমি বলি না যে, 'সেই বর্ণ অপেক্ষা অন্য বর্ণ উত্তরিতর ও উত্তমতর আর নাই।' অথচ উদায়ি, তুমি যে বর্ণ কীট-জোনাকিপোকা অপেক্ষাও হীনতর ও নিকৃষ্টতর, তাহা 'পরম বর্ণ', বলিতেছ, সেই বর্ণের প্রমাণ করিতেছ না।"

"ভগবান কথা ছেদন করিলেন। সুগত কথা খণ্ডন করিলেন।"

"উদায়ি, কী কারণে তুমি বলিতেছ, ভগবান কথা ছেদন করিলেন... ।"

"ভন্তে, আমাদের স্বীয় আচার্যমতে এরূপ আহো পরম বর্ণ, ইহা পরম বর্ণ।' ভন্তে, ভগবান কর্তৃক আমাদের নিজস্ব আচার্যমত অনুসন্ধিত হইলে, জিজ্ঞাসিত হইলে, সমনুভাসিত (সমন্বয় সাধিত) হইলে উহা রিক্ত, তুচ্ছ, অপরাদ্ধ (অসিদ্ধ) প্রমাণিত হয়।"

২৭৪."কেমন উদায়ি, একান্ত সুখলোক আছে কি? একান্ত সুখময় লোকের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত স্বরূপত (আকারবতী) কোনো প্রতিপদা আছে কি?"

"ভন্তে, আপনাদের স্বীয় আচার্যমতে এরূপ আছে : 'একান্ত সুখলোক আছে, আর একান্ত সুখলোকের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আকারবতী প্রতিপদাও আছে।'"

"উদায়ি,... সেই আকারবতী প্রতিপদা কী প্রকার?"

"ভন্তে, এখানে কেহ প্রাণিহত্যা ত্যাগ করিয়া প্রাণিহিংসা-বিরত হয়। অদত্তাদান ত্যাগ করিয়া অদত্তাদান-বিরত হয়।... কামমিথ্যাচার-বিরত হয়।... মিথ্যাবাদ-বিরত হয়। কোনো এক তপোগুণ (নেশাপান-বিরতি) গ্রহণ করিয়া আচরণ করে। ভন্তে, ইহাই আকারবতী প্রতিপদা... ।"

"তাহা কী মনে করো উদায়ি, যে সময় প্রাণাতিপাত-বিরত হয়, কেমন সে সময় আত্মা একান্ত সুখী হয়, অথবা সুখ-দুঃখী?"

"সুখ-দুঃখী, ভন্তে,"

"তাহা কী মনে করো উদয়ি, যে সময় অদত্তাদান, কামমিথ্যাচার, মিথ্যাবাদ-বিরত ও কোনো এক তপোগুণযুক্ত হয়; তখন আত্মা একান্ত সুখী হয় বা সুখ-দুঃখী হয়?"

"সুখ-দুঃখী, ভন্তে,"

"উদায়ি, তাহা কী মনে করো, কেমন সুখ-দুঃখ মিশ্রিত প্রতিপদা

অবলম্বন করিয়া একান্ত সুখ লোকের সাক্ষাৎকার হয় কি?"

"ভগবান বাদ ছেদন করিয়াছেন, সুগত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।"

"উদায়ি, কেন তুমি ওইরূপ বলিতেছ? 'ভগবান বাদ-ছেদন করিয়াছেন... ।"

"ভন্তে, আমাদের স্বীয় আচার্যমতে এরূপ আছে : 'একান্ত সুখলোক আছে, উহার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত একান্ত সুখপ্রতিপদাও আছে। কিন্তু ভন্তে, ভগবানের... অনুসন্ধানে, জিজ্ঞাসায় ও সামঞ্জস্য বিধানে তাহা তুচ্ছ... প্রতিপন্ন হইল।"

২৭৫. "ভন্তে, একান্ত সুখলোক আছে কি? উহা সাক্ষাৎকারের আকারবতী প্রতিপদা আছে কি?"

"আছে, উদায়ি, একান্ত সুখলোক, আছে একান্ত সুখলোক সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আকারবতী প্রতিপদা।"

"ভন্তে, একান্ত সুখলোকের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আকারবতী প্রতিপদা কোন প্রকার?"

"এখানে উদায়ি, ভিক্ষু... প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। ইহাই উদায়ি, আকারবতী প্রতিপদা... ।"

"ভন্তে, একান্ত সুখলোকের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত উহাই আকারবতী প্রতিপদা এবং উহাতেই ভন্তে, একান্ত সুখলোকের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে কি?"

"উদায়ি, উহাতেই একান্ত সুখলোকের সাক্ষাৎকার হয় না। উহাতে একান্ত সুখলোক সাক্ষাৎকারের আকারবতী প্রতিপদা (উপায়) মাত্র।"

এরূপ আলোচনার পর সকুলুদায়ি পরিব্রাজকের পরিষদ উন্মাদিনী উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করিতে লাগিল—'এখানে আচার্যমতসহ আমরা নষ্ট হইলাম, এক্ষেত্রে আচার্যমতসহ আমরা প্রনষ্ট হইলাম। ইহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তরিতর আমরা জানি না।' অতঃপর সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক সেই পরিব্রাজকদিগকে নীরব করিয়া ভগবানকে ইহা বলিলেন, 'ভন্তে, কী প্রকারে একান্ত সুখলোক সাক্ষাৎকার[১] হয়?"

"এখানে উদায়ি, ভিক্ষু সুখেরও প্রহাণ-হেতু... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া

---

[১]। প্রতিলাভ ও প্রত্যক্ষ ভেদে সাক্ষাৎকার দ্বিবিধ—(১) চতুর্থ ধ্যান উৎপাদন করিয়া অপরিহীন ধ্যানে দেহত্যাগ করিলে শুভকীর্ণ লোকে সেই দেবগণের সমান আয়ু-বর্ণবিশিষ্ট উৎপত্তি। (২) চতুর্থ ধ্যান উৎপাদন করিয়া ঋদ্ধি প্রভাবে শুভকীর্ণে গিয়া দেবতাদের সাহচর্য করা। (প-সূ.)

বিহার করে। (তখন) যে-সকল দেবতা একান্ত সুখলোকে উৎপন্ন হয়, সেই দেবতাদের সহিত স্থিত হয়, আলাপ করে, আলোচনায় যোগদান করে। ইহাতেই উদায়ি, উহার একান্ত সুখলোক সাক্ষাৎকৃত (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে।”

২৭৬. “ভন্তে, এই একান্ত সুখলোকের সাক্ষাৎকার-হেতু ভিক্ষুগণ ভগবৎ সমীপে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন কি?”

“উদায়ি, ইহার নিমিত্ত ভিক্ষুগণ আমার সমীপে ব্রহ্মচর্য পালন করে না। উদায়ি, (ইহা হইতে) অপর প্রণীততর, উত্তরিতর ধর্ম বিদ্যমান, যাহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে।”

“ভন্তে, সেই উত্তরিতর ধর্ম কী প্রকার... ?”

“এখানে উদায়ি, লোকে তথাগত উৎপন্ন হন,... বুদ্ধ, ভগবান...। তিনি চিত্তের (সমাধির) উপক্লেশ, প্রজ্ঞার দুর্বলকারী এই পঞ্চ নীবরণ বিষ্কম্ভণ প্রহাণ করিয়া কাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। উদায়ি, ইহাই উত্তরিতর... ধর্ম...। দ্বিতীয় ধ্যান...। তৃতীয় ধ্যান...। চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। উদায়ি, ইহাও উত্তরিতর, প্রণীততর ধর্ম যাহার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করে। তিনি এরূপ সমাহিত চিত্তে... অনেক প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন...। চ্যুত ও উৎপন্ন হইবার সময় প্রাণীগণকে জানিতে পারেন...। দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা, আসব নিরোধগামিনী প্রতিপদাকে যথার্থভাবে জানিতে পারেন। এইরূপ জানিয়া, এইরূপ দেখিয়া কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব হইতে তাহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে ‘বিমুক্ত’ এই জ্ঞানোদয় হয়; জন্ম ক্ষয়, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্যবাস, করণীয় কৃত, এই কামলোকে দেহ ধারণের আর কর্তব্য নাই, ইহা জানিতে পারেন। উদায়ি, ইহাই উত্তরিতর প্রণীততর ধর্ম যাহার জন্য ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া থাকে।”

২৭৭. এইরূপ উক্ত হইলে সকুল-উদায়ি পরিব্রাজক ভগবানকে ইহা বলিলেন, “অতি আশ্চর্য ভন্তে,...। ভন্তে, আমি ভগবৎ সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে চাই।”

ইহা উক্ত হইলে সকুলুদায়ির পরিব্রাজক পরিষদ তাঁহাকে ঊলিলেন, “উদায়ি, আপনি ভগবান গৌতম সমীপে ব্রহ্মচর্য পালন করিবেন না। উদায়ি, আপনি উদক-মণিকের দ্রোণি (মগ) হওয়ার ন্যায় আচার্য হইয়া অন্তেবাসীরূপে বাস করিবেন না। এই প্রকারে সকুল-উদায়ির পরিষদ ভগবৎ

সমীপে তাঁহার ব্রহ্মচর্য বাসের অন্তরায় করিলেন[১]।

চূল সকুল-উদায়ি সূত্র সমাপ্ত

১০. বেখণস সূত্র

২৭৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরামে জেতবনে বিহার করিতেছেন।

তখন বেখণস পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় গেলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিলেন। সম্মোদনীয় কথা সমাপ্ত করিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, একান্তে দাঁড়াইয়া বেখণস পরিব্রাজক ভগবানের নিকট এই উদান (আনন্দোল্লাসে উচ্চারিত বাক্যাবলি) গান করিলেন, 'ইহাই পরম বর্ণ'... ।"

২৭৯. "সেই পরম বর্ণ কী প্রকার?"

"ভো গৌতম, যে বর্ণ অপেক্ষা অন্য উত্তরিতর বা প্রণীততর বর্ণ নাই, তাহাই পরম বর্ণ।"

"কাত্যায়ন[২], তাহা কী প্রকার বর্ণ, যে বর্ণ অপেক্ষা উত্তরিতর বা প্রণীততর বর্ণ নাই?"

"ভো গৌতম, যে বর্ণ অপেক্ষা অন্য উত্তরিতর বা প্রণীততর বর্ণ নাই, তাহাই পরম বর্ণ।"

"কাত্যায়ন, তোমার এই বাক্য দীর্ঘ-বিস্তার হইতেছে, 'ভো গৌতম, যে বর্ণ অপেক্ষা... তাহাই পরম বর্ণ।' কিন্তু তোমার সে বাক্যকে প্রতিপাদন করিতেছ না। যেমন কাত্যায়ন, কোনো পুরুষ এরূপ বলে, 'এই জনপদে যে জনপদকল্যাণী (দেশে সুন্দরীদের রাণী) আছে আমি তাহাকে চাই, তাহাকেই কামনা করি।' তাহাকে যদি (লোকে) এরূপ জিজ্ঞাসা করেÍ'হে পুরুষ, যে

[১]। তিনি কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষু হইয়া সহায় ভিক্ষুর ব্রহ্মচর্যে অনভিরতি উৎপন্ন হইলে পাত্র-চীবরের লোভবশত গৃহী জীবনের প্রশংসা করিয়া তাঁহার ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় করিয়াছিলেন। তারই ফলে এখানে শিষ্যদের দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় ঘটিল। ভাবী উপকারার্থ ভগবান তাঁহাকে ধর্মোপদেশ করিলেন। ভগবানের পরিনির্বাণের পর সম্রাট অশোকের সময় তিনি পাটলিপুত্রে অশ্বগুপ্ত থের নামে অর্হৎ হইয়া মৈত্রী-বিহারীদের অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহার মৈত্রী-প্রভাব ইতর প্রাণিদের মধ্যেও প্রসারিত ছিল। তিনি বর্তনীয় বিহারে বাস করিতেন। (প-সূ)

[২]। পরিব্রাজকের গোত্রের নাম ছিল।

জনপদকল্যাণীকে তুমি চাইতেছ, কামনা করিতেছ, তাহাকে জান কি সে ক্ষত্রিয়ানী, ব্রাহ্মণী, বৈশ্যানী কিংবা শূদ্রানী হয়?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে 'না' বলে। তখন তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করে, 'হে পুরুষ, তুমি যে জনপদকল্যাণীকে চাহিতেছ (সে) কোনো নামের, কোনো গোত্রের হয়? দীর্ঘ, হ্রস্ব বা মধ্যমাকার হয়? কাল, শ্যামা বা মংগুর (রক্ত) বর্ণের হয়? কোনো গ্রাম, নিগম বা নগরে থাকে?' এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে 'জানি না' বলে। তখন তাহাকে যদি ইহা জিজ্ঞাসা করে, 'হে পুরুষ, যাহাকে তুমি জান না, যাহাকে তুমি দেখ নাই, তাহাকে তুমি চাহিতেছ, তাহাকে তুমি কামনা করিতেছ?' এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে 'হ্যাঁ' বলে। তাহা কী মনে করো কাত্যায়ন, এইরূপ বলিলে সে পুরুষের বাক্য অর্থহীন হয় নহে কি?"

"নিশ্চয় ভো গৌতম, এরূপ বলিলে সে পুরুষের বাক্য অর্থহীন হইয়া থাকে।"

"কাত্যায়ন, তুমি তদ্রূপই বলিতেছ, 'ভো গৌতম, যে বর্ণ অপেক্ষা... উহা পরম বর্ণ।' কিন্তু সে বর্ণকে প্রতিপাদন করিতেছ না।"

"যেমন হে গৌতম, শুভ্র, উত্তমজাতীয়, অষ্টাংশ, মসৃণকৃত, বৈদুর্যমণি (হীরা)... [১]।"

"... অথচ কাত্যায়ন, তুমি যাহা জোনাকীপোকার চেয়ে হীনতর, নিকৃষ্টতর বর্ণ, উহাকেই পরম বর্ণ বলিতেছ; কিন্তু সে বর্ণ প্রমাণ করিতেছ না।"

২৮০. কাত্যায়ন, এই পঞ্চ কামগুণ (বিষয় ভোগ)। কোন পঞ্চ? (১) ইষ্ট, কান্ত,... চক্ষু দ্বারা বিজ্ঞেয় রূপ, (২)... শ্রোত্র বিজ্ঞেয় শব্দ, (৩)... ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ, (৪)... জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস, (৫)... কায় বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য। কাত্যায়ন, এই পঞ্চ কামগুণ। এই পঞ্চ কামগুণ সংস্রবে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, উহাকে কামসুখ বলে। এই প্রকারে কাম হইতে কামসুখ, কামসুখ হইতে কামাগ্র-সুখই[২] এখানে শ্রেষ্ঠ বলা যায়।"

এরূপ উক্ত হইলে বেখণস পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, "আশ্চর্য ভো গৌতম, অদ্ভুত ভো গৌতম, মাননীয় গৌতমের কেমন সুভাষিত বাক্য— 'কাম হইতে কামসুখ আর কামসুখ হইতে কামাগ্র-সুখ শ্রেষ্ঠ বলা যায়।'"

---

[১]। ৭৯ নং চূল সকুলুদায়ি সূত্রের ২৭২ অনুচ্ছেদ আর ৮০ নং বেখণস সূত্রের ২৭৯ অনুচ্ছেদের এখানে একরূপ।

[২]। নির্বাণসুখই অভিপ্রেত। (প-সূ.)

"কাত্যায়ন, তোমার ন্যায় অন্য দৃষ্টিক (অন্য মতাবলম্বী), অন্য ক্ষান্তিক, অন্য রুচিক, অন্যত্রযোগী, অন্যথা আচার্যক (ভিন্ন জ্ঞানীর) পক্ষে কাম, কাম-সুখ কামাগ্র-সুখ, ইহা জানা দুষ্কর। কাত্যায়ন, যে-সকল ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচারী, কৃতকৃত্য, ভারমুক্ত, অনুপ্রাপ্ত সদর্থ, পরিক্ষীণ ভব সংযোজন, সম্যকজ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত তাহারাই ইহা কাম, কাম-সুখ এবং কামাগ্র-সুখ বলিয়া জানিতে সমর্থ।"

২৮১. এইরূপ উক্ত হইলে বেখণস পরব্রিাজক কোপিত অসন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া ভগবানকেই ভর্ৎসনা মানসে ভগবানের প্রতি আক্রোশবশত ভগবানকেই বলিবার ইচ্ছায় 'শ্রমণ গৌতমই (অজ্ঞতা) প্রাপ্ত হইবে' (ভাবিয়া) ভগবানকে ইহা বলিলেন, "এই প্রকারই এক্ষেত্রে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্ত (আরম্ভ) না জানিয়া, অপরান্ত (শেষ) না দেখিয়াই এই প্রকার অঙ্গীকার (দাবি) করে—'জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যবাস সমাপ্ত হইয়াছে, কর্তব্য করা হইয়াছে, ইহার জন্য আর কর্তব্য নাই, ইহা আমরা জানি।' তাহাদের এই ভাষণ হর্ষকরই (হাস্যজনক) প্রতিপন্ন হয়, নিরর্থক, রিক্ত ও তুচ্ছই প্রতিপন্ন হয়।"

"কাত্যায়ন, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্ত, না জানিয়া, অপরান্ত না দেখিয়া এই অস্বীকার করে যে, 'জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে... ইহা আমরা জানি।' উহাদের ইহা ধার্মিক নিগ্রহ হইয়া থাকে। কাত্যায়ন, থাক পূর্বান্ত, (পূর্বনিবাসানুস্মৃতি), থাক অপরান্ত (দিব্যচক্ষু), অশঠ, অমায়াবী, কোনো সরল বিজ্ঞপুরুষ আসুক; আমি তাহাকে অনুশাসন করি, ধর্মোপদেশ করি। (আমার) অনুশাসনানুরূপ আচরণ করিলে অচিরেই নিজে উপলব্ধি করিবে, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবে : 'অবিদ্যা বন্ধন হইতে এই প্রকারেই সম্যক বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে।' যেমন কাত্যায়ন, উত্তানশায়ী অবোধ অল্পবয়স্ক শিশুর (দুই হস্ত, দুই পাদ) আর পঞ্চম স্থানীয় কণ্ঠে সূত্র-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, উহার বয়ঃবৃদ্ধির পর ইন্দ্রিয় (জ্ঞান) পরিপক্ক হইলে সেই বন্ধনসমূহ ছিন্ন হয়। সে 'মুক্ত হইয়াছি, বন্ধন আর নাই' ইহা জানিতে পারে। এই প্রকারেই কাত্যায়ন!... কোনো বিজ্ঞপুরুষ আসুক... স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবে, এই প্রকারে অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।"

এরূপ উক্ত হইলে বেখণস পরিব্রাজক ভগবানকে ইহা বলিলেন, "আশ্চর্য ভো গৌতম, অতি চমৎকার ভো গৌতম!... মাননীয় গৌতম, আজ হইতে আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

বেখণস সূত্র সমাপ্ত

তৃতীয় পরিব্রাজক বর্গ সমাপ্ত

৪. রাজ-বর্গ

১. ঘটিকার সূত্র

(ত্যাগময় গৃহস্থ-জীবন)

২৮২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান মহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশল জনপদে চারিকায় (ধর্ম প্রচারার্থ) ভ্রমণ করিতেছেন।

তখন ভগবান মার্গ হইতে সরিয়া একস্থানে (দাঁড়াইয়া) স্মিত হাসি প্রকাশ করিলেন।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দের মনে হইল : "কী হেতু, কী প্রত্যয় ভগবানের স্মিত হাসি প্রকাশের? তথাগতগণ অকারণে স্মিত হাসি প্রকাশ করেন না।"

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ এক অংশে (বামস্কন্ধে) চীবর রাখিয়া যেদিকে ভগবান ছিলেন সেদিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণামপূর্বক ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, ভগবানের স্মিত হাসি প্রকাশের কী হেতু, কী প্রত্যয়? ভন্তে, তথাগতগণ অকারণে মৃদু হাসেন না।"

"আনন্দ, পূর্বকালে এই প্রদেশে সমৃদ্ধ, স্ফীত বহু জনমানবাকীর্ণ বেহলিঙ্গ নামক গ্রাম-নিগম ছিল। বেহলিঙ্গ গ্রাম-নিগমের সমীপে ভগবান কাশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বিহার করিতেন। আনন্দ, এখানে তাঁহার আরাম ছিল এবং এখানে ভগবান কাশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ উপবেশন করিয়া ধর্মোপদেশ করিয়াছেন।"

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ চতুর্গুণ (করিয়া) সংঘাটি বিছাইয়া ভগবানকে বলিলেন, "তাহা হইলে প্রভু, ভগবান এস্থানে বসুন, এই প্রকারে এই স্থান দুই মহৎ সম্যকসম্বুদ্ধের ব্যবহৃত হইবে।"

ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন, বসিয়া ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "আনন্দ, অতীতকালে... এই প্রদেশে বেহলিঙ্গ[১] নামক... গ্রাম-নিগম ছিল। বেহলিঙ্গ সমীপে ভগবান কাশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আরাম ছিল। এখানেই আনন্দ, কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধ বসিয়া ভিক্ষুসংঘকে উপদেশ দিতেন।"

২৮৩. "আনন্দ, বেহলিঙ্গ গ্রাম-নিগমে ঘটিকার নামক কুম্ভকার ভগবান কাশ্যপের উপাসক (সেবক) ছিল; অগ্র উপস্থাতা (প্রধান সেবক) ছিল।

---

[১]। বেগলিঙ্গ (ব্রহ্ম গ্রন্থে)।

ঘটিকার কুম্ভকারের জ্যোতিপাল নামক মানবক (ব্রাহ্মণ কুমার) সহায় ছিল, প্রিয় সহায়। তখন আনন্দ, ঘটিকার কুম্ভকার জ্যোতিপাল মানবককে আহ্বান করিল, 'সৌম্য জ্যোতিপাল, চল আমরা ভগবান কাশ্যপকে দর্শনার্থ গমন করি। সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শন সাধুসম্মত।'

এরূপ উক্ত হইলে আনন্দ, জ্যোতিপাল মানবক ঘটিকার কুম্ভকারকে ইহা বলিল, 'অপ্রয়োজন সৌম্য ঘটিকার, সেই মুণ্ডক শ্রমণকে দর্শনের কী ফল?'

দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও এই আলোচনা হইল।

'... তাহা হইলে চলুন জ্যোতিপাল, স্নানীয় সোত্তি[১] লইয়া আমরা স্নান করিবার জন্য নদীতে গমন করিব।'

'ভালো, সৌম্য,' (বলিয়া) জ্যোতিপাল মানবক ঘটিকার কুম্ভকারকে প্রত্যুত্তর দিল।

তখন আনন্দ, ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মানবক স্নানীয় সোত্তি লইয়া স্নানের নিমিত্ত নদীতে গেল।"

২৮৪. "তখন আনন্দ, ঘটিকার কুম্ভকার জ্যোতিপাল মানবককে বলিল, 'সৌম্য জ্যোতিপাল, এই সমীপেই ভগবান কাশ্যপের আরাম, চল সৌম্য জ্যোতিপাল,... সেই ভগবানের...দর্শন সাধু সম্মত।'

ইহা উক্ত হইলে আনন্দ, জ্যোতিপাল মানবক ঘটিকার কুম্ভকারকে বলিল, 'রাখিয়া দাও সৌম্য ঘটিকার!...।'

দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও...।

তখন আনন্দ, ঘটিকার কুম্ভকার জ্যোতিপাল মানবককে কাপড়ে বেষ্টন করিয়া বলিল, 'সৌম্য জ্যোতিপাল, এই যে পার্শ্বেই ভগবান কাশ্যপের আরাম, চল সৌম্য জ্যোতিপাল,... সেই ভগবানের দর্শন সাধুসম্মত।'

তখন আনন্দ, জ্যোতিপাল মানবক কাপড়ের বেষ্টন খুলিয়া ঘটিকার কুম্ভকারকে বলিল, 'অপ্রয়োজন সৌম্য ঘটিকার!...।'

তখন আনন্দ, ঘটিকার কুম্ভকার সশীর্ষ স্নাত জ্যোতিপাল মানবককে কেশে স্পর্শ করিয়া বলিল, 'সৌম্য জ্যোতিপাল, এই যে সমীপে ভগবান কাশ্যপের আরাম,... দর্শন সাধুসম্মত।'

তখন আনন্দ, জ্যোতিপাল মানবকের এই চিন্তা হইল—'একান্তই আশ্চর্য, ভো, একান্তই অদ্ভুত, ভো, যেখানে ঘটিকার কুম্ভকার ইতর (নীচ)

---

[১]। স্নানার্থ কৃত সোত্তি—কুরবিন্দ পাষাণচূর্ণ লাক্ষায় (মোমে) মিশ্রিত ও পিণ্ড করিয়া সূত্রদ্বারা মালা গাঁথিয়া দুই পার্শ্বের সূত্র ধরিয়া দেহ মার্জনা করিবার বস্তুবিশেষ। (প-সূ.)

জাতি হইয়াও সশীর্ষ স্নাত আমার কেশে স্পর্শ করিবার সাহস করিয়াছে। বোধ হয় ইহা নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় না হইবে।' ঘটিকার কুম্ভকারকে বলিল, 'বেশ, এ পর্যন্ত বন্ধু ঘটিকার?'

'হ্যাঁ, এ পর্যন্ত বন্ধু জ্যোতিপাল সেই ভগবানের দর্শন সাধুসম্মত হয়।'

'তাহা হইলে বন্ধু ঘটিকার, ছাড়, চল যাইব।'

২৮৫. "তখন আনন্দ, ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মানবক যেখানে ভগবান কাশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আছেন তথায় উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ঘটিকার কুম্ভকার কাশ্যপ... ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে বসিল। জ্যোতিপাল মানবকও কাশ্যপ... ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া... একান্তে বসিল।

আনন্দ, একপ্রান্তে উপবিষ্ট ঘটিকার কুম্ভকার কাশ্যপ ভগবানকে বলিল, 'ভন্তে, এই জ্যোতিপাল মানবক আমার সহায়, প্রিয় সহায়। তাহাকে ভগবান, ধর্মোপদেশ করুন।'

তখন আনন্দ, ভগবান কাশ্যপ... ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মানবককে ধার্মিক কথা দ্বারা সন্দর্শিত[১], সমাদাপিত[২], সমুত্তেজিত[৩], সম্প্রহর্ষিত[৪] করিলেন।

তখন আনন্দ, ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মানবক কাশ্যপ ভগবানের ধর্মীয় কথা দ্বারা... সম্প্রহর্ষিত হইয়া কাশ্যপ... ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিল এবং আসন হইতে উঠিয়া ভগবান কাশ্যপকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।"

২৮৬. "তখন আনন্দ, জ্যোতিপাল মানবক ঘটিকার কুম্ভকারকে বলিল, 'আহা, বন্ধু ঘটিকার, ধর্ম শুনিয়াও তুমি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইলে না।'

'কেন, সৌম্য জ্যোতিপাল, তুমি কি আমাকে জান না? অন্ধ বৃদ্ধ মাতাপিতাকে আমি যে ভরণ-পোষণ করি?'

'তবে সৌম্য ঘটিকার, আমি আগার ছাড়িয়া অনাগারিক প্রব্রজিত হইব।'

আনন্দ, তখন ঘটিকার কুম্ভকার ও জ্যোতিপাল মানবক যেখানে ভগবান

---

[১] । সন্দর্শিত—'দৃষ্ট-ধার্মিক' এর অর্থ প্রদর্শিত করিলেন।

[২] । সমাদাপিত—কুশলধর্ম সমাদান বা গ্রহণ করাইলেন।

[৩] । সমুত্তেজিত—তাহাতে উৎসাহিত করিলেন।

[৪] । সম্প্রহর্ষিত—সেই উৎসাহ ও অন্য বিদ্যমান গুণদ্বারা ধর্মরত্ন বর্ষা বর্ষণ করিয়া প্রহৃষ্ট করিলেন। (সম-পাসা. ১০০ পৃ.)

কাশ্যপ আছেন তথায় গেলেন, উপনীত হইয়া...। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ঘটিকার কুম্ভকার ভগবান কাশ্যপকে নিবেদন করিলেন, 'এই যে ভন্তে, আমার প্রিয় সহায় জ্যোতিপাল মানবক, ভগবান, তাহাকে প্রব্রজিত করুন।'

আনন্দ, জ্যোতিপাল মানবক ভগবান কাশ্যপ সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিল[১]।"

২৮৭. "তখন আনন্দ, জ্যোতিপালের উপসম্পদার (ভিক্ষু হইবার) অল্প-সময়, অর্ধমাস পর ভগবান কাশ্যপ বেহলিঙ্গে অভিরুচি অনুযায়ী বাস করিয়া বারাণসীর দিকে যাত্রা করিলেন, ক্রমশ বিচরণ করিতে করিতে যেখানে বারাণসী তথায় পৌঁছিলেন। তথায় আনন্দ, কাশ্যপ ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে বিহার করিতেছেন।

আনন্দ, কাশীরাজ কিকী শুনিলেন যে ভগবান কাশ্যপ বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে বিহার করিতেছেন। তখন কাশীরাজ কিকী উত্তমোত্তম যান (রথ) সাজাইয়া স্বয়ং এক উত্তম যানে আরোহণ করিয়া উত্তম যান সঙ্গে লইয়া কাশ্যপ ভগবানকে দর্শনার্থ মহৎ রাজানুভাবে বারাণসী হইতে বাহির হইলেন। যতদূর যানের রাস্তা ছিল ততদূর যানে গিয়া পুনঃ যান হইতে অবতরণপূর্বক পদব্রজে যেখানে ভগবান কাশ্যপ ছিলেন সেখানে গেলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবান কাশ্যপকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট কাশীরাজ কিকীকে ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধ ধর্মকথায় সমুত্তেজিত, প্রহর্ষিত করিলেন। তখন ভগবান কাশ্যপ দ্বারা প্রহর্ষিত হইয়া কাশীরাজ কিকী ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকালের জন্য আমার (বাড়িতে) ভোজন গ্রহণ করুন।' ভগবান কাশ্যপ তূষ্ণীভাবে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

আনন্দ, তখন কাশীরাজ কিকী ভগবান কাশ্যপের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবান কাশ্যপকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপর আনন্দ, কাশীরাজ কিকী সেই রাত্রি প্রভাত হইলে স্বীয় প্রাসাদে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য সজ্জিত করিয়া কালিমা-রহিত পান্তমুটিক (লাল ধানের

---

[১]। বোধিসত্ত্বেরা বুদ্ধগণের নিকট প্রব্রজিত হন। তাঁহারা অসাধারণভাবে চারি পরিশুদ্ধ শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ত্রিপিটক বুদ্ধবাক্য অধ্যয়ন করেন। ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ-ব্রত পুরণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় যাতায়াত ব্রত পূর্ণ করিয়া ধ্যান-বিদর্শন বর্ধিত করেন। এভাবে অনুলোম জ্ঞান পর্যন্ত লাভ করিয়া তদুত্তর মার্গফলের জন্য চেষ্টা করেন না। জ্যোতিপালও তাহা করিয়াছিলেন। (প-সূ)

ভাত, বিনীভাত?) শালির উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য ও অনেক ব্যঞ্জন সজ্জিত করাইয়া ভগবান কাশ্যপকে (ভোজনের) কাল নিবেদন করিলেন, 'ভন্তে, এখন ভোজনের সময়, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।'"

২৮৮. "অতঃপর আনন্দ, কাশ্যপ ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া ভিক্ষুসংঘসহ কাশীরাজ কিকীর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। আনন্দ, তখন, কাশীরাজ কিকী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে, উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সন্তর্পিত (সন্তৃপ্ত) ও সম্প্রবারিত করিলেন।

তখন আনন্দ, ভগবান কাশ্যপ ভোজন সমাপ্ত করিয়া হাত পাত্র হইতে অপনীত করিলে কাশীরাজ কিকী এক নিচ আসন লইয়া একপ্রান্তে বসিলেন, একপ্রান্তে উপবিষ্ট কাশীরাজ কিকী ভগবান কাশ্যপকে বলিলেন, 'ভন্তে, বারাণসীতে বর্ষাবাস স্বীকার করুন। এই প্রকারে (আমাদের পক্ষে) সংঘ সেবার সুযোগ হইবে।'

'না, মহারাজ, আমার বর্ষাবাস স্বীকৃত হইয়াছে।'

দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও...।

তখন আনন্দ, 'ভগবান কাশ্যপ বারাণসীতে বর্ষাবাসের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতেছেন না', এই চিন্তায় কাশীরাজ কিকীর দুঃখ হইল, দৌর্মনস্য হইল।

তখন আনন্দ, কাশীরাজ কিকী ভগবান কাশ্যপকে বলিলেন, 'কেমন ভন্তে, আমা অপেক্ষাও আপনার কোনো উত্তম সেবক আছে কি?'

'মহারাজ, বেহলিঙ্গ নামক গ্রাম-নিগম আছে, তথায় ঘটিকার নামক কুম্ভকার বাস করে, সে আমার অগ্র-উপস্থাতা। মহারাজ, ভগবান বারাণসীতে বর্ষাবাসার্থ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না, এই চিন্তায় আপনার অন্যথা ভাব ও দৌর্মনস্য হইয়া থাকিবে। কিন্তু ঘটিকার কুম্ভকারের ইহা হয় না, হইবেও না। মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছে, ধর্মের শরণাগত হইয়াছে, সংঘের শরণাগত হইয়াছে। মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার প্রাণাতিপাত (হিংসা) হইতে বিরত, অদত্তাদান (চুরি) হইতে বিরত, কামে মিথ্যাচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, সুরা মেরেয়-মদ্য-প্রমাদস্থান (নেশার-বস্তু) হইতে বিরত আছে। মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার বুদ্ধের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাযুক্ত, ধর্মের প্রতি ও সংঘের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত; আর্য-কান্তশীল (সুন্দর সদাচার) যুক্ত। মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার দুঃখসত্যে নিঃসংশয়, দুঃখসমুদয়ে নিঃসংশয়, দুঃখনিরোধে নিঃসংশয়, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় সংশয় রহিত।... একাহারী, ব্রহ্মচারী,

শীলবান, কল্যাণধর্ম (পুণ্যাত্মা)। মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার মণি-সুবর্ণ ত্যাগী, জাত-রূপ-রজত গ্রহণ বিরহিত। মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার মুষল (মাটিকাটা বা খননের যন্ত্র) ত্যাগী, স্বহস্তে, পৃথিবী খনন করে না। তাহার গৃহাশ্রিত (কুলুপলগ্ন) মুষিক বা কুকুর যাহা আছে, তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ভাজনে রাখিয়া এরূপ বলে : এখানে পরিশুদ্ধ তণ্ডুল, মুগ বা মটর ছাড়িয়া অবশিষ্ট যার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা নিয়া যাও। মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার অন্ধ ও বয়ঃবৃদ্ধ পিতামাতাকে পোষণ করে। মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজনের ক্ষয় করিয়া উপপাতিক বা ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছে, সেই ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবর্তন করিবে না; তথায় সে পরিনির্বাণলাভী হইয়াছেন।”

২৮৯. “মহারাজ, এক সময় আমি বেহলিঙ্গে বিহার করিতেছি। তখন আমি পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া যেখানে ঘটিকার কুম্ভকারের মাতাপিতা আছে, তথায় পৌঁছিলাম এবং কুম্ভকারের মাতাপিতাকে বলিলাম, ‘ওহে, এই ভার্গব কোথায় গিয়াছে?’

‘ভন্তে, আপনার সেবক বাহিরে গিয়াছে, এই কুম্ভী[১] (পাতিল) হইতে অন্ন ও পরিযোগ (তেলানী) হইতে সূপ (ডাল, ব্যঞ্জন) লইয়া ভোজন করুন।’

তখন মহারাজ, আমি কুম্ভী হইতে ভাত আর পরিযোগ হইতে তরকারী গ্রহণ করিয়া ভোজন শেষে আসন ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। মহারাজ, তৎপর ঘটিকার কুম্ভকার তাহার মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে কুম্ভী হইতে ভাত ও পরিযোগ হইতে সূপ খাইয়া গেল?’

‘তাত, কাশ্যপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ...।’

তখন মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকারের মনে এই হইল, আমার বড়ই সৌভাগ্য, আমার একান্তই সুলাভ; কেননা আমার উপর ভগবান কাশ্যপের এতদূর অনুগ্রহ আছে।’ তখন সেই প্রীতি-সুখ অর্ধমাস যাবৎ কুম্ভকারকে ও সপ্তাহ যাবৎ মাতাপিতাকে নিরন্তর সুপ্রসন্ন রাখিল।”

২৯০. “মহারাজ, একবার আমি সেই বেহলিঙ্গ গ্রাম-নিগমে বাস করিতেছি। তখন পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ঘটিকারের মাতাপিতার নিকট গিয়াছিলাম, গিয়া তাহাদিগকে বলিলাম, ‘ওহে, এই ভার্গব কোথায় গিয়াছে?’... ।

---

[১]। ‘কুম্ভী’ ভাত রান্নার হাঁড়ি, ‘পরিযোগ’ তরকারীর ছোট হাঁড়ি।

তখন মহারাজ, আমি কলোপি (ভোজন) হইতে কুল্মাষ (কাঞ্জিকা?) ও পরিযোগ হইতে সূপ লইয়া ভোজন করিয়া চলিয়া আসিলাম...। এই প্রীতি-সুখ কুম্ভকারের এক পক্ষ, মাতাপিতার সপ্তাহকাল নিরন্তর ছিল।"

২৯১. "একদিন মহারাজ, সেই বেহলিঙ্গ গ্রাম-নিগমে বাস করিতেছি। সেই সময় (আমার) গন্ধকুটি ভিজিয়া গেল। তখন আমি ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলাম, 'ভিক্ষুগণ, ঘটিকারের গৃহে শণতৃণ অন্বেষণ করো।' ইহা বলিলে তাহারা আমাকে বলিল যে 'ভন্তে, কুম্ভকারের গৃহে তৃণ নাই। অথচ তাহার সদ্য তৃণ-আচ্ছাদিত আবেসন (কর্মশালা) আছে।' 'যাও, ভিক্ষুগণ, ঘটিকারের আবেসন তৃণমুক্ত করো।' তখন মহারাজ, ভিক্ষুরা গিয়া কুম্ভকারের সদ্য আচ্ছাদিত আবেসন তৃণহীন করিতেছে। এমন সময় ঘটিকার কুম্ভকারের মাতাপিতা ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাঁহারা ঘরের আচ্ছাদন খুলিতেছেন?' ভিক্ষুগণ, ভগিনি, ভগবান কাশ্যপের গন্ধকুটি ভিজিয়া গিয়াছে।' 'নিয়া যান, ভন্তে, নিয়া যান, ভদ্রমুখগণ!'

তখন মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার মাতাপিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে আবেসন তৃণশূন্য (ছানিহীন) করিল?'

'ভিক্ষুগণ, বৎস, ভগবান কাশ্যপের... গন্ধকুটি ভিজিয়া গিয়াছে।'

তখন মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকারের এরূপ হইল : 'বড়ই সৌভাগ্য আমার,... মাতাপিতার সপ্তাহব্যাপী নিরন্তর...।

অতঃপর মহারাজ, সে কুম্ভকারশালা সারা তিন মাস আকাশাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু ভিজিল না। মহারাজ, এই প্রকারের ঘটিকার কুম্ভকার।"

"ভন্তে, ঘটিকার কুম্ভকারের লাভ, সুলাভ, মহাসৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, যাহার প্রতি ভগবান এতই সুপ্রসন্ন (সদয়)।"

২৯২. "অতঃপর আনন্দ, কিকী কাশীরাজ ঘটিকার কুম্ভকার সমীপে পান্তমুটিক শালির চাউল-বাহী পঞ্চশত শকট আর তদনুরূপ সূপের বস্তু প্যাইলেন। তখন আনন্দ, রাজ কর্মচারীগণ ঘটিকার কুম্ভকারের নিকট গিয়া বলিল, 'মহাত্মন, এই পাঁচশত (শকট-বাহ্য) বাহ[১] পান্তমুটিকের তণ্ডুল আর

---

[১]। বাহ পরিমাণ– পূর্ববঙ্গের পরিমাণ

৪ মুষ্টিতে .... ১ কুটব (কুতূপ?)		পোয়া,
৪ কুটূবে .... ১ পাত্র	–	সের
৪ পাত্রে .... ১ আঢ়ক	–	১/৪ পোয়া আঢ়ি।
৪ আঢ়কে .... ১ দ্রোণ	–	১ আঢ়ি।
৪ দ্রোণে .... ১ মানিকা	–	৪ আঢ়ি।

উহার অনুরূপ সূপের উপকরণ কাশীরাজ কিকী আপনার নিকট প্যাইয়াছেন। আপনি এ সমস্ত গ্রহণ করুন।'"

"রাজার বহুকৃত্য, বহু করণীয় আছে; (তাহা) রাজারই হউক, আমার প্রয়োজন নাই।"

"আনন্দ, তোমার কি এইরূপ মনে হইল : সেই সময় জ্যোতিপাল মানবক অপর কেহ হইবে? আনন্দ, সে ধারণা করিবে না, আমিই সেই জ্যোতিপাল মানবক ছিলাম।"

ভগবান ইহা বলিলেন, আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্ট চিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

ঘটিকার সূত্র সমাপ্ত

২. রট্‌ঠপাল সূত্র

(ভোগের অসারতা, ত্যাগময় ভিক্ষুজীবন)

২৯৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সহিত কুরুপ্রদেশে (ধর্ম প্রচারার্থ) বিচরণ করিতে করিতে যেখানে থুল্লকোট্টিত নামক কুরুদের নিগম তথায় পৌঁছিলেন।

থুল্লকোট্টিত (স্থূল কোষ্ঠিত) বাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিলেন যে, 'শাক্যপুত্র... শ্রমণ গৌতম থুল্লকোট্টিতে উপস্থিত হইয়াছেন।... তদ্রূপ অর্হতের দর্শন সাধু (ভাল) হয়।' তখন থুল্লকোট্টিতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরা যেখানে ভগবান আছেন তথায় গেলেন, গিয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন।... কেহ কেহ নীরবে একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট থুল্লকোট্টিতবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে ভগবান ধর্মকথা দ্বারা সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত, সংপ্রহর্ষিত করিলেন।

২৯৪. সেই সময় থুল্লকোট্টিতের অগ্রকুলিকের পুত্র রাষ্ট্রপাল সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার মনে এই হইল, 'যে প্রবারে ভগবান ধর্মদেশনা করিতেছেন, এই একান্ত পরিপূর্ণ, অত্যন্ত পরিশুদ্ধ, লিখিত শঙ্খ-শুভ্র ব্রহ্মচর্য পালন করা গৃহীর পক্ষে সুকর নহে। সুতরাং আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া,

---

৪ মানিকায় .... ১ খারী – ১৬ ,,
২৪ খারীকায় .... ১ বাহো– ৩২০ ,,
ইহা এক শকট বাহ্য বা বাহ পরিমাণ, সূত্রনিপাত অর্থকথায় বলা হইয়াছে। (টীকা)

কাষায়-বস্ত্র পরিধানপূর্বক আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি না কেন?' তখন থুল্লকোট্ঠিতবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবান কর্তৃক... সমুত্তেজিত... প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন, অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন... ব্রাহ্মণ-কুলপুত্রদের চলিয়া যাইবার অনন্তর পর রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র যেখানে ভগবান আছেন তথায় গেলেন, গিয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্মকে আমি যে যেভাবে অবগত হইয়াছি, এই... শঙ্খ-শুভ্র ব্রহ্মচর্য পালন করা গৃহবাসীর পক্ষে সহজ নহে। অতএব ভন্তে, আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করি, উপসম্পদা প্রার্থনা করি।"

"রাষ্ট্রপাল, তুমি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য মাতাপিতা হইতে অনুমতি পাইয়াছ কি?"

"ভন্তে, অনুমতি পাই নাই।"

"রাষ্ট্রপাল, তথাগতগণ মাতাপিতার অনুমতি বিনা কাহাকেও প্রব্রজ্যা দেন না।"

"ভন্তে, আমি তাহাই করিব, যাহাতে মাতাপিতা আমাকে প্রব্রজ্যার নিমিত্ত অনুমতি দেন।"

২৯৫. তখন রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া যেখানে মাতাপিতা ছিলেন তথায় গেলেন, গিয়া মাতাপিতাকে বলিলেন, "অম্মা তাত, আমি ভগবানের উপদিষ্ট ধর্মকে যে যে ভাবে বুঝিয়াছি, এই... শঙ্খলিখিত (মর্দিত শঙ্খের ন্যায় নির্মল শুভ্র) ব্রহ্মচর্য পালন করা গৃহবাসীর পক্ষে সুকর নহে। সুতরাং আমি প্রব্রজিত হইতে চাই। আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার নিমিত্ত আমাকে অনুমতি দিন।"

ইহা উক্ত হইলে রাষ্ট্রপাল কুলপুত্রের মাতাপিতা তাঁহাকে উলিলেন, "তাত রাষ্ট্রপাল, তুমি আমাদের প্রিয়, মনাপ, সুখে-বর্ধিত, সুখে পরিপোষিত একমাত্র পুত্র। তাত রাষ্ট্রপাল, তুমি কিছুমাত্র দুঃখ জান না। আস, রাষ্ট্রপাল, খাও, পান কর আর বিচরণ কর; খাইয়া, পান করিয়া, বিচরণ করিয়া, কাম (বিষয়) ভোগ করিয়া, পুণ্য করিয়া অভিরমিত হও। আমরা তোমাকে... প্রব্রজ্যার অনুমতি দিব না, মৃত্যুতেও তোমা হইতে আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বে বিচ্ছেদ হইব। কী প্রকারে আমরা জীবদ্দশায় তোমাকে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় অনুমতি দিব?"

দ্বিতীয়বার...। তৃতীয়বার...।

২৯৬. তৎপর রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র মাতাপিতার নিকট প্রব্রজ্যার অনুমতি লাভ না করায় সে-স্থানেই অন্তর (বিছানা) রহিত ভূমিতে শয়ন করিলেন, "এখানেই আমার মরণ কিংবা প্রব্রজ্যা হইবে।"

তখন... মাতাপিতা রাষ্ট্রপালকে... বলিলেন, "তাত রাষ্ট্রপাল, তুমি আমাদের একমাত্র প্রিয়পুত্র...।"

ইহা বলিলেও রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র নীরব রহিলেন।

... দ্বিতীয়বারও। তৃতীয়বারও... রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র নীরব রহিলেন।

তখন রাষ্ট্রপালের মাতাপিতা তাঁহার সহায়দের নিকট উপস্থিত হইলেন... এবং বলিলেন, "বাবাগণ, রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র শয্যাহীন মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে, 'ওখানেই মরণ কিংবা প্রব্রজ্যা হইবে।' আস, বৎসগণ, যেখানে রাষ্ট্রপাল তথায় যাও, তোমরা গিয়া রাষ্ট্রপালকে বলো : 'সৌম্য রাষ্ট্রপাল, তুমি মাতাপিতার একমাত্র পুত্র...।'"

২৯৭. তখন রাষ্ট্রপালের মিত্রগণ তাঁহার মাতাপিতার নিকট প্রতিশ্রুতি হইয়া রাষ্ট্রপালের নিকট উপস্থিত হইল এবং... তাঁহাকে বলিলেন, সৌম্য রাষ্ট্রপাল, আপনি মাতাপিতার একমাত্র প্রিয় সন্তান...। উঠুন সৌম্য রাষ্ট্রপাল ভোজন করুন, পান করুন, বিচরণ করুন... অভিরমিত হউন।"

ইহা বলিলেও রাষ্ট্রপাল নীরব রহিলেন...।

দ্বিতীয়বার...। তৃতীয়বার...।

২৯৮. তখন রাষ্ট্রপালের মিত্রগণ রাষ্ট্রপালের মাতাপিতাকে বলিলেন, "অম্মা তাত, এই রাষ্ট্রপাল ওই স্থানে বিছানাহীন ধরণীতে পড়িয়া রহিয়াছেন, 'এখানেই আমার মরণ কিংবা প্রব্রজ্যা হইবে।' যদি আপনারা রাষ্ট্রপালকে অনুমতি না দেন, তবে তথায়ই তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি আপনারা অনুমতি দেন, তবে প্রব্রজিত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। যদি রাষ্ট্রপাল প্রব্রজ্যায় অভিরমিত না হন তাহা হইলে তাঁহার আর কী গতি হইবে? এখানেই প্রত্যাগমন করবেন। সুতরাং রাষ্ট্রপালকে প্রব্রজ্যার অনুমতি প্রদান করুন।"

"বৎসগণ, রাষ্ট্রপালকে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অনুমতি দিতেছি, কিন্তু এই সত্ত্ব রহিল, প্রব্রজিত হইয়া মাতাপিতাকে দর্শন দিতে হইবে।"

তখন রাষ্ট্রপালের সহায়গণ... গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সৌম্য রাষ্ট্রপাল, আপনি মাতাপিতার একমাত্র প্রিয় পুত্র...। প্রব্রজ্যার নিমিত্ত মাতাপিতার আদেশ পাইলেন, কিন্তু (শর্ত রহিল) প্রব্রজিত হইয়া মাতাপিতাকে দর্শন

দিতে হইবে।”

২৯৯. তখন রাষ্ট্রপাল... উঠিয়া, বল সঞ্চয় করিয়া, ভগবানের সমীপে উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া ও একপ্রান্তে বসিয়া বলিলেন, “ভন্তে, আমি মাতাপিতা হইতে প্রব্রজ্যার অনুমতি পাইয়াছি। ভগবান, আমাকে প্রব্রজিত করুন।”

রাষ্ট্রপাল ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।

তখন ভগবান রাষ্টপালের উপসম্পদার (ভিক্ষু হইবার) অল্পদিন বা অর্ধমাস পরে থুল্লকোট্টিতে যথেচ্ছা বিহার করিয়া যে দিকে শ্রাবস্তী তদভিমুখে চারিকায় প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে চারিকায় বিচরণ করিয়া শ্রাবস্তীতে পৌঁছিলেন। তথায় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছেন। তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল... আত্মসংযমীরূপে বিহার করিয়া অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হন, সেই সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্যের চরম-লক্ষ্য ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন, ‘(তাঁহার) জন্ম ক্ষয় হইল, ব্রহ্মচর্যবাস পূর্ণ হইল, করণীয় কৃত হইল, আর এই জীবনের জন্য অপর কর্তব্য নাই’—ইহা তিনি অবগত হইলেন। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল অর্হৎদের অন্যতর হইলেন।

অতঃপর রাষ্ট্রপাল যেখানে ভগবান তথায় উপনীত হইলেন, গিয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বলিলেন, “ভন্তে, যদি আমাকে ভগবান অনুমতি প্রদান করেন তবে আমি মাতাপিতাকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করি।”

তখন ভগবান স্বচিত্ত দ্বারা রাষ্ট্রপালের চিত্ত-বিতর্ক চিন্তা করিলেন। যখন ভগবান জানিলেন যে রাষ্ট্রপাল কুলপুত্রের পক্ষে (ভিক্ষু) শিক্ষা ত্যাগ করিয়া হীন (গৃহী) অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, তখন ভগবান আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে বলিলেন, “রাষ্ট্রপাল, এখন তুমি যাহা সময় বিবেচনা কর (তাহা কর)।”

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া শয়নাসনের ব্যবস্থা করিয়া, পাত্র-চীবর লইয়া থুল্লকোট্টিতের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে যেখানে থুল্লকোট্টিত তথায় অগ্রসর হইলেন। তথায় আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল থুল্লকোট্টিতে রাজা কৌরব্যের মিগাচীরে (তন্নামক উদ্যানে) বিহার করিতেছেন।

তখন (দ্বিতীয় দিনে) আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিধান

করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষার্থ থুল্লকোট্টিতে প্রবেশ করিলেন। থুল্লকোট্টিতে ক্রমান্বয়ে (সপদান) পিণ্ডাচরণ করিতে করিতে স্বীয় পিত্রালয়ে পৌঁছিলেন। সেই সময় রাষ্ট্রপালের পিতা মধ্যম দ্বারশালায় (নাপিতের দ্বারা) কেশচ্ছেদন করাইতেছেন। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পিতা দূর হইতে রাষ্ট্রপালকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া (স্বগত) বলিলেন, 'এই মুণ্ডক শ্রমণেরাই আমাদের প্রিয়, মনাপ একমাত্র সন্তানকে প্রব্রজিত করিয়া নিয়াছে।' তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল স্বীয় পিতৃ-নিবাসে দান কিংবা প্রত্যাখ্যান কিছুই পাইলেন না। অধিকন্তু আক্রোশই লাভ করিলেন।

সে সময় আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের জ্ঞাতি-দাসী অভিদোষিক[১] (বাসি) কুল্মাস (দাল) পরিত্যাগেচ্ছু হইল। তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল সেই জ্ঞাতি-দাসীকে বলিলেন, 'ভগ্নি, যদি সেই অভিদোষিক কুল্মাস ত্যাগেচ্ছু হও, তবে এখানে আমার পাত্রে ঢালো।'

তখন... জ্ঞাতি-দাসী সেই বাসি কুল্মাস আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পাত্রে ঢালিবার সময় হস্ত, পদ ও স্বরের নিমিত্ত (আকার) লক্ষ করিল।

৩০০. তখন... জ্ঞাতি-দাসী যেখানে আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের মাতা আছেন তথায় গেল, গিয়া তাঁহাকে কহিল, "ওহে আর্যে, জানেন কি আর্যপুত্র রাষ্ট্রপাল আসিয়াছেন?"

"অরে, যদি সত্য বলো, তবে তুমি দাসিত্ব-মুক্ত হইবে।"

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের মাতা রাষ্ট্রপালের পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, "ওহে গৃহপতি, জানেন কি রাষ্ট্রপাল নাকি আসিয়াছে?"

সেই সময় আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল কোনো (ধর্মশালার) দেওয়াল সমীপে (বসিয়া) সেই বাসি কুল্মাস ভোজন করিতেছেন। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পিতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'তাত রাষ্ট্রপাল, (আমাদের ধন) আছে, তুমি বাসি কুল্মাস খাইতেছ, তার চেয়ে তোমার নিজের গৃহে যাওয়া উচিত নহে কি?"

"গৃহপতি, গৃহত্যাগী প্রব্রজিতদের আবার ঘর কোথায়? গৃহপতি, আমরা গৃহছাড়া। আপনার গৃহে গিয়াছিলাম তথায় না দান পাইলাম, না প্রত্যাখ্যান। অধিকন্তু আক্রোশই লাভ করিলাম।"

"এস বৎস রাষ্ট্রপাল, চল ঘরে যাই।"

"প্রয়োজন নাই গৃহপতি, অদ্যকার মত আমার ভোজন-কৃত্য সমাপ্ত।"

---

[১]। পূতিভাব দোষে অভিভূত—অভিদোষিক।

"তা হইলে বৎস রাষ্ট্রপাল, আগামী কালের ভোজন স্বীকার করো।"

আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পিতা রাষ্ট্রপালের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আপনার ঘরে গিয়া... হিরণ্য ও সুবর্ণের মহৎ দুই পুঞ্জ করাইয়া কিলিঞ্জক (মাদুর) দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করাইয়া রাষ্ট্রপালের পুরাতন দুই ভার্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমাগণ, আস, তোমরা যে অলংকারে অলংকৃত হইয়া পূর্বে তোমরা রাষ্ট্রপালের প্রিয়, মনাপ হইয়াছিলে সেই অলংকারে সজ্জিত হও।"

৩০১. তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পিতা সে রাত্রির পর আপনার গৃহে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য তৈয়ার করাইয়া রাষ্ট্রপালকে সময় জানাইলেন, 'সময় হইয়াছে, তাত রাষ্ট্রপাল, ভোজন সজ্জিত।'

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল নিবাসন পড়িয়া পাত্র-চীবর লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে উপনীত হইলেন, গিয়া সজ্জিত আসনে বসিলেন।

তখন রাষ্ট্রপালের পিতা হিরণ্য ও সুবর্ণ পুঞ্জের আচ্ছাদন খুলিয়া আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে বলিলেন, "তাত রাষ্ট্রপাল, ইহা তোমার মাতৃক (মাতার যৌতক) ধন, পিতৃ-পিতামহের স্বতন্ত্র। তাত রাষ্ট্রপাল, বিষয় ভোগ করিতে ও পুণ্য করিতে সমর্থ হইবে। এস তাত রাষ্ট্রপাল, (ভিক্ষু) শিক্ষা (দীক্ষা) প্রত্যাখ্যান করিয়া গৃহস্থ হইয়া বিষয় ভোগ করো, আর পুণ্যও সম্পাদন করো।"

"গৃহপতি, যদি আপনি আমার কথা গ্রহণ করেন, তবে এই হিরণ্য ও সুবর্ণ পুঞ্জকে শকটসমূহে তুলিয়া বহন করিয়া নিয়া গঙ্গানদীর মধ্য-স্রোতে ডুবাইয়া দেন। যেহেতু গৃহপতি, এই ধনের নিমিত্তই আপনার শোক-পরিদেব, দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন (বর্ধিত) হইবে।"

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের পুরাণ ভার্যাদ্বয় প্রত্যেকে তাঁহার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে বলিল, "আর্যপুত্র, সেই অপ্সরাগণ কী প্রকার, যাহাদের জন্য আপনি ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছেন?"

"ভগ্নিগণ, আমরা অপ্সরার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করি না।"

'ভগ্নিগণ বলিয়া আর্যপুত্র রাষ্ট্রপাল আমাদিগকে ব্যবহার করিতেছেন' (হতাশায়) তাহারা তখন মুর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল পিতাকে বলিলেন, "যদি গৃহপতি, ভোজন দিতে হয় তবে দেন, নচেৎ (কামিনী-কাঞ্চনে প্রলুব্ধ করিয়া) আর আমাকে কষ্ট দিবেন না।"

"ভোজন করো, বাবা রাষ্ট্রপাল, ভোজন তৈয়ার।"

তখন রাষ্ট্রপালের পিতা উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা স্বহস্তে, রাষ্ট্রপালকে সন্তর্পিত (তৃপ্ত) করিলেন, সংপ্রবারিত করিলেন।

৩০২. অতঃপর তখন আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল ভোজন শেষে পাত্র হইতে হাত সরাইয়া, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই এই গাথা (শ্লোক) গুলি বলিলেন :

"বিচিত্র শরীর দেখ ব্রণপূর্ণ সমুন্নত,
আতুর[১] কল্পনা বহু[২] যাহা নহে ধ্রুব-স্থিতা। (১)
অলংকৃত রূপ দেখ মণিকুণ্ডলে সজ্জিত,
অস্থি-চর্মাবৃত দেহ বস্ত্রে-গন্ধে সুশোভিত। (২)
অলক্ত-রঞ্জিত পাদ মুখ চুর্ণ-বিমণ্ডিত,
বাল-জন মোহনীয় পারগামী অমোহিত। (৩)
বেণী-বদ্ধ[৩] কেশদাম নয়ন কাজলাঙ্কিত,
অজ্ঞ-জন সম্মোহন পারগামী অমোহিত। (৪)
নবাঙ্গন চিত্র যথা পূতি-দেহ অলংকৃত,
অজ্ঞ-জন মোহনীয়, পারগামী অমোহিত। (৫)
শিকারী বসাল ফাঁদ অনাবদ্ধ মৃগ তায়।
কাঁদিলে শিকারী তবু চারা খেয়ে চলে যায়।" (৬)

অতঃপর আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল স্থিত অবস্থায় গাথাগুলি ভাষণ করিয়া যেখানে রাজা কৌরব্যের মিগাচীর উদ্যান ঋষিবলে আকাশমার্গে[৪] তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অন্যতর বৃক্ষমূলে দিবাবিহারে বসিলেন।

৩০৩. তখন রাজা কৌরব্য মিগবকে (তন্নামক মালীকে) আদেশ করিলেন, "সৌম্য মিগব, মিগাচীর সংস্কার ও সুসজ্জিত করো। উদ্যান ভূমির সুভূমি (সৌন্দর্য) দর্শনার্থ যাইব।"

রাজা কৌরব্যকে 'হ্যাঁ, দেব!' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া মিগব চলিয়া গেল। মিগাচীর সংস্কার ও সুসজ্জিত করিবার সময় মালী এক বৃক্ষমূলে দিবা-বিহারে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া যেখানে রাজা কৌরব্য আছেন তথায় গেল এবং রাজাকে বলিল, "দেব, মিগাচীর সংস্কার ও সুসজ্জিত হইয়াছে আর তথায় এই থুল্লকোট্টিতের অগ্রকুলিকের রাষ্ট্রপাল

---

[১]। জরা, ব্যাধি ও ক্লেশাতুর। (প-সূ.)

[২]। স্ত্রী-পুরুষ একে অন্যের দেহ সম্বন্ধে বহু কল্পনা পোষণ করে। (প-সূ.)

[৩]। ললাট হইতে ঢেউ তুলিয়া সজ্জিত। (প-সূ.)

[৪]। তাঁহাকে ধরিয়া গৃহী করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রপালের পিতা বাহির হইবার সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (প-সূ.)

নামক কুলপুত্র, যাঁহার সম্বন্ধে আপনি সতত প্রশংসা করেন—তিনি এক বৃক্ষমূলে দিবাবিহারার্থ বসিয়াছেন।”

“তবে সৌম্য মিগব, আজ সেই উদ্যান-ভূমি রাখিয়া দাও, এখন আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপালের নিকট উপস্থিত হইব।"

তখন রাজা কৌরব্য ‘যে কিছু খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত আছে সমস্ত দাও’ বলিয়া ভালো ভালো যান (রথ) যোজনা করিয়া, (এক) ভদ্র যানে আরোহনপূর্বক ভদ্র ভদ্র যানের সহিত মহা রাজপ্রভাবে আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে দর্শনার্থ থুল্লকোট্ঠিত হইতে যাত্রা করিলেন। যে পর্যন্ত যানের ভূমি ছিল, সেই পর্যন্ত গিয়া (পুন) যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই উন্নত উন্নত পরিষদের সহিত যেখানে আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল ছিলেন তথায় গেলেন, গিয়া আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের সঙ্গে... সম্মোদন করিলেন।... (এবং) একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে স্থিত হইয়া রাজা কৌরব্য আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে বলিলেন, “মাননীয় রাষ্ট্রপাল, এখানে গালিচায় (হস্ত্যাস্তরণে) বসুন।”

“না মহারাজ, আপনি বসুন, আমি স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছি।”

৩০৪. রাজা কৌরব্য প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন, বসিয়া আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালকে বলিলেন, “ভো রাষ্ট্রপাল, চতুর্বিধ পরিহানি (পরিজুঞ্ঞ) আছে, যেই পরিহানিযুক্ত কোনো কোনো পুরুষ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন। সেই চারি কী? জরা পরিহানি, ব্যাধি পরিহানি, ভোগ পরিহানি, জ্ঞাতি পরিহানি।

হে রাষ্ট্রপাল, জরা পরিহানি কী? হে রাষ্ট্রপাল, কোনো (ব্যক্তি) জরাজীর্ণ, বয়োবৃদ্ধ, প্রাচীন বয়স্ক, বয়স অর্ধগত, পশ্চিম বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তিনি এরূপ চিন্তা করেন : ‘আমি এখন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার পক্ষে অনধিগত (অলব্ধ) ভোগ লাভ করা কিংবা অধিগত ভোগ বৃদ্ধি করা সুকর নহে। সুতরাং আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া,... প্রব্রজিত হইয়া যাই।’ তিনি জরা পরিহানিযুক্ত হইয়া... প্রব্রজিত হইয়া থাকেন। হে রাষ্ট্রপাল, উহাকে জরা পরিহানি বলা হয়। আপনি এখন তরুণ, কালকেশসম্পন্ন, প্রথম বয়সের সুন্দর যৌবনযুক্ত, মাননীয় রাষ্ট্রপালের জরা পরিহানি নাই। রাষ্ট্রপাল, আপনি কী বুঝিয়া, কী দেখিয়া কিংবা কি শুনিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইলেন? (১)

হে রাষ্ট্রপাল, ব্যাধি পরিহানি কী? হে রাষ্ট্রপাল, কোনো (ব্যক্তি) রোগী, দুঃখিত ও শক্ত রোগাতুর হন, তিনি এরূপ চিন্তা করেন : ‘আমি এখন রোগী ও শক্ত রোগ পীড়িত হই। বর্তমানে আমার পক্ষে অপ্রাপ্ত ভোগ লাভ

করা...।' ইহাকে ব্যাধি পরিহানি বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপাল, আপনি বর্তমানে ব্যাধিরহিত, আতঙ্করহিত, ন-অতিশীত, ন-অতিউষ্ণ, সমবিপক্বকারী পাচনশক্তি (গ্রহণী) দ্বারা যুক্ত; মাননীয় রাষ্ট্রপালের ইদানীং ব্যাধি পরিহানি নাই... ? (২)

হে রাষ্ট্রপাল, ভোগ পরিহানি কী? রাষ্ট্রপাল, কোনো (ব্যক্তি) আঢ্য, মহাধনী ও মহা ভোগবান হন, তাঁহার সে ভোগ ক্রমশ পরিক্ষয় হয়। তিনি এরূপ চিন্তা করেন : 'আমি পূর্বে আঢ্য... ছিলাম, আমার সে ভোগ ক্রমশ ক্ষয় হইয়াছে। এখন আমার পক্ষে অপ্রাপ্ত ভোগ লাভ করা...।' রাষ্ট্রপাল, আপনি'ত এই থুল্লকোট্টিতে অগ্রকুলের পুত্র। মাননীয় রাষ্ট্রপালের' তো ভোগহানি নয় নাই,...? (৩)

হে রাষ্ট্রপাল, জ্ঞাতি পরিহানি কী? রাষ্ট্রপাল, কোনো (ব্যক্তির) বহু জ্ঞাতি, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিত (রক্ত-সম্বন্ধীয়) আছে। তাঁহার সেই জ্ঞাতিগণ ক্রমশ পরিক্ষয় হইতেছে। তিনি এরূপ চিন্তা করেন : পূর্বে আমার বহু মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিত ছিল। আমার সেই জ্ঞাতিগণ ক্রমশ পরিক্ষয় হইয়াছে। এখন আমার পক্ষে অপ্রাপ্ত ভোগ লাভ করা...।' কিন্তু এখন রাষ্ট্রপালের তো এই থুল্লকোট্টিতে বহু মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিত বর্তমান। সুতরাং রাষ্ট্রপালের জ্ঞাতি পরিহানি নাই। রাষ্ট্রপাল, আপনি কী জানিয়া, কী দেখিয়া কিংবা কী শুনিয়া গৃহত্যাগ করিয়া, প্রব্রজিত হইলেন? (৪)

রাষ্ট্রপাল, এই চারি পরিহানি, যেই পরিহানিযুক্ত কোনো কোনো পুরুষ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়। তাহা মাননীয় রাষ্ট্রপালের নাই। মান্য রাষ্ট্রপাল, কী জানিয়া, কী দেখিয়া কিংবা কী শুনিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইলেন?"

৩০৫. "মহারাজ, সেই ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ চারিধর্ম উদ্দেশ করিয়াছেন, যাহা আমি জানিয়া দেখিয়া ও শুনিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হইয়াছি। সেই চারি কী?

মহারাজ, (১) লোক (সংসার) অধ্রুব, (জরা-মরণে) উপনীত হইয়াছে; ইহা সেই ভগবানের প্রথম ধর্ম-উদ্দেশ যাহা জানিয়া... আমি প্রব্রজিত হইয়াছি। (২) লোক ত্রাণরহিত, আশ্বাস (ভরসা) রহিত...। (৩) লোক নিজস্ব নহে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে...। (৪) লোক, ঊন, অতৃপ্ত, বাসনার দাস...। মহারাজ, সেই ভগবান এই চারিধর্ম উদ্দেশ উপদেশ করিয়াছেন যাহা জানিয়া... আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।"

৩০৬. "লোক অধ্রুব... উপনীত হইতেছে, মাননীয় রাষ্ট্রপাল, এই কথার অর্থ কী প্রকারে জানা উচিত?"

"তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, আপনি (কখনো) বিশ বর্ষ বয়স্ক ও পঁচিশ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন কি? (যখন আপনি) সংগ্রামে হস্তী চালনায় দক্ষ, অশ্ব চালনায় দক্ষ, রথ চালনায় দক্ষ, ধনু চালনায় দক্ষ, অস্ত্র চালনায় দক্ষ, উরুবলসম্পন্ন, বাহুবলসম্পন্ন ছিলেন?"

"কিন্তু হে রাষ্ট্রপাল, এক সময় আমি ঋদ্ধিমান সদৃশ হইয়া আপন বলের সমান (কাহারও) দেখি নাই।"

"তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, সেইরূপ আপনি বর্তমানেও সংগ্রামে উরু-বলী, বাহু-বলী সামর্থ্যযুক্ত হন?"

"না, হে রাষ্ট্রপাল, এখন আমি জীর্ণ-বৃদ্ধ... হইয়াছি। আশি বৎসর আমার বয়স হইল। অধিকন্তু কোনো সময়, ভো রাষ্ট্রপাল, এখানে পদ রাখিব মনে করি আর অন্যত্রই পদ রাখিতে বাধ্য হই।"

"মহারাজ, সেই ভগবান ইহা চিন্তা করিয়াই বলিয়াছেন, 'লোক অধ্রুব,... উপনীত হইতেছে' যাহা জানিয়া... আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।"

"আশ্চর্য, হে রাষ্ট্রপাল, অদ্ভুত, হে রাষ্ট্রপাল, ইহা সেই ভগবানের কেমন সুভাষিত—লোক অধ্রুব... উপনীত হইতেছে (লইয়া যাইতেছে)। (১)

হে রাষ্ট্রপাল, এই রাজকুলে হস্তী-কায় (সমূহ), অশ্ব-কায়, রথ-কায়, পদাতিক-কায়ও আছে যাহা আমাদের বিদ্রোহ-বিপদাদি দমনার্থ প্রয়োজনে আসিবে। 'লোক ত্রাণরহিত, আশ্বাস রহিত' রাষ্ট্রপাল, আপনি যে বলিলেন। রাষ্ট্রপাল, এই ভাষণের অর্থ কী প্রকারে জানা উচিত?"

"মহারাজ, তাহা কী মনে করেন, আপনার কোনো আনুশায়িকা (পুরাতন) ব্যাধি আছে কি?"

"হে রাষ্ট্রপাল, আমার আনুশায়িক বাতরোগ আছে। একেক বার তো আমার মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণ আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, 'এখন রাজা কৌরব্য মরিবে, এখন রাজা কৌরব্য মরিবে।'"

"তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, আপনার মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতদের মধ্যে কাহাকেও পাবেন কি? 'আসুন, আপনারা আমার মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণ, সকলে থাকিয়া আমার এই রোগ-যন্ত্রণাকে বিভাগ করিয়া লউন, যাহাতে আমি লঘু ও কম বেদনা অনুভব করি।' অথবা আপনি একাই সেই যন্ত্রণা ভোগ করেন কি?"

"রাষ্ট্রপাল, সেই মিত্র, অমাত্যদের... মধ্যে কাহাকেও পাই না...,

অধিকন্তু আমি নিজেই সেই যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকি।"

"মহারাজ, ইহা চিন্তা করিয়াই সেই ভগবান...।"

"আশ্চর্য, হে রাষ্ট্রপাল, অদ্ভুত, হে রাষ্ট্রপাল, (২)

ভো রাষ্ট্রপাল, এই রাজকুলে ভূমিস্থ ও আকাশস্থ বহু হিরণ্য-সুবর্ণ বিদ্যমান। 'অ-স্বকীয় লোক সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে হইবে... ' মাননীয় রাষ্ট্রপাল বলিলেন। হে রাষ্ট্রপাল, এ কথার অর্থ কীভাবে জানা উচিত?"

"মহারাজ, তাহা কী মনে করেন, বর্তমানে আপনি যেমন পঞ্চকামগুণে, সমঙ্গীভূত হইয়া পরিভোগ করিতেছেন, পরলোকেও (জন্মান্তরেও) আপনি পাইবেন কী যে, 'এইরূপেই আমি এই পঞ্চকামগুণেই নিমজ্জিত ও সংযুক্ত হইয়া পরিভোগ করিব?' অথবা অপরে এই বিষয়-সম্পত্তি পরিভোগ করিবে, আপনি কর্মানুসারে চলিয়া যাইবেন?"

রাষ্ট্রপাল, যেমন আমি এই সময় পঞ্চকামগুণে নিমজ্জিত ও সংযুক্ত হইয়া... পরিভোগ করিতেছি, পরলোকে (জন্মান্তরে) ও এই প্রকারেই এই পঞ্চকামে নিমজ্জিত ও সংযুক্তভাবে পরিভোগ করিতে সমর্থ হইব না। অধিকন্তু অপরে এই ভোগসম্পত্তি অধিকার করিবে, আমি স্বীয় কর্মানুসারে চলিয়া যাইব।"

"মহারাজ, এই সম্পর্কেই (সন্ধায) সেই ভগবান... বলিয়াছেন...।"

"আশ্চর্য, হে রাষ্ট্রপাল, অদ্ভুত, হে রাষ্ট্রপাল, (৩)

লোক ঊন, অতৃপ্ত, তৃষ্ণার দাস, মাননীয় রাষ্ট্রপাল ইহা বলিয়াছেন। ভো রাষ্ট্রপাল, এই ভাষণের অর্থ কিভাবে জানা উচিত?"

"মহারাজ, তাহা কী মনে করেন, সমৃদ্ধ কুরুরাজ্যে আধিপত্য করিতেছেন তো?"

"হ্যাঁ, ভো রাষ্ট্রপাল, সমৃদ্ধ কুরুরাজ্যে আধিপত্য করিতেছি।"

"তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, আপনার এক বিশ্বস্ত, ও প্রত্যয়ভাজন পুরুষ পূর্বদিক হইতে আসে, আর সে আপনার নিকট এরূপ বলে, 'হে (যগ্ঘে) মহারাজ, জানেন কি? আমি পূর্বদিক হইতে আসিতেছি। সেই দিকে আমি বহু সমৃদ্ধ... স্ফীত জনবহুল, মানবাকীর্ণ বৃহৎ জনপদ দেখিলাম। তথায় বহু হস্তী-কায়, অশ্ব-কায়, রথ-কায়, পদাতিকসমূহ আছে। তথায় বহু হস্তী-দন্ত, মৃগ-চর্ম; তথায় অনির্মিত-নির্মিত (কৃতাকৃত), বহু হিরণ্য-সুবর্ণ আর তথায় বহু স্ত্রী-পরিগ্রহ বিদ্যমান। উহা সামান্য সৈন্য দ্বারা (অনায়াসে) জয় করা সম্ভব। সুতরাং মহারাজ, তাহা জয় করুন।' ইহাতে আপনি কী করিবেন?"

"হে রাষ্ট্রপাল, তাহাও জয় করিয়া আমার আধিপত্য বিস্তার করিব।"

"তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, আপনার বিশ্বস্ত মানুষ দক্ষিণদিক হইতে আসে...।"

"হে রাষ্ট্রপাল, তাহাও...।"

"... পশ্চিমদিক হইতে...।"

"হে রাষ্ট্রপাল, তাহাও...।"

"... উত্তরদিক হইতে...।"

"হে রাষ্ট্রপাল, তাহাও...।"

"মহারাজ, এই কারণে ভগবান বলিয়াছেন...।"

"আশ্চর্য, রাষ্ট্রপাল, অদ্ভুত, রাষ্ট্রপাল!"

"সেই ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের অতি চমৎকার ভাষণ—'লোক ঊন (অভাব-গ্রস্থ), অতৃপ্ত, তৃষ্ণার দাস।'"

"হে রাষ্ট্রপাল, প্রকৃতই লোক ঊন, অতৃপ্ত, তৃষ্ণার দাস।'" (৪)

৩০৭. আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল ইহা বলিলেন। ইহা বলিয়া অতঃপর এইরূপ বলিলেন :

"সধন মনুষ্য দেখি এ ভব মাঝারে,
বিত্তলাভী মোহবশে দান নাহি করে।
লোভীগণ ধনরত্ন সঞ্চয় যা করে,
ততোধিক কাম্যবস্তু প্রার্থনা অন্তরে। (১)
বাহুবলে পৃথিবীজয় করিয়া রাজন,
সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হন।
সমুদ্রের এ পারেতে তৃপ্ত নহে মন,
পরপার জিনিবারে করে আকিঞ্চন। (২)
রাজাসম অন্য বহু মানুষের মাঝে,
অতৃপ্ত-বাসনাসহ মরণে উপজে।
অভাব পোষিয়া হৃদে দেহ-ত্যাগ করে,
কাম-ভোগে তৃপ্তি নাই জগৎ মাঝারে। (৩)
আলু-তালু কেশে জ্ঞাতি করয়ে রোদন,
আহা, আহা, মরে গেল আপনার জন।
বস্ত্রাবৃত দেহ তার করিয়া বহন,
সজ্জিত চিতায় তাকে দেয় হুতাশন। (৪)
সম্পত্তি ছাড়িয়া এক বস্ত্রে আচ্ছাদিত,

শূলবিদ্ধ ক্ষত-অঙ্গ হয় ভস্মীভূত।
মৃয়মান মানবের রক্ষার কারণ,
জ্ঞাতি-মিত্র কিংবা নহে কোনো বন্ধুজন। (৫)
তার ধনে অধিকারী হয় বংশাবলী,
যথাধর্ম সত্ত্ব কিন্তু যায় কোথা চলি।
কোনো ধন অনুগামী না হয় তাহার,
দারা-পুত্র রাজ্য-ধন (স্বীয় দেহ আর)। (৬)
ধন দ্বারা আয়ুদীর্ঘ কভু নাহি হয়,
বিত্তের প্রভাবে জরা রুদ্ধ কভু নয়।
স্বল্পক্ষণ এ জীবন বলে ধীরগণ,
অনিত্য-ভঙ্গুর ধর্ম (জড় ও চেতন)। (৭)
মৃত্যুস্পর্শে দুঃখ পায় সধন-নিধন,
সমভাবে মৃত্যুলভে অজ্ঞ-বিজ্ঞজন।
অজ্ঞতা-বাধিত মূর্খ লভয়ে শয়ন,
মৃত্যু-স্পর্শে বিচলিত নহে বিজ্ঞজন। (৮)
ধনাপেক্ষা প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠ হয় যে কারণ,
যাতে হয় ইহলোকে ভব নিঃসরণ।
অমুক্ত বিধায় জীব ভ্রমি জন্মান্তর,
মোহবশে পাপকর্ম করে নিরন্তর। (৯)
সংসার প্রবাহে পড়ি ক্রমে সত্ত্বচয়,
গর্ভে আর পরলোকে উপনীত হয়।
তথাবিধ প্রজ্ঞাহীন তীব্র শ্রদ্ধাবান,
গর্ভে আর পরলোকে করেন প্রয়াণ। (১০)
সন্ধি-মুখে পাপীচোর হইলে গৃহীত,
স্বকর্মেতে হয় যথা হত (নিপীড়িত)।
সেইরূপ পাপীজন পরলোক গত,
স্বকর্মেতে পাপাচারী হয় নির্যাতিত। (১১)
বিচিত্র-মধুর লাগে কাম-মনোহর,
বিরূপেতে প্রমথিত চিত্ত নিরন্তর।
ভোগ-সুখে দোষ, রাজ, করিয়া দর্শন,
প্রব্রজিত হই আমি তাহারি কারণ। (১২)
বৃক্ষফল তুল্য সদা ঝরে জীবগণ,

দেহ-ত্যাগে যুবা-বৃদ্ধ লভয়ে মরণ।
এই দৃশ্য দেখি রাজ, প্রব্রজ্যা জীবন,
নৈর্বাণিক শ্রামণ্য ধর্ম করিনু বরণ। (১৩)
রাষ্ট্রপাল সূত্র সমাপ্ত

৩. মঘদেব সূত্র

(কল্যাণ-মার্গ)

৩০৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান মিথিলায় মঘদেব আম্রবনে বিহার করিতেছিলেন।

ভগবান একস্থানে মৃদু হাসিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দের এরূপ চিন্তা হইল : 'ভগবানের মৃদু হাসি প্রকাশের কী হেতু, কী কারণ? তথাগত কারণ বিনা মৃদু হাসি প্রকাশ করেন না।' তখন আয়ুষ্মান আনন্দ চীবর একাংশ করিয়া যেদিকে ভগবান,... সেই দিকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, ভগবানের স্মিতহাস্য প্রকাশের কারণ কী... ?"

"আনন্দ, অতীতকালে এই মিথিলাতে মঘদেব নামক ধার্মিক ধর্মরাজা ছিলেন। (তিনি) ধর্মে (দশ কুশল কর্মপথে) স্থিত মহারাজা, ব্রাহ্মণ গৃহপতিদের প্রতি, নিগমবাসীদের প্রতি এবং জনপদবাসীদের প্রতিও সম-আচরণ করিতেন। চতুর্দশী (অমাবস্যা), পঞ্চদশী (পূর্ণিমা) এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপোসথ (উপবাস ব্রত) পালন করিতেন।

তখন আনন্দ, রাজা মঘদেব বহু বর্ষের... পর নাপিতকে বলিলেন, 'সৌম্য কল্পক, যখন আমার মস্তকে পক্বকেশ দেখিবে তখন আমাকে বলিবে।'

তখন আনন্দ, বহু বর্ষের... পর নাপিত তাহা দেখিল এবং রাজাকে বলিল।

'তাহা হইলে সৌম্য নাপিত, সাঁড়াশী দ্বারা সযত্নে তুলিয়া পক্বকেশগুলি আমার হাতে দাও।'

নাপিত তাহা... রাজার হস্তে, দিল।

৩০৯. তখন আনন্দ, রাজা মঘদেব নাপিতকে শ্রেষ্ঠ গ্রাম উপহার দিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারকে... ডাকাইয়া ইহা বলিলেন, "তাত কুমার, আমার দেব (মৃত্যু) দূত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, শিরে পক্ককেশ দেখা দিয়াছে। আমার মনুষ্য-কাম ভোগ হইয়াছে, এখন দিব্য-কাম অন্বেষণের সময়। এসো, তাত কুমার, তুমি এই রাজ্যভার গ্রহণ করো। আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায়বস্ত্র

পরিহিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। তাত, তুমিও যখন শিরে পক্ককেশ দেখিতে পাও তখন নাপিতকে উপহার দিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারকে... রাজ্যভার অর্পণ করিয়া...প্রব্রজিত হইও। আমার স্থাপিত এই কল্যাণব্রত অনুবর্তন করিও তুমি কখনো অন্তিম পুরুষ হইও না। একবংশ সম্ভূত যেই পুরুষের বিদ্যমানে এতাদৃশ কল্যাণব্রতের সমুচ্ছেদ হয়, সে-ই তাহাদের অন্তিম পুরুষ। তাত কুমার, তোমাকে তাহা হইতে বলি না...।'

অতঃপর আনন্দ, রাজা মঘদেব নাপিতকে এক উত্তম গ্রাম উপহার দিয়া, জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারকে সুন্দরভাবে রাজত্বের অনুশাসন করিলেন এবং এই মঘদেব আম্রবনে...প্রব্রজিত হইলেন। তিনি তথায় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা-সহগত চিত্ত দ্বারা সকলদিক বিস্ফারিত করিয়া বাস করিতেন।... তিনি চতুর্বিধ ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন।

৩১০-৩১১. আনন্দ, রাজা মঘদেবের পুত্র নেমী..., রাজা মঘদেবের পরম্পরাতে পুত্র-পৌত্রাদি এই মঘদেব... আম্রবনে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া... প্রব্রজিত ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছেন।

৩১২. আনন্দ, পুরাকালে সুধর্মা নামক সভাতে সম্মিলিত দেবগণের মধ্যে এই প্রসঙ্গ উৎপন্ন হইল, 'আহা, বিদেহবাসীদের একান্তই লাভ, যাহাদের নেমীর ন্যায় ধার্মিক ধর্মরাজা, ধর্মেস্থিত। মহারাজা আছেন;...।'

আনন্দ, দেবেন্দ্র শক্র তাবত্রিংশবাসী দেবতাদিগকে আহ্বান করিলেন, 'মারিসগণ, তোমরা রাজা নেমীকে দেখিতে চাও কি?... আজ রাজা পঞ্চদশীর উপোসথ গ্রহণ করিয়া প্রাসাদোপরে উপবিষ্ট আছেন।...।' তখন দেবরাজ শক্র রাজা নেমীর নিকট উপস্থিত হইলেন।... 'মহারাজ, তাবস্ত্রিংশ স্বর্গবাসী দেবগণ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছুক। মহারাজ, আপনার জন্য আমি সহস্র অশ্বযুক্ত শ্রেষ্ঠ রথ পাঠাইয়া দিব। আপনি অকম্পিত হৃদয়ে আরোহণ করিবেন।' নেমীরাজের স্বীকৃতি অবগত হইয়া দেবরাজ দেবলীলায় তাবত্রিংশ দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

৩১৩. তৎপর দেবেন্দ্র শক্র সেবক মাতলীকে বলিলেন, 'সৌম্য মাতলি, রথ লইয়া রাজা নেমীকে লইয়া আস।' 'হ্যাঁ, দেব!' বলিয়া মাতলী... নেমী রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনাকে কোনো পথে নিব? পাপীর পাপফল ভোগের পথে কিংবা পুণ্যাত্মার পুণ্যফল ভোগের পথে?'

'মাতলি, উভয়দিক দেখাইয়া আমাকে নিয়া যান।'

..., আনন্দ, মাতলী নেমীরাজকে সুধর্মা সভায় পৌঁছাইলেন। দেবরাজ তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন।... 'মহারাজ, দেবগণের সঙ্গে

দেবানুভাবে আপনি অভিরমিত হউন।

৩১৪. ‘না, মারিস, আমাকে মিথিলাতেই[১] পুনঃ পাইয়া দেন।’... নেমীরাজকে মিথিলাতেই প্যানো হইল।

৩১৫. আনন্দ, নেমীও এই মঘদেব আম্রবনে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। আনন্দ, রাজা নেমীর কলার-জনক নামক পুত্র ছিলেন। তিনি প্রব্রজিত হন নাই, কল্যাণব্রত সমুচ্ছেদ করিলেন এবং তিনিই ছিলেন তাঁহাদের অন্তিম পুরুষ...।

৩১৬. আনন্দ, হয়তো তোমার মনে হইতে পারে সেই সময় অপর কেহ রাজা মঘদেব ছিলেন, যিনি এই কল্যাণব্রত প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দ, তাহা তদ্রূপ মনে করিও না, আমিই তখন মঘদেব রাজা ছিলাম, আর কল্যাণব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। আমার প্রতিষ্ঠিত কল্যাণব্রতের পশ্চিম জনতা অনুবর্তন করিয়াছে। কিন্তু আনন্দ, সেই কল্যাণব্রত নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি কিংবা নির্বাণের নিমিত্ত সংবর্তিত হয় নাই, তাহা কেবল ব্রহ্মলোকে উৎপত্তির উপায়।

আনন্দ, এই সময় আমি যে কল্যাণব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহা একান্ত নির্বেদ... নির্বাণার্থ সংবর্তিত হয়। আনন্দ, বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠিত কল্যাণব্রত কি যাহা... নির্বাণের উপায় হয়? এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সংকল্প, বাক্য, কর্ম, আজীব, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি, ইহাই আনন্দ, কল্যাণব্রত যাহা আমি স্থাপন করিয়াছি। আনন্দ, তোমাদিগকে আমি নিশ্চিত বলিতেছি, আমার প্রতিষ্ঠিত এই কল্যাণব্রতের অনুবর্তন করো। তোমরা আমার অন্তিম পুরুষ হইও না।”

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

মঘদেব সূত্র সমাপ্ত

৪. মধুর সূত্র

(বর্ণ-ব্যবস্থার খণ্ডন)

৩১৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন[২] (উত্তর) মধুরায় (মথুরায়)

---

[১]। গঙ্গা, গণ্ডক, কোসী, হিমালয়ের মধ্যবর্তী ত্রিহুত প্রদেশ।

[২]। উজ্জয়নী রাজপুরোহিতের পুত্র (প-সূ)

গুন্দাবনে[১] বিহার করিতেছেন।

মাথুররাজ অবন্তিপুত্র[২] শুনিলেন যে শ্রমণ কাত্যায়ন মথুরায় গুন্দাবনে বিহার করিতেছেন। সেই মাননীয় কাত্যায়নের এরূপ কল্যাণকীর্তি-শব্দ উদ্গত হইয়াছে, 'তিনি পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী, বহুশ্রুত, বিচিত্রকথী, কল্যাণ-প্রতিভাবান, বৃদ্ধ আর অর্হৎ হন। তথাবিধ অর্হৎদের দর্শন সাধু হয়।'

তখন রাজামাথুর অবন্তিপুত্র উত্তমোত্তম যান সজ্জিত করিয়া... আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে দর্শনার্থ মথুরা হইতে বাহির হইলেন। যে পর্যন্ত যানের রাস্তা ছিল, সে পর্যন্ত যানে গিয়া (পুন) যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই যেখানে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ছিলেন, তথায়... যাইয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের সহিত... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে বসিয়া রাজা অবন্তিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে বলিলেন, "ভো কাত্যায়ন, ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, 'ব্রাহ্মণই উত্তমবর্ণ, অপরবর্ণ হীন; ব্রাহ্মণই শুক্লবর্ণ, অপরবর্ণ কৃষ্ণ; ব্রাহ্মণই শুদ্ধ হয়, অব্রাহ্মণেরা নহে; ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার ঔরস-পুত্র, মুখ-জাত, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্মিত ও ব্রহ্মের দায়াদ হন।' এ সম্বন্ধে মাননীয় কাত্যায়ন কী বলেন?"

"মহারাজ, ইহা জগতে ঘোষণা (ব্যবহার) মাত্র...। তাহাও মহারাজ, পর্যায়ানুসারে জানিতে হইবে যে জগতে যে কিংবদন্তি আছে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ অন্যবর্ণ হীন...।

৩১৮. তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, যদি ক্ষত্রিয় ধন, ধান্য, স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়; তবে তাহার পূর্বে উত্থানশীল, পশ্চাতশায়ী (মালিকের পূর্বে উত্থানশীল ও পশ্চাতে শয়নকারী), কিংকর্তব্য-জিজ্ঞাসু, মনাপচারী (মনের মতো আচরণকারী), প্রিয়ভাষী অপর ক্ষত্রিয়ও চাকর হইবে নহে কি? ব্রাহ্মণও... ? বৈশ্যও... ? শূদ্রও... ?"

"হে কাত্যায়ন, যদি ক্ষত্রিয়ও...সমৃদ্ধ হয়, তবে অপর ক্ষত্রিয়ও তাঁহার... প্রিয়বাদী ও বাধ্য হইবে; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রও হইবে।"

"তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণ যদি ধন... দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, তবে ব্রাহ্মণও তাঁহার মত... প্রিয়বাদী হইবে নহে কি? বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয়ও... হইবে নহে কি?"

"হে কাত্যায়ন, যদি ব্রাহ্মণও... সমৃদ্ধ হয়, তবে অপর ব্রাহ্মণও তাঁহার...

---

[১]। কালমুথা তৃণ (প-সূ)

[২]। তিনি অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যার পুত্র ছিলেন। (অঃ ক)

প্রিয়বাদী হইবে। বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয়ও...।”

“মহারাজ, বৈশ্য যদি... সমৃদ্ধ হয়... ?”

“হে কাত্যায়ন, যদি বৈশ্যও...সমৃদ্ধ হয়, তবে অপর বৈশ্যও তাঁহার... প্রিয়বাদী হইবে। শূদ্র, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণও...।”

“মহারাজ, শূদ্র যদি... সমৃদ্ধ হয়...?”

“হে কাত্যায়ন, যদি শূদ্রও... সমৃদ্ধ হয়, তবে অপর শূদ্রও তাঁহার... প্রিয়বাদী হইবে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্যও হইবে।”

“তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, যদি এরূপ হয়, তবে এই চারি বর্ণ সম-সম হয় অথবা নহে? এ সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?”

“নিশ্চয় হে কাত্যায়ন, এরূপ হইলে এই চারি বর্ণ সম-সম। আমি ইহাতে কোনো প্রভেদ দেখিতেছি না।”

“মহারাজ, এই কারণেই আপনার জানা উচিত—‘ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, অন্যবর্ণ হীন... দায়াদ, ইহা জগতে প্রবাদ মাত্র।”

৩১৯. “তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, এখানে ক্ষত্রিয় প্রাণিহিংসুক, চোর, ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, কর্কশভাষী, সম্প্রলাপী অভিধ্যালু, বিদ্বেষ-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তবে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর... নরকে উৎপন্ন হইবে কিংবা না হইবে?” ইহাতে আপনার কী অভিমত?”

“হে কাত্যায়ন, ক্ষত্রিয়ও যদি প্রাণিহিংসুক হয়, তবে সে... নরকে উৎপন্ন হইবে। ইহা আমার অভিমত, অথচ ইহা আমি অর্হৎদের নিকটও শুনিয়াছি।”

“সাধু, সাধু, (ঠিক) মহারাজ, এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত ঠিক, আর আপনি অর্হৎগণ হইতে ঠিকই শুনিয়াছেন।”

তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, এখানে ব্রাহ্মণ প্রাণিহিংসুক...। বৈশ্য প্রাণিহিংসুক...। শূদ্র প্রাণিহিংসুক...হয়, তবে সে নরকে উৎপন্ন হইবে কিংবা হইবে না? ইহাতে আপনার কী অভিমত?”

“হে কাত্যায়ন!... শূদ্রও যদি প্রাণিহিংসুক হয়, তবে সে নরকে উৎপন্ন হইবে; ইহাই আমার অভিমত, অর্হৎদের কাছেও আমি এরূপ শুনিয়াছি।”

“সাধু, সাধু, মহারাজ, ঠিকই আপনার অভিমত, আর অর্হৎদের কাছেও ইহা ঠিকই শুনিয়াছেন।”

“কী মনে করেন, মহারাজ, এরূপ হইলে এখানে চারি বর্ণ সম-সম হয় কি না হয়? এ সম্বন্ধে আপনার মত কী?”

“নিশ্চয়, হে কাত্যায়ন, এরূপ হইলে এক্ষেত্রে চারি বর্ণ সম-সম, এখানে আমি কোনো প্রভেদ দেখি না।”

"এ কারণেও মহারাজ, আপনার বুঝা উচিত যে ইহা প্রবাদ মাত্র—'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ... ব্রহ্মার দায়াদ।'"

৩২০. "তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, এখানে কোনো ক্ষত্রিয় প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হয়, চুরি হইতে, কাম মিথ্যাচার হইতে, মিথ্যাবাদ হইতে, পিশুন, কর্কশ, সম্প্রলাপ হইতে বিরত হয়; অলোভ, অদ্বেষ ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন (সত্য-মতাবলম্বী) হয়, তবে (সে) দেহত্যাগে মৃত্যুরপর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে কিংবা হইবে না? ইহাতে আপনার কী মত?"

"হে কাত্যায়ন, ক্ষত্রিয়ও যদি প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হয়... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তবে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। ইহাই আমার মত, অর্হৎদের নিকটও আমি ইহা শুনিয়াছি।"

"সাধু, সাধু, মহারাজ!... আপনি অর্হৎদের নিকট ঠিকই শুনিয়াছেন।

তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, এখানে কোনো ব্রাহ্মণ..., বৈশ্য..., শূদ্র... প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হয়... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তবে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে কি না হইবে?"

"... উৎপন্ন হইবে...।"

"মহারাজ, এরূপ হইলে চারি বর্ণ সম-সম কি নহে?... ?"

"নিশ্চয়, ভো কাত্যায়ন!"

"এই কারণেও মহারাজ, আপনার বুঝা উচিত যে জগতে ইহা প্রবাদ মাত্র, 'ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠবর্ণ... ব্রহ্মার দায়াদ।'"

৩২১. "তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, কোনো ক্ষত্রিয় সন্ধিচ্ছেদ করে (সিঁধ কাটে), গ্রাম লুণ্ঠন করে, ডাকাতি করে, দস্যুবৃত্তি করে, পরস্ত্রী-গমন করে। রাজপুরুষেরা তাহাকে ধরিয়া আপনাকে দেখায়, 'দেব, এই ব্যক্তিই আপনার অপরাধী চোর, ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন।' তখন আপনি উহার কী করিবেন?"

"হে কাত্যায়ন, আমি উহাকে প্রাণদণ্ড, বন্ধনাগার কিংবা নির্বাসন দণ্ড বিধান করিব অথবা যথাপরাধ শাস্তি ঘোষণা করিব। ইহার কারণ কী? হে কাত্যায়ন, পূর্বে তাহার যে ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা ছিল, উহা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন চোরই তাহার সংজ্ঞা।"

"কী মনে করেন, মহারাজ, কোনো ব্রাহ্মণ..., বৈশ্য..., শূদ্র... সন্ধিচ্ছেদ করে... তবে আপনি তাহাকে কী করিবেন?"

"হে কাত্যায়ন, আমি তাহাকে দণ্ড দিব,... চোরই তাহার নাম।"

"কী মনে করেন, মহারাজ, এরূপ হইলে চারি বর্ণ সম-সম হয় কিংবা

হয় না?”

“নিশ্চয়, হে কাত্যায়ন, সম-সম হয়।”

“এই কারণেই মহারাজ, আপনার বুঝা উচিত যে জগতে ইহা প্রবাদ মাত্র, ‘ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ... ব্রহ্মার দায়াদ।’”

৩২২. “তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, এখানে কোনো ক্ষত্রিয় কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বসন পরিধানপূর্বক আগার হইতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়। সে প্রাণিহিংসা হইতে বিরত, অদত্তদান... মৃষাবাদ হইতে বিরত হয়, একাহারী, ব্রহ্মচারী, শীলবান (সদাচারী), কল্যাণধর্মা হয়, তবে তাহার সাথে আপনি কী ব্যবহার করিবেন?”

“হে কাত্যায়ন, অভিবাদন, প্রত্যুত্থান করিব; আসন দ্বারা নিমন্ত্রণ করিব, চীবর-পিণ্ডপাত (ভিক্ষা), শয়ন-আসন, গিলান-প্রত্যয় (রোগে পথ্য ও ভৈষজ্য) প্রদান করিব, তাঁহার ধার্মিক রক্ষাবরণ-গুপ্তির সংবিধান করিব। কারণ কী? হে কাত্যায়ন, পূর্বে যে উহার ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা ছিল এখন তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন শ্রমণই তাঁহার সংজ্ঞা।”

“মহারাজ, কোনো ব্রাহ্মণ..., বৈশ্য..., শূদ্র কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া...প্রব্রজিত হয়,... কল্যাণধর্মা (পুণ্যাত্মা) হয়, তবে তাহাকে কী করিবেন?”

“হে কাত্যায়ন, অভিবাদন... করিব, তাঁহাদের ধার্মিক রক্ষা... সম্পাদন করিব। কারণ কী? হে কাত্যায়ন, পূর্বে তাঁহাদের যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র সংজ্ঞা ছিল, উহা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ শ্রমণই তাঁহাদের সংজ্ঞা।”

“কী মনে করেন, মহারাজ, এরূপ হইলে চারি বর্ণ সম-সম হয় কিংবা নহে?... ?”

“নিশ্চয়, হে কাত্যায়ন,”

“এই প্রকারেও মহারাজ, আপনার বুঝা উচিত যে জগতে ইহা প্রবাদ মাত্র, ‘ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ... ব্রহ্মার দায়াদ।’”

৩২৩. এইরূপ উক্ত হইলে... রাজা অবন্তিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে বলিলেন, “আশ্চর্য, হে কাত্যায়ন, অতি চমৎকার, হে কাত্যায়ন, যেমন অধঃমুখকে ঊর্ধ্ব করিলেন... এই প্রকারেই মাননীয় কাত্যায়ন, অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিলেন, এই আমি মাননীয় কাত্যায়নের শরণ লইলাম, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘেরও। মাননীয় কাত্যায়ন, আজ হইতে আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসকরূপে স্বীকার করুন।”

“মহারাজ, আপনি আমার শরণ গ্রহণ করিবেন না। আপনি সেই

ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করুন, যাঁহার শরণ আমিও গ্রহণ করিয়াছি।”

“হে কাত্যায়ন, সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বর্তমানে কোথায় বাস করিতেছেন?”

“মহারাজ, সেই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বর্তমানে পরিনির্বাপিত।”

“হে কাত্যায়ন, যদি আমরা শুনিতাম সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ দশ যোজন দূরে আছেন, তবে আমরা সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনার্থ দশ যোজনও যাইতাম, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শতযোজনও... যাইতাম। যেহেতু হে কাত্যায়ন, সেই ভগবান মহাপরিনির্বাপিত হইয়াছে, তথাপি আমরা নির্বাণ প্রাপ্ত সেই ভগবানের শরণ লইলাম, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘেরও। আজ হইতে মাননীয় কাত্যায়ন!... আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।”

মধুর সূত্র সমাপ্ত

৫. বোধি রাজকুমার সূত্র

বুদ্ধ-জীবনী (গৃহত্যাগ হইতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত)

৩২৪. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান ভর্গদেশে[১] সুংসুমারগিরির ভেস-কলাবন মৃগদাবে বিহার করিতেছেন।

সেই সময় বোধি রাজকুমারের কোকনদ নামক প্রাসাদ অচিরে নির্মিত হইয়াছে, এখনো কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা কোনো মনুষ্যজাতির অব্যবহৃত। তখন বোধি রাজকুমার সঞ্জিকাপুত্র মাণককে[২] আহ্বান করিলেন, “এস তুমি, সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র, যেখানে ভগবান আছেন, তথায় যাও; গিয়া আমার বচনে ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা করো। আরোগ্য, অনাতঙ্ক, লঘুস্থান (শারীরিক কার্যক্ষমতা), বল ও সুখ-বিহার জিজ্ঞাসা করো, ‘ভন্তে, রাজকুমার বোধি ভগবানের চরণে নতশিরে বন্দনা করিয়া আরোগ্য... জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।’”

“হ্যাঁ, প্রভু,” বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সঞ্জিকাপুত্র মানবক যেখানে ভগবান আছেন, তথায় গেলেন; গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিলেন... (কুশল প্রশ্ন)... জিজ্ঞাসা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট সঞ্জিকাপুত্র

---

[১]। বর্তমান চুণার (জি. মির্জাপুর)

[২]। ব্রাহ্মণ কুমার।

মানবক ভগবানকে বলিলেন, "ভো গৌতম, বোধি রাজকুমার আপনার চরণে...। বোধি রাজকুমারের গৃহে আগামী কল্যের ভোজন স্বীকার করুন।"

ভগবান মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

তখন সঞ্জিকাপুত্র মানবক ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া যেখানে বোধি রাজকুমার ছিলেন তথায় গেলেন, গিয়া বোধি রাজকুমারকে বলিলেন, "আপনার বাক্যানুসারে আমি সেই ভগবান গৌতমকে বলিয়াছি—'ভো গৌতম, বোধি রাজকুমার আপনার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়াছেন...।' শ্রমণ গৌতম নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন।"

৩২৫. তখন বোধি রাজকুমার সেই রাত্রি গত হইলে স্বীয় প্রাসাদে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া কোকনদ প্রাসাদকে সিঁড়ির নিচে পর্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত করাইয়া সঞ্জিকাপুত্র মানবককে আহ্বান করিলেন, "এস, সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র, ভগবানের নিকট উপস্থিত হও, গিয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন কর— 'ভন্তে, সময় হইয়াছে, ভাত প্রস্তুত আছে।'"

"হ্যাঁ, প্রভু,"... সময় জ্ঞাপন করিলেন...।

তখন ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া যেখানে বোধি রাজকুমারের নিবাস তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় বোধি রাজকুমার ভগবানের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বহির্দ্বার কোষ্ঠকে (নহবৎ খানার বাহিরে) দাঁড়াইলেন। বোধি রাজকুমার দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া প্রত্যুৎগমন করিলেন, ভগবানকে অভিবাদন করিলেন, এবং ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া যেখানে কোকনদ প্রসাদ তথায় লইয়া গেলেন। তখন ভগবান নিচে সিঁড়ির পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তখন বোধি রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, ভগবান, বস্ত্রে আরোহণ করুন। সুগত, বস্ত্রের উপর দিয়া চলুন। তাহা আমার দীর্ঘকাল হিতসুখের কারণ হউক।"

এরূপ বলিলে ভগবান নীরব রহিলেন।

দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারও বোধি রাজকুমার অনুরোধ করিলেন।

৩২৬. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের দিকে চাহিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বোধি রাজকুমারকে বলিলেন, "রাজকুমার, বস্ত্রসমূহ তুলিয়া লউন। ভগবান বস্ত্রখণ্ডের (চেলপতিং) উপর দিয়া যাইবেন না। তথাগত পরবর্তী জনতার প্রতি লক্ষ করিতেছেন।"

তখন বোধি রাজকুমার কাপড়সমূহ অপসারণ করাইয়া কোকনদ প্রাসাদের উপর আসন সজ্জিত করাইলেন। ভগবান কোকনদ প্রাসাদে

আরোহণ করিয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। তখন বোধি রাজকুমার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সহস্তে, সন্তর্পিত করিলেন, সন্তুষ্ট করিলেন। ভোজনের পর ভগবান পাত্র হইতে হস্ত উত্তোলন করিলে বোধি রাজকুমার এক নিচ আসন লইয়া একপ্রান্তে বসিলেন, একপ্রান্তে উপবিষ্ট বোধি রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, আমার এ ধারণা হয় যে 'সুখ দ্বারা সুখ লাভ হয় না, দুঃখ দ্বারা সুখ লাভ হয়।'"

৩২৭. "রাজকুমার, সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমারও এই ধারণাই ছিল, 'সুখে সুখ অধিগম্য নহে, দুঃখে সুখ অধিগম হয়।' এই কারণে রাজকুমার, সেই সময় আমি দহর (তরুণ) অবস্থায়ই গাঢ় কালকেশ ভদ্র যৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সে অশ্রুমুখে রোদনপরায়ণ মাতাপিতার অনিচ্ছা সত্বে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র আচ্ছাদিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছি। এই প্রকারে প্রব্রজিত হইয়া 'কুশল কী?' তাহার অন্বেষণে এবং অনুত্তর বর শান্তিপদ (নির্বাণ) অনুসন্ধান মানসে আলাড়কালামের[১] নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া আলাড়কালামকে বলিলামÍ'বন্ধু কালাম, আপনার এই ধর্মবিনয়ে আমি ব্রহ্মচর্যবাস করিতে ইচ্ছা করি।' এরূপ বলিলে রাজকুমার, আলাড়কালাম আমাকে বলিলেন, 'বিহার করুন আয়ুষ্মান। তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব, যাহাতে বিজ্ঞপুরুষ অচিরেই স্বীয় আচার্যত্বকে অভিজ্ঞা দ্বারা স্বয়ং সাক্ষাৎকার ও লাভ করিয়া বিহার করিতে পারেন।'

রাজকুমার, অচিরেই, অতি সত্বরই আমি সেই ধর্মবিনয় আয়ত্ত করি। রাজকুমার, তখন আমি ওষ্ঠপ্রহত মাত্রেই ও লপিতালাপন মাত্রেই (ভাষিত ভাষণ মাত্রেই) তৎক্ষণাৎই সেই জ্ঞানবাদ ও স্থবিরবাদ (বৃদ্ধদেব সিদ্ধান্ত) বলিতে পারি। জানিতে পারি, দেখিতে পারি... বলিয়া আমি জ্ঞাপন করিলাম, অপরেও তাহা পারে।

রাজকুমার, আমার মনে (এই চিন্তা) হইল, 'আলাড়কালাম এই ধর্মকে কেবল বিশ্বাসের উপর নহে, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, অধিগত হইয়া, বিহার করিতেছি, বলিয়া প্রকাশ করেন। নিশ্চয় আলাড়কালাম এই ধর্ম জানিয়া, দেখিয়া উহাতে বিহার করিতেছেন।' অনন্তর আমি যেখানে আলাড়কালাম ছিলেন তথায়, দেখিয়া উহাতে বিহার করিতেছেন।' অনন্তর

---

[১]। কালামগোত্র সম্ভূত আলাড় (প-সূ.)

আমি যেখানে আলাড়কালাম ছিলেন তথায় উপনীত হই, উপনীত হইয়া আলাড়কালামকে জিজ্ঞাসা করি, 'আবুস কালাম, আপনি সাধনার কোনো স্তর পর্যন্ত (কিত্তাবতা) এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন?' ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে, রাজকুমার, আলাড়কালাম 'আকিঞ্চনায়তন (স্তর)' প্রকাশ করিলেন।

রাজকুমার, তখন আমার এ ধারণা জন্মিল, 'কেবল আলাড়কালামের শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আছে এমন নহে; আমারও আছে। সুতরাং যে ধর্ম আলাড়কালাম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ করেন সেই ধর্মের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আমিও উদ্যম করিব।' রাজকুমার, আমি অচিরে, অতি সত্তর স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিলাম। রাজকুমার, তখন আমি আলাড়কালামের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, 'আবুস কালাম, এপর্যন্ত নহে কি, আপনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া, প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন?'

'হ্যাঁ, আবুস, আমি এপর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া উপদেশ করি।'

'আবুস, এপর্যন্ত তো আমিও এই ধর্মকে স্বয়ং জানিয়া, উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করিতে পারি।'

'আবুস, আমাদের লাভ, আমাদের সুলাভ হইয়াছে। যেহেতু আমরা আপনার ন্যায় আয়ুষ্মানকে সব্রহ্মচারী (গুরুভাই) রূপে দেখিতে পাইলাম। যে ধর্ম আমি স্বয়ং... জ্ঞাত হইয়া... উপদেশ করি, আপনিও সে ধর্ম স্বয়ং... জ্ঞাত হইয়া... বিহার করিতেছেন; আপনি যে ধর্মকে স্বয়ং জ্ঞাত হইয়াছেন..., আমিও সে ধর্মকে... জ্ঞাত হইয়া... উপদেশ করি। এই প্রকারে আমি যে ধর্ম জানি সে ধর্ম আপনিও জানেন। যে ধর্ম আপনি জানেন ঠিক সে ধর্ম আমিও জানি। এইরূপে যাদৃশ আমি তাদৃশ আপনি, যাদৃশ আপনি তাদৃশ আমি। অতএব আসুন, বন্ধু, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে এই শিষ্যগণকে পরিচালনা করি।' রাজকুমার, এই প্রকারে আলাড়কালাম আমার আচার্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন, উদার পূজায় আমাকে সম্মান করিলেন। তখন আমার এই ধারণা জন্মিল, 'এই ধর্ম নির্বেদের (উদাসীনতার) জন্য, বৈরাগ্যের জন্য, নিরোধের নিমিত্ত, উপশমের (শান্তির) নিমিত্ত নহে; অভিজ্ঞার (দিব্য শক্তির) নিমিত্ত, সম্বোধির জন্য, নির্বাণার্থও সংবর্তিত হয় না; মাত্র আকিঞ্চনায়তন উৎপত্তি

পর্যন্তই।' রাজকুমার, তখন আমি সেই ধর্মকে পর্যাপ্ত মনে না করিয়া নিরপেক্ষভাবে তথা হইতে প্রস্থান করি।

৩২৮. রাজকুমার, তখন আমি 'কুশল কী?' ইহা অন্বেষণে সর্বোত্তম শান্তিপদ অনুসন্ধান করিতে করিতে যেখানে উদ্দক-রামপুত্র ছিলেন তথায় উপনীত হই। তথায় উপস্থিত হইয়া উদ্দক-রামপুত্রকে বলিলাম, 'আবুস, আমি আপনার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি।' এরূপ উক্ত হইলে, রাজকুমার, উদ্দক-রামপুত্র আমাকে বলিলেন, 'এখানে বিহার করুন, আয়ুষ্মান, ইহা তাদৃশ ধর্ম, যাহাতে বিজ্ঞপুরুষ অচিরেই স্বীয় আচার্যত্বকে স্বয়ং জানিয়া সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতে পারেন।' রাজকুমার, সেই আমি অচিরেই, অতিশীঘ্রই সেই ধর্মকে পরিপূর্ণ আয়ত্ত করিলাম। তখন আমি ওষ্ঠসঞ্চালন মাত্রই, ভাষিত ভাষণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সেই জ্ঞানবাদ আর স্থবিরবাদ বলিতে পারি, জানিতে পারি, দেখিতে পারি বলিয়া জ্ঞাপন করিলাম। আর অপরেও তাহা করিল।

তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল, 'রামপুত্র কেবল শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিয়া নহে, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছি বলিয়া প্রকাশ করেন। নিশ্চয় রামপুত্র এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে বিহার করেন।' তৎপর হে রাজকুমার, যেখানে উদ্দক-রামপুত্র আছেন আমি তথায় উপস্থিত হইলাম, উপনীত হইয়া তাঁহাকে ইহা বলিলাম, 'আবুস রামপুত্র, আপনি এই ধর্ম কি পরিমাণ স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া উপদেশ করিতেছেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে উদ্দক-রামপুত্র 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন' নামক অরূপ ব্রহ্মধ্যান পর্যন্ত ঘোষণা করিলেন।

তখন রাজকুমার, আমার মনে এই চিন্তা হইল : 'কেবল যে রামপুত্রের শ্রদ্ধা আছে এমন নহে, আমার নিকটও শ্রদ্ধা আছে; কেবল যে রামপুত্রের বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আছে এমন নহে, আমারও তাহা আছে। অতএব যে ধর্ম রামপুত্র—স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন আমি সে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিব।'

রাজকুমার, তখন আমি অচিরে, অতি সত্তরই সে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিলাম।...। এইরূপে আমার আচার্য হইয়াও উদ্দক-রামপুত্র অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন...। সে কারণে আমি নিরপেক্ষভাবে সে ধর্ম হইতে চলিয়া

আসিলাম।

৩২৯. রাজকুমার, 'কুশল কী?' ইহার গবেষণাকারীরূপে অনুত্তর বর শান্তিপদের সন্ধান মানসে আমি মগধ প্রদেশে ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে যেখানে উরুবেলা সেনানী নিগম তদভিমুখে অগ্রসর হইলাম। তথায় আমি দেখিতে পাইলাম এক রমণীয় ভূমিভাগ, মনোহর বনসণ্ড (গভীরবন) ও অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্তা নদী প্রবাহমানা এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচরগ্রাম[১]। তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল, আহা, একান্তই রমণীয় ভূভাগ... প্রসাদজনক বনষণ্ড স্বচ্ছসলিলা শ্বেত সুতীর্থযুক্তা রমণীয়া নদী প্রবাহিতা; চতুর্দিকে গোচরগ্রাম। সাধনাপ্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে[২] সাধনার নিমিত্ত ইহাই তো উপযুক্ত স্থান।' রাজকুমার, ইহাই সাধনার উপযুক্ত মনে করিয়া আমি সে-স্থানেই ধ্যানে নিবিষ্ট হইলাম।

রাজকুমার, তখন আমার নিকট তিনটি অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য উপমা প্রতিভাত হয়; (১) যেমন ক্ষীরযুক্ত (সস্নেহ) আর্দ্রকাষ্ঠ[৩] জলে নিক্ষিপ্ত হইল। তৎপর কোনো পুরুষ 'অগ্নি প্রজ্বলিত করিব, তেজ প্রাদুর্ভূত করিব' এই চিন্তা করিয়া যদি উত্তরারণি[৪] লইয়া তথায় আসে—রাজকুমার, কী মনে করেন, সেই ব্যক্তি স্নেহযুক্ত জলে নিক্ষিপ্ত সেই আর্দ্রকাষ্ঠকে উত্তরারণি লইয়া মন্থন করিলে অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রাদুর্ভূত করিতে পারিবে কি?"

"না ভন্তে, তাহা কখনো সম্ভব নহে।"

"ইহার কারণ কী? যেহেতু সেই কাষ্ঠ স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র, তদুপরি তাহা জলে নিক্ষিপ্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহাতে কেবল শ্রম-ক্লান্তি ও মনঃকষ্টেরই ভাগী হইবে।

সেইরূপ হে রাজকুমার, যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ দৈহিক কামভোগে নিবৃত্ত না হইয়া অবস্থান করেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কামভোগের প্রতি যে কামচ্ছন্দ, কামরুচি, কামমূর্ছা, কামপিপাসা ও কামপরিদাহ বিদ্যমান, উহা যদি ভিতর থেকে সুপ্রহীণ না হয়, সু-উপশান্ত না হয় তবে উপক্রমকারী সেই সকল মাননীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা তীব্র কঠের দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন। তাঁহাদের পক্ষে অনুত্তর জ্ঞান-দর্শন ও সম্বোধি (লোকোত্তর মার্গ) লাভ অসম্ভব। যদিও সে সকল মাননীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ উপক্রমজনিত তীব্র কঠের

---

[১]। ভিক্ষাযোগ্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম।

[২]। নির্বাণার্থী যোগীজনের।

[৩]। উদুম্বর কাষ্ঠ।

[৪]। ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিপ্রজ্বালক কাষ্ঠখণ্ড।

দুঃখ-বেদনা অনুভব না করেন, তথাপি তাঁহারা অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্বোধি লাভের অযোগ্যই। রাজকুমার, ইহাই আমার অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য প্রথম উপমা প্রতিভাত হইয়াছিল।

৩৩০. (২) রাজকুমার, অপরও এক অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় উপমা আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। যেমন রাজকুমার, স্নেহযুক্ত আর্দ্রকাষ্ঠ জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইল। কোনো ব্যক্তি 'অগ্নি প্রজ্বলিত করিব, তেজ উৎপাদন করিব' এই উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। তাহা কী মনে করেন, রাজকুমার, তবে সেই ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে, তেজ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে কি?"

"না ভন্তে, কখন ও সম্ভব নহে।"

"ইহার কারণ কী?"

"যেহেতু ভন্তে, যদিও সেই কাষ্ঠ... জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত তবুও তাহা আর্দ্র ও স্নেহযুক্ত। সে ব্যক্তি শুধু শ্রম-ক্লান্তি, ও বিঘাতের ভাগী হইবে।"

"সেইরূপই রাজকুমার, যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ দৈহিক কামভোগে লিপ্ত থাকে... কামের প্রতি তাঁহাদের যে কামচ্ছন্দ, কামলালসা... বিদ্যমান,... তাহা সু-উপশান্ত না হয়, তাঁহারা... অযোগ্যই। রাজকুমার, এই অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

৩৩১. (৩) রাজকুমার, অপর এক অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য তৃতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। যেমন রাজকুমার, নীরস শুষ্ককাষ্ঠ জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত হয়। অনন্তর কোনো ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিব, তেজ প্রজ্বলিত করিব' এই উদ্দেশ্য করিয়া উত্তরারণি লইয়া আসিল। তবে... সে ব্যক্তি নীরস শুষ্ক, জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠকে উত্তরারণিতে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে কি?

"হ্যাঁ, ভন্তে, নিশ্চয় সমর্থ হইবে।"

"ইহার কারণ কী?"

যেহেতু ভন্তে, সেই শুষ্ককাষ্ঠ নীরস, আর জল হইতে দূরে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।"

"এইরূপই রাজকুমার, যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায় দ্বারা ভোগবাসনা হইতে নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন এবং কাম্যবস্তুর প্রতি তাঁহাদের যে কামচ্ছন্দ... কাম পরিদাহ আছে, তাহা অধ্যাত্মে সুপ্রহীণ ও সু-উপশমিত হয়। তবে সেই পরাক্রমশালী মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা তীব্র

কঠের দুঃখ-বেদনা অনুভব করিলেও তাঁহাদের পক্ষে অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্বোধিলাভ সম্ভব হয়। যদি সেই মহানুভব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ উপক্রমজনিত তীব্র কঠের দুঃখ-বেদনা ভোগ নাও করেন, তথাপি তাঁহারা অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্বোধি লাভের যোগ্য পাত্রই হন। রাজকুমার এই অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য তৃতীয় উপমা তখন আমার প্রতিভাত হইয়াছিল।

৩৩২. রাজকুমার, তখন আমার এই চিন্তা হইয়াছিল, 'দন্তের উপর দন্ত, স্থাপন করিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু চাপিয়া, কুশলচিত্ত দ্বারা অকুশলচিত্তকে অভিনিগৃহীত করিয়া অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করি।'... তাহা করিবার সময় আমার কক্ষ (বগল) হইতে ঘর্ম নির্গত হয়।... যেমন কোনো বলবান পুরুষ অপর দুর্বল পুরুষকে শিরে কিংবা ঘারে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিপাড়িত ও অভিসন্তপ্ত করে, তেমন রাজকুমার, আমার দন্ত দ্বারা দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্ত দ্বারা চিত্তকে অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিবার সময় আমার কক্ষ হইতে স্বেদ নির্গত হয়। আমার অশিথিল বীর্য আরব্ধ হয়, নির্ভুল স্মৃতি উপস্থাপিত থাকে, আর সেই কঠের সাধনা-উদ্যোগ দ্বারাই প্রধানাহত[১] (উদ্যোগ প্রপীড়িত) অবস্থাতেও আমার দেহ[২] ক্লান্ত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে উপশান্ত হয় নাই।

৩৩৩. রাজকুমার, তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হয়, 'এখন আমি অপ্রাণক (নিশ্বাসরহিত) ধ্যান সাধনা করিয়া দেখি।' সে সময় আমি মুখ ও নাসিকায় আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করি। রাজকুমার, আমার মুখ ও নাসিকায় আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে কর্ণছিদ্র দিয়া নিষ্ক্রান্ত বায়ুর অধিকমাত্রায় শব্দ হইতে থাকে। কর্মকারের ভস্ত্রা হইতে বায়ু নির্গত হইবার সময় যেমন অধিক শব্দ হয়, তেমন আমার মুখ ও নাসিকায় আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে কর্ণছিদ্র দিয়া নিষ্ক্রান্ত, বায়ুর অধিক মাত্রায় শব্দ হইতে লাগিল। রাজকুমার, তথাপি আমার অদম্য উৎসাহ আরব্ধ হইল, অভ্রান্ত স্মৃতি উপস্থাপিত হইল; সেই কঠের ধ্যানোদ্যগের দ্বারা উদ্যোগাহত হওয়া অবস্থাতে আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত উপশান্ত হয় নাই।

রাজকুমার, তখন আমার এই চিন্তা হইল, 'এখন আমি শুধু আশ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধের ধ্যানই সাধনা করি।' তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে

---

[১]। চতুর্বিধ প্রধান—(১) সংবরপ্রধান—রিপু বা ইন্দ্রিয় দমনের উদ্যোগ, (২) প্রহাণপ্রধান—পাপসঙ্কল্প ত্যাগের চেষ্টা, (৩) ভাবনাপ্রধান—বোধ্যঙ্গ বা উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের অধ্যবসায়, (৪) অনুরক্ষণ প্রধান—উৎপন্ন ধ্যান-নিমিত্ত রক্ষার প্রচেষ্টা।

[২]। জড়দেহ ও চেতনদেহ।

আশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ করিলাম। রাজকুমার, মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে বায়ু অধিক মাত্রায় মাথায় আঘাত করিতে থাকে। যেমন বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণ শিখর দ্বারা[১] শিরে আঘাত করে তেমন রাজকুমার, আমার...।

তখন রাজকুমার, আমার চিন্তা হইল, 'এখন আমি কেবল অপ্রাণক ধ্যানই অভ্যাস করি।' আমি নাকে, মুখে ও কর্ণে আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলাম।... আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে আমার শিরে অধিক মাত্রায় শির বেদনা উৎপন্ন হয়।...।

রাজকুমার, তখন আমার মনে হইল, 'এখন আমি অপ্রাণক পুনরায় ধ্যানই সাধনা করি।' অনন্তর আমি মুখে, নাকে ও কর্ণে আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলাম।... আমার আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে বায়ু অধিক মাত্রায় আমার কুক্ষি কর্তন করিতে থাকে। যেমন কোনো গো-ঘাতক ছুরিকা দ্বারা গরুর-কুক্ষি পরিকর্তন করে, সেইরূপ... আমার অদম্য উৎসাহ আরব্ধ হয়... দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, কিন্তু উপশান্ত হয় নাই।

রাজকুমার, তখন আমার মনে হইল, 'এখন আমি অপ্রাণক ধ্যান অনুশীলন করিব।' তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলাম। তাহা রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় দেহে দাহ উৎপন্ন হয়। যেমন দুইজন বলবান পুরুষ কোনো দুর্বলতর পুরুষের উভয় বাহুতে ধরিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারগর্তে সন্তপ্ত করে, সম্পরিতপ্ত করে, তেমনভাবেই... আশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে অধিক মাত্রায় আমার দেহে দাহ উৎপন্ন হয়। রাজকুমার, তখন আমার অদম্য উৎসাহ আরব্ধ হয়, অসংমূঢ় স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, সেই দুঃখজনক উদ্যোগ দ্বারা উদ্যোগাহত হইয়া আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, কিন্তু উপশান্ত হয় নাই।

রাজকুমার, কোনো কোনো (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতা (এ অবস্থায়) আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'শ্রমণ গৌতম বুঝি কালগত হইয়াছেন[২]। কোনো কোনো... দেবতা বলিলেন, 'শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, অথচ মরণোম্মুখ হইয়াছেন।' কোনো কোনো... দেবতা বলিলেন, 'শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, মরণোম্মুখও নহেন। তিনি যে অর্হৎ, অর্হৎগণের ধ্যান-বিহার এরূপই হইয়া

---

[১]। তরবারির অগ্রভাগ।

[২]। তখন বোধিসত্ত্বেও অধিক মাত্রায় মুর্চ্ছা হইল, তিনি চংক্রমণে বসিতেই পড়িয়া গেলেন, তাহা দেখিয়াই দেবতারা মন্তব্য করিলেন। (প. সূ)

থাকে।’

৩৩৪. তখন আমার এই চিন্তা হইল, ‘এখন আমি সর্বতোভাবে আহার-উপচ্ছেদ (অনশন) ব্রত অবলম্বন করি।’ তখন দেবতারা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, ‘মারিস, আপনি সর্বাংশে আহার-উপচ্ছেদার্থ অগ্রসর হইবেন না। আমরা আপনার লোমকূপ দিয়া দিব্য ওজ প্রবেশ করাইয়া দিব, যাহাতে আপনি যাপন করিবেন।’... তখন আমার চিন্তা হইল, ‘যদি আমি সর্বতোভাবে অনশন ব্রত গ্রহণ করি এবং এই সকল দেবতা আমার লোমকূপ দিয়া দিব্য ওজ প্রবেশ করাইয়া দেন যদ্দারা আমি যাপন করিতে পারি; তাহা হইলে আমার সে ব্রত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।’ আমি দেবতাদিগকে বলিলাম, ‘তোমরা এরূপ করিও না।’

রাজকুমার, তখন আমার মনে হইল, ‘এখন আমি অল্প অল্প প্রসৃতি (করকোষ) পরিমাণ আহার গ্রহণ করিব, তাহা মুগের যূষই হউক, কুলত্থের যূষই হউক, কলাইয়ের যূষই হউক অথবা অরহরের যূষই হউক।’ তখন হইতে আমি... প্রসৃতি পরিমাণ আহার করিতে আরম্ভ করি...। তাহা করিতে গিয়া আমার শরীর অধিক মাত্রায় কৃশতার চরম সীমায় পৌঁছিল। অসিতিক বা কাল-লতার গ্রন্থির সন্ধিস্থানে ম্লান হইয়া মধ্যে উন্নতাবনত হয়। সেই স্বল্পাহারের দরুন আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উন্নতাবনত হয়, সেই স্বল্পাহারের হেতু আমার গুহ্যদ্বার উষ্ট্রপাদের ন্যায় মধ্যে গভীর হইয়াছিল। সেই স্বল্পাহারত্বের হেতু আমার পৃষ্ঠকণ্টক রজ্জুবুনার আবর্তাবলীর ন্যায় উন্নতাবনত হইয়াছিল। যেমন জীর্ণ গৃহের বর্‌গাগুলি (গোপানসী) অবলগ্ন-বিলগ্ন (এলোমেলো) হয় তেমন সেই অল্পাহার-হেতু আমার বক্ষপঞ্জরগুলি অবলগ্ন-বিলগ্ন হইয়াছিল। যেমন গভীর জলকূপে (উদপানে) উদকতারা (জলচন্দ্র) গভীরে বহুদূরে প্রবিষ্ট দেখা যায়, সেই প্রকার... আমার অক্ষিকূপে অক্ষিতারা বহু গভীরে অনুপ্রবিষ্ট দেখা যাইত। যেমন তিক্ত অলাবু কঁচি অবস্থায় ছিন্ন হইলে বাতাতপ সম্পৃক্ত হইয়া শুষ্ক ও ম্লান হয়, সেইরূপ অল্পাহার-হেতু আমার শিরঃচর্ম শুষ্ক ও সংম্লান হইয়াছে।

রাজকুমার, তখন সেই অল্পাহারজনিত দুষ্কর চর্যা এত কঠের হইয়া আমার উদরচর্ম পৃষ্ঠকণ্টকে সংলগ্ন হইয়াছিল যে আমি উদরচর্ম স্পর্শ করিতে গিয়া তৎসঙ্গে পৃষ্ঠকণ্টক ধরিতাম; পৃষ্ঠকণ্টক স্পর্শ করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে উদরচর্মই ধরিতাম।... পায়খানা প্রস্রাব করিতে গিয়া সে-স্থানেই কুব্জ হইয়া ভূপতিত হইতাম।

আমি শরীর আশ্বস্থ করিবার মানসে হস্ত দ্বারা এইদেহ পরিমার্জনা

করি...। তখন আমার দেহ পরিমার্জনা করিবার সময় সেই অল্পাহার-হেতু পূতিমূল লোমরাশি অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। রাজকুমার, তখন লোকেরা আমাকে দেখিয়া বলিত—'শ্রমণ গৌতম কালো হইয়া গিয়াছেন।' কেহ কেহ বলিত—'শ্রমণ গৌতম কাল হন নাই, তিনি শ্যামবর্ণ হইয়াছেন।' কেহ কেহ বলিত—'শ্রমণ গৌতম কালো কিংবা শ্যামবর্ণ হন নাই, তাঁহার চর্মরং মঙ্গুলবর্ণ (মঞ্জুলবর্ণ?) হইয়াছে।' রাজকুমার, আমার এমন পরিশুদ্ধ পরিষ্কৃত চেহারা সেই অল্পাহার-হেতু এতই বিনষ্ট হইয়াছিল।

৩৩৫. রাজকুমার, তখন আমার মনে হইল, 'অতীতকালে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনোদ্যোগজনিত তীব্র কঠের দুঃখ-বেদনা সহ্য করিয়াছিলেন তাহা এই পরিমাণ, ইহার অধিক নহে। অনাগত ও বর্তমানকালেও... ইহার অধিক নহে। কিন্তু হে রাজকুমার, আমি কঠের দুষ্কর ক্রিয়া দ্বারা উত্তর-মনুষ্যধর্ম[১] ও সর্বোত্তম (অসম) আর্য-জ্ঞানদর্শন-বিশেষ অধিগত হইতে পারি নাই। (চিন্তা হইল) তবে কি বোধিলাভের নিমিত্ত অন্য কোনো উপায় আছে?

রাজকুমার, তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল, 'আমি বেশ জানি পিতা শুদ্ধোদন শাক্যের কৃষিক্ষেত্রে হলকর্ষণোৎসবে জম্বুবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট অবস্থায় কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। তবে কি ইহা (এই আনাপান প্রথম ধ্যান)[২] বোধিলাভের মার্গ হইবে?' রাজকুমার, তখন আমার এই স্মৃতি অনুগামী জ্ঞান উৎপন্ন হইল—'ইহাই সত্যোপলব্ধির মার্গ।' তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল, 'যেই ধ্যান-সুখ কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র আমি কি সেই সুখকে ভয় করি?' আমার মনে হইল, '... আমি সেই ধ্যান-সুখকে ভয় করি না।'

রাজকুমার, তখন আমার মনে হইল, 'এইরূপ অধিকমাত্রায় জীর্ণশীর্ণ দেহে সেই সুখ অর্জন করা সুকর নহে। অতএব আমি স্থূল আহার অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করি।' রাজকুমার, এই ভাবিয়া আমি স্থূল আহার ভাত-তরকারি ভোজন করিতে আরম্ভ করিলাম।

সেই সময় যেই পঞ্চভিক্ষু আমার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন (তাঁহাদের আশা) শ্রমণ গৌতম যে ধর্ম আবিষ্কার (অধিগম) করিবেন তাহা তিনি আমাদিগকে

---

[১]। লোকোত্তর মার্গজ্ঞান।

[২]। আনাপান প্রথম ধ্যান অববোধের এবং আনাপান সমাধি বিদর্শনের অন্তর্গত হেতু সম্বোধির মার্গ। (প. সূ)

উপদেশ করিবেন। কিন্তু যখন আমি স্থূল আহার অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিতে আরম্ভ করিলাম তখন সেই পঞ্চভিক্ষু 'প্রত্যয়বহুল ও সাধনা-বিমুখ শ্রমণ গৌতম বাহুল্যে প্রত্যাবৃত হইয়াছেন,' (ভাবিয়া) উদাসীনভাবে প্রস্থান করিলেন[১]।

৩৩৬. রাজকুমার, আমি স্থূল আহার গ্রহণে বল সঞ্চয়পূর্বক কামভোগে নির্লিপ্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। বিতর্ক-বিচারের উপশম-হেতু... দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান[২] লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করি।

(১) এই প্রকারে পরিশুদ্ধ, পর্যাবদাত, অঙ্গনরহিত, উপক্লেশ মুক্ত, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থির ও অচঞ্চল অবস্থায় আমার চিত্ত সমাহিত (ধ্যান নিবিষ্ট) হইলে জাতিস্মর জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে অভিনমিত করি। তখন আমি বহুবিধ পূর্বনির্বাস (জন্ম) অনুস্মরণ করি; যথা : এক জন্মও, দুই জন্মও...। এইরূপে আকার উদ্দেশ সহিত (স্বরূপ ও গতিসহ) অনেক প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি। রাজকুমার, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, সাধনায় দেহ-প্রাণ সমর্পিত যোগীর ন্যায় রাত্রির প্রথম যামে আমার এই প্রথম বিদ্যা (জাতিস্মরজ্ঞান) অধিগত; (জন্মান্তর প্রতিচ্ছাদক) অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন; তমঃ বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

(২) এই প্রকারে... আমার চিত্ত অচঞ্চল অবস্থায় সমাহিত হইলে অপর সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানের (জন্ম-মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনের) নিমিত্ত আমার চিত্তকে নিয়োজিত করি। তখন বিশুদ্ধ, মনুষ্য-চক্ষুর বহির্ভূত দিব্যচক্ষু দ্বারা আমি হীনোৎকৃষ্ট, উত্তম-অধমবর্ণের স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি প্রাপ্ত, দুর্গতি প্রাপ্ত সত্ত্বগণকে চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখিতে পাই; যেমন কর্ম তেমন গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি। রাজকুমার, রাত্রির মধ্যম যামে অপ্রমত্ত, আতাপী, সাধনায় দেহ-প্রাণ সমর্পিত আমার এই দ্বিতীয় বিদ্যা অধিগত হয়; (সত্ত্বগণের চ্যুতি-প্রতিসন্ধি আচ্ছাদক) অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা (দিব্যচক্ষু) উৎপন্ন; অন্ধকার বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

(৩) এই প্রকারে... আসবরাশির ক্ষয় (অর্হৎ মার্গ) জ্ঞানের নিমিত্ত (বিদর্শনে) আমার চিত্ত নিয়োজিত করি। তখন আমি 'ইহা দুঃখ

---

[১]। বোধিসত্ত্বেও বোধিলাভের সময় কায়বিবেক বা নির্জনতার সুযোগদানের নিমিত্ত ধর্মানুসারেই তাঁহাকে ছাড়িয়া বারাণসী গিয়াছিলেন। পক্ষকাল বোধিসত্ত্ব কায়বিবেকে অবস্থান করিয়া বোধিমূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অর্জন করিলেন। (প. সূ)

[২]। পূর্বের ধ্যান দেখাইতে হইবে।

আর্যসত্য'[১] প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি, 'ইহা দুঃখসমুদয় (উৎপত্তির কারণ) আর্যসত্য' যথার্থরূপে জানিতে পারি, 'ইহা দুঃখনিরোধ আর্যসত্য' যথার্থরূপে জানিতে পারি, 'ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য' ইহা যথাভূত অভিজ্ঞাত হই। 'এ সকল আসব, ইহা আসব সমুদয়, ইহা আসব নিরোধ, ইহা আসব নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' যথাভূত অভিজ্ঞাত হই। এই প্রকারে জানিবার ও দেখিবার (মার্গকৃত্যের) ফলে আমার চিত্ত কামাসব হইতে বিমুক্ত হইল, ভবাসব হইতে বিমুক্ত হইল এবং অবিদ্যা আসব হইতে বিমুক্ত হইল। 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত' এই জ্ঞানের[২] উদয় হইল। তদ্দ্বারা অভিজ্ঞাত হইলাম— 'জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে'[৩] ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, কর্তব্য কৃত হইয়াছে। এখন এতদ্ভাবের জন্য অপর করণীয় নাই।' রাজকুমার, রাত্রির পশ্চিম যামে ইহাই অপ্রমত্ত, আতাপী দেহ-প্রাণ সমর্পিত করিয়া অবস্থানকারী আমার তৃতীয় বিদ্যা অধিগত হইল; অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন হইল; তমঃ বিহত, আলোক উৎপন্ন হইল।

৩৩৭. তখন (বুদ্ধত্ব লাভের অষ্টম সপ্তাহের কথা) রাজকুমার, আমার এই চিন্তা হইল, 'আমার গভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, উত্তম, অতর্কাবচর (-গম্য), নিপুণ (সূক্ষ্ম), পণ্ডিত বেদনীয় এই ধর্ম (আর্যসত্য) অধিগত হইয়াছে। এই জনসাধারণ আলয়ারাম (কামতৃষ্ণায় রমিত), আলয়ে রত (পঞ্চ কামভোগে লিপ্ত), আলয়ে প্রমোদিত। আলয়ারাম, আলয়রত, আলয় প্রমোদিত জনসাধারণের এই তত্ত্ব যেমন এই কার্য-কারণ ভাব সমন্বিত প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন করা দুষ্কর, তাহাদের পক্ষে এই তত্ত্বও তেমন সর্বসংস্কার শমথ, সর্ব উপাধি বর্জিত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধরূপ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করাও দুষ্কর। যদি আমি এই ধর্ম উপদেশ করি এবং অপরে ইহা বুঝিতে না পারে, তবে তাহা আমার পক্ষে ক্লান্তি ও কষ্টের কারণ হইবে।'

রাজকুমার, তখন আমার এই অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য গাথাবলী প্রতিভাত

১। দুঃখসত্য এই পরিমাণ, ইহার অধিক নাই; দুঃখসত্যকে সরস লক্ষণ প্রতিবেদ বশে অভিজ্ঞতাই।

২। প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উদয় হইল।

৩। কোন জন্ম ক্ষীণ হইল? পূর্বজন্ম অতীতে ক্ষীণ হেতু এখন তাহা ক্ষয় হয় নাই। উদ্যোগাভাব হেতু ভবিষ্যৎ জন্মের ক্ষয়ও এখন হয় নাই। এখনও বিদ্যমান হেতু বর্তমান জন্মও ক্ষয় হয় নাই। মার্গের অভাবনা হেতু এক, চারি, পঞ্চ বোকার ভবে এক, চারি, পঞ্চ স্কন্ধবিশিষ্ট যে জন্ম সম্ভব হইতে পারে তাহা মার্গ ভাবনায় অনুৎপাদ স্বভাব হইয়া ক্ষীণ হইয়াছে। (টীকা)

হইল :

'বহু কষ্টে অধিগত এ ধর্ম আমার,
এখন প্রকাশে কারো নাই উপকার।
রাগ-দ্বেষে অভিভূত ভ্রান্ত জনগণ,
বুঝিবে না যথাযথ ধর্ম সনাতন।
প্রতি-স্রোতগামী ধর্ম নিবৃত্তি-প্রবণ,
গভীর দুর্দর্শ অণু, স্বচ্ছ সুমহান।
তমোস্কন্ধে আবরিত রাগাসক্ত জন,
প্রকৃত সদ্ধর্ম রূপ দেখে না তখন।'

রাজকুমার, এই চিন্তার দরুন অনুৎসুক্যের[১] দিকে আমার চিত্ত নমিত হইল, ধর্মদেশনার প্রতি নহে।

৩৩৮. অনন্তর রাজকুমার, আমার মনোভাব অবগত হইয়া সোহংপতি ব্রহ্মার এই চিন্তা হইল, 'আহা, জগৎ নষ্ট হইল, জগৎ বিনষ্ট হইল। যেহেতু তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের চিত্ত ধর্ম প্রচারের প্রতি নমিত না হইয়া অনুৎসুক্যের দিকে নমিত হইল।' রাজকুমার, তখন বলবান পুরুষ যেমন (অনায়াসে) সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবেই সোহংপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি একাংসে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) স্থাপন করিয়া আমার প্রতি কমলাঞ্জলি প্রণত হইয়া আমাকে বলিলেন, 'প্রভো ভগবান, ধর্ম উপদেশ করুন, সুগত, আপনি ধর্ম প্রচার করুন। স্বল্প রজঃজাতীয় সত্ত্বেরা আছে, যাহারা ধর্মের অশ্রবণতা-হেতু পরিহীণ হইবে। ধর্মের যথার্থ জ্ঞাতা অবশ্যই হইবে।' ইহা বলিয়া অতঃপর গাথায় স্তুতি করিয়া বলিলেন :

'মগধ প্রদেশে পূর্বে ছিল প্রতিষ্ঠিত,
অবিশুদ্ধ ধর্ম যাহা সমল-কল্পিত।
অমৃতের দ্বার এবে কর উদ্‌ঘাটন,
বিমল-প্রত্যক্ষ ধর্ম শুনুন সুজন। (১)
শৈলস্থিত কোনো লোক পর্বত শিখরে,
নিম্নে যথা চারিদিকে দেখে জনতারে।
সেইরূপ হে সুমেধ, করি আরোহণ,
ধর্মময় প্রাসাদেতে সামন্ত নয়ন!

[১]। প-সূ. ৩৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বীতশোক, চেয়ে দেখো, শোকাকুল জনে,
জন্ম-জরা প্রপীড়িতে প্রজ্ঞার নয়নে। (২)
উঠো বীর, ঋণমুক্ত, বিজিত সমর,
সার্থবাহ সর্বলোকে বিচরণ করো।
সদ্ধর্ম প্রচার করো করুণা নিধান!
নিশ্চয় মিলিবে শ্রোতা বহু জ্ঞানবান।' (৩)

৩৩৯. তখন আমি মহাব্রহ্মা সোহংপতির আরাধনা বিদিত হইয়া জীবগণের প্রতি করুণাবশত বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জীব-জগৎ বিলোকন করি। বুদ্ধ-দৃষ্টিতে বিশ্ব বিলোকন করিয়া আমি স্বল্পরজ মহারজ তীক্ষ্ণিন্দ্রিয়,[১] মৃদু ইন্দ্রিয়, সু-আকারবান, সুবোধ এবং পরলোক ও দোষের প্রতি ভয়দর্শী হইয়া অবস্থানকারী কোনো কোনো সত্ত্বগণকে দেখিতে পাইলাম। যেমন উৎপল (নীলকমল), পদ্ম (রক্তকমল) অথবা পুণ্ডরীক (শ্বেতকমল)সমূহের মধ্যে কোনো কোনো উৎপল, পদ্ম কিংবা পুণ্ডরীক জলে সঞ্জাত, জলে সংবর্ধিত, জলাভ্যন্তরগত, জলাভ্যন্তরে পোষিত হয়; অপর কোনো কোনো উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে উৎপন্ন, জলে সংবর্ধিত ও জলসম স্থিত থাকে; আবার কোনো কোনোটি উদকে জাত, উদকে সংবর্ধিত, জল হইতে উচ্চে উত্থিত হইয়া, জল দ্বারা উপলিপ্ত না হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; তেমনভাবেই হে রাজকুমার, আমি বুদ্ধচক্ষুতে বিশ্ব বিলোকন করিতে গিয়া অল্পরজ, মহারজ তীক্ষ্ণিন্দ্রিয়, মৃদু ইন্দ্রিয়, সু-আকারবিশিষ্ট, সুবোধ, আর পরলোক ও পাপের প্রতি ভয়দর্শী হইয়া অবস্থানকারী কোনো কোনো সত্ত্বগণকে দেখিতে পাইলাম। অনন্তর রাজকুমার, আমি গাথাযোগে সোহংপতি মহাব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করি :

'উন্মুক্ত তাদের তরে অমৃতের পুরদ্বার,[২]
স্রোতা যারা প্রসারিয়া শ্রদ্ধা হোক আগুসার।
পণ্ডশ্রম ভাবি মনে আমি করিনি প্রচার,
উত্তম সুজ্ঞাত ধর্ম ব্রহ্মে, মানব মাঝার।'

৩৪০. রাজকুমার, অনন্তর সোহংপতি ব্রহ্মা 'ভগবান ধর্মপ্রচারার্থ অবসর করিলেন' বুঝিয়া আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

---

[১]। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়।
[২]। অষ্টাঙ্গিক মার্গ অমৃত নির্বাণের প্রবেশদ্বার, তাহা আমাকর্তৃক খোলা হইল। (প. সূ)

অতঃপর আমার এই (ধর্মদেশনা-সংক্রান্ত) চিন্তা উদয় হইল, 'কাহাকে আমি প্রথম ধর্মোপদেশ করিব? কে এই ধর্ম সত্ত্বর বুঝিতে পারিবে?' তখন আমার স্মরণ হইল, আলাড়কালামই সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল (সমাপত্তি বিষ্কম্ভিত হেতু) অল্পরজ-জাতীয় পুরুষ। যদি আলাড়কালামকে প্রথম ধর্মোপদেশ করি, তবে তিনি এই ধর্ম শীঘ্রই উপলব্ধি করিবেন। তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট আসিয়া জানাইল, 'ভন্তে, সপ্তাহকাল পূর্বে আলাড়কালাম দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন।' আমারও জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইল, 'সপ্তাহকাল পূর্বে আলাড়কালাম কালগত হইয়াছে।' তখন আমার চিন্তা হইল, 'মহা ক্ষতিগ্রস্থ (জানিয়) আলাড়কালাম। যদি তিনি এই ধর্মোপদেশ শুনিতেন, তবে শীঘ্রই উপলব্ধি করিতেন।'

রাজকুমার, তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগিল, 'কাহাকে আমি প্রথম ধর্ম উপদেশ করি? কে এই ধর্ম সত্ত্বর জানিতে পারিবে?' আমার মনে হইল, এই উদ্দক-রামপুত্র পণ্ডিত, চতুর, মেধাবী চিরকাল অমলিন চিত্ত, যদি আমি তাঁহাকে প্রথম ধর্মোপদেশ করি তবে তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন।' তখন দেবতা আসিয়া বলিল, 'ভন্তে, অভিদোষে (গত রাত্রির অর্ধ সময়ে) উদ্দক-রামপুত্র কালগত হইয়াছেন।' আমারও জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইল...।

৩৪১.... রাজকুমার, পুনশ্চ, আমার মনে হইল, 'পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু আমার বহু উপকারী, যাঁহারা দেহ-প্রাণ সমর্পণ করিয়া কঠের সাধনা করিবার সময় আমাকে সেবা করিয়াছেন। অতএব আমি সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে[১] প্রথম ধর্মদেশনা করিব।' তখন আমার চিন্তা হইল, 'পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ এখন কোথায় অবস্থান করেন?' আমি বিশুদ্ধ অমানুষ দিব্য-চক্ষু দ্বারা দেখিলাম, পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বারাণসীর সমীপে ঋষিপতনে মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর রাজকুমার, উরুবেলায় যথারুচি বাস করিয়া আমি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করি।

রাজকুমার, উপক নামক আজীবক আমাকে দেখিতে পাইল যে আমি দীর্ঘ পথ-যাত্রী হইয়া বোধিদ্রুম ও গয়ার মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হইয়াছি। আমাকে দেখিয়া উপক কহিল, 'বন্ধু, আপনার ইন্দ্রিয়-গ্রাম প্রসন্ন, দেহকান্তি, (চর্মরং) পরিশুদ্ধ ও পরিশোভিত হইয়াছে। আপনি কাহার উদ্দেশে প্রব্রজিত হইয়াছেন? কেই বা আপনার শাস্তা (গুরু)? কাঁহার ধর্মে আপনার রুচি?'

---

[১]। কৌণ্ডিণ্য, বপ্প, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ এই পাঁচজন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু। (বিনয় মহাবর্গ)

তদুত্তরে আমি উপক আজীবককে গাথাযোগে বলিলাম :

'অভিভূত সর্বরিপু, পরিজ্ঞাত জ্ঞেয় সমুদয়,
নির্লিপ্ত লালসা পঙ্কে সর্বত্যাগী আমি মহাশয়।
তৃষ্ণাক্ষয়ে মুক্ত ভবে স্বীয় লোকুত্তর প্রতিভায়,
কাহাকে উদ্দেশি গুরু? শাস্তা কেবা আছে এ ধরায়?
আচার্য নাহিক মম সমকক্ষ নাহি বসুধায়,
সদেব-মানব মাঝে প্রতিপক্ষ না দেখি কোথায়।
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
একাই সম্বুদ্ধ আমি শীতিভূত প্রশান্ত অন্তর।
অন্ধভূত বিশ্বমাঝে বাজাইয়া অমৃতের ভেরী,
ধর্ম-চক্র প্রবর্তিতে চলিলাম কাশীদের পুরী।'

'বন্ধু, আপনি যেভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন তাহাতে আপনি অনন্ত জিন হইবার যোগ্য।'

(তখন পুনরায় উত্তরে বলিলাম) :

'মাদৃশ জনেরা হয় জিন, যাঁরা প্রাপ্ত তৃষ্ণাক্ষয়,
জিন আমি হে উপক, রিপুজয়ী দিনু পরিচয়।'

এরূপ উক্ত হইলে রাজকুমার, আজীবক উপক, 'হইতেও পারে বন্ধু!' বলিয়া শির সঞ্চালন করিয়া ভিন্ন পথে প্রস্থান করিল।

৩৪২. অতঃপর রাজকুমার, আমি ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে বারাণসী সমীপে মৃগদাবে যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ছিল, তথায় উপনীত হই। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দূর হইতে আমাকে দেখিল, দেখিয়া তাহারা পরস্পরের মধ্যে স্থির করিল (সণ্ঠপেসুং)—'এই যে দ্রব্যবহুল, সাধনা-ভ্রষ্ট, বাহুল্যে-প্রবৃত্ত শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন। তাঁহাকে অভিবাদন করা হইবে না, সম্মানার্থ গাত্রোত্থান করা হইবে না, আর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা পাত্র-চীবরও গ্রহণ করা হইবে না। কেবল আসন সজ্জিত রাখা হইবে; যদি তিনি ইচ্ছা করেন, বসিতে পারেন।'

রাজকুমার, ক্রমে যতই আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের সমীপবর্তী হইলাম, ততই তাহারা নিজেদের প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিতে অসমর্থ হইল। একজন আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আমার পাত্র-চীবর গ্রহণ করিল, কেহ আসন সজ্জিত করিল, একজন পাদ ধৌত করিবার জল উপস্থিত করিল। তাহারা আমাকে বন্ধু ও স্বনামে সম্বোধন করিতে লাগিল। এইভাবে কথা বলিতে দেখিয়া আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বলিলাম, 'ভিক্ষুগণ, তথাগতকে বন্ধু

বলিয়া ও স্বনাম ধরিয়া সম্ভাষণ করিও না। ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যক-সম্বুদ্ধ হইয়াছেন। তোমরা শ্রোতাবধান করো, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন করিতেছি, ধর্মোপদেশ দিতেছি। যেরূপ উপদিষ্ট হইবে তদনুরূপ আচরণ করিলে তোমরা অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান (অর্হৎ ফল) দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ-জীবনেই) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া অধিগত হইয়া তাহাতে বিহার করিতে পারিবে। ইহা বিবৃত হইলে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আমাকে বলিল, 'বন্ধু গৌতম, সেই দুষ্কর জীবন-যাপন, সেই কঠের সাধনা, সেই দুষ্কর তপশ্চর্যারত আপনি মনুষ্য হইতে উত্তরিতর সর্বোত্তম আর্য-জ্ঞান-দর্শন-বিশেষ অধিগত করিতে সমর্থ হন নাই, আর এখন দ্রব্যবহুল, সাধনা-ভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যধর্মোত্তর, উত্তম আর্য-জ্ঞানদর্শন-বিশেষ অধিকার করিলেন?'

এই প্রকারে উক্ত হইলে, রাজকুমার, তখন আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বলিলাম, 'ভিক্ষুগণ, তথাগত বাহুলিক নহে, সাধনাভ্রষ্ট নহে, বাহুল্যে প্রবৃত্তও নহে। ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ;... অধিগত হইয়া বিহার করিতে পারিবে।'

দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বারও এইরূপ কথোপকথন হইল।

ইহা বিবৃত হইলে আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বলিলাম, 'ভিক্ষুগণ, ইতিপূর্বে কি আমি কখনো তোমাদিগকে এই প্রকারে ইহা বলিয়াছি? স্মরণ হয় কি?'

'নিশ্চয় না, ভন্তে,'

'ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ... বিহার করিতে পারিবে।'

রাজকুমার, এখন আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বিষয়টি বুঝাইতে সমর্থ হইলাম।

তাহাদের দুইজনকে আমি ধর্মোপদেশ দিতে থাকিলে অপর তিনজন ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বাহির হয়। তিনজন বিচরণ করিয়া যাহা ভিক্ষান্ন আহরণ করে তদ্বারা ছয়জনেই দিন যাপন করি। যখন তিনজনকে উপদেশ দান করি তখন দুইজন ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করে, দুইজন ভিক্ষু ভিক্ষা করিয়া যাহা আহরণ করে তদ্বারা ছয়জনেই দিন যাপন করি।

৩৪৩. অনন্তর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু আমাকর্তৃক এ প্রকারে উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান (অর্হৎ ফল) ইহ-

জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, অধিগত হইয়া বিহার করিতে লাগিল।"

এইরূপ বিবৃত হইলে বোধি রাজকুমার ভগবানকে ইহা বলিলেন, "ভন্তে, তথাগতকে বিনায়ক লাভ করিয়া কত গৌণে ভিক্ষু, যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান ইহ-জীবনেই সাক্ষাৎকার ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে পারেন?"

"তাহা হইলে, রাজকুমার, আপনাকেই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব, আপনার যাহা অভিমত তাহা যথাযথই প্রকাশ করিবেন।"

"রাজকুমার, হস্ত্যারোহণ অঙ্কুশধারণ শিল্পে আপনি দক্ষ কিনা?

"হ্যাঁ, ভন্তে, আমি... অঙ্কুশধারণে দক্ষ।"

"তবে রাজকুমার, যদি কোনো ব্যক্তি—'বোধি রাজকুমার হস্ত্যারোহী অঙ্কুশগ্রাহী শিল্প জানেন, তাঁহার নিকট আমি হস্ত্যারোহ অঙ্কুশগ্রাহ শিল্প শিক্ষা করিব' মনে করিয়া আসে, আর সে শ্রদ্ধারহিত হয়, শ্রদ্ধাবানের দ্বারা যাহা লাভ করা সম্ভব, তাহা সে পাইবে না; সে হয় রোগ বহুল, যাহা নীরোগীর পক্ষে সম্ভব তাহা সে পাইবে না; সে হয় শঠ-মায়াবী... অশঠ-অমায়াবীর প্রাপ্য... সে পাইবে না; সে হয় অলস,... আরব্ধ বীর্যবানের প্রাপ্য... সে পাইবে না; সে হয় প্রজ্ঞাহীন,... প্রজ্ঞাবান যাহা শিক্ষা করিবে সে তাহা পারিবে না। তাহা কি মনে হয়, রাজকুমার, সে ব্যক্তি আপনার নিকট হস্ত্যারোহ অঙ্কুশগ্রাহ শিল্প শিক্ষা করিবে কি?"

"ভন্তে, একদোষযুক্ত ব্যক্তি আমার নিকট হস্ত্যারোহ অঙ্কুশগ্রাহ শিল্প শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, পাঁচ দোষযুক্তের কথাই বা কী?"

৩৪৪. "রাজকুমার, তাহা কী মনে করেন? যদি কোনো ব্যক্তি—'বোধি রাজকুমার হস্ত্যারোহ শিল্প জানেন... শিল্প শিক্ষা করিব,' এই মানসে আসে, সে হয় শ্রদ্ধাবান, নীরোগী, অশঠ-অমায়াবী, নিরলস, প্রতিভাবান...। তবে সে ব্যক্তি আপনার নিকট হস্ত্যারোহ... শিল্প শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি?"

"ভন্তে, একগুণযুক্ত পুরুষও আমার নিকট... শিল্প শিক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।"

"এই প্রকারই রাজকুমার, নির্বাণ সাধনার পাঁচ অঙ্গ আছে। সে পাঁচ কী? (১) ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়। তথাগতের বোধিকে (লোকোত্তর জ্ঞানকে) বিশ্বাস করে, 'সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ। অনুত্তর, পুরুষদম্য-সারথী। দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান হন।' (২)

নীরোগ, নিরাতঙ্ক হয়, 'নাতিশীত, নাতিউষ্ণ, সমপরিপাকী, সাধনাক্ষম, মধ্যস্থ গ্রহণী (প্রকৃতি-কর্মজ তেজধাতু) বিশিষ্ট হয়।' (৩) অশঠ-অমায়াবী হয়, 'শাস্তা (গুরু) কিংবা বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারীদের নিকট স্বীয় দোষগুণ যথাযথ প্রকাশ করে।' (৪) অকুশল ধর্মের প্রহাণের নিমিত্ত, 'কুশলধর্ম উৎপত্তির নিমিত্ত শক্তিমান দৃঢ় পরাক্রমী, কুশলধর্মে অনিক্ষিপ্ত ধুর (নিয়ত কুশলে তৎপর) ও আরব্ধবীর্য হইয়া বিহার করে।' (৫) প্রজ্ঞাবান হয়, 'আর্য (নির্বেদিক) প্রতিবিদ্ধ করিতে সমর্থ, সম্যক প্রকারে দুঃখ-ক্ষয়গামিনী উদয়-ব্যয় পরিচ্ছেদক বিদর্শন প্রজ্ঞায় সংযুক্ত হয়।' রাজকুমার, সাধনোদ্যমের এই পঞ্চবিধ অঙ্গ।

৩৪৫. রাজকুমার, এই পঞ্চাঙ্গ সাধনোদ্যমযুক্ত ভিক্ষু তথাগতকে বিনায়ক (পরিচালক) রূপে লাভ করিলে যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিণাম (ফল) ইহ-জীবনেই সাত বৎসরের মধ্যে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার এবং উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে পারে।

রাজকুমার, থাক সাত বৎসর, এই পঞ্চ প্রধানীয় (সাধনীয়) অঙ্গযুক্ত ভিক্ষু... ছয় বর্ষে, পাঁচ বর্ষে, তিন বর্ষে, দুই বর্ষে, এক বর্ষে, সাত মাসে, ছয় মাসে, পাঁচ মাসে, চার মাসে, তিন মাসে, দুই মাসে, এক মাসে, অর্ধ মাসে, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক রাত্রিদিনে।

থাক রাজকুমার, এক রাত্রিদিন, এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গযুক্ত ভিক্ষু তথাগতকে বিনায়ক লাভ করিয়া সন্ধ্যায় অনুশাসিত হইয়া প্রাতঃকালে বিশেষ অর্হত্ত্ব অধিগত হইবে। প্রাতঃকালে উপদিষ্ট হইয়া সন্ধ্যায় বিশেষ[১] অধিগত হইবে।"

ইহা বিবৃত হইলে বোধি রাজকুমার ভগবানকে বলিলেন, "অহো বুদ্ধ, অহো ধর্ম, অহো ধর্মের স্বাখ্যাততা (উত্তম বর্ণনা), আশ্চর্য যে যাহা সন্ধ্যায় অনুশাসিত হইয়া প্রাতে বিশেষ অধিগত হইবে, প্রাতে অনুশাসিত হইয়া সন্ধ্যায় বিশেষ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

৩৪৬. এইরূপে বলিলে সঞ্জিকাপুত্র মানবক বোধি রাজকুমারকে বলিলেন, "হে ভগবান বোধি, ইহা এরূপই, 'অহো, বুদ্ধ, অহো ধর্ম, আর অহো ধর্মের উত্তম বর্ণনা!' বলিতেছেন, অথচ সেই মাননীয় গৌতমের, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের

---

[১]। নেয়্যপুদ্গল সম্বন্ধে হইবে না। দন্ধ-(মৃদু) প্রাজ্ঞ সাত বৎসরে। তীক্ষ্ণ-প্রাজ্ঞ একদিনে, অবশিষ্ট মধ্যম-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। (প-সূ.)

শরণ গ্রহণ করেন না।"

"সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র, এরূপ বলিবেন না। সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র, এরূপ বলিবেন না। সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র, আমি আর্যার (মাতার) স্বমুখ হইতে ইহা শুনিয়াছি, স্বমুখ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র, এক সময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে বিহার করিতেছেন। তখন আমার গর্ভবতী আর্যা যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আমার আর্যা ভগবানকে নিবেদন করিলেন, 'ভন্তে, আমার কুক্ষিগত যে কুমার কিংবা কুমারী আছে, সে ভগবান, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছে। আজ হইতে ভগবান জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাহাকে শরণাগত উপাসক কিংবা উপাসিকারূপে ধারণা করুন।'"

সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র, এক সময় ভগবান এই ভর্গপ্রদেশেই সুংসুমার গিরীর ভেষকলা বনে মৃগদাবে বিহার করিতেছিলেন। তখন আমার ধাত্রী আমাকে অঙ্কে লইয়া যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে গিয়াছিল, গিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইল। একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আমার ধাত্রী ভগবানকে বলিল, 'ভন্তে, এই বোধি রাজকুমার ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছেন,... ।'

সৌম্য সঞ্জিকাপুত্র, আমি এই তৃতীয়বারও[১] ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আজ হইতে আমাকে আপ্রাণকোটী শরণাগত উপাসকরূপে স্বীকার করুন।"

বোধি রাজকুমার সূত্র সমাপ্ত

৬. অঙ্গুলিমাল সূত্র

অঙ্গুলিমালের জীবন পরিবর্তন (পূর্বে প্রমত্তে, শেষে মার্গে)।

৩৪৭. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের আরাম জেতবনে বিহার করিতেছেন।

সেই সময় রাজা পসেনদি কোশলের রাজ্যে নিষ্ঠুর, লোহিত-পাণি, হত্যা-

---

[১]। গর্ভ অবস্থায় বা শৈশবে চেতনার অভাবে শরণ গৃহীত হয় না। বয়স্ক হইলে মাতাপিতা, স্বজনগণ স্মরণ করাইয়া দেয়, 'বৎস, গর্ভ অবস্থায় তোমাকে ত্রিশরণ গ্রহণ করাইয়াছি।' গ্রহীতা যদি মনে করে, 'আমি শরণাগত উপাসক' তবে তাহার শরণ গৃহীত হয়। (প সূ)

প্রহত্যায় নিবিষ্ট, প্রাণী-ভূতদের প্রতি দয়াহীন অঙ্গুলিমাল নামক দস্যু ছিল। সে গ্রাম, নিগম, জনপদ ধ্বংস করিতে লাগিল। সে মানুষদিগকে বধ করিয়া অঙ্গুলির মালা ধারণ করিত। তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণপূর্বক ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া, পিণ্ডাচরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, ভোজনের পর শয্যাসন শামলাইয়া, পাত্র-চীবর গ্রহণ করিয়া যেখানে চোর অঙ্গুলিমাল ছিল, তদভিমুখে দীর্ঘপথের যাত্রী হইলেন। তখন গো-পাল, পশুপাল, কৃষক ও পথিকগণ যেদিকে ডাকাত অঙ্গুলিমাল আছে সেদিকে দীর্ঘপথের যাত্রীরূপে ভগবানকে দেখিতে পাইল। তাহারা ভগবানকে বলিল, "শ্রমণ, ওপথে যাইবেন না। শ্রমণ, ওপথে অঙ্গুলিমাল নামক দস্যু আছে।... সে গ্রাম... ধ্বংস করিতেছে। সে মানুষদিগকে বধ করিয়া অঙ্গুলির মালা ধারণ করে। শ্রমণ, ওই পথে (যদি) বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশজন পর্যন্ত দলবদ্ধ হইয়া গমন করে; তাহারাও চোর অঙ্গুলিমালের হস্তে, হত হয়।"

এইরূপ উক্ত হইলেও ভগবান তূষ্ণীভাবে চলিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও পূর্ববৎ বলা হইল।

৩৪৮. দস্যু অঙ্গুলিমাল ভগবানকে দূর হইতে আসিতে দেখিল, দেখিয়া তাহার এই মনে হইল, "ওহে, আশ্চর্যের বিষয়, অদ্ভুত ব্যাপার, এই পথে দশ পুরুষ... পঞ্চাশ পুরুষও দলবদ্ধ হইয়া চলে, তাহারাও আমার হাতে হত হয়; অথচ এই শ্রমণ একাকী, অদ্বিতীয় সাহসপূর্বক যেন আসিতেছেন। যদি আমি এই শ্রমণের জীবননাশ করি, তবে ভালো হয়।" তৎপর দস্যু অঙ্গুলিমাল ঢাল-তলোয়ার (অসিচর্ম) লইয়া, তীর-ধনু সংযোজিত করিয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তখন ভগবান এই প্রকার ঋদ্ধি অভিসংস্কার সংস্করণ (যোগবিভূতি) করিলেন যে, যাহাতে দস্যু অঙ্গুলিমাল সর্বশক্তিতে দৌড়াইয়াও স্বাভাবিক গতিতে গমনশীল ভগবানকে ধরিতে সমর্থ না হয়। তখন দস্যু অঙ্গুলিমালের এই মনে হইল, "ওহে, বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার, যে আমি পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধাবমান হস্তীকে ধরিয়াছি,... ধাবমান অশ্বকে,... ধাবমান রথকে,... ধাবমান মৃগকে ধরিয়াছি। অথচ এখন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গতিশীল এই শ্রমণকে সর্বশক্তিতে দৌড়াইয়াও আমি ধরিতে সমর্থ হইলাম না।" সে স্থিত অবস্থায় ভগবানকে বলিল, "স্থির হও, শ্রমণ, স্থির হও।"

"অঙ্গুলিমাল, আমি স্থির আছি, তুমি স্থির হও।"

তখন দস্যু অঙ্গুলিমালের এরূপ মনে হইল, "এই সকল শাক্যপুত্র শ্রমণগণ সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। অথচ এই শ্রমণ গতিশীল অবস্থায় বলিতেছেন, 'অঙ্গুলিমাল, আমি স্থির আছি, তুমি স্থির হও।' ইহার তাৎপর্য এই শ্রমণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

৩৪৯. তখন অঙ্গুলিমাল গাথা দ্বারা ভগবানকে বলিলেন :

"চলিছ শ্রমণ তবু বল আছি স্থির,
সুস্থির আমাকে কহ রহেছি অস্থির।
জিজ্ঞাসি তোমায় ইহা বল হে শ্রমণ!
তুমি স্থির, আমি হই অস্থির কেমন?" (১)
"নিখিল বিশ্বের প্রতি হে অঙ্গুলিমাল!
দণ্ড-ত্যজি স্থির আছি আমি সর্বকাল।
প্রাণীদের প্রতি হও তুমি অসংযত,
তাই তো অস্থির তুমি আমি সুসংযত।" (২)
"বহুকাল গত মম মহর্ষি-পূজিত,
মহাবনে সত্যবাদী[১] আজি উপনীত।
ধর্মময় গাথা তব করিয়া শ্রবণ,
পাপ পরিহরি আমি যাপিব জীবন[২]।" (৩)
এবে দস্যু অসি আর আয়ুধ যা ছিল,
প্রপাতে নালায় গর্তে নিক্ষেপ করিল।
সুগতের পাদপদ্মে করিয়া বন্দনা,
তাঁর কাছে প্রব্রজ্যার জানাল প্রার্থনা। (৪)
যিনি বুদ্ধ মহাঋষি করুণা নিধান,
দেবসহ এ লোকের শাস্তা সুমহান।
তিনি তাকে 'এসো ভিক্ষু' বলিল যখন,
ইহাতে হইল তাঁর ভিক্ষুত্ব অর্জন। (৫)

৩৫০. অতঃপর ভগবান অনুগামী শ্রমণরূপে আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালসহ যেদিকে শ্রাবস্তী তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ক্রমশ চারিকায় (ধর্ম প্রচারার্থ) পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন। তথায়

---

[১]। 'সে শ্রমণ', সিংহলী পাঠ।

[২]। গৌণে হোক পাপমতি করিব বর্জন। সিংহলী পাঠ।

শ্রাবস্তীতে ভগবান অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারে বাস করিতেছেন। সেই সময় রাজা পসেনদি কোশলের অন্তঃপুর-দ্বারে[১] মহাজনমণ্ডলী সম্মিলিত হইয়া উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেছিল, "দেব, আপনার রাজ্যে লোহিত-হস্ত, শিকারী, হত-প্রহতে নিবিষ্ট, প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন অঙ্গুলিমাল নামক দস্যু আসিয়াছে; সে গ্রাম, নগর, জনপদ ধ্বংস করিতেছে। সে নরহত্যা করিয়া অঙ্গুলির মালা ধারণ করে। দেব, তাহাকে দমন করুন।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দিবা-দ্বিপ্রহরে শ্রাবস্তী হইতে বাহির হইলেন এবং যেখানে জেতবন আরাম ছিল সেই দিকে যাত্রা করিলেন। যে পর্যন্ত যানে যাইবার জায়গা ছিল, ততদূর যানে গিয়া যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই তিনি যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে গেলেন। রাজা তথায় উপনীত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট রাজা পসেনদি কোশলকে ভগবান বলিলেন, "কেমন মহারাজ, আপনার উপর রাজা মাগধ সেনিয় বিম্বিসার, বৈশালীবাসী লিচ্ছবী কিংবা অপর কোনো বিরোধী রাজা কি কোপিত হইয়াছেন?"

"না, হে ভন্তে, আমার উপর রাজা মাগধ... কোপিত হন নাই। ভন্তে, আমার রাজ্যে... অঙ্গুলিমাল নামক... দস্যু আসিয়াছে, ভন্তে, তাহাকে আমি দমন করিব।"

"যদি মহারাজ, আপনি অঙ্গুলিমালকে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত, কাষায় বস্ত্র পরিহিত, আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত, প্রাণিহিংসা-বিরত, অদত্তাদান-বিরত, মৃষাবাদ-বিরত, একাহারী, ব্রহ্মচারী, শীলবান কল্যাণধর্মী-রূপে দেখিতে পান, তবে তাহাকে কী করিবেন?"

"ভন্তে, আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিব, প্রত্যুত্থান করিব, আসন দ্বারা সম্মান করিব; চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য পরিষ্কার (দ্রব্য) দ্বারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিব; আর তাঁহার নিমিত্ত ধার্মিক রক্ষাবরণ-গুপ্তির সংবিধান করিব। কিন্তু ভন্তে, দুঃশীল পাপধর্মীর পক্ষে এরূপ শীল-সংযম কোথায় হইবে?"

সেই সময় আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল ভগবানের অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন ভগবান তাঁহার দক্ষিণ বাহু ধরিয়া রাজা পসেনদি কোশলকে বলিলেন,

---

[১]। নগরের ভিতরে রাজপ্রাসাদ থাকিত, উহাকে অন্তঃপুর বা রাজকুল বলা হইত। উহার সদর দরজায়। (প-সূ.)

"মহারাজ, এই যে অঙ্গুলিমাল।"

তখন রাজা পসেনদির ভয় হইল, স্তব্ধতা হইল, শরীরে রোমঞ্চ হইল। তখন ভগবান... সন্ত্রস্থ রাজা পসেনদি কোশলকে বলিলেন, "ভয় করিবেন না, মহারাজ, ইহা হইতে আপনার কোনো ভয় নাই।" তখন রাজা পসেনদির যাহা ভয়... ছিল তাহা উপশম হইল।

তৎপর রাজা পসেনদি কোশল যেখানে আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল আছেন তথায় গেলেন। সেখানে গিয়া রাজা আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালকে বলিলেন, "আর্য, আমাদের ভন্তে, অঙ্গুলিমাল?"

"হ্যাঁ, মহারাজ!"

"ভন্তে, আপনার পিতা কোনো গোত্রের, আর মাতা কোনো গোত্রের?"

"মহারাজ, আমার পিতা গার্গ, মাতা মৈত্রায়ণী।"

"ভন্তে, আর্য গার্গ-মৈত্রায়ণীপুত্র শাসনে অভিরমিত হউন, আমি আর্য গার্গ-মৈত্রায়ণীপুত্রের চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য পরিষ্কার ব্যবস্থার উদ্যেগ করিব।"

৩৫১. সেই সময় আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল আরণ্যক, পাংশুকূলিক, ত্রৈচীবরিক ধূতাঙ্গ-ব্রতধারী ছিলেন। সুতরাং আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল রাজা পসেনদি কোশলকে বলিলেন, "যথেষ্ট, মহারাজ, আমার ত্রিচীবর পরিপূর্ণ আছে।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে গেলেন। আর ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট... রাজা ভগবানকে বলিলেন, "বড়ই আশ্চর্য, ভন্তে, বড়ই অদ্ভুত, ভন্তে, ভন্তে, ভগবান অদান্তের এমন দমনকারী, অশান্তের শমনকারী, অপরিনির্বৃত্তদের নির্বাপনকারী। যাহাকে ভন্তে, আমরা দণ্ড দ্বারা ও অস্ত্র দ্বারা দমন করিতে সমর্থ হই নাই; ভন্তে, আপনি তাহাকে বিনাদণ্ডে বিনা-অস্ত্রে দমন করিলেন। বেশ, ভন্তে, এখন আমরা যাই। আমাদের বহুকৃত্য বহু করণীয়।"

"মহারাজ, আপনি যাহা উচিত মনে করেন তাহা করিতে পারেন।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপর একদিন আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলেন। তিনি শ্রাবস্তীতে সপদান (ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে ক্রমান্বয়ে) ভিক্ষাচরণ করিবার সময় গর্ভ বিপর্যস্ত, গর্ভযন্ত্রণা কাতর এক স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া তাঁহার এই চিন্তা হইল, "অহো, প্রাণীগণ দুঃখ পাইতেছে! অহো,

প্রাণীগণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে!”

অতঃপর আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচরণ সমাপ্ত করিয়া, ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া ভোজনের পর, যেখানে ভগবান ছিলেন, তথায় গেলেন এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল ভগবানকে নিবেদন করিলেন, “ভন্তে, আমি পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া এই শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্যার্থ প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় আমি... গর্ভ-বিপর্যস্ত, গর্ভযন্ত্রণা কাতর এক স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলাম।... ‘অহো, প্রাণীগণ দুঃখ পাইতেছে!... যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে!’”

“অঙ্গুলিমাল, তাহা হইলে তুমি সেই স্ত্রীলোকের নিকট পুনরায় যাও, তথায় গিয়া তাহাকে বলো, ‘ভগিনী, যখন হইতে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন হইতে স্বেচ্ছায় কোনো প্রাণিহিংসা করিয়াছি বলিয়া জানি না। সে সত্য দ্বারা তোমার স্বস্তি, হউক, তোমার গর্ভেরও মঙ্গল হউক।’”

“ভন্তে, উহা আমার সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ হইবে নহে কি? ভন্তে, আমাকর্তৃক সজ্ঞানে অনেক প্রাণীর জীবননাশ হইয়াছে।”

“তাহা হইলে, অঙ্গুলিমাল, যেখানে সেই স্ত্রীলোক আছে, সেখানে উপস্থিত হও, আর তাহাকে এরূপ বলো, ‘যখন হইতে ভগিনি, আমি আর্যগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন হইতে স্বেচ্ছায় কোনো প্রাণিহিংসা করিয়াছি বলিয়া আমি জানি না। সে সত্য দ্বারা... মঙ্গল হউক।’”

“হ্যাঁ, ভন্তে,” (বলিয়া) আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া যেখানে সে স্ত্রীলোক আছে, সেখানে উপস্থিত হইলেন... এবং তাহাকে বলিলেন :

“যে হতে ভগিনী, আমি আর্যগোত্রে লভিনু জনম,
সে হতে স্বেচ্ছায় কোনো প্রাণিবধ করিনি কখন;
এই সত্যে শুভ তব সুখী হোক গর্ভের নন্দন।”

তখন সেই স্ত্রীর ও তাহার গর্ভের স্বস্তি হইয়াছিল[১]।

---

[১]। অঙ্গুলিমাল থের সত্যক্রিয়া দ্বারা স্বস্তি করিবার মানসে আসিয়াছেন জানিয়া গর্ভিনীর আত্মীয়স্বজন তাহাকে পর্দা পরিক্ষিপ্ত করিয়া উহার বাহিরে থেরের আসন সাজাইল। তিনি তথায় বসিয়া সর্বজ্ঞ বুদ্ধের আর্যজাতিতে জন্মের দরুন সকরুণ সত্যক্রিয়া করিবার সঙ্গেই সুপ্রসব ও মাতা-পুত্রের স্বস্তি হইল। ইহা সর্ব অন্তরায় বিনাশক মহাপরিত্রাণ। এই অঙ্গুলিমাল পরিত্রাণ প্রভাবে ইতর প্রাণীদেরও সুপ্রসব হয়। যাহারা পাঠককে সমীপে আনিয়া পরিত্রাণ শুনিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে এই পরিত্রাণ পাঠকের আসন-ধৌত জল

সেই সময় আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল একাকী, বিবেকযুক্ত, অপ্রমত্ত, উদ্যোগী ও সংযত জীবনযাপন করিয়া অচিরেই 'যার জন্য কুলপুত্রগণ... প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান-ফল (অর্হত্ত্ব) ইহ-জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যবাস পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে। এখন এই জীবনের নিমিত্ত অপর কর্তব্য নাই, তিনি ইহা জ্ঞাত হইলেন। আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল অর্হৎদের অন্যতর হইলেন।

৩৫২. তৎপর একদিন আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান ও পাত্র-চীবর ধারণপূর্বক ভিক্ষাচর্যার নিমিত্ত শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় অন্য কারণে নিক্ষিপ্ত ঢিল আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালের দেহে নিপতিত হইল। অন্য কারণে নিক্ষিপ্ত দণ্ড কঙ্কর আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালের দেহে নিপতিত হইল। তখন আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল বিদীর্ণ-শিরে বিগলিত শোণিত-ধারায় ভগ্ন-পাত্র ও ছিন্ন-সংঘাটিসহ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে গেলেন। ভগবান দূর হইতেই আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি ধৈর্য ধারণ করো, ব্রাহ্মণ, তুমি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো। যে কর্মফলে, ব্রাহ্মণ, তোমাকে বহুবর্ষ, বহুশতবর্ষ, বহু সহস্রবর্ষ নরকে পঁচিতে হইত, ব্রাহ্মণ, সেই কর্মফল তুমি ইহ-জীবনেই ভোগ করিলে।"

যখন আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমাল নিভৃতস্থানে ফলসমাপত্তি ধ্যান-লীন হইয়া বিমুক্তি-সুখ উপলব্ধি করিলেন, তখন এই উদান (আনন্দোচ্ছ্বাস) উচ্চারণ করিলেন :

"প্রমাদে থাকিয়া পূর্বে পরে হন অপ্রমত্ত যিনি,
মেঘমুক্ত চন্দ্রতুল্য লোক করে আলোকিত তিনি। (১)
যার কৃত পাপকর্ম কুশলেতে হয় দূরীকৃত,
মেঘমুক্ত চন্দ্রতুল্য বিশ্ব তিনি করে আলোকিত। (২)
হলেও তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধধর্মে যিনি নিয়োজিত,
মেঘমুক্ত চন্দ্রতুল্য বিশ্ব তিনি করে প্রভাসিত। (৩)

প্রথমত মাথায় ছিটাইয়া দিয়া পান করিলে সুপ্রসব হয়। অন্য রোগও উপশম হয়। (করুণাযুক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অব্যাহত।) এই পরিত্রাণের প্রভাব কল্পের অবশিষ্টকাল অপ্রতিহত থাকিবে। (প-সূ)

"শত্রুরা শুনুক মম সদ্ধর্ম ভাষণ,
শত্রুরা হউক মম ধর্মে নিমগন।
শত্রুরা হউক লিপ্ত তাঁদের সেবায়,
যারা শান্ত সদ্ধর্মের প্রেরণা যোগায়। (৪)
ক্ষান্তিবাদী মৈত্রী-প্রশংসীর ধর্ম সনাতন,
শুনুন শত্রুরা মম কালে করুক পালন। (৫)
মোরে কিংবা অন্যকারে কভু কেহ হিংসা না করুন,
লভিয়া পরম শান্তি, ভীতাভীতে নির্বঘ্নে রাখুন। (৬)
চালায় চালক যথা জল, ইষুকার শর সোজা করে,
বর্ধকীরা ঋজু করে কাঠ, তথা ধীর দমে আপনারে। (৭)
অঙ্কুশে কশায় দণ্ডে কেহ অদান্তকে করেন দমন,
অস্ত্র-দণ্ড বিনা অদান্ত আমায় দমিলেন ভগবান, (৮)
অহিংসক নাম মম হিংসুকের পূরব জীবনে,
সার্থক হইল আজি হিংসা আর নাহি কোনো জনে। (৯)
অঙ্গুলিমাল নামেতে পূর্বে ছিনু দস্যু সুবিখ্যাত,
বুদ্ধের শরণ লই যবে মহাস্রোতে নিমজ্জিত। (১০)
রক্তপাণি পূর্বে আমি বিখ্যাত অঙ্গুলিমাল,
শরণাগমনে দেখ সমুচ্ছিন্ন ভবজাল। (১১)
তাদৃশ দুর্গতিগামী বহুকর্ম করি সম্পাদন,
কর্মক্ষয়ী মার্গস্পর্শে করিতেছি অঋণী-ভোজন। ১২)
প্রমাদে নিমগ্ন থাকে দুর্মেধ অজ্ঞানী জন,
অপ্রমাদ রক্ষে ধীর শ্রেষ্ঠ ধনের মতন। (১৩)
হও না প্রমাদে রত করিও না কামরতি ভোগ,
অপ্রমত্ত ধ্যানশীল লভে নির্বাণ বিপুল[১] সুখ। (১৪)
স্বাগত হয়েছে মম নহে দূরাগত,
মন্ত্রণা প্রব্রজ্যা লাভে অতীব সঙ্গত।
সুবিভক্ত বুদ্ধধর্মে শ্রেষ্ঠ যে নির্বাণ,
লভিনু তাহাতে আমি অপরোক্ষ জ্ঞান। (১৫)
স্বাগত হয়েছে মম নহে দূরাগত,
মন্ত্রণা প্রব্রজ্যা লাভে অতীব সঙ্গত।

১। 'পরম' কম্বোজ পাঠ।

ত্রিবিদ্যা অর্জিত মম হইল এখন,
বুদ্ধের শাসনে কৃত্য হল সমাপন।" (১৬)

অঙ্গুলিমাল সূত্র সমাপ্ত

৭. প্রিয়জাতিক সূত্র

'প্রিয় হতে শোক-দুঃখের উদয়'

৩৫৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছেন। সেই সময় অন্যতর গৃহপতির (বৈশ্যের) প্রিয়, মনোহর একমাত্র পুত্র কালগত হইল। তাহার কালক্রিয়ার দরুন (গৃহপতির) ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্তি হয় না, ভোজনে রুচি জন্মে না। সে শ্মশানে গিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে থাকে : "কোথায় (আমার) একমাত্র পুত্র? কোথায় একমাত্র পুত্র?" তখন সে গৃহপতি যেখানে ভগবান ছিলেন গেল এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিল। একপ্রান্তে উপবিষ্ট সেই গৃহপতিকে ভগবান বলিলেন, "গৃহপতি, তোমার ইন্দ্রিয়-গ্রাম স্বীয় দীপ্তিতে স্থির নাই, তোমার ইন্দ্রিয়সমূহের অন্যথাভাব আছে কি?"

"ভন্তে, কেন আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাম অন্যথাভাব না হইবে? ভন্তে, আমার প্রিয়, মনোরম একমাত্র পুত্র কালগত হইয়াছে। উহার মরণের দরুন আমার কাজকর্মে প্রবৃত্তি হয় না, আহারে রুচি জন্মে না। সুতরাং আমি শ্মশানে গিয়া ক্রন্দন করি : 'কোথায় আমার একমাত্র পুত্র, কোথায় একমাত্র পুত্র?'...?"

"গৃহপতি, ইহা এইরূপ, ইহা এইরূপই; যাহা কিছু শোক, রোদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য; সকলই প্রিয়জ, প্রিয় হইতে সম্ভূত হয়।"

"ভন্তে, ইহা কাহার প্রত্যয় হইবে যে, 'যাহা কিছু শোক, রোদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য সকলই প্রিয়জ, প্রিয়সম্ভূত?' ভন্তে, যাহা কিছু আনন্দ, সৌমনস্য সকলই প্রিয়জ, প্রিয়সম্ভূত।"

তখন সে গৃহপতি ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন না করিয়া, নিন্দা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিল।

৩৫৪. সেই সময় কয়েক জন অক্ষধূর্ত (জুয়াড়ি) ভগবানের অদূরে পাশা-খেলা করিতেছিল। তখন সে গৃহপতি যেখানে ওই অক্ষধূর্তেরা ছিল, সে-স্থানে গেল। তথায় গিয়া সে সেই জুয়াড়িগণকে বলিল, "মহাশয়গণ, আমি যেখানে শ্রমণ গৌতম আছেন সে-স্থানে গিয়াছিলাম, গিয়া শ্রমণ গৌতমকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে বসিলাম। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আমাকে শ্রমণ

গৌতম ইহা বলিলেন, 'গৃহপতি, তোমার ইন্দ্রিয়-গ্রাম স্বীয় দীপ্তিতে স্থির নাই... (উভয়ের কথোপকথন বিবৃত হইল)...।' তখন আমি মাননীয় শ্রমণ গৌতমের ভাষণ অভিনন্দন না করিয়া, নিন্দা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।"

"গৃহপতি, তাহা তদ্রূপই, তাহা তদ্রূপই। যাহা কিছু আনন্দ, সৌমনস্য তাহা প্রিয়জ, প্রিয়সম্ভূত।" তখন সে গৃহপতি 'অক্ষধূর্তেরা আমার সহিত একমত' এই চিন্তা করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

তৎপর সেই কথা-প্রসঙ্গ ক্রমশ রাজন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

৩৫৫. তখন রাজা পসেনদি কোশল মল্লিকাদেবীকে আহ্বান করিলেন, "মল্লিকে, শুনিয়াছ? তোমাদের শ্রমণ গৌতম এই ভাষণ দিয়াছেন, 'যাহা কিছু শোক, রোদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য সমস্তই প্রিয়জ, প্রিয় হইতে সম্ভূত।'"

"যদি মহারাজ, ভগবান এই ভাষণ দিয়া থাকেন, তবে তাহা তদ্রূপই।"

"ইহাই হইয়া থাকে, মল্লিকে, শ্রমণ গৌতম যাহাই ভাষণ করুন না কেন, সেই সমস্তই তুমি অনুমোদন করো 'যদি মহারাজ, তাহা ভগবানের ভাষিত, তাহা সেইরূপই হয়।' যেমন নাকি আচার্য অন্তেবাসীকে যাহাই বলুক না কেন, 'আচার্য, তাহা তথৈবচ' বলিয়া অন্তেবাসী তাহাই অনুমোদন করে। সেইরূপই, মল্লিকে, শ্রমণ গৌতম যাহাই ভাষণ করেন, তুমি তৎসমস্তই অনুমোদন করিয়া থাক—'যদি মহারাজ,... তদ্রূপই হয়। যাও বহির্মুখে, মল্লিকে, (এখান থেকে) দূর হও।"

তখন মল্লিকাদেবী নালীজংঘ নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেন, "আস তুমি, হে ব্রাহ্মণ, যেখানে ভগবান আছেন, সে-স্থানে যাও, গিয়া আমার বাক্যে ভগবানের চরণে নতশিরে প্রণাম করো,... (কুশল সমাচার) জিজ্ঞাসা করো, আর ইহাও বল যে, 'ভগবান এ কথা বলিয়াছেন কি, শোক... উপায়াস প্রিয়জ, প্রিয়সম্ভূত?' ভগবান তোমাকে যেরূপ বিবৃত করেন তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া আমাকে বলিবে। তথাগতেরা কখনো বিতথ-বাক্য বলেন না।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ভবতি।"... নালীজংঘ ব্রাহ্মণ... যেখানে ভগবান থাকেন, সে-স্থানে... গিয়া, ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিল। একপ্রান্তে উপবিষ্ট নালীজংঘ ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিল, "ভো গৌতম, মল্লিকাদেবী ভবৎ গৌতমের চরণে নতশিরে বন্দনা করিয়াছেন,...। আর ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন : কেমন ভন্তে, ভগবান কি এই কথা বলিয়াছেন—'যাহা কিছু শোক,... উপায়াস, সমস্তই প্রিয়জ, প্রিয়সম্ভূত'?"

৩৫৬. ব্রাহ্মণ, তাহা সেইরূপই, তাহা সেইরূপই; ব্রাহ্মণ, যাহা কিছু শোক... উপায়াস তাহা প্রিয়জ, প্রিয় সম্ভূত। ব্রাহ্মণ, ইহাকে এই পর্যায়েও জানা উচিত যে, কী প্রকারে শোক... উপায়াস প্রিয়জ, প্রিয়সম্ভূত? অতীতে এক সময়, ব্রাহ্মণ, এই শ্রাবস্তীর এক স্ত্রীলোকের মাতার মৃত্যু হয়, সে মাতার মৃত্যুতে উন্মত্তা ও বিক্ষিপ্তা-চিত্তা হইয়া রাস্তা হইতে রাস্তায়, শৃঙ্গাট (চৌরাস্তা) হইতে শৃঙ্গাটে উপনীত হইয়া এইরূপ বলে : 'ওহে, আপনারা আমার মাতাকে দেখিয়াছেন? ওহে, আপনারা আমার মাতাকে দেখিয়াছেন?' এই পর্যায়েও, ব্রাহ্মণ, ইহা জানা উচিত যে, শোক... প্রিয়জ, প্রিয়সম্ভূত। পুরাকালে ব্রাহ্মণ, এই শ্রাবস্তীতে এক স্ত্রীলোকের পিতার মৃত্যু হয়...।... ভ্রাতার মৃত্যু হয়...।... ভগ্নির মৃত্যু হয়...।... পুত্রের মৃত্যু হয়...।... দুহিতার মৃত্যু হয়... ।... পতির মৃত্যু হয়... ।"

পূর্বকালে ব্রাহ্মণ!... এক পুরুষের... মাতার,... ভার্যার মৃত্যু হয়... ।"

"পুরাকালে, ব্রাহ্মণ, এই শ্রাবস্তীতে এক স্ত্রী তাহার জ্ঞাতিকুলে গিয়াছিল। আত্মীয়গণ উহাকে বর্তমান স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যপাত্রে সমর্পণ করিতে অভিলাষী, কিন্তু সে তাহাতে রাজি নহে। তখন সে রমণী তাহার পতিকে এ বিষয় জানাইল : 'আর্যপুত্র, এই আত্মীয়গণ আমাকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য পাত্রে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু আমি তাহা পছন্দ করি না।' তখন সে পুরুষ 'আমরা উভয়ে মৃত্যুর পর সম্মিলিত হইব' এই চিন্তা করিয়া সেই স্ত্রীকে দ্বিধা ছেদন করিল এবং আপন উদর ছেদন করিয়া উভয়ে মৃত্যু বরণ করিল। এই পর্যায়ে ব্রাহ্মণ, জানা উচিত, 'প্রিয় হইতে শোক... দুঃখের উদয় হয়।'"

৩৫৭. তখন নালিজংঘ ব্রাহ্মণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিয়া, অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া যেখানে মল্লিকাদেবী ছিলেন সে-স্থানে গেল, গিয়া ভগবানের সহিত যাহা কথা সংলাপ (আলাপ আলোচনা) হইয়াছিল, সে সমস্তই মল্লিকাদেবীকে নিবেদন করিল। তখন মল্লিকাদেবী রাজা পসেনদি কোশল সমীপে গেলেন এবং রাজাকে বলিলেন, "তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, বজিরী (বজ্রিনী) কুমারী আপনার প্রিয়া কি না?"

"হ্যাঁ, মল্লিকে, বজিরী কুমারী আমার প্রিয়া।"

"তাহা কী মনে করেন, মহারাজ, আপনার বজিরী কুমারীর বিপরিণাম ও অন্যথাভাব-হেতু[১] আপনার শোক, রোদন, দৌর্মনস্য, উপায়াস উৎপন্ন হইবে

[১]। এখানে মরণ বিপরিণাম, অন্যের সাথে পলায়ন অন্যথাভাব। (প-সূ)

কি?”

“মল্লিকে, বজিরী কুমারীর বিপরিণাম ও অন্যথাভাবে আমার জীবনেরও অন্যথাত্ব ঘটিতে পারে, শোক... উপায়াস কেন উৎপন্ন না হইবে?”

“মহারাজ, সেই ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এই কারণেই বলিয়াছেন, ‘প্রিয়জ শোক...উপায়াস প্রিয়সম্ভূত... ।’”

“... মহারাজ, বাসবক্ষত্রিয়া আপনার প্রিয়া কিনা?”

“হ্যাঁ, মল্লিকে, বাসবক্ষত্রিয়া আমার প্রিয়া।”

“... মহারাজ, বাসবক্ষত্রিয়ার বিপরিণাম, অন্যথাভাব-হেতু আপনার শোক... উপায়াস উৎপন্ন হইবে কি?”

“মল্লিকে, আমার জীবনেরও অন্যথাভাব হইতে পারে... ।”

“মহারাজ, এই কারণেই সেই ভগবান... বলিয়াছেন... ।”

“মহারাজ, বিড়ুঢ়ভ সেনাপতি আপনার প্রিয় কিনা?... ।”

“কেমন মনে করেন, মহারাজ, আমি আপনার প্রিয়া কিনা?... ।”

“হ্যাঁ, মল্লিকে, তুমি আমার প্রিয়া।”

“যদি মহারাজ, আমার কোনো বিপরিণাম, অন্যথাভাব ঘটে, তবে আপনার শোক... উপায়াস উৎপন্ন হইবে?”

“মল্লিকে,... আমার জীবনেরও অন্যথাভাব ঘটিতে পারে... ।”

“মহারাজ!... ভগবান এই কারণেই বলিয়াছেন—‘প্রিয়জ শোক,... উপায়াস প্রিয়সম্ভূত।’”

“ইহা কী মনে করেন, মহারাজ, কাশী ও কোশলবাসী (প্রজাপুঞ্জ) আপনার প্রিয় কিনা?”

“হ্যাঁ, মল্লিকে, কাশী-কোশলবাসী আমার প্রিয়। কাশী-কোশলবাসীর অনুভাবেই (রাজস্বাদিতেই) তো আমরা কাশিকচন্দন পরিভোগ করি, মালা-গন্ধ-বিলেপন ধারণ করি।”

“তবে মহারাজ, কাশী-কোশলবাসীর বিপরিণাম (হস্তান্তর) অন্যথাভাবে (সঙ্কটে) আপনার শোক... উৎপন্ন হইবে কি?”

“... আমার জীবনেরও অন্যথা বিপর্যয় হইতে পারে... ।”

“মহারাজ,... সেই ভগবান... এই কারণেই বলিয়াছেন—প্রিয়জাতিক শোক... প্রিয়সম্ভূত।”

“বড়ই আশ্চর্য! মল্লিকে, বড়ই অদ্ভুত! মল্লিকে, এতদূর পর্যন্তও সেই ভগবান প্রজ্ঞায় প্রতিবিদ্ধ করিয়াই যেন দেখিয়া থাকেন। এসো, মল্লিকে,

চলো আমরা আগমন করি[১] তৎপর রাজা পসেনদি কোশল আসন হইতে উঠিয়া উত্তরীয়-বস্ত্র একাংস করিয়া যেদিকে ভগবান আছেন তদভিমুখে যুক্তাঞ্জলি প্রণাম করিয়া তিনবার আন্দোচ্ছ্বাস করিলেন :

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স"

(সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার)।

প্রিয়জাতিক সূত্র সমাপ্ত

৮. বাহিতিক[২] সূত্র

৩৫৮. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর... জেতবনে অবস্থান করিতেছেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ নিবাসন পরিধান করিয়া, পাত্র-চীবর ধারণপূর্বক শ্রাবস্তীতে... পিণ্ডাচরণ করিলেন, এবং... দিবাবিহারের নিমিত্ত যেখানে মৃগার-মাতার প্রাসাদ পূর্বারাম ছিল, তথায় উপনীত হইলেন। সেই সময় রাজা পসেনদি কোশল... এক পুণ্ডরিক নাগের (হস্তীর) উপর আরোহণ করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রাবস্তী হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। রাজা পসেনদি কোশল... দূর হইতে আনন্দকে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তিনি সিরিবড্‌ঢ (শ্রীবর্ধ) মহামাত্যকে আহ্বান করিলেন, "সৌম্য সিরিবড্‌ঢ, ইনি আয়ুষ্মান আনন্দ নহেন কি?"

হ্যাঁ, মহারাজ, আয়ুষ্মান আনন্দ।"

তখন রাজা এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন, "আসো, হে পুরুষ, যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ আছেন, তুমি তথায় যাও। তথায় গিয়া আমার বাক্যে আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করো, আর বলো যে, 'ভন্তে, যদি আয়ুষ্মান আনন্দের অত্যাবশ্যকীয় কোনো কাজ না থাকে, তবে ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ, অনুগ্রহপূর্বক মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিতে পারেন।'" !

"হ্যাঁ, দেব!...।"

আয়ুষ্মান আনন্দ মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

তখন রাজা পসেনদি কোশল যতদূর হস্তী যাইবার যোগ্যভূমি ততদূর হস্তীতে যাইয়া, হস্তী হইতে অবতরণপূর্বক পদব্রজেই... গিয়া... অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন... আর আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন,

---

[১]। মুখ-হাত ধৌত করিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিবার মানসে বলিতেছেন। (প-সূ)

[২]। সিংহলী অক্ষরে 'বাহীতিক'।

"ভন্তে, যদি আয়ুষ্মান আনন্দের কোনো অত্যাবশ্যকীয় কাজ না থাকে, তবে ভন্তে, যেখানে অচিরবতী নদীর তীর, অনুগ্রহপূর্বক সেখানে চলুন।"

আয়ুষ্মান আনন্দ মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

৩৫৯. তখন আয়ুষ্মান আনন্দ...অচিরবতী নদীর তীরে... গেলেন, গিয়া এক বৃক্ষের নিচে সজ্জিত আসনে বসিলেন। তখন রাজা পসেনদি কোশলও... গিয়া... অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে স্থিত রাজা... বলিলেন, "ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ, এখানে হস্ত্যাস্তরণে বসুন।"

"না, মহারাজ, আপনি বসুন, আমি নিজের আসনে বসিয়াছি।"

রাজা পসেনদি... সজ্জিত আসনে বসিলেন; বসিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, "ভন্তে, সেই ভগবান এরূপ কায়িক সমাচার আচরণ করিতে সমর্থ কি যে কায়িক সমাচার শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞদের নিন্দনীয় (= উপারম্ভ্য)?"

"না, মহারাজ,... ।[১]

(বাক্‌সমাচার, মনোসমাচার সম্বন্ধেও এইরূপ বর্ণনীয়।)

"আশ্চর্য, ভন্তে, , অদ্ভুত, ভন্তে, যে তথ্য আমরা প্রশ্ন করিয়া (অন্য শ্রমণ হইতে) পুরিপূর্ণ করিতে পারি নাই, তাহা ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ, প্রশ্নোত্তর দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। ভন্তে, যে-সকল বাল = অব্যক্ত (মূর্খ) যথার্থ অবগত না হইয়া, গভীর অনুসন্ধান না করিয়া, পরের প্রশংসা কিংবা অপ্রশংসা ভাষণ করে উহাকে আমরা সত্য হিসেবে বিশ্বাস করি না। আর ভন্তে, যে-সকল পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী যথার্থ অবগত হইয়া, গভীর সন্ধান করিয়া অপরের প্রশংসা বা অপ্রশংসা বর্ণনা করেন, উহা আমরা সত্য হিসেবে স্বীকার করি।"

৩৬০. "ভন্তে, আনন্দ, কোনো কায়িক সমাচার শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞদের নিন্দনীয়?"

"মহারাজ, যে কায়িক সমাচার অকুশল (মন্দ)।"

"ভন্তে, অকুশল কায়িক সমাচার কী?"

"মহারাজ, যে কায়িক আচনণ সাবদ্য (সদোষ)।"

"... সাবদ্য কি?" "... যাহা... সব্যাপাদ্য (হিংসাযুক্ত)।"

"... সব্যাপাদ্য কি?" "... যাহা... দুঃখ-বিপাক (যাহার পরিণাম দুঃখপ্রদ)।"

"... দুঃখবিপাক কী?"

"মহারাজ, যাহা আত্ম-পীড়ার কারণ হয়, পর-পীড়ার কারণ হয়, উভয়ের

---

[১]। সুন্দরীর দুর্নাম রটনার তথ্যানুসন্ধান এই সূত্রের নিদান (প-সূ)

পীড়ার কারণ হয়। যাহা হইতে অকুশল পাপধর্ম বৃদ্ধি পায়, কুশলধর্ম হ্রাস হয়। মহারাজ, এই প্রকার কায়িক সমাচার... নিন্দনীয়।

(বাচনিক ও মানসিক সমাচার সম্বন্ধেও সে কথা।)

"ভন্তে, আনন্দ , সেই ভগবান কি সর্ববিধ অকুশলধর্মেরই প্রহাণ বর্ণনা করেন?"

"মহারাজ, তথাগতের সর্ববিধ অকুশলধর্ম পরিত্যাক্ত ও কুশলধর্ম সংযুক্ত হইয়াছে।"

৩৬১. "ভন্তে, আনন্দ, কোনো কায়িক আচার (কায়-সমাচার) শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞদের অনিন্দনীয় ?"

"মহারাজ, যে কায়িক আচার কুশল।... অনবদ্য, অব্যাপাদ্য..., সুখ-বিপাক...।... যাহা আত্ম-পীড়ার কারণ হয় না; পর-পীড়ার কারণ হয় না, উভয়ের পীড়ার কারণ হয় না; যাহা হইতে অকুশলধর্ম হ্রাস হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধি পায়।"

"ভন্তে, আনন্দ, সেই ভগবান সর্ববিধ কুশলধর্মেরই উপার্জন প্রশংসা করেন কি?"

"মহারাজ, তথাগতের সর্ববিধ অকুশলধর্ম প্রহীণ ও কুশলধর্ম উপার্জন হইয়াছে।"

৩৬২. "আশ্চর্য, ভন্তে, , অদ্ভুত ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক ইহা এতই সুভাষিত হইল। ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দের সুভাষণ দ্বারা আমরা সন্তুষ্ট ও পরম প্রসন্ন হইলাম। ভন্তে, , আয়ুষ্মান আনন্দের সুভাষণ দ্বারা আমরা এইরূপ সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়াছি যে যদি আয়ুষ্মান আনন্দের গ্রহণযোগ্য হয়, তবে আমরা আয়ুষ্মান আনন্দকে হস্তিরত্নও উপহার দিতে পারি; অশ্বরত্ন (শ্রেষ্ঠ ঘোড়া)..., বর গ্রামও... দিতে পারি। কিন্তু ভন্তে, আনন্দ, আমরাও উহা জানি, ইহা আয়ুষ্মান আনন্দের গ্রহণযোগ্য নহে। ভন্তে, আমার নিকট রাজা মাগধ অজাতশত্রু বৈদেহীপুত্রের প্রেরিত সাধারণ বস্ত্র মাপে দীর্ঘ সম-ষোলো হাত, প্রস্থ সম-আট হাতবিশিষ্ট এই বাহিতিয় (বস্ত্র)[১] আছে, অনুগ্রহপূর্বক আয়ুষ্মান আনন্দ, তাহাই গ্রহণ করুন।"

"যথেষ্ট (অলং), মহারাজ, আমার ত্রিচীবর পরিপূর্ণ আছে।"

"ভন্তে, এই অচিরবতী নদীকে আয়ুষ্মান আনন্দও দেখিয়াছেন, আমরাও

---

[১]। "বাহীত রাষ্ট্রে প্রস্তুত বস্ত্রের এই নাম।" (প-সূ) সতলজ ও ব্যাসের মধ্যস্থ প্রদেশ বাহীত দেশ। পাণিনীয় (৪ ২৪ ১৮। ৩৪ ১১৪) ইহাকেই বাহীক লিখিয়াছে।

দেখিয়াছি—যখন পর্বতোপরে মহামেঘের প্রবল বর্ষণ হয়, তখন এই অচিরবতী নদী দুই কুল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়; সেইরূপ ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ, এই বাহিতিক বস্ত্র দ্বারা নিজের চীবর করিবেন। আয়ুষ্মান আনন্দের যে পুরাতন চীবর আছে, তাহা সব্রহ্মচারীরা ভাগ করিয়া লইবেন। এই প্রকারে আমাদের শ্রদ্ধাদান (দক্‌খিণা) মহাপ্লাবনের ন্যায় (সংবিস্যন্দন্তী মঞ্ঞেে) চলিয়া যাইবে। ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ, বাহিতিয় বস্ত্র গ্রহণ করুন।"

আয়ুষ্মান আনন্দ বাহিতিক গ্রহণ করিলেন।

তখন রাজা পসেনদি কোশল আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, "উত্তম, ভন্তে, এখন আমরা যাই, আমাদের বহুকৃত্য, বহু করণীয় আছে।"

"মহারাজ, এখন আপনি যাহা সময় মনে করেন।"

তখন রাজা পসেনদি... আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণ অভিনন্দন করিয়া, অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিলেন এবং... অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩৬৩. রাজা পসেনদি চলিযা যাইবার অচিরকাল পরে আয়ুষ্মান আনন্দ যেস্থানে ভগবান আছেন, সেখানে গেলেন, তথায় একপ্রান্তে বসিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ রাজা পসেনদির সহিত যাহা কিছু কথোপকথন হইয়াছিল, সেই সমস্ত ভগবানকে শুনাইলেন, আর সেই বাহিতিক (বস্ত্র)ও ভগবানকে সমর্পণ করিলেন।

তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ, রাজা পসেনদির লাভ হইল, মহালাভ হইল। যেহেতু রাজা পসেনদি কোশল আনন্দের দর্শন ও সেবার সুযোগ পাইলেন।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্ট চিত্তে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

বাহিতিক সূত্র সমাপ্ত

৯. ধর্মচেতিয় সূত্র

ভোগের দুষ্পরিণাম, বুদ্ধের প্রজ্ঞা।

৩৬৪. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শাক্যদেশে মেদালুপ[১] নামক শাক্যদের নিগমে বাস

১। মেদ+উলুপ—মেদবর্ণ ও উলুপ, (চন্দ্রবর্ণ) পাষাণের তথায় আধিক্য ছিল। (টীকা)

করিতেছিলেন। সেই সময় রাজা পসেনদি কোশল কোনো কার্যোপলক্ষে[১] নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। তখন রাজা পসেনদি কোশল দীর্ঘকারায়ণকে আহ্বান করিলেন, "সৌম্য কারায়ণ, উত্তম যানসমূহ সাজাও, সুভূমি দর্শনার্থ আমি উদ্যান ভ্রমণে যাইব।"

"হ্যাঁ, দেব,... ।" দেব, সুন্দর সুন্দর যান সজ্জিত হইয়াছে, এখন যাহা সময় মনে করেন।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল... উত্তম যানে আরোহণ করিয়া ভদ্র ভদ্র যান সহ মহা রাজমহিমায় নগর হইতে বাহির হইলেন এবং যেদিকে আরাম ছিল, সেদিকে যাত্রা করিলেন। যতদূর যানের ভূমি ছিল, ততদূর যানে গিয়া, যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই আরামে প্রবেশ করিলেন। রাজা পসেনদি চঙ্ক্রমণ ও বিচরণ করিতে করিতে আরামে শব্দ-রহিত, ঘোষ-রহিত, জন-বাত-বিরল, মানুষের গুপ্ত-মন্ত্রণার যোগ্য, সাধনানুকূল, প্রসাদজনক, মনোহর বৃক্ষমূলসমূহ দেখিতে পাইলেন। রাজার ইহা দর্শনে ভগবানেরই স্মৃতি জাগ্রত হইল :

"এই সমস্ত এমন... মনোহর বৃক্ষমূল, যাহাতে আমরা ভগবান... সম্যকসম্বুদ্ধের সেবার উপনীত হইয়াছি।"

৩৬৫. তখন রাজা দীর্ঘকারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য কারায়ণ, এখানে... মনোহর বৃক্ষমূল আছে, যাহাতে আমরা... উপনীত হইয়াছি। সৌম্য কারায়ণ, এই সময় সেই ভগবান... কোথায় অবস্থান করেন?"

"মহারাজ, শাক্যগণের মেদালুপ নামক নিগম আছে, সেই ভগবান... তথায় বিহার করিতেছেন।"

"সৌম্য কারায়ণ, নগর হইতে কতদূরে শাক্যদের সেই মেদালুপ নিগম?"

"মহারাজ, বেশি দূরে নহে, মাত্র তিন যোজন; দিনের অবশিষ্ট সময়ে তথায় পৌঁছা সম্ভব।"

"তাহা হইলে, সৌম্য কারায়ণ, ভদ্র যানগুলি সজ্জিত করো, ভগবানের দর্শনার্থ আমরা তথায় যাইব।"

"হ্যাঁ, মহারাজ,... ।"

"... তখন রাজা পসেনদি উত্তম যানে আরোহণ করিয়া, নগর হইতে

---

[১]। রাজা সন্দেহবশত বত্রিশ পুত্রের সহিত বন্ধুল সেনাপতিকে হত্যা করাইয়াছিলেন, নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি অনুতপ্ত হন এবং চিত্তবিক্ষেপ নিবারণার্থ ইতস্তত ভ্রমণ করিতেন। ইহাই এই ভ্রমণের কারণ। (প-সূ)

বাহির হইলেন এবং... সেই দিনের অবশিষ্ট সময়ে শাক্যদের নিগম মেদালুপে পৌঁছিলেন। যেখানে আরাম, সেখানে গেলেন। যতদূর যানের ভূমি ততদূর যানে গিয়ে, যান হইতে অবতরণপূর্বক (নিগমের বাহিরে স্কন্ধাবার সন্নিবেশ করিয়া কারায়ণসহ) পদব্রজেই আরামে প্রবেশ করিলেন।"

৩৬৬. সেই সময় কতিপয় ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে চঙ্ক্রমণ করিতেছিলেন...। রাজা পসেনদি কোশল সেই ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "ভন্তে, এখন ভগবান... কোথায় অবস্থান করেন? আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক।"

"মহারাজ, এই রুদ্ধদ্বার (গন্ধকুটি) বিহার। নিঃশব্দে তথায় উপনীত হইয়া, ধীরে সম্মুখে অলিন্দে (বারান্দায়) প্রবেশপূর্বক কাশিয়া (নখাগ্রে) কবাটে মৃদু আঘাত করুন। ভগবান আপনার জন্য দ্বার খুলিবেন।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল অসি ও উষ্ণীষ[১] সেই স্থানেই দীর্ঘকারায়ণকে প্রদান করিলেন। তখন দীর্ঘকারায়ণ চিন্তা করিল—"রাজা এখন গুপ্তপরামর্শ করিতেছেন, সুতরাং আমাকে এখানেই থাকিতে হইবে[২]।"

তখন রাজা... যেখানে রুদ্ধদ্বার বিহার ছিল, সেখানে... নিঃশব্দে উপনীত হইয়া... কবাটে... আঘাত করিলেন। ভগবান দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজা বিহারে প্রবেশ করিলেন, ভগবানের পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া, ভগবানের পদযুগল মুখে চুম্বন ও হস্তদ্বয়ে সংবাহন করিতে করিতে স্বীয় নাম প্রকাশ করিলেন, "ভন্তে, আমি রাজা পসেনদি কোশল। ভন্তে, আমি রাজা পসেনদি কোশল।"

৩৬৭. "মহারাজ, কোন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া আপনি এই (জীর্ণ) শরীরে এমন পরম গৌরব করিতেছেন, মিত্র-উপহার (সম্মান) প্রদর্শন করিতেছেন?"

---

[১]। "বালবীজনিমুণ্হহীসং খগ্গং ছত্তঞ্চুপাহনং,
ওরুয্হ রাজা যানম্হা ঠপযিত্বা পটিচ্ছদং।"

বুদ্ধের প্রতি গৌরববশত এই পঞ্চ ককুধ-ভাণ্ড (রাজচিহ্ন) প্রদান করিলেন। (প-সূ)

[২]। দীর্ঘকারায়ণের সংশয় হইল যে রাজা পূর্বে গুপ্তমন্ত্রণা করিয়া সবংশে মাতুল বন্ধুল সেনাপতিকে নিধন করিয়াছেন। এবার আমার প্রতিও সে আদেশ হইতে পারে। এই ভয়ে রাজা বিহারে প্রবেশ করা মাত্রই সেনাপতি রাজার জন্য এক অসি, এক অশ্ব, এক পরিচারিকা রাখিয়া বলিয়া গেল যে জীবনের মমতা থাকিলে তিনি যেন আর প্রাসাদে ফিরিয়া না যান। তখন দীর্ঘকারায়ণ রাজচিহ্ন ও স্কন্ধাভার লইয়া রাজধানীতে গিয়া বিড়ুঢ়ভকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিলেন। অন্যথা স্বয়ং সিংহাসন অধিকারের ভয় দেখাইলেন। অগত্যা বিড়ুঢ়ভ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (প-সূ)।

"ভন্তে, ভগবানের প্রতি আমার ধর্মান্বয় (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) আছে, 'ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ হন, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, ভগবানের শ্রাবকসংঘ সত্যমার্গে প্রতিপন্ন।' ভন্তে, এখানে আমি কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে দশ, বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশ বর্ষ পর্যন্ত গত (কালসীমা নির্দিষ্ট) ব্রহ্মচর্য পালন করিতে দেখিয়া থাকি। অন্য সময়ে তাঁহারা সুস্নাত, সু-বিলেপিত, কর্তিত-কেশদাম, মুণ্ডিতশ্মশ্রু পঞ্চ কামগুণ দ্বারা সমর্পিত অধিকৃত (সমঙ্গীভূত) হইয়া পরিচর্যা করেন। কিন্তু ভন্তে, এখানে আমি ভিক্ষুদিগকে যাবজ্জীবন, আপ্রাণকোটিক, পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালন করিতে দেখিতে পাই। ইহার বাহিরে অন্যত্র কোথাও এমন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আর আমি দেখি নাই। ভন্তে, ভগবানের প্রতি ইহাও আমার ধর্মান্বয় হয়—'ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ হন, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন।'"

৩৬৮. পুনরায়, ভন্তে, রাজারাও রাজাদের সাথে বিবাদ করেন, ক্ষত্রিয়েরাও ক্ষত্রিয়দের সাথে বিবাদ করেন, ব্রাহ্মণেরাও ব্রাহ্মণদের সাথে বিবাদ করেন, গৃহপতিরাও গৃহপতিদের সাথে বিবাদ করে, মাতাও পুত্রের সাথে..., পুত্র মাতার সাথে..., পিতা পুত্রের সাথে..., পুত্র পিতার সাথে...; ভাইও ভাইয়ের সাথে..., ভগ্নীও ভাইয়ের সাথে..., মিত্রও মিত্রের সাথে বিবাদ করে। কিন্তু ভন্তে, এখানে আমি ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাই, 'সমগ্র, সংমোদমান (পরস্পরে মোদিত), বিবাদ-রহিত ক্ষীরোদকীভূত হইয়া একে অন্যকে প্রিয়চক্ষে দর্শন করিয়া বিহার করিতেছেন।' ভন্তে, আমি এই ধর্ম হইতে অন্যত্র (কোথাও) এই প্রকার সমগ্র, সংহত-পরিষদ আর দেখি নাই। ইহাও ভন্তে, ভগবানের প্রতি আমার ধর্মান্বয়—'ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ হন, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন।'"

৩৬৯. পুনশ্চ, ভন্তে, আমি আরাম হইতে আরামে, উদ্যান হইতে উদ্যানে পায়চারী করি, পরিভ্রমণ করি; তথায় আমি দেখিতে পাই, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কৃশ, রুক্ষ, দুবর্ণ উপরে পাণ্ডু-পাণ্ডু বর্ণজাত, ধমনী-সন্তৃত গাত্র। বোধ হয় জন-দর্শনার্থ তাঁহারা আর চক্ষু বন্ধ করেন না। তখন ভন্তে, আমার এই মনে হয়, 'নিশ্চয় এই আয়ুষ্মানগণ অনভিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছেন, কিংবা তাঁহারা গোপনে কোনো পাপকর্ম করিয়াছেন; যাহার দরুন এই আয়ুষ্মানগণ কৃশ... ধমনী-সন্তৃত গাত্র হইয়াছেন।' আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এ প্রকার জিজ্ঞাসা করি, 'আয়ুষ্মানগণ, কেন আপনারা কৃশ... ?' তাহারা আমাকে বলেন, 'আমাদের বন্ধুক (বংশগত) রোগ আছে, মহারাজ,'

কিন্তু ভন্তে, আমি এখানে ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাই : হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট, উদগ্র-উদগ্র, অভিরত-রূপ, প্রসন্নেন্দ্রিয়, ঔৎসুক্য-রহিত, রোমাঞ্চ-রহিত, পরদ-বৃত্তি, মৃগ-ভূত চিত্ত হইয়া বিহার করিতেছেন। ইহাও ভন্তে,...।"

৩৭০. "পুনশ্চ, ভন্তে, আমি মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা হই, প্রাণদণ্ডের যোগ্যকে প্রাণদণ্ড বিধান করিতে পারি, অর্থদণ্ডের যোগ্যকে জরিমানা করিতে পারি, নির্বাসন যোগ্যকে নির্বাসন বিধান করতে পারি। এতদ্‌সত্ত্বেও, ভন্তে, আমার বিচারালয়ে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় (লোকে) মধ্যে মধ্যে কথা বলে। 'বিচারালয়ে উপবিষ্ট মহাশয়গণ, আমার মধ্যে মধ্যে কথা বলিবেন না,' কিন্তু (তাহাদিগকে) আমি নিরস্ত, করিতে পারি না। 'আমার কথা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন।' তথাপি তাহারা আমার কথায় মাঝে মাঝে কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু, ভন্তে, এখানে আমি ভিক্ষুদিগকে লক্ষ করিলাম : যেই সময় ভগবান অনেক শত পরিষদে ধর্মোপদেশ করেন; সেই সময় ভগবানের শ্রাবকদের মধ্যে হাঁচির শব্দ কিংবা কাশির শব্দ পর্যন্ত হয় না। ভন্তে, এক সময় ভগবান অনেক শত পরিষদে ধর্মোপদেশ করিতেছিলেন; সেই সময় ভগবানের এক শ্রাবক (শিষ্য) কাঁশিলেন, অন্যতর সব্রহ্মচারী জানু দ্বারা তাঁহাকে নাড়া (ঘট্টন) দিলেন, 'আয়ুষ্মান, নিঃশব্দ হউন, আয়ুষ্মান, শব্দ করিবেন না; শাস্তা আমাদিগকে ধর্মোপদেশ করিতেছেন।' তখন ভন্তে, আমার এই চিন্তা হইল : 'ওহে, একান্তই আশ্চর্য, ওহে একান্তই অদ্ভুত, ওহে, নিতান্তই বিনাদণ্ডে, বিনা অস্ত্রে পরিষদ এই প্রকারে সুবিনীত হইল!' ইহার বাহিরে, ভন্তে, এই রূপ সুবিনীত পরিষদ আর আমি দেখি নাই, ইহাও ভন্তে,...।"

৩৭১. "পুনশ্চ, ভন্তে, দক্ষ-পরপ্রবাদ (প্রৌঢ় শাস্ত্রার্থীর) বাল-বেধী (চুলচেরা) রূপে নিপুণ কোনো কোনো ক্ষত্রিয় পণ্ডিতকে আমি দেখিতে পাই, তাঁহারা স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা (যুক্তিবলে) পরের ভ্রান্ত, মতবাদকে ছেদন-বেধন করিয়া বিচরণ করেন। তাঁহারা শুনেন যে মাননীয় শ্রমণ গৌতম অমুক গ্রামে বা নিগমে আসিবেন। তাঁহারা প্রশ্ন সংকলন করিতে থাকেন, 'আমরা শ্রমণ গৌতম সমীপে উপনীত হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, এইরূপে জিজ্ঞাসিত আমাদের প্রশ্নের যদি এরূপ উত্তর দেন তবে আমরা তাঁহাকে এরূপ বাদারোপ (দোষারোপ) করিব।' তাঁহারা শুনিয়া থাকেন, 'শ্রমণ ভগবৎ গৌতম অমুক গ্রামে বা নিগমে আসিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের সমীপে উপস্থিত হন। ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্ম-সম্বন্ধীয় কথা দ্বারা সংদর্শিত করেন, অনুপ্রাণিত করেন, সমুত্তেজিত করেন, সংপ্রহর্ষিত করেন। তাঁহারা ভগবানের

ধর্মোপদেশ সংদর্শিত, অনুপ্রাণিত, সমুত্তেজিত ও সংপ্রহর্ষিত হইয়া ভগবানকে আর প্রশ্ন করিতে পারেন না, কোথায় বাদারোপ করিবেন? অধিকন্তু তাঁহারা ভগবানের শিষ্যত্বই স্বীকার করেন। ইহাও ভন্তে,... ।”

(ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গৃহপতিপণ্ডিত সম্বন্ধেও এইরূপ।)

৩৭২. “... শ্রমণপণ্ডিত... ।... ভগবানকে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেন না, কীরূপে বাদারোপ করিবেন? অধিকন্তু ভগবৎ সমীপেই অবসর প্রার্থনা করেন—আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য। ভগবান তাঁহাদিগকে প্রব্রজিত করেন, তাঁহারা এই প্রকারে প্রব্রজিত হইয়া—একাকী, বিবেক-যুক্ত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপেই আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর, ব্রহ্মচর্যের চরম লক্ষ্য (অর্হত্ত্ব) ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। তখন তাঁহারা বলেন, ‘ওহে, আমরা নিশ্চয় নষ্ট হইতেছিলাম, নিশ্চয় আমরা প্রনষ্ট হইতেছিলাম। আমরাই পূর্বে অশ্রমণ অবস্থায় শ্রমণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি, অব্রাহ্মণ অবস্থায় ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিয়াছি, অর্হৎ না হইয়াই অর্হত্ত্বের অঙ্গীকার করিয়াছি। এখনই আমরা প্রকৃত শ্রমণ, এখনই আমরা ব্রাহ্মণ আর এখনই আমরা অর্হৎ হইয়াছি।’ ইহাও, ভন্তে,... ।”

৩৭৩. “পুনশ্চ, ভন্তে, এই যে ঋষিদত্ত ও পুরাণ স্থপতিদ্বয় আমার ভাতে ভাতী, আমার যানে যানী[১]। আমিই তাহাদের জীবিকার প্রদাতা, সৌভাগ্যের অনুষ্ঠাতা; অথচ (তাহারা) আমার প্রতি তেমন সম্মান করে না, যেমন করে ভগবানের প্রতি। পূর্বে একবার ভন্তে, অভিযানে সেনা পরিচালনার সময় এই ঋষিদত্ত ও পুরাণ স্থপতিদেরই অন্বেষিত এক অপ্রশস্থ আবাসথে (ধর্মশালায়) রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। তখন ভন্তে, এই ঋষিদত্ত ও পুরাণ স্থপতিদ্বয় বহুরাত্রি পর্যন্ত ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়া যে দিকে ভগবান আছেন (শুনিল), সেই দিকে শির স্থাপন করিয়া আমাকে পায়ের দিকে রাখিয়া তাহারা শয়ন করিল[২]। তখন ভন্তে, আমার এই মনে হইল : ‘অহো, বড়ই

---

[১]। আমার প্রদত্ত ভাতই তাদের ভাত, আমার প্রদত্ত যানই তাদের যান।

[২]। রাজা নিদ্রার ভাণ করিয়াছিলেন। তখন ভগবান কোনো্দিকে আছেন, তাহারা জানিয়া পরামর্শ করিল যে বুদ্ধের দিকে শির স্থাপন করিলে রাজার দিকে পা দিতে হয়; রাজার দিকে শির রাখিলে বুদ্ধের দিকে পা দিতে হয়। কী করা যায়? তাহাদের সিদ্ধান্ত হইল, রাজা কোপিত হইয়া আমাদের বৃত্তি বন্ধ করিতে পারেন, তথাপি আমরা সজ্ঞানে ভগবানের

আশ্চর্য, অহো, বড়ই অদ্ভুত, এই ঋষিদত্ত ও পুরাণ স্থপতিগণ আমার ভাতে, আমার যানে মানুষ, আমি তাহাদের জীবিকার দাতা, যশের অনুষ্ঠাতা। অথচ আমার প্রতি তেমন সম্মান প্রদর্শন করে না, যেমন করে ভগবানের প্রতি। এই সকল আয়ুষ্মানেরা সেই ভগবানের শাসনে পূর্বাপর কোনো মহিমান্বিত বিশেষত্ব (লোকোত্তর ফল) অবশ্যই জানিয়া থাকিবেন।' ইহাও ভন্তে,... ।"

৩৭৪. "পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবানও ক্ষত্রিয় হন, আমিও ক্ষত্রিয় হই, ভগবানও কোশলবাসী, আমিও কোশলবাসী, ভগবান অশীতি বর্ষীয়, আমিও অশীতি বর্ষীয়, এই কারণেও ভন্তে, আমি ভগবানের পরম সম্মান ও মিত্র-উপহার প্রদর্শন করিবার যোগ্য পাত্র হই। বেশ, ভন্তে, এখন আমরা যাই, আমাদের বহুকৃত্য, বহু করণীয়।"

"মহারাজ, আপনি যাহা সময় মনে করেন, (তাহা করিতে পারেন)।" তখন রাজা পসেনদি কোশল আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন[১]।

রাজা চলিয়া যাইবার অচিরকাল পরে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই রাজা পসেনদি কোশল ধর্ম-ছিত্রকর বাণী (ধর্ম প্রশংসক বাক্যাবলি) ভাষণ করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ, তোমরা ধর্ম-চিত্রকর বাণী শিক্ষা করো, ধর্ম-চিত্রকর বাণী অধ্যয়ন করো, ধর্ম-চিত্রকর বাণী ধারণ করো। ভিক্ষুগণ, ধর্ম-চিত্রকর বাণী অর্থসংযুক্ত ও আদি (মার্গ) ব্রহ্মচর্যের সহায়ক।"

ভগবান ইহা বলিলেন, সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট চিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

ধর্মচেতিয় সূত্র সমাপ্ত

দিকে পা দিতে পারিব না। সুতরাং তাহারা রাজাকে পায়ের দিকে রাখিয়া শয়ন করিল। (প-সূ)

[১]। রাজা গন্ধকুটী হইতে বাহির হইয়া যথাস্থানে সেনাপতি দীর্ঘকারায়ণকে ও স্কন্ধবার দেখিতে পাইলেন না। দাসীর নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ভাগিনেয় অজাত শত্রুর সাহায্যে স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার মানসে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে সময় তিনি রাজগৃহে পৌঁছেন, তখন রাজপ্রাসাদের সদর দরজা বন্ধ হইয়াছে। তিনি এক পান্থশালায় রাত্রি যাপন করিলেন। দীর্ঘ পথশ্রম ও খাদ্য অপরিপাক হওয়ায় রাত্রে তাঁহার ভেদ-বমী আরম্ভ হয়। রাজা কয়েকবার বাহিরে গেলেন। শেষে বিড়ূড়ভের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিলেন। অমাত্যের অনুরোধে নিরস্ত হইলেন। (প-সূ)

১০. কণ্ণকত্থল সূত্র

(সদা সর্বদা সর্বজ্ঞতা অসম্ভব। বর্ণব্যবস্থা খণ্ডণ। দেব-ব্রহ্মা)

৩৭৫. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান উজুকা[১] নগর সমীপে কণ্ণকত্থলে (কর্ণকস্থানে) মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় রাজা পসেনদি কোশল কোনো কার্যোপলক্ষে[২] উজুকায় আসিয়াছিলেন। তিনি কোনো এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিলেন, "হে পুরুষ, আস, যেখানে ভগবান আছেন, তুমি সেখানে যাও। তথায় গিয়া আমার বাক্যে ভগবানের পাদযুগলে নতশিরে বন্দনা করো, অল্পাবাধ (নীরোগ), অল্পাতঙ্ক, লঘুত্থান (=স্ফুর্তী), বল, স্বচ্ছন্দ-বিহার সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করো, (বলো)—'ভন্তে, রাজা পসেনদি কোশল ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিয়াছেন...।' আর ইহাও বলিও—'ভন্তে, আজ প্রাতরাশ ভোজনের পর রাজা পসেনদি কোশল ভগবানকে দর্শনার্থ আসিবেন।'"

"হ্যাঁ, দেব,...।" (সে আদেশ পালন করিল)।

"দুই ভগ্নি সোমা ও সকুলা (উভয়ে) শুনিলেন যে, 'আজ রাজা... ভগবানকে দর্শনার্থ যাইবেন।' তখন সোমা ও সকুলা উভয় মহেষী ভোজনস্থানে রাজা পসেনদি কোশল সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমাদের বাক্যে ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিবেন। অল্পাবাধ, অল্পাতঙ্ক... জিজ্ঞাসা করিবেন।'"

৩৭৬. তখন রাজা পসেনদি কোশল প্রাতরাশ ভোজনের পর যেখানে ভগবান আছেন সে-স্থানে উপনীত হইলেন। তথায় গিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া রাজা একপ্রান্তে বসিলেন, এবং ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, সোমা ও সকুলা উভয় ভগ্নি ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিয়াছে,... ।"

"কেমন, মহারাজ, সোমা ও সকুলা ভগ্নিদ্বয়ের অপর কোনো দূত মিলিল না?"

"ভন্তে, সোমা আর সকুলা দুই ভগ্নি যখন শুনিল যে রাজা... ভগবানকে

---

[১]। উজুঞ্ঞায়, উদঞ্ঞায়, উরুঞ্ঞায় পাঠান্তরও দেখা যায়।

[২]। অনন্তর পূর্ব সূত্রোক্ত কারণে প্রাসাদে কিংবা নাট্যশালায় রাজা কোথাও মানসিক শান্তি না পাওয়ায় ইতস্তত ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। নিরপরাধীর শাস্তি বিধান করিলে স্বভাবত এইরূপ হইয়া থাকে। (টীকা)

দর্শনার্থ যাইবেন...। তখন আসিয়া তাহারা আমাকে ইহা বলিল...।"

"সুখী হউক, মহারাজ, সোমা ও সকুলা দুই সহোদরা...।"

৩৭৭. তখন রাজা পসেনদি কোশল ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে শ্রমণ গৌতম এই প্রকার বলেন, 'এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিরবশেষ জ্ঞানদর্শন জানিবেন, ইহা সম্ভব নহে।' যাঁহারা এরূপ বলেন,... ভন্তে, তাঁহারা কি ভগবান সম্বন্ধে সত্যকথা বলেন? অসত্য দ্বারা ভগবানের অপবাদ করিতেছেন কি? ধর্মানুকূল বলিতেছেন তো? এবং ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হইতেছে না তো?"

"মহারাজ, যাহারা এরূপ বলে—'শ্রমণ গৌতম বলিয়াছেন, এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অপরিশেষ জ্ঞানদর্শন জানিবেন, ইহা সম্ভব নহে।' তাহারা আমার সম্বন্ধে সত্যবাদী নহে; অভূত ও অসত্য দ্বারা তাহারা আমার অপবাদ প্রচার করিতেছে মাত্র।"

৩৭৮. তখন রাজা পসেনদি কোশল বিড়ূঢ়ভ সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন, "সেনাপতি, আজ রাজন্তঃপুরে এই কথা-প্রসঙ্গকে উত্থাপন করিয়াছিল?"

"মহারাজ, আকাশগোত্র সঞ্জয় ব্রাহ্মণ।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল... এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন, "হে পুরুষ, যাও, আমার বাক্যে সঞ্জয়ব্রাহ্মণকে বলো—'মহাশয়, আপনাকে রাজা পসেনদি কোশল আহ্বান করিয়াছেন।'"

"হ্যাঁ, দেব," (আদেশ কার্যে পরিণত হইল।)

তখন রাজা পসেনদি ভগবানকে বলিলেন, "সম্ভবত, ভন্তে, ভগবান অন্য উপলক্ষে কিছু বাক্য ভাষণ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণ অন্যথা বুঝিয়া থাকিবে। ভন্তে, ভগবান যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা কী প্রকার জানেন?"

"মহারাজ, যে বাক্য আমি বলিয়াছি, তাহা আমি জানি। মহারাজ, আমি যে বাণী ঘোষণা করিয়াছি, তাহা এইরূপ : 'এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই, যিনি একই বারে (=সকিদেব) সমস্ত জানিবেন, সমস্ত দেখিবেন, ইহা সম্ভব নহে।'"[১]

---

[১]। একই বারে—কেহ এক চিন্তায়, এক জবনবীথিতে, এক চিত্তক্ষণে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জানিতে ও দেখিতে পারে, ইহা সম্ভব নহে। এক চিত্ত দ্বারা অতীতের সমস্ত জানিবার সংকল্প করিয়াও অংশ বিশেষ জানা যায়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সে কথা। (প-সূ)

"ভন্তে, ভগবান যুক্তিসঙ্গত (হেতুরূপ) বলিয়াছেন, ভন্তে, ভগবান সুযুক্তিসঙ্গত বলিয়াছেন—'তেমন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই, যিনি একই বারে যুগপৎ সমস্ত জানিবেন, সমস্ত দেখিবেন, ইহা সম্ভব নহে।' ভন্তে, এই চতুর্বিধ বর্ণ—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। ভন্তে, এই চারি বর্ণের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব আছে কি? কোনো নানাকরণ আছে কি?"

"মহারাজ, চারি বর্ণের মধ্যে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচীন-কর্মে দুইবর্ণ অগ্র (শ্রেষ্ঠ) বলা হইয়া থাকে—ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ।"

"ভন্তে, আমি ভগবানকে ইহলোক (দৃষ্টধর্ম) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি... পরলোক (সাংপরায়িক) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি...। ভন্তে, এই চারি বর্ণের মধ্যে পারলৌকিক কোনো বিশেষত্ব কিংবা নানাকরণ আছে কি?"

৩৭৯. "মহারাজ, এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ, কোনো পঞ্চ? (১) মহারাজ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতের বোধির প্রতি শ্রদ্ধা করে—এই প্রকারে সেই ভগবান অর্হৎ...। (২) অল্পাবাধ, নিরাতঙ্ক, অতিশীত-অতিউষ্ণ রহিত মধ্যম সাধনাক্ষম সমপরিপাচক শক্তিযুক্ত হয়। (৩) শঠ ও মায়াবী না হইয়া শাস্তা কিংবা সব্রহ্মচারীদের কাছে যথাভূতভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। (৪) আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্মের প্রহাণ ও কুশলধর্মের উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী, কুশলধর্মে ধূরনিক্ষেপ না করিয়া (লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া) বিহার করেন। (৫) প্রজ্ঞাবান হয়—উদয়াস্তগামিনী আর্য, নির্বেধিক সম্যক দুঃখ-ক্ষয়গামিনী, প্রজ্ঞাযুক্ত হয়। মহারাজ, এই পঞ্চ প্রধানীয় (ধ্যানোদ্যোগের) অঙ্গ। যদি মহারাজ,... চারি বর্ণ এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ সংযুক্ত হয়, তবে উহা তাহাদের দীর্ঘকালের হিত-সুখের নিদান হইবে।

"ভন্তে, চারি বর্ণ যদি এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গযুক্ত হয়, তবে ভন্তে, উহাদের মধ্যে কোনো ভেদ, কোনো নানাকরণ হইবে কি?"

"মহারাজ, এক্ষেত্রেও আমি তাহাদের প্রধান (=উদ্যোগ) নানাত্বই[১] বলিতেছি, যেমন মহারাজ, দুই দম্য হস্তী, দম্য অশ্ব বা দম্য গরু সুদান্ত ও সুবিনীত (সুশিক্ষিত) হয়; আর দুই দম্য হস্তী, দম্য অশ্ব বা দম্য গরু অদান্ত ও অবিনীত হয়। তবে মহারাজ, তাহা কী মনে করেন,... যাহারা সুদান্ত ও

---

[১]। ভাবনানুযোগের তারতম্য—প্রাকৃত জনের প্রধান অপেক্ষা স্রোতাপন্নের প্রধান সূক্ষ্মতর ও প্রসন্নতর, এইভাবে সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হত্তের, অশীতি মহাশ্রাবকের, অগ্রশ্রাবকদের, প্রত্যেক বুদ্ধ ও সম্যকসম্বুদ্ধের প্রধান সূক্ষ্মতম ও প্রসন্নতম। এই বিশেষত্ব জ্ঞেয়-জ্ঞানভেদে, অধিগম্য বিশেষে ও অধিগমপ্রতিপদায় স্বচ্ছ-সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ-বিশদতা প্রমাণিত হয়, জাতি-বর্ণ ভেদে নহে। (প-সূ ও টীকা)

সুবিনীত হয়, তাহারা দান্ত হইয়াই দান্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবে, দান্ত হইয়াই দান্ত-প্রাপ্যভূমি প্রাপ্ত হইবে?"

"হ্যাঁ, ভন্তে," ।

"মহারাজ,... যাহারা অদান্ত, অবিনীত হয়, কেমন, তাহারা অদান্ত হইয়া দান্ত-অধিকার পাইতে পারে, অদান্ত হইয়া দান্ত-প্রাপ্যভূতি লাভ করিতে পারে?"

"নিশ্চয় না, ভন্তে,"

"সেই প্রকারই, মহারাজ, শ্রদ্ধাবান নীরোগ (সুস্থ), অশঠ, অমায়াবী, আরব্ধবীর্য ও প্রজ্ঞাবানের যাহা প্রাপ্য; তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধ, বহুরোগী, শঠ, মায়াবী, অলস ও প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে।"

৩৮০. "ভন্তে, ভগবান যুক্তিসঙ্গতই বলিয়াছেন, সুযুক্তিসঙ্গতই বলিয়াছেন। ভন্তে, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ; যদি তাহারা এই পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ সংযুক্ত হয়, সম্যক প্রধানশীল হয়, তবে ভন্তে, এক্ষেত্রে তাহাদের কিছু তারতম্য ও নানাকরণ হইবে না?"

"মহারাজ, এক্ষেত্রে উহাদের[১] একের বিমুক্তির সহিত অপরের বিমুক্তির কিছুমাত্র নানাকরণ বলি না। যেমন মহারাজ, কোনো পুরুষ শুষ্ক শাক-তরু-কাষ্ঠ লইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করে, তেজ প্রাদুর্ভূত করে; অপর পুরুষ শুষ্ক শালকাষ্ঠ... আম্রকাষ্ঠ...; আর... উদম্বর (ডুমুর) কাষ্ঠ লইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করে,...। মহারাজ, তাহা কী মনে করেন, নানা কাষ্ঠ (ইন্ধন) হইতে উৎপন্ন অগ্নিসমূহের কোনো নানকরণ—শিখা হইতে শিখায়, রং হইতে রং-এ, আভা হইতে আভায়—কোনো পার্থক্য হইবে?" "নিশ্চয় না, ভন্তে,"।

"এইরূপই মহারাজ, যেই তেজ (অগ্নি, মুক্তি) বীর্য-নির্মথিত, প্রধান; (তাহা উদ্যোগের পরে উৎপন্ন)। সুতরাং তাহাতে যেমন একের বিমুক্তির সহিত অপরের বিমুক্তিতে আমি কিছু নানকরণ বা প্রভেদ বলি না।"

"ভন্তে, ভগবান যুক্তিসঙ্গত বলিয়াছেন, সুযুক্তিসঙ্গত বলিয়াছেন। কেমন, ভন্তে, দেবতা আছেন কি?"

"মহারাজ, আপনি (কি জানেন না?) কেন এরূপ বলিতেছেন, 'ভন্তে, দেবতা আছেন কি'?"

"যদিও ভন্তে, দেবতা আছেন, তাঁহারা ইহলোকে (মানবজন্মে) আগমন করেন কি? অথবা মানবজন্মে তাঁহারা আগমন করেন না?"

---

[১]। শুষ্কবিদর্শক, ত্রয়িবিদ্য ও ষড়ভিজ্ঞ অর্হৎদের। (টীকা)

"মহারাজ, যে-সকল দেবতা সব্যাপাদ বা সহিংস তাহারা এই মানবজন্মে আগমনকারী; আর যে-সকল দেবতা হিংসামুক্ত তাহারা ইহলোকে অনাগমনকারী।"

৩৮১. এইরূপ উক্ত হইলে বিড়ূঢ়ভ সেনাপতি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভন্তে, যে-সকল দেবতা হিংসাপরায়ণ ও ইহলোকে আগমনকারী আর যে-সকল দেবতা অহিংসাপরায়ণ ও ইহলোকে অনাগমনকারী তাঁহাদিগকে তদবস্থা হইতে চ্যুত কিংবা অপসারণ করিতে পারেন কি?"

তখন আয়ুষ্মান আনন্দের এই চিন্তা হইল : 'এই সেনাপতি বিড়ূঢ়ভ রাজা পসেনদি কোশলের পুত্র, আমিও ভগবানের পুত্র; সুতরাং পুত্র পুত্রের সহিত মন্ত্রণা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়।' তখন আয়ুষ্মান আনন্দ বিড়ূঢ়ভ সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন, "সেনাপতি, তাহা হইলে আমি আপনাকেই এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিব, আপনার যাহা অভিপ্রেত তাহাই বিবৃত করিবেন। সেনাপতি, তাহা কী মনে করেন, রাজা পসেনদি কোশলের রাজ্য (বিজিত) যতদূর আছে, যাহার উপর রাজা পসেনদি কোশল প্রভুত্ব, আধিপত্য ও রাজত্ব করেন; তথায় রাজা... শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, পুণ্যবান বা অপুণ্যবান, ব্রহ্মচারী বা অব্রহ্মচারীকে তদবস্থা হইতে পদচ্যুত করিতে কিংবা নির্বাসন করিতে সমর্থ হন কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে, সমর্থ হন।"

"তবে কী মনে করেন, সেনাপতি, যতদূর রাজা পসেনদি কোশলরাজ্যের বাহিরে, যাহার উপর তাঁহার প্রভুত্ব, আধিপত্য ও রাজত্ব নাই... সে-স্থান হইতে কাহাকেও পদচ্যুত কিংবা নির্বাসন করিতে সমর্থ হন কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে, সমর্থ হন না।"

"সেনাপতি, তাহা কী মনে হয়, আপনি ত্রয়ত্রিংশবাসী দেবতাদের সম্বন্ধে শুনিয়াছেন কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে, ত্রয়ত্রিংশবাসী দেবতাদের সম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি, এখানে মহামান্য রাজা প্রসেনদি কোশলও শুনিয়াছেন।"

"সেনাপতি, আপনার কেমন মনে হয়, রাজা পসেনদি কোশল সেই দেবতাদিগকে তথা হইতে অপসারণ কিংবা নির্বাসন করিতে পারিবেন কি?"

"মহামান্য রাজা পসেনদি কোশল... ত্রয়ত্রিংশবাসী দেবতাদিগকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইবেন না, কী প্রকারে উঁহাদিগকে স্থানচ্যুত কিংবা নির্বাসিত করিবেন?"

"সেনাপতি, তদ্রূপই যে-সকল দেবতা সব্যাপাদ (কাম-রাগ, হিংসাধীন)

ও মানবজন্মে আসিতে বাধ্য সেই সকল দেবতা, আর যাহারা অব্যাপাদ ও মানবজন্মে আগমন করিতে বাধ্য নহে, তাহাদিগকে দর্শন করিতেও অক্ষম, কী প্রকারে সেস্থান হইতে তাহাদিগকে অপসারণ কিংবা নির্বাসন করিবেন?"

৩৮২. তখন রাজা পসেনদি ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, এই ভিক্ষুর নাম কী?"

"আনন্দ, মহারাজ, ইহাই নাম।"

"অহো, একান্তই আনন্দ হন! অহো, একান্তই আনন্দ স্বরূপ হন!, ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়াছেন।... সংযুক্তিসঙ্গত উত্তর করিয়াছেন। কেমন ভন্তে, ব্রহ্মা আছেন কি?"

"কেন, মহারাজ, আপনি এরূপ কহিতেছেন—'কেমন ভন্তে, ব্রহ্মা আছেন কি'?"

"ভন্তে, কেমন সে ব্রহ্মা মনুষ্যজন্মে আগমন করেন কিংবা মনুষ্যলোকে আগমন করেন না?"

"মহারাজ, যে ব্রহ্মা সব্যাপাদ হন,..., তিনি আগমন করেন; আর যিনি ব্যাপাদমুক্ত তিনি আগমন করেন না।"

তখন একব্যক্তি রাজা পসেনদি কোশলকে বলিলেন, "মহারাজ, আকাশ-গোত্র সঞ্জয় ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন।"

তখন রাজা... সঞ্জয় ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, রাজন্তঃপুরে কে এই কথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে... ?"

"মহারাজ, সেনাপতি বিড়ুঢ়ভ।"

সেনাপতি বিঢ়ুঢ়ভ বলিলেন, "মহারাজ, আকাশগোত্র সঞ্জয় ব্রাহ্মণ।"

তখন এক ব্যক্তি রাজা পসেনদি কোশলকে নিবেদন করিল, "মহারাজ, যাবার সময় হইয়াছে।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল ভগবানকে ইহা বলিলেন, "ভন্তে, আমরা ভগবানকে সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ভগবান সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা আমাদের রুচিকর ও মনোপূত হইয়াছে; তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট। চাতুর্বর্ণ্য শুদ্ধি... অধিদেব..., অধিব্রহ্মা... । যে যে প্রশ্নই আমরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাই ভগবান সদুত্তর করিয়াছেন; উহা আমাদের রুচিকর, মনোমুগ্ধকর হইয়াছে; আর উহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে ভন্তে, এখন আমরা যাই, আমাদের বহু কৃত্য, বহু করণীয় আছে।"

"মহারাজ, আপনি যাহা উচিত মনে করেন।"

তখন রাজা পসেনদি কোশল... ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কণ্ণকত্থল সূত্র সমাপ্ত

৫. ব্রাহ্মণ-বর্গ

১. ব্রহ্মায়ু সূত্র

৩৮৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘসহ বিদেহ প্রদেশে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময় (এক) জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক (বয়স্ক) সময়গত, বয়ঃপ্রাপ্ত, জন্মেতে বিংশত্যধিক শত (১২০) বর্ষীয় ব্রহ্মায়ু নামক ব্রাহ্মণ মিথিলা সমীপে বাস করিতেন। (তিনি) পঞ্চম ইতিহাস, নিঘণ্টু (অভিধান), কেটুভা (কল্প), অক্ষর-প্রভেদ (শিক্ষা-নিরুক্ত) সহিত তিন বেদের পরাগূ[১], পদজ্ঞ (কবি), বৈয়াকরণ, লোকায়ত (শাস্ত্র) আর মহাপুরুষ-লক্ষণে (সামুদ্রিকে) পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ শুনিলেন, "শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্তিত মহাভিক্ষুসংঘসহ বিদেহদেশে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতেছেন। সেই মাননীয় গৌতমের এই প্রকার কল্যাণজনক কীর্তি-শব্দ বিস্তার হইয়াছে : সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদূ, অনুত্তর পুরুষদম্য-সারথী, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান। তিনি দেব, মার, ব্রহ্মাসহ এই লোক; শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যসহ জনতাকে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রচার করিতেছেন। তিনি আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, অন্তকল্যাণজনক ধর্ম উপদেশ করিতেছেন। তিনি অর্থ-ব্যঞ্জনযুক্ত সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করিতেছেন, তথাবিধ অর্হতের দর্শন মঙ্গলজনক।"

৩৮৪. সেই সময় ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের উত্তর নামক মানব (বিদ্যার্থী) অন্তেবাসী ছিল। (সেও) পঞ্চম ইতিহাস, নিঘণ্টু, কেটুভ, অক্ষর-প্রভেদসহ ত্রিবেদের পারগূ, পদজ্ঞ, বৈয়াকরণ লোকায়ত আর মহাপুরুষ-লক্ষণে পূর্ণ

---

[১]। সেই সময় (খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত) অথর্বকে বেদের অন্তর্গত করা হয় নাই। (প-সূ)

অধিকারী ছিল। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ উত্তর-মানবকে আহ্বান করিলেন, "তাত উত্তর, এই শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম... বিদেহে বিচরণ করিতেছেন। সেই মাননীয় গৌতমের এরূপ কল্যাণ কীর্তি-শব্দ বিস্তার হইয়াছে : '... ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করিতেছেন। তথাবিধ অর্হতের দর্শন মঙ্গলজনক।' এসো, বৎস উত্তর, শ্রমণ গৌতম যেখানে আছেন সে-স্থানে যাও। তথায় গিয়া শ্রমণ গৌতমকে অনুসন্ধান করো যে, ভগবান গৌতমের যথার্থ কীর্তি-শব্দ বিস্তার হইয়াছে কিংবা অযথার্থ? সেই গৌতম কি তাদৃশ কিংবা তাদৃশ নহে? তোমার দ্বারা আমরা সেই মাননীয় গৌতমকে জানিতে পারিব।"

"কী প্রকারে ভো, আমি সেই গৌতমকে জানিব যে মাননীয় গৌতমের কীর্তি-শব্দ যথার্থ বিস্তার হইয়াছে কিংবা অযথার্থ? সে গৌতম তাদৃশ কিংবা নহে?"

"বৎস উত্তর, আমাদের বেদ-মন্ত্রে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ আসিয়াছে যদ্বারা যুক্ত মহাপুরুষের দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতি হইবে, যদি তিনি আগারে বাস করেন, তবে জনপদে স্থিরতা প্রাপ্ত, চতুরান্ত, (পর্যন্ত পৃথিবী) বিজয়ী, সপ্তরত্নের অধিকারী, ধার্মিক ধর্মরাজ চক্রবর্তী রাজা হন। তাঁহার এই সপ্তরত্ন থাকে—(১) চক্ররত্ন, (২) হস্তীরত্ন, (৩) অশ্বরত্ন, (৪) মণিরত্ন, (৫) স্ত্রীরত্ন, (৬) গৃহপতিরত্ন, আর (৭) সপ্তম পরিণায়করত্ন। তাঁহার পরসৈন্য-প্রমর্দক শূর, বীর সহস্রাধিক পুত্র জন্মিয়া থাকেন। তিনি সসাগরা এই পৃথিবীকে বিনাদণ্ডে বিনাঅস্ত্রে ন্যায়-ধর্মে বিজয় করিয়া অধিকার করেন। যদি তিনি আগার হইতে বাহির হইয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন, তবে আচ্ছাদন উন্মুক্ত[১] অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বৎস উত্তর, আমি তোমার মন্ত্রের দাতা, আর তুমি মন্ত্রের প্রতিগ্রাহক।"

৩৮৫. "আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভো" (বলিয়া) উত্তর মানব ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিল এবং আসন হইতে উঠিয়া ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিদেহ প্রদেশে যেখানে ভগবান আছেন তদভিমুখে যাত্রা করিল। সে ক্রমশ বিচরণ করিতে করিতে যেখানে ভগবান ছিলেন সে-স্থানে গেল। তথায় গিয়া ভগবানের সাথে... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিল। একপ্রান্তে উপবিষ্ট উত্তর মানব ভগবানের শরীরে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ অন্বেষণ করিতে লাগিল। উত্তর মানব ভগবানের শরীরে দুই চিহ্ন ব্যতীত

---

[১]। রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, অবিদ্যা ও দুশ্চরিত মুক্ত। (প-সূ)

বত্রিশ লক্ষণের অধিকাংশ দেখিতে পাইল। কোষাচ্ছাদিত বস্ত্রগুহ্য (চর্মাবৃত উপস্থ) ও প্রভূত জিহ্বত্ব এই দ্বিবিধ মহাপুরুষ-লক্ষণ সম্বন্ধে সে অনিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত-নহে, সুপ্রসন্ন নহে। তখন ভগবানের চিন্তা হইল : 'এই উত্তর মানব আমার শরীরে দুইটি ব্যতীত বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণের অধিকাংশ দেখিতে পাইল,... সুপ্রসন্ন নহে।'

তখন ভগবান এতাদৃশ ঋদ্ধি-প্রভাব (যোগবিভূতি) প্রকট করিলেন যাহাতে কেবল উত্তর মানব কোষ-রক্ষিত উপস্থ দেখিতে পায়। তখন ভগবান জিহ্বা বাহির করিয়া তদ্বারা উভয় কর্ণছিদ্র স্পর্শ করিলেন, পরিস্পর্শ করিলেন; উভয় নাসারন্ধ্র স্পর্শ... পরিস্পর্শ করিলেন; জিহ্বা দ্বারা ললাট মণ্ডলের সর্বত্র আচ্ছাদন করিলেন।

তখন উত্তর মানবের চিন্তা হইল : 'শ্রমণ গৌতম বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত হন। যদি আমি শ্রমণ গৌতমের অনুগমন করি, তবে তাঁহার ঈর্যাপথ[১]ও দেখিতে পাইব।' তখন উত্তর মানব সাত মাস পর্যন্ত অপরিত্যাগিনী ছায়ার ন্যায় ভগবানের পিছে পিছে ভ্রমণ করিল।

৩৮৬. সাত মাসের পর উত্তর মানব বিদেহ প্রদেশে যে-স্থানে মিথিলা, সেই দিকে যাত্রা করিল। ক্রমশ ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথায় উপনীত হইল। তথায় উপনীত হইয়া ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিল। ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ একপ্রান্তে উপবিষ্ট মানবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বৎস উত্তর, ভগবান গৌতমের কীর্তি-শব্দ সত্যানুসারে বিস্তৃত হইয়াছে, অন্যথা তো নহে? কেমন সে গৌতম তাদৃশ কি, অন্যথা তো নহে?"

"যথার্থই, ভো গুরুদেব, ভগবান গৌতমের কীর্তি-শব্দ সত্যানুসারে বিস্তৃত হইয়াছে, অন্যথা নহে। সেই মাননীয় গৌতম তদ্রূপই, অন্য প্রকার নহেন। সেই মাননীয় গৌতম বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণমণ্ডিত হন—(১) সেই মাননীয় গৌতম সুপ্রতিষ্ঠিত পাদ (একসঙ্গে সর্ব পদতল ভূমিতে পড়ে ও উঠে), ইহাও মহাপুরুষ গৌতমের মহাপুরুষ-লক্ষণ। (২) মাননীয় গৌতমের নিম্ন পদতলে সর্বাকারে পরিপূর্ণ নাভি-নেমিসহ সহস্র অর বিশিষ্ট চক্রচিহ্ন বিদ্যমান। (৩)... গৌতম আয়ত পার্ষ্ণি (বিস্তৃত পরিপূর্ণ গোড়ালির নিম্নভাগ) যুক্ত হন। (৪)... (ক্রমে সরু) দীর্ঘ অঙ্গুল...। (৫)... (সদ্যজাত শিশুর ন্যায়) মৃদু ও সদা তরুণ হস্ত-পাদ...। (৬)... জাল-হস্ত-পাদ (সমপ্রমাণ

[১]। শয়ন, উপবেশন, দাঁড়ান, চলন প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া।

অঙ্গুলির রেখাসমূহ জাল সদৃশ)...। (৭)... উৎসঙ্খ পাদ (পায়ের গুল্ফ নরম ও উপরে প্রতিষ্ঠিত)...। (৮) এণী জঙ্ঘ (মৃগের ন্যায় সমবর্তুলাকার মাংসল জঙ্ঘা)...। (৯) সোজা দাঁড়াইয়া অবনত না হইয়া সেই মান্য গৌতম উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদ্বয় স্পর্শ করেন, মর্দন করেন (আজানুলম্বিত বাহু)...। (১০) কোষাচ্ছাদিত বস্ত্র-গুহ্য (উপস্থ)...। (১১) সুবর্ণ বর্ণ কাঞ্চনসন্নিভ চর্ম...। (১২) সূক্ষ্ম ছবি (চর্ম) চর্মের মসৃণতা-হেতু দেহে ধূলি-ময়লা লিপ্ত হয় না...। (১৩) একৈক লোম, প্রতি লোমকূপে এক এক লোম জন্মিয়াছে...। (১৪) ঊর্ধ্বাগ্র লোমা, (তাঁহার অঞ্জন সদৃশ নীল, দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলিত লোমসমূহের অগ্রভাগ উপরদিকে উঠিয়াছে)...। (১৫) ব্রহ্মঋজু-গাত্র (দীর্ঘ অকুটিল শরীর...। (১৬) সপ্ত উৎসদ[১] (স্ফীত...। (১৭) সিংহ পূর্বার্ধ কায় (বক্ষ আদি শরীরের উপরিভাগ সিংহের ন্যায়)...। (১৮) চিতান্তরাংস (উভয় কাঁধের পশ্চাতের মধ্যাংশ চিত বা মাংসপূর্ণ)...। (১৯) ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল হন,...যত দীর্ঘ শরীর তদনুসারে ব্যাম (প্রস্থ), যত ব্যাম তত দীর্ঘ (চারি হাত) শরীর)...। (২০) সমাবর্ত স্কন্ধ সমপরিমাণ স্কন্ধ...। (২১) রসগ্রাসাগ্রী (রসগ্রাহী) শিরা অগ্রণী।... (২২) সিংহহনু (সিংহের ন্যায় পূর্ণ হনুবিশিষ্ট)...। (২৩) চল্লিশ দন্ত,...। (২৪) সমদন্ত,...। (২৫) অবিবর দন্ত...। (২৬) সুশুভ্র দন্ত,...। (২৭) প্রভুত (বিস্তৃত) জিহ্বা...। (২৮) ব্রহ্মস্বর, করবীক (পক্ষীর ন্যায় মধুর) ভাষী...। (২৯) অভিনীল নেত্র (অতসী পুষ্পের ন্যায় গাঢ় নীলাভ চক্ষুবিশিষ্ট)...। (৩০) গো-পক্ষ্ম (গরুর নেত্রলোমের ন্যায় চক্ষু লোম) যুক্ত...। (৩১) মাননীয় গৌতমের ভ্রূ-যুগলের মধ্যে কোমল শ্বেত কার্পাস-সন্নিভ ঊর্ণা (রোমাবর্ত) জন্মিয়াছে...। (৩২) উষ্ণীষ শীর্ষ (বদ্ধ উষ্ণীষের ন্যায় গোলাকার[২] শীর্ষ) বিশিষ্ট মাননীয় গৌতম ইহাও মহাপুরুষ গৌতমের মহাপুরুষ-লক্ষণ। সেই মাননীয় গৌতম এই বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণমণ্ডিত হন।

৩৮৭. সেই প্রভু গৌতম গমনের সময় প্রথমে দক্ষিণ পদেই অগ্রসর হন। তিনি অতি দূরের জন্য পাদ উত্তোলন করেন না, অতি সমীপে পাদ-নিক্ষেপ করেন না। তিনি অতি দ্রুত গমন করেন না, অতিধীরে গমন করেন না। জানু দ্বারা জানু ঘর্ষণ করিয়া চলেন না, গুল্ফ দ্বারা গুল্ফ ঘর্ষণ করিয়া গমন করেন

---

[১]। দুই হস্ত-পৃষ্ঠ, দুই পাদ-পৃষ্ঠ, দুই অংস-কূট, স্বন্ধ এই সপ্তস্থান পরিপূর্ণ মাংসল। (অ. ক.)

[২]। জল বুদ্‌বুদ্ সদৃশ। (অ. ক.)

না। গমনের সময় তিনি ঊরু উন্নত করেন না, ঊরু অবনত করেন না, ঊরু সন্নামন বা নিচের দিকে শক্ত করেন না, উক্ত বিনামন বা ইতস্তত সঞ্চালন করেন না। গমনের সময় প্রভু গৌতমের শুধু অধঃঅঙ্গ সঞ্চালিত হয়। তিনি কায়বলে বা বাহু সঞ্চালনাদি ঘর্মাক্ত কলেবরে গমন করেন না। অবলোকনের সময় প্রভু গৌতম গজেন্দ্র সদৃশ সর্বশরীর ঘুরাইয়া অবলোকন করেন। তিনি নক্ষত্র দেখার ন্যায় উপরদিকে উল্লোকন করেন না, পতিত দ্রব্য অন্বেষণের ন্যায় নিম্নদিকে অবলোকন করেন না। নানাদিক দেখিতে দেখিতে গমন করেন না। যুগমাত্র (৪ হাত) সম্মুখে দেখিয়া থাকেন, তৎপরেও তাঁহার জ্ঞানদর্শন অনাবৃত থাকে।

তিনি গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দেহ উন্নত করেন না, দেহ অবনত করেন না, দেহ সন্নমিত ও বিনমিত করেন না। তিনি আসনের অতিদূরে অত্যাসন্নে (দেহ) পরিবর্তন করেন না, হাতে ভারদিয়া আসনে বসেন না, আসনে দেহ নিক্ষেপ করেন না। তিনি গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট অবস্থায় হস্তের অসংযমতা প্রদর্শন করেন না, জানুর উপর জানু রাখিয়া বসেন না, গুল্ফের উপর গুল্ফ রাখিয়া বসেন না, হনু বা চোয়াল জড়াইয়া ধরিয়া বসেন না। তিনি গৃহ মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় ভীত হন না, কম্পিত হন না, বিচলিত হন না, সন্ত্রস্ত হন না। তিনি নির্ভীক, নিষ্কম্প, অচঞ্চল, সন্ত্রাসহীন, রোমাঞ্চরহিত ও বিবেকব্রতী হইয়াই গৃহমধ্যে উপবেশন করেন।

তিনি পাত্রে জল গ্রহণের সময় পাত্র উপরে তোলেন না, নিচে নামান না; পাত্র সন্নামন করেন না, বিনামন করেন না। তিনি পাত্রে অত্যধিক কিংবা অত্যল্প জল গ্রহণ করেন না। তিনি 'কুলু কুলু' শব্দ করিয়া পাত্র-ধৌত করেন না, পরিবর্তন করিয়া প্রথমে পাত্রের বহির্ভাগ ধৌত করেন না, পাত্র মাটিতে রাখিয়া হাতে ধৌত করেন না; হাত ধৌত করার সঙ্গে সঙ্গে পাত্র ধৌত হয়, পাত্র ধৌত করার সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয় বিধৌত হয়। তিনি অতিদূরে কিংবা অতি সমীপে ইতস্তত বিকীরণ করিয়া পাত্রের জল নিক্ষেপ করেন না।

তিনি অন্নগ্রহণের সময় পাত্র উন্নত করেন না, অবনত করেন না, সন্নমিত করেন না, বিনমিত করেন না। তিনি অতিবেশি কিংবা অত্যল্প ভাত গ্রহণ করেন না। সেই মাননীয় গৌতম ব্যঞ্জনও ব্যঞ্জন-মাত্রায় (ভাতের এক চতুর্থাংশ) আহার করেন। ব্যঞ্জন দ্বারা গ্রাসের (পরিমাণ) অতিক্রম করেন না।... মুখে গ্রাস চর্বণ করিতে করিতে দুই তিনবার পরিবর্তন করিয়া গলাধঃকরণ করেন। কোনো অন্ন-মজ্জা অভিন্ন অবস্থায় তাঁহার দেহে (উদরে) প্রবেশ করেন না। যখন কোনো অন্ন-মজ্জা তাঁহার মুখে অবশিষ্ট থাকে না

তখন অপর গ্রাস মুখে আনয়ন করেন। প্রভু গৌতম রসানুভব করিতে করিতে খাদ্য আহার করেন, কিন্তু রস-তৃষ্ণাসক্ত হন না।

অষ্টাঙ্গযুক্ত আহারই প্রভু গৌতম আহরণ করিয়া থাকেন : 'তাহা ক্রীড়ার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, মণ্ডন বা দেহ সৌষ্ঠবের জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে; কেবল এই ভৌতিক দেহের স্থিতির নিমিত্ত, জীবন যাপনের নিমিত্ত, ক্ষুধা-যন্ত্রণা উপশমের নিমিত্ত, ব্রহ্মচর্যের সহায়তার নিমিত্ত; এই উপায়ে পুরাতন (ক্ষুধাজনিত) বেদনা নিবারণ করিব, (অমিত ভোজনজনিত) নূতন বেদনা উৎপন্ন হইতে দিব না; আমার নিরবদ্য জীবন-যাত্রা ও সুখ-বিহার হইবে।'

তিনি ভোজন শেষে পাত্রে জল গ্রহণের সময় পাত্র উন্নত করেন না, অবনত করেন না, সন্নমিত করেন না, বিনমিত করেন না। তিনি পাত্রে অত্যধিক বা অত্যল্প জল গ্রহণ করেন না। তিনি 'কুলু কুলু' শব্দে পাত্র ধৌত করেন না, পরিবর্তন করিয়া (উল্টাইয়া) পাত্র ধৌত করেন না, পাত্র মাটিতে রাখিয়া হস্ত ধৌত করেন না, হস্ত ধৌতের সময় পাত্র ধৌত হয়, পাত্র ধুইবার সময় হস্ত ধৌত হয়। তিনি পাত্রের জল ইতস্তত বিক্ষেপ না করিয়া অনতিদূরে, অনতি সমীপে ত্যাগ করেন। তিনি ভোজন শেষে পাত্র অনতিদূরে, অনতি আসন্নে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন না, পাত্রের প্রতি নিরপেক্ষ হন না, আর দীর্ঘকাল উহার রক্ষায় তৎপর থাকেন না।

ভোজন শেষে তিনি কিছুক্ষণ (মুহুত্তং) মৌনভাবে বসিয়া থাকেন, আর অনুমোদনের সময় অতিক্রম করেন না, ভোজনের পর তিনি ভুক্তানুমোদন (উপদেশ) করেন। সেই ভোজনের নিন্দা করেন না, অন্য ভোজনের প্রত্যাশা রাখেন না, অধিকন্তু ধর্মীয় উপদেশ দ্বারা সেই পরিষদকে সন্দর্শন, সমাদাপন, সমুত্তেজন, সম্প্রহর্ষণ করেন। তিনি সেই পরিষদকে ধর্মোপদেশ দ্বারা... সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করেন।

তিনি অতিদ্রুত গমন করেন না, অতি ধীরে গমন করেন না এবং মুক্তি ইচ্ছায় (অর্থাৎ সম্মুখস্থকে পশ্চাতে রাখিবার ইচ্ছায়) গমন করেন না। প্রভু গৌতমের দেহে চীবর অতি উপরে উঠে না, অত্যন্ত নীচে ঝুলে না, শরীরে স্বেদ-সংলগ্ন থাকে না, দেহ হইতে অধিক অসংলগ্নও থাকে না। মাননীয় গৌতমের শরীর হইতে চীবর বায়ুতে অপসারিত করে না আর প্রভু গৌতমের শরীরে ধুলি-ময়লাও সংলগ্ন হয় না।

তিনি আশ্রমে উপনীত হইয়া সজ্জিত আসনে বসেন, বসিয়া পাদ ধৌত করেন। কিন্তু মাননীয় গৌতম (প্রস্তরাদিতে ঘর্ষণ দ্বারা) পাদ-শোভন ব্রতে

তৎপর থাকেন না। তিনি পাদ প্রক্ষালন করিয়া দেহ সোজা বিন্যস্ত করেন এবং স্মৃতি সম্মুখে স্থাপনপূর্বক পদ্মাসনাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করেন। তদবস্থায় তিনি আত্ম-পীড়নার্থ চিন্তা করেন না, পর-পীড়নার্থ চিন্তা করেন না, উভয়-পীড়নার্থ চিন্তা করেন না। মাননীয় গৌতম আত্ম-হিত, পর-হিত, উভয়-হিত, নিখিল বিশ্ব-হিতই চিন্তা করিয়া অবস্থান করেন।

আশ্রমে অবস্থানকালে তিনি পরিষদে ধর্মোপদেশ করেন, সেই পরিষদকে উৎসাদন করেন (উপরে তোলেন) না, অপসাদন করেন (নিচে ফেলেন) না; অধিকন্তু ধর্মীয় উপদেশ দ্বারা সেই পরিষদকে সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত, সংপ্রহর্ষিত করেন।

প্রভু গৌতমের কণ্ঠ হইতে অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত ঘোষ উচ্চারিত হয়—(১) বিশ্লিষ্ট (বিমুক্ত), (২) বিজ্ঞেয়, (৩) মঞ্জু (মধুর), (৪) শ্রবণীয়, (৫) বিন্দু (সারযুক্ত), (৬) অবিসারী (অবিকীর্ণ), (৭) গম্ভীর এবং (৮) নিনাদী। মাননীয় গৌতম পরিষদের পরিমাণানুরূপ স্বরে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার ধ্বনি পরিষদের বাহিরে যায় না। প্রভু গৌতম কর্তৃক ধর্মকথায় সন্দর্শিত... সেই শ্রোতাগণ ভগবানকে অবলোকন করিতে করিতে শ্রুত ধর্মভাব ত্যাগ না করিয়াই প্রস্থান করেন[১]।

ওহে আচার্য, আমরা মাননীয় ভগবানকে গমন করিতে দেখিয়াছি, দাঁড়াইতে দেখিয়াছি, গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি, গৃহের মধ্যে মৌনভাবে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়াছি, ভোজন শেষে ভুক্তানুমোদন করিতে দেখিয়াছি, আরামে (আশ্রমে) যাইতে দেখিয়াছি, আরামের ভিতর তূষ্ণীভাবে উপবিষ্ট দেখিয়াছি, আরামের মধ্যে পরিষদে ধর্মোপদেশ করিতে দেখিয়াছি। সেই ভগবান এতাদৃশ গুণসম্পন্ন, এতদপেক্ষা অধিকতর গুণী হন।

৩৮৮. এই প্রকারে উক্ত হইলে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ আসন হইতে উঠিয়া উত্তরীয় বস্ত্র একাংসে করিয়া যেদিকে ভগবান আছেন, সেদিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণত হইয়া তিনবার উদান উচ্চারণ করিলেন :

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।" (৩ বার)

"(সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার)।"

"যদি কখনো, কোথাও সেই মহাপ্রভু গৌতমের সহিত সঙ্গ করিতে পারি, যদি কোনো কথা সংলাপ হয়, তবেই আমার জীবন ধন্য।"

---

[১]। শিরে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া ভগবানকে অবলোকন করিতে করিতেই দর্শনসীমা অতিক্রম স্থানে বন্দনা করিয়া, ফিরিয়া গমন করেন। (প-সূ)

৩৮৯. সেই সময় ভগবান বিদেহে ক্রমশ বিচরণ করিতে করিতে মিথিলায় পৌঁছিলেন, তথায় মিথিলাতে ভগবান মঘদেব আম্রবনে বিহার করিতেছেন। মৈথিলী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিলেন, "শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম বিদেহ প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত মহান সংঘসহ মিথিলায় উপনীত হইয়াছেন এবং মিথিলায় মঘদেব আম্রবনে বিহার করিতেছেন। সেই সময় ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে : "সেই ভগবান অর্হৎ... তদ্রূপ অর্হতের দর্শন মঙ্গলজনক!"

তখন মৈথিলী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ যে স্থানে ভগবান আছেন, সে-স্থানে গেলেন; গিয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন... কেহ কেহ তূষ্ণীভূত হইয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

৩৯০. ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ শুনিলেন, "শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্য-পুত্র শ্রমণ গৌতম... মিথিলায় উপনীত হইয়াছেন, এবং মঘদেব আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন।" তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ বহু যুবক সঙ্গে লইয়া যেখানে মঘদেব আম্রবন সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন আম্রবনের অদূরে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মায়ুর মনে হইল : "পূর্বে সংবাদ না দিয়া শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে সমীচীন নহে।" তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ এক যুবককে ডাকিলেন, "এস, যুবক, যেখানে শ্রমণ গৌতম আছেন সেখানে যাও, গিয়া আমার বাক্যে শ্রমণ গৌতমকে নিরাময়, নিরাতঙ্ক, লঘুভাব (স্ফুর্তি) বল ও সুখ-বিহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো :'ভো গৌতম, ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ প্রভু গৌতমের নিরাময়... জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' আর ইহাও বলিও—'ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক, অর্ধগত বয়স্ক, জন্মেতে একশবিশ বর্ষীয় হন, তিনি মাননীয় গৌতমের দর্শনেচ্ছা পোষণ করেন।'"

"হ্যাঁ, ভো," (বলিয়া) সেই যুবক ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে উত্তর দিয়া যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেল, গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া... একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ভগবানকে বলিল, "ভো গৌতম, ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ মহাপ্রভু গৌতমের নিরাময়... জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।... ভো গৌতম, ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ... একশবিশ বৎসরের বৃদ্ধ। তিনি... ত্রিবেদের পারগূ... মহাপুরুষ-লক্ষণ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানী হন। মিথিলায় যত ব্রাহ্মণ-গৃহপতি বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভোগ, মন্ত্র (বেদ), আয়ু আর যশ... সকলদিকে অগ্রণী হন, তিনি প্রভু গৌতমকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক।"

"মানবক, ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ আপাতত যাহা উচিত মনে করেন তাহা করিতে

পারেন।"

তখন সে মানবক যেখানে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেখানে গেল, গিয়া ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে বলিল, "ভো, শ্রমণ গৌতম অবকাশ দিয়াছেন, এখন আপনি যাহা উচিত করিতে পারেন।"

৩৯১. তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ যেস্থানে ভগবান আছেন, সে-স্থানে গেলেন। তথাকার (ব্রাহ্মণ-গৃহপতি) পরিষদ দূর হইতে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিলেন। দেখিয়াই তাঁহার গমনের জন্য বিখ্যাত ও যশস্বীর উপযুক্ত অবকাশ করিলেন। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ সেই পরিষদকে বলিলেন, "যথেষ্ট, মহাশয়গণ, আপনারা স্বীয় আসনে বসুন। আমি এখানে শ্রমণ গৌতমের সমীপে বসিব। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ যেস্থানে ভগবান আছেন সে-স্থানে উপনীত হইলেন, গিয়া ভগবানের সাথে সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানের দেহে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন[১]।... দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি সংশয়াপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানকে গাথায় বলিলেন :

"শুনেছি শাস্ত্রের বাণী, যে মহা বত্রিশ আছে পুরুষ-লক্ষণ,
হে গৌতম, তবদেহে, উহাদের দুই চিহ্ন করিনি দর্শন। ১
নরোত্তম, তব জিহ্বা নহে হ্রস্ব? যাতে হয় প্রকটিত,
নারীসহ নর নাম, বস্ত্র-গুহ্য (উপস্থ) হয় তব কোষে আচ্ছাদিত? ২
হয় কি প্রশস্ত, জিহ্বা তব? যাতে মোরা করি জ্ঞানার্জন,
কিছু তা বাহির করে, ঋষিবর, করো কঙ্খা বিনোদন। ৩
ইহলোকে হিত আর পরলোকে সুখের দরুন,
যা কিছু প্রার্থিত এবে জিজ্ঞাসিব আদেশ করুন।" ৪

৩৯২. তখন ভগবানের এই চিন্তা হইল, "এই ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ আমার দেহে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ অন্বেষণ করিতেছেন,[২]... জিহ্বা দ্বারা ললাট-মণ্ডল আচ্ছাদন করিলেন।" তৎপর ভগবান গাথাযোগে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তর দিলেন :

"যে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ করিছ শ্রবণ,
আছে সব মমদেহে সংশয় না করো, হে ব্রাহ্মণ, ১।

---

[১]। পূর্বে ৩৮৬ অনুচ্ছেদে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

[২]। পূর্বে ৩৮৬ অনুচ্ছেদে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত ভাবিতব্য করেছি ভাবন,
ত্যাজ্য মম ত্যক্ত এবে বুদ্ধ আমি তাইত ব্রাহ্মণ, ২।
ঐহিক হিতের তরে পারত্রিক সুখের দরুন,
অবকাশ দিনু আমি প্রার্থিত যা' জিজ্ঞাসা করুন।" ৩।

৩৯৩. সেই সময় ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের এই চিন্তা হইল : "শ্রমণ গৌতম অবকাশ দিয়াছেন। ঐহিক কিংবা পারত্রিক হিত সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের এই ধারণা জন্মিল : "ঐহিক হিত সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ, অপরেও ঐহিক হিত সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করে। সুতরাং শ্রমণ গৌতমকে আমি পারত্রিক হিত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেই ভালো হয়।" তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানকে গাথায় বলিলেন :

"ওহে, (১) কীরূপে ব্রাহ্মণ হয়? (২) বেদগূ কাহাকে কয়?
ওহে, (৩) ত্রৈবিদ্য কীরূপে হয়? (৪) শ্রোত্রিয় কাহাকে কয়? ১
ওহে, (৫) কীরূপে অর্হৎ হয়? (৬) কাহাকে কেবলী কয়?
ওহে, (৭) মুনিত্ব কিসেতে লভে? (৮) বুদ্ধ কাকে বলা হয়?" ২

৩৯৪. তখন ভগবান ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে গাথা দ্বারা (সেই আট প্রশ্নের) উত্তর দিলেন :

"পূর্বজন্ম পরিজ্ঞাত[১] যিনি স্বর্গাপায় করেন দর্শন,
জন্মক্ষয়ে[২] অর্হত্ত লাভ মুনি হন অভিজ্ঞা-পূরণ। ১
সর্ব রাগাদি[৩] মুক্ত শুদ্ধচিত্ত[৪] ব্রাহ্মণের সুবিদিত,
জন্ম-মৃত্যু পরিত্যক্ত পূর্ণ-ব্রহ্মচারী কেবলী[৫] কথিত,
সর্বধর্ম পারগামী[৬] তাদিগুণী[৭] বুদ্ধনামে[৮] অভিহিত।" ২

এইরূপ উক্ত হইলে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ উত্তরীয় বস্ত্র একাংসে করিয়া ভগবানের পদে নতশিরে পতিত হইয়া, ভগবানের পাদপদ্ম মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন, হস্ত দ্বারা সম্বাহন করিতে লাগিলেন আর নাম শুনাইলেন :

---

[১]। তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[২]। পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৩]। চারি নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৪]। এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৫]। ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৬]। দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৭]। সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তর।
[৮]। আট নম্বর প্রশ্নের উত্তর।

"ভো গৌতম, আমি ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ, ভো গৌতম, আমি ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ।"

তখন সেই পরিষদ বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হইল : "ওহে, শ্রমণের মহর্ধিকতা (দিব্যশক্তি), মহানুভবতা অত্যন্ত আশ্চর্য, অত্যন্ত অদ্ভুত, যাহাতে এমন বিখ্যাত যশস্বী ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ এই প্রকারে পরম সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।"

তখন ভগবান ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "যথেষ্ট ব্রাহ্মণ, উঠুন, আপন আসনে বসুন, হ্যাঁ, আমার প্রতি আপনার চিত্ত সুপ্রসন্ন।"

তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ উঠিয়া স্বীয় আসনে বসিলেন।

৩৯৫. তখন ভগবান ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে আনুপূর্বিককথা (উপদেশ) বলিলেন; যেমন : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা, কাম-বাসনার দুষ্পরিণাম, অপকার, কলুষতা; নিষ্কামভাবের প্রশংসা প্রকাশ করিলেন। ভগবান যখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণকে ভব্যচিত্ত, মৃদুচিত্ত, অনাবৃতচিত্ত, আহ্লাদিত চিত্ত ও প্রসন্নচিত্ত দেখিলেন, তখন যাহা বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা সেই দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ আর মার্গসত্য প্রকাশ করিলেন। ময়লারহিত শ্বেত-বস্ত্র যেমন উত্তমরূপে রং গ্রহণ করে, সেই প্রকারেই সেই আসনে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের বিরজ, বীতমল ধর্ম-চক্ষু, যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী (উৎপন্ন পদার্থ) আছে, সেই সমস্ত নিরোধধর্মী (বিনাশশীল), উৎপন্ন হইল।

তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ দৃষ্ট-ধর্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম, বিদিত ধর্ম, পর্যাবগাঢ় (অনুশীলিত) ধর্ম, তীর্ণ বিচিকিৎস (সংশয়মুক্ত), ইহা কী প্রকার? এরূপ প্রশ্নরহিত, বৈশারদ্য-প্রাপ্ত (দক্ষ), শাস্তার শাসনে পর-প্রত্যয়মুক্ত (প্রত্যক্ষদর্শী) হইয়া ভগবানকে ইহা বলিলেন, "আশ্চর্য, ভো গৌতম, আশ্চর্য, ভো গৌতম, যেমন অধোমুখকে ঊর্ধ্বমুখী করিলেন... আজ হইতে আজীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন। প্রভু গৌতম, ভিক্ষুসংঘের সহিত আগামীকল্যের ভোজন আমার বাড়িতে গ্রহণ করুন।"

ভগবান মৌনভাবে স্বীকার করিলেন।

তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপর ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ নিজের গৃহে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে ভগবানকে কাল নিবেদন করিলেন, "সময় হইয়াছে, ভো গৌতম, ভোজন প্রস্তুত।"

তখন ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া যেস্থানে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণের গৃহ আছে, সে-স্থানে গেলেন। তথায় গিয়া

ভিক্ষুসংঘের সহিত সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। তখন ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ স্বহস্তে, উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সপ্তাহকাল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সন্তর্পিত (সন্তৃপ্ত) করিলেন, সংপ্রবারিত করিলেন।

ভগবান সেই সপ্তাহ গত হইলে বিদেহ প্রদেশে বিচরণার্থ প্রস্থান করিলেন। ভগবান চলিয়া যাইবার অচিরকাল পরে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ কালক্রিয়া করিলেন।

তখন কয়েকজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ কালগত হইয়াছেন, তাঁহার কী গতি, কোনো অভিসম্পরায় (পরলোক লাভ) হইল?"

"ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মানুকূল আচরণকারী ছিলেন, ধর্মাধিগমে তিনি আমাকে পীড়িত করেন নাই। ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়-হেতু ঔপপাতিক (ব্রহ্মা) হইয়াছেন, তথায় (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। সেই লোক হইতে আর ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করিবেন না।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

ব্রহ্মায়ু সূত্র সমাপ্ত

২. সেল সূত্র

(বুদ্ধ ও ধর্মের গুণ। সেল ব্রাহ্মণের প্রব্রজ্যা)

৩৯৬. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান সাড়ে বারো শত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘসহ অঙ্গুত্তরাপ জনপদে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতে করিতে যেখানে আপণ নামক নিগম ছিল, সে-স্থানে পৌঁছিলেন।

কেণিয় জটিল (তপস্বী) শুনিলেন, "শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র গৌতম সাড়েবারশত ভিক্ষুর মহাভিক্ষুসংঘসহ অঙ্গুত্তরাপে চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে আপণে আসিয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের এই প্রকার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ বিঘোষিত হইয়াছে : সেই ভগবান অর্হৎ...। তথাবধি অর্হতের দর্শন মঙ্গলজনক।"

তখন কেণিয় জটিল যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সাথে সম্মোদনের (কুশলাদি জিজ্ঞাসার) পর

একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান ধর্মোপদেশ দ্বারা সংদর্শন, সমাদাপন, সমুত্তেজন, সংপ্রহর্ষণ করিলেন। ভগবানের ধর্মোপদেশ দ্বারা সন্দর্শিত... হইয়া কেণিয় জটিল ভগবানকে বলিলেন, "মহামান্য গৌতম, ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকল্য আমার বাড়িতে ভোজন স্বীকার করুন।"

এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান কেণিয় জটিলকে বলিলেন, "কেণিয়, ভিক্ষুসংঘ বৃহৎ, সংঘে সাড়ে বারো শত ভিক্ষু আছে। তুমিও ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রসন্ন।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার কেণিয় জটিল ভগবানকে বলিলেন,...।

"ভগবান মৌনভাবে সম্মত হইলেন। তখন ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া কেণিয় জটিল আসন হইতে উঠিয়া যেস্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল, সে-স্থানে উপনীত হইলেন এবং মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণকে আহ্বান করিলেন, "ওহে, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতগণ, আমার বাক্য শুনুন, আমি ভিক্ষুসংঘসহ শ্রমণ গৌতমকে আগামীকল্য ভোজন নিমন্ত্রণ করিয়াছি। অতএব আপনারা আমার সাহায্য করিতে পারেন।"

"হ্যাঁ, মহাশয়, (বলিয়া) কেণিয় জটিলকে প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সলোহিতদের কেহ কেহ উদ্ধ্মাদ (উনান) খনন করিতে লাগিল, কেহ কেহ জ্বালানিকাষ্ঠ চিড়িতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ ভাজন ধৌত করিতে লাগিল, কেহ কেহ উদকমণি (জল-পাত্র) প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল, কেহ কেহ আসন বিছাইতে লাগিল। কেণিয় জটিল স্বয়ং মণ্ডলমাল (বস্ত্রমণ্ডপ) সজ্জিত করিলেন।

৩৯৭. সেই সময় নিঘণ্ডু, কল্প (কেটুভ), অক্ষর-প্রভেদ সহিত ত্রিবেদ তথা পঞ্চম ইতিহাসে পারগূ, পদক (পদকর্তা), বৈয়াকরণ, লোকায়ত এবং মহাপুরুষ-লক্ষণ (সামুদ্রিক) শাস্ত্রে নিপুণ (অনবয়), শৈল নামক ব্রাহ্মণ আপণে বাস করিতেন আর তিনশত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র (বেদ) শিক্ষা দিতেন। শৈলব্রাহ্মণ কেণিয় জটিলের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন (শ্রদ্ধাবান) ছিলেন। তখন শৈলব্রাহ্মণ তিনশত শিক্ষার্থী পরিবৃত হইয়া জঙ্ঘা-বিহার বা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে কেণিয় জটিলের আশ্রমে উপনীত হইলেন। শৈলব্রাহ্মণ দেখিলেন যে কেণিয় জটিলের জটিল শিষ্যদের (জটাধারী বানপ্রস্থ শিষ্য) মধ্যে কেহ উদ্ধ্মান খনন করিতেছে,... এবং কেণিয় জটিল নিজেই মণ্ডলমাল প্রস্তুত করিতেছেন।

ইহা দেখিয়া তিনি কেণিয় জটিলকে বলিলেন, "কেমন, মাননীয়

কেণিয়ের এখানে কি আবাহ কিংবা বিবাহ হইবে, অথবা মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে, কিংবা বলকায় (সেনা)-সহ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আগামীকল্য ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন?"

"না, হে শৈল, আমার এখানে আবাহ হইবে না, বিবাহও হইবে না, আর বলকায়সহ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারও আগামীকল্য ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রিত নহেন, অপিচ আমার এখানে মহাযজ্ঞ উপস্থিত আছে। শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম সাড়ে বারোশত ভিক্ষুসংঘ সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘসহ অঙ্গুত্তরাপে ধর্ম প্রচারার্থ বিচরণ করিতে করিতে আপণে আসিয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ মঙ্গল-কীর্তিশব্দ বিস্তৃত হইয়াছে : সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদূ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথী, দেবমানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান হন। তিনি ভিক্ষুসংঘের সহিত আগামীকল্য ভোজনের নিমিত্ত আমার এখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।"

"হে কেণিয়, বুদ্ধ বলিতেছেন?"

"হে শৈল, হ্যাঁ, বুদ্ধ কহিতেছি।"

"... বুদ্ধ বলিতেছেন?"

"... বুদ্ধ কহিতেছি।"

"... বুদ্ধ বলিতেছেন?"

"... বুদ্ধ কহিতেছি।"

৩৯৮. তখন শৈলব্রাহ্মণের এই চিন্তা হইল : 'বুদ্ধ' এই ঘোষও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। আমাদের মন্ত্রে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ বর্ণিত আছে, যাহাতে যুক্ত মহাপুরুষের দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতি হয়। যদি তিনি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন তবে চতুর্দিক বিজয়ী জনপদে স্থায়ি আধিপত্য প্রাপ্ত এবং ধার্মিক ধর্মরাজ চক্রবর্তী রাজা হন...। তিনি সসাগরা এই পৃথিবী বিনাদণ্ডে, বিনাঅস্ত্রে ধর্মত বিজয় করিয়া শাসন করেন। আর যদি আগার ছাড়িয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন তবে জগতে আবরণ বিহীন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হন।

"হে কেণিয়, সেই মহামান্য গৌতম অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সম্প্রতি কোথায় বাস করেন?"

এইরূপ উক্ত হইলে কেণিয় জটিল দক্ষিণবাহু জড়াইয়া ধরিয়া শৈল-ব্রাহ্মণকে ঊলিলেন, "হে শৈল, যেখানে ওই নীল বৃক্ষরাজি বিরাজমান।"

তখন শৈলব্রাহ্মণ তিনশত বিদ্যার্থীসহ যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে

গেলেন। শৈলব্রাহ্মণ সেই তরুণদিগকে বলিলেন, তোমরা নিঃশব্দে পাদ পরিমাণে পদক্ষেপ করিয়া আস। একাচারী সিংহের ন্যায় সেই ভগবানদের সঙ্গলাভ অতীব দুর্লভ। আমি যখন শ্রমণ গৌতমের সাথে আলোচনা করিব, তখন তোমরা আমার কথার মাঝখানে কথা উত্থাপন করিও না, আমার আলোচনা সমাপ্তি পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করিবে।"

তখন শৈলব্রাহ্মণ যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে উপনীত হইলেন এবং ভগবানের সাথে সম্মোদন করিয়া... একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে বসিয়া শৈলব্রাহ্মণ ভগবানের দেহে বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ অনুসন্ধান করিলেন। শৈলব্রাহ্মাণ বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণের মধ্যে দুইটি ব্যতীত অধিকাংশ লক্ষণ ভগবানের দেহে দেখিতে পাইলেন। কোষাচ্ছাদিত গুহ্যেন্দ্রিয় ও প্রশস্তজিহ্বা এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ সম্বন্ধে সন্দেহ ও বিচিকিৎসা রহিল, স্থির প্রত্যয় ও প্রসাদ জন্মিল না। তখন ভগবান এমন ঋদ্ধি (যোগ-বিভূতি) প্রদর্শন করিলেন, যাহাতে শৈলব্রাহ্মণ তাঁহার কোষাচ্ছাদিত বস্তী-গুহ্য দেখিতে পান; ভগবান জিহ্বা বাহির করিয়া তদ্বারা উভয় কর্ণ স্পর্শ করিলেন..., ললাট মণ্ডলের সর্বত্র জিহ্বা দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। তখন শৈলব্রাহ্মণের এই বিচার হইল : "শ্রমণ গৌতম অপূর্ণ নহেন, পরিপূর্ণ বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ সমন্বিত। কিন্তু জানিতে পারিলাম না, তিনি বুদ্ধ হন কি না? বয়োবৃদ্ধ, মহল্লক ব্রাহ্মণ আচার্য-প্রাচার্যদের মুখে শুনিয়াছি : 'যাঁহারা অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হন তাঁহারা স্বীয় গুণ বর্ণিত হইলে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি শ্রমণ গৌতমের সম্মুখে উপযুক্ত গাথা দ্বারা স্তুতি করি।'"

৩৯৯. অতঃপর শৈলব্রাহ্মণ ভগবানের সম্মুখে উপযুক্ত গাথা দ্বারা স্তুতি আরম্ভ করিলেন :

"সুজাত, সুরুচি তুমি, পূর্ণদেহী, সুচারু-দর্শন,
স্বর্ণ-কান্তি, শুক্ল-দন্ত, বীর্যবান হও ভগবান, ১
সুজাত নরের যাহা হয় মহত্ত্বের নিদর্শন,
তব দেহে সে সকল আছে মহাপুরুষ-লক্ষণ। ২
উজ্জ্বল বদন, নির্মল নয়ন, ঋজুদেহ, অতি তেজবান,
শ্রমণসংঘের মাঝে বিরোচন, হও তুমি আদিত্য-সমান। ৩
কাঞ্চন-সন্নিভ চর্ম, ওহে ভিক্ষু, কল্যাণ-দর্শন,
এমন উত্তম দেহে, শ্রমণত্বে কীবা প্রয়োজন? ৪

রথী-শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী রাজা হওয়ার যোগ্যতর;
দিগ্বিজয়ী বীর হও তুমি জম্বুদ্বীপ-অধীশ্বর। ৫
ক্ষত্রিয় রাজারা তব অনুরক্ত হবে আজ্ঞাধীন,
সার্বভৌম মানবেন্দ্ররূপে রাজ্য শাস হে স্বাধীন!" ৬
"(শৈল,) রাজা আমি অনুত্তর, নিখিল বিশ্বের অধীশ্বর,
'ধর্মত চালাই চক্র', প্রতিদ্বন্দী নাই অন্যতর।" ৭
"অনুত্তর ধর্মরাজ বুদ্ধ বলে করিছ জ্ঞাপন,
'ধর্মত চালাই চক্র', কহিতেছ ইহা, ভগবান? ৮
শাস্তার শ্রাবকে প্রভু, কোনো সেনাপতি দান্তজন,
তব প্রবর্তিত ধর্মচক্র করিবেন প্রবর্তন?" ৯
"মম প্রবর্তিত চক্র, ওহে শৈল, ধর্মচক্র অনুত্তর,
তথাগত অনুজাত সারিপুত্র প্রবর্তিবে অনন্তর। ১০
অববোধ্য দুঃখসত্য, বিদ্যা আর বিমুক্তি উত্তম,
প্রহাতব্য সমুদয়, তাহা আমি করেছি বর্জন।
নিরোধ প্রত্যক্ষযোগ্য, করিয়াছি প্রত্যক্ষ এখন,
ভাবনীয় মার্গসত্য, মম চিত্তে করেছি ভাবন;
বুঝি আর্যসত্য আমি, তাই বুদ্ধ জানিবে ব্রাহ্মণ। ১১
ছাড় কঙ্খা, রাখ শ্রদ্ধা, আমার বিষয়ে, হে ব্রাহ্মণ!
অতীব দুর্লভ লোকে নিরন্তর বুদ্ধ-দরশন। ১২
প্রাদুর্ভাব যাঁহাদের জগতে দুর্লভ নিরন্তর,
হে ব্রাহ্মণ, সে সম্বুদ্ধ আমি শল্য-কর্তা অনুত্তর। ১৩
ব্রহ্মভূত অনুপম মারসৈন্য করেছি মর্দন,
সর্বরিপু পরিহরি ভয়শূন্য মোদিত জীবন।" ১৪
"কোনো, ওহে শিষ্যগণ, চক্ষুষ্মান করেন ভাষণ,
শল্যকর্তা মহাবীর বলে যথা কেশরী-গর্জন। ১৫
ব্রহ্মভূত নিরুপম মারসৈন্য করেছেন জয়,
নীচকুলে জাত সে, যে দেখে তাঁকে প্রসন্ন না হয়। ১৬
যার ইচ্ছা অনুসর, অনিচ্ছুক করহ প্রস্থান,
লভিব প্রব্রজ্যা আমি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ-সন্নিধান। ১৭
ত্রিশত ব্রাহ্মণ এরা, যুক্তাঞ্জলি করিছে যাচন,
ব্রহ্মচর্য আচরিব তব কাছে, ওহে ভগবান!" ১৮

"সুব্যাখ্যাত ব্রহ্মচর্য, এসো, শৈল, করো আচরণ,
স্ব-জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-যোগ্য, কালাপেক্ষা নহে কদাচন;
সংযম সাধনা জ্ঞানে, শিক্ষাব্রতী প্রমাদ নিধন,
প্রব্রজ্যা অব্যর্থ হয়, ব্রহ্মচর্যে সার্থক জীবন।" ১৯

পরিষদসহ শৈলব্রাহ্মণ ভগবৎ–সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।

৪০০. তখন কেণিয় জটিল সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে স্বীয় আশ্রমে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে কাল নিবেদন করিলেন, "ভো গৌতম সময় হইয়াছে, ভোজন প্রস্তুত।" তখন ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণপূর্বক কেণিয় জটিলের আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ভিক্ষুসংঘসহ সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। কেণিয় জটিল স্বহস্তে, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সন্তর্পিত (পরিতৃপ্ত) করিলেন; সংপ্রবারিত করিলেন। ভগবান ভোজন শেষ করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপসারণ করিলে কেণিয় জটিল এক নিচ আসন লইয়া একপ্রান্তে বসিলেন, একপ্রান্তে উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান এই গাথা দ্বারা অনুমোদন করিলেন :

"অগ্নি-হোত্র, যজ্ঞে মুখ্য, সাবিত্রী-ছন্দের প্রধান,
মানবের শ্রেষ্ঠরাজা, নদীমাঝে সমুদ্র মহান।
নক্ষত্রের মুখ্য-চন্দ্র, তাপীদের আদিত্য প্রধান,
পুণ্যকামী দাতৃদের, দক্ষিণার্হ সঙ্ঘই মহান।"

ভগবান কেণিয় জটিলকে এই গাথা দ্বারা অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

তখন আয়ুষ্মান শৈল পরিষদসহ নির্জনে প্রমাদ রহিত, উদ্যোগযুক্ত সমর্পিত (তন্ময়) চিত্তে অবস্থান করিয়া অচিরে যার জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অত্যুত্তম ব্রহ্মচর্যের অবসান (নির্বাণ) ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া, উপলব্ধি করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইল, ব্রহ্মচর্যবাস পূর্ণ হইল, করণীয় কৃত হইল, আর এই জীবনের জন্য কিছু করিবার নাই, ইহা তিনি অবগত হইলেন। সপরিষদ আয়ুষ্মান শৈল অর্হৎদের অন্যতম হইলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান শৈল শাস্তার সমীপে গিয়া চীবর একাংশে (বামস্কন্ধে) রাখিয়া যেদিকে ভগবান আছেন সেদিকে যুক্তাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে গাথা দ্বারা বলিলেন :

আট দিন গত মাত্র, চক্ষুষ্মান, আসিনু তব শরণে,
সপ্তরাতে ভগবান, আমা সবে দমিলে তব শাসনে। ১
বুদ্ধ তুমি, শাস্তা তুমি, তুমি মুনি মার পরাভবকারী,
ছেদিয়া অনুশয়ে তীর্ণ তুমি, জীবের হও ত্রাণকারী। ২
উপধি তব অতিক্রান্ত, সর্ব আসব তব প্রদলিত,
সিংহসম, প্রনষ্ট ভয়-ভৈরব, উপাদান বিরহিত। ৩
এই ত্রিশত ভিক্ষু হেথায় রহিয়াছে অঞ্জলি করণে,
প্রসার পাদদ্বয় বীর, নাগেরা বন্দে শাস্তার চরণে।” ৪

শৈল সূত্র সমাপ্ত

৩. অশ্বলায়ন সূত্র

(বর্ণব্যবস্থার খণ্ডন)

৪০১. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে বাস করিতেছেন। সেই সময় বিভিন্ন রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণদের মধ্যে পঞ্চশত পরিমাণ ব্রাহ্মণ কোনো কার্যোপলক্ষে[১] শ্রাবস্তীতে বাস করিতেন। তখন সেই ব্রাহ্মণদের এই চিন্তা উদয় হইল : “এই শ্রমণ গৌতম চারি বর্ণের শুদ্ধি (চাতুর্বর্ণ্য শুদ্ধি) সম্বন্ধে প্রচার করেন। এ বিষয়ে শ্রমণ গৌতমের সহিত কে প্রতিবাদ (তর্ক) করিতে সমর্থ হইবে?”

সেই সময় শ্রাবস্তীতে অশ্বলায়ন[২] নামক মুণ্ডিত শির তরুণ মানব (বিদ্যার্থী) বাস করিতেন। তিনি নিঘণ্টু-কেটুভ (কল্প) ও অক্ষর-প্রভেদ (শিক্ষা) সহিত ত্রিবেদ তথা পঞ্চম ইতিহাসে পারগূ, আর পদক (কবি), বৈয়াকরণ, লোকায়ত, মহাপুরুষ-লক্ষণে নিপুণ ছিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণের মনে হইল : “এই শ্রাবস্তীতে অশ্বলায়ন... মানব বাস করেন, তিনি শ্রমণ গৌতমের সাথে এই বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইবেন।”

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ যেখানে অশ্বলায়ন মানব থাকেন সে-স্থানে গেলেন এবং অশ্বলায়ন মানবকে বলিলেন, “অশ্বলায়ন, এই শ্রমণ গৌতম চাতুর্বর্ণ্য

---

[১]। যজ্ঞানুষ্ঠান, মন্ত্রাধ্যয়ন, দক্ষিণান্বেষণাদি অনির্দিষ্ট কারণে। (টীকা)

[২]। বেদ-স্মৃতি প্রণেতা, শ্রৌত-সূত্র, গৃহ্য-সূত্র এবং ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক প্রণেতা অশ্বলায়ন?

শুদ্ধি[১] প্রচার করেন। মাননীয় অশ্বলায়ন, আপনি আসুন, শ্রমণ গৌতমের সহিত এ বিষয়ে প্রতিবাদ করুন।"

এই প্রকার উক্ত হইলে অশ্বলায়ন মানব সেই ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, "ওহে মহাশয়গণ, শ্রমণ গৌতম ধর্ম (যথাভূত) বাদী, ধর্মবাদীরা দুষ্প্রতিমন্ত্য, আমাদের মত লোকের প্রতিবাদের আযোগ্য হন। আমি শ্রমণ গৌতমের সহিত এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইব না।"

দ্বিতীয়বারও সেই ব্রাহ্মণেরা তরুণ অশ্বলায়নকে বলিলেন, "...। মাননীয় অশ্বলায়নের পরিব্রাজক বিধান[২] উত্তমরূপে অভিজ্ঞাত ও আচরিত হইয়াছে।"

[দ্বিতীয়বারও অশ্বলায়ন ওইভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন।]

তৃতীয়বারও... বলিলেন, "আসুন... শ্রমণ গৌতমের সাথে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করুন। মাননীয় অশ্বলায়ন পরিব্রাজকের বিধান আচরণ করিতেছেন। মাননীয় অশ্বলায়ন বাক্‌যুদ্ধে পরাজিত না হইয়াই পরাজয় স্বীকার করিবেন না।"

এইরূপ উক্ত হইলে যুবক অশ্বলায়ন সেই ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, "মহাশয়গণ, নিশ্চয় আমি জয়লাভ করিব না, শ্রমণ গৌতম ধর্মবাদী। ধর্মবাদীরা প্রতিবাদের অযোগ্য হন। আমি শ্রমণ গৌতমের সহিত এই আলোচনায় প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইব না। তথাপি আপনাদের অনুরোধে আমি যাইব।"

৪০২. তখন অশ্বলায়ন মানব বৃহৎ ব্রাহ্মণসংঘের সহিত যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপনীত হইলেন এবং ভগবানের সাথে সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট অশ্বলায়ন মানব ভগবানকে ইহা বলিলেন, "ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা এরূপ বলেন, 'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্যবর্ণ হীন। ব্রাহ্মণই শুক্লবর্ণ, অপরবর্ণ কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণেরাই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা নহে। ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার ঔরস-পুত্র, মুখ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্মিত ব্রহ্মের দায়াদ।' এ বিষয়ে প্রভু গৌতম কী বলেন?"

"বস্তুত অশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণীদিগকে ঋতুমতী হইতে, গর্ভধারণ করিতে, প্রসব করিতে ও স্তন্যপান করাইতে দেখা যায়, তাহারা ব্রাহ্মণীযোনিজ হইয়াই এইরূপ বলে : 'ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠবর্ণ... ব্রহ্ম-

---

[১]। কেবল ব্রাহ্মণের নহে, শুদ্ধি চারি বর্ণের সাধারণ; ধ্যানাদি দ্বারা সকলেই শুদ্ধ হয়। মধুর সূত্র দ্রষ্টব্য।

[২]। ত্রিবেদের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পরিব্রাজকের দীক্ষামন্ত্র ও আচার অনুষ্ঠান। (প-সূ.)

দায়াদ[১]।'"

"যদিও প্রভু গৌতম ইহা বলিতেছেন, তথাপি ব্রাহ্মণেরা এ ধারণা পোষণ করেন—'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ... ব্রহ্ম-দায়াদ।'"

৪০৩. "তাহা কী মনে করো, অশ্বলায়ন, তুমি শুনিয়াছ কি? যবন[২] কম্বোজ[৩] আর অপর প্রত্যন্ত জনপদসমূহে আর্য (প্রভু) আর দাস দুই বর্ণই আছে; তথায় আর্য হইয়া দাস হয়, দাস হইয়াও আর্য হইয়া থাকে[৪]।"

"হ্যাঁ, ভো, আমি শুনিয়াছি...।"

"অশ্বলায়ন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মণদের কী বল, কী অধিকার যে তাহারা এরূপ বলিবে—'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অপরবর্ণ হীন...'?"

"যদিও প্রভু গৌতম এরূপ বলিতেছেন, তথাপি ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে এই ধারণাই পোষণ করেন—'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ... ব্রহ্ম-দায়াদ।'"

৪০৪. "তাহা কী মনে করো, অশ্বলায়ন, ক্ষত্রিয়ও যদি প্রাণিহিংসাকারী, চোর, ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, কর্কশভাষী, সম্প্রলাপী, অত্যন্ত লোভী, বিদ্বেষচিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা) সম্পন্ন হয়; (তবে) দেহ-ত্যাগে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত-নরকে উৎপন্ন হইবে কিংবা হইবে না? ব্রাহ্মণ..., বৈশ্য..., শূদ্র... ?"

"ভো গৌতম, ক্ষত্রিয়..., ব্রাহ্মণ..., বৈশ্য..., শূদ্রও... চারি বর্ণের সকলেই যদি প্রাণিহিংসাকারী... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় তবে... নরকে উৎপন্ন হইবে।"

"তবে পুনশ্চ অশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের কী বলো, কোনো আশ্বাস যে তাহারা এইরূপ বলিবে : 'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ... ব্রহ্ম-দায়াদ?"

"... তথাপি ব্রাহ্মণেরা এইরূপই তো বলিয়া থাকেন...।"

৪০৫. "তাহা কী মনে করো, অশ্বলায়ন, যদি ব্রাহ্মণ প্রাণিহিংসা বিরত

---

[১]। যদি তাহা হয় তবে ব্রাহ্মণীদের গর্ভাশয় ব্রহ্মার উরু এবং প্রসবমার্গ ব্রহ্মার মুখে পর্যবসিত হয়। (প-সূ.)

[২]। রুশীয় তুর্কিস্থান (?) যাহাতে সেকেন্দারের পর যবন (গ্রিক) জাতি বাস করিত অথবা যনান।

[৩]। ইরান, আফগানিস্থান। বর্তমান কম্বোডিয়াও ওই নামে অভিহিত।

[৪]। আর্য-কন্যা দাস-পুত্র ও দাস-কন্যা আর্য-পুত্রের সম্মিলনে বর্ণ শঙ্কর হয়। তাহাই বর্ণান্তরে রূপায়িত করে। (প-সূ.) ওই সকল দেশে জনসাধারণের সমর্থনে একজন প্রভু হয়, অন্যেরা হয় দাস, প্রভু অন্যায় করিলে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর একজনকে প্রভু করা হয়, এ প্রকারে আর্য দাস ও দাস আর্য হয়। (টীকা)

হয়, চৌর্য ও ব্যভিচার বিরত হয়, মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য ও সম্প্রলাপ বিরত হয়, অলোভী, অদ্বেষী ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তবে সে দেহ-ত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়; কিন্তু ক্ষত্রিয় নহে, বৈশ্য নহে, শূদ্র নহে?"

"না, হে গৌতম, ক্ষত্রিয়ও প্রাণিহিংসা বিরত... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন... সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণও..., বৈশ্যও..., শূদ্রও...; চারি বর্ণের সকলেই... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

"এ বিষয়ে অশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের কী বলো, কোনো আশ্বাস... ?"

৪০৬. "তাহা কী মনে করো, অশ্বলায়ন, কেবল ব্রাহ্মণই কি এই প্রদেশে বৈর-রহিত, বিদ্বেষ-রহিত মৈত্রী-চিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ হয়? কিন্তু তথা ক্ষত্রিয় নহে, বৈশ্য নহে, শূদ্র নহে?"

"না, হে গৌতম, ক্ষত্রিয়ও এই প্রদেশে... মৈত্রী-চিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ হয়,...। চারি বর্ণের সকলেই... মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ হয়।"

"এখানে, অশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের কি বল, কোনো অধিকার... ?"

৪০৭. "তাহা কী মনে করো, অশ্বলায়ন, কেমন, কেবল ব্রাহ্মণই সাবান (সোত্তি) স্নানোপকরণ লইয়া নদীতে ধূলি-কর্দম ধৌত করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় নহে... ?"

"না, হে গৌতম, ক্ষত্রিয়ও সমর্থ হয়...। চারি বর্ণের সকলেই সমর্থ হয়।"

"এখানে, অশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের কি বলো... ?"

৪০৮. "অশ্বলায়ন, তাহা কী মনে করো, (যদি) এখানে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা নানা জাতির শত পুরুষকে সম্মিলিত করেন, (আর উহাদিগকে বলেন)—'আসুন, মহাশয়েরা, যাহারা ক্ষত্রিয়কুলে, ব্রাহ্মণকুলে ও রাজন্যকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, শাল, সরল, চন্দন কিংবা পদ্মকাষ্ঠের উত্তরারণী লইয়া অগ্নি উৎপাদিত করুন, তেজ প্রাদুর্ভূত করুন। আর যাহারা চণ্ডালকুলে, নিষাদকুলে, বেণ (ডোম) কুলে, রথকারকুলে, পুক্কুশকুলে উৎপন্ন হইয়াছ, তোমরাও আস; কুকুরের পানদ্রোণী, শূকর-দ্রোণী, রজক-দ্রোণী কিংবা এরণ্ডকাষ্ঠের উত্তরারণী লইয়া অগ্নি উৎপাদন করো, তেজ প্রাদুর্ভূত করো।' তাহা কী মনে হয়, অশ্বলায়ন, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রকুলে উৎপন্নদের দ্বারা শাল, সরল, চন্দনকাষ্ঠের উত্তরারণী লইয়া যে অগ্নি উৎপাদিত ও যে তেজ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; কেমন, উহাই কি অর্চিমান, বর্ণবান

ও প্রভাস্বর অগ্নি হইবে? সেই অগ্নি দ্বারা অগ্নিকৃত্য[১] সম্পাদন সম্ভব হইবে; আর সেই চণ্ডাল-নিষাদ-বেণ-রথকার-পুক্কুশ কুলোদ্ভবদের দ্বারা শ্বা-পার্নদ্রোণী, শূকর-দ্রোণী এরণ্ডকাষ্ঠের উত্তরারণী লইয়া প্রজ্বলিত অগ্নি প্রাদুর্ভূত যে তেজ উহা অর্চিমান, বর্ণবান ও প্রভাস্বর হইবে না? সেই অগ্নি দ্বারা অগ্নি-কৃত্য কি সম্ভব হইবে না?"

"নিশ্চয় না, ভো গৌতম, ক্ষত্রিয়... কুলোদ্ভবদের দ্বারা উৎপাদিত... যে অগ্নি আছে,... উহাও... অর্চিমান... অগ্নি হইবে; সে অগ্নিতেও অগ্নি-কৃত্য সম্পাদন সম্ভব; আর সেই চণ্ডাল... কুলোৎপন্নদের দ্বারা উৎপাদিত যে অগ্নি আছে,... উহাও অর্চিমান... অগ্নি হইবে। সেই অগ্নিতেও অগ্নি-কৃত্য করা সম্ভব।"

"এখানে অশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের কী বলো... ?"

৪০৯. "তাহা কী মনে করো, অশ্বলায়ন, যদি ক্ষত্রিয়কুমার ব্রাহ্মণকন্যার সহিত সংবাস করে এবং তাহাদের সহবাস-হেতু পুত্র উৎপন্ন হয়; তবে সেই ক্ষত্রিয়কুমার দ্বারা ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত যে পুত্র হইয়াছে সে মাতারও সমান পিতারও সমান অধিকারী। সুতরাং সে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হওয়া উচিত নহে কি?"

"ভো গৌতম, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হওয়া উচিত।"

"অশ্বলায়ন, যদি ব্রাহ্মণকুমার ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত সংবাস করে,... ব্রাহ্মণ বলা উচিত কি?"

"হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ বলা উচিত।"

"... অশ্বলায়ন, যদি ঘোড়াকে গাধা দ্বারা সম্প্রযোগ করা যায়, উহাদের সংযোগ-হেতু কিশোর (বাচ্চা) উৎপন্ন হয়। সেই ঘোড়া-গাধার সংযোগে যে কিশোর উৎপন্ন হইল, উহাকে মাতাপিতার সমানহেতু ঘোড়া-গাধা বলা উচিত কি?

"হে গৌতম, বৈশাদৃশ্যহেতুই (বেকুরঞ্জাযহি সো)[২] উহা অশ্বতর হয়। ভো গৌতম, এই মাত্র ইহার নানা কারণ বা প্রভেদ দেখিতে পাই। সেই পূর্বনিয়মানুসারে কিন্তু এই সকল মানবের মধ্যে কোনো নানা কারণ বা প্রভেদ দেখি না।"

---

[১]। শীত বিনোদন, অন্ধকার বিদূরণ, ভাত রন্ধনাদি অগ্নিকৃত্য। (প-সূ.)

[২]। কুণ্ডং হি সো (ষষ্ঠ-সং), সো কুমারণ্ডুপি সো (শ্যা, ব্র.), বেকুলজো হি সো (?) বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়।

"... অশ্বলায়ন, এখানে দুই ব্রাহ্মণকুমার (যমজ) সহোদর ভ্রাতা হয়। তাহাদের একজন অধ্যয়নশীল ও উপনীত (উপনয়ন দ্বারা গুরু সমীপে আগত) অপর অনধ্যয়নশীল ও অনুপনীত। শ্রাদ্ধে, মঙ্গল-কর্মে, যজ্ঞে অথবা আগন্তুক হিসেবে এখানে ব্রাহ্মণেরা কাহাকে প্রথম ভোজন করাইবে?"

"ভো গৌতম, যে মানব অধ্যয়নশীল ও উপনীত, তাহাকেই প্রথম ভোজন করাইবে। অনধ্যয়নশীল ও অনুপনীতকে দান দিলে কি মহৎ ফল হইবে?"

"তাহা কি মনেকর, অশ্বলায়ন, এখানে দুই মানব সহোদর ভাই। একজন অধ্যয়নশীল ও উপনীত, কিন্তু দুঃশীল (দুরাচারী), পাপধর্মা; অপর অনধ্যয়নরত ও অনুপনীত কিন্তু শীলবান কল্যাণধর্মা। ব্রাহ্মণের ইহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধে, উপহারে, যজ্ঞে কিংবা আগন্তুক হিসেবে কাহাকে ভোজন করাইবে?"

"ভো গৌতম, যে মানব অনধ্যয়নরত, অনুপনীত কিন্তু শীলবান কল্যাণধর্মা হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মণগণ প্রথম ভোজন করাইবেন। দুঃশীল পাপধর্মাকে দান দিলে কি মহাফল হইবে?"

"অশ্বলায়ন, প্রথমে তুমি জাতিবাদে গিয়াছিলে, জাতিতে গিয়া মন্ত্রে পৌঁছিলেন, তৎপর তপস্যায় উপনীত হইলে; অধুনা আমি যাহার উপদেশ করিতেছি, তুমি সেই চাতুর্বর্ণ্যশুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন করিলে।"

এইরূপ কথিত হইলে অশ্বলায়ন মানব তূষ্ণীভূত, মঙ্কুভূত, পতিতস্কন্ধ, অধোমুখ, চিন্তাযুক্ত ও অপ্রতিভ হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

৪১০. তখন ভগবান অশ্বলায়ন মানবকে... অপ্রতিভ দেখিয়া বলিলেন, "পূর্বকালে, অশ্বলায়ন, অরণ্যে পর্ণকুটিরবাসী সাতজন ব্রাহ্মণঋষির এই প্রকার পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইল : 'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ অপরবর্ণ হীন...।' অশ্বলায়ন, তখন অসিত (কাল) দেবলঋষি শুনিলেন,... সপ্ত, ব্রাহ্মণ-ঋষির এই প্রকার পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে...। তখন অসিতদেবল ঋষি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া মঞ্জিষ্ঠা বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া কাষ্ঠপাদুকায় (অটনিযো উপহানা) আরোহণপূর্বক স্বর্ণ-রজতের দণ্ড ধারণ করিয়া সপ্ত ব্রাহ্মণ-ঋষির কুটিরাঙ্গণে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

অশ্বলায়ন, তখন অসিতদেবল ঋষি সপ্ত ব্রাহ্মণঋষির কুটিরাঙ্গণে পায়চারী করিতে করিতে বলিলেন, 'আহা, এই মাননীয় ব্রাহ্মণঋষিরা কোথায় গেলেন?' অশ্বলায়ন, তখন সেই সপ্ত ব্রাহ্মণঋষির মনে হইল : 'এ আবার কে? গ্রাম্য বালকের ন্যায় সপ্ত ব্রাহ্মণঋষির কুটিরাঙ্গণে চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে

কহিতেছে—আহা!... বেশ, ইহাকে অভিশাপ দিব।' অশ্বলায়ন, তখন সপ্ত ব্রাহ্মণঋষি অসিতদেবলকে অভিশাপ দিলেন, 'বৃষল (শূদ্র), তুমি ভস্মীভূত হও।' অশ্বলায়ন, সপ্ত ব্রাহ্মণঋষি অসিতদেবল ঋষিকে যেমন যেমন অভিশাপ দিতেছিল, তেমন তেমনই... দেবলঋষি অধিকতর সুন্দর, অধিকতর দর্শনীয়, অধিকতর প্রাসাদিক হইতে লাগিলেন। তখন সপ্ত ব্রাহ্মণ-ঋষির চিন্তা হইল : 'আমাদের তপস্যা ব্যর্থ, ব্রহ্মচর্য নিষ্ফল। আমরা পূর্বে বৃষল তুমি ভস্মীভূত হও বলিয়া যাহাকে অভিশাপ দিতাম, সে একরকম ভস্মীভূতই হইত। ইহাকে আমরা যেমন শাপ দিতেছি তেমন তেমনই সে অধিকতর রূপবান, দর্শনীয় ও প্রাসাদিক হইতেছে।' (দেবল বলিলেন) 'ওহে, আপনাদের তপস্যা ব্যর্থ নহে, ব্রহ্মচর্য নিষ্ফল নহে; আপনারা যে আমার প্রতি মন-প্রদূষিত করিয়াছেন, উহা পরিত্যাগ করুন।'

'আমাদের যে মন-বিদ্বেষ আছে, তাহা আমরা ত্যাগ করিলাম। আপনি কে?'

'আপনারা অসিতদেবল ঋষির নাম শুনিয়াছেন?'

'হ্যাঁ, ভো!'

'আমি সে-ই হই।'

তখন অশ্বলায়ন, সপ্ত ব্রাহ্মণঋষি অভিবাদন করিবার মানসে অসিতদেবল ঋষির সমীপে গেলেন।

৪১১. তখন অসিতদেবল ঋষি সপ্ত ব্রাহ্মণঋষিকে বলিলেন, 'আমি শুনিয়াছি যে... অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটিরবাসী সপ্ত ব্রাহ্মণঋষির এই প্রকার পাপ-দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে—ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ...।'

'হ্যাঁ, ভো,'।

'জানেন কি আপনাদের জননী মাতা ব্রাহ্মণদেরই সমীপে গিয়াছিলেন, অব্রাহ্মণের নিকট নহে?'

'না, মহাশয়,'।

'জানেন কি আপনাদের জননী-মাতার মাতা যাবৎ সপ্তম মাতামহী যুগ (পরম্পরা) ব্রাহ্মণেরই নিকট গিয়াছেন, অব্রাহ্মণের নিকট নহে?'

'না, মহাশয়,'।

'জানেন কি আপনাদের জনক পিতা,... পিতামহ যুগ সপ্তম পুরুষ পরম্পরা পর্যন্ত ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়াছিলেন, অব্রাহ্মণীর কাছে নহে?'

'না, মহাশয়,'

'কী প্রকারে গর্ভাবক্রান্তি হয়, আপনারা জানেন কি?'

'হ্যাঁ, মহাশয়, আমরা জানি, যেরূপে গর্ভের অবক্রান্তি হয়, যখন মাতা ঋতুমতী হয়, মাতাপিতা সম্মিলিত হয়, আর গন্ধর্বও (উৎপদ্যমান সত্ত্ব) উপস্থিত হয়; এইরূপে তিনের (প্রবাহের) সংযোগ-হেতু তখন গর্ভের অবক্রান্তি (প্রাদুর্ভাব) হয়।'

'মহাশয়গণ, আপনারা জানেন কি সেই গন্ধর্ব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কিংবা শূদ্র?'

'না, মহাশয়, আমরা জানি না।'

'তাহা হইলে মহাশয়েরা জানেন কি আপনারা কে হন?'

'হ্যাঁ, মহাশয়, তাহা হইলে আমরা কে হই তাহা জানি না।'

"হে অশ্বলায়ন, অসিতদেবল (পঞ্চাভিজ্ঞ) ঋষি দ্বারা স্বীয় জাতিবাদে (গন্ধর্ব প্রশ্ন) অনুসন্ধিত হইয়া, সমনুভাষিত (পর্যালোচিত) হইয়া ও জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই সপ্ত ব্রাহ্মণ ঋষিগণ উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। এখন আমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া... স্বীয় জাতিবাদ সম্বন্ধে তুমি কি উত্তর দিবে? যেহেতু তোমার পাণ্ডিত্যসহ তুমি তাহাদের দর্বী-গ্রাহী পূর্ণের সমানও নও।"

এইরূপ উক্ত হইলে অশ্বলায়ন মানব ভগবানকে বলিলেন, "আশ্চর্য, হে গৌতম, আশ্চর্য, হে গৌতম!... গৌতম, আজ হইতে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

অশ্বলায়ন সূত্র সমাপ্ত

৪. ঘোটমুখ সূত্র

(চার প্রকার পুরুষ)

৪১২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় আয়ুষ্মান উদয়ন বারাণসীতে ক্ষেমীয়[১] আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ কোনো কার্যোপলক্ষে বারাণসীতে উপস্থিত ছিলেন। তখন ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ জঙ্ঘাবিহারার্থ চঙ্ক্রমণ ও বিচরণ করিতে করিতে যেখানে ক্ষেমীয় আম্রবন সেখানে পৌঁছিলেন। তখন আয়ুষ্মান উদয়ন খোলা স্থানে চঙ্ক্রমণ করিতেছেন।

তখন ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ যেখানে আয়ুষ্মান উদয়ন আছেন, সেখানে গেলেন। তথায় গিয়া আয়ুষ্মান উদয়নের সাথে... সম্মোদন করিয়া তাঁহার পিছে পিছে চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, "ওহে শ্রমণ, আমার মনে হয়

---

[১]। ক্ষেমা নামক রাজমহেষীর রোপিত আম্রবন। (টীকা)

প্রকৃত ধার্মিক প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) নাই। ভবাদৃশ (মহৎ) গণের কিংবা এখানে যে ধর্মস্বভাব আছে, তাহার অদর্শন-হেতু এ সম্বন্ধে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে।"

এই কথা উক্ত হইলে আয়ুষ্মান উদয়ন চঙ্ক্রমণ হইতে অবতরণ করিয়া বিহারে (পর্ণকুটিরে) প্রবেশ করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ঘোটমুখ ব্রাহ্মণও বিহারে প্রবিষ্ট হইয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। একপ্রান্তে দণ্ডায়মান ঘোটমুখ ব্রাহ্মণকে আয়ুষ্মান উদয়ন বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আসন বিদ্যমান, যদি ইচ্ছা হয় বসিতে পারেন।"

"প্রভু উদয়নের (আদেশের) অপেক্ষায়ই আমরা বসি নাই। আমার মত লোক পূর্বে নিমন্ত্রিত না হইয়া (স্বয়ং) কী প্রকারে আসনে বসা উচিত মনে করিতে পারেন?"

তখন ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ নিচ এক আসন লইয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান উদয়নকে বলিলেন, "অহো শ্রমণ, প্রকৃত ধার্মিক প্রব্রজ্যা নাই, আমার এ ধারণা; তাহাও ভবাদৃশদের কিংবা এখানে যে ধর্মস্বভাব আছে উহার অদর্শন-হেতু হইয়াছে।"

"ব্রাহ্মণ, আমার বাক্য যদি সমর্থনীয় হয় তবে আপনি সমর্থন করিবেন। আর যদি খণ্ডনীয় হয় তবে খণ্ডন করিবেন। আমার ভাষণের যে অর্থ না বুঝেন, তৎপরে আমাকে সে সম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ভো উদয়ন, ইহা কী প্রকার, ইহার অর্থ কী?' এইরূপ করিয়াই এই বিষয়ে আমাদের কথা-সংলাপ হইতে পারে।"

"মাননীয় উদয়নের সমর্থন যোগ্যকে আমি সমর্থন করিব, খণ্ডনীয়কে খণ্ডন করিব। মাননীয় উদয়নের যে কথা আমি বুঝিব না, তাহা আপনাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিব, 'হে উদয়ন, ইহা কী প্রকার, ইহার অর্থ কী?' এই প্রকারে আমাদের এ সম্বন্ধে কথা-সংলাপ হউক।"

৪১৩. "ব্রাহ্মণ, লোকে চারি প্রকার পুদ্গল (পুরুষ) বিদ্যামান আছে। কোন চারি? ব্রাহ্মণ, (১) এখানে পুদ্গল আত্মন্তপ, আপনার সন্তাপজনক কর্মে লিপ্ত হয় (২) পরন্তপ..., (৩) আত্মন্তপ-পরন্তপ..., (৪) অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ... সুখানুভবী ব্রহ্মভূত (বিশুদ্ধ) আত্মায় বিহার করেন[১]। ব্রাহ্মণ, এই চারি পুদ্গলের মধ্যে কোন প্রকার পুদ্গল আপনার চিত্ত আরাধনা করে?"

"ভো উদয়ন,... এই যে অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ... পুদ্গল তাঁহাকেই...

১। বিস্তৃত বর্ণনা 'কন্দরক সূত্র দ্রষ্টব্য।

আমার পছন্দ হয়।”

“ব্রাহ্মণ, সেই তিন প্রকার পুদ্গল আপনার কেন পছন্দ হয় না?”

“ভো উদয়ন, যিনি... ব্রহ্মভূত আত্মায় বিহার করেন, তিনি আমার চিত্ত আরাধনা করেন।”

৪১৪. “ব্রাহ্মণ, এখানে দ্বিবিধ পরিষদ আছে। কোন দ্বিবিধ? ব্রাহ্মণ, (১) এখানে কোন পরিষদ মণিকুণ্ডলের প্রতি সারক্ত-রক্ত (অত্যন্ত আসক্ত) হইয়া স্ত্রী-পুত্র অন্বেষণ করে, দাস-দাসী..., ক্ষেত্র-বাস্তু, স্বর্ণ-রৌপ্য অনুসন্ধান করে,। আর (২) ব্রাহ্মণ, কোনো পরিষদ মণিকুণ্ডলাদি বিষয়ের প্রতি সারক্ত-রক্ত না হইয়া স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, ক্ষেত্র-বাস্তু, স্বর্ণ-রৌপ্য ত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়। ব্রাহ্মণ, এখানে যে পুদ্গল অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ হয়, সেই... পুদ্গল ইহজীবনেই তৃষ্ণামুক্ত, নির্বাণ-প্রাপ্ত, শীতল-স্বভাব, সুখানুভবী, স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া বিহার করেন। ব্রাহ্মণ, এই দুইয়ের কোন পুদ্গলকে আপনি কোন পরিষদে অধিক দেখিতে পাইতেছেন? যে পরিষদ মণিকুণ্ডলের প্রতি অনুরাগরঞ্জিত হইয়া দারা-পুত্র, দাস-দাসী, ক্ষেত্র-বাস্তু, স্বর্ণ-রৌপ্য অন্বেষণ করে? অথবা যে পরিষদ মণিকুণ্ডলের প্রতি অনুরাগরঞ্জিত না হইয়া দারা-পুত্র... স্বর্ণ-রৌপ্য পরিত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়?”

“ভো উদয়ন, এখানে যে পুদ্গল...অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ হন,... তাঁহাকে এই পরিষদে অধিক দেখিতে পাই যে পরিষদ... অনুরাগরক্ত না হইয়া... অনাগারিক প্রব্রজিত হইয়াছে।”

“ব্রাহ্মণ, এখনই আপনি ভাষণ করিলেন নহে কি? ‘আমার এরূপ মনে হয়—ওহে শ্রমণ, প্রকৃত ধার্মিক প্রব্রজ্যা নাই। এই সম্বন্ধে আমার এ ধারণা হইয়াছে, তাহাও ভবাদৃশগণেরও এখানে যে ধর্মস্বভাব আছে, তাহার অদর্শন-হেতু হইয়াছে?’”

“ভো উদয়ন, নিশ্চয় আমার জন্য ইহা অনুগ্রহণযুক্ত বাক্য বলা হইয়াছে। ধার্মিক প্রব্রজ্যা আছে, এ সম্বন্ধে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে। প্রভু উদয়ন, আমাকে এইরূপই ধারণা করুন। প্রভু উদয়ন কর্তৃক এই যে চারি পুদ্গল বিস্তৃতভাবে বিভক্ত না হইয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; সাধু, প্রভু উদয়ন, আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া এই চারি পুদ্গলকে বিস্তৃতভাবে বিভাগ করুন।”

“তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, শুনুন, সুন্দররূপে মনোযোগ দিন, বলিতেছি।”

“হ্যাঁ, ভো,” (বলিয়া) ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান উদয়নকে উত্তর দিলেন।

৪১৫. আয়ুষ্মান উদয়ন ইহা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কোনো পুদ্গল আত্মন্তপ, আপনার সন্তাপকর কর্মে নিযুক্ত হয়? ব্রাহ্মণ, এখানে কোনো পুদ্গল অচেলক[১] আচার বিহীন... হয়; এইরূপে অনেক প্রকার কায়িক আতাপন-পরিতাপন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ, এই পুদ্গলকে আত্মন্তপ... বলা হয়।

৪১৬. ব্রাহ্মণ, কী প্রকার পুদ্গল পরন্তপ... হয়? এখানে কোন পুদ্গল ঔরম্ভিক (ভেড়াঘাতক)... হয়, অথবা অপর যত সব নির্দয়-নিষ্ঠুর কর্ম হইতে পারে উহাদের আচরণকারী হয়।...।

৪১৭. ব্রাহ্মণ, কোন প্রকার পুদ্গল আত্মন্তপ-পরন্তপ হয়? এখানে কোনো পুরুষ মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা হন..., তাঁহার দাস-কর্মচারী অশ্রু মুখে রোদন করিতে করিতে কর্ম সম্পাদন করে...।

৪১৮, ৪১৯, ৪২০. ব্রাহ্মণ, কোন প্রকার পুদ্গল অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ... হয়? ব্রাহ্মণ, এখানে লোকে তথাগত... চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। তিনি এই প্রকার চিত্তের একাগ্র ও পরিশুদ্ধ অবস্থায়... ইহার নিমিত্ত অপর কোনো কর্তব্য অবশেষ নাই, ইহা জানিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, তাহাকেই বলা হয় অনাত্মন্তপ-অপরন্তপ পুদ্গল[২]।"

৪২১. এইরূপ উক্ত হইলে ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান উদয়নকে বলিলেন, "আশ্চর্য, ভো উদয়ন, আশ্চর্য ভো উদয়ন, যেমন অধঃমুখকে ঊর্ধ্বমুখ করে... সেইরূপেই প্রভু উদয়ন অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে আমি প্রভু উদয়নের ধর্মের ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। আজ হইতে প্রভু উদয়ন, যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

"ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শরণ গ্রহণ করিবেন না, আপনি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করুন, যাঁহার শরণ আমিও গ্রহণ করিয়াছি।"

"ভো উদয়ন, সেই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ গৌতম এখন কোথায় অবস্থান করেন?... তবে নির্বৃত (নির্বাণপ্রাপ্ত) সেই মহামান্য গৌতমের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। আজ হইতে প্রভু উদয়ন, যাবজ্জীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

"ভো উদয়ন, আমাকে অঙ্গরাজা দৈনিক নিত্য ভিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে আমি প্রভু উদয়নকে এক অংশ নিত্য-ভিক্ষা দান করিতেছি।"

---

[১]। কন্দরক সূত্র দেখুন।

[২]। ৪১৮ হইতে ৪২০ অনুচ্ছেদের অনুবাদ কন্দরক সূত্রের ১০ অনুচ্ছেদ হইতে দ্রষ্টব্য।

"ব্রাহ্মণ, অঙ্গরাজা আপনাকে দৈনিক কত ভিক্ষা দেন?"

"ভো উদয়ন, পঞ্চশত কার্ষাপণ।"

"ব্রাহ্মণ, আমাদের স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে।"

"যদি তাহা প্রভু উদয়নের গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে উদয়নের নিমিত্ত বিহার নির্মাণ করাইব।"

"যদি ব্রাহ্মণ, আমার নিমিত্ত বিহার নির্মাণ করাইতে ইচ্ছা করেন, তবে পাটলিপুত্রে সংঘের উদ্দেশ্যে উপস্থানশালা (সভাগৃহ) প্রস্তুত করিয়া দেন।"

"প্রভু উদয়নের এই কথায় আমি আরও অধিকমাত্রায় সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইলাম যে প্রভু উদয়ন আমাকে সংঘে দান দিতে বলিতেছেন। সুতরাং প্রভু উদয়ন, এই নিত্য-ভিক্ষায় আর অপর নিত্য-ভিক্ষায় পাটলিপুত্রে সংঘের নিমিত্ত উপস্থানশালা নির্মাণ করাইব।"

তখন ঘোটমুখ ব্রাহ্মণ এই নিত্য-ভিক্ষা ও অপর নিত্য-ভিক্ষা দ্বারা পাটলিপুত্রে সংঘের উদ্দেশ্যে উপস্থানশালা নির্মাণ করাইলেন। তাহা এখনো ঘোটমুখী নামে কথিত হইয়া থাকে।

ঘোটমুখ সূত্র সমাপ্ত

৫. চঙ্কী সূত্র

(বুদ্ধের গুণ, ব্রাহ্মণদের বেদ আর উহার কর্তা,
সত্যের রক্ষা ও প্রাপ্তির উপায়)

৪২২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘসহ কোশলে বিচরণ করিতে করিতে যেখানে ওপসাদ নামক কোশলবাসীদের ব্রাহ্মণ গ্রাম, তথায় উপনীত হইলেন। সেখানে ভগবান ওপসাদের উত্তরে দেববন নামক শালবনে অবস্থান করিতেছেন।

সেই সময় চঙ্কী ব্রাহ্মণ বহু জন-সমাকীর্ণ, সতৃণকাষ্ঠ-উদকসম্পন্ন, বহু ধান্য সন্নিচয়, রাজ-ভোগ্য রাজা পসেনদি কোশলের প্রদত্ত ব্রহ্মদেয় (ব্রহ্মোত্তর) ওপসাদে রাজ-দায়াদরূপে আধিপত্য করিয়া (স্ব-মর্যাদায়) বাস করিতেন।

ওপসাদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতি শুনিলেন, 'শাক্যকুল প্রব্রজিত, শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম কোশলে বিচরণ করিয়া মহাভিক্ষুসংঘসহ ওপসাদে উপনীত হইয়াছেন, আর ওপসাদের উত্তরে দেববন শালবনে বিহার করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের এরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ উদ্গত হইয়াছে : সেই ভগবান

অর্হৎ...। পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করিতেছেন; তথাবিধ অর্হৎদের দর্শন মঙ্গলজনক।'

৪২৩. তখন ওপসাদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া দলে দলে শ্রেণিবদ্ধভাবে উত্তরাভিমুখে, যেখানে দেববন শালবন আছে, সেখানে যাইতে লাগিলেন। সেই সময় চঙ্কী ব্রাহ্মণ দিবা-বিশ্রামের নিমিত্ত প্রাসাদের উপরতলে উঠিয়াছিলেন। চঙ্কী ব্রাহ্মণ ওপসাদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণকে ওপসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত, হইয়া দলে দলে শ্রেণিবদ্ধভাবে উত্তরাভিমুখে, যেখানে দেববন শালবন, সেখানে যাইতে দেখিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি খত্তাকে (প্রতিহারীকে) ডাকিলেন, "ওরে খত্তা, ওপসাদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ... দেববন শালবন অভিমুখে কেন যাইতেছে?"

"হে চঙ্কী, শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম কোশলে বিচরণ করিতে করিতে মহাভিক্ষুসংঘসহ... দেববন শালবনে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের এরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ উদ্গত হইয়াছে... ইহারা সেই গৌতমকে দর্শনার্থ যাইতেছেন।"

"তাহা হইলে খত্তা, যেখানে ওপসাদক ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ আছে, সেখানে যাও এবং... ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে এইরূপ বলো : 'চঙ্কী ইহা বলিতেছেন, মহাশয়গণ, আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। চঙ্কী ব্রাহ্মণও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন।'"

"হ্যাঁ, ভো," বলিয়া সেই খত্তা চঙ্কী ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিয়া যেস্থানে ওপসাদক ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরা ছিলেন তথায় গেল এবং বলিল, "মহাশয়গণ, চঙ্কী ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, 'আপনারা সকলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। চঙ্কী ব্রাহ্মণও শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করিবেন।'"

৪২৪. সেই সময় নানা বিদেশি পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কোনো কার্যোপলক্ষে ওপসাদে বাস করিতেন। তাঁহারা শুনিলেন যে চঙ্কী ব্রাহ্মণ শ্রমণ গৌতমকে দর্শনার্থ গমন করিবেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ চঙ্কী ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া চঙ্কী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "সত্যই কি মাননীয় চঙ্কী, আপনি শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করিবেন?"

"হ্যাঁ, ভো, আমার সে অভিলাষ হইয়াছে, আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত গমন করিব।"

"মাননীয় চঙ্কী, আপনি শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য যাইবেন না। শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য আপনার যাওয়া উচিত অনুচিত। মাননীয় চঙ্কীকে দর্শনার্থ শ্রমণ গৌতমেরই আগমন যুক্তিসঙ্গত। মাননীয় চঙ্কী, আপনি

মাতাপিতা উভয়পক্ষ হইতে সুজাত (কুলীন) যাবৎ সপ্তম পিতামহ যুগ পরম্পরা বিশুদ্ধ বংশজ (সংসুদ্ধ গহণিক) জাতিবাদ দ্বারা অক্ষিপ্ত (অত্যক্ত), অন্-উপক্লিষ্ট (অ-নিন্দিত); যেহেতু চঙ্কী উভয় পক্ষ হইতে সুজাত হন..., সেই কারণেও মাননীয় চঙ্কী শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত যাইবার যোগ্য নহেন। আপনার দর্শনার্থ শ্রমণ গৌতমেরই আসা উচিত। মাননীয় চঙ্কী আঢ্য, মহাধনী, মহাবিত্তশালী হন, এই কারণেও...। মাননীয় চঙ্কী ত্রিবেদের পারদর্শী...। মাননীয় চঙ্কী অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, উত্তম পরিশুদ্ধ বর্ণ-সৌন্দর্য সমন্বিত, ব্রহ্মবর্ণবান, ব্রহ্মা-বর্চস্বী। অতএব আপনার দর্শনের সুযোগ লাভ সকলের পক্ষে সহজ নহে। মাননীয় চঙ্কী শীলবান বৃদ্ধ-শীলী, উন্নত চরিত্রবান হন...।... কল্যাণবাচী, কল্যাণজনক বাক্য-ভাষী, সুমধুর-ভাষী, বিশ্লেষিত, আড়ষ্ট-বিহীন, অর্থ-বিজ্ঞাপক, নাগরিক ভাষায় যুক্ত...।... চঙ্কী বহুজনের আচার্য-প্রাচার্য হন, তিনশত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র (বেদ) শিক্ষা দান করেন...। মাননীয় চঙ্কী রাজা পসেনদি কোশলের দ্বারা সৎকৃত, গৌরবকৃত, সম্মানিত, পূজিত ও সম্পূজিত হন...। মাননীয় চঙ্কী ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতির সৎকৃত... সম্পূজিত হন...। পূজনীয় চঙ্কীই... কোশল প্রদত্ত ওপসাদে প্রভুত্ব করিয়া বাস করিতেছেন। এই কারণেও মাননীয় চঙ্কী শ্রমণ গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত গমনের অযোগ্য হন, আর শ্রমণ গৌতমই প্রভু চঙ্কীকে দর্শনের নিমিত্ত আগমনের যোগ্য।"

৪২৫. এইরূপ কথিত হইলে চঙ্কী ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, "তাহা হইলে মহাশয়গণ, আমার বক্তব্যও একটু শুনুন, যে কারণে আমরাই সেই মহামান্য গৌতমের দর্শনার্থ যাইবার যোগ্য হই, আর সেই প্রভু গৌতম আমাদের দর্শনার্থ আগমনের অযোগ্য হন। ভো মহাশয়গণ, শ্রমণ গৌতম মাতাপিতা উভয়পক্ষ হইতে সুজাত হন...; এই কারণেও আমরা শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য যাইবার যোগ্য হই, শ্রমণ গৌতম আমাদিগকে দেখিবার জন্য আসিবার অযোগ্য হন। শ্রমণ গৌতম ভূমিস্থ ও আকাশস্থ প্রভুত হিরণ্য-সুবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন...। শ্রমণ গৌতম তরুণ গাঢ় কৃষ্ণকেশ ভদ্রযৌবনসম্পন্ন, প্রথম বয়সেই আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন...। শ্রমণ গৌতম অশ্রুমুখে রোদনপরায়ণ মাতাপিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া, সংসার ছাড়িয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন...। শ্রমণ গৌতম অভিরূপ, দর্শনীয়... ব্রহ্মা-বর্চস্বী; তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত অবকাশ অনন্য সাধারণ...। শ্রমণ গৌতম শীলবান, আর্যশীলসম্পন্ন নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র...,

কল্যাণভাষী..., বহু বিদ্যার্থীর আচার্য-প্রচার্য..., ক্ষীণ-কামরাগ, চাপল্য-রহিত...। শ্রমণ গৌতম কর্মবাদী ক্রিয়াবাদী ব্রহ্মজ্ঞ প্রজার অপাপ (লোকোত্তর ধর্মে) পূর্বঙ্গম হন...। শ্রমণ গৌতম উচ্চকুল–অবিভক্ত ক্ষত্রিয়কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন...। শ্রমণ গৌতম মহাধন, মহা বিত্তবান কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন...। দেশের ও রাষ্ট্রের বাহির হইতে জিজ্ঞাসু হইয়া লোক শ্রমণ গৌতম সমীপে আগমন করেন...। অনেক সহস্র দেবতা আপ্রাণকোটি শ্রমণ গৌতমের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন...। শ্রমণ গৌতমের এরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ উদগত হইয়াছে : সেই ভগবান এই কারণে অর্হৎ...। শ্রমণ গৌতম বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ সংযুক্ত হন...। রাজা মাগধ সেনিয় বিম্বিসার, পসেনদি কোশল ও বিখ্যাত ব্রহ্মণ পোক্‌খরসাতি শ্রমণ গৌতমের সপুত্র-দার আপ্রাণ শরণাগত...। ভো মহাশয়গণ, শ্রমণ গৌতম ওপসাদে উপনীত হইয়াছেন, ওপসাদে... দেববন শালবনে বিহার করিতেছেন। বিশেষত যেকোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রাম-ক্ষেত্রে আগমন করেন, তাঁহারাই আমাদের অতিথি; অতিথিগণ আমাদের অভ্যর্থনীয়, গৌরবার্হ, माननीয় ও পূজার যোগ্য হন। ভো, শ্রমণ গৌতম ওপসাদে উপনীত হইয়াছেন, ওপসাদের উত্তরদিকে দেববন শালবনে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং শ্রমণ গৌতম আমাদেরই অতিথি; অতিথি আমাদের অভ্যর্থনার যোগ্য... পূজার্হ হন। এই কারণেও...। ওহে মহাশয়গণ, আমি সেই প্রভু গৌতমের গুণাবলি এই পরিমাণ জানি, কিন্তু সেই প্রভু গৌতম কেবল এই পরিমাণ গুণের অধিকারী নহেন, সেই প্রভু গৌতম অপরিসীম গুণবান[১]। এই সকলের একাঙ্গযুক্ত হইলেও প্রভু গৌতম আমাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসার অযোগ্য হন, কিন্তু প্রভু গৌতমকে দর্শনের নিমিত্ত আমাদের তথায় যাওয়া উচিত। সুতরাং চলুন, আমরা সকলে শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করি।"

৪২৬. তখন চঙ্কী ব্রাহ্মণ বৃহৎ ব্রাহ্মণ পরিষদের সহিত যেখানে ভগবান আছেন, সে-স্থানে উপনীত হইলেন। তথায় গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া... একপ্রান্তে বসিলেন।... সেই সময় ভগবান বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের সাথে কিছু স্মরণীয় কথা সমাপ্ত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন।

সেই সময় মুণ্ডিত-শির জন্মে ষোলো বর্ষ বয়স্ক... ত্রিবেদে পারদর্শী

---

[১]। বুদ্ধোপি বুদ্ধস্‌স ভণেয্য বণ্ণং কপ্পম্পি চে মঞ্ঞমভাসমানো,
খীযেথ কপ্পো চিরদীঘমন্তরে বণ্ণো ন খীযেথ তথাগতস্‌স। (প-সূ.)

কাপতিক নামক তরুণ ব্রাহ্মণকুমার... পরিষদে উপবিষ্ট ছিল। ভগবানের সহিত বয়স্ক বয়স্ক ব্রাহ্মণদের আলোচনার সময় সে মাঝে মাঝে কথা উত্থাপন করে। তখন ভগবান কাপতিক মানবকে নিবারণ করিলেন, "আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ, বৃদ্ধ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের সাথে আলোচনার সময় কথা বলিও না। আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ, কথা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

এইরূপ কথিত হইলে চঙ্কী ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, প্রভু গৌতম, কাপতিক মানবকে নিবারণ করিবেন না। কাপতিক মানব কুলপুত্র (কুলীন), বহুশ্রুত, পণ্ডিত, সুবক্তা; কাপতিক মানব প্রভু গৌতমের সহিত এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতে সমর্থ।"

তখন ভগবানের এই চিন্তা হইল : "অবশ্যই কাপতিক মানবের কথা ত্রিবেদ প্রবচন সম্বন্ধে হইবে। তজ্জন্যই ব্রাহ্মণেরা তাহাকে সসম্মানে সম্মুখে রাখিয়াছেন।"

তখন কাপতিক মানবের এই চিন্তা হইল : "যখন শ্রমণ গৌতম আমার চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।"

ভগবান স্বীয় চিত্ত দ্বারা কাপতিক মানবের চিত্তবিতর্ক অবগত হইয়া যেদিকে কাপতিক মানব ছিল সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

৪২৭. তখন কাপতিক মানব চিন্তা করিল : "শ্রমণ গৌতম আমাকে দেখিতেছেন। অতএব আমি তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।" কাপতিক মানব ভগবানকে কহিল, "ভো গৌতম, পিটক (আপ্তবাণী) সম্পত্তিযোগে[১] এই এইরূপে শ্রুতিপরম্পরা আগত, পুরাতন এই যে মন্ত্রপদ[২] আছে, উহার প্রতি ব্রাহ্মণেরা পূর্ণরূপে নিষ্ঠা (শ্রদ্ধা) রাখেন—'ইহাই সত্য, অন্যসব মিথ্যা।' এ সম্বন্ধে প্রভু গৌতম কী বলেন?"

"ভারদ্বাজ, কেমন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজনও কি আছেন? যিনি এরূপ বলেন, 'আমি ইহা অবগত আছি, আমি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা'?" "না, ভো গৌতম!"

"কেমন, ভারদ্বাজ, ব্রাহ্মণদের এক আচার্যও..., এক আচার্য-প্রাচার্যও, পরম্পরাচার্যদের সপ্তম পুরুষ যুগ পর্যন্ত... ?"

"না, ভো গৌতম!"

---

[১]। উদাত্ত আদি স্তর সম্পত্তি যোগে, (টীকা); সাবিত্রী-গায়ত্রী আদি ছন্দ ও বর্গবন্ধভাবে সম্পাদিত হইয়া আগত। (প-সূ.)

[২]। শূদ্রদিগকে দূরে রাখিয়া গুপ্তভাবে বলার মন্ত্রই, সেই অর্থ প্রতিপত্তির হেতুভূত বলিয়া। পদ = মন্ত্রপদ—বেদ (টীকা)

"কেমন, ভারদ্বাজ, ব্রাহ্মণদের যে-সকল পূর্বজ ঋষিগণ মন্ত্রের কর্তা, মন্ত্রের প্রবক্তা; এই পুরাতন মন্ত্রপদ যাঁহাদের দ্বারা গীত (কণ্ঠস্থ) অধ্যাপিত সংগৃহীত[১] হইয়াছে; আধুনিক ব্রাহ্মণেরা তাহাই অনুগান করে, তদনুভাষণ করে, ভাষণের পুনর্ভাষণ করে, অধ্যয়নের পুনঃ অধ্যাপন করে যথা—অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস (অঙ্গিরা?), ভারদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও ভৃগু[২]; তাঁহারাও এরূপ বলিয়াছেন : 'আমরা ইহা জানি, আমরা ইহা দেখি, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা?'"

"ভো গৌতম, তাহা নহে।"

"এই প্রকারে ভারদ্বাজ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোনো এক ব্রাহ্মণও বিদ্যমান নাই, যিনি প্রত্যক্ষজ্ঞানী ও প্রত্যক্ষদর্শীরূপে বলেন, 'ইহা সত্য, অন্য মিথ্যা।'"

৪২৮. "ভারদ্বাজ, যেমন পরস্পরা সংসক্ত অন্ধ-প্রবেণি[৩], অগ্রবর্তীও দেখিতে পায় না, মধ্যবর্তীও দেখিতে পায় না, পশ্চাদ্বর্তীও দেখিতে পায় না। সেইরূপই ভারদ্বাজ, ব্রাহ্মণদের ভাষণ পরস্পরা সংসক্ত অন্ধ-প্রবেণি সদৃশ...। তাহা কী মনে করো, ভারদ্বাজ, এরূপ হইলে ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা অমূলক প্রতিপন্ন হয় না কি?"

"ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা কেবল শ্রদ্ধায় উপাসনা করেন না, অনুশ্রব (শ্রুতি) হেতুও তাঁহারা এখানে উপাসনা করেন।"

"ভারদ্বাজ, তুমি পূর্বে শ্রদ্ধায় (নিষ্ঠায়) প্রতিষ্ঠিত ছিলে, এখন অনুশ্রব কহিতেছ। ভারদ্বাজ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম ইহজীবনে দুই প্রকার বিপাক[৪] (ফল)

---

[১]। ঋকবেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ হিসেবে প্রত্যেকটি মন্ত্রও ব্রাহ্মণবশে, অধ্যায় ও অনুবাকবশে সংগৃহীত। (টীকা)

[২]। এ সকল ঋষিরা দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে পূর্ববর্তী কশ্যপ বুদ্ধের লৌকিক ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হিংসাবিহীন মন্ত্রপদ রচনা করেন। পরবর্তী ব্রাহ্মণেরা 'ব্রাহ্মণ ধার্মিক' সূত্রানুসারে উহাতে প্রাণিহিংসাদি প্রক্ষেপ করিয়া ত্রিবেদে বিভক্ত করেন। তারই ফলে বেদের কোনো অংশ বুদ্ধধর্মের বিরুদ্ধ হয়। (প-সূ.) ইহাদের কৃতি ও গোত্রধর ভারতে এখনও বিদ্যমান।

[৩]। অন্ধ-প্রবেণির ন্যায় কোনো ধূর্তের প্রলোভনে মুগ্ধ বহুসংখ্যক অন্ধ একে অপরের কোমরে ধরিয়া শ্রেণিবদ্ধভাবে অগ্রবর্তী অন্ধ ধূর্তের যষ্টি ধরিয়া খাদ্যান্বেষণে যাইতেছিল। এক বৃক্ষের চতুর্দিকে তাহাদিগকে চক্রাকারে চালাইয়া ধূর্ত অগ্রবর্তীর হাত হইতে যষ্টি ছিনাইয়া লইয়া পশ্চাদ্বর্তীর কোমরে ধরাইয়া দিল। তাহাদের আর পথ শেষ হয় না, অবশেষে তথায় তাহারা বিনষ্ট হইল। প-সূ.)

[৪]। ভূত-বিপাক, অভূত-বিপাক। (প-সূ.)। অভিপ্রেতার্থ সাধক, অনভিপ্রেতার্থ সাধক (টীকা)

দিয়া থাকে। সেই পঞ্চ কী?—(১) শ্রদ্ধা, (২) রুচি, (৩) অনুশ্রব, (৪) আকার পরিবিতর্ক, (৫) দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি[১]। ভারদ্বাজ, এই পঞ্চধর্ম ইহজীবনে দুই প্রকার ফল প্রদান করে। অপিচ ভারদ্বাজ, যাহা উত্তমরূপে শ্রদ্ধা করা হয়, তাহাও রিক্ত, তুচ্ছ, মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতে পারে। যদি যদি উপযুক্ত শ্রদ্ধা পোষিত নাও হয়, তথাপি তাহা ভূত, যথার্থ, তথ্য, অনন্যথা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অথচ ভারদ্বাজ, সুরুচিত, সু-অনুশ্রুত, সুপরিকল্পিত ও সুনিধ্যায়িত হইয়াও তাহা যথার্থ, তথ্য অনন্যথা হইতে পারে। সুতরাং ভারদ্বাজ, সত্যানুরক্ষক বিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে ইহাতে একান্তই (ষোল আনা) নিষ্ঠাশীল হওয়া অনুচিত যে ইহাই সত্য, আর সব মিথ্যা।"

৪২৯. "হে গৌতম, কী পরিমাণ সত্যানুরক্ষণ হয়, আর কী পরিমাণ সত্যানুরক্ষা হয়? ভবৎ গৌতমকে আমরা সত্যানুরক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"ভারদ্বাজ, যদি কোনো পুরুষের শ্রদ্ধা হয়, আমার শ্রদ্ধা এতাদৃশ; এ প্রকার বাদীর সত্য অনুরক্ষা হয়, কিন্তু ইহার প্রতি একান্তভাবে নিষ্ঠাশীল হয় না, 'ইহাই সত্য, অন্য (সব) মিথ্যা।' ভারদ্বাজ, যদি পুরুষের রুচি হয়..., অনুশ্রব হয়, আকার পরিকল্পনা হয়, দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি, হয়; আমার দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি, এতাদৃশ, এ প্রকার বাদীর সত্যানুরক্ষা হয়; এখনো একান্তভাবে নিষ্ঠা পোষণ করে না, 'ইহাই সত্য–অন্য মিথ্যা।' ভারদ্বাজ, এই পরিমাণ সত্যানুরক্ষণ হয়, এই পরিমাণ সত্যানুরক্ষা হয়। আমরা এ পরিমাণ সত্যের অনুরক্ষণ প্রজ্ঞাপিত করিয়া থাকি, কিন্তু সম্প্রতি সত্যানুবোধ জন্মে না।"

৪৩০. "ভো গৌতম, এই পরিমাণ সত্যের অনুরক্ষণ হয়, এই পরিমাণে সত্য অনুরক্ষা হয়, আমরা এই পরিমাণ সত্যানুরক্ষণ প্রত্যক্ষ করি। হে

---

[১]। (১) কেহ পরকে বিশ্বাস করিয়া 'ইনি যাহা বলেন তাহা সত্য' এইভাবে গ্রহণ করে।
(২) বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে কাহারো যে বিষয় রুচিকর হয়, সে তাহা আছে বলিয়া রুচিদ্বারা গ্রহণ করে।
(৩) চিরকাল হইতে ইহা অনুশ্রুত আছে, সুতরাং 'ইহা সত্য' বলে শ্রুতিদ্বারা গ্রহণ করে।
(৪) কাহারো তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে কোনো বিষয় প্রতিভাত হয়, সে ইহা আছে বলিয়া আকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।
(৫) কাহারো চিন্তা করিতে এক ভ্রান্ত ধারণা জন্মে, সেই বিষয় বার বার চিন্তা করিয়া যাহা তাহার পছন্দ হয় 'তাহা আছে' বলিয়া সে দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি দ্বারা গ্রহণ করে। (সংযুক্তনিকায় অর্থকথা)।

গৌতম, সত্যানুবোধ কী প্রকারে হয়? কী প্রকারে মানুষ সত্যোপলব্ধি করে? ভো গৌতম, সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

“এখানে ভারদ্বাজ, ভিক্ষু অন্যতর গ্রাম কিংবা নিগম আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, কোনো গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া লোভ, দ্বেষ, মোহ এই তিন ধর্ম সম্বন্ধে তাহার পরীক্ষা করে কেমন, এই আয়ুষ্মানের তথাবিধ লোভনীয় ধর্ম আছে কি যেরূপ লোভনীয় ধর্ম দ্বারা পরিগৃহীত (অধিকৃত) চিত্ত হইয়া না জানিয়াই বলে ‘জানিতেছি’, না দেখিয়াই কহে ‘দেখিতেছি’, অথবা তজ্জন্য পরকে নিয়োজিত করে যাহাতে পরের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের নিদান হয়? তাহাকে পরীক্ষা করিয়া সে এরূপ জানে যে এই আয়ুষ্মানের তথাবিধ লোভনীয় ধর্ম নাই যে লোভনীয় ধর্মে পরিগৃহীত চিত্ত হইয়া না জানিয়াই ‘জানিতেছি’ বলে, না দেখিয়াই ‘দেখিতেছি’ কহে; অথবা অপরকেও তজ্জন্য নিয়োজিত করে যাহাতে অপরের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের নিদান হয়। এই আয়ুষ্মানের কায়-সমাচার আর বাক্-সমাচার তদ্রূপ যাহা অলোভীর পক্ষে সম্ভব। এই আয়ুষ্মান যে ধর্মোপদেশ করেন তাহা গভীর, দুর্দর্শ, দুর্বোধ্য, শান্ত, প্রণীত (উত্তম), অতর্কাবচর (তর্ক দ্বারা অপ্রাপ্য), নিপুণ, পণ্ডিতবেদনীয়। সে ধর্ম লোভী কর্তৃক উপদিষ্ট হওয়া সহজ নহে।

৪৩১. যখন তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লোভনীয় ধর্ম হইতে বিশুদ্ধ দেখা যায়, তখন তদুত্তর দ্বেষ সম্বন্ধীয় ধর্মে তাহাকে পরীক্ষা করে কেমন, এই আয়ুষ্মানের দ্বেষ সম্বন্ধীয় ধর্ম আছে কি... ?... সেই ধর্ম বিদ্বেষী কর্তৃক উপদিষ্ট হওয়া সহজসাধ্য নহে।

৪৩২. যখন পরীক্ষা করিয়া দ্বেষ সম্বন্ধীয় ধর্ম হইতে তাহাকে পরিশুদ্ধ দেখা যায়, তখন তদুত্তর মোহনীয় ধর্ম সম্বন্ধে তাহাকে পরীক্ষা করে কেমন, এই আয়ুষ্মানের তথাবিধ মোহনীয় ধর্ম বিদ্যমান আছে কি... ?... সে ধর্ম মূঢ়কর্তৃক উপদিষ্ট হওয়া সহজ সাধ্য নহে।

অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহাকে (লোভ-দ্বেষ) মোহনীয় ধর্ম হইতে বিশুদ্ধ দেখা যায়, তখন তাহার প্রতি (লোকে), শ্রদ্ধা সন্নিবেশ করে, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সমীপে গমন করে, সমীপে গিয়া উপবেশন করে, উপবেশন করিয়া শ্রোত্রাবধান করে, অবহিত শ্রোত্রে ধর্মদেশনা শ্রবণ করে, ধর্ম শুনিয়া ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ ও কারণ উপপরীক্ষা করে, অর্থের পরীক্ষা করিয়া ধর্ম

অবলোকনে সক্ষম হয়,[১] ধর্মদর্শনে ক্ষমতা থাকিলে ছন্দ (করিবার প্রবৃত্তি) উৎপন্ন হয়, ছন্দবলে প্রযত্নশীল হয়, উৎসাহিত হইয়া (অনিত্যাদি হিসেবে) তুলনা বা পরীক্ষা করে, তুলনা[২] করিয়া (মার্গাবহ) উদ্যেগ করে, প্রোষিতাত্ম অবস্থায় সহজাত নামকায়ে পরম সত্য (নির্বাণ) সাক্ষাৎকার করে আর প্রজ্ঞা দ্বারা ক্লেশ প্রতিবদ্ধ করিয়া (তাহাই বিভূতভাবে) প্রত্যক্ষ করে। ভারদ্বাজ, এই পরিমাণ সত্যানুবোধ হয়, এই পরিমাণেই সত্যোপলব্ধি জন্মে। এ পর্যন্তই আমরা সত্যানুবোধ (মার্গ-বোধ) ঘোষণা করি, কিন্তু এখনো সত্যানুপ্রাপ্তি (ফল-সাক্ষাৎকার) ঘটে নাই।"

৪৩৩. "হে গৌতম, এই পর্যন্ত সত্যাববোধ হয়, এই পর্যন্ত সত্যানুবোধ জন্মে। আমরাও এ পর্যন্ত সত্যানুবোধ পর্যবেক্ষণ করি। পরন্তু হে গৌতম, কী পরিমাণে সত্যানুপ্রাপ্তি ঘটে, কী পরিমাণে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমরা ভবৎ গৌতম সমীপে সত্যানুপ্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"ভারদ্বাজ, সেই সকল (পূর্বোক্ত মার্গযুক্ত দ্বাদশ) ধর্মেরই আসেবন (পুনঃপুন অভ্যাস) ভাবনা, বহুলী কর্মপ্রভাবে সত্যানুপ্রাপ্তি ঘটে। ভারদ্বাজ, এযাবৎ সত্যানুপ্রাপ্তি হয়, আমরা এযাবৎ সত্যানুপ্রাপ্তি ঘোষণা করি।"

৪৩৪. "এ পর্যন্তই হে গৌতম, সত্যপ্রাপ্তি হয়,... আমরাও এ পর্যন্ত সত্যানুপ্রাপ্তি পরিদর্শন করি। হে গৌতম, সত্যানুপ্রাপ্তির পক্ষে কোনো ধর্ম অধিক উপকারী (বহুকার) হয়? সত্যানুপ্রাপ্তির নিমিত্ত অধিক উপকারী ধর্ম সম্বন্ধে আমরা গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"ভারদ্বাজ, সত্যানুপ্রাপ্তির পক্ষে বহু উপকারী ধর্ম প্রধান (মার্গাবহ উদ্যোগ), যদি কেহ প্রধান না করে, তবে তাহার সত্যলাভ ঘটে না। যেহেতু প্রধান করে, তাই সত্যানুপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সুতরাং সত্যপ্রাপ্তির পক্ষে প্রধান বহু উপকারী।"

"হে গৌতম, প্রধানের পক্ষে কোনো ধর্ম বহু উপকারী? প্রধানের বহু উপকারী ধর্ম সম্বন্ধে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"ভারদ্বাজ, প্রধানের বহু উপকারী উত্থান, যদি উত্থান না থাকে তবে প্রধান করা যায় না। যেহেতু উত্থান করে সেই হেতু প্রধান হইয়া থাকে। সুতরাং উত্থান প্রধানের বহু উপকারী।...।... উত্থানের নিমিত্ত তুলনা (অনিত্যাদি বশে বিদর্শন) বহু উপকারী...। তুলনার উপকারী উৎসাহ,

---

[১]। কোথায় শীল,. কোথায় সমাধি কথিত হইয়াছে বুঝিতে পারে। (প-সূ.)

[২]। বিদর্শনা, উহাই উত্থানগামিনী বিদর্শনারূপে মার্গ-প্রধানের বহু উপকারী। (টীকা)

উৎসাহের উপকারী ছন্দ, ছন্দের উপকারী ধর্ম-নিধ্যান-ক্ষান্তি, (ধর্মাবলোকনের ক্ষমতা), ধর্ম-নিধ্যান-ক্ষান্তির উপকারী অর্থ-উপপরীক্ষা, অর্থোপপরীক্ষার উপকারী ধর্ম-ধারণ,... ধর্ম-শ্রবণ..., শ্রোত্রাবধান, পর্যুপাসনা, সমীপে গমন...। শ্রদ্ধা...।”

৪৩৫. “সত্যানুরক্ষণ সম্বন্ধে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভু গৌতম সত্যানুরক্ষণ সম্বন্ধে আমাদিগকে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা আমাদের রুচি হয়, সহ্যও হয়; উহাতে আমরা সন্তুষ্ট। সত্যানুবোধ সম্বন্ধে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।... সত্যপ্রাপ্তি...। সত্যপ্রাপ্তির বহু উপকারী ধর্ম সম্বন্ধে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। প্রভু গৌতম তাহা আমাদিগকে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা আমাদের রুচিকর ও সহ্য হয়, আমরা উহাতে সন্তুষ্ট। যে যে বিষয়ে আমরা প্রভু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সে সে বিষয়ে প্রভু গৌতম বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আমাদের রুচি ও সমর্থন আছে। আমরা উহাতে সন্তুষ্ট। হে গৌতম, আমরাও পূর্বে এরূপ জানিতাম : মুণ্ডক, শ্রমণক, নীচ (ইভ্যা), কৃষ্ণ, ব্রহ্মার পদপ্রান্তজ কাহারা? আর কাহারাই বা ধর্মের প্রকৃত জ্ঞাতা? প্রভু গৌতম শ্রমণদের প্রতি আমার শ্রমণ-প্রেম, শ্রমণ-প্রসাদ উৎপাদন করিয়াছেন। আশ্চর্য, হে গৌতম!... আজ হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।”

চঙ্কী সূত্র সমাপ্ত

৬. এসুকারী সূত্র

(জাতিভেদ খণ্ডন)

৪৩৬. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় এসুকারী ব্রাহ্মণ ভগবৎ সমীপে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সাথে... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট এসুকারী ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, “ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা চারি প্রকার পরিচর্যা (সেবা-ব্যবস্থা) বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণের পরিচর্যা, ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা, বৈশ্যের পরিচর্যা আর শূদ্রের পরিচর্যা বলেন। ইহাতে ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের পরিচর্যা এ প্রকার বলেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবে, বৈশ্য ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবে, শূদ্র ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবে...।... ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা এ

প্রকার বলেন, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়দের পরিচর্যা করিবে, বৈশ্য..., শূদ্র ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা করিবে।... বৈশ্যের পরিচর্যা এই প্রকার বলেন,বৈশ্য বৈশ্যের পরিচর্যা করিবে, আর শূদ্র বৈশ্যের পরিচর্যা করিবে।... শূদ্রের পরিচর্যা এই প্রকার বলেন, শূদ্রই শূদ্রের পরিচর্যা করিবে; অপর কেই বা শূদ্রের পরিচর্যা করিবে? ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের পরিচর্যা এই প্রকারই জ্ঞাপন করেন। এ বিষয়ে প্রভু গৌতম কী বলেন?"

৪৩৭. "কেমন, ব্রাহ্মণ, সারা বিশ্ববাসী কি ব্রাহ্মণদিগকে ইহা অনুমতি দান করিয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা এই চারি প্রকার পরিচর্যা ব্যবস্থা প্রজ্ঞাপিত করিবেন?"

"না, ভো গৌতম!"

"ব্রাহ্মণ, যেমন কোনো নিঃস্ব, অনাঢ্য, দরিদ্র পুরুষ অনিচ্ছুক সত্ত্বেও তাহার জন্য মাংস-ভোগ (বিল) ঝুলাইয়া দেওয়া হয়—'ওরে পুরুষ, এখানে তোমার খাইবার নিমিত্ত মাংস রহিল, ইহার মূল্য দিতেই হইবে'[১]। সেইরূপ হে ব্রাহ্মণ, অপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণের সম্মতি না লইয়া তাহাদের জন্য ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাচারবশত চারি প্রকার পরিচর্যা ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, আমি সকলকে পরিচর্যার যোগ্য বলি না, আর পরিচর্যার অযোগ্যও বলি না। ব্রাহ্মণ, যাহার পরিচর্যা-হেতু পরিচারকের অহিত হইবে, হিত হইবে না; তাহাকে আমি পরিচর্যার যোগ্য বলি না। অপর পক্ষে... যাহার পরিচর্যা-হেতু পরিচারকের উপকার হইবে, অপকার হইবে না; তাহাকে আমি পরিচর্যার যোগ্য বলি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কেও যদি এরূপ জিজ্ঞাসা করি—যাহার পরিচর্যার দরুন পরিচারক হিসেবে তোমার অনিষ্ট হইবে, ইষ্ট নহে; অথবা যাহার পরিচর্যা-হেতু পরিচারকরূপে তোমার ইষ্ট হইবে, অনিষ্ট নহে; এখানে (উভয়ের মধ্যে) তুমি কাহাকে পরিচর্যা করিবে? তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও সত্যকথা প্রকাশ করিবার কালে এরূপ প্রকাশ করিবে : 'যাহার পরিচর্যা-হেতু পরিচারক আমার অহিত হইবে, হিত নহে; আমি তাহাকে পরিচর্যা করিব না। যাহাকে পরিচর্যা করিলে পরিচর্যার দরুন আমার হিত হইবে, অহিত নহে; তাহাকে আমি পরিচর্যা করিব।' ব্রাহ্মণ, যদি ব্রাহ্মণকেও জিজ্ঞাসা করি..., বৈশ্যকেও

---

[১]। সার্থবাহের ন্যায় মরুভূমির মধ্যে সহগামী কোনো বণিকের গরুর মৃত্যু হইলে উহার মাংস দলের সকলকে ভাগ করিয়া দিয়া খরিদ মূল্য আদায় করা হইত। কাহারো মাংস ভোজনের ইচ্ছা কিংবা মূল্য দিবার সমর্থ্য না থাকিলেও তজ্জন্য তাহাকে বাধ্য করার প্রথা ছিল। (প-সূ.)

জিজ্ঞাসা করি..., শূদ্রকেও জিজ্ঞাসা করি...।

(১) ব্রাহ্মণ, আমি উচ্চ কুলীনত্বের দরুন শ্রেয় বলি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ, আমি উচ্চ কুলীনত্বের দরুন অশ্রেয়ও বলি না; (২) ব্রাহ্মণ, আমি উদার বর্ণত্ব-হেতু শ্রেয়ও বলি না,... উদার বর্ণত্ব-হেতু হীনও বলি না; (৩) ব্রাহ্মণ, আমি উদার ভোগত্ব-হেতু শ্রেয়ও বলি না,... উদার ভোগত্ব-হেতু হীনও বলি না।

৪৩৮. ব্রাহ্মণ, উচ্চ কুলীনেরা এখানে কেহ কেহ প্রাণাতিপাতী হয়, অদত্তগ্রাহী হয়, কামে ব্যভিচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয়, পিশুন-ভাষী হয়, কর্কশ-ভাষী হয়, সংপ্রলাপী হয়, অভিধ্যালু (লোলুপ) হয়, হিংসুক হয় ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কারণে উচ্চ কুলীনত্ব-হেতু আমি শ্রেয় বলি না। ব্রাহ্মণ, উচ্চ কুলীনদেরও এখানে কেহ কেহ প্রাণিহিংসা-বিরত হয়, অদত্ত দান-বিরত হয়, কামে মিথ্যাচার-বিরত হয়, মৃষাবাদ-বিরত হয়, পিশুনবাক্য-বিরত হয়, পরুষবাক্য-বিরত হয়, সংপ্রলাপ-বিরত হয়, অলোলুপ হয়, অহিংসাপরায়ণ হয় আর সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়; সুতরাং উচ্চ কুলীনত্ব-হেতু আমি পাপিষ্ঠ বলি না।

৪৩৯. ব্রাহ্মণ, উদার বর্ণবান..., উদার ভোগবানও[১] কেহ কেহ প্রাণিহিংসাকারী হয়,...। কেহ কেহ প্রাণিহিংসা-বিরত..., সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কারণে ব্রাহ্মণ, আমি উদার বর্ণত্ব-হেতু... উদার ভোগত্ব-হেতু শ্রেয় বা পাপিষ্ঠ বলি না।

ব্রাহ্মণ, আমি সকলকে পরিচর্যার যোগ্য বলি না, আর সকলকে আমি পরিচর্যার অযোগ্যও বলি না। ব্রাহ্মণ, যাহার পরিচর্যা-হেতু পরিচারকের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, শীল (সদাচার) বৃদ্ধি পায়, শ্রুত (শিল্পজ্ঞান) বৃদ্ধি পায়, ত্যাগ বৃদ্ধি পায় এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়; তাহাকে আমি পরিচর্যার যোগ্য বলি।"

৪৪০. এরূপ কথিত হইলে এসুকারী ব্রাহ্মণ ভগবানকে ইহা বলিলেন, "(১) ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা চারি প্রকার ধনের বিধান করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্ব-ধন[২] বিধান করেন। ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষাচর্যাকে ব্রাহ্মণের স্ব-ধন বিধান করেন, ব্রাহ্মণ স্ব-ধন ভিক্ষচর্যাকে অবহেলা করিয়া অদত্তাপহারী গোপালের (রক্ষকের) ন্যায়[৩] অকৃত্যকারী হয়।

---

[১]। চারি বর্ণের দুই বর্ণ উচ্চকুলীন, তিন বর্ণ উদার বর্ণ সকলেই উদার ভোগী। (প-সূ.)

[২]। স্ব-ধর্ম, জীবিকা। (টীকা)

[৩]। আরক্ষা অধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তি। (টীকা)

(২) ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, ধনু-কলাপ (অস্ত্র-বিদ্যা) ক্ষত্রিয়ের স্ব-ধন। ধনু-কলাপরূপ স্ব-ধন অবজ্ঞা করিয়া ক্ষত্রিয়... অকৃত্যকারী হয়। (৩)... কৃষি-গোরক্ষা (গোপালন) বৈশ্যের স্ব-ধন...। অসিত-ব্যভঙ্গি[১] (কাস্তে-বাঁক) শূদ্রের স্ব-ধন বলিয়া থাকেন। অসিত-ব্যভঙ্গিরূপ স্ব-ধন অতিক্রমকারী শূদ্র অদত্তগ্রাহী গোপকের ন্যায় অকৃত্যকারী (পাপাচারী) হইয়া থাকেন। ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা এই চতুর্বিধ ধনের ব্যবস্থা করেন, এ সম্বন্ধে মহানুভব গৌতম কী বলেন?"

৪৪১. "কেমন ব্রাহ্মণ, সমস্ত জগদ্বাসী ব্রাহ্মণদের প্রতি ইহা অনুজ্ঞা করেন কি—(তাঁহারা) এই চতুর্বিধ ধনের ব্যবস্থা করিবেন?"

"না, ভো গৌতম,"

"যেমন, ব্রাহ্মণ, কোনো... অনিচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তির জন্য... মাংসভাগ ঝুলান হয়,... ব্রাহ্মণদের এই ধনের ব্যবস্থা সেইরূপ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, আমি লোকোত্তর আর্য-ধর্মকেই পুরুষের স্ব-ধন বলিয়া ঘোষণা করি[২]। প্রাচীন মাতাপিতার কুল-বংশ অনুসরণ-হেতু যেখানে যেখানে আত্ম-ভাবের (আপন সত্তার) অভিব্যক্তি (পুনর্জন্ম) হয়, তদনুসারেই তাহার সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয়কুলে আত্মভাবের অভিব্যক্তি ঘটে তবে 'ক্ষত্রিয়' এই সংজ্ঞাই লাভ হয়। যদি ব্রাহ্মণ... বৈশ্য,... শূদ্রকুলে আত্ম-ভাবের অভিব্যক্তি হয় তবে ইহার... শূদ্র-সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

যেমন ব্রাহ্মণ, যেই যেই প্রত্যয় (ইন্ধন) অবলম্বন করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তদনুসারেই উহার নাম লাভ হয়; যদি কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া অগ্নি জ্বলে তবে 'কাষ্ঠাগ্নি' এই নাম লাভ করে। যদি শকলিক (শল্ক, ছাল)..., গোময় আশ্রয় করিয়া অগ্নি জ্বলে, তবে ইহার... গোময়াগ্নি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। সেইরূপ, ব্রাহ্মণ আমি লোকোত্তর আর্যধর্মকেই পুরুষের স্ব-ধন বলিয়া ঘোষণা করি।...।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কুল হইতেও যদি কেহ গার্হস্থ্য-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, আর সে তথাগত আবিষ্কৃত ধর্মবিনয় অনুসারে প্রাণিহিংসা-বিরত হয়... সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ হয়, তবে সে ন্যায় ধর্ম ও কুশলের আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুল..., বৈশ্যকুল..., শূদ্রকুল

---

[১]। তৃণাদি ছেদনাস্ত্র ও দ্রব্য বাহন দণ্ড, বাঁক। (টীকা)

[২]। ব্রাহ্মণেরা উচ্চ-নীচ কুলব্যবস্থা করিয়া ক্ষত্রিয়াদি কুল-কর্মানুসারে চতুর্বর্ণের জীবিকাকে স্ব-ধন বলিয়া বিধান করেন। তথাগত লোকোত্তর ধর্মকেই পুরুষের স্ব-ধন বলিয়া ঘোষণা করেন, কারণ তদ্বারা সত্ত্বেও লোকাগ্রভাব সিদ্ধ হয়। (টীকা)

হইতেও...। তবে সে ন্যায়, ধর্ম ও কুশলের আরাধক হয়।

৪৪২. তাহা কী মনে করো, ব্রাহ্মণ, কেবল ব্রাহ্মণই কী এই প্রদেশে বৈর-রহিত, বিদ্বেষ-রহিত মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ হয়, ক্ষত্রিয় নহে, বৈশ্য নহে, শূদ্র নহে?"

"না, হে গৌতম, ক্ষত্রিয়ও এই প্রদেশে বৈর-রহিত, বিদ্বেষ-রহিত, বিশ্ব-মৈত্রী ভাবনা করিতে সমর্থ। ব্রাহ্মণও... বৈশ্যও... শূদ্রও...; চারি বর্ণের সকলেই এই প্রদেশে... বিশ্বমৈত্রী-চিত্ত ভাবনা করিতে সমর্থ।"

"এই প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কুল হইতেও যদি গৃহত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজিত হয়,... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়; তবে সে ন্যায়, ধর্ম ও কুশলের আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুল..., বৈশ্যকুল..., শূদ্রকুল হইতে...; তবে সে ন্যায়-ধর্ম-কুশলের আরাধক হয়।"

৪৪৩. "তাহা কী মনে করো, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণই কি কেবল স্নানীয়-সোত্তি (স্নানীয়-চূর্ণপিণ্ড, সাবানবিশেষ) লইয়া নদীতে গিয়া ধূলি-ময়লা ধৌত করিতে সমর্থ হয়, ক্ষত্রিয় নহে, বৈশ্য নহে, শূদ্র নহে?"

"না, হে গৌতম, ক্ষত্রিয়..., বৈশ্য..., শূদ্রও স্নানীয়-সোত্তি লইয়া নদীতে গিয়া ধূলি-ময়লা ধৌত করিতে সমর্থ। চারি বর্ণের সকলেই... সমর্থ হয়।"

"সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কুল হইতেও যদি কেহ গৃহত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজিত হয়,... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়; তবে সে ন্যায়-ধর্ম-কুশলের আরাধক হয়। যদি ব্রাহ্মণকুল..., বৈশ্যকুল..., শূদ্রকুল হইতে..., তবে সে ন্যায়-ধর্ম-কুশলের আরাধনা করে।"

৪৪৪. "তাহা কী মনে করো, ব্রাহ্মণ, (যদি) এখানে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়-রাজা নানা জাতির শত পুরুষকে সম্মিলিত করেন, (আর বলেন)—'আসুন, মহাশয়গণ!... [১];' তবে সেই অগ্নি দ্বারা অগ্নিকরণীয় সাধন করিতে সমর্থ হইবে না?"

"হে গৌতম, তাহা নহে, ক্ষত্রিয়... কুলোৎপন্ন দ্বারা... যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়,... উহাও অর্চিমান... অগ্নি হইবে, সে অগ্নি দ্বারাও অগ্নিকার্য সম্পাদন করা চলিবে, আর চণ্ডাল... কুলোৎপন্ন দ্বারা... যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়,... উহাও অর্চিমান অগ্নি হইবে। সকল অগ্নি দ্বারা অগ্নিকার্য সমাধা করা সম্ভব।"

"এইরূপই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কুল হইতে যদি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হয়,... সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ হয়; তবে সে ন্যায়, ধর্ম ও কুশলের আরাধনাকারী

---

[১]। অস্সালায়ন সূত্রে ৪০৮ অনুচ্ছেদ দেখুন।

হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল, শূদ্রকুল হইতেও; তবে সে ন্যায়, ধর্ম ও কুশলের আরাধক হয়।"

ইহা উক্ত হইলে এসুকারী ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, আশ্চর্য! ভো গৌতম, আশ্চর্য! ভো গৌতম,... মহানুভব গৌতম আজ হইতে আমাকে আপ্রাণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।

এসুকারী সূত্র সমাপ্ত

৭. ধনঞ্জানি[১] সূত্র

৪৪৫. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবন কলন্দক-নিবাপে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র মহাভিক্ষুসংঘের সহিত দক্ষিণাগিরিতে (জনপদে) পরিক্রমা করিতেছেন। তখন কোনো ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণাগিরিতে যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সঙ্গে... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুকে আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিলেন, "কেমন বন্ধু, ভগবান নীরোগে ও সুস্থ আছেন?"

"হ্যাঁ, বন্ধু, ভগবান নীরোগ ও সুস্থ আছেন।"

"কেমন, বন্ধু, ভিক্ষুসংঘ নীরোগ ও সুস্থ আছেন।"

"হ্যাঁ, বন্ধু, ভিক্ষুসংঘ নীরোগ ও সুস্থ আছেন।"

"বন্ধু, তথায় তণ্ডুল পানদ্বার সমীপে ধনঞ্জানি নামক ব্রাহ্মণ থাকেন। আবুস, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ নীরোগ ও সুস্থ আছেন?

"বন্ধু, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণও নীরোগ এবং সুস্থ আছেন।"

"কেমন, বন্ধু, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ অপ্রমত্ত আছেন?"

"কোথায় বন্ধু, আমাদের ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের অপ্রমাদ? বন্ধু, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ রাজাকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে লুণ্ঠন করিতেছেন (বিলুম্পতি)। ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে আশ্রয় করিয়া রাজকে লুণ্ঠন করিতেছেন। শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুল হইতে আনীত তাঁহার যেই শ্রদ্ধাবতী ভার্যা ছিল, সেও কালগত হইয়াছে; শ্রদ্ধাহীন কুল হইতে অপর ভার্যা আনা হইয়াছে।"

---

[১]। [ধানঞ্জানি- (অ. ক.), ধনঞ্জানী; (টীকা)]

“বন্ধো, আমরা দুঃশ্রুত (দুঃসংবাদ) শুনিলাম। আমরা নিতান্ত দুঃশ্রুত শুনিলাম, যেহেতু আমরা ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের প্রমত্ততার সংবাদ শুনিলাম। যদি ক্বচিৎ কদাচিৎ ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি তবে মঙ্গল, কোনো বাক্যালাপ হইলেই ভালো হয়।”

৪৪৬. তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র দক্ষিণাগিরি যথারুচি অবস্থান করিয়া পরিক্রমার্থ রাজ-গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্রমশ ধর্মপ্রচারে বিচরণ করিতে করিতে যেখানে রাজগৃহ সেখানে পৌঁছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র রাজগৃহে বেণুবন কলন্দক-নিবাপে বিহার করিতেছেন।

একদিন আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া ভিক্ষাচর্যার্থ রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ নগরের বাহিরে গোষ্ঠে গাভী দোহন করাইতেছিলেন। তখন সারিপুত্র রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনের পর পিণ্ডাচরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যেখানে ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ আছেন, সে-স্থানে উপনীত হইলেন। ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ দূর হইতে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আসিতে দেখিলেন। দেখিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সমীপে আসিলেন, সমীপে আসিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বলিলেন, “ভো সারিপুত্র, এখানে ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করুন, ততক্ষণে ভোজনের সময় হইবে। (অর্থাৎ এখানেই ভোজন করিবেন।)”

“অলম্[১] ব্রাহ্মণ, আজকের মত আমার ভোজন-কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে। অমুক বৃক্ষের নিচে আমার দিবা-বিশ্রাম হইবে, তথায় আগমন করুন।”

“হ্যাঁ, ভো!” (বলিয়া) ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

তখন ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ প্রাতরাশ শেষ করিয়া ভোজনের পর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমীপে গেলেন; তথায় গিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে... সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বলিলেন, “ধনঞ্জানি, কেমন, অপ্রমত্ত আছেন তো?”

“ভো সারিপুত্র, কোথায় আমাদের ন্যায় গৃহী-লোকের অপ্রমাদ? যেহেতু আমাদের মাতাপিতার ভরণ-পোষণ করিতে হয়, পুত্র-দারকে লালন-পালন করিতে হয়। দাস-কর্মচারী পুরুষকে পোষণ করিতে হয়, মিত্র অমাত্যদের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হয়, জ্ঞাতি-সলোহিতগণের প্রতি জ্ঞাতি-সলোহিতোচিত কর্তব্য করিতে হয়, অতিথিদের আতিথেয়তা আছে, পূর্ব

---

[১]। নিষ্প্রয়োজন, যথেষ্টাদি অর্থে নিপাত।

প্রেতদের নিমিত্ত প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে হয়, দেবগণকে দেবকরণীয় করিতে হয়, রাজার প্রতি রাজোচিত কর্তব্য করিতে হয়, আর এই (নিজের) শরীরও পুষ্ট এবং বর্ধিত করিতে হয়।"

৪৪৭. "তাহা কী মনে করেন, ধনাঞ্জানি, জগতে কোনো লোক মাতাপিতার নিমিত্ত অধর্মচারী, বিষমচারী হয়, সেই অধর্মচর্যা-হেতু তাহাকে নিরয়পালেরা নরকের দিকে আকর্ষণ করে, তখন সে (বলিতে) সুযোগ পাইবে কি?—আমি মাতাপিতার নিমিত্ত অধর্মচারী, বিষমচারী হইয়াছি। অতএব নিরয়পাল, আমাকে নরকেরদিকে নিও না'। অথবা তাহার মাতাপিতা বলিতে সমর্থ হইবে কি? 'এই ছেলে আমাদের জন্য অধর্মচারী, বিষমচারী হইয়াছে। অতএব নরকপাল, ইহাকে নরকে নিও না।'"

"নিশ্চয় না, সারিপুত্র, বরং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলেও নিরয়পালেরা তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবে।"

"তাহা কী মনে করেন, ধনঞ্জানি, এখানে কেহ পুত্রদার-হেতু অধর্মচারী, বিষমচারী হয়,...। দাস-কর্মচারী পুরুষের নিমিত্ত...। মিত্র-অমাত্যের জন্য...। জ্ঞাতি-সলোহিতের জন্য...। অতিথিদের নিমিত্ত...। পূর্ব-প্রেতের জন্য...। রাজার জন্য...। স্বীয় দেহের পুষ্টি ও বর্ধনের নিমিত্ত আমি অধর্মচারী, বিষমচারী হইয়াছি। অতএব নরকপাল, আমাকে নিরয়ে আকর্ষণ করিও না; কিংবা অপর কেহ বলিতে সমর্থ হইবে, স্ব-দেহের, পুষ্টি ও বর্ধনের নিমিত্ত সে অধর্মচারী, বিষমচারী হইয়াছে। অতএব নিরয়পাল, তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিও না?"

"নিশ্চয় না, ভো সারিপুত্র, বরং উচ্চৈস্বঃরে ক্রন্দন করিলেও নিরয়পালেরা তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবে।"

৪৪৮. "তাহা কী মনে করেন, ধনঞ্জানি, যে ব্যক্তি মাতাপিতার নিমিত্ত অধর্মচারী বিষমচারী হয়, আর যে ব্যক্তি মাতাপিতার নিমিত্ত ধর্মচারী সমচারী হয়, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর?"

"ভো সারিপুত্র, যে ব্যক্তি মাতাপিতার নিমিত্ত অধর্মচারী বিষমচারী হয়, সে শ্রেষ্ঠ নহে, আর যে ব্যক্তি মাতাপিতার নিমিত্ত ধর্মচারী সমচারী হয়, সে-ই এখানে শ্রেষ্ঠ। অধর্মচর্যা, বিষমচর্যা হইতে ধর্মচর্যা, সমচর্যাই শ্রেয়।"

"ধনঞ্জানি, আরও অনেক সহেতুক (ফলপ্রদ) ধার্মিক কর্মান্ত (বৃত্তি) আছে, যদ্বারা মাতাপিতার ভরণ-পোষণ, পাপকর্ম না করা ও পুণ্যমার্গ অবলম্বন করা সম্ভব।"

তাহা কী মনে করেন, ধনঞ্জানি, যে ব্যক্তি পুত্র-দারের নিমিত্ত..., দাস-

কর্মচারী পুরুষের নিমিত্ত..., মিত্র-অমাত্যের নিমিত্ত..., জ্ঞাতি-সলোহিতের নিমিত্ত..., অতিথিদের নিমিত্ত..., পূর্বপ্রেতের নিমিত্ত..., দেবতাদের নিমিত্ত..., রাজার নিমিত্ত স্ব-দেহের পরিপুষ্টি ও পরিবর্ধন-হেতু অধর্মচারী বিষমচারী হয়, কিংবা যে ব্যক্তি স্ব-দেহের পুষ্টি ও বর্ধন-হেতু ধর্মচারী সমচারী হয়, তাহাদের কে শ্রেষ্ঠ?"

"ভো সারিপুত্র, যিনি স্ব-দেহের পুষ্টি ও বর্ধন-হেতু অধর্মচারী বিষমচারী হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলি না, কিন্তু ভো সারিপুত্র, যিনি স্ব-দেহের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ধর্মচারী, সমচারী হয়, তিনিই এখানে শ্রেষ্ঠ। ভো সারিপুত্র, অধর্মচর্যা ও বিষমচর্যা অপেক্ষা ধর্মচর্যা, সমচর্যাই শ্রেষ্ঠ।"

"ধনঞ্জানি, যুক্তিসঙ্গত বহু কর্মান্ত বিদ্যমান, যদ্বারা স্ব-দেহের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন, পাপকর্ম পরিবর্জন ও পুণ্যমার্গ অনুসরণ করা সম্ভব।"

৪৪৯. তখন ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন। তৎপর ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ এক সময় ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখিত ও সাংঘাতিক পীড়িত হইলেন। তখন ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ কোনো ব্যক্তিকে বলিলেন, "আস, হে পুরুষ, তুমি ভগবানের নিকট যাও, তথায় গিয়া আমার বাক্যে ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করো, আর বলো : 'ভন্তে, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ... সাংঘাতিক পীড়িত, তিনি ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে প্রণাম করিয়াছেন। পুনরায় যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন তথায় যাও, আমার বাক্যে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের পদযুগল বন্দনা করো, আর বলো : 'ভন্তে, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ... সাংঘাতিক পীড়িত, তিনি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের পাদযুগল নতশিরে বন্দনা করিতেছেন।' আর ইহাও বলো : 'ভন্তে, যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র অনুকম্পাপূর্বক ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হন, তবে ভালো হয়।"

"হ্যাঁ, প্রভু," (বলিয়া সেই ব্যক্তি ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিয়া ভগবানের নিকট গেল, এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিল। একপ্রান্তে উপবিষ্ট সে ব্যক্তি ভগবানকে কহিল, "ভন্তে, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ,... সাংঘাতিক পীড়িত হন, তিনি ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে প্রণাম করিয়াছেন।" পুনশ্চ যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন, সে-স্থানে গেল; আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিয়া... সারিপুত্রকে কহিল, "ভন্তে, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ... সাংঘাতিক পীড়িত হন। যদি ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অনুকম্পাপূর্বক ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হন, তবে ভালো হয়।" আয়ুষ্মান সারিপুত্র মৌনভাবে সম্মত হইলেন।

৪৫০. তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র নিবাসন পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর ধারণ করিয়া যেখানে ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণের গৃহ সে-স্থানে উপনীত হইয়া সজ্জিত আসনে বসিলেন। তথায় বসিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্র ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ধনঞ্জানি, আপনার রোগ সহনীয় (খমনীয়) কি? কাল যাপনীয় কি কেমন দুঃখ-বেদনা হ্রাস পাইতেছে (পটিক্কমন্তি), বৃদ্ধি পাইতেছে নহে তো? রোগের প্রত্যাগমন দেখা যায়, অভিগমন নহে তো?"

"ভো সারিপুত্র, আমার রোগ-যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়াছে, কালযাপন দুষ্কর হইয়াছে, সাংঘাতিক দুঃখ-বেদনা বাড়িতেছে, কমিতেছে না, রোগের আগমন দেখা যায়, নির্গমন নহে। যেমন হে সারিপুত্র, কোনো বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণ শিখর (ক্ষুরাগ্র) দ্বারা মস্তকে ছেদন করে তদ্রূপই, ভো সারিপুত্র, অত্যধিক বায়ু আমার মস্তকে আঘাত করিতেছে। ওহে সারিপুত্র, আমার সহ্য হইতেছে না, কালক্ষেপ দুষ্কর হইয়াছে; আমার প্রবল দুঃখ-বেদনা বাড়িতেছে, কিন্তু কমিতেছে না। রোগের বাড়তি দেখা যায়, কমতি নহে। যেমন ভো সারিপুত্র, কোনো বলবান পুরুষ বরত্রা-বন্ধনী দ্বারা শির বেষ্টন করিয়া দৃঢ় বন্ধন করে, তদ্রূপই সারিপুত্র, অত্যধিক শির-বেদনা হইয়াছে... আমার অসহ্য...। যেমন সারিপুত্র, দক্ষ গো-ঘাতক বা গো-ঘাতকের অন্তেবাসী ধারাল গো-বিকর্তন অস্ত্র দ্বারা উদর কর্তন করে, সেইরূপই ভো সারিপুত্র, অত্যধিক বায়ু আমার কুক্ষি কর্তন করিতেছে।... অসহ্য...। যেমন ভো সারিপুত্র, দুই জন সবল পুরুষ কোনো দুর্বলতর পুরুষকে উভয় বাহুতে ধরিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারগর্তে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে; সেইরূপ হে সারিপুত্র, আমার শরীরে অত্যধিক দাহ জন্মিয়াছে। যন্ত্রণা আমার অসহ্য হইয়াছে...।"

৪৫১. "তাহা কী মনে করেন, ধনঞ্জানি, নরক ও তির্যকযোনির মধ্যে কোনটা শ্রেয়?"

"ভো সারিপুত্র, নরক অপেক্ষা তির্যকযোনি শ্রেষ্ঠ।"

"তির্যক ও প্রেতলোকের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ?"

"... প্রেতলোক...।"

"প্রেতলোক ও মনুষ্যলোকের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ?"

"... মনুষ্যলোক...।"

"মনুষ্য ও চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ?"

"চাতুর্মহারাজিক দেবগণ...।"

"চাতুর্মহারাজিকদেব ও ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ?"

"ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ...।"

"ত্রয়স্ত্রিংশ ও যাম দেবগণের মধ্যে... ?"

"যামদেবগণ... ।"

"যামদেব ও তুষিত দেবগণের মধ্যে... ?"

"তুষিত দেবগণ... ।"

"তুষিত দেবগণ ও নির্মাণরতি দেবগণের মধ্যে... ?"

"নির্মাণরতি দেবগণ... ।"

"নির্মাণরতি ও পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের মধ্যে... ?"

"পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ... ।"

"তাহা কী মনে করেন, ধনঞ্জানি, পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোক কিংবা ব্রহ্মলোক উভয়ের কোনটা শ্রেয়?"

"মাননীয় সারিপুত্র, ব্রহ্মলোক বলিতেছেন? মাননীয় সারিপুত্র, ব্রহ্মলোক বলিতেছেন?"

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এই চিন্তা হইল : "সাধারণত এই সকল ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মলোকাধিমুক্তিক (মুক্তি বিশ্বাসী) হন; যদি ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে আমি ব্রহ্মাদের সহব্যতার (সারূপ্যের) উপায় উপদেশ করি, তবে ভালো হয়। ধনঞ্জানি, আপনাকে ব্রহ্ম-সহব্যতার উপায় উপদেশ করিব, তাহা শুনুন, উত্তমরূপে মনোযোগ রাখুন, বলিতেছি : "

"হ্যাঁ, ভো!" (বলিয়া) ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিলেন, "ধনঞ্জানি, ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ কী? ধনঞ্জানি, এখানে ভিক্ষু মৈত্রীযুক্ত চিত্তে একদিক পরিপূর্ণ করিয়া বিহার করেন। তথা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিক...। এই প্রকারে ঊর্ধ্বে অধে পার্শ্বদিকে; সর্বত্র সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া নিখিল বিশ্বপ্রাণির প্রতি বৈরীহীন, বিদ্বেষ-রহিত, বিপুল, মহদ্গত, অপরিমাণ মৈত্রীচিত্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন। ধনঞ্জানি, ইহাই ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ।

৪৫২. পুনশ্চ ধনঞ্জানি, করুণা-সহগত চিত্ত দ্বারা, মুদিতা-সহগত চিত্ত দ্বারা, উপেক্ষা (সমদর্শন) সহগত চিত্ত দ্বারা একদিক...। ধনঞ্জানি, ইহাই ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ।"

"তাহা হইলে, ভো সারিপুত্র, আমার বাক্যে ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিবেন (এবং বলিবেন), 'ভন্তে, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ... সাংঘাতিক পীড়িত, তিনি ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে প্রণাম করিয়াছেন।'"

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র উত্তরিতর করণীয়[১] বিদ্যমান সত্ত্বেও ধনঞ্জানিকে হীন ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের যাত্রার অচিরকাল পরে ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করিলেন এবং ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন।

৪৫৩. সেই সময় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই সারিপুত্র উত্তরিতর করণীয় বিদ্যমান সত্ত্বেও ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে হীন ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিল।"

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র যেস্থানে ভগবান আছেন সে-স্থানে উপনীত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে নিবেদন করিলেন, "ভন্তে, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ... সাংঘাতিক পীড়িত, তিনি ভগবানের চরণ যুগল নতশিরে বন্দনা করিয়াছেন।"

"কেন, সারিপুত্র, তুমি উত্তরিতর করণীয় বিদ্যমান সত্ত্বেও ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে হীন ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলে?"

"ভন্তে, আমার এ ধারণা হয়েছিল, সাধারণত এ সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সুতরাং আমি ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ উপদেশ করিলে ভালো হয়।"

"সারিপুত্র, ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ কালগত হইয়াছে, আর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।"

ধনঞ্জানি সূত্র সমাপ্ত

৮. বাসিট্‌ঠ সূত্র[২]

(জাতিভেদ প্রথার খণ্ডন)

৪৫৪. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান ইচ্ছানঙ্গলে অবস্থান করিতেছেন, ইচ্ছানঙ্গলের বনষণ্ডে (গভীর বনে)। সেই সময় কয়েকজন প্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ব্রাহ্মণ মহাশাল

---

[১]। তদপেক্ষা উত্তরিতর নির্বাণমার্গ থাকা সত্ত্বেও নিকৃষ্টতর ব্রহ্মা-সারূপ্যের উপায় উপদেশ করিলেন। (প-সূ.)

[২]। এই সূত্র সুত্তনিপাতেও দেখা যায়।

(মহাধনী) যেমন—চংকী ব্রাহ্মণ, তারুক্ষ্য-ব্রাহ্মণ, জানুশ্রোণি-ব্রাহ্মণ, তোদেয়্য-ব্রাহ্মণ এবং অপর অভিজ্ঞাত অভিজ্ঞাত ব্রাহ্মণ মহাশাল ইচ্ছানঙ্গলে বসবাস করিতেন।

তখন জঙ্ঘা বিহারার্থ চঙ্ক্রমণ ও বিচরণ করিবার সময় বশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ মানব (বিদ্যার্থী)-দ্বয়ের মধ্যে এই কথা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল : "ওহে, কী প্রকারে ব্রাহ্মণ হয়?"

ভারদ্বাজ মানব কহিল, "ওহে, মাতা আর পিতা উভয় পক্ষ হইতে সুজাত (কুলীন), (মাতাপিতা) উভয় পক্ষে পিতামহ পরম্পরা সাত পুরুষযুগ পর্যন্ত বিশুদ্ধ বংশাবলী[১] জাতিবাদের দ্বারা অক্ষিপ্ত, অনিন্দিত হয়, ইহাতেই ভো, ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।"

বশিষ্ঠ মানব কহিল, "যখন মানুষ শীলবান ও ব্রতসম্পন্ন হয়, তখন তাহাতেই সে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।"

ভারদ্বাজ মানব বশিষ্ঠ মানবকে বুঝাইতে অসমর্থ হইল, বশিষ্ঠ মানবও ভারদ্বাজ মানবকে বুঝাইতে সমর্থ হইল না। তখন বশিষ্ঠ মানব ভারদ্বাজ মানবকে আহ্বান করিলেন, "হে ভারদ্বাজ মানব, শাক্যকুল প্রব্রজিত এই শ্রমণ শাক্যপুত্র গৌতম ইচ্ছানঙ্গলের বনষণ্ডে বিহার করিতেছেন। সেই মাননীয় গৌতমের এইরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ বিঘোষিত হইয়াছে—'সেই ভগবান এই কারণে অর্হৎ,... ।... হে ভারদ্বাজ, গৌতম আছেন, আমরা সে-স্থানে উপনীত হই। আমরা তথায় গিয়া শ্রমণ গৌতমকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি। শ্রমণ গৌতম আমাদিগকে যেরূপ বর্ণনা করেন, আমরা সেরূপই ধারণ করিব।"

"হ্যাঁ, ভো!" (বলিয়া) ভারদ্বাজ মানব বশিষ্ঠ মানবকে উত্তর দিলেন।

৪৫৫. তখন বশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ মানবদ্বয় যে-স্থানে ভগবান আছেন, সে-স্থানে উপনীত হইলেন, তথায় উপনীত হইয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট মানবদ্বয় ভগবানকে গাথা দ্বারা নিবেদন করিলেন :

"অনুজ্ঞাত, প্রতিজ্ঞাত[২] হই ওহে, আমরা দুজন,
পোক্খরসাতির আমি, তারুক্খের ইনি শিষ্য হন। (১)
ত্রিবেদীর যাহা খ্যাত[১] তাতে হই কেবলী,[২] বিদ্বান,

---

[১]। বিশুদ্ধ গর্ভজাত।
[২]। প্রসিদ্ধসম্মত।

পদ[৩] হতে ব্যাকরণ, জল্পে[৪] মোরা আচার্য সমান। (২)
জাতিবাদে বাক্-বিতর্ক হলো মোদের হে গৌতম!
জন্মেতে ব্রাহ্মণ হয় ভারদ্বাজ করেন ভাষণ;
কর্মেতে ব্রাহ্মণ বলি, জান ইহা ওহে ভগবান, (৩)
বুঝাইতে অসমর্থ একে অন্যে আমরা দুজন,
বিশ্রুত সম্বুদ্ধে আসি এ প্রশ্ন করিতে জিজ্ঞাসন। (৪)
যুক্তাঞ্জলি কাছে গিয়া পূর্ণচন্দ্রে যথা বন্দমান,
জগতে গৌতমে তথা জনগণ করেন প্রণাম। (৫)
লোকে চক্ষুসমুৎপন্ন গৌতমকে করি জিজ্ঞাসন,
জন্মে হয় কিংবা কর্মে, কিসে হয় যথার্থ ব্রাহ্মণ?
অজ্ঞ মোরা বলো নাথ, জানি যেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ।" (৬)

৪৫৬. (ভগবান বলিলেন, বশিষ্ঠ,)
ক্রমান্বয়ে তোমাদিগে যথাযথ করিব বর্ণন,
প্রাণীদের জাতি ভাগ পরস্পর বিভিন্ন ধরণ। (৭)
দেখ তৃণ-বৃক্ষ-লতা কভু কারে করে না জ্ঞাপন,
জন্মগত লিঙ্গ (চিহ্ন) তার পরস্পরে জাতি নিদর্শন[৫]। (৮)
পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র কীট-পিপীলিকা আর জীবগণ,
জন্মগত আকৃতিই ইহাদের নানাত্ব কারণ। (৯)
ছোট বড় চতুষ্পদী আরও দেখ যত জন্তুগণ,
জন্মগত আকৃতিই তাতে জাতিভেদ নিদর্শন। (১০)
দীর্ঘপৃষ্ঠ পাদোদর দেখ এই উরগ-নিচয়,
জন্মগত আকৃতিতে পরস্পরে ভিন্ন জাতি হয়। (১১)
জলে দেখ জলচর মৎস্যাদি আর প্রাণিচয়,
জন্মগত আকৃতিতে পরস্পরে ভিন্ন জাতি হয়। (১২)
পক্ষ-যান বিহঙ্গম পক্ষিগণে করো নিরীক্ষণ,
পরস্পর ভিন্ন জাতি জন্মগত লিঙ্গের কারণ। (১৩)

---

[১]। পাঠ্য বিষয়।
[২]। অদ্বিতীয়।
[৩]। বেদের পদ বিভাজক গ্রন্থ।
[৪]। তর্কশাস্ত্রে।
[৫]। বীজের নানাত্ব হেতু উদ্ভিদ জগতের ভিন্নত্ব উহাদের আকারেই প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে সেইরূপ আকৃতি-গত কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। (প-সূ.)

এসব জাতিতে যথা জন্মগত বিভিন্ন গঠন,
মানবের জন্মগত লিঙ্গ তথা নাহি কদাচন। (১৪)
কেশে নহে, শিরে নহে, চক্ষু-কর্ণ ইন্দ্রিয় সকলে,
মুখে নহে, নাকে নহে, নহে ওষ্ঠে কিংবা ভ্রূযুগলে। (১৫)
গ্রীবায় অংশেতে নহে পৃষ্ঠ কিংবা উদর প্রদেশে,
শ্রোণীতে[১] বক্ষেতে নহে, মৈথুনে বা নহে গুহ্যদেশে। (১৬)
হস্তে, নহে, পদে নহে, নহে নখে অঙ্গুলি-আকারে,
জঙ্ঘায় উরেতে নহে, নহে বর্ণে, নহে কণ্ঠস্বরে;
অন্য প্রাণীসম জন্মত ভিন্নতা নাহি দেখি নরে। (১৭)
৪৫৭. তথাপি—
মানব শরীরে নিজস্ব বৈষম্য নাহি বিদ্যমান,
ব্যবহার মাত্র মানুষের মাঝে নানাত্ব বিধান। (১৮)
মানুষের কেহ করে গো-রক্ষায় জীবন যাপন,
কৃষক জানিবে তাকে, হে বশিষ্ঠ, নহে সে ব্রাহ্মণ, (১৯)
যে-কেহ মানব মাঝে ভিন্ন শিল্পে করে উপার্জন,
এরূপে জানিবে শিল্পী, হে বশিষ্ঠ, নহে সে ব্রাহ্মণ। (২০)
যে করে মানব মাঝে বাণিজ্যেতে জীবন যাপন,
এরূপে বণিক জান, হে বশিষ্ঠ, নহে সে ব্রাহ্মণ। (২১)
যে-কেহ মানব মাঝে প্রেষ্যবৃত্তি[২] করেন গ্রহণ,
হে বশিষ্ঠ, প্রেষ্যবলে জান তাকে, নহে সে ব্রাহ্মণ। (২২)
যে-কেহ মানব মাঝে চৌর্যবৃত্তি করে আচরণ,
এরূপে জানিবে চোর, হে বশিষ্ঠ, নহে সে ব্রাহ্মণ। (২৩)
যে-কেহ মনুষ্য মধ্যে অস্ত্র-বিদ্যা করেন গ্রহণ,
যোদ্ধা জীব জান তাকে, হে বশিষ্ঠ, নহে সে ব্রাহ্মণ। (২৪)
যে করে মানব মাঝে পৌরহিত্যে জীবন যাপন,
পুরোহিত জান তাকে, হে বশিষ্ঠ, নহে সে ব্রাহ্মণ। (২৫)
মানবের যদি কেহ গ্রামরাজ্যে অধীশ্বর হন,
এরূপে বশিষ্ঠ, জান রাজা তিনি, নহেন ব্রাহ্মণ। (২৬)
বলি না ব্রাহ্মণ আমি যোনিজাতে মাতার নন্দন,

---

[১]। মাংসল স্থান।
[২]। পিত্তলের জীবিকা।

'ভো' বাদী[১] নামেতে খ্যাত যদ্যপি সে হয় সকিঞ্চন[২]।
অকিঞ্চন অনাদান, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (২৭)[৩]
৪৫৮. অধিকন্তু—
সর্ব সংযোজন পরিহরি যিনি সন্ত্রাস নাশন,
তৃষ্ণামুক্ত বিসংযুক্ত, তাকে বলি যথার্থ ব্রাহ্মণ। (২৮)
বরত্রা[৪] সন্ধাম[৫] নন্ধি[৬] সানুক্রম[৭] করিয়া ছেদন,
উৎক্ষিপ্ত-পরিঘ[৮] প্রাজ্ঞ, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (২৯)
আক্রোশ বন্ধন বধ সহ্য করে যিনি অনুক্ষণ,
ক্ষান্তি-বল অস্ত্র-শক্তি যার, তাকে বলি হে ব্রাহ্মণ। (৩০)
ক্রোধহীন ব্রতবান[৯] সচ্চরিত্র[১০] রাগাদি[১১] বারণ,
যে দান্ত অন্তিম দেহী, তাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ। (৩১)
পদ্মপত্রে বারিবিন্দু, সূচি-অগ্রে সর্ষপ যেমন,
কামেতে নির্লিপ্ত যিনি, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৩২)
আত্ম-দুঃখ-ক্ষয়[১২] যিনি এ জীবনে অভিজ্ঞাত হন,
ভারমুক্ত,[১৩] বিসংযুক্ত, তাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ। (৩৩)
মেধাবী, গভীর প্রাজ্ঞ, মার্গামার্গে যিনি বিচক্ষণ,
উত্তমার্থ[১৪] অনুপ্রাপ্ত, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৩৪)
গৃহী বা সন্ন্যাসী সনে উভয়েতে নির্লিপ্ত যেজন,
গৃহত্যাগী অনাগারী তৃষ্ণামুক্তে বলিব ব্রাহ্মণ। (৩৫)

---

[১]। 'ভো!' সম্বোধনকারী, তখন ব্রাহ্মণেরা ওইরূপে আত্মপরিচয় দিত। (প-সূ.)
[২]। রাগাদি অন্তরায়যুক্ত। (প-সূ.)
[৩]। অতঃপর ২৭ গাথা ধর্মপদে ব্রাহ্মণ বর্গে দৃষ্ট হয়।
[৪]। তৃষ্ণারূপী বন্ধন রজ্জু। (প-সূ.)
[৫]। ৬২ (বাষট্টি) প্রকার মিথ্যা মতবাদ। ব্রহ্মজাল সূত্র দ্রষ্টব্য।
[৬]। প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্রোধ। (প-সূ.)
[৭]। পাশে প্রবেশের গ্রন্থিস্বরূপ অনুশয়-ক্লেশ।
[৮]। অর্গল, রূপকার্থে অবিদ্যা। (প-সূ.)
[৯]। ধুতাঙ্গ ব্রতপরায়ণ। (প-সূ.)
[১০]। চরিত্র ও গুণবান। (প-সূ.)
[১১]। আসক্তিহীন। (প-সূ.)
[১২]। অর্হত্ত্বমার্গ। (প-সূ.)
[১৩]। ক্লেশ, কর্ম, কামগুণ ও স্কন্ধভার। (প-সূ.)
[১৪]। লোকোত্তর সত্য। (প-সূ.)

সভয়-নির্ভয় ভূতে যিনি দণ্ড করিয়া বর্জন
হত্যাঘাত নাহি করে, তাকে আমি বলিব ব্রাহ্মণ। (৩৬)
শত্রু-মাঝে মিত্র যিনি, দণ্ডযোগ্য শান্ত যেই জন,
পরিগ্রহে অনাদান, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৩৭)
রাগ-দ্বেষ-মান আর ম্রক্ষ যার হয়েছে পতিত,
শরাগ্র-সর্ষপসম, তাকে বলি ব্রাহ্মণ নিশ্চিত। (৩৮)

৪৫৯. অকর্কশ বিজ্ঞাপক সত্যবাক্য যে করে ভাষণ,
যাতে ক্রোধান্বিত নহে কেহ, তাকে বলিগো ব্রাহ্মণ। (৩৯)
দীর্ঘ-হ্রস্ব, অণু-স্থূল, ভালো-মন্দ দ্রব্য যেই জন,
অদত্ত না লয় লোকে, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪০)
ইহলোকে পরলোকে আশা যার নাহি বিদ্যমান,
বাসনা-বন্ধন মুক্ত, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪১)
তৃষ্ণা যার নাহি বিদ্যমান জ্ঞানোদয়ে নিঃসংশয়,
প্রবিষ্ট অমৃত মাঝে, তাকে বলি ব্রাহ্মণ নিশ্চয়। (৪২)
লোকে যিনি অতিক্রমি পাপ-পুণ্য উভয় বন্ধন,
অশোক-নির্মল-শুদ্ধ, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৩)
নির্মল চন্দ্রমা সম শুদ্ধ স্বচ্ছ অনাবিল জন,
নন্দী-ভব পরিক্ষীণ, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৪)
যিনি দুর্গম সংসার পরিপন্থ মোহাতীত হন,
তীর্ণ, পারগত, ধ্যানী, তৃষ্ণামুক্ত, সংশয় বর্জন;
নির্বাপিত উপাদান ক্ষয়ে, তাকে বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৫)
যিনি কামে পরিহরি গৃহত্যাগী প্রব্রজিত হন,
কামভব পরিক্ষীণ, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৬)
যিনি লোকে তৃষ্ণাছাড়ি অনাগারে প্রব্রজিত হন,
তৃষ্ণাভব পরিক্ষীণ, তাকে আমি বলিগো ব্রাহ্মণ। (৪৭)
মানবীয়-যোগ ছাড়ি[১] দিব্য-যোগ করি অতিক্রম,
সর্বযোগ বিসংযুক্ত, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৪৮)
ছাড়ি রতি অরতিরে শীতিভূত, উপধি-বিহত,
সর্বলোক জয়ী বীর, তাকে বলি ব্রাহ্মণ প্রকৃত । (৪৯)
সত্ত্বদের জন্ম-মৃত্যু সর্বভাবে যিনি জ্ঞাত হন,

---

[১]। পঞ্চকাম বস্তুর প্রতি আসক্তি। (প-সূ.)

নির্লিপ্ত সুগত বুদ্ধ, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫০)
যার গতি নাহি জানে গন্ধর্ব বা নরামরগণ,
ক্ষীণাসব, অর্হৎ, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫১)
যার পূর্বাপর মধ্যে[১] কিছুমাত্র নাহিক কিঞ্চন,
অকিঞ্চন, অনাদান, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫২)
ঋষভ, প্রবর বীর, মহাঋষি, বিজেতা প্রধান,
অকলুষ ধৌতপাপ বুদ্ধে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫৩)
পূর্বজন্ম যিনি জ্ঞাত, স্বর্গাপায় করেন দর্শন।
পূর্বজন্ম ক্ষয় প্রাপ্ত যিনি, তাকে বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। (৫৪)

৪৬০. সংজ্ঞামাত্র ইহলোকে নাম-গোত্র মানব-কল্পিত,
জন্মকালে ব্যবহৃত লোকমুখে হয় সমাগত। (৫৫)
বস্তুত—
জন্মেতে ব্রাহ্মণ নহে, নাহি হয় জন্মে অব্রাহ্মণ,
কর্মেতে ব্রাহ্মণ হয়, কর্মবশে হয় অব্রাহ্মণ। (৫৬)
কৃষক কর্মেতে হয়, শিল্পী হয় কর্মের কারণ,
বণিক কর্মেতে হয়, প্রেষ্য হয় কর্ম-নিবন্ধন। (৫৭)
চোর হয় কর্মহেতু, যোদ্ধা জীব কর্মের কারণ
যাচক কর্মেতে হয়, রাজা হয় কর্ম-নিবন্ধন। (৫৮)
কর্ম আর ফলজ্ঞানী প্রতীত্য-সমুৎপাদ দর্শিগণ,[২]
পণ্ডিতেরা এই কর্ম যথাভূত করে নিরীক্ষণ। (৫৯)
কর্মেতে চলেছে বিশ্ব, কর্মেহেতু ভ্রমে প্রাণীগণ,
আণিবদ্ধ রথচক্র সম ঘুরে কর্মে জীবগণ। (৬০)
তপস্যায়, ব্রহ্মচর্যে, সংযমে ও ইন্দ্রিয়-দমনে,
ইহাতে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ্য উত্তম শুধু গুণে। (৬১)
ত্রিবিদ্যায় সুসমৃদ্ধ পুনর্ভব মুক্ত শান্তজন,
জানিবে বশিষ্ঠ এরা, বিজ্ঞদের ইন্দ্র-ব্রহ্মা হন।" (৬২)

৪৬১. এইরূপ কথিত হইলে বশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ বিদ্যার্থীদ্বয় ভগবানকে ইহা বলিলেন, "আশ্চর্য, ভো গৌতম, চমৎকার, ভো গৌতম, যেমন অধঃমুখ

---

[১]। ত্রিকালে।

[২]। জড়াজড় সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। কার্য-কারণনীতি অনুসারে এই সিদ্ধান্তকে প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি বলে।

ভাজনকে ঊর্ধ্বমুখ করা হয়,...। এই আমরা প্রভু গৌতমের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করিতেছি। মহামান্য গৌতম আজ হইতে আজীবন আমাদিগকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

বশিষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত

৯. শুভ সূত্র

(গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস জীবনের তুলনা, ব্রহ্মলোকের মার্গ)

৪৬২. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছেন, সেই সময় তোদেয়পুত্র শুভমানব কোনো কার্যোপলক্ষে শ্রাবস্তীতে (আসিয়া) এক গৃহপতির ঘরে বাস করিতেছেন। তখন তোদেয়পুত্র শুভ যেই গৃহপতির গৃহে বাস করেন, সেই গৃহপতিকে বলিলেন, "গৃহপতি, আমি ইহা শুনিয়াছি যে, শ্রাবস্তী অর্হৎদের দ্বারা বিবিক্ত (নির্জন) নহে। আজ কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের পর্যুপাসনা (সাহচর্য) করিতে পারি?"

"প্রভু, এই ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছেন। প্রভু, সেই ভগবানের পর্যুপাসনা করুন।"

তখন শুভমানব সেই গৃহপতির কথা শুনিয়া যেখানে ভগবান আছেন, সে-স্থানে উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট... শুভমানব ভগবানকে বলিলেন, "ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা ইহা বলিয়া থাকেন—গৃহস্থই অনবদ্য ন্যায়-ধর্মের (আর্যমার্গের) আরাধক হয়, প্রব্রজিত ন্যায়ধর্ম ও কুশলের আরাধক হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে মাননীয় গৌতম কী বলেন?"

৪৬৩. "মানব, এ সম্বন্ধে আমি বিভাজ্যবাদী,[১] ইহাতে আমি একান্তবাদী নহি। মানব, আমি গৃহীর কিংবা প্রব্রজিতের মিথ্যা প্রতিপত্তি (ভ্রান্ত আচরণ) প্রশংসা করি না। মিথ্যা প্রতিপন্ন ব্যক্তি গৃহী হউক অথবা প্রব্রজিতই হউক মিথ্যা প্রতিপত্তির দরুন ন্যায়-ধর্ম ও কুশলের আরাধনা করিতে পারে না। মানব, গৃহীর কিংবা প্রব্রজিতের সম্যক প্রতিপত্তিকে আমি প্রশংসা করি। সম্যক প্রতিপন্ন গৃহী কিংবা প্রব্রজিত সম্যক প্রতিপত্তির দরুন ন্যায়-ধর্ম ও কুশলের পরিপূরণকারী হয়।"

---

[১]। বিভাগ-বিশ্লেষণ করিয়া ভালো-মন্দ বাদী। (প-সূ.)

"ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা এরূপ বলেন, 'এই গৃহবাসের (গৃহস্থীর) কর্মস্থান (আদর্শ, ক্ষেত্র) মহার্থ (বহু প্রয়োজন), বহু কর্তব্য, বহু অধিকরণ, বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ; সুতরাং ইহা মহা ফলপ্রদ হয়। আর এই প্রব্রজ্যা-কর্মস্থান স্বল্পার্থ, স্বল্প-কৃত্য, স্বল্প-অধিকরণ, সামান্য আড়ম্বরপূর্ণ; সুতরাং ইহা হয় স্বল্প ফলপ্রদ।'"

"মানব, এ বিষয়েও আমি বিভাজ্যবাদী; ইহাতে আমি একান্তবাদী নহি। (১) মানব, এমন মহার্থ, মহাকৃত্য, মহাধিকরণ, মহা সমারম্ভযুক্ত কর্মস্থান আছে, যাহা বিপন্ন[১] হইলে স্বল্প ফলপ্রদ হয়। (২) মানব, মহার্থ, মহাকৃত্য, মহাধিকরণ, মহা সমারম্ভযুক্ত কর্মস্থানও আছে, যাহা সম্পন্ন হইলে মহা ফলপ্রদ হয়। (৩) মানব, এমন স্বল্পার্থ, অল্প-কৃত্য, অল্প-অধিকরণ ও অল্প সমারম্ভযুক্ত কর্মস্থান আছে; যাহা বিপন্ন হইলে স্বল্প-ফল হয়। মানব, এমনও অল্পার্থ... কর্মস্থান আছে; যাহা সুসম্পন্ন হইলে মহাফল হয়।

মানব, কোন প্রকার কর্মস্থান, (১) মহার্থ, মহাকৃত্য, মহাধিকরণ, মহা সমারম্ভযুক্ত; কিন্তু বিপন্ন হইলে অফল হইয়া থাকে? মানব, কৃষি এমন কর্মস্থান, যাহা মহার্থ...মহা সমারম্ভযুক্ত, কিন্তু বিপন্ন হইলে অফল হয়। (২)... কোন প্রকার কর্মস্থান... মহা সমারম্ভযুক্ত... কিন্তু সম্পন্ন হইলে মহাফল হয়? মানব, কৃষিই...। (৩) কোন প্রকার কর্মস্থান... অল্প সমারম্ভযুক্ত (এবং) বিপন্ন হইলে অফল হয়? মানব, বাণিজ্য...। (৪) কোন প্রকার কর্মস্থান... অল্প সমারম্ভযুক্ত, কিন্তু সম্পন্ন হইলে মহাফল হয়? মানব, বাণিজ্যই...।

৪৬৪. যেমন মানব, কৃষি কর্মস্থান... মহা সমারম্ভযুক্ত, বিপন্ন হইলে অফল হয়; তদ্রূপই মানব, গৃহবাস কর্মস্থান... মহা সমারম্ভযুক্ত, কিন্তু বিপন্ন হইলে অফল হয়। যেমন মানব, কৃষি কর্মস্থানই... মহা সমারম্ভযুক্ত, কিন্তু সম্পন্ন হইলে মহা ফলপ্রদ হয। সেইরূপই... গৃহবাস... কর্মস্থান...। যেমন... বাণিজ্য কর্মস্থান... অল্প সমারম্ভযুক্ত; আর বিপন্ন হইলে অফল হয়; সেইরূপই মানব, প্রব্রজ্যা কর্মস্থান...। যেমন... বাণিজ্য কর্মস্থান... অল্প সমারম্ভ হয়, কিন্তু সসম্পন্ন হইলে মহাফল হয়; তদ্রূপই মানব, প্রব্রজ্যা কর্মস্থান...।"

---

[১]। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে কৃষি এবং মণি-স্বর্ণাদি সম্বন্ধে অদক্ষতার দরুণ বাণিজ্য বিপন্ন হয়, বিপরীত অবস্থায় সম্পন্ন হয়। গার্হস্থ্য কর্মস্থান ও কল্যাণমুখী না হইলে অধঃপতন ঘটে। (প-সূ.)

"ভো গৌতম, পুণ্য সম্পাদনের তথা কুশলের আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন।"

"মানব, ব্রাহ্মণেরা পুণ্যের সম্পাদনার্থ... যে পঞ্চবিধ ধর্ম প্রজ্ঞাপন করে, যদি বলিতে তোমার গুরুভার (অসুবিধা) না হয়; সাধু, তবে সেই পঞ্চধর্ম এই পরিষদে ভাষণ করিতে পার।"

"ভো গৌতম, আমার কোনো গুরুভার নহে; বিশেষত যেখানে আপনি কিংবা আপনার ন্যায় (মহাপুরুষ) উপবিষ্ট আছেন।"

"মানব, তবে বলো।"

"ভো গৌতম, পুণ্য সম্পাদনার্থ তথা কুশলের আরাধনার নিমিত্ত (১) সত্যবাক্য প্রথম ধর্ম, (২)... তপশ্চর্যা... দ্বিতীয় ধর্ম, (৩)... ব্রহ্মচর্য তৃতীয় ধর্ম, (৪)... মন্ত্র-অধ্যয়ন... চতুর্থ ধর্ম। (৫) দ্রব্য-ত্যাগ (অপরিগ্রহ) পঞ্চম ধর্ম; যাহা ব্রাহ্মণেরা প্রজ্ঞাপন করেন। আর ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা পুণ্য সম্পাদনার্থ এবং কুশলের আরাধনার নিমিত্ত এই পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন। এ সম্বন্ধে মাননীয় গৌতম কী বলেন?"

৪৬৫. "কেমন, মানব, ব্রাহ্মণদের একজনও কি আছেন; যিনি বলিতে পারেন—আমি এই পঞ্চধর্মকে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার বিপাক প্রকাশ করিতেছি?"

"না, ভো গৌতম।"

"মানব, কেমন ব্রাহ্মণদের এক আচার্যও, এক আচার্য-প্রাচার্যও, সপ্তম আচার্যমহ যুগ পর্যন্তও কেহ আছেন কি যিনি এরূপ বলিতে পারেন—'আমি এই পঞ্চধর্ম... প্রকাশ করিতেছি'?"

"না, ভো গৌতম।"

"মানব, যাহারা মন্ত্র (বেদ)সমূহের কর্তা, মন্ত্রের প্রবক্তা (অধ্যাপক) ব্রাহ্মণদের পূর্বজ ঋষিরা ছিলেন, যাহাদের গীত (গায়িত), সঙ্গীত, প্রোক্ত রাশিকৃত পুরাতন মন্ত্রপদ (বেদ-বাক্য) আজও ব্রাহ্মণগণ তদনুসারে গান করেন, তদনুসারে ভাষণ করেন, (ঋষিদের) ভাষণের অনুভাষণ করেন, বাচনের অনুবাচন করেন; (সেই পূর্বজ ঋষি) যথা—অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভারদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও ভৃগু। কেমন, উহারা এরূপ বলিয়াছেন : 'আমরা এই পঞ্চধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাদের বিপাক প্রকাশ করিতেছি?'"

"না, ভো গৌতম।"

"এই প্রকারে, মানব, ব্রাহ্মণদের কোনো একজনও নাই যিনি ইহা কহিতে

পারেন—আমি... প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাদের বিপাক প্রকাশ করিতেছি। ব্রাহ্মণদের... সাতপুরুষ আচার্যমহ যুগ পর্যন্তও নাই...। ব্রাহ্মণদের পূর্বজ ঋষিরা... ও বলেন নাই—আমরা... প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাদের বিপাক প্রকাশ করিতেছি?

"না, ভো গৌতম।"

"যেমন মানব, পরম্পরা সংসক্ত অন্ধপ্রবেণি, পূর্বজনও দেখে না, মধ্য জনও দেখে না; পরের জনও দেখে না; এইরূপেই মানব, ব্রাহ্মণ-দেব ভাষণ অন্ধ প্রবেণিতে পরিণত হইল, মনে হয়। পূর্ববর্তীও দেখে না, মধ্যবর্তীও দেখে না, পরবর্তীও দেখিতে পায় না।"

৪৬৬. এইরূপ উক্ত হইলে তোদেয়পুত্র শুভমানব ভগবান কর্তৃক পরম্পরা সংসক্ত অন্ধপ্রবেণি উপমা কথিত হওয়ায় কোপিত ও অসন্তুষ্ট-চিত্ত হইয়া ভগবানকেই তিরস্কারেচ্ছায়, ভগবানকেই অপ্রতিভ করিবার অভিলাষে, ভগবানকেই বলিতে গিয়া 'শ্রমণ গৌতম অজ্ঞভাব[১] প্রাপ্ত হইবেন' ভাবিয়া ভগবানকে বলিলেন, ভো গৌতম, সুভগ বণিক (সুভগবন নিবাসী) উপমণ্য গোত্রীয় পোক্‌খরসাতি[২] ব্রাহ্মণ এরূপ বলেন, 'যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মনুষ্যধর্ম হইতে উত্তরিতর (লোকোত্তর) উত্তম, অলম্ (বিশুদ্ধ) আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষকে এভাবে অঙ্গীকার করেন, তাহাদের সেই ভাষণ হাস্যকর প্রমাণিত হয়, নামমাত্রে[৩] পর্যবসিত হয়, রিক্ত ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। কী প্রকারে সম্ভব মনুষ্যভূত অবস্থায় মনুষ্যোত্তর ধর্ম অলম্ আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ জানিবে, দেখিবে কিংবা প্রত্যক্ষ করিবে? ইহা কখনো সম্ভব নহে।"

"কেমন মানব,... পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ স্বীয় চিত্ত দ্বারা সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরই চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া জানেন কি?"

"ভো গৌতম, নিজের দাসী পূর্ণিকার অন্তঃকরণও সুভগবণিক উপমণ্যব পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ স্বচিত্ত দ্বারা জানিতে পারেন না; কোথায় সমগ্র ব্রাহ্মণদের অন্তকরণ চিত্ত দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া জানিতে পারিবেন?"

"যেমন মানব, কোনো জন্মান্ধ পুরুষ কৃষ্ণ-শুক্ল রূপ (বর্ণ) দেখে না, নীল..., পীত..., লোহিত ও মঞ্জিষ্ঠরূপ দেখে না, সম-বিষমরূপ (ভূমিভাগ) নক্ষত্র-রূপ দেখে না, চন্দ্র-সূর্যকে দেখিতে পায় না; অথচ সে এ প্রকার

---

[১]। অসর্বজ্ঞ ভাব। (টীকা)

[২]। শরীর শ্বেত-পুষ্কর সদৃশ বলিয়া পুষ্করসাদি অথবা পুষ্করে শায়িত বলিয়া পুষ্করশাতি নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। (প-সূ.) উক্কট্ঠের সুভগবনের তিনি অবীশ্বর। (টীকা)

[৩]। বাক্যমাত্রে নানা শব্দহীন পর্যায়ভুক্ত। (টীকা)

বলে : কৃষ্ণ-শুক্লরূপ নাই, 'কৃষ্ণ-শুক্লরূপের দর্শক নাই... চন্দ্র-সূর্য নাই, চন্দ্র-সূর্যের দ্রষ্টাও নাই। আমি উহাদিগকে জানি না, আমি উহাদিগকে দেখিনা। সুতরাং উহারা নাই।' মানব, এইরূপ বলিলে সে কি যথার্থ বলিবে?"

"ইহা নিশ্চয় না, ভো গৌতম, কৃষ্ণ-শুক্লরূপ আছে,..., চন্দ্র-সূর্য আছে, চন্দ্র-সূর্যের দ্রষ্টাও আছেন। 'আমি ইহাদিগকে জানি না, দেখি না, সুতরাং (ইহারা) নাই।' এ প্রকার বলিলে সে যুক্তিসঙ্গত বলিবে না।"

"এইরূপই মানব,... পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ অন্ধ, জ্ঞানচক্ষুহীন, সে যথার্থ উত্তরি-মনুষ্যধর্ম অলম্ আর্য-জ্ঞানদর্শন জানিবে, দেখিবে কিংবা প্রত্যক্ষ করিবে; ইহা কখনো সম্ভব নহে।"

৪৬৭. "তাহা কী মনে করো, মানব, যে-সকল কোশলবাসী ব্রাহ্মণ-মহাশাল আছে; যথা : চঙ্কী ব্রাহ্মণ, তারুক্ষ ব্রাহ্মণ, পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ, জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ আর তোমার পিতা তোদেয়। তাহাদের কোনো বাক্য শ্রেয়? তাহারা সংবৃতি (লোকব্যবহার) অনুসারে যাহা বলেন কিংবা যাহা সংবৃতি—বিরুদ্ধ বলেন?"

"হে গৌতম, সংবৃতি অনুসারে যাহা বলেন।"

"তাহাদের কোন বাক্য শ্রেয়, তাহারা মন্ত্রণা (তুলনা) করিয়া যে বাক্য বলেন কিংবা মন্ত্রণা না করিয়া যাহা বলেন?"

"মন্ত্রণা অনুসারে... ভো গৌতম।"

"... তাহারা জানিয়া (প্রতিসংখ্যায়) যে বাক্য বলেন কিংবা না জানিয়া যে বাক্য বলেন?"

"জানিয়া, ভো গৌতম।"

"... তাহারা যুক্তিসঙ্গত যে বাক্য বলেন অথবা যুক্তিহীন যে বাক্য বলেন?"

"যুক্তিসঙ্গত, ভো গৌতম।"

"তাহা কী মনে করো, মানব, যদি এরূপ[১] হয় তবে... পোক্‌খরসাতি ব্রাহ্মণ সংবৃতি অনুসারে বাক্য বলিয়াছেন কিংবা সংবৃতি বিরুদ্ধ?"

"সংবৃতি বিরুদ্ধ, ভো গৌতম।"

"... মন্ত্রণা অনুসারে কিংবা মন্ত্রণা বিরুদ্ধ?"

"মন্ত্রণা বিরুদ্ধ,...।"

---

[১]। যদি লোকব্যবহার ত্যাগ না করিয়া, মন্ত্রণা করিয়া, জানিয়া; যুক্তিসঙ্গত বাক্য বলা শ্রেয় হয়। (প-সূ.)

"... জানিয়া কিংবা না জানিয়া?"

"না জানিয়া,... ।"

"যুক্তিসঙ্গত কিংবা যুক্তিহীন?"

"যুক্তিহীন,... ।"

"মানব, এই পঞ্চ নীবরণ (আবরণ)। কোন পঞ্চ? (১) কামচ্ছন্দ (বিষয়ানুরাগ) নীবরণ, (২) ব্যাপাদ (বিদ্বেষ) নীবরণ, (৩) থিনমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) নীবরণ, (৪) ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (উদ্ধতভাব ও কুকর্মানুশোচনা) নীবরণ ও (৫) বিচিকিৎসা (সংশয়) নীবরণ। মানব, এই পঞ্চ নীবরণ আছে মানব, পোক্খরসাতি ব্রাহ্মণ এই নীবরণে আবরিত, আচ্ছন্ন, অবরুদ্ধ, পরিবেষ্টিত (চতুর্দিকে আবরিত)। সুতরাং সে উত্তরি-মনুষ্যধর্ম অলম্ আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ জানিবে, দেখিবে কিংবা প্রত্যক্ষ করিবে; ইহা কখনো সম্ভব নহে।

৪৬৮. মানব, এই পঞ্চকামগুণ (কাম-বন্ধন), কোন পঞ্চ? (১) ইষ্ট-কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়-রূপ, কাম-সংযুক্ত, রঞ্জনীয় চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ, (২)... শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, (৩)... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ। (৪)... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, (৫)... কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্য। মানব, এই পঞ্চ-কামগুণ।... পোক্খরসাতি ব্রাহ্মণ এই পঞ্চকামগুণ দ্বারা গ্রথিত; মূর্ছিত, অধ্যাপন্ন (বিপন্ন) অদোষদর্শী; নিঃসারণবুদ্ধি না রাখিয়াই পরিভোগ করিতেছে; সুতরাং সে উত্তরি-মনুষ্য-ধর্ম অলম্ আর্য-জ্ঞানদর্শন বিশেষ জানিবে, দেখিবে কিংবা প্রত্যক্ষ করিবে; ইহা কখনো সম্ভব নহে।

তাহা কী মনে করো, মানব, তৃণকাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, আর তৃণকাষ্ঠ উপাদান বিনা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়; উভয়ের কোনো অগ্নি অধিক অর্চিমান, বর্ণবান ও প্রভাস্বর হইবে?"

"যদি ভো গৌতম, তৃণকাষ্ঠ উপাদান বিনা অগ্নি প্রজ্জ্বালন সম্ভব হয়, তবে সেই অগ্নিই হইবে অধিকতর অর্চিমান, বর্ণবান ও প্রভাস্বর।"

"মানব, ইহা অসম্ভব, ইহার অবকাশ নাই যে ঋদ্ধিমান ব্যতীত তৃণকাষ্ঠ উপাদানহীন অগ্নি অন্য কেহ জ্বালিতে পারে। যেমন মানব, তৃণকাষ্ঠ ইন্ধন আশ্রয় করিয়া অগ্নি জ্বলে; যেই প্রীতি পঞ্চ কামগুণকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, সেই প্রীতিকে আমি তাদৃশ বলি। যেমন মানব, তৃণকাষ্ঠ উপাদান আশ্রয় ব্যতীত অগ্নি প্রজ্জ্বলন হয়; মানব, আমি সেই প্রীতিকে তৎসদৃশ বলি, যেই প্রীতি কাম্য-বস্তুর অবলম্বন বিনা, অকুশল ধর্মের সহায়তা বিনা উৎপন্ন হয়।

মানব, কোন প্রকার প্রীতি কাম্যবস্তুর আশ্রয় ব্যতীত, অকুশল ধর্মের

সহায়তা ভিন্ন উৎপন্ন হয়? এক্ষেত্রে মানব, কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। মানব, এই ধ্যানজ প্রীতিও কাম্য-বস্তুর সংশ্রব ব্যতীত, অকুশল ধর্মের সহায়তা ভিন্ন উৎপন্ন হয়। পুনশ্চ মানব, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম-হেতু... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। মানব, এই প্রীতিও কাম ও অকুশল ধর্মের সহায়তা ব্যতীত উৎপন্ন হয়[১]।

৪৬৯. মানব, পুণ্য-সম্পাদনের ও কুশল আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা যেই পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন; উহাদের কোনো ধর্মকে তাহারা পুণ্য-ক্রিয়ার তথা কুশল আরাধনার নিমিত্ত সর্বাপেক্ষা মহাফলপ্রদ বলিয়া থাকেন?"

"ভো গৌতম,... যে পঞ্চধর্ম ব্রাহ্মণেরা প্রজ্ঞাপন করেন, তন্মধ্যে ত্যাগধর্মকেই তাঁহারা... সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ বলেন।"

"তাহা কী মনে করো, মানব, এখানে কোনো ব্রাহ্মণের গৃহে মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইল। 'অমুক ব্রাহ্মণের মহাযজ্ঞ উপভোগ করিব' এই ভাবিয়া তখন দুইজন ব্রাহ্মণ আসিলেন, তন্মধ্যে একজনের এরূপ চিন্তা হইল : 'ভোজনশালায় (ভত্তগ্গে) প্রথম আসন প্রথমজন তথা প্রথম পিণ্ড আমি পাইতে চাই, অন্য ব্রাহ্মণেরা ভোজন-শালায় অগ্র আসন, জল ও পিণ্ড পাইবে না।' দৈবাৎ এমন কারণ ঘটিল, মানব, অপর ব্রাহ্মণই... প্রথম পিণ্ড পাইল, আর সে-ই ব্রাহ্মণ পাইল না...। তখন 'আমার প্রথম পিণ্ড লাভ হইল না' (এই ধারণায়) সে কোপিত হইল, অসন্তুষ্ট হইল। মানব, ব্রাহ্মণেরা ইহার কি ফল প্রকাশ করেন?"

"ভো গৌতম, এতদ্বারা কেহ কোপিত, অসন্তুষ্ট হউক, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরা এরূপ দান কখনো করেন না। কিন্তু এ অবস্থায় অনুকম্পাবশতই (অনুকম্পা জাতিক) দান দিয়া থাকেন।"

তাহা হইলে মানব, ব্রাহ্মণদের জন্য এই অনুকম্পা স্বভাব (অনুগ্রহ বুদ্ধি) ষষ্ঠ পুণ্যক্রিয়া বস্তু হয়।"

"এইরূপ হইলে, ভো গৌতম,... এই অনুকম্পা স্বভাব ষষ্ঠ পুণ্যক্রিয়া বস্তু হয়।" (সুতরাং পঞ্চবিধ পুণ্যক্রিয়া বস্তু ইহা একান্ত ঠিক নহে।)

"মানব, পুণ্য-সম্পাদন ও কুশল আরাধনার্থ ব্রাহ্মণেরা পঞ্চধর্ম প্রকাশ করেন, এই পঞ্চধর্ম কাহাদের মধ্যে অধিক দেখা যায় গৃহস্থদের কিংবা

---

[১]। যেমন তৃণকাষ্ঠ ইন্ধন সহায়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ধুম, ভস্ম, অঙ্গার থাকায় নিকৃষ্ট, সেইরূপ পঞ্চ কামগুণ সংস্রবে উৎপন্ন প্রীতি জাতি, জরা, ব্যাধি, মরণাদি থাকায় সদোষ। ইন্ধন ও ভস্মাদি যুক্ত বিদ্যুৎ বা ঋদ্ধিজাত অগ্নির ন্যায় লোকোত্তর ধ্যানজ প্রীতি জন্মাদির অভাববশত অধিক পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্বর। (প-সূ.)

প্রব্রজিতদের মধ্যে?"

"... ভো গৌতম,... যে পঞ্চধর্ম ব্রাহ্মণেরা প্রজ্ঞাপন করেন, সেই পঞ্চধর্ম প্রব্রজিতদের মধ্যে অধিক দেখিতে পাই, গৃহস্থদের মধ্যে স্বল্পতর। ভো গৌতম,... গৃহস্থ মহার্থ, মহাকৃত্য, মহাধিকরণ, মহা সমারম্ভযুক্ত। সুতরাং সদাসর্বদা সত্যবাদী হইতে[১] পারে না।...প্রব্রজিত জীবন অল্পার্থ, অল্পকৃত্য, অল্পাধিকরণ, অল্প সমারম্ভযুক্ত। সুতরাং সদাসর্বদা সত্যবাদী হইতে সমর্থ। গৃহস্থ... মহা সমারম্ভযুক্ত। সুতরাং সতত নিরন্তর তপস্বী হইতে সমর্থ হয় না..., ব্রহ্মচারী হইতে সমর্থ হয় না..., স্বাধ্যায়বহুল হইতে পারে না। অপর পক্ষে... প্রব্রজিত জীবন... অল্প সমারম্ভযুক্ত হয়; সুতরাং সদাসর্বদা স্বাধ্যায়বহুল হইতে পারেন। পুণ্যক্রিয়া ও কুশল আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা যেই পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন, আমি সেই পঞ্চধর্ম প্রব্রজিতদের মধ্যে অধিক দেখিতে পাই, গৃহস্থদের মধ্যে স্বল্পতর।"

"মানব, পুণ্যের সম্পাদন ও কুশলের আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা যে পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন, উহাদিগকে আমি বৈর-রহিত, হিংসা-রহিত মৈত্রী-চিত্ত সম্প্রসারণের নিমিত্ত পরিবার বা সহায়ক বলি।

এক্ষেত্রে মানব, কোনো ভিক্ষু সত্যবাদী হয়, 'আমি সত্যবাদী হইয়াছি,' সে এই ধর্ম-বেদ (জ্ঞান) লাভ করে, অর্থ-বেদ লাভ করে, আর ধর্ম-সংযুক্ত প্রামোদ্য লাভ করে। যাহা কুশল সম্পর্কিত প্রামোদ্য, উহাকে আমি বৈর-রহিত, ব্যাপাদ-রহিত সেই মৈত্রী-চিত্তের সম্প্রসারণে পরিবার বলি,...।" [তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য, স্বাধ্যায়বহুল, ত্যাগবহুল; এই ধর্মসমূহের সমন্বয় এরূপে বর্ণনীয়।]

৪৭০. এরূপ কথিত হইলে শুভমানব ভগবানকে বলিলেন, "ভো গৌতম, ইহা শুনা যায় যে শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মাগণের সহব্যতার (সারূপ্যের) মার্গ উপদেশ করেন?"

"তাহা কী মনে করো, মানব, নলকার গ্রাম এ স্থান হইতে সমীপে, এ স্থান হইতে দূরে নহে?"

"হ্যাঁ, ভো গৌতম, নলকার গ্রাম হইতে সমীপে, দূরে নহে।"

"তবে কী মনে করো, মানব, এ স্থানে এই নলকার গ্রামে কোনো পুরুষ

---

[১]। গৃহস্থেরা অর্থসাধক, কর্মপথ পর্যায়ভুক্ত মিথ্যা না বলিলেও নিজের সম্পত্তি পরকে না দেবার ইচ্ছায় ব্যবহার মাত্র মিথ্যা বলিয়াই থাকে। (প-সূ.) [এক্ষেত্রে দিবার মত নাই বলিলে চলে।]

যদি জাত ও বর্ধিত হয়; নলকার গ্রাম হইতে সদ্য-নিষ্ক্রান্ত, সেই পুরুষকে (কেহ) নলকার গ্রামের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তবে মানব, সেই গ্রামে জাত ও বর্ধিত পুরুষের দ্বিধা কিংবা স্তব্ধ-ভাব হইবে কি?"

"নিশ্চয় না, ভো গৌতম!"

"তার কারণ কী?"

"ভো গৌতম, সে পুরুষ নলকার গ্রামে জাত ও বর্ধিত। সুতরাং নলকার গ্রামের সমস্ত মার্গই তাহার সুবিদিত।"

"ব্রাহ্মণ, নলকার গ্রামে জাত ও বর্ধিত পুরুষের—ওই গ্রামের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে ক্বচিৎ দ্বিধা ও স্তব্ধ-ভাব হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্ম-লোক বা ব্রহ্মলোকগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তথাগতের কখনো দ্বিধাভাব কিংবা স্তব্ধতা হইবে না। মানব, আমি ব্রহ্মাদিগকে জানি, ব্রহ্মলোক জানি, আর ব্রহ্মলোকগামী প্রতিপদা জানি, যেরূপে প্রতিপন্ন হইয়া ব্রহ্মারা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে অবগত আছি।"

"ভো গৌতম, আমি শুনিয়াছি—শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মাগণের সহব্যতার মার্গ দেশনা করেন; সাধু, ভবৎ গৌতম আমাকে ব্রহ্মাগণের সহব্যতার মার্গ উপদেশ করুন।"

"তাহা হইলে, মানব, শুন, উত্তমরূপে মনোযোগ রাখ, কহিতেছি।"

"হ্যাঁ, ভো, (বলিয়া) শুভমানব ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

৪৭১. ভগবান ইহা বলিলেন, "মানব, ব্রহ্ম সহব্যতার মার্গ কী? এক্ষেত্রে মানব, ভিক্ষু মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে একদিক প্রসারিত করিয়া বিহার করে তথা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এই প্রকারে ঊর্ধ্ব, অধ, পার্শ্ব বা অনুদিক, সর্বত্র, সমগ্র আত্মবৎ চিন্তায় সর্ব প্রাণীময় বিশ্বে বৈর-রহিত, বিদ্বেষ-রহিত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ মৈত্রী সমন্বিত চিত্ত প্রসারিত করিয়া বিহার করে। মানব, এই প্রকারে ভাবিত মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি দ্বারা প্রমাণকৃত যে ভাবনাময় কর্ম হয়, সে (কামাবচর) কর্ম রূপাবচর কর্মে স্বীয় অবকাশ করিতে পারে না, সে কর্ম তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না[১]। যেমন মানব, শঙ্খধম (শঙ্খবাদক) অল্পায়াসেই

---

[১]। ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ-সাধনার উপচার ও অর্পণা সমাধি নামে দুই স্তর। প্রথম স্তরে নীবরণ ধর্ম বিষ্কম্ভিত না হওয়ায় মৈত্রী সাধনা কামলোকীয় প্রমাণকৃত কর্ম হয়। দ্বিতীয় স্তরে সাধনার সিদ্ধি বা সমর্পণজনিত অর্পণা সমাধি হয়, উহা রূপাবচর মহদ্গত অপ্রমাণ কর্ম। প্রথম স্তরের কাজ দ্বিতীয় স্তরে উপনীত করা। দ্বিতীয় স্তরে উহা সংলগ্ন থাকিতে কিংবা প্রতিসন্ধি বিপাক দানের অবসর করিতে পারে না। সসীম কূপের জল যেমন প্লাবনে প্রভাবান্বিত হয়, সেইরূপ রূপাবচর অপ্রমাণ কুশল কামলোকীয় কুশলকে পরাভূত করিয়া

চতুর্দিকে বিঘোষিত করে, সেইরূপ মানব, এই প্রকারে ভাবিত মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি দ্বারা যে প্রমাণকৃত কর্ম সম্পাদিত হয়, তাহা তথায় (ফলদানের) অবসর পায় না, তাহা তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না, মানব, এই মৈত্রীও ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ।

পুনরায় মানব, ভিক্ষু করুণা (পরের দুঃখ মোচন-প্রেরণা)-সহগত চিত্ত দ্বারা..., মুদিতা (পরের উন্নতি-অনুমোদন) সংযুক্ত চিত্ত দ্বারা..., উপেক্ষা (সমদর্শন) সংযুক্ত চিত্ত দ্বারা সর্বত্র, সমগ্র আত্মবৎ চিন্তায়, সত্ত্ব-সমন্বিত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া বিহার করে। মানব, এই প্রকারে ভাবিত উপেক্ষা চিত্তবিমুক্তি দ্বারা যে প্রমাণকৃত কর্ম সম্পাদিত হয়, উহা তথায় সংলগ্ন হয় না, উহা তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না। হে মানব, এই উপেক্ষাও ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ।"

৪৭২. এইরূপ উক্ত হইলে তোদেয় পুত্র শুভমানব ভগবানকে ইহা বলিলেন, "আশ্চর্য, ভো গৌতম, আশ্চর্য, ভো গৌতম, যেমন অধঃমুখকে ঊর্ধ্বমুখ করা হয়,...। সুতরাং আমি ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের সহিত মহামান্য ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রভু গৌতম, আজ হইতে আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসকরূপে স্বীকার করুন। ভো গৌতম, এখন যাই, আমাদের বহুকৃত্য, বহু করণীয়।"

"মানব, তুমি এখন যাহা সময়োচিত মনে করো, তাহা করিতে পার।"

তখন... শুভমানব ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই সময় জাণুশ্রোণি ব্রাহ্মণ দিবা-দ্বিপ্রহরে সর্বশ্বেত বর্ণের অশ্বরথে আরোহণ করিয়া শ্রাবস্তী হইতে বাহিরে যাইতেছেন। জাণুশ্রোণি ব্রাহ্মণ... শুভমানবকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন এবং শুভ মানবকে বলিলেন, "হন্দ, মাননীয় ভারদ্বাজ, দিবা-দ্বিপ্রহরে কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"এই এখান হইতেই, ভো, আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতে আসিতেছি।"

"মাননীয় ভারদ্বাজ, শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা-ব্যক্ততা সম্বন্ধে কেমন মনে করেন, তাঁহাকে পণ্ডিত মনে হয়?"

মরণাসন্ন সময়ে গুরুজনকে কর্মরূপে যোগীকে ব্রহ্ম-সহব্যতায় উপনীত করে। (প-সূ., টীকা)

"ওহে মহাশয়, আমি কে, আর শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা-ব্যক্ততার বিষয় জানিতে পারি, কি সাধ্য আমার? যিনি শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা-ব্যক্ততার সম্বন্ধে জানেন, তিনিও তাদৃশ হইবেন, নহে কি?"

"মাননীয় ভারদ্বাজ, কিন্তু শ্রমণ গৌতমকে উদার প্রশংসায় প্রশংসা করিতেছেন।"

"মহাশয়, আমি কে, আর শ্রমণ গৌতমকে প্রশংসা করিব, আমার কী সাধ্য? প্রভু গৌতম প্রশংসিত অপেক্ষা প্রশংসিতই, তিনি দেব-মানবের শ্রেষ্ঠ হন। মহাশয়, ব্রাহ্মণেরা পুণ্য সম্পাদনের জন্য ও কুশল আরাধনার জন্য যে পঞ্চধর্ম প্রজ্ঞাপন করেন, শ্রমণ গৌতম উহাদিগকে বৈরীহীন, বিদ্বেষহীন মৈত্রীচিত্তের ভাবনায় পরিবার বা সহায়ক বলেন।"

এইরূপ কথিত হইলে জাণুশ্রোণি ব্রাহ্মণ সর্বশ্বেত অশ্বরথ হইতে অবতরণ করিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংস করিয়া, যে দিকে শ্রমণ গৌতম আছেন, সেদিকে যুক্তাঞ্জলি প্রণাম করিয়া উদান (উল্লাসধ্বনি) উচ্চারণ করিলেন, "রাজা পসেনদি কোশলের একান্তই সৌভাগ্য, যাহার রাজ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বিহার করিতেছেন। রাজা পসেনদি কোশলের মহালাভ সুলব্ধ হইয়াছে।"

শুভ সূত্র সমাপ্ত

১০. সঙ্গারব সূত্র

(বুদ্ধজীবনী—তপশ্চর্যা)

৪৭৩. আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান মহা ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশল জনপদে চারিকায় (ধর্ম-প্রচারার্থ) বিচরণ করিতেছেন। সেই সময় মণ্ডলকল্প[১] গ্রামে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অভিপ্রসন্না (শ্রদ্ধাবতী) ধনঞ্জানী নামিকা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। এক সময় ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া তিনবার উদান উচ্চারণ করিলেন[২] :

---

[১]। চণ্ডলিকল্প, চণ্ডলকল্প, পচ্চলকল্প কোনো কোনো গ্রন্থে দেখা যায়।

[২]। ধনঞ্জানী স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবিকা ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের ভার্যা। ব্রাহ্মণ পূর্বে অপর ব্রাহ্মণদিগকে সময়ে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া সৎকার করিতেন। বর্তমানে করেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা 'এখন তুমি ব্রাহ্মণভক্ত নহে, পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ সৎকার করো না' বলিয়া উপহাস করিতেন। সে ব্রাহ্মণীকে বলিল, 'যদি কথা রাখো তবে একদিন ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দিতে পারি।' 'তোমার দানীয়বস্তু যথেচ্ছা দান দিতে পার।' সে ব্রাহ্মণদিগকে

“নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।” (৩)

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার।”

সেই সময় মণ্ডলকপ্পে সঙ্গারব নামক মানব (তরুণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত) বাস করিতেন। তিনি পঞ্চম ইতিহাস ও চতুর্থ নিঘণ্টু-কেটুভ-অক্ষর-প্রভেদসহ ত্রিবেদের পারদর্শী, পদজ্ঞ, বৈয়াকরণ, লোকায়ত তথা মহাপুরুষ লক্ষণ-শাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন। সঙ্গারব মানব ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণীর উক্ত উদানবাণী উচ্চারণ করিতে শুনিলেন এবং ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, “অমঙ্গলা এই ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী, পরাভূতা (বিনষ্টা); এই ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণেরা বিদ্যমান থাকিতে সেই মুণ্ডক শ্রমণকের প্রশংসা ভাষণ করিতেছে।”

“বৎস ভদ্রমুখ, তুমি সেই ভগবানের শীল ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু জান না। যদি তাত ভদ্রমুখ, তুমি সেই ভগবানের শীল-প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জানিতে পার, তবে তুমি সেই ভগবানকে আক্রোশের যোগ্য ও পরিভাষের যোগ্য মনে করিতে না।”

“তাহা হইলে ভবতি, যখন শ্রমণ গৌতম মণ্ডলকপ্পে আগমন করেন, তখন আমাকে জানাইবেন।”

“বেশ, ভদ্রমুখ!” (বলিয়া) ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী সঙ্গারব মানবকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।”

অতঃপর ভগবান কোশল জনপদে ক্রমান্বয়ে চারিকার্থ পরিক্রমা করিয়া মণ্ডলকপ্পের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় মণ্ডলকপ্পে ভগবান তোদেয় ব্রাহ্মণদের আম্রবনে বিহার করিতেছেন। ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী শুনিলেন যে ভগবান মণ্ডলকপ্পে উপনীত হইয়াছেন; আর... তোদেয় ব্রাহ্মণদের আম্রবনে বিহার করিতেছেন। তখন ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী যেখানে মানব থাকেন, সেখানে গেলেন এবং সঙ্গারব মানবকে বলিলেন, “তাত ভদ্রমুখ, সেই ভগবান মণ্ডলকপ্পে উপনীত হইয়াছেন, আর... তোদেয় ব্রাহ্মণদের আম্রবনে বিহার করিতেছেন। এখন বৎস ভদ্রমুখ, তুমি যাহা সময়োচিত মনে করো, (তাহাই-কর)।”

৪৭৪. “হ্যাঁ, ভবতি!” (বলিয়া) সঙ্গারব মানব ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণীকে

নিমন্ত্রণ করিয়া নিরম্বু পায়স দানের নিমিত্ত সজ্জিত আসনে বসাইল। ব্রাহ্মণী পরিবেশন সময় অঞ্চল ধরিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিয়া অভ্যাসবশত ভগবানকে স্মরণ করিয়া উদান উচ্চারণ করিলেন। (প-সূ.)

প্রত্যুত্তর দিয়া যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন, তথায় গিয়া ভগবানের সহিত সম্মোদন করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। একপ্রান্তে বসিয়া সঙ্গারব মানব ভগবানকে বলিলেন, "ভো গৌতম, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ দৃষ্টধর্ম অভিজ্ঞাবসান প্রাপ্ত (ইহ জীবনে অভিজ্ঞা দ্বারা সর্ব কর্তব্য অবসানরূপ পরম নির্বাণ প্রাপ্ত) হইয়া ব্রহ্মচর্যের (ধর্মের) আদি আবিষ্কারকরূপে আপনাদিগকে ঘোষণা করেন। তথায় ভো গৌতম, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টধর্মে অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আমি আবিষ্কারক বলিয়া দাবি করেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনি কে হন?"

"ভারদ্বাজ, দৃষ্টধর্মে অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। (১) ভারদ্বাজ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আছেন অনুশ্রাবিকা (শ্রুতি অনুসারী), তাঁহারা অনুশ্রবণ দ্বারা দৃষ্টধর্ম অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলে ঘোষণা করেন; যেমন ত্রৈবিদ্য (ত্রিবেদের অধিকারী) ব্রাহ্মণেরা। (২) ভারদ্বাজ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আছেন তাঁহারা কেবল শ্রদ্ধার প্রভাবে দৃষ্টধর্ম অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলে ঘোষণা করেন; যেমন তার্কিক ও মীমাংসকগণ। (৩) ভারদ্বাজ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা পূর্বে অননুশ্রুত ধর্ম বিষয়ে স্বয়ংই ধর্ম অভিজ্ঞাত হইয়া দৃষ্টধর্মে অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহাদের মধ্যে, ভারদ্বাজ, অননুশ্রুত ধর্ম সম্বন্ধে স্বয়ংই ধর্ম অভিজ্ঞাত হইয়া দৃষ্টধর্ম অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলে আপনাদিগকে ঘোষণা করেন, সেই সকল সম্যকসম্বুদ্ধের মধ্যে আমিও অন্যতর হই; সুতরাং এই পর্যায়ে ভারদ্বাজ, ইহা তোমার জানা উচিত, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বে অননুশ্রুত ধর্ম বিষয়ে স্বয়ংই ধর্ম অভিজ্ঞাত হইয়া দৃষ্টধর্মে অভিজ্ঞাবসান পারমী প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্যের আদি আবিষ্কারক বলে ঘোষণা করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতর হই।

৪৭৫-৪৮৪. এক্ষেত্রে, ভারদ্বাজ, আমার সম্বোধি লাভের পূর্বেই অনভিসম্বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অবস্থায় এই ধারণা জন্মিয়াছিল : 'গৃহবাস সম্বাধ, রজঃমার্গ; প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত অবকাশ। এই একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত (শঙ্খসন্নিভ উজ্জ্বল) ব্রহ্মচর্য আচরণ করা গৃহীদের পক্ষে সুকর নহে। সাধু, আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইব।' ভারদ্বাজ, সেই আমি অপর সময়ে

তরুণ অবস্থায় শিশু-কালকেশ, সুন্দর যৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সে অনিচ্ছুক মাতাপিতার অশ্রুমুখে রোদনকে উপেক্ষা করিয়া কেশশ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্বক কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই।

এই প্রকারে প্রব্রজিত হইয়া 'কুশল কী' সন্ধানীরূপে অনুত্তর শান্তিবর পদ অন্বেষণ করিবার সময় যেখানে আলাড়-কালাম ছিলেন, সে-স্থানে উপনীত হই এবং আলাড়-কালামকে কহিলাম, "আবুসো (বন্ধু) কালাম, আমি এই ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি।' এরূপ কথিত হইলে, ভারদ্বাজ, আলাড়-কালাম আমাকে বলিলেন, 'আয়ুষ্মান, অবস্থান করুন।'... [১]ভারদ্বাজ, রাত্রির পশ্চিম যামে আমার এই তৃতীয় বিদ্যা অধিগত হইল, অবিদ্যা বিহত ও বিদ্যা উৎপন্ন হইল; তমঃ বিনষ্ট হইল, আলোক উৎপন্ন হইল।"

৪৮৫. ইহা কথিত হইলে সঙ্গারব মানব ভগবানকে বলিলেন, "অহো, নিশ্চয় ভবৎ গৌতমের অস্থিত-প্রধান (অনন্যসাধারণ উদ্যম) ছিল। অহো, নিশ্চয় ভবৎ গৌতমের সৎপুরুষ-প্রধান ছিল; যেরূপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের থাকা সম্ভব। কেমন, ভো গৌতম, (উৎপত্তি) দেবতা আছেন কি?"

"অবশ্যই ভারদ্বাজ, তাহা আমার বিদিত যে অধিদেব আছেন।"

"কেমন, হে গৌতম, দেবতা আছেন কি? জিজ্ঞাসিত হইয়া, 'ভারদ্বাজ, অবশ্যই ইহা আমার বিদিত যে অধিদেব আছেন' বলিতেছেন। এরূপ (অজ্ঞাত) হইলে ভো গৌতম, (আপনার কথন) কেন তুচ্ছ ও মিথ্যা হইবে না?"

"ভারদ্বাজ, দেবতা আছেন কি?" জিজ্ঞাসিত হইয়া 'দেবতা আছেন' বলে যিনি বলেন, আর অবশ্যই বিদিত হইয়া 'আমার বিদিত আছে' যিনি এরূপ বলেন; অতঃপর বিজ্ঞপুরুষের এক্ষেত্রে একান্তই নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত যে 'দেবতা আছেন।'"

"কেন, ভবৎ গৌতম, আপনি আমাকে প্রথমেই বর্ণনা করেন নাই?"

"ভারদ্বাজ, ইহা জগতে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনসম্মত যে উৎপত্তি দেবতা আছেন।"

৪৮৬. এরূপ উক্ত হইলে সঙ্গারব মানব ভগবানকে ইহা বলিলেন,

---

[১]। এই হইতে অর্থাৎ ৪৭৫ হইতে ৪৮৪ অনুচ্ছেদের অনুবাদ বোধিরাজ কুমার সূত্রে ৩২৭ অনুচ্ছেদ হইতে ৩৩৬ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত দেখুন। (রাজকুমারের স্থলে "ভারদ্বাজ," সম্বোধন হইবে।)

“আশ্চর্য, ভো গৌতম, আশ্চর্য, ভো গৌতম, যেমন হে গৌতম, নিম্নমুখকে ঊর্ধ্বমুখ করা হয়...। এখন আমি ভবৎ গৌতম, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভবৎ গৌতম, আজ হইতে জীবনান্ত পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।”

সঙ্গারব সূত্র সমাপ্ত

পঞ্চম ব্রাহ্মণ বর্গ সমাপ্ত

মধ্যম পঞ্চাশ সমাপ্ত

[সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড) সমাপ্ত]

সূত্রপিটকে

মধ্যমনিকায়

(তৃতীয় খণ্ড)

উপরি পঞ্চাশ সূত্র

ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী
কর্তৃক অনূদিত

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় (তৃতীয় খণ্ড)

উপরি পঞ্চাশ সূত্র

ভূমিকা

অদ্যাবধি পালি বিনয় মহাবগ্গ, দীঘনিকায় (তিন খণ্ড), জাতক (সম্পূর্ণ), জাতকনিদান কথা, ধম্মপদ, খুদ্দকপাঠ, সুত্তনিপাত, উদান, থেরগাথা, থেরীগাথা ইত্যাদি ত্রিপিটকের বহু গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত মজ্ঝিমনিকায়ের (মধ্যমনিকায়) অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিন খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থটি থেরবাদ বুদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। প্রথম খণ্ডের অনুবাদক আচার্য ড. বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁহার ভূমিকাতে গ্রন্থটির গুরুত্ব সম্পর্কে বলিয়াছেন, "বুদ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যগণের বিচারে পরমত খণ্ডনের পক্ষেই পালি ত্রিপিটকের মধ্যে মজ্ঝিমনিকায় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।... আমার বিবেচনায় বুদ্ধের জীবন ও বাণীর যথার্থ মর্ম সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে মজ্ঝিমনিকায়ই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। অপর কোনো গ্রন্থে বুদ্ধের হৃদয় এত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সূত্রগুলি সর্বত্রই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি—এই দ্বিবিধ মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে এবং ওই লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃত সাধনপন্থা এবং অন্তরায়গুলি নির্দেশ করিয়াছে।" প্রথম খণ্ড সম্পর্কে ড. বড়ুয়ার অভিমত দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ডের উপরও প্রযোজ্য। বস্তুত সমগ্র মজ্ঝিমনিকায়ে বিভিন্নভাবে বৌদ্ধ সাধনপন্থা, পরম সত্য উপলব্ধি ও বিমুক্তি লাভ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদেরও পরিকল্পনা ড. বড়ুয়ার ছিল। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে নাই। পরে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিও বার্ধক্যবশত তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ কার্যসম্পন্ন করিতে সমর্থ হন নাই। এমতাবস্থায় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগীয় পরিষদের সদস্যগণ পালি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের জন্য আমাকে মনোনীত করিলেন, তখন আমার পূর্বসূরিদের মতো অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হইয়াও আমি মজ্ঝিমনিকায়ের মত দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ করিবার জন্য তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ কার্যে ব্রতী হইলাম। আমি প্রয়োজনবোধে পূর্ববর্তীদের অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি এবং

যথাসম্ভব অর্থ সহজতর করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। দ্রুত অনুবাদ কার্য এবং মুদ্রণের জন্য কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গেল। মূল গ্রন্থপাঠে এই অনুবাদ সহায়ক হইলে আমার প্রয়াস সার্থক হইবে মনে করি।

আমার অনুবাদ কার্যের প্রয়োজনীয় অর্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবস্থা করিবার জন্য পালি বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. দীপককুমার বড়ুয়ার নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই অনুবাদ গ্রন্থটি **"ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী"** হইতে প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. সুকোমল চৌধুরীর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। গ্রন্থটির মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া সদ্ধর্ম প্রচারে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়াত ধর্মপ্রাণ সুপ্রীতি বড়ুয়ার সহধর্মিণী শ্রীমতী শিপ্রা বড়ুয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনের কার্যে সর্বতোভাবে সহায়তা করার জন্য আমি শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষুর নিকট কৃতজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সুকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা ড. আশা দাশ ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ড. সাধনচন্দ্র সরকারের দ্বারাও আমি এই কার্যের জন্য নানাভাবে উপকৃত হইয়াছি। দ্রুত মুদ্রণ কার্য সম্পাদনের জন্য "জাগরী প্রেসের" কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ ধন্যবাদার্হ।

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা **শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী**
৫ জুন, ১৯৯৩

প্রকাশকের নিবেদন

মধ্যমনিকায় (পালি মজ্ঝিমনিকায়) পালি সুত্তপিটকের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সুত্তপিটকের অন্তর্গত পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে ইহার স্থান দ্বিতীয়, অন্যান্য নিকায়গুলি হইতেছে, দীর্ঘনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় এবং খুদ্দকনিকায়। এই পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে দীর্ঘনিকায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক হইলেও মজ্ঝিমনিকায়ের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নহে। কারণ আমরা মনে করি যে, কোনো পাঠকের যদি অন্যান্য নিকায়গুলি পাঠ করিবার সৌভাগ্য নাও হয়, কেবল মজ্ঝিমনিকায় পাঠ করিলেই ভগবান বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

মধ্যমনিকায়ের ১৫২টি সূত্র নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব বলিয়া ইহাদিগকে ‘মধ্যম’ বলা হইয়াছে। এই সূত্রগুলিকে ১৫টি বর্গে বিভক্ত করিয়া তিন খণ্ডে প্রকাশিত করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে তাইওয়ান হইতে। প্রকাশক হইতেছে The Corporate Body of the Buddha Educatioanl Foundation, Taipei, Taiwan R.O.C. এই খণ্ডের সূত্র সংখ্যা ৫০। অনুবাদক ড. বড়ুয়া অতি যত্ন-সহকারে মূলের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই ৫০টি সূত্রের অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে মূলের রচনাবিন্যাস, ছন্দ, অর্থসঙ্গতি এবং শক্তি রক্ষিত হইয়াছে। গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। এই অনুবাদ এতই সুখপাঠ্য হইয়াছে যে, মনে হয় যেন ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ পালির পরিবর্তে বাংলা ভাষাতেই তাঁহাদের বাণী প্রচার করিয়াছেন। ভূমিকায় ড. বড়ুয়া লিখিয়াছেন, আমি তদ্‌গতচিত্ত হইয়া আমার মূল লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্যই আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি। বর্তমান খণ্ডের অনুবাদ পাঠকদিগের সন্তোষ বিধানে সক্ষম হইলে এবং তাঁহাদিগের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিব বাসনা রহিল।” কিন্তু ড. বড়ুয়ার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে তিনি তাহার মরদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অবশেষে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের ৫০টি

সূত্রের অনুবাদ আরম্ভ করেন যাহা রেঙ্গুন হইতে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় কলিকাতা হইতে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। প্রকাশক "ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।" সম্প্রতি ইহার তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদ করিয়াছেন কলিকাতার গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রফেসর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের লেকচারার ড. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, এমএ পি-আর-এস, পিএইচডি মহোদয়। এই তৃতীয় খণ্ডের সূত্র সংখ্যা ৫২। ড. চৌধুরী যত্ন-সহকারে এই সূত্রগুলির অনুবাদ করিয়াছেন, সেইজন্য তিনি আমাদের নিকট ধন্যবাদার্হ। কারণ তাঁহার পূজ্যপাদ মাতুল যে কাজ অর্ধশতাব্দী পূর্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার হস্তে ইহা পূর্ণতা লাভ করিল। তাঁহার মাতুলের 'বাসনা'কে তিনি কার্যে রূপ দিলেন। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মধ্যমণিরূপে মাতুল-ভাগিনেয়ের মধ্যখানে চিরদিন বিরাজ করিবেন। এত বৎসর পরে পালি মজ্ঝিমনিকায়ের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হইল দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

মধ্যমনিকায়ের এই তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন শ্রীমতী শিপ্রা বড়ুয়া। তাঁহার পরলোকগত স্বামী সুপ্রীতি রঞ্জন বড়ুয়ার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইলেন। এই ধর্মদানের পুণ্যফল তাঁহার স্বামী লাভ করিয়া সুখী হউন এবং শ্রীমতী শিপ্রা দেবীও এই পুণ্যফলের দ্বারা নীরোগ দীর্ঘায়ু লাভ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার ছাত্র শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষু বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

১৭ জুন, ১৯৯৩
কলিকাতা

সুকোমল চৌধুরী
সম্পাদক
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

সূত্রপিটকে

মধ্যমনিকায়

(তৃতীয় খণ্ড)

উপরি পঞ্চাশ সূত্র

১. দেবদহ-বর্গ

১. দেবদহ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শাক্য রাজ্যে[১] বিচরণ করিতেছিলেন শাক্যদের নিগম দেবদহে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ", "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

হে ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মতবাদী এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : কোনো পুরুষ-পুদ্গল (ব্যক্তিবিশেষ) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত-হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হয়। হে ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থগণ[২] এরূপ মতবাদ পোষণ করেন। এই নির্গ্রন্থদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমি এইরূপ বলি—বন্ধুগণ, ইহা কি সত্য যে তোমরা নির্গ্রন্থগণ এরূপ মতবাদী ও দৃষ্টিবাদী—"কোনো পুরুষ-পুদ্গল (ব্যক্তিবিশেষ) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত-হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও

---

[১]। মধ্যমনিকায়, ১ম ভাগ, দ্রষ্টব্য।

[২]। জৈন সাধু।

নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।" হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া নির্গ্রন্থগণ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' আমি তাহদিগকে বলিলাম, "বন্ধুগণ, তোমরা কি জানো যে তোমরা পূর্বে জন্মাইয়াছিলে কিংবা জন্মাইয়াছিলে না?" "বন্ধুবর, আমরা ঠিক তাহা জানি না।" "তোমরা কি ঠিক জানো যে তোমরা পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা করো নাই?" "আমরা ঠিক তাহা জানি না।" "তোমরা কি ঠিক জানো যে পূর্বে তোমরা এইরূপ পাপকর্ম করিয়াছিলে?"

"না, আমরা ঠিক তাহা জানি না।" "তোমরা কি ঠিক জানো যে এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে অথবা এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইবে?" "না, আমরা তাহা ঠিক জানি না।"—"তোমরা কি ঠিক জানো যে দৃষ্টধর্মে (ইহ-জীবনে) অকুশলধর্ম প্রহীন এবং কুশলধর্ম সম্পাদিত হয়?"

"না, আমরা তাহা জানি না।"

"তাহা হইলে, হে নির্গ্রন্থ বন্ধুগণ, তোমরা জানো না যে তোমরা পূর্বে জন্মাইয়াছিলে কিংবা জন্মাইয়াছিলে না। তোমরা পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা করো নাই, তোমাদের এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে, দৃষ্টধর্মে অকুশলধর্ম প্রহীন ও কুশলধর্ম সম্পাদিত হয়। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের ইহা বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত নহে—"কোনো পুরুষ-পুদ্গল (ব্যক্তিবিশেষ) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত-হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।" হে নির্গ্রন্থ বন্ধুগণ, যদি তোমরা জানো যে "পূর্বে আমরা জন্মাইয়াছিলাম, কিংবা জন্মাইয়াছিলাম না তাহা নহে, পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলাম কিংবা করি নাই তাহা নহে, তোমাদের এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে, দৃষ্টধর্মে অকুশলধর্ম প্রহীন ও কুশলধর্ম সম্পাদিত হয়। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থ বন্ধুদের এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত : কোনো পুরুষ-পুদ্গল (ব্যক্তিবিশেষ) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-

অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত-হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।

যেমন, হে নির্গ্রন্থ বন্ধুগণ, কোনো ব্যক্তি গাঢ়লিপ্ত বিষযুক্ত শল্যের দ্বারা বিদ্ধ হইল। সে শল্যের বেদনাহেতু তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে। তখন তাহার সলোহিত-জ্ঞাতি, মিত্র-সুহৃদগণ কোনো শল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক শস্ত্রের দ্বারা ব্রণমুখ পরিকর্তন করেন এবং পরিকর্তন-হেতু সে (আহত ব্যক্তি) তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, শল্যকর্তা ভিষক এষণী (লৌহবাণ) দ্বারা শল্য অন্বেষণ করেন এবং অন্বেষণ-হেতু সে তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন শল্যকর্তা ভিষক শল্য টানিয়া বাহির করেন এবং তাহার ফলে সে তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন শল্যকর্তা ভিষকব্রণমুখে অগদ-অঙ্গার স্থাপন করেন এবং অগদ-অঙ্গার স্থাপন-হেতু তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে। পরে সে ক্ষত শুকাইয়া রোগমুক্ত, সুখী, স্বাধীন, স্বয়ংবশী ও যথেচ্ছ-গমনশীল হয়। তখন তাহার এইরূপ মনে হইতে পারে—আমি পূর্বে গাঢ়লিপ্ত বিষযুক্ত শল্যের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিলাম সে শল্যের বেদনাহেতু তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে। তখন তাহার সলোহিত-জ্ঞাতি, মিত্র-সুহৃদগণ কোনো শল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক শস্ত্রের দ্বারা ব্রণমুখ পরিকর্তন করেন এবং পরিকর্তনহেতু সে (আহত ব্যক্তি) তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, শল্যকর্তা ভিষক এষণী (লৌহবাণ) দ্বারা শল্য অন্বেষণ করেন এবং অন্বেষণহেতু সে তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন শল্যকর্তা ভিষক শল্য টানিয়া বাহির করেন এবং তাহার ফলে সে তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন শল্যকর্তা ভিষক ব্রণমুখে অগদ-অঙ্গার স্থাপন করেন এবং অগদ-অঙ্গার স্থাপন-হেতু তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে। পরে সে ক্ষত শুকাইয়া এখন রোগমুক্ত, সুখী, স্বাধীন, স্বয়ংবশী ও যথেচ্ছা গমনশীল হইয়াছি। ঠিক এইভাবে, বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, যদি তোমরা জানো যে পূর্বে আমরা জন্মাইয়াছিলাম না তাহা নহে, পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলাম কিংবা করি নাই তাহা নহে, তোমাদের এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে, দৃষ্টধর্মে অকুশলধর্ম প্রহীন ও কুশলধর্ম সম্পাদিত হয়।" তাহা হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের এইরূপ ভাষণ

করাই যুক্তিযুক্ত; কোনো ব্যক্তিবিশেষ (পুরুষপুদ্গল) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত-হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে। বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, যেহেতু তোমরা জানো না যে 'পূর্বে আমরা জন্মাইয়াছিলাম, জন্মাইয়াছিলাম না তাহা নহে পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলাম কিংবা করি নাই তাহা নহে, তোমাদের এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে, দৃষ্টধর্মে অকুশলধর্ম প্রহীন ও কুশলধর্ম সম্পাদিত হয়, 'সেই হেতু আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের এইরূপ ভাষণ করা যুক্তিযুক্ত নহে; "কোনো ব্যক্তি বিশেষ (পুরুষপুদ্গল) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত-হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।" এইরূপ উক্ত হইলে, হে ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থগণ আমাকে বলিলেন, বন্ধুবর, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র (মহাবীর) সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অপরিশেষ জ্ঞানদর্শন জানেন, 'গমনকালে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, সুপ্ত বা জাগ্রত অবস্থায় সতত সর্বদাই আমার মধ্যে জ্ঞানদর্শন প্রত্যুপস্থিত।' তিনি আমাদের এইরূপ বলেন : "হে নির্গ্রন্থগণ, তোমাদের পূর্বকৃত যে পাপকর্ম আছে তাহা তোমরা এই প্রকার কষ্টকর দুষ্করচর্যা দ্বারা নির্জীর্ণ করিতেছ। এখন যে তোমরা কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত ও মনে সংযত হইয়া চলিতেছে, তাহা অনাগতে পাপকর্ম না করিবার জন্য। এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।" ইহা আমাদের নিকট রুচিকর ও যুক্তিসহ, তজ্জন্য আমরা এত প্রসন্ন।

এইরূপ উক্ত হইলে, হে ভিক্ষুগণ, আমি নির্গ্রন্থদিগকে বলিলাম, "বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম ইহ-জীবনে দুই প্রকার বিপাক (ফল)[১] দিয়া

---

[১]। মধ্যম ২য়।

থাকে। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী? শ্রদ্ধা, রুচি, অনুশ্রব, আকার-পরিবিতর্ক ও দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি।[১] এই পঞ্চবিধ ধর্ম দৃষ্টধর্মে দুই প্রকার ফল প্রদান করে। অতীত শাস্তার প্রতি আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের কী শ্রদ্ধা, কী রুচি, কী অনুশ্রব, কী আকার-পরিবিতর্ক ও কী দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি ছিল? হে ভিক্ষুগণ, আমি এইরূপ মতবাদী নির্গ্রন্থদের মধ্যে সহধার্মিকোচিত কোনো বাদপরিহার[২] দেখিতে পাই নাই। পুনরায় আমি নির্গ্রন্থদের এইরূপ বলিলাম, "বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, তোমরা কী মনে করো? যেই সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম হয়, তীব্র প্রধান হয়, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী (উদ্‌ভ্রষ্ট) হইয়া কেন তীব্র কঠোর দুঃখদায়ক বেদনা অনুভব করো অথচ যে সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম ও প্রধান হয় না, সেই সময়ে উদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া তীব্র দুঃখদায়ক কঠোর বেদনা অনুভব করো না?

তাঁহারা উত্তর দিলেন, "বন্ধু গৌতম, যে সময়ে আমাদের তীব্র উপক্রম ও তীব্র প্রধান হয়, সেই সময়ে আমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র কঠোর দুঃখদায়ক বেদনা অনুভব করি অথচ যেই সময়ে আমাদের তীব্র উপক্রম (প্রচেষ্টা) ও প্রধান (তপশ্চর্যা) হয় না, সেই সময়ে আমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র দুঃখদায়ক কঠোর বেদনা অনুভব করি না।" "বাস্তবিক, বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, যেই সময়ে তোমাদের উপক্রম (প্রচেষ্টা) হয়, প্রধান হয় সেই সময়ে তীব্র অবক্রমী হইয়া তীব্র, কঠোর যন্ত্রণা অনুভব কর।"

"বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, সত্যই যেই সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম ও তীব্র প্রধান হয়, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র কঠোর দুঃখদায়ক বেদনা অনুভব করো অথচ যেই সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম (প্রচেষ্টা) ও প্রধান (তপশ্চর্যা) হয় না, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র দুঃখদায়ক কঠোর বেদনা অনুভব করো না। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের এইভাবে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত; কোনো ব্যক্তি বিশেষ সুখ, দুঃখ, অসুখ-অদুঃখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত-হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া এবং নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়। অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়। কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয় হয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় হয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হয়। যদি বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, যেই সময়ে তীব্র উপক্রম ও প্রধান হয়,

---

[১]। মধ্যম ২য়।

[২]। যুক্তিপূর্ণ প্রতিবেদন।

সেই সময়ে কৃচ্ছ্রসাধনজনিত—তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা থাকিতে পারে, আর যেই সময়ে তীব্র উপক্রম ও প্রধান থাকে না অথচ সেই সময়ে তীব্র কঠোর দুঃখ বেদনাও থাকে। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের পক্ষে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত; "কোনো ব্যক্তিবিশেষ সুখ, দুঃখ, অসুখ-অদুঃখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত-হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া এবং নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়। অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়। কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয় হয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় হয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।" যেহেতু, বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, যে সময়ে তীব্র উপক্রম ও তীব্র প্রধান হয়, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র কঠোর দুঃখদায়ক বেদনা অনুভব করো অথচ যেই সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম (প্রচেষ্টা) ও প্রধান (তপশ্চর্যা) হয় না, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র দুঃখদায়ক কঠোর বেদনা অনুভব করো না। কাজেই তোমরা নিজেরাই কৃচ্ছ্রসাধনজনিত তীব্র কঠোর দুঃখ বেদনা অনুভব করিয়া অবিদ্যা-অজ্ঞান-মোহবশত ফলভোগ করো। কোনো ব্যক্তিবিশেষ সুখ, দুঃখ অসুখ-অদুঃখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত-হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া এবং নতুন কোনো (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাসব হইতে পারা যায়। অনাসব হইলে কর্মক্ষয় হয়। কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয় হয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় হয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ বলিয়া আমি নির্গ্রন্থদের মধ্যে সহধর্মী উপযোগী কোনো প্রতিবাদ দেখিতে পাই নাই।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, আমি নির্গ্রন্থদের এইরূপ বলি : বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, তোমরা কী মনে করো? যাহা কিছু দৃষ্টধর্মে অনুভবযোগ্য তাহা উপক্রম ও প্রধানের দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্মে অনুভবযোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব? তাঁহারা উত্তর দিলেন, "বন্ধু, তাহা সম্ভব নহে।"

"যাহা কিছু কর্ম পরজন্মে অনুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা দৃষ্টধর্মে (ইহজন্মে) অনুভবযোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব?"

"না, তাহা সম্ভব নহে।"

তাহা হইলে বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, তোমরা কী মনে করো? যাহা কিছু কর্ম সুখানুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা দুঃখানুভবযোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব?

"না, তাহা সম্ভব নহে।"

“যাহা কিছু কর্ম দুঃখানুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা সুখানুভবযোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব?”

“না, তাহা সম্ভব নহে।”

“যাহা কিছু কর্ম পরিপক্ব-অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অপরিপক্ব অনুভবযোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব?”

“না, তাহা সম্ভব নহে।”

“যাহা কিছু কর্ম অপরিপক্ব-অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা পরিপক্ব অনুভবযোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব?”

“না, তাহা সম্ভব নহে।”

“যাহা কিছু কর্ম বহু-অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অল্প অনুভব যোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব?”

“না, তাহা সম্ভব নহে।”

“যাহা কিছু কর্ম অল্প-অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা বহু-অনুভবযোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব?”

“না তাহা সম্ভব নহে।”

“যাহা কিছু কর্ম অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অননুভব হউক, ইহা কি সম্ভব?”

“না তাহা সম্ভব নহে।”

“যাহা কিছু কর্ম অননুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অনুভবযোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব?”

“না, তাহা সম্ভব নহে।”

বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, ইহা সত্য যে যাহা কিছু কর্ম দৃষ্টধর্মে অনুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা পরজন্মে অননুভবযোগ্য হউক, ইহা সম্ভব নহে যাহা কিছু কর্ম পরজন্মে অনুভবযোগ্য... যাহা কিছু কর্ম অননুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অনুভবযোগ্য হউক, ইহা সম্ভব নহে। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের উপক্রম বা প্রধান নিষ্ফল। হে ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থগণ এইরূপ মতবাদ পোষণ করেন। নির্গ্রন্থদের দশটি সহধার্মিক বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃত-হেতু সুখ ও দুঃখ অনুভব করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ পূর্বদুষ্কৃত কর্মকারী। সেই জন্য তাহারা এখন তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ দুষ্ট ঈশ্বরের সৃষ্ট,

যেই জন্য তাহারা এখন তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সঙ্গতি (সংযোগ) ভাব-হেতু সত্ত্বগণ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ পাপ সংযোগকারী, যেই জন্য তাহারা এখন এইরূপ তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ ছয় প্রকার অভিজাতি (বিশেষ শ্রেণিতে জন্ম)-হেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলে নির্গ্রন্থগণ পাপ আভিজাতিক যেই জন্য তাহারা এখন এইরূপ তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ দৃষ্টধর্মে উপক্রম-হেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ পাপ দৃষ্টধর্মে উপক্রমী, যেই জন্য তাহারা এখন তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করে। যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃতহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ করে তাহা হইলে নির্গ্রন্থগণ নিন্দনীয়, আর যদি পূর্বকৃতহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ করে না, তাহা হইলেও নির্গ্রন্থগণ নিন্দনীয়... দৃষ্টধর্মে উপক্রম-হেতু... এইরূপ। এইভাবে নির্গ্রন্থদের এই দশটি সহধার্মিক মতবাদ নিন্দার কারণ হয়। এইভাবে তাহাদের উপক্রম ও প্রধান নিষ্ফল হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে উপক্রম ও প্রধান সফল হয়? এস্থলে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনভিভূত নিজেকে দুঃখ দ্বারা অভিভূত হইতে দেন না, ধর্মসঙ্গত সুখ পরিত্যাগ করেন না, বরং সেই সুখে অনুপক্লিষ্ট থাকেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, "আমার এই দুঃখনিদানের সংস্কার দূরীভূত করার প্রধানের জন্য বিরাগ হয়। কিন্তু যখন আমি দুঃখ নিদানের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হই, তখন উপেক্ষা-ভাবনা করিবার ফলে আমার বিরাগ হয়।" সেই দুঃখ নির্জীর্ণ হয়। সেই দুঃখনিদানের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হইয়া ভাবনা করিবার ফলে বিরাগ হয় এবং এইরূপে সেই দুঃখ নির্জীর্ণ হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরক্ত, প্রতিবদ্ধচিত্ত, তীব্রচ্ছন্দ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত হয়। সে সেই স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা ও হাস্যরতা দেখিতে পায়। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো, ওই স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া ওই পুরুষের মনে কি শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হইতে পারে না?

"হ্যাঁ ভদন্ত।" "তাহা কী হেতু? অমুখ পুরুষ অমুখ স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরক্ত, প্রতিবদ্ধচিত্ত, তীব্রচ্ছন্দ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত। সেই কারণে ওই স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া তাহার মধ্যে শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস

উৎপন্ন হয়।”

তখন, ভিক্ষুগণ, ওই পুরুষের এইরূপ মনে হইল : আমি ওই স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরক্ত, প্রতিবদ্ধ চিত্ত, তীব্রচ্ছন্দ ও তীব্র-আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত। ওই স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া আমার মধ্যে শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। আমি যদি ওই স্ত্রীলোকের প্রতি ছন্দরাগ (আসক্তি) পরিত্যাগ করি তাহা হইলে কেমন হয়, সে ওই স্ত্রীলোকের প্রতি ছন্দরাগ পরিত্যাগ করে। পরে সে অন্য সময়ে সেই স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিতে পায়। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? ওই স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া তাহার মধ্যে কি শোক পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়?

“ভদন্ত, তাহা হয় না।” “তাহা কী হেতু? কারণ, ওই পুরুষ সেই স্ত্রীলোকের উপর বীতরাগ, সেইজন্য ওই স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া তাহার মধ্যে শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয় না।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এইভাবে ভিক্ষু অনভিভূত নিজেকে... দুঃখ নির্জীর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপে উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : যথেচ্ছ সুখে বিহার-হেতু আমার মধ্যে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় এবং কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আর দুঃখজয়ের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ-হেতু অকুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়। যদি আমি দুঃখজয়ের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি তাহা হইলে কেমন হয়? তিনি দুঃখজয়ের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাহাতে অকুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়। তিনি অন্য সময়ে দুঃখ জয়ের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন না। কী কারণে? হে ভিক্ষুগণ, যেই উদ্দেশ্যে ভিক্ষু দুঃখজয়ের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্য তাঁহার নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই জন্য তিনি অন্য সময়ে দুঃখজয়ের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন না। যেমন হে ভিক্ষুগণ, কোনো শর প্রস্তুতকারী জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ে শরকে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে, ঋজু ও কর্মনীয় করে। যেহেতু শর প্রস্তুতকারীর শর জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সন্তপ্ত, পরিতপ্ত, ঋজু ও কর্মনীয় হয়, সেই কারণে সে অন্য সময়ে শরকে জ্বলন্ত কাঠখণ্ডদ্বয়ে সন্তপ্ত, পরিতপ্ত, ঋজু ও কর্মনীয় করে না। তাহার কী

কারণ? যে উদ্দেশ্যে শর প্রস্তুতকারী শরকে জ্বলন্ত কাঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সন্তপ্ত, পরিতপ্ত, ঋজু ও কর্মনীয় করিতে পারে তাহা অভিনিষ্পন্ন হইতেছে। সেই হেতু শর প্রস্তুতকারী শরকে... করে না।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এইভাবে কোনো ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণ করেন... সেই কারণে অন্য সময়ে দুঃখজয়ের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন না। এইভাবে উপক্রম ও প্রধান (প্রচেষ্টা) সফল হয়। পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহলোকে আবির্ভূত হন, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ,... চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন[১]।

তিনি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চ নীবরণ পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকার কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম প্রধান সফল হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া দেহের মধ্যে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে উপনীত হইলে ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া সুখে বিহার করেন বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, (দৈহিক) সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ ও বিষাদ ভাব) অস্তমিত করিয়া, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের... (মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ড বেণীমাধব বড়ুয়া... পৃ. ২৫৫ পঙ্ক্তি ১১ হইতে ২১ পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের (মধ্যমনিকায় ১ম পৃ. ২৫৫ পঙ্ক্তি ২৫

---

[১]। মধ্যমনিকায় (১ম খণ্ড)

হইতে পৃ. ১৯৯ পঙ্‌ক্তি ৬ পর্যন্ত)... সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের... (১ম খণ্ড পৃ. ২৫৬ পঙ্‌ক্তি ১০ হইতে পঙ্‌ক্তি ২৩ পর্যন্ত)... এখানে আর আসিতে হইবে না।

ভিক্ষুগণ, তথাগত এইরূপ বলেন। তথাগতের দশ সহধার্মিক যুক্তিসঙ্গত মতবাদ প্রশংসাভাজন হয়। যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃতহেতু সুখ দুঃখ অনুভব করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত পূর্বে সুকর্ম করিয়াছেন যেজন্য তিনি এখন আসবমুক্ত সুখ অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়া সুখ ও দুঃখ অনুভব করে তাহা হইলে তথাগত নিশ্চয়ই ভদ্র ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট যেই জন্য এখন আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ সঙ্গতিভাব (সংযোগভাব)-হেতু সুখ-দুঃখ অনুভব করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত, কল্যাণ সংযোগসম্পন্ন, যেই জন্য এখন এইরূপ আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন। হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ (ষড়বিধ) জাতিতে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত কল্যাণ জাতিতে জাত যেই জন্য এখন আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ দৃষ্টধর্ম-উপক্রমহেতু (ইহ-জীবনে প্রচেষ্টা-হেতু) সুখ-দুঃখ অনুভব করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত কল্যাণময় দৃষ্টধর্ম-উপক্রমী যে জন্য এখন এইরূপ আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃত-হেতু সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তথাগত প্রশংসাভাজন। যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃত ব্যতীত সুখ-দুঃখ ভোগ করে তাহা হইলেও তথাগত প্রশংসাভাজন।

এইরূপে যদি সত্ত্বগণ ঈশ্বর সৃষ্ট হইয়া, ঈশ্বর সৃষ্ট না হইয়া... সঙ্গতিভাবহেতু... সঙ্গতিভাব ব্যতীত... (ষড়বিধ) জাতিতে জাত হইয়া... জাতিতে জাত না হইয়া... দৃষ্টধর্ম উপক্রমহেতু... দৃষ্টধর্ম উপক্রম ব্যতীত-সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলেও তথাগত প্রশংসাভাজন। ভিক্ষুগণ, তথাগত এইরূপ মতবাদী এবং তথাগতের দশ সহধার্মিক মতবাদ প্রশংসার কারণ হয়।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্ন মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

দেবদহ সূত্র সমাপ্ত

২. পঞ্চত্রয় সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে ভগবানকে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান বলিলেন :

ভিক্ষুগণ, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা অপরান্তকল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা অপরান্ত সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, মরণান্তে আত্মা নিত্য[১] সচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কেহ কেহ বলেন, মরণান্তে আত্মা নিত্য ও অচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কেহ কেহ বলেন, মরণান্তে আত্মা নিত্য এবং সচৈতন্য থাকে না, অচৈতন্যও থাকে না। তাঁহারা বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব ঘোষণা করেন। কেহ কেহ (জীবের) দৃষ্টধর্ম নির্বাণ লাভ সম্পর্কে বলেন। এইরূপে মরণান্তে আত্মা নিত্য বলিয়া ঘোষণা করেন। কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ বিনাশ ও বিভব ঘোষণা করেন। এইরূপে এইগুলি পাঁচটি হইয়া তিনটি হয়, তিনটি হইয়া পাঁচটি হয়। ইহাই পঞ্চত্রয় শব্দের বিশ্লেষণ।

ভিক্ষুগণ, ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা রূপী, নিত্য ও সংজ্ঞী (সচৈতন্য) অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন; মরণান্তে আত্মা অরূপী, নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন; আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী...; আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে...; আত্মা একত্ব-সংজ্ঞী..., আত্মা নানাত্ব-সংজ্ঞী..., আত্মা পরিমিত সংজ্ঞাসম্পন্ন..., ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা অপরিমিত সংজ্ঞাসম্পন্ন ও নিত্য-সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন।

কেহ কেহ বলেন, মুক্ত বিজ্ঞান-কৃৎস্ন (চেতনাময় চিন্মাত্র) অপ্রমাণ ও নিশ্চলা। তথাগত জানেন, ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা রূপী, নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন,... আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী... আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে... আত্মা একত্ব-সংজ্ঞী... আত্মা নানাত্ব-সংজ্ঞী... আত্মা অপরিমিত-সংজ্ঞী... আত্মা মরণান্তে অপরিমিত-সংজ্ঞী, নিত্য ও সচৈনত্য অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন।

---

[১]। অরোগাতি নিচ্চং—প-সূ.।

সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সেইগুলিই পরিশুদ্ধ, পরম ও অগ্র (শ্রেষ্ঠ), অনুত্তর বলিয়া আখ্যাত যাহা রূপসংজ্ঞা (চতুর্থ ধ্যান স্তরে লব্ধ), অরূপ-সংজ্ঞা (অনন্ত-আকাশ-আয়তন ও অনন্ত-বিজ্ঞান-আয়তন সমাপত্তিতে লব্ধ), একত্ব-সংজ্ঞা ও নানাত্ব-সংজ্ঞা। কেহ কেহ বলেন, "কিছুই নাই" অর্থবোধক যে আকিঞ্চন-আয়তন (সমাপত্তি) তাহা অপরিমেয় ও নিশ্চল[১]। যাহা সমবায়ে গঠিত (সংস্কৃত) তাহা স্থূল এবং সংস্কার সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া সংস্কার অতিক্রান্ত (নির্বাণপ্রাপ্ত)।

ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আত্মা মরণান্তে রূপী, নিত্য ও অচৈতন্য অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা আত্মা অরূপী..., আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী..., আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে... অচৈতন্য অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আত্মা মরণান্তে নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহাদের প্রতি কেহ কেহ আক্রোশ প্রকাশ করেন। তাহা কী কারণে? তাঁহারা বলেন, সংজ্ঞা রোগ, সংজ্ঞা গণ্ড, সংজ্ঞা শল্য কিন্তু অসংজ্ঞা শান্ত ও প্রণীত। ভিক্ষুগণ, তথাগত জানেন—কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আত্মা মরণান্তে নিত্য ও অসংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। আবার যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আত্মা মরণান্তে রূপী, নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। আত্মা মরণান্তে অরূপী, নিত্য ও অসংজ্ঞী..., আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী..., আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, নিত্য ও অসংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতে পারেন : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ছাড়াও আমি আগমন, গমন, চ্যুতি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, প্রসার ও বৈপুল্যের প্রজ্ঞাপনা করিতে পারিব, ইহা হইতে পারে না। যাহা সংস্কৃত (সমবায়ে গঠিত) তাহা স্থূল এবং সংস্কার সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত তাহার নিঃসরণদর্শী হইয়া সংস্কার অতিক্রান্ত (নির্বাণপ্রাপ্ত)।

ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা রূপী, নিত্য, সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, আত্মা অরূপী..., আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী..., মরণান্তে আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, নিত্য এবং সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। এখন, ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে

---

[১]। আনঞ্জন।

আত্মা নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন তাহাদের কেহ কেহ আক্রোশ প্রকাশ করেন। আবার যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা নিত্য ও অসংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন তাহাদের কেহ কেহও আক্রোশ প্রকাশ করেন। তাহার কারণ কী? কারণ, সংজ্ঞা রোগ, সংজ্ঞা গণ্ড, সংজ্ঞা শল্য এবং অসংজ্ঞা সম্মোহ, অথচ সংজ্ঞাও নহে, অসংজ্ঞাও নহে বিষয়ে ইহা শান্ত ও প্রণীত (উৎকৃষ্ট)। ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহা জানেন—ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা রূপী, নিত্য এবং সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, মরণান্তে আত্মা অরূপী..., একাধারে রূপীও অরূপী..., রূপীও নহে, অরূপীও নহে, নিত্য এবং সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ, ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ), শ্রুত, মত (অনুমিত) বিজ্ঞাতব্য-সংস্কার মাত্রের দ্বারা আয়তনের (নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা) সম্পাদন (প্রতিলাভ) প্রজ্ঞাপন করেন।

এই আয়তনের প্রতিলাভের নিমিত্ত ইহা ব্যসন (বিনাশ) বলিয়া আখ্যাত হয়। এই আয়তন (নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা) স্থূল সংস্কার সমাপত্তি দ্বারা প্রাপ্তব্য নহে, কেবল সূক্ষ্ম সংস্কার প্রবর্তনের দ্বারা প্রাপ্তব্য যাহা সংস্কৃত (সমবায়ে গঠিত) তাহা স্থূল এবং সংস্কার সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া সংস্কার অতিক্রান্ত (নির্বাণপ্রাপ্ত)।

ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্যামান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব ঘোষণা (প্রজ্ঞাপনা) করেন, যাঁহারা মরণান্তে আত্মা-সংজ্ঞী ও নিত্য অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আক্রোশ প্রকাশ করেন। যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আক্রোশ প্রকাশ করেন। তাহার কারণ কী? এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আসক্তি সম্পর্কে উচ্চভাষী হন—"আমরা পরজন্মে এইরূপ হইব, আমরা পরজন্মে এইরূপ হইব।" যেমন কোনো বণিকের বাণিজ্যে যাইতে যাইতে মনে হয়—'এইখান হইতে আমার ইহা হইবে, এইরূপে আমি ইহা লাভ করিব।' এইরূপ আমি মনে করি, এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বণিক সদৃশ প্রতিভাত হয়—"আমরা পরজন্মে এইরূপ হইব, আমরা পরজন্মে এইরূপ হইব।" ভিক্ষুগণ, তথাগত জানেন—যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞাপনা করেন, তাঁহারা সৎকায় ভয়বশত সৎকায় পরিজুগুপ্সাবশত সৎকায়কে কেন্দ্র করিয়া পরিধাবিত ও পরিচালিত হয়। যেমন দৃঢ় স্তম্ভে বা

খীলে (খুঁটিতে) রজ্জুবদ্ধ কুকুর সেই স্তম্ভ বা খুঁটির চারি দিকে অনুধাবিত ও অনুপরিবর্তিত হয়, ঠিক এইরূপভাবে এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সৎকায় ভয়বশত ও সৎকায় পরিজুগুপ্সাবশত জুগুপ্সাকে কেন্দ্র করিয়া অনুপরিধাবিত ও অনুপরিবর্তিত হয়। যাহা কিছু সংস্কৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কারসমূহের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অপরান্তকল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন, অপরান্ত সম্বন্ধে অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই এই পঞ্চ-আয়তন বা ইহাদের যেকোনোটি সম্পর্কে বলেন। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পূর্বান্তকল্পিক, পূর্বান্তনুদৃষ্টিসম্পন্ন, পূর্বান্ত সম্পর্কে অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন। কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য কিছু মিথ্যা। কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ আংশিকভাবে শাশ্বত, আংশিকভাবে অশাশ্বতও, ইহাই সত্য, অন্য কিছু মিথ্যা। কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ সান্ত (অন্তবান)। ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ অনন্ত, ইহাই সত্য অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ সান্ত ও অনন্ত, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ সান্তও নহে, অনন্তও নহে ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা। কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ একত্ব-সংজ্ঞী, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ নানাত্ব-সংজ্ঞী, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ পরিমিত-সংজ্ঞী, ইহাই সত্য অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ অপরিমিত-সংজ্ঞী, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ একান্ত সুখী, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ সুখী ও দুঃখী, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও জগৎ দুঃখীও নহে, সুখীও নহে, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী ও দৃষ্টিসম্পন্ন—'আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা, তাঁহাদের শ্রদ্ধা, রুচি, অনুশ্রব এবং আকারপরি-বিতর্ক ও দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি ব্যতীত প্রত্যাত্ম (ব্যক্তিগত) জ্ঞান পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত হয়—তাহা হইতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত না হইলেও ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের যে অংশমাত্র পর্যবদাত করেন তাহাই তাঁহাদের উপাদান বলিয়া আখ্যাত হয়। যাহা সংস্কৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কারগুলির নিরোধ

আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা অতিক্রান্ত (নির্বাণপ্রাপ্ত)।

ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদ ও দৃষ্টি পোষণ করেন, "আত্মা ও জগৎ অশাশ্বত... শাশ্বত এবং অশাশ্বত... শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে... সান্ত এবং অনন্ত... সান্তও নহে, অনন্তও নহে... একত্ব-সংজ্ঞী... নানাত্ব-সংজ্ঞী... পরিমিত-সংজ্ঞী... অপরিমিত-সংজ্ঞী... একান্ত সুখী... একান্ত দুঃখী... দুঃখী ও নহে, সুখী ও নহে, ইহাই সত্য, অন্যরূপ মিথ্যা, তাঁহাদের শ্রদ্ধা, রুচি, অনুশ্রব, আকারপরি-বিতর্ক ও দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি ব্যতীত জ্ঞান পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত হইবে, তাহা হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত না হইলেও শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের যে অংশমাত্র পর্যবদাত করেন, তাহাই তাঁহাদের উপাদান বলিয়া আখ্যাত হয়। যাহা সংস্কৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কার সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা (সংস্কার) হইতে অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্বপ্রকার কাম সংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া প্রবিবেক ও প্রীতি লাভ করিয়া অবস্থান করেন—যে প্রবিবেকজনিত প্রীতি লাভ করিয়া আমি বিহার করি তাহা শান্ত ও প্রণীত। তাঁহার প্রবিবেকজনিত প্রীতি নিরুদ্ধ হইলে দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়, দৌর্মনস্য নিরুদ্ধ হইলে প্রবিবেকজনিত প্রীতি উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যেমন, কোনো স্থান হইতে ছায়া চলিয়া গেলে তাহাতে উত্তাপ স্ফুরিত হয়। আবার উত্তাপ চলিয়া গেলে ছায়া স্ফুরিত হয়। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, প্রবিবেকজনিত প্রীতি নিরুদ্ধ হইলে দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় এবং দৌর্মনস্য নিরুদ্ধ হইলে প্রবিবেকজনিত প্রীতি উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহা জানেন, এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকার কামসংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া প্রবিবেকজনিত প্রীতি লাভ করিয়া বিহার করেন। যে প্রবিবেকে প্রীতি লাভ করিয়া আমি বিহার করি তাহা শান্ত ও প্রণীত। তাঁহার সেই প্রবিবেকজনিত প্রীতি নিরুদ্ধ হইলে দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়, দৌর্মনস্য নিরুদ্ধ হইলে প্রবিবেকজনিত প্রীতি উৎপন্ন হয়। যাহা সংস্কৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কার সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা (সংস্কার) অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্বপ্রকার কাম সংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া প্রবিবেকজনিত

প্রীতি অতিক্রম করিয়া নিরামিষ (কামমুক্ত) সুখ লাভ করিয়া বিহার করেন: যে নিরামিষ সুখ লাভ করিয়া আমি বিহার করি তাহা শান্ত ও প্রণীত। সেই নিরামিষ সুখ নিরুদ্ধ হইলে প্রবিবেকজনিত প্রীতি উৎপন্ন হয় এবং প্রবিবেকজনিত প্রীতি হইলে নিরামিষ সুখ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যেমন, কোনো স্থান হইতে ছায়া চলিয়া গেলে সেই স্থানে উত্তাপ স্ফুরিত হয়... নিরামিষ সুখ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহা জানেন—এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ সুখ উৎপন্ন হয়। যাহা সংস্কৃত তাহা স্থূল... উৎপন্ন সংস্কার অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি, অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, সর্বপ্রকার কামসংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া, প্রবিবেকজনিত প্রীতি অতিক্রম করিয়া ও নিরামিষ সুখ অতিক্রম করিয়া 'দুঃখও নহে, সুখও নহে' বেদনা লাভ করিয়া বিহার করেন। যে 'অদুঃখ-অসুখ' বেদনা লাভ করিয়া আমি বিহার করি তাহা শান্ত ও প্রণীত। তাহার সেই অদুঃখ-অসুখ বেদনা নিরুদ্ধ হইলে নিরামিষ সুখ উৎপন্ন হয়... যেমন ছায়া... তথাগত ইহা জানেন... সংস্কার অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, সর্বপ্রকার কামসংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া, প্রবিবেকজনিত প্রীতি, নিরামিষ সুখ, অদুঃখ বেদনা অতিক্রম করিয়া নিজেকে 'আমি শান্ত' আমি নির্বাণপ্রাপ্ত, আমি অনুপাদান (অনাসক্ত)' বলিয়া সম্যক দর্শন করেন। তথাগত ইহা জানেন, এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... অনুপাদান বলিয়া সম্যক দর্শন করেন। তথাগত ইহা জানেন—এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... সম্যক দর্শন করেন, নিশ্চয়ই এই আয়ুষ্মান নির্বাণ-উপযোগী প্রতিপদ সম্পর্কে বলেন। অথচ এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি অপরান্তানুদৃষ্টি।

কামসংযোজন, প্রবিবেকজনিত প্রীতি, নিরামিষ সুখ, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনার প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়, যাহাতে এই আয়ুষ্মান, আমি শান্ত, অনুপাদান হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া সম্যক দর্শন করেন, তাহাকে এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণের উপাদান বলা হয়। যাহা সংস্কৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কার নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা (সংস্কার) হইতে অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ, অনুত্তর শান্তিবরপদ (নির্বাণ) লাভ যাহা ছয় স্পর্শ আয়তনের উৎপত্তি (সমুদয়), বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ এই তত্ত্বস্থান যথার্থ জানিয়া অনুৎপাদ (অনাসক্ত) বিমুক্তি তাহা তথাগত কর্তৃক অভিসম্বুদ্ধ

হইয়াছে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে ভগবানের ভাষণ শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চত্রয় সূত্র সমাপ্ত

৩. কিন্তি সূত্র[১]

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান কুশীনগর সমীপে বলিহরণ[২] বনসণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমাদের জন্য আমার মধ্যে কী আছে? আমার প্রতি তোমাদের মনোভাব কী? ইহা কী সত্য যে, শ্রমণ গৌতম চীবরের জন্য বা পিণ্ডপাতের (ভিক্ষা) জন্য বা শয়নাসনের (বাসস্থান) জন্য কিংবা ভবাভবের জন্য ধর্মদেশনা করেন।" "ভদন্ত ভগবান, আমাদের এইরূপ মনে হয় না, চীবরের জন্য বা... শ্রমণ গৌতম ধর্মদেশনা করেন।" ভিক্ষুগণ, আমার প্রতি তোমাদের এইরূপ মনে হয় না : চীবরের জন্য... শ্রমণ গৌতম ধর্মদেশনা করেন। তাহা হইলে আমার সম্পর্কে তোমাদের কিরূপ মনে হয়?" "ভদন্ত, ভগবানের সম্পর্কে আমাদের এইরূপ মনে হয় : ভগবান অনুকম্পাপরায়ণ, হিতৈষী এবং অনুকম্পাবশত ধর্মদেশনা করেন।" "হ্যাঁ, ভিক্ষুগণ, আমার সম্পর্কে তোমাদের এইরূপ মনে হয় : ভগবান অনুকম্পাপরায়ণ... দেশনা করেন। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল অভিজ্ঞা ধর্ম; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আমার দ্বারা দেশিত হইয়াছে, তাহা সকলের সামগ্রিকভাবে, সম্মতি-সহকারে এবং বিবাদ না করিয়া শিক্ষা করা উচিত এবং তোমাদের সকলে সামগ্রিকভাবে (একত্রে) সম্মতি-সহকারে ও বিবাদ না করিয়া শিক্ষা করা হইলে দুইজন ভিক্ষু অভিধর্মে—(উল্লিখিত ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্মে) ভিন্নমত পোষণ করিতে পারেন। তখন তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে : এই আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কেও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত রহিয়াছে এবং যে ভিক্ষুকে তোমরা অধিকতর সম্যক বাক্যসম্পন্ন

[১]। কিং ইতি অর্থাৎ তারপর কী?

[২]। কুশীনগরের নিকটস্থ একটি উপবন যেখানে বিভিন্ন উপদেবতাদের পূজা দেওয়া হইত।

মনে করো, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পার : আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে ভিন্নমত ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত রহিয়াছে, আয়ুষ্মানগণ জানেন যে অর্থ সম্পর্কে ভিন্নমত ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত আছে। কাজেই আপনারা বিবাদ করিবেন না। অতঃপর বিবাদমান ভিক্ষুদের যেকোনো একজন যাঁহাকে সম্যক বাক্যসম্পন্ন মনে করো, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পার : আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে ভিন্নমত ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত রহিয়াছে এবং ইহার জন্য আয়ুষ্মানদের জানা উচিত অর্থ সম্পর্কে ভিন্নমত ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত থাকিতে পারে, কাজেই আয়ুষ্মানদের বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এইভাবে যাহা দুর্গৃহীত তাহা দুর্গৃহীত বলিয়া অবধারণ করা উচিত। যাহা সুগৃহীত তাহা সুগৃহীত বলিয়া অবধারণ করা উচিত, দুর্গৃহীতকে দুর্গৃহীত বলিয়া সুগৃহীতকে সুগৃহীত বলিয়া অবধারণ করিয়া ধর্ম এবং বিনয় ভাষণ করা উচিত। তখন তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে : এই আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে সাম্য রহিয়াছে কিন্তু ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত রহিয়াছে। যে ভিক্ষুকে সম্যক বাক্‌সম্পন্ন মনে করো তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পার : আয়ুষ্মানদের অর্থ সম্পর্কে সাম্য আছে আর ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত আছে। আয়ুষ্মানগণ ইহা জানুন যে, অর্থ সম্পর্কে সাম্য আছে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত আছে এবং যেহেতু ব্যঞ্জনা ব্যাপারটা সামান্যমাত্র ব্যাপার অতএব সামান্য ব্যাপারের জন্য আয়ুষ্মানগণ বিবাদে লিপ্ত হইবেন না। অতএব বিবাদমান ভিক্ষুদের যেকোনো একজনের যাঁহাকে অধিকতর সম্যক বাক্যসম্পন্ন মনে করো, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলা উচিত : আয়ুষ্মানদের অর্থ সম্পর্কে সাম্য ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত আছে। আয়ুষ্মানগণ ইহা জানুন যে অর্থ সম্পর্কে সাম্য আছে অথচ ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত আছে এবং এই ব্যঞ্জনা সামান্যমাত্র ব্যাপার, অতএব সামান্য ব্যাপারের জন্য বিবাদ করিবেন না। এইভাবে সুগৃহীতকে সুগৃহীত বলিয়া অবধারণ করা উচিত আর দুর্গৃহীতকে দুর্গৃহীত বলিয়া অবধারণ করা উচিত এবং সুগৃহীতকে সুগৃহীত বলিয়া ও দুর্গৃহীতকে দুর্গৃহীত বলিয়া অবধারণ করিয়া ধর্ম এবং বিনয় ভাষণ করা উচিত।

পুনরায়, তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারে : এই আয়ুষ্মানদের অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে। যে ভিক্ষুকে অধিকতর সম্যক বাক্যসম্পন্ন মনে করো তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলা উচিত : আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে। এই কারণে

আয়ুষ্মানগণ জানুন, যেরূপ অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে সেই কারণে আয়ুষ্মানগণ বিবাদ করিবেন না। অতঃপর বিবাদমান ভিক্ষুদের যেকোনো একজন যাহাকে সম্যক বাক্যসম্পর্কে মনে করো, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলা উচিত : আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে। এই কারণে আয়ুষ্মানগণ ইহা জানুন যে অর্থ সম্পর্কেও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে। অতএব, আয়ুষ্মানগণ বিবাদ করিবেন না। এইভাবে সুগৃহীতকে সুগৃহীত বলিয়া অবধারণ করিয়া ধর্ম এবং বিনয় ভাষণ করা উচিত। ভিক্ষুগণ, তোমাদের সকলের সামগ্রিকভাবে (একত্রে) সম্মতি-সহকারে ও বিবাদ না করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে কোনো ভিক্ষুর আপত্তি (দোষ) হইতে পারে, (বিনয়) নিয়ম লজ্ঘন হইতে পারে। তখন সেই ব্যক্তিকে অভিযুক্ত না করিয়া পরীক্ষা করা উচিত : এইভাবে ইহা আমার অবিহিংসা হইবে এবং অপর ব্যক্তিকেও আঘাত করা হইবে না, অপর ব্যক্তি ক্রোধহীন, অনুপনাহী (অছিদ্রান্বেষী), নিরাসক্ত দৃষ্টি, সুপরিহারী। আমি এই ব্যক্তিকে অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, যদি এমন হয়, তাহা উত্তম কথা আর যদি এইরূপ মনে হয়, আমার অবিহিংসা এবং অপর ব্যক্তির উপঘাত (দুঃখোৎপত্তি) হইবে, তাহা হইলে অপর ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, উপনাহী, আসক্তদৃষ্টি, কিন্তু সুপরিহারী হইবে। এই ব্যক্তিকে আমি অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। অপর ব্যক্তির এই উপঘাত অতিসামান্য মাত্র। আমি অনেকবার এই ব্যক্তিকে অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, যদি এইরূপ হয়, তাহা উত্তম কথা। আর যদি তোমাদের এইরূপ মনে হয়: আমার বিহিংসা হইবে আর অপর ব্যক্তির হইবে অনুপঘাত এবং অপর ব্যক্তি ক্রোধহীন, অনুপনাহী, নিরাসক্ত দৃষ্টি কিন্তু দুর্পরিহারী, এই ব্যক্তিকে আমি অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। আমার এই বিহিংসা অতি সামান্যমাত্র। আমি বহুবার এই ব্যক্তিকে অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে উত্তম কথা। ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের এইরূপ মনে হয় : আমার বিহিংসা হইবে আর অপর ব্যক্তিরও উপঘাত হইবে, এই অপর ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, উপনাহী, আসক্তদৃষ্টি ও দুর্পরিহারী। আমি এই ব্যক্তিকে অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। আমার এই বিহিংসা ও অপর ব্যক্তির উপঘাত অতি সামান্যমাত্র। আমি বহুবার এই ব্যক্তিকে অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। ভিক্ষুগণ,

যদি এইরূপ হয়, তাহা উত্তম কথা। ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের এইরূপ মনে হয়, আমার বিহিংসা হইবে আর অপর ব্যক্তির উপঘাত হইবে এবং অপর ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, উপনাহী, আসক্তদৃষ্টি ও দুর্পরিহারী হয়। এই ব্যক্তিকে আমি অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম নহি। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা অবজ্ঞেয় নহে। ভিক্ষুগণ, তোমাদের সামগ্রিকভাবে (একত্রে), সর্বসম্মতিক্রমে, বিবাদ না করিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে পরস্পরের মধ্যে বাক্-সংস্কার (পূর্বে বিতর্ক বিচার করিয়া পরে বাক্যে উচ্চারণ করা), দৃষ্টিপর্যাস, চিত্তবিদ্বেষ, অপ্রস্তুতি ও অসন্তুষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর বিবাদমান ভিক্ষুদের যেকোনো একজনের যাহাকে অধিকতর সম্যক বাক্যসম্পন্ন মনে করো, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলা উচিত : বন্ধু, সম্মিলিতভাবে সর্বসম্মতভাবে ও বিবাদরহিতভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের পরস্পরের মধ্যে বাক্সংস্কার, দৃষ্টিপর্যাস, চিত্তবিদ্বেষ, অপ্রস্তুতি ও অসন্তুষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহা জ্ঞাত হইয়া শাস্তা আমাদের নিন্দা করিতে পারেন। ভিক্ষুগণ, সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া ভিক্ষু এইরূপ উত্তর দিতে পারেন, "বন্ধুগণ, সম্মিলিতভাবে... শাস্তা আমাদের নিন্দা (দোষারোপ) করিতে পারেন।" এই ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া কি নির্বাণ উপলব্ধি করা যাইতে পারে? অতঃপর বিবাদমান ভিক্ষুদের যেকোনো একজন যাহাকে তোমরা অধিকতর সম্যক বাক্যসম্পন্ন মনে করো, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পার : বন্ধু, সম্মিলিতভাবে... শাস্তা আমাদের দোষারোপ করিতে পারেন। সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া ভিক্ষু এইরূপ উত্তর দিতে পারেন : বন্ধুগণ, সম্মিলিতভাবে... শাস্তা আমাদের নিন্দা করিতে পারেন। এই ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করা যায় না। ভিক্ষুগণ, সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া ভিক্ষু এইরূপ উত্তর দিতে পারেন। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পরে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে : আয়ুষ্মানের দ্বারা এই ভিক্ষুগণ অকুশল হইতে উত্তোলিত হইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া ভিক্ষু এইরূপ উত্তর দিতে পারেন। বন্ধুগণ, আমি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং ভগবান আমাকে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া অকুশল হইতে উঠিয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যার সময়ে ভিক্ষু আত্মপ্রশংসা করেন না। অপরকেও অবজ্ঞা (নিন্দা) করেন না, ধর্মের অনুধর্ম বর্ণনা করেন এবং তাঁহার যুক্তিসঙ্গত কোনো বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হয় না।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে

আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তি সূত্র সমাপ্ত

৪. সামগ্রাম সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শাক্যদের রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন সামগ্রামে। সেই সময় নির্গ্রন্থ নাতপুত্র (মহাবীর)[১] পাবাতে সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্যান্য নির্গ্রন্থগণ দ্বিধাবিভক্ত, ভণ্ডনজাত (ভেদস্বভাব)[২], কলহজাত, বিবাদরত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন—তুমি এই ধর্মবিনয় জানো না। আমি এই ধর্মবিনয় জানি। কিরূপে তুমি এই ধর্মবিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যা-প্রতিপন্ন। আমি সম্যক প্রতিপন্ন, আমার বাক্য অর্থযুক্ত আর তোমার বাক্য নিরর্থক। পূর্বের বচনীয় পূর্বে বলো অনভ্যস্তকে (অবিচীর্ণকে) তুমি বিপর্যস্ত করিতেছ, তোমার দোষ আরোপিত এবং তুমি নিগৃহীত, বাদ (দোষ) মোচনার্থ যত্ন করো। অথবা যদি সমর্থ হও তবে গ্রন্থি খোল। মনে হয় নির্গ্রন্থ নাতপুত্রীয়দের (মহাবীবের শিষ্যদের) মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। এমনকি নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের গৃহী শিষ্যদের যাহারা শ্বেতবসন পরিহিত, তাঁহারা ধর্মবিনয়ে দুরাখ্যাত, দুঃপ্রচারিত, অপরিচালিত, শান্তিতে অননুবর্তিত, অসম্যকসম্বুদ্ধ-প্রবেদিত। ভিন্ন মতাবলম্বী ও অপ্রতিশরণ নির্গ্রন্থ নাতপুত্রীদের প্রতি বিরূপ, বিরক্ত ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত আছেন।

সেই সময়ে শ্রামণের চুন্দ পাবাতে বর্ষাবাস যাপন করিয়া সামগ্রামে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রামণের চুন্দ আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, ভদন্ত, নির্গ্রন্থ নাতপুত্র সম্প্রতি পাবাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্যান্য নির্গ্রন্থগণ দ্বিধাবিভক্ত, ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন... অপ্রতিশরণ নাতপুত্রীয়দের প্রতি বিরূপ, বিরক্ত ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত আছেন। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রামণের চুন্দকে বলিলেন, বন্ধু চুন্দ, ভগবানের সাক্ষাতে

---

[১]। মধ্যমনিকায় (১ম)।

[২]। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে ভণ্ডন-কলহের পূর্বাবস্থা (প.সু)।

ইহা একটি আলোচ্য বিষয়, আমরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইব। উপস্থিত হইয়া ভগবানের নিকট ইহা গোচর করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া শ্রামণের চুন্দ আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ও শ্রামণের চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, ভদন্ত শ্রামণের চুন্দ এইরূপ বলিয়াছে, "নির্গ্রন্থ নাতপুত্র... শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত আছেন।" ভদন্ত, তখন আমার এইরূপ মনে হইল : ভগবানের মৃত্যুর পরে যেন সংঘে বিবাদ উৎপন্ন না হয়। বিবাদ বহুজনের অহিত, সুখহীনতা, অনর্থ এবং দেবমনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ।

"আনন্দ, তুমি কী মনে করো? আমার দ্বারা যে-সকল অভিজ্ঞাসম্পন্ন ধর্ম দেশিত হইয়াছে; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ,—আনন্দ, তুমি কি দেখিয়াছ যে এই সকল ধর্মে দুইজন ভিক্ষুও ভিন্নমত পোষণ করেন?" "ভদন্ত, যে-সকল অভিজ্ঞাসম্পন্ন ধর্ম ভগবান কর্তৃক দেশিত হইয়াছে; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান... মার্গ, এই সকল ধর্মে দুইজন ভিক্ষুকেও ভিন্নমত পোষণ করিতে আমি দেখি নাই। ভদন্ত, যে-সকল ব্যক্তি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ভগবানের মৃত্যুর পর তাঁহারা সংঘ মধ্যে আজীব (জীবিকা) ও প্রাতিমোক্ষ নিয়ম প্রসঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি করিতে পারেন এবং এই বিবাদ বহুজনের অহিত, অ-সুখ, অনর্থ, দেবমনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে।" আনন্দ, আজীব ও প্রাতিমোক্ষসংক্রান্ত বিবাদ সামান্যমাত্র। কিন্তু মার্গ বা প্রতিপদসংক্রান্ত সংঘে বিবাদ বহুজনের অহিত, অসুখ, অনর্থ এবং দেবমনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ।

আনন্দ, এই ছয়টি বিবাদমূল। ছয়টি কী কী? আনন্দ, কোনো ভিক্ষু ক্রোধপরায়ণ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়। যে ভিক্ষু ক্রোধপরায়ণ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়, সে শাস্তা (বুদ্ধ), ধর্ম ও সংঘের প্রতি অশ্রদ্ধ ও দুর্বিনীত হয় এবং শিক্ষায় পরিপূর্ণকারী হয় না। আনন্দ, যে ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অশ্রদ্ধ ও দুর্বিনীত এবং শিক্ষায় পরিপূর্ণকারী নহে, সে সংঘের বিবাদ সৃষ্টি করে। সেই বিবাদ বহুজনের অহিত, অসুখ, অনর্থ এবং দেবমনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এইরূপে আনন্দ, তোমরা বিবাদমূলকে অধ্যাত্মভাবে ও বাহিরে দেখো এবং বিবাদমূলকে দূরীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করো। যদি এইরূপে বিবাদমূলকে অধ্যাত্মভাবে ও

বাহিরে না দেখো তাহা হইলে তোমরা অনাগতে (ভবিষ্যতে) পাপস্বরূপ বিবাদমূলের অনাসবে প্রতিপাদন করো। এইভাবে পাপস্বরূপ বিবাদমূলের পরিত্যাগ হয় ও অনাগতে অনাসব হয়।

পুনরায়, আনন্দ, কোনো ভিক্ষু মক্ষী (ভণ্ড বা কপট), পর্যাসী (নিষ্ঠুর)... ঈর্ষাপরায়ণ ও মাৎসর্যপরায়ণ... শঠ, মায়াবী হয়... পাপেচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়... লৌকিক মতাবলম্বী দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী হয়। সে শাস্তা, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অশ্রদ্ধ ও দুর্বিনীত ও শিক্ষায় পরিপূরণকারী হয় না। আনন্দ, যে শাস্তা, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অশ্রদ্ধ ও দুর্বিনীত হয়, সে সংঘে বিবাদ সৃষ্টি করে। সেই বিবাদ বহু জনের অহিত, অ-সুখ অনর্থ এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ। এইরূপ আনন্দ, তোমরা বিবাদমূলকে অধ্যাত্মভাবে... অনাগতে অনাসব হয়। আনন্দ, এই ছয়টিই বিবাদমূল।

আনন্দ, এই চারিটি অধিকরণ, (বিবাদ) মীমাংসার বিষয়। চারিটি কী কী? বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ-অধিকরণ, আপত্তি-অধিকরণ ও কৃত্য-অধিকরণ। এই চারিটি অধিকরণ। সময়ে সময়ে উৎপন্ন বিবাদাদি অধিকরণের শমথ বা উপশমের জন্য এই সাতটি অধিকরণ শমথ আছে। যথা : সম্মুখবিনয় দাতব্য, স্মৃতিবিনয় দাতব্য, অমূঢ়বিনয় দাতব্য, প্রতিজ্ঞাকরণ কর্তব্য, যদ্ভূয়সিকা, তস্যপাপীয়সিকা ও তৃণবস্তারক। আনন্দ, কিভাবে সম্মুখ বিনয়[১] হয়? আনন্দ, কোনো কোনো ভিক্ষু এইভাবে বিবাদ করেন : "ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়।" এই ভিক্ষুগণকে সামগ্রিকভাবে সমবেত হইতে হইবে এবং যাহা ধর্মসঙ্গত (ধর্মনেত্রী) তাহা বাছিয়া লইয়া প্রয়োজন অনুসারে সেই বিবাদের মীমাংসা করিতে হইবে। আনন্দ, এইভাবেই সম্মুখবিনয় হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের (বিচার) মীমাংসা হয়, যেমন সম্মুখবিনয়ের দ্বারা।

আনন্দ, কিরূপে যদ্ভূয়সিকা[২] হয়? যদি সেই ভিক্ষুগণ সেই আবাসে সেই অধিকরণের (বিচার্য বিষয়ের) মীমাংসা করিতে না পারেন, তাহা হইলে যে আবাসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু আছেন সেখানে যাইতে হইবে এবং তথায় সকলকেই সামগ্রিকভাবে সমবেত হইয়া যাহা... মীমাংসা করিতে হইবে। এইভাবে যদ্ভূয়সিকা হয় যাহাতে কতিপয় বিবাদের মীমাংসা হয়।

---

[১]। সকল ভিক্ষুর সমক্ষে বিবাদনিষ্পত্তি।

[২]। অধিকাংশের মতে বিচার মীমাংসা। এই মতামত জানিবার জন্য শলাকা ব্যবহারের রীতি ছিল। (বিনয়পিটক ২য় খণ্ড)

আনন্দ, কিরূপে স্মৃতিবিনয় হয়? আনন্দ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে পারাজিক কিংবা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করিয়া এইভাবে বলেন : "আয়ুষ্মান কি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করেন? তিনি বলিলেন, "বন্ধুগণ, আমি পারজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করি না। তখন সেই ভিক্ষুকে স্মৃতিবিনয় দিতে হইবে। আনন্দ এইরূপে স্মৃতিবিনয় হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের মীমাংসা হয় যেমন স্মৃতিবিনয়ের দ্বারা।

আনন্দ, কিরূপে অমূঢ়বিনয় হয়? আনন্দ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে পারাজিক বা পারাজিককল্পের মত কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য এইভাবে অভিযুক্ত করেন : "আয়ুষ্মান কি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করেন?" তিনি বলিলেন, "আমি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারিতেছি না।" (অপরাধ) উদ্ঘাটনের জন্য আবার বলা হইল—"বন্ধু, উত্তমরূপে জ্ঞাত হও যে তুমি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছ কি না স্মরণ করো।" তিনি এইরূপ বলিলেন, 'বন্ধুগণ, আমি উন্মাদ অবস্থা ও চিত্তের বিপর্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই উন্মত্ত অবস্থায় বহু শ্রমণ-অনুচিত আচরণ ও ভাষণ করিয়াছি। মূঢ় অবস্থায় ইহা আমি করিয়াছি। এখন তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না।" আনন্দ, তাহাকে অমূঢ়বিনয় দিতে হইবে। আনন্দ, এইরূপে অমূঢ়বিনয় হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের মীমাংসা হয়, যেমন, অমূঢ়বিনয়ের দ্বারা।

আনন্দ, কিরূপে প্রতিজ্ঞাকরণ বিনয়[১] হয়? আনন্দ, কোনো ভিক্ষু অভিযুক্ত হইয়া বা অভিযুক্ত না হইয়া স্বীয় অপরাধ স্মরণ, বিবৃত ও প্রকাশ করেন। সেই ভিক্ষুর কোনো জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া একাংশে চীবর রাখিয়া পদে বন্দনা করিয়া উৎকুটিকভাবে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলা উচিত : "ভদন্ত, আমি অপরাধ করিয়াছি, তাহা প্রতিদেশনা (স্বীকার) করিতেছি।" তিনি বলেন, "তুমি দেখিতেছ?" "হ্যাঁ, আমি দেখিতেছি।" "ভবিষ্যতে সংযত, আচরণ করিতে হইবে।" "হ্যাঁ সংযম গ্রহণ করিব।" আনন্দ এইরূপে প্রতিজ্ঞা করা হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের মীমাংসা হয় যেমন প্রতিজ্ঞাকরণের দ্বারা।

---

[১]। যে ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করেন তাঁহার সম্বন্ধে বিচার।

আনন্দ, কিরূপে তস্যপাপীয়সিকা[১] হয়? আনন্দ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে পারাজিক বা পারাজিককল্প গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেন, "আয়ুষ্মান কি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করেন?" তিনি উত্তর দেন, "বন্ধুগণ, আমি পারাজিক বা পরাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারিতেছি না।" (অপরাধ) উদ্ঘাটনের জন্য বলা হইল : "আয়ুষ্মান, উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া স্মরণ করুন যে পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন কি না।" "বন্ধুগণ, আমি এইরূপ পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করি না, অবশ্য সামান্যমাত্র অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করি।" অপরাধ উদ্ঘাটনের জন্য তাঁহাকে আবার বলা হইল : "আয়ুষ্মান উত্তমরূপে জানিতে চেষ্টা করুন যদি আপনি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন।" তিনি এইরূপ বলিতে গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন।" তিনি এইরূপ বলিতে পারেন, "জিজ্ঞাসিত না হইয়াও আমি স্বীকার করিব যে সামান্যমাত্র অপরাধ আমি করিয়াছি, কাজেই জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি কি পারাজিক বা পারাজিককল্প গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিব না?" (তাঁহাকে) কেহ এইরূপ বলিতে পারেন : "বন্ধু, তুমি জিজ্ঞাসিত না হইয়া সামান্যমাত্র অপরাধ করিয়া স্বীকার করিবে না, তুমি কি জিজ্ঞাসিত হইয়া পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছ বলিয়া স্বীকার করিবে? হে আয়ুষ্মান, উত্তমরূপে জানিতে চেষ্টা করুন যদি আপনি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন।" তিনি এইরূপ বলিতে পারাজিক বা পারাজিককল্প গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি, কৌতুক বা তামাসা করিবার জন্যই ইহা বলিয়াছি, আমি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছি স্মরণ করিতে পারিতেছি না।" আনন্দ, এইরূপে তস্যপাপীয়সিক হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের উপশম হয় যেমন তস্যপাপীয়সিকার দ্বারা।

আনন্দ, কিরূপে তৃণবস্তারক[২] হয়? আনন্দ, ভিক্ষুদের ভেদস্বভাবজাত, কলহজাত ও বিবাদাপন্ন হইয়া বিহারকালে বহু শ্রামণের অনুচিত আচরণ

১। দুরাচারী ভিক্ষুর সম্বন্ধে বিচার।

২। মহাব্যুৎপত্তি তৃণপ্রস্তারক।

করেন বা ভাষণ দেন। আনন্দ, সেই সকল ভিক্ষুকে সামগ্রিকভাবে সমবেত হইতে হইবে, সমবেত হইয়া যেকোনো পক্ষের একজন পণ্ডিত ভিক্ষুকে আসন হইতে উঠিয়া একাংশে চীবর ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্বক সংঘকে জ্ঞাপন করিতে হইবে : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভেদস্বভাবজাত, কলহজাত ও বিবাদপন্ন হইয়া বিহারকালে আমাদের দ্বারা বহু শ্রামণের অনুচিত আচরণ কৃত ও ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে এই আয়ুষ্মানদের এবং আমার নিজের অপরাধের জন্য স্থূল দোষ ও গৃহী প্রতিসংযুক্ত বাদে আয়ুষ্মানদের ও আমার মঙ্গলের জন্য সংঘমধ্যে তৃণবস্তারকের দ্বারা দেশনা করা হইবে।" অতঃপর যেকোনো পক্ষের ভিক্ষুদের একজন পণ্ডিততর ভিক্ষুকে আসন হইতে উঠিয়া একাংশে চীবর ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলি প্রণামপূর্বক সংঘকে জ্ঞাপন করিতে হইবে : মাননীয় সংঘ, আমার একটি প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের দ্বারা ভেদস্বভাবজাত, কলহজাত... দেশনা করিতে হইবে। আনন্দ, এইরূপে তৃণবস্তারক হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণ মীমাংসা হয় যেমন তৃণবস্তারকের দ্বারা।

আনন্দ, এই ছয়টি ধর্ম[১] স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, যাহা মিলন, অবিসম্বাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্য অভিমুখে সংবর্তিত হয়। ছয়টি কী কী? আনন্দ, সব্রহ্মচারীদের (সতীর্থগণের) প্রতি প্রকাশ্যে বা গোপনে ভিক্ষুর মৈত্রীপূর্ণ কায়কর্ম প্রত্যুপস্থিত (আরব্ধ) হয়, এই ধর্ম স্মরণীয় প্রীতিকর... সংবর্তিত হয়। পুনরায়, আনন্দ, সতীর্থগণের প্রতি... মৈত্রীপূর্ণ বাক্‌কর্ম... সংবর্তিত হয়। পুনশ্চ, আনন্দ, সতীর্থগণের প্রতি মৈত্রীপূর্ণ মনোকর্ম... সংবর্তিত হয়। পুনশ্চ, আনন্দ, ধর্মত যাহা লাভ হয়, যাহা ধর্মলব্ধ, এমনকি ভিক্ষাপাত্রেও যাহা প্রদত্ত হয়, এইরূপ কোনো লব্ধবস্তুই অবিভক্তভাবে একা ভোগ না করিয়া ভিক্ষু তাহা শীলবান সব্রহ্মচারীদের সহিত সমভাবে ভাগ করিয়া ভোগ করেন। এই ধর্ম... সংবর্তিত হয়। পুনশ্চ, আনন্দ, যে-সকল শীলাচারণ অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, (পাপ হইতে) মুক্তিদায়ক, বিদ্বজ্জন প্রশংসিত, অপরামৃষ্ট ও সমাধি অভিমুখী, ভিক্ষু সেই সকল সমন্বিত শীলগুণে হই প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সব্রহ্মচারীদের মধ্যে বিচরণ করেন। এই ধর্ম... সংবর্তিত হয়। পুনশ্চ, আনন্দ, যে দৃষ্টি আর্য (নির্দোষ) মুক্তি অভিমুখী, যাহা তদনুবর্তী ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ দুঃখ ক্ষয়ের উপায় হয়, ভিক্ষু সেইরূপ দৃষ্টি

[১]। কৌশাম্বী সূত্রে (৪৮) উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বারা সমন্বিত হইয়া প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সব্রহ্মচারীদের মধ্যে বিচরণ করেন। এই ধর্ম স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, যাহা মিলন, অবিসম্বাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্য অভিমুখে সংবর্তিত হয়।

আনন্দ, এই ছয়টি ধর্ম স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, যাহা মিলন, অবিসম্বাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্য অভিমুখে সংবর্তিত হয়। আনন্দ, এই ছয়টি স্মরণীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া যদি তোমরা পালন করো তাহা হইলে কি সূক্ষ্ম বা স্থূল বচনপথ দেখিবে না যাহা তোমরা সমর্থন করিবে না? "ভদন্ত, না।"

অতএব, আনন্দ। এই স্মরণীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া পালন করো, দীর্ঘকাল তাহা তোমাদের হিত ও সুখের কারণ হইবে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ, সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সামগ্রাম সূত্র সমাপ্ত

৫. সুনক্ষত্র সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান বৈশালী সমীপে মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে বহু ভিক্ষু ভগবানের নিকট তাঁহাদের (পরম) জ্ঞান সম্পর্কে ব্যক্ত করিলেন, জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর অত্র আর আসিতে হইবে না বলিয়া আমরা জানি। লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র শুনিলেন, "বহু ভিক্ষু... আমরা জানি।" তখন লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র ভগবানকে বলিলেন, "ভদন্ত, আমি ইহা শুনিয়াছি, বহু ভিক্ষু... আমরা জনি।" ভদন্ত, যে-সকল ভিক্ষু ভগবানের নিকট তাঁহাদের পরম জ্ঞান ব্যক্ত করিলেন, "জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে... আমরা জানি, তাঁহারা কি যথার্থ পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন কিংবা তাঁহাদের কেহ কেহ নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশত এইরূপ জ্ঞান ব্যক্ত করেন?"

সুনক্ষত্র, যে-সকল ভিক্ষু আমার নিকট তাঁহাদের পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন : 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে... আমরা জানি' তাঁহাদের কেহ কেহ জ্ঞান যথার্থ ব্যক্ত করেন, আবার কেহ কেহ নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশত তাঁহাদের পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন। সুনক্ষত্র, এই ক্ষেত্রে যে-সকল ভিক্ষু সম্যকভাবে পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন. তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপই হয় যে-সকল

ভিক্ষু নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশত তাঁহাদের পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন সেখানে তথাগত চিন্তা করেন—তাঁহাদিগকে আমার ধর্মদেশনা করা উচিত।

এইভাবে, সুনক্ষত্র, তথাগত চিন্তা করেন—তাঁহাদিগকে আমার ধর্মদেশনা করা উচিত। অথচ কতিপয় মোহগ্রস্ত পুরুষ প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন। সুনক্ষত্র, তখন তথাগতেরও মনে হইল—তাঁহাদিগকে ধর্মদেশনা করিতে হইবে, এবং তাঁহারও ভাবান্তর হইল। "ভগবান, ইহাই যথার্থ সময়োপযোগী, সুগত, ইহাই যথার্থ সময়োপযোগী। যে ধর্ম ভগবান দেশনা করিলেন, তাহা ভগবানের নিকট হইতে শুনিয়া ভিক্ষুগণ ধারণ করিবেন।"

সুনক্ষত্র, তাহা হইলে উত্তমরূপে মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি ভাষণ দিতেছি। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, এই পঞ্চ কামগুণ। কী কী? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক এবং কায় (ত্বক)বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক। সুনক্ষত্র এই পঞ্চ কামগুণ।

সুনক্ষত্র, ইহা সম্ভব যেকোনো কোনো পুরুষ লোকামিষাধিমুক্ত (পার্থিব লাভে নিমগ্ন) হইতে পারেন এবং লোকামিষাধিমুক্ত সেই পুরুষের কামগুণসুলভ[১] কথা তিনি যেভাবে চিন্তা বা ভাবনা করেন তদনুযায়ী সংস্থিত হয় এবং যাহার মধ্যে আনন্দ পান, তাহাকে ভজনা করেন। কিন্তু সমাপত্তি প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তিনি শুনিতে চাহেন না, কর্ণপাত করেন না, গম্ভীর জ্ঞানে চিত্ত উপস্থাপিত করেন না এবং সেই পুরুষকে ভজনা করেন না যাহার মধ্যে আনন্দ লাভ করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র, কোনো ব্যক্তি বহুদিন নিজ গ্রাম বা নিগম হইতে প্রবাসী। তিনি সেই গ্রাম বা নিগম হইতে সম্প্রতি আগত অন্য একজন পুরুষকে দেখিতে পান। তিনি তাঁহার গ্রামের বা নিগমের শান্তি, সমৃদ্ধি ও আরোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার গ্রামের বা নিগমের শান্তি, সমৃদ্ধি ও আরোগ্যতা সম্পর্কে বলেন। সুনক্ষত্র, তুমি কী মনে করো? সেই ব্যক্তি কি তাহার কথা শুনিতে চাহিবেন?

[১] কামগুণসভাগা (প. সূ.)

কর্ণপাত করিবেন? গম্ভীর জ্ঞানে চিত্ত উপস্থাপিত করিবেন। ও সেই পুরুষকে ভজনা করিবেন যাহার মধ্যে আনন্দলাভ করিবেন? "হ্যাঁ ভদন্ত," "সুনক্ষত্র, ঠিক এইরূপে ইহা সম্ভব যে... তাঁহাকে ভজনা করেন। তাহা এইরূপ হইতে পারে বলিয়া জ্ঞাতব্য : সেই ব্যক্তি লোকামিষাধিমুক্ত।"

সুনক্ষত্র, ইহা সম্ভব যেকোনো পুরুষ আনিঞ্জ্য (নিষ্কম্প) অধিমুক্ত (নিমগ্ন) হইতে পারেন এবং আনিঞ্জ্যাধিমুক্ত সেই পুরুষের কামগুণসুলভ কথা তিনি যেভাবে চিন্তা করেন বা ভাবনা করেন তদনুযায়ী সংস্থিত হয় এবং যাহার মধ্যে আনন্দ লাভ করেন তাঁহাকে ভজনা করেন। কিন্তু লোকামিষ প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তিনি শুনিতে চাহেন না, কর্ণপাত করেন না, গম্ভীর জ্ঞানে চিত্ত উপস্থাপিত করেন না... আনন্দ লাভ করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র, পলাশপত্র বন্ধন মুক্ত হইলে (বৃন্তচ্যুত) আর হরিদ্বর্ণ ফিরিয়া পায় না, তেমনি, সুনক্ষত্র, আনিঞ্জ্যাধিমুক্ত পুরুষের লোকামিষ-সংযোজন শিথিল হয়, তাঁহাকে আনিঞ্জ্যাধিমুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে, কারণ, তাঁহার লোকামিষ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

সুনক্ষত্র, ইহা সম্ভব যেকোনো পুরুষ আকিঞ্চন-আয়তন অধিমুক্ত হইতে পারেন এবং আকিঞ্চন (সমাপত্তি) অধিমুক্ত পুরুষের কথা তিনি যেভাবে চিন্তা করেন বা ভাবনা করেন তদনুযায়ী সংস্থিত হয় এবং যাহার মধ্যে সুখ লাভ করেন সেই পুরুষকে ভজনা করেন। কিন্তু আনিঞ্জ্য প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তাহা শুনিতে চাহেন না কর্ণপাত করেন না... ভজনা করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র, দ্বিধাবিভক্ত শিলা পুনরায় জোড়া লাগে না, আকিঞ্চন-আয়তন-অধিমুক্ত পুরুষের আনিঞ্জ্য সংযোজন শিথিল হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আকিঞ্চন-আয়তন অধিমুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার আনিঞ্জ্য সংযোগ বিসংযুক্ত হইয়াছে।

সুনক্ষত্র, ইহা সম্ভব যেকোনো পুরুষ নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন অধিমুক্ত হইতে পারেন এবং সেইরূপ পুরুষের কথা তিনি যেভাবে চিন্তা ভাবনা করেন সেভাবে সংস্থিত হয় এবং যাহার মধ্যে আনন্দলাভ করেন সেরূপ পুরুষকে তিনি ভজনা করেন। কিন্তু আকিঞ্চন-আয়তন প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তিনি তাহা শুনিতে চাহেন না, কর্ণপাত করেন না... ভজনা করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র, কোনো পুরুষ ইচ্ছানুরূপ ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট পরিত্যাগ করেন। সুনক্ষত্র, তুমি কী মনে করো? সেই পুরুষের কি ওই ভাত পুনরায় খাইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে?

"না, ভদন্ত।" "কী হেতু?" "ভদন্ত।" "কারণ সেই ভাত ভোজনের

অযোগ্য।" সুনক্ষত্র, ঠিক এইভাবে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-অধিমুক্ত পুরুষের আকিঞ্চন-আয়তন-সংযোজন শিথিল হইলে তিনি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞানায়তন অধিমুক্ত পুরুষ বলিয়া কথিত হইতে পারেন, কারণ তাঁহার আকিঞ্চন-আয়তন সংযোজন বিসংযুক্ত হইয়াছে।

সুনক্ষত্র, ইহা সম্ভব যেকোনো পুরুষ সম্যক নির্বাণ অধিমুক্ত হইতে পারেন। সম্যক নির্বাণ-অধিমুক্ত পুরুষের তিনি যেভাবে চিন্তা বা ভাবনা করেন, তদনুযায়ী কথা সংস্থিত হয়, যাহার মধ্যে আনন্দ লাভ করেন সেই পুরুষকে তিনি ভজনা করেন। কিন্তু নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তিনি শুনিতে চাহেন না... ভজনা করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র, তালবৃক্ষের মস্তক ছিন্ন হইলে পুনরায় বর্ধিত হইতে পারে না, ঠিক এইরূপে, সুনক্ষত্র, সম্যক নির্বাণ অধিমুক্ত পুরুষের নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংযোজন সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, শীর্ষহীন তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্ভবরহিত হইয়াছে ভবিষ্যতে পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই। তিনি সম্যক নির্বাণ অধিমুক্ত পুরুষ বলিয়া কথিত হইতে পারেন, কারণ, তাঁহার নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন বিসংযুক্ত হইয়াছে।

সুনক্ষত্র, ইহা সম্ভব যেকোনো কোনো ভিক্ষুর এইরূপ মনে হইতে পারে : (বুদ্ধ) শ্রমণ বলিয়াছেন যে, শল্যরূপ তৃষ্ণা এবং অবিদ্যা বিষদোষ—ছন্দ, রাগ ও ব্যাপাদের দ্বারা (কোনো ব্যক্তিকে) ধ্বংস করে, আমাতে সেই তৃষ্ণাশল্য প্রহীন হইয়াছে, অবিদ্যা বিষদোষ অপনীত হইয়াছে, আমি সম্যক নির্বাণ অধিমুক্ত হইয়াছি। এইভাবে তিনি প্রার্থিত লক্ষ্য (অর্থ) লাভ করিয়া গর্ব বোধ করিতে পারেন। তিনি সম্যক নির্বাণ অধিমুক্তের যাহা অনুপযোগী তাহা অনুসরণ করেন, চক্ষু দ্বারা ক্ষতিকর রূপদর্শন করিয়া থাকেন, শ্রোত্রের দ্বারা ক্ষতিকর শব্দ শ্রবণ করেন, ঘ্রাণের দ্বারা ক্ষতিকর গন্ধ গ্রহণ করেন, জিহ্বার দ্বারা ক্ষতিকর রস আস্বাদন করেন, কায়ের দ্বারা ক্ষতিকর স্পর্শ করেন এবং মনের দ্বারা ক্ষতিকর ধর্ম (চিন্তনীয় বিষয়) চিন্তা করেন। চক্ষু দ্বারা ক্ষতিকর রূপদর্শনে অনুযুক্ত, শ্রোত্র দ্বারা ক্ষতিকর শব্দ গ্রহণে অনুযুক্ত, ঘ্রাণ দ্বারা ক্ষতিকর গন্ধ গ্রহণের অনুযুক্ত, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদনে অনুযুক্ত, কায় (ত্বক) দ্বারা ক্ষতিকর স্পর্শে অনুযুক্ত, মন দ্বারা ক্ষতিকর বিষয় চিন্তায় অনুযুক্ত ব্যক্তির চিত্তকে অনুরাগ ধ্বংস করিতে পারে। অনুরাগের (আসক্তি) দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত চিত্তের দ্বারা মরণ অথবা মরণদুঃখ ভোগ করে। যেমন, সুনক্ষত্র, কোনো ব্যক্তি গাঢ়লিপ্ত বিষযুক্ত শল্যের দ্বারা বিদ্ধ হইল। তখন তাহার সলোহিত জ্ঞাতি, মিত্র-সুহৃদগণ কোনোশল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত

করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক শস্ত্রের দ্বারা ব্রণমুখ পরিকর্তন করিল, শল্যের দ্বারা ব্রণমুখ পরিকর্তন করিয়া এষণী (লৌহবান) দ্বারা শল্য অম্বেষণ করিয়া শল্য টানিয়া বাহির করিল, অবশিষ্ট কিছু নাই মনে করিয়া কিছু পরিমাণ বিষদোষ দূরীভূত করিল। সে এইরূপ বলিতে পারে : তোমার শল্য টানিয়া বাহির করা হইয়াছে, বিষদোষ দূরীভূত হইয়াছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই এবং আর কোনো বিপদের কারণ নাই। কিন্তু উপকারী খাদ্য ভোজন করিতে হইবে। অপকারী খাদ্য ভোজন করিলে ক্ষত স্রাবিত হইবে। সময়মতো ব্রণ ধৌত করিতে হইবে। ব্রণমুখে ওষুধ অবলেপন করিতে হইবে, সময়মত ব্রণ ধৌত না করিলে, ব্রণমুখে ওষুধ অবলেপন না করিলে পুরাতন রক্ত ব্রণমুখে পতিত হইবে, উন্মুক্ত বাতাসে বা খরতাপে বিচরণ করিলে ধূলা-আবর্জনা ক্ষতমুখের ক্ষতি করিবে। মহাশয়, ব্রণমুখ রক্ষার জন্য সাবধান হইয়া বিচরণ করিবে, তাহা হইলে ক্ষত সারিয়া যাইবে। তাহার এইরূপ মনে হইতে পারে : আমার শল্য বাহির করা হইয়াছে, বিষদোষ অপনীত হইয়াছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, আর বিপদের আশঙ্কা নাই। সুতরাং সে ক্ষতিকর খাদ্য ভোজন করিতে পারে এবং ক্ষতিকর খাদ্য ভোজন করিবার ফলে ব্রণ স্রাবিত হইতে পারে, যথাসময়ে সে ব্রণ ধৌত না করিতে পারে ও ব্রণমুখে ওষুধ অবলেপন না করিতে পারে। যথাসময়ে ব্রণ ধৌত না করিবার ও ব্রণমুখে ওষুধ অবলেপন না করিবার ফলে পুরাতন রক্ত ব্রণমুখে পতিত হইতে পারে। সে উন্মুক্ত বাতাসে ও খরতাপে বিচরণ করিতে পারে এবং বাতাসে ও খরতাপে বিচরণ করিবার ফলে ধূলা ও আবর্জনা ব্রণমুখ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে ও ব্রণের জন্য সাবধান না হইলে ব্রণ সারিবে না। ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপ (ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণাদি) এবং যদিও অশুচি বিষদোষ অপনীত হইয়াছে কিন্তু কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে এই উভয় কারণে ব্রণ বিস্তার লাভ করিতে পারে এবং স্ফীত ব্রণ মরণ বা মরণদুঃখের কারণ হইতে পারে।

সুনক্ষত্র, ঠিক এইভাবে ইহা সম্ভব যেকোনো কোনো ভিক্ষুর এরূপ মনে হইতে পারে : (বুদ্ধ) শ্রমণ বলিয়াছেন যে শল্যরূপ তৃষ্ণা... মরণদুঃখের কারণ হইতে পারে। সুনক্ষত্র, ইহাই আর্য বিনয়ে মরণ যখন সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনবস্তুয় (গৃহীজীবনে) প্রত্যাবর্তন করে, ইহাই মরণদুঃখ যখন সে কোনো গুরুতর অপরাধ করে।

সুনক্ষত্র, ইহা সম্ভব যেকোনো ভিক্ষুর এইরূপ মনে হইতে পারে : শ্রমণ (বুদ্ধ) বলিয়াছেন যে, শল্যরূপ তৃষ্ণা... আমি সম্যক নির্বাণ-অধিমুক্ত হইয়াছি। এইভাবে সম্যক নির্বাণ অধিমুক্তে যাহা কিছু সম্যক নির্বাণ-

অধিমুক্তের পক্ষে অমঙ্গলদায়ক তাহা অনুসরণ করেন না, চক্ষু দ্বারা অমঙ্গলদায়ক রূপদর্শন অনুসরণ করেন না, শ্রোত্র দ্বারা অমঙ্গলদায়ক শব্দ অনুসরণ করেন না, ঘ্রাণ দ্বারা অমঙ্গলদায়ক গন্ধ অনুসরণ করেন না, জিহ্বা দ্বারা অমঙ্গলদায়ক রস গ্রহণ করেন না, কায় দ্বারা অমঙ্গলদায়ক স্পর্শ করেন না, মন দ্বারা অমঙ্গলদায়ক বিষয় চিন্তা করেন না; তাঁহার চক্ষু দ্বারা অমঙ্গলদায়ক রূপদর্শন শ্রোত্র দ্বারা... মন দ্বারা অমঙ্গলদায়ক বিষয় (ধর্ম) চিন্তা করিতে নিযুক্ত নহে বলিয়া অনুরাগ (আসক্তি) চিত্তকে ধ্বংস করিতে পারে না। তাঁহার চিত্ত রাগানুধ্বংসিত নহে বলিয়া তিনি মরণ বা মরণদুঃখ ভোগ করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র, কোনো ব্যক্তি গাঢ়লিপ্ত শল্যের... মরণদুঃখের কারণ হইবে। সুনক্ষত্র, অর্থ সুস্পষ্ট করিবার জন্য এই উপমা আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে।

সুনক্ষত্র, এখানে ইহাই অর্থ। ব্রণ ছয় প্রকার অভ্যন্তরীণ আয়তনের অধিবচন (নামান্তর), বিষদোষ অবিদ্যার নামান্তর, শল্য প্রজ্ঞার নামান্তর, এষণী স্মৃতির নামান্তর, শস্ত্র আর্যপ্রজ্ঞার নামান্তর এবং ভিষক অর্থাৎ সম্যকসম্বুদ্ধ তথাগতের নামান্তর। সুনক্ষত্র, সেই ভিক্ষু ছয় স্পর্শ-আয়তনে সংবৃতকারী হয়—উপধি (পঞ্চ স্কন্ধ) দুঃখের মূল, ইহা বিদিত হইয়া উপধি সংক্ষয়ে নিরুপধি হইয়া বিমুক্ত হয়, কায়কে উপধির অভিমুখী করিবেন এবং চিত্তকে নিযুক্ত করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। যেমন, সুনক্ষত্র, কোনো কাংস্যপাত্রে বর্ণসম্পন্ন অথচ পানের অযোগ্য বিষযুক্ত পানীয় আছে, অতঃপর জীবনকামী, মরিতে অনিচ্ছুক, সুখকামী ও দুঃখ বিরোধী কোনো পুরুষ তথায় আসিতে পারেন। সুনক্ষত্র, তুমি কী মনে করো? সেই পুরুষ কি, "ইহা পান করিয়া আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব, মরণ দুঃখ ভোগ করিব" ইহা জানিয়া সেই কাংস্য পাত্র হইতে অযোগ্য পানীয় গ্রহণ করিবে?

"না, ভদন্ত।"

এইরূপে সুনক্ষত্র, সেই ভিক্ষু ছয় স্পর্শ—আয়তনে সংবৃতকারী হয়। 'উপধি দুঃখের মূল' ইহা জানিয়া নিরুপধি, উপধি বিনষ্ট করিয়া বিমুক্ত হয় এবং দেহকে উপধি-অভিমুখী করেন ও উহাতে চিত্ত উৎপাদন করেন, ইহা সম্ভব নহে। যেমন, সুনক্ষত্র, কোনো মারাত্মক বিষধর সর্প আছে এবং বাঁচিতে ইচ্ছুক, মরিতে অনিচ্ছুক, সুখকামী ও দুঃখবিরোধী কোনো পুরুষ ওই স্থানে আসিলেন। সুনক্ষত্র, তুমি কী মনে করো? সেই পুরুষ কি "ইহার দ্বারা দংশিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব বা মরণদুঃখ ভোগ করিব" ইহা জানিয়া সেই বিষধর সর্পের সম্মুখে হস্ত বা অঙ্গুষ্ঠ উপস্থাপন করিবে? "না, ভদন্ত।" এইভাবে

সুনক্ষত্র, সেই ভিক্ষু ছয় স্পর্শ—আয়তনে সংবৃতকারী হন—'উপধি দুঃখের মুল' ইহা জানিয়া নিরুপধি, উপধি বিনষ্টে বিমুক্ত হয় এবং দেহকে উপধি-অভিমুখী করেন এবং উহাতে চিত্ত উৎপাদন করেন, ইহা সম্ভব নহে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সুনক্ষত্র সূত্র সমাপ্ত

৬. আনিঞ্জ্য সাম্প্রেয় সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান কুরুদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন কর্মাশ্বদম্য নামক কুরুদের নিগমে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলিয়া ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, কাম অনিত্য, তুচ্ছ, মিথ্যা, মোহধর্মী, ইহা মায়াকৃত, নির্বোধের প্রলাপ। যাহা দৃষ্টধার্মিক (ইহকালের) কাম, যাহা অনাগত কাম, যাহা দৃষ্টধার্মিক কামসংজ্ঞা, যাহা সাম্প্ররায়িক কামসংজ্ঞা, ইহাদের উভয়ই মারপ্রভাবিত, মারবিষয়, মারনিবাপ, মারের বিচরণভূমি। এই কামগুলির মধ্যে পাপময় অকুশল মানস (ইচ্ছা) অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও ধ্বংসের দিকে সংবর্তিত হয় এবং এইগুলি এখানে আর্যশ্রাবকের অনুশিক্ষায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। তখন আর্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন; যাহা দৃষ্টধার্মিক কাম, যাহা অনাগত কাম... সৃষ্টি করে। অতএব আমার বিপুল মহদ্গতচিত্তে পৃথিবীকে জয়, অধিষ্ঠান মানসে বিহার করার জন্য যাহা পাপময় অকুশল মানস, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও বিনাশ, তাহা উৎপন্ন হইতে পারিবে না। তাহাদের প্রহান-হেতু আমার চিত্ত অসামান্য, অপ্রমেয় ও সুভাবিত হইবে। এইভাবে প্রতিপন্ন তাঁহার (আর্যশ্রাবক) আয়তনে (অর্হত্ত্ব বা অর্হত্ত্ব-বিদর্শন বা চতুর্থ ধ্যানন্তরে) চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে এবং প্রসন্নতা লাভ করিবার পর এখন স্থিতি লাভ করে ও প্রজ্ঞার জন্য নমিত হয়। মৃত্যুর পর বিলীন হইলে ইহা সম্ভব যে সংবর্তনিক বিজ্ঞান (বা প্রশান্তি) লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে আনিঞ্জ্যসাম্প্রেয়ের (স্থায়ী মঙ্গল উপযোগী) প্রথম প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায় ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : এই সকল দৃষ্টধার্মিক কাম, এইগুলি অনাগত কাম, এইগুলি দৃষ্টধার্মিক কামসংজ্ঞা, এইগুলি সাম্প্ররায়িক (পারত্রিক) কামসংজ্ঞা, চারি মহাভূত এবং চারিভূতোৎপন্ন রূপ। এইভাবে প্রতিপন্ন ও বহুল পরিমাণে প্রতিপদবিহারী

তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে... সংবর্তনিক বিজ্ঞান অনড়তা (বা প্রশান্তি) লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই দ্বিতীয় আনিঞ্জ্য-সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : এইগুলি দৃষ্টধার্মিক কাম, এইগুলি দৃষ্টধার্মিক কামসংজ্ঞা, এইগুলি অনাগত কামসংজ্ঞা, এইগুলি দৃষ্টধার্মিক রূপ, এইগুলি সাম্প্ররায়িক রূপ, এইগুলি দৃষ্টধার্মিক রূপসংজ্ঞা, এইগুলি সাম্প্ররায়িক রূপসংজ্ঞা, ইহাদের উভয়ই অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহার জন্য আনন্দ করিবার, প্রকাশ করিবার বা তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবার প্রয়োজন নাই। এইভাবে প্রতিপন্ন... অনড়তা (প্রশান্তি) লাভ করে। ইহাকেই তৃতীয় আনিঞ্জ্য-সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : এই সকল দৃষ্টধার্মিক... এই সকল অনাগত রূপসংজ্ঞা, এই সকল অনেজ-সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। আকিঞ্চন-আয়তন বিষয়ে ইহা শান্ত ও প্রণীত। এইভাবে প্রতিপন্ন... সংবর্তনিক বিজ্ঞান আকিঞ্চন-আয়তন স্তরে উপনীত হয়। ইহাকে প্রথম আকিঞ্চন-আয়তন সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, অরণ্যগত বা বৃক্ষমূলে বাসরত আর্যশ্রাবক[১] এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : যাহা আত্মা এবং আত্মনীয় তাহা শূন্য[২]।

এইভাবে প্রতিপন্ন... সংবর্তনিক বিজ্ঞান আকিঞ্চন-আয়তন সমাপত্তি স্তরে উপনীত হয়। ইহাকে দ্বিতীয় আকিঞ্চন-আয়তন সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন[৩] : আমি কাহারও মধ্যে, কোথাও কিছুর মধ্যে নাই, আমারও কিছুর মধ্যে কিছুই নাই। এইভাবে প্রতিপন্ন... সংবর্তনিক বিজ্ঞান আকিঞ্চন-আয়তন স্তরে উপনীত হয়। ইহাকে তৃতীয় আকিঞ্চন-আয়তন সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায়, আর্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : এই সকল দৃষ্টধার্মিক... এই সকল আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা, সমস্ত সংজ্ঞা, সমস্ত সংজ্ঞাই সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা বিষয়ে ইহা শান্ত ও প্রনীত। এইভাবে প্রতিপন্ন... সংবর্তনিক বিজ্ঞান নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন স্তরে উপনীত হয়। ইহাকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন-সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, এখানে

---

[১] যিনি অনন্ত বিজ্ঞান-আয়তন সমাপত্তি স্তরে উপনীত হইয়াছেন।

[২] গ্রন্থের PTS সংস্করণের অঞ্ঞঞং-এর পরিবর্তে সুঞ্ঞঞং বলিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে। অট্ঠকথা মতে 'আমি' এবং 'আমার' চিন্তা বলিয়া শূন্যতা দুই প্রকার।

[৩] তিনি এখন অনন্ত-বিজ্ঞান-আয়তনে উপনীত (প-সূ.)।

ভিক্ষু এইরূপ প্রতিপন্ন হন—ইহা না হইলে আমার এইরূপ হইত না, এইরূপ হইবে না, যাহা আছে, যাহা ভূত, তাহা আমি পরিত্যাগ করি। এইভাবে তিনি উপেক্ষা লাভ করেন। ভদন্ত, এই ব্যক্তি পরিনির্বাণ লাভ করেন কি? —"আনন্দ, কতিপয় ভিক্ষু পরিনির্বাণ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু কেহ কেহ লাভ করিতে পারেন না।" —"ভদন্ত, কী হেতু কী প্রত্যয় যে কেহ কেহ পরিনির্বাণ লাভ করিতে পারেন, আবার কেহ কেহ পারেন না?"—আনন্দ, কোনো ভিক্ষু এইরূপে প্রতিপন্ন হন—ইহা না হইলে আমার এইরূপ হইত না... উপেক্ষা লাভ করেন। তিনি উপেক্ষাতে আনন্দ করেন, তাহা প্রকাশ করেন এবং তাহাতে সংলগ্ন থাকেন। যখন তিনি উপেক্ষাতে আনন্দ লাভ করেন, তাহা প্রকাশ করেন ও তাহাতে সংলগ্ন থাকেন। তাহাতে বিজ্ঞান তারপর উপাদান নিশ্রিত হয় (কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ) আনন্দ, উপাদানযুক্ত ভিক্ষু পরিনির্বাণ লাভ করেন না।

"ভদন্ত, কোথায় আসক্তিগ্রস্ত ভিক্ষু আসক্তি উৎপাদন করে।"

"আনন্দ, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন স্তরে।"

"বাস্তবিক, ভদন্ত, আসক্তিগ্রস্ত ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ উপাদানে (শ্রেষ্ঠ ভাব প্রতিসন্ধি) আসক্তি উৎপাদন করেন।" "আনন্দ, আসক্তিগ্রস্ত ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ উপাদানে আসক্তি উৎপাদন করেন। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনই উপাদান শ্রেষ্ঠ। আনন্দ, ভিক্ষু এইরূপে প্রতিপন্ন হয়—ইহা না হইলে আমার এইরূপ হইত না, এইরূপ হইবে না, যাহা আছে, যাহা ভূত তাহা আমি পরিত্যাগ করি, এইভাবে তিনি উপেক্ষা লাভ করেন। কিন্তু উপেক্ষাতে তিনি আনন্দ লাভ করেন না, তাহা প্রকাশ করেন না ও তাহাতে প্রতিসংলগ্ন থাকেন না। তাঁহার উপেক্ষাতে আনন্দ লাভ না করা, তাহা প্রকাশ না করা ও তাহাতে প্রতিসংলগ্ন না থাকার জন্য তাহাতে বিজ্ঞান ও তারপর উপাদান নিশ্রিত হয় না এবং উপাদান মুক্ত ভিক্ষু পরিনির্বাণ লাভ করেন।" আশ্চর্য ভদন্ত, অদ্ভুত ভদন্ত, ভগবান কর্তৃক বিভিন্ন সমাপত্তি অবলম্বন করিয়া ওঘ (অবিদ্যা, তৃষ্ণা ইত্যাদি) অতিক্রম আখ্যাত হইয়াছে। ভদন্ত, আর্য বিমোক্ষ কী?"—"এখানে, আনন্দ, আর্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : যাহা দৃষ্টধার্মিক কাম, অনাগত কাম, দৃষ্টধার্মিক কামসংজ্ঞা, অনাগত কামসংজ্ঞা, দৃষ্টধার্মিক রূপ, অনাগত রূপ, দৃষ্টধার্মিক রূপসংজ্ঞা, অনাগত রূপসংজ্ঞা, অনিঞ্জ্য-সংজ্ঞা, আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনসংজ্ঞা যাহা সৎকায় (কাম-রূপ-অরূপলোকে বর্তমান) তাহাই সৎকায়, ইহাই অমৃত (নির্বাণ) অর্থাৎ অনুৎপাদ চিত্তে বিমুক্তি। আনন্দ, এইভাবেই আমার দ্বারা অনিঞ্জ

সাম্প্রেয় প্রতিপদ, আকিঞ্চন-আয়তন-সাম্প্রেয় প্রতিপদ, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সাম্প্রেয় প্রতিপদ, বিভিন্ন সমাপত্তি অবলম্বনে ওঘ অতিক্রম এবং আর্য বিমোক্ষ দেশিত হইয়াছে। আনন্দ, শ্রাবকদের মঙ্গলের জন্য শাস্তার করণীয় আমি অনুকম্পাবশত তোমাদের জন্য করিয়াছি। এইগুলি হইতেছে বৃক্ষমূল ও শূন্যাগার। আনন্দ, ধ্যান করো, প্রমাদগ্রস্ত হইও না এবং পরে অনুতাপ করিও না। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার অনুশাসন।"

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্ট মনে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আনিঞ্জ্য সাম্প্রেয় সূত্র সমাপ্ত

৭. গণক মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন পূর্বারামে মৃগার মাতৃ প্রাসাদে।[১] তখন গণক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট গণক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, "হে গৌতম, যেমন মৃগার মাতার প্রাসাদে শেষ সোপান শ্রেণি পর্যন্ত অনুপূর্ব শিক্ষা, অনুপূর্ব ক্রিয়া ও অনুপূর্ব প্রতিপদ (ক্রমিক প্রগতি) দেখা যায়, হে গৌতম, এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে অধ্যয়নে তদ্রূপ অনুপূর্ব শিক্ষা... তীরন্দাজদের মধ্যে তীর চালনা বিষয়ে... দেখা যায়, হে গৌতম, আমরা গণনাকারী ও গণনাজীবিদের মধ্যে সংখ্যা বিষয়ে অনুপূর্ব... যায়। আমরা অন্তেবাসী লাভ করিয়া তাহাকে প্রথমে এইভাবে গণনা করাই—এক একটি, দুই দুইটি, তিন তিনটি, চারি চারিটি, পাঁচ পাঁচটি, ছয় ছয়টি, সাত সাতটি, আট আটটি, নয় নয়টি, দশ দশটি, এইভাবে শত পর্যন্ত গণনা করাই। হে গৌতম, এই ধর্মবিনয়েও (বুদ্ধ প্রবর্তিত) কি এইরূপ অনুপূর্ব শিক্ষা অনুপূর্ব ক্রিয়া অনুপূর্ব প্রতিপদ প্রজ্ঞাপন করা সম্ভব?"

হে ব্রাহ্মণ, এই ধর্মবিনয়ে অনুপূর্ব... সম্ভব। যেমন, হে ব্রাহ্মণ, কোনো দক্ষ অশ্বদমক ভদ্র অশ্বাজানেয্য (উত্তমজাত) লাভ করিয়া প্রথমে মুখাবরণ (লাগাম) ধারণ করিতে শিক্ষা দেন, পরে অন্য পরবর্তী শিক্ষা দেন, ঠিক এইরূপে তথাগত দমনীয় পুরুষ লাভ করিয়া তাহাকে প্রথমে এই শিক্ষা

---

[১]। মধ্যমনিকায়, ১ম ভাগ।

দেন—এসো ভিক্ষু, শীলবান হও, প্রাতিমোক্ষ (উল্লিখিত) সংবর দ্বারা সংবৃত হও। আচারগোচরসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করো, অনুমাত্র দোষেও ভয়দর্শী হইয়া বিহার করো, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা লাভ করো। হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু শীলবান হয়... শিক্ষা লাভ করেন, তখন তথাগত তাহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেন : এসো ভিক্ষু, ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার (সংযত) হও, চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী (চক্ষু দ্বারা অভিভূত) হইও না। চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে অসংযত হইয়া বিহার করিলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ ও অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়, তাহার সংযম সাধনে প্রবৃত হও। চক্ষু ইন্দ্রিয় রক্ষা করো, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হও। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হয়, তখন তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেন : এসো ভিক্ষু, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হও, গভীর মনোনিবেশ-সহকারে আহার করো, এই আহার ক্রীড়ার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, সৌষ্ঠবের জন্য নহে, শোভাবর্ধনের জন্যও নহে, ইহা শুধু দেহের স্থিতির জন্য, জীবন যাপনের জন্য, বিহিংসা উপরতির (ক্ষতি নিবারণ) এবং ব্রহ্মচর্য অনুগ্রহার্থ (উপযোগিতার জন্য), যাহাতে, "পুরাতন বেদনা প্রতিহত করিব ও নতুন বেদনা উৎপন্ন হইতে দিব না, যেন আমার জীবনযাত্রা অনবদ্য ও স্বচ্ছন্দ বিহার হয়।" হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়, তখন তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেন—"এসো ভিক্ষু, জাগরণে অনুযুক্ত হও, দিবসে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করো। রাত্রির প্রথম যামে চঙ্ক্রমণে, উপবেশনে আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করো, রাত্রির মধ্যম যামে পায়ের উপর পা রাখিয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া যথাসময়ে পুনরুত্থানের জন্য মনস্কার করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহশয্যা গ্রহণ করো, রাত্রির শেষ যামে প্রত্যুত্থান করিয়া পুনরায় চঙ্ক্রমণে, উপবেশনে আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করো।" হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু জাগরণে অনুযুক্ত হন, তখন তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেন—"এসো ভিক্ষু, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হও, অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, আলোকনে-বিলোকনে, সঙ্কোচনে-প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে মলমূত্র ত্যাগে, গমনে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষ্যকালে ও তূষ্ণীভাব ধারণে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলনকারী হও।" হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হয়, তখন তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেন—এসো ভিক্ষু, নির্জন শয়নাসন ভজনা

করো; যথা : অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বতকন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনখণ্ড, উন্মুক্ত প্রান্তর ও পলালপুঞ্জ। তিনি নির্জন শয়নাসন ভজনা করেন; যথা : অরণ্য... পলালপুঞ্জ। তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কার্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভুক্তাবসানে পদ্মাসন করিয়া দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে বিন্যস্ত করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি পৃথিবীতে অভিধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যা বিগত চিত্তে অবস্থান করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, ব্যাপাদ দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হতানুকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থান করেন, ব্যাপাদ দ্বেষ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্যানমিদ্ধ বিগত, আলোক-সংজ্ঞাযুক্ত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (উদ্ধত-চঞ্চলভাব) পরিত্যাগ করিয়া অনুদ্ধত ও অধ্যাত্মে উপশান্তচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। বিচিকিৎসা (দ্বিধাভাব, সন্দেহ) পরিত্যাগ করিয়া বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ কুশলকর্মে অকথংকথিক (অসন্দিগ্ধ) হইয়া অবস্থান করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

তিনি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চনীবরণ পরিহার করিয়া কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত (মুক্ত) হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া কায়ে সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। (দৈহিক) সুখদুঃখ পরিহার করিয়া পূর্বেই সৌর্মনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া সুখ-দুঃখমুক্ত, উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। হে ব্রাহ্মণ, যে-সকল ভিক্ষু এখনো শৈক্ষ্য, অপ্রাপ্তমানস এবং অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া সাধনা নিরত, তাঁহাদের প্রতি আমার এই অনুশাসন। যে-সকল ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, যাঁহার ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, যিনি অপনোদিতভার, পরিক্ষীণভব-সংযোজন এবং সম্যক জ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত, তাঁহাদেরকে এই ধর্ম দৃষ্টধর্মে (ইহ-

জীবনে) স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে সুখবিহারের জন্য সংবর্তন করে।

এইরূপ কথিত হইলে গণক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, "হে গৌতম, ভবদীয় গৌতমের শিষ্যদের কেহ কেহ কি ভবদীয় গৌতমের দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া নির্বাণ লাভ করেন কিংবা কেহ কেহ লাভ করেন না?" "হে ব্রাহ্মণ, আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়াও আমার শিষ্যদের কেহ কেহ পরম নির্বাণ লাভ করেন, আবার কেহ কেহ লাভ করেন না।" "হে গৌতম, কী হেতু, কী প্রত্যয় যে, নির্বাণ আছে, নির্বাণগামী মার্গ আছে এবং উপদেষ্টা ভবদীয় গৌতম আছেন, অথচ ভবদীয় গৌতমের শিষ্যদের... লাভ করেন না?"

"হে ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে আমি আপনাকে প্রতিজিজ্ঞাসা করিব। আপনার সাধ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া উত্তর দিবেন। আপনি কী মনে করেন? আপনি কি রাজগৃহগামী মার্গ জানেন?" "হ্যাঁ, আমি রাজগৃহগামী মার্গ জানি।" "হে ব্রাহ্মণ, আপনি কী মনে করেন? মনে করুন এখানে রাজগৃহগামী কোনো পুরুষ আসিলেন। তিনি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভদন্ত আমি রাজগৃহ গমন করিতে ইচ্ছুক। আপনি আমাকে রাজগৃহের মার্গ সম্পর্কে উপদেশ দিন।' তখন আপনি তাঁহাকে এরূপ বলিতে পারেন : "মহাশয়, এই মার্গ রাজগৃহ পর্যন্ত গিয়াছে, সেই পথ দিয়া কিছুক্ষণ গমন করুন, কিছুক্ষণ পরে অমুক গ্রাম দেখিতে পাইবেন, তারপর মুহূর্তকাল যান, মুহূর্তকাল যাইয়া অমুক নিগম দেখিতে পাইবেন, তারপর কিছুক্ষণ যাইয়া রাজগৃহের মনোরম উপবন, বন, ভূমি ও পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন।" তিনি আপনার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া উন্মার্গগামী হইয়া বিপরীত দিকে যাইতে পারেন। অতঃপর রাজগৃহ গমনার্থী দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি রাজগৃহ... উপদেশ দিন।" আপনি তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়... পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন।" তিনি আপনার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া স্বস্তিতে (উত্তমরূপে) রাজগৃহে পৌঁছিলেন। হে ব্রাহ্মণ, কী কারণ, কী হেতু যেখানে রাজগৃহ আছে। রাজগৃহগামী মার্গ আছে এবং আপনি উপদেষ্টা আছেন, অথচ আপনার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া একজন উন্মার্গগামী হইয়া বিপরীত দিকে গেলেন, অন্যজন স্বস্তিতে রাজগৃহ পৌঁছিলেন?" "হে গৌতম, এখানে আমি কী করিতে পারি? আমি একজন মার্গ প্রদর্শক মাত্র।"

"হে ব্রাহ্মণ, ঠিক এইরূপে যেখানে নির্বাণ আছে। নির্বাণগামী মার্গ আছে এবং উপদেষ্টা আমি আছি, অথচ আমার শিষ্যদের কেহ কেহ... লাভ করেন

না। ব্রাহ্মণ, আমি এখানে কী করিতে পারি? তথাগত একজন মার্গ প্রদর্শক মাত্র।"

এইরূপ বিবৃত হইলে গণক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, হে গৌতম, যে-সকল ব্যক্তি শুধু জীবনধারণের জন্য অশ্রদ্ধা-সহকারে গৃহ হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত, শঠ, মায়াবী, কৈতবী (জাদুকর), উদ্ধত, গর্বিত, চপল, মুখর, প্রগল্‌ভ, অসংযতেন্দ্রিয়, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, অজাগ্রত, শ্রামণ্যে অনাগ্রহী, শিক্ষণীয় বিষয়ে তীব্র গৌরব অনুভবকারী নহে, অমিতব্যয়ী, শিথিলধর্মী, অধোগমনে পুরোগামী, বিবেক বৈরাগ্যসাধনে বিপথগামী, অলস, হীনবীর্য, স্মৃতিভ্রষ্ট, অসম্প্রজ্ঞাত, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত, দুষ্প্রাজ্ঞ, লালামুখ (মূর্খ), তাহাদের সহিত ভবদীয় গৌতম বসবাস করেন না। পক্ষান্তরে যে-সকল কুলপুত্র শ্রদ্ধা-সহকারে গৃহ হইতে গৃহহীনরূপে প্রব্রজিত, অশঠ, অমায়াবী, অকৈতবী, অনুদ্ধত, অগর্বিত, অচপল, অমুখর, অপ্রগল্‌ভ, সংযতেন্দ্রিয়, পরিমিতভোজী, জাগরণযুক্ত, শ্রামণ্যে আগ্রহী, শিক্ষণীয় বিষয়ে তীব্র গৌরবসম্পন্ন, মিতব্যয়ী, অশিথিলধর্মী, অধোগমন পরিহারী, বিবেক-বৈরাগ্য সাধনে পুরোগামী, আরব্ধবীর্য, প্রহিতাত্ম (ধ্যাননিবিষ্ট), উপস্থিত-স্মৃতিসম্পন্ন, সম্প্রজ্ঞাত, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান, অলালামুখ (সুবক্তা), তাহাদের সহিত ভবদীয় গৌতম বসবাস করেন। যেমন, হে গৌতম, গন্ধমূলের মধ্যে কালানুসারিক, গন্ধসারের মধ্যে রক্তচন্দন, গন্ধপুষ্পের মধ্যে বর্ষিকী সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি ভবদীয় গৌতমের উপদেশ ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর! হে গৌতম, যেমন, কেহ উল্টানকে সোজা করে, প্রতিচ্ছন্নকে উন্মুক্ত করে, মূঢ়কে পথনির্দেশ করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়, ঠিক এইরূপে ভবদীয় গৌতমের বহু পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি (মহানুভব) গৌতমের, (তৎপ্রবর্তিত) ধর্মের এবং (তৎপ্রতিষ্ঠিত) ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি এবং আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে ভবদীয় গৌতম উপাসকরূপে ধারণ করুন।

গণক মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র সমাপ্ত

৮. গোপক মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় আনন্দ ভগবানের পরিনির্বাণের অনতিকাল পরে রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক-নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মগধের রাজা

বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রু রাজা প্রদ্যোতের (আক্রমণের) আশঙ্কায় রাজগৃহকে প্রতিসংস্কৃত (সুরক্ষিত) করাইতেছিলেন, তখন আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষাচর্যার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ এইরূপ চিন্তা করিলেন, 'রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের পক্ষে ইহা অতীব সকাল। ইহা কেমন হয় যদি আমি গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণের কর্মস্থলে উপস্থিত হই, তখন আয়ুষ্মান আনন্দ গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণের কর্মস্থলে উপস্থিত হইলেন। গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন, 'আসুন ভবদীয় আনন্দ, ভবদীয় আনন্দকে স্বাগত, দীর্ঘদিন পর ভবদীয় আনন্দ এইখানে আগমনের ব্যবস্থা করিলেন, এই প্রজ্ঞাপ্ত আসনে আপনি উপবেশন করুন।' আয়ুষ্মান আনন্দ প্রজ্ঞাপ্ত (নির্ধারিত) আসনে উপবেশন করিলেন। গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণও অন্য একটি আসন গ্রহণ করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট গোপক মৌদ্গাল্লায়ন আয়ুষ্মান আনন্দকে এই কথা বলিলেন, যেই সকল ধর্মে সমন্বাগত হইয়া ভবদীয় গৌতম অর্হৎ সম্বুদ্ধ হইয়াছেন সেই সকল ধর্মে কি সর্বতোভাবে একজন ভিক্ষুও সমন্বাগত হইয়াছেন? "হে ব্রাহ্মণ, যেই সকল ধর্মে সমন্বাগত হইয়া ভগবান অর্হৎ ও সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছেন, সেই সকল ধর্মে সর্বতোভাবে একজন ভিক্ষুও সমন্বাগত হন নাই।—হে ব্রাহ্মণ, সেই ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী, অসঞ্জাত মার্গের সঞ্জাতা, অনাখ্যাত মার্গের আখ্যাতা, মার্গাজ্ঞ, মার্গাবিদ এবং মার্গকোবিদ। এইখানে (ভগবানের) শিষ্যগণ মার্গানুগামী হইয়া বিহার করিয়া শেষে পারদর্শী হন।"

গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণের সহিত আয়ুষ্মান আনন্দের এই আলোচনা বিঘ্নিত (বিপ্রকৃত) হইল। মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ রাজগৃহে কর্মোপলক্ষে আসিয়া গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণের কর্মস্থলে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল সংবাদ জানাইলেন। প্রীতিকর কুশলবাদ বিনিময়ের পর একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, হে আনন্দ, আপনারা এখন কী কথা লইয়া সমাসীন আছেন? আপনাদের মধ্যে কী কথাই বা বিপ্রকৃত হইল (অসমাপ্ত রহিল)?

হে ব্রাহ্মণ, গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণ এইখানে আমাকে ইহা বলিতেছেন, হে আনন্দ, যেই সকল ধর্মে সমন্বাগত... একজন ভিক্ষুও

সমন্বাগত হইয়াছেন? এইরূপ উক্ত হইলে আমি বলিলাম, 'সেই সকল ধর্মে... পারদর্শী হন। গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণের সহিত এই কথা অসমাপ্তরহিয়াছে। সেই সময় আপনি সমাগম হইয়াছেন।'

হে আনন্দ, এখন কোনো ভিক্ষু আছেন কি যিনি ভবদীয় গৌতমের দ্বারা এইভাবে প্রতিষ্ঠিত—"আমার মৃত্যুর পর এইটি প্রতিশরণ যাহার প্রতি তোমরা ধাবিত হইবে (অর্থাৎ সম্মুখীন হইবে)?"

হে ব্রাহ্মণ, একজন ভিক্ষুও নাই যিনি সেই জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ভগবানের অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা এইভাবে প্রতিষ্ঠিত—'আমার মৃত্যুর পর এইটি তোমাদের প্রতিশরণ যাহার প্রতি তোমরা ধাবিত হইবে।'

হে আনন্দ, একজন ভিক্ষুও কি বহু স্থবির ও সংঘের দ্বারা এইভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত; ইহাই ভগবানের মৃত্যুর পর আমাদের প্রতিশরণ তোমরা যাহার প্রতি ধাবিত হইবে?

হে ব্রাহ্মণ, একজন ভিক্ষুও বহুসংখ্যক স্থবিরও সংঘের দ্বারা সম্মানিত ও এইভাবে প্রতিষ্ঠিত নহে—"ইহাই... যাহার প্রতি তোমরা ধাবিত হইবে।" হে আনন্দ, এইরূপ অপ্রতিশরণ হওয়া সত্ত্বেও (তোমাদের) অখণ্ডতার (ঐক্যের) কারণ কী?

হে ব্রাহ্মণ, আমরা অপ্রতিশরণ নহি, আমরা সপ্রতিশরণ, ধর্ম প্রতিশরণ। হে আনন্দ, "একজন ভিক্ষুও কি ভবদীয় গৌতমের দ্বারা... ধাবিত হইবে?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া "হে ব্রাহ্মণ, একজন ভিক্ষুও নাই যিনি... ধাবিত হইবে" এইরূপ উত্তর দিলেন। হে আনন্দ, 'একজন ভিক্ষুও কি বহু স্থবির ও সংঘের দ্বারা... ধাবিত হইবে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া—'একজন ভিক্ষুও বহু সংখ্যক স্থবির... ধাবিত হইবে' আপনি এইরূপ উত্তর দিলেন। হে আনন্দ, এইরূপে অপ্রতিশরণ... কারণ কী? জিজ্ঞাসিত হইয়া, আপনি 'আমরা অপ্রতিশরণ নহি... ধর্ম প্রতিশরণ' এইরূপ উত্তর দিলেন। হে আনন্দ, এই ভাষণের কিরূপ অর্থ দ্রষ্টব্য?

হে ব্রাহ্মণ, সেই জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা ভিক্ষুদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত ও প্রাতিমোক্ষ উদ্দিষ্ট (নির্ধারিত) হইয়াছে। প্রত্যেক উপোসথ দিবসে আমরা যাহারা একই গ্রামক্ষেত্রকে নির্ভর করিয়া বিহার করি, সকলেই একত্র সমবেত হইয়া (পক্ষকালে) প্রত্যেকের ঘটনা বিষয়ে অন্বেষণ করি। তাহা উক্ত হইলে কোনো ভিক্ষুর যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে যথাধর্ম (নিয়মানুযায়ী), যথাশাস্ত্র (শাস্তি) বিধান করি। বাস্তবিক ভবদীয়গণ আমাদের এই বিধান করেন না। ধর্মই আমাদের বিধান করেন।

হে আনন্দ, এমন কোনো ভিক্ষু আছেন কি যাঁহাকে আপনারা সৎকার করেন, গুরুর মতো সম্মান করেন, মান্য করেন, পূজা করেন এবং সৎকার সম্মান করিয়া (তাঁহার) আশ্রয়ে বিহার করেন?

হে ব্রাহ্মণ, সেইরূপ ভিক্ষু আছেন যাঁহাকে আমরা সৎকার করি, গুরুর মতো সম্মান করি, মান্য করি, পূজা করি এবং সৎকার সম্মান করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বিহার করি।

হে আনন্দ, 'একজন ভিক্ষুও কি আছেন যিনি ভবদীয় গৌতমের দ্বারা... ধাবিত হইবে? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনি, 'একজন ভিক্ষুও নাই যিনি... ধাবিত হইবে।' এইরূপ উত্তর দিলেন। আবার একজন ভিক্ষুও কি বহু সংখ্যক স্থবিরও সংঘের দ্বারা... ধাবিত হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনি, 'একজন ভিক্ষুও নাই... ধাবিত হইবে', এইরূপ উত্তর দিলেন। হে আনন্দ, একজন ভিক্ষুও কি আছেন যাঁহাকে আপনারা সৎকার... বিহার করেন? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনি 'একজন ভিক্ষু আছেন যাঁহাকে আমরা সৎকার... বিহারকারী' এইরূপ উত্তর দিলেন। হে আনন্দ, এই ভাষণের অর্থ কিরূপ দ্রষ্টব্য?

হে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা দশ প্রসাদনীয় ধর্ম আখ্যাত হইয়াছে। আমাদের যাঁহার মধ্যে এই ধর্মগুলি বিদ্যমান, তাঁহাকে আমরা সৎকার করি... আশ্রয়ে বিহার করি। দশটি (ধর্ম) কী কী? এইখানে, হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংযম... শিক্ষাপদগুলি গ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ করে, বহুশ্রুত, শ্রুতিধর (যিনি শ্রুতির বা গৃহীত বিদ্যার আধারস্বরূপ—প-সূ, বড়ুয়া-২৩২), শ্রুতিসঞ্চয়ী (যাঁহার দ্বারা গৃহীত ধর্মোপদেশ সুনিহিত, সুসঞ্চিত, সুগৃহিত হয়—প-সূ,) হন। যে-সকল (বুদ্ধবর্ণিত) ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যে-সকল ধর্ম সার্থক, সব্যঞ্জন, কেবল পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে, এই যে ধর্মগুলি (ভিক্ষুর দ্বারা) বহুবার শ্রুত, উত্তমরূপে ধৃত, বচনের দ্বারা সুপরিচিত, মননের দ্বারা অনুবীক্ষিত ও দৃষ্টি দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ (প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রবিষ্ট) হয়। তিনি চীবর, পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন), শয়নাসন, রোগের প্রতিকার ভৈষজ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণে সন্তুষ্ট। সুস্পষ্ট চিত্তে ও দৃষ্টধর্মের (ইহ-জীবনের) সুখবিহারে ইহ-জীবনের সুখবিহারস্বরূপ চারিধ্যানের অনায়াসলাভী, যথেচ্ছলাভী ও অপরিমেয়লাভী হন এবং নানা প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা অনুভব করেন। (তিনি) এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হন, (ইচ্ছাক্রমে) আবির্ভাব তিরোভাব সাধন করিতে পারেন, প্রাচীর-প্রাকার

ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া অতিক্রম করিতে পারেন, আকাশে উড্ডীয়মান হইবার মতো পৃথিবীতে (স্থলে) উঠা-নামা করিতে পারেন, উদকে (জলে) ডুবা-উঠার মতো উদকে পদব্রজে গমন করিতে পারেন, স্থলে গমনের মতো আকাশেও পর্যঙ্কবদ্ধ হইয়া পক্ষীদের মতো চলিতে পারেন, মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাশক্তিসম্পন্ন চন্দ্রসূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করিতে (হাত বুলাইতে) পারেন, ব্রহ্মালোক পর্যন্ত স্ববশে আনিতে পারেন, দিব্য, পরিশুদ্ধ ও অতিমানবীয় শ্রোত্রধাতু (কর্ণ) দ্বারা উভয় শব্দ শুনিতে পারেন, যাহা দিব্য ও যাহা মানুষীয়, যাহা দূরে ও যাহা নিকটে, (তিনি) স্বচিত্তে অপর ব্যক্তির চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ, বীতমোহ হইলে বীতমোহ, সংক্ষিপ্ত (বিক্ষিপ্তের বিপরীত) হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্গাত (মহৎ অবস্থা প্রাপ্ত) হইলে মহদ্গাত, অমহদ্গাত হইলে অমহদ্গাত, স-উত্তর (যাহা অনুত্তরের বিপরীত) হইলে স-উত্তর, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত। (তিনি) বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করিতে পারেন। যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম... । (তিনি) বিশুদ্ধ ও অতিমানবীয় দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর সত্ত্বদের (জীবগণকে) দেখিতে পারেন, তাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, হীন, উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ, দুবর্ণ, সুগত, দুর্গত, কর্মানুযায়ী জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে জানিতে পারেন। (তিনি) আসবক্ষয়ে অনাসব হইয়া দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চেতোবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়া (উপলব্ধি করিয়া) বিহার করেন। হে ব্রাহ্মণ, এই দশটি প্রসাদনীয় ধর্মের জ্ঞাতা দ্রষ্টা... আখ্যাত হয়েছে... আশ্রয়ে বিহার করি।

এইরূপ উক্ত হইলে মগধের মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকার সেনাপতি উপনন্দকে বলিলেন, আপনি কী মনে করেন? যাঁহারা সৎকার যোগ্য তাহাদের সৎকার, গুরুস্বরূপকে (শ্রদ্ধাভাজন) শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, মাননীয়কে মান্য করা, পূজনীয়কে পূজা করা উচিত? এই ভবদীয়গণ অবশ্যই সৎকারের যোগ্যকে সৎকার... পূজনীয়কে পূজা করেন। যদি তাঁহারা সৎকারযোগ্যকে সৎকার... পূজনীয়কে পূজা না করিতেন, তাহা হইলে এই ভবদীয়গণ কাহার আশ্রয়ে বাস করিয়া বিহার করিতেন?

তখন মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলিলেন, ভবদীয় আনন্দ, এখন কোথায় বাস করিতেছেন? হে ব্রাহ্মণ, আমি

এখন বেণুবনে বাস করিতেছি। হে আনন্দ, বেণুবন কি রমণীয়, শব্দহীন ঘোষরহিত (গোলমালবিহীন) ও জন-বাতবিরল, মানুষের গুপ্ত মন্ত্রণাযোগ্য ও ধ্যান সমাধির উপযোগী? অবশ্যই, হে ব্রাহ্মণ, বেণুবন রমণীয়... উপযোগী যাহা আপনাদের মত রক্ষকের উপযুক্ত। অবশ্যই, হে আনন্দ, বেণুবন... উপযোগী যাহা ভবদীয়গণের মত ধ্যানী ও ধ্যানশীলদের... উপযুক্ত। (প্রকৃতই) ভবদীয়গণ ধ্যানী ও ধ্যানশীল। হে আনন্দ, এক সময় ভবদীয় গৌতম বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় বাস করিতেছিলেন। সেই সময় আমি মহাবনে কূটাগারশালায় ভবদীয় গৌতমের নিকট উপস্থিত হই। তথায় তিনি বহুভাবে ধ্যানের কথা বলিলেন। ভবদীয় গৌতম ধ্যানী ও ধ্যানশীল ছিলেন। তিনি সমস্ত ধ্যানের বিবরণ দিলেন। হে ব্রাহ্মণ, ভগবান সমস্ত ধ্যান বর্ণনা করেন নাই, ইহাও ঠিক নহে যে ভগবান সমস্ত ধ্যান বর্ণনা করেন নাই। হে ব্রাহ্মণ, ইহা কিরূপ যে ভগবান ধ্যান বর্ণনা করেন নাই? হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো লোক কামরাগাভিভূত, কামরাগ পরিবৃত চিত্তে বসবাস করে। এবং সে উৎপন্ন কামরাগ হইতে নিঃসরণ উপায় যথাভূত জানে না, কামরাগ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করে, প্রধ্যান করে, নিধ্যান করে, অভিধ্যান করে। (সে) ব্যাপাদাভিভূত চিত্তে ব্যাপাদ পরিবৃত চিত্তে বিহার করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদ হইতে নিঃসরণ উপায় যথাভূত জানে না। সে ব্যাপাদকে দূরীভূত করিয়া ধ্যান করে... অভিধ্যান করে। স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা (সন্দেহ) সম্বন্ধেও এইরূপ। হে ব্রাহ্মণ, ভগবান (বুদ্ধ) এইভাবে ধ্যান বর্ণনা করেন নাই। কিভাবে, ব্রাহ্মণ, ভগবান ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন? এইখানে, হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করেন, বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ। ভগবান ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

হে আনন্দ, ভবদীয় গৌতম নিন্দনীয় ধ্যানের নিন্দা করিয়াছেন, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। আচ্ছা এখন আমরা যাইব। আমাদের বহুকৃত্য বহু করণীয় আছে। ব্রাহ্মণ, আপনি যাহা কালোপযোগী মনে করেন।

অতঃপর মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তখন গোপক মৌদ্গাল্লায়ন ব্রাহ্মণ মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবার

অনতিকাল পরে আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, আমরা ভবদীয় আনন্দকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই।

হে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বলি নাই যে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান যে-সকল গুণের দ্বারা সর্বতোভাবে সমন্বাগত একজন ভিক্ষুও... সমন্বাগত হন নাই। ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী... পারদর্শী হন।

গোপক মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র সমাপ্ত

৯. মহাপূর্ণিমা সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান পূর্বারামে মৃগার মাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান উপোসথদিবসে পঞ্চদশীর পূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া উন্মুক্ত আকাশতলে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন একজন ভিক্ষু আসন হইতে উঠিয়া একাংশে চীবর ধারণ করিয়া ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া এইরূপ বলিলেন, 'ভদন্ত, ভগবান যদি প্রশ্নের ব্যাখ্যাদানের অবকাশ করেন তাহা হইলে আমি ভগবানকে কোনো একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।' ভিক্ষু, তাহা হইলে স্বীয় আসনে বসিয়া অভীপ্সিত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো।

তখন সেই ভিক্ষু স্বীয় আসনে বসিয়া ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, এইগুলি কি পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ; যথা : রূপ-উপাদান-স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদান-স্কন্ধ, সংস্কার-উপাদান-স্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদান-স্কন্ধ? ভিক্ষু, এইগুলিই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ; যথা : রূপ-উপাদান-স্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদান-স্কন্ধ। "সাধু ভদন্ত," বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া ভগবানকে পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের মূল কী? হে ভিক্ষু, এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের মূল ছন্দ (তৃষ্ণার গতি)। ভদন্ত, এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধই কি মোট উপাদান? এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ ছাড়া আর কোনো উপাদান আছে? হে ভিক্ষু, এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধই মোট উপাদান নয়, তথাপি ইহাদের বাহিরে আর কোনো উপাদান নাই। পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের জন্য যে ছন্দরাগ, সেইখানে তাহাই উপাদান। ভদন্ত, পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের মধ্যে ছন্দরাগের নানাত্ব আছে কি?

ভগবান বলিলেন, "হে ভিক্ষু, সম্ভবত তাহাই, কাহারো কাহারো এইরূপ মনে হয় : সুদীর্ঘ অনাগতে এইরূপ রূপ হইতে পারে। সুদীর্ঘ অনাগতে

এইরূপ বেদনা হইতে পারে, সুদীর্ঘ অনাগতে এইরূপ সংজ্ঞা... সংস্কার... এইরূপ বিজ্ঞান হইতে পারে। এইভাবে... পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের মধ্যে ছন্দরাগের নানাত্ব হয়।” ভদন্ত, কিসে স্কন্ধগুলির স্কন্ধ নামান্তর হয়? হে ভিক্ষু, যাহা কিছু রূপ অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) আধ্যাত্মে অথবা বাহিরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন অথবা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, তাহাই রূপ স্কন্ধ, যাহা কিছু বেদনা... বেদনা স্কন্ধ... যাহা কিছু সংজ্ঞা... সংজ্ঞাস্কন্ধ... যাহা কিছু সংস্কার... সংস্কার স্কন্ধ, যাহা কিছু বিজ্ঞান... বিজ্ঞানস্কন্ধ; এইভাবে, হে ভিক্ষু, স্কন্ধগুলির স্কন্ধ অধিবচন বা নামান্তর হয়।

ভদন্ত, রূপস্কন্ধ বিজ্ঞাপনের (প্রকাশের) কী হেতু, কী প্রত্যয় (কারণ)? বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ বিজ্ঞাপনের কী হেতু, কী প্রত্যয়? হে ভিক্ষু, রূপস্কন্ধ বিজ্ঞাপনের চারি মহাভূতই হেতু-প্রত্যয়, বেদনাস্কন্ধ-সংজ্ঞাস্কন্ধ-সংস্কারস্কন্ধ বিজ্ঞাপনের স্পর্শই—হেতু-প্রত্যয়। বিজ্ঞানস্কন্ধ বিজ্ঞাপনের নামরূপই হেতু-প্রত্যয়। ভদন্ত, সৎকায়-দৃষ্টি কিরূপ? হে ভিক্ষু, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন (ইতরসাধরণ) যাহারা আর্যগণের দর্শনলাভ করে নাই, আর্যধর্মে অকোবিদ (অবিদ্বান), আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, সৎপুরুষগণের ধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষগণের ধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে, কিংবা রূপের আত্মদর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। হে ভিক্ষু, এইভাবেই সৎকায়-দৃষ্টি হয় (অর্থাৎ লোক সৎকায়-দৃষ্টির বশবর্তী হয়)। ভদন্ত, কিরূপে লোক সৎকায়-দৃষ্টির বশবর্তী হন না? হে ভিক্ষু, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করিয়াছে, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করিয়াছে, সৎপুরুষ ধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপে আত্মাকে দেখেন না। আত্মা রূপবান দেখেন না কিংবা রূপে আত্মায় আত্মদর্শন করেন না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপেই লোক সৎকায়-দৃষ্টির বশবর্তী হন না।

ভদন্ত, রূপের আস্বাদ কী? রূপের আদীনব কী? রূপ হইতে নিঃসরণ কী? বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ।

হে ভিক্ষু, রূপজনিত যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয় তাহাই রূপের আস্বাদ। যেই রূপ অনিত্য, দুঃখদায়ক ও দুঃখ পরিণামী তাহাই রূপের আদীনব। রূপ সম্পর্কে যাহা ছন্দরাগ-দমন, ছন্দরাগ-পরিহার (সম্পূর্ণরূপে আসক্তি ত্যাগ), তাহাই রূপ হইতে নিঃসরণ। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও

বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। ভদন্ত, এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে সর্বনিমিত্তে কী জানিয়া, কী দেখিয়া অহংকার, মমকার ও মানানুশয়যুক্ত হয় না? হে ভিক্ষু, যাহা কিছু রূপ অতীত, অনাগত ও প্রত্যুৎপন্ন... দূরে অথবা নিকটে অথবা সমগ্ররূপে—ইহা আমার নহে, আমিও তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে, এইভাবে ইহাকে যথার্থরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এই রূপ। অতঃপর অন্য এক ভিক্ষুর চিত্তের এইরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইল : ইহা উক্ত হইয়াছে যে রূপ অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম। কাজেই যাহা আত্মাকৃত নহে, তাহা কিরূপে আত্মাকে স্পর্শ করে?

তখন ভগবান সেই ভিক্ষুর চিত্তের পরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে, কোনো মোঘপুরুষ যে অজ্ঞানত অবিদ্যাগত ও তৃষ্ণা প্রভাবিত চিত্তে শাস্তার শাসনকে এইরূপে অধিকভাবে চিন্তা করে : রূপ অনাত্ম... আত্মাকে স্পর্শ করে? হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার দ্বারা সেই ধর্মে কার্যকারণ সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত (প্রতীত্যবিনীত)।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো, রূপ নিত্য না অনিত্য? "ভদন্ত অনিত্য।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কিংবা সুখ?" "ভদন্ত, দুঃখ।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামী তাহা কী জ্ঞানত এইরূপে দেখা যুক্তিযুক্ত ইহা আমার, আমি ইহা, ইহা আমার আত্মা?" "না ভদন্ত, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।" বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। অতএব হে ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু রূপ অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন, অধ্যাত্ম অথবা বাহিরে,... এইরূপে ইহা যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দ্রষ্টব্য। বেদনা, সংজ্ঞা, ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। হে ভিক্ষুগণ, (বিষয়টি) এইরূপে দেখিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, সংজ্ঞায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, সংস্কারে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বেদহেতু বৈরাগ্য লাভ করেন, বৈরাগ্যহেতু বিমুক্ত হন, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' জ্ঞান হয়, এবং জানেন—জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, ইহার পর আর এইখানে আসিতে হইবে না। ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ইহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার সময়ে ষাট জন ভিক্ষুর চিত্ত বীতরাগবশত আসব হইতে বিমুক্ত হইল।

মহাপূর্ণিমা সূত্র সমাপ্ত

১০. ক্ষুদ্রপূর্ণিমা সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে পূর্বারামে মৃগার মাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান উপোসথ দিবসে পঞ্চদশী পূর্ণ-পূর্ণিমার রাত্রিতে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া উন্মুক্ত আকাশতলে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন ভগবান তূষ্ণীভূত ভিক্ষুসংঘকে অবলোকন করিয়া আহ্বান করিয়া বলিলেন, ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কি অসৎপুরুষকে জানিতে পারে, "এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ?" "ভদন্ত, না।" উত্তম, ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব। কোনো অসৎপুরুষের একজন অসৎপুরুষকে জানিবার সুযোগ নাই—'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ।' কিন্তু কোনো অসৎপুরুষ কি একজন সৎপুরুষকে জানিতে পারেন 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ?' 'ভদন্ত, না।' 'উত্তম, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব নহে যে, কোনো অসৎপুরুষ একজন সৎপুরুষকে জানিতে পারেন—'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ।' অসৎপুরুষ অসদ্ধর্ম সমন্বাগত[১]। অসৎপুরুষসেবী অসৎপুরুষোচিত চিন্তাকায়মগ্ন, অসৎপুরুষের সহিত মন্ত্রণাকারী, অসৎপুরুষোচিত ভাষণকারী, অসৎপুরুষোচিত কর্মী, অসৎপুরুষোচিত মতবাদী হয় এবং অসৎপুরুষোচিত দান প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, কিরূপে অসদ্ধর্মসমন্বাগত হয়? ভিক্ষুগণ, এই স্থলে অসৎপুরুষ, শ্রদ্ধাবিহীন, হ্রীবিহীন (নির্লজ্জ), অননুতাপী, অল্পশ্রুত, কুসীত (হীনবীর্য), মূঢ়স্মৃতি এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়—এইরূপে অসৎপুরুষ অসদ্ধর্মসমন্বাগত হয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষসেবী হয়? এইস্থলে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাবিহীন, হ্রীবিহীন, অননুতাপী, অল্পশ্রুত, কুসীত, মূঢ়স্মৃতি এবং দুষ্প্রাজ্ঞ, তাঁহারা এই অসৎপুরুষের মিত্র ও সহায়ক হয়—এইরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষসেবী হয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত চিন্তাকারী হয়? ভিক্ষুগণ, এইস্থলে অসৎপুরুষ আত্মপীড়নার্থ চিন্তা করে, পর-পীড়নার্থ চিন্তা করে উভয় পীড়নার্থ চিন্তা করে, এইরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত মন্ত্রণাকারী হয়। এইস্থলে অসৎপুরুষ আত্মপীড়নার্থ মন্ত্রণা করে, পর-পীড়নার্থ মন্ত্রণা করে ও

---

[১]। পাপধর্মসমন্বাগত—প.সূ.।

উভয় পীড়নার্থ মন্ত্রণা করে—এইরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত মন্ত্রণাকারী হয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত বাক্যলাপী হয়? ভিক্ষুগণ, এইস্থলে অসৎপুরুষ মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, পুরুষভাষী ও সম্প্রলাপী হয়—এইরূপে... . অসৎপুরুষোচিত বক্তা হয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত কর্মকারী হয়? এইস্থলে অসৎপুরুষ প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী ও কামে ব্যভিচারী হয়, এইরূপে... অসৎপুরুষোচিত কর্মকারী হয়। কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত দৃষ্টিসম্পন্ন (মতবাদী) হয়? এইস্থলে অসৎপুরুষ এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়—দান নাই, হোত্র নাই, সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সম্যকগত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন কোনো শ্রামণ-ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপে... অসৎপুরুষোচিত দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত দান প্রদান করে? এইস্থলে অসৎপুরুষ অশ্রদ্ধা-সহকারে পরহস্তে দান করে, অবিবেচনা-সহকারে দান করে, অবহেলা-সহকারে দান করে, প্রতিদান বা প্রতিশোধ বিবেচনা না করিয়া দান করে। এইভাবে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত দান প্রদান করে, অপুরুষ অসদ্ধর্মসমন্বাগত হইয়া অসৎপুরুষোচিত দান প্রদান করা-হেতু দেহত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অসৎপুরুষদের যে গতি তথায় উৎপন্ন হয়। অসৎপুরুষদের কী গতি? নিরয় অথবা তির্যকযোনি।

ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ কি সৎপুরুষকে জানিতে পারেন, এই ব্যক্তি সৎপুরুষ? "হ্যাঁ, ভদন্ত," উত্তম ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে সৎপুরুষ সৎপুরুষকে জানিতে পারেন, এই ব্যক্তি সৎপুরুষ। সৎপুরুষ সদ্ধর্মসমন্বাগত, সৎপুরুষসেবী, সৎপুরুষোচিত চিন্তাকারী, সৎপুরুষোচিত মন্ত্রণাকারী, সৎপুরুষোচিত বক্তা, সৎপুরুষোচিত কর্মকারী, সৎপুরুষোচিত দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং সৎপুরুষোচিত দান প্রদান করেন। কিরূপে সৎপুরুষ সদ্ধর্মসমন্বাগত হয়? সৎপুরুষ শ্রদ্ধাশীল, হ্রীযুক্ত, অনুতাপী, বহুশ্রুত, বীর্যবান, উপস্থিত স্মৃতি ও প্রজ্ঞাবান হন। এইরূপে... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষসেবী হন? এইস্থলে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাবান, হ্রীযুক্ত... প্রজ্ঞাবান তাঁহারা সৎপুরুষের মিত্র বা সহায়ক হন। এইরূপে... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত চিন্তাকারী হন? এইস্থলে সৎপুরুষ আত্মপীড়নার্থ, পরপীড়নার্থ বা উভয়পীড়নার্থ চিন্তা করেন না। এইরূপে... হন? কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত মন্ত্রণাকারী

হন? এইস্থলে সৎপুরুষ মিথ্যাভাষণ, পিশুনভাষণ, পুরুষভাষণ ও সম্প্রলাপ হইতে বিরত হন। এইরূপে... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত কর্মকারী হন। এইস্থলে সৎপুরুষ প্রাণিহত্যা, অদত্তগ্রহণ ও কামে ব্যভিচার হইতে বিরত থাকেন। এইরূপে... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত দৃষ্টিসম্পন্ন হন? এইস্থলে সৎপুরুষ এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হন : দান আছে। ইষ্ট আছে... ইহলোক পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপে... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত দান প্রদান করেন? এইস্থলে সৎপুরুষ সম্মান-সহকারে স্বহস্তে দান করেন। তিনি বিবেচনা-সহকারে দান করেন। তিনি পরিশুদ্ধভাবে দান করেন এবং প্রতিদান বা প্রতিশোধ বিবেচনা করিয়া দান করেন। এইরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত দান করেন। ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ সদ্ধর্মসমন্বাগত হইয়া... সৎপুরুষোচিত দান করা-হেতু দেহত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর সৎপুরুষদের যে গতি তথায় উৎপন্ন হন। সৎপুরুষদের কী গতি? দেবমহত্ত্ব অথবা মনুষ্যমহত্ত্ব।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ক্ষুদ্রপূর্ণিমা সূত্র সমাপ্ত

২. অনুপদ-বর্গ

১. অনুপদ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ", 'হ্যাঁ ভদন্ত,' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, বিবিধজ্ঞানসম্পন্ন[১] আনন্দ প্রাজ্ঞ, জবন (প্রখর) প্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ, নির্বেধিক (লক্ষ্যবেদী) প্রাজ্ঞ। ধর্ম বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন বিদর্শন-ভাবনা করিয়া প্রজ্ঞা লাভ করিয়া, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র অর্ধমাস হইল অনুপদধর্মবিদর্শন দর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা সারিপুত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এখন সারিপুত্র যাবতীয় কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ,

---

[১]। পুথু নানাখন্ধেসু ঞানং পবত্ততী'তি পুথুপঞ্‌ঞা-(প.সূ.)।

প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করে। প্রথম ধ্যানস্তরে যাহা কিছু বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা, স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনাচিত্ত, ছন্দ, অধিমোক্ষ, বীর্য, স্মৃতি, উপেক্ষা, মনসিকার, তাহা (যোগাবচরের দ্বার) অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবস্থিত এবং জ্ঞানত সেইগুলি উৎপন্ন হয়, স্থায়ী হয় ও বিলীন হয়। তিনি এইরূপ জানেন : এই ধর্মগুলি যাহা পূর্বে ছিল না তাহা আমার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া গোচরীভূত হয়। তিনি সেই সকল ধর্মে অনুপায়, অনপায়, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত ও বিমর্যাদাকৃত চিত্তে (বন্ধনমুক্ত) বিহার করেন। তিনি পরবর্তী নিঃসরণ আছে বলিয়া জানেন। এবং জানার জন্য তিনি বহুলকারী হন।

পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া তাহাতে বিহার করেন। দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে যাহা কিছু অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষারভাবে অবস্থান, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া দেহের মধ্যে (নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যেই ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখবিহারী' বলিয়া বর্ণনা করেন—সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তৃতীয় ধ্যানস্তরে যাহা কিছু উপেক্ষা, সুখ, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, চিত্তের একাগ্রতা... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র (সর্বদৈহিক) সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। চতুর্থ ধ্যানস্তরে যাহা কিছু উপেক্ষা, না-দুঃখ-না-সুখদায়ক বেদনা, চিত্তের অনাভোগ (চিত্তের নিষ্ক্রিয়তা), স্মৃতি, পারিশুদ্ধি, চিত্তের একাগ্রতা... বহুলীকার হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করিয়া, 'আকাশ অনন্ত'—এইরূপ ভাবিয়া আকাশ-অনন্ত-আয়তন নামক সমাপত্তি (প্রথম অরূপধ্যানন্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি স্তরে যাহা কিছু আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা, চিত্তের একাগ্রতা...

বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র সর্বাংশে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এইরূপ ভাবিয়া বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নামক সমাপত্তি (দ্বিতীয় অরূপধ্যানস্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি স্তরে যাহা কিছু বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা, চিত্তের একাগ্রতা... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র সর্বাংশে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া, 'কিছুই নাই' এইরূপ ভাবিয়া আকিঞ্চন-আয়তন নামক সমাপত্তি (তৃতীয় অরূপধ্যানস্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। আকিঞ্চন-আয়তন সমাপত্তিস্তরে যাহা কিছু আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা, চিত্তের একাগ্রতা... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র সর্বাংশে আকিঞ্চন-আয়তন সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন নামক সমাপত্তি (চতুর্থ অরূপধ্যানস্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি সেই সমাপত্তি হইতে স্মৃতিমান হইয়া আরোহণ করেন। তিনি সেই সমাপত্তি হইতে স্মৃতিমান হইয়া আরোহণ করিয়া যাহা কিছু অতীত, নিরুদ্ধ, বিপরিণত তাহা সম্যকভাবে দর্শন করেন—এই সকল ধর্মে অনুপায়, অনপায়... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র সর্বাংশে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ নামক সমাপত্তি (পঞ্চম অরূপধ্যানস্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শনহেতু আসব বিনষ্ট হয়। তিনি সেই সমাপত্তি হইতে স্মৃতিমান হইয়া আরোহণ করেন এবং তাহা হইতে আরোহণ করিয়া যাহা কিছু অতীত, নিরুদ্ধ... বহুলকারী হন।

হে ভিক্ষুগণ, কাহারো সম্পর্কে, সম্যকভাবে বলিতে গেলে বলা যায় আর্যের শীলে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত, আর্যের সমাধিতে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত, আর্যের সংজ্ঞা ও বিমুক্তিতে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত, তেমনি সারিপুত্র সম্পর্কেও সম্যকভাবে বলা যায় আর্যে, শীলে, সমাধিতে, প্রজ্ঞায় ও বিমুক্তিতে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত।

হে ভিক্ষুগণ, অন্য কিছু সম্পর্কে যেমন সম্যকভাবে বলা যায়—ভগবানের ঔরসজাত মুখ হইতে জাত পুত্র ধর্মজ, ধর্মনিমিত্ত, ধর্মদায়াদ, আমিষদায়াদ নহে, সারিপুত্র সম্পর্কেই এইরূপ বলা যায়—ভগবানের... আমিষদায়াদ

নহে।

হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্রই তথাগত প্রবর্তিত ধর্মচক্রকে অনুপ্রবর্তন করিয়াছিলেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অনুপদ সূত্র সমাপ্ত

২. ছয় বিশোধন সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বিহার করিতেছিলেন জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ!' 'হ্যাঁ, ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু (স্বীয়) প্রজ্ঞাকে (অর্হত্ত্ব) এইরূপে ব্যাখ্যা করেন—"আমার জন্মবীজক্ষীণ (বিনষ্ট) হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর আর অত্র আসিতে হইবে না বলিয়া আমি জানি।" হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষণ অভিনন্দনযোগ্যও নহে, তিরস্কৃতব্যও নহে, আনন্দ বা আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া বরং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।" বন্ধু, জ্ঞানী, দ্রষ্টা, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবানের দ্বারা আখ্যাত এই চারিটি ব্যবহার। চারিটি কী কী? দৃষ্টিতে[১] (প্রত্যক্ষে) দৃষ্টিবাদিতা, শ্রুতে শ্রুতবাদিতা, অনুমিতে[২] অনুমিতবাদিতা, বিজ্ঞাতে[৩] বিজ্ঞাতবাদিতা। বন্ধু, এই চারিটি ব্যবহার (বাগ্‌বিধি) সেই জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবানের দ্বারা আখ্যাত হইয়াছে। কী জানিয়া, কী দেখিয়া এই চারি ব্যবহারে বীতরাগ হইয়া আসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়? হে ভিক্ষুগণ, যিনি ক্ষীণাসব, সম্পন্ন ব্রহ্মচর্যাব্রত, যিনি কৃতকার্য, অপনীতভার, পরমার্থপ্রাপ্ত, পরিক্ষীণ ভবসংযোজন ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত, তাঁহার পক্ষে ইহা ধর্মের অনুকূল বর্ণনার যোগ্য—বন্ধু, দৃষ্টে অনুপায়, অনপায়, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত ও

---

[১]। দৃষ্ট হইলে দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত।

[২]। প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২ দ্রষ্টব্য।

[৩]। প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২ দ্রষ্টব্য।

বন্ধনমুক্ত চিত্তে আমি বিহার করি। শ্রুতে... অনুমিতে... বিজ্ঞাতে... বিহার করি।

বন্ধুগণ, এইরূপে জানিয়া ও দেখিয়া এই চারি ব্যবহারে বীতরাগ হইয়া আসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষণ সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দনযোগ্য অনুমোদনযোগ্য এবং সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া ও অনুমোদন করিয়া পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতব্য : জ্ঞাতা... সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবানের দ্বারা—এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ সম্যকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ; যথা : রূপ-উপাদান-স্কন্ধ, বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান-উপাদান-স্কন্ধ এই... ভগবানের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। কী জানিয়া, কী দেখিয়া এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধে অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়? হে ভিক্ষুগণ, যিনি ক্ষীণাসব... তাহার বর্ণনা ধর্মের অনুকূল যখন তিনি বলেন, বন্ধুগণ, রূপ বলহীন, বিরাগ ও আশ্বাসরহিত জানিয়া যে-সকল রূপ-উপাদানসম্পন্ন (মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ) চিত্তে অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ, অনুশয়যুক্ত, তাহাদের ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জনহেতু আমার চিত্ত বিমুক্ত বলিয়া জানি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। সেই ভিক্ষুর ভাষণকে... জিজ্ঞাসিতব্য, এই ছয় ধাতু... ভগবানের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ছয় ধাতু; যথা : পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু ও বিজ্ঞানধাতু। এই ছয় ধাতুতে কী জানিয়া, কী দেখিয়া বীতরাগ হইয়া আসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়? হে বন্ধুগণ, যিনি ক্ষীণাসব... বর্ণনা ধর্মানুকূল হয়।” আমি পৃথিবীধাতুকে অনাত্ম বলিয়া জানি। আত্মা পৃথিবীধাতু নিশ্রিত নহে, যে-সকল পৃথিবীনিশ্রিত উপাদানপূর্ণ চিত্তের অধিষ্ঠান... জানি। আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু, বিজ্ঞানধাতু সম্পর্কেও এইরূপ।... পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতব্য : এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তন... ভগবানের দ্বারা সম্যকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ছয় আয়তন; যথা : চক্ষু এবং রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ (নাসিকা) এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রসাস্বাদ, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম। এই ছয় আয়তনে কি জানিয়া... ধর্মানুকূল হয়, যখন তিনি বলেন, হে বন্ধুগণ, চক্ষুতে, রূপে, চক্ষুবিজ্ঞানে, চক্ষুবিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্মে যে-সকল ছন্দ, রাগ (অনুরাগ), নন্দী, তৃষ্ণা উপাদান পূর্ণ চিত্তের অধিষ্ঠান... জানি। শ্রোত্রায়তন শব্দ, ঘ্রাণায়তন গন্ধ, জিহ্বায়তন রস, কায়াতন স্পর্শ এবং মনায়তন ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।... পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতব্য এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে বাহ্যিক সর্বনিমিত্তে কী জানিয়া, কী দেখিয়া আয়ুষ্মানের অহংকার, মমকার ও

মানানুশয় যথার্থরূপে দূরীভূত হয়?

হে ভিক্ষুগণ, যিনি ক্ষীণাসব... তাঁহার ধর্মানুকূল হয় যখন তিনি বলেন বন্ধুগণ, আমি যখন পূর্বে গৃহী ছিলাম তখন অবিদ্বান ছিলাম, সেই সময়ে তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্ম শুনিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করি। আমি ওই শ্রদ্ধা সম্পদেসমন্বিত হইয়া এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ করি : "গৃহবাস বাধাপূর্ণ, (রাগ) রজাকীর্ণ পথ, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশতুল্য, গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ, 'শঙ্খলিখিত'[১] ব্রহ্মচর্য পালন সুকর নহে, অতএব আমার পক্ষে কেশশ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে (দেহ) আচ্ছাদিতরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য। আমি পরবর্তীকালে অল্প অথবা মহা-ভোগৈশ্বর্য, অল্প অথবা মহা-জ্ঞাতি-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, কেশশ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে (দেহ) আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই।

আমি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুগণের উপযোগী শিক্ষাবৃত্তি-সমাপন্ন হইয়া, প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হই, দণ্ডবিরহিত ও শস্ত্রবিরহিত হইয়া (প্রাণিহত্যা বিষয়ে) লজ্জিত, (জীবের প্রতি) দয়াশীল এবং সর্বপ্রাণীর হিতানুকম্পী হইয়া বিচরণ করি। অদত্ত আদান (চৌর্য) পরিত্যাগ করিয়া, আমি অদত্ত-আদান হইতে প্রতিবিরত হই এবং দত্তগ্রাহী ও দত্ত-প্রত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া সদ্ভাবে (চুরি না করিয়া) ও শুচিচিত্তে বিচরণ করি। অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী (পাপ হইতে) দূরে অবস্থানকারী হই এবং গ্রাম্য বা লোকাচরিত মৈথুন হইতে বিরত হই। মৃষাবাদ (সত্যের অপলাপ) পরিত্যাগ করিয়া মৃষাবাদ হইতে বিরত হই এবং সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, (সত্যে) স্থিত, প্রত্যয়িক (বিশ্বাসভাজন) ও জনগণের নিকট অবিংসবাদী (অবঞ্চক) হই। পিশুনবাক্য পরিত্যাগ করিয়া আমি পিশুন বাক্য হইতে বিরত হই, এইস্থান হইতে শুনিয়া অন্যত্র ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্যই বা কিছু বলি নাই। এইভাবে আমি বিচ্ছিন্নের মধ্যে মিলনকর্তা, সংহিতের (মিলিতের) মধ্যে উৎসাহদাতা, ঐক্যাগ্রহী, ঐক্যরত, ঐক্যনন্দি হইয়া ঐক্যকর বাক্য বলিয়াছি। পুরুষবাক্য পরিত্যাগ করিয়া আমি পুরুষবাক্য হইতে বিরত হই। যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরুজনোচিত (ভদ্র), বহুজনকান্ত, বহুজন মনোজ্ঞ সেইরূপ বাক্যই আমি বলিয়াছি। সম্প্রলাপ (বৃথা বা অযথাবাক্য) পরিত্যাগ করিয়া

---

[১] প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সম্প্রলাপ হইতে আমি বিরত হই, আমি কালবাদী (যিনি কালোপযোগী কথা বলেন), ভূতবাদী (সত্যবাদী), অর্থবাদী, (মঙ্গলদায়ক কথা যিনি বলেন), ধর্মবাদী, বিনয়বাদী (সংযম সম্পর্কে যিনি বলেন) এবং আমি যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সমাপ্তিযোগ্য, অর্থযুক্ত ও নিধানযোগ্য বলিয়াছি। আমি বীজগ্রাম ও ভূতগ্রাম (গুল্ম ও বৃক্ষ) কর্তন হইতে বিরত হই। একাহারী হইয়া রাত্রি ভোজন ও বিকালভোজন হইতে বিরত হই। নৃত্য, গীত ও বাদিত্রাদি কৌতূহলোদ্দীপক দর্শন হইতে বিরত হই, মালাগন্ধ, বিলেপন প্রভৃতি ধারণ-মণ্ডন বিভূষণ উপকরণ হইতে বিরত হই। উচ্চশয্যা, মহাশয্যা ব্যবহার হইতে বিরত হই, জাতরূপ (স্বর্ণ) ও রজত প্রতিগ্রহণ হইতে বিরত হই। অপক্ব মাংস, স্ত্রী, কুমারী, দাস, দাসী, অজ, মেষ, কুক্কুট, শূকর, হস্তী, গো, অশ্ব, বড়বা (ঘোঁাক), ক্ষেত্র ও বাস্তু প্রতিগ্রহণ হইতে বিরত হই। নীচ দৌত্যকার্য হইতে বিরত হই। ক্রয়-বিক্রয় কার্য হইতে বিরত হই। তুলাকূট, কাংস্যকূট ও মানকূট (ওজন দ্বারা প্রবঞ্চনা) হইতে, বঞ্চনা, মায়া ও জাদু দ্বারা প্রতারণা কার্য হইতে বিরত হই। ছেদন, বধ, বন্ধন, লুণ্ঠন দ্বারা আতঙ্ক উপাদন, বিলোপ-সাধন প্রভৃতি সাহসিক কার্য হইতে প্রতিবিরত হই। মাত্র দেহচ্ছাদনের উপযোগী চীবর, ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন) লইয়া আমি সন্তুষ্ট এবং আমি যেখানে যাই (ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র ইত্যাদি অষ্ট বস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যাই। যেমন পক্ষীশকুন যেখানে যেখানে উড়িয়া যায়, মাত্র পক্ষ সম্বল করিয়া উড়িয়া যায়, সেইভাবে আমি দেহাচ্ছাদনের উপযোগী চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষান্ন লইয়া আমি সন্তুষ্ট... সঙ্গে লইয়া যাহা এইরূপে আমি আর্যজনোচিত শীলসমষ্টিতে সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অনবদ্য সুখ অনুভব করি।

আমি চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্য বস্তু) দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী অনুব্যঞ্জনগ্রাহী (কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী) হই নাই। যে কারণে চক্ষু ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়, আমি উহার সংযমের জন্য তৎপর হই। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করি, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযমপ্রাপ্ত হই। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। আমি এইরূপে আর্যইন্দ্রিয় সংবর দ্বারা সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মে অক্লেশপ্রাপ্ত (ক্লেশ বিরহিত) সুখ অনুভব করি। আমি অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, আলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সংঘাটি পাত্র-চীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মল-মূত্র ত্যাগকালে, গমনে, স্থিতিতে, উপবেশনে,

সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে তূষ্ণীভাবে সম্প্রজ্ঞানকারী হই।

আমি এইরূপ আর্যশীলস্কন্ধ দ্বারা, এইরূপ আর্যইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা এবং এইরূপ আর্যস্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান দ্বারা সমন্বিত হইয়া অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মাশান, বনপ্রস্থ (জঙ্গল), উন্মুক্ত আকাশতল, পলালপুঞ্জ (আবর্জনাস্তূপ) প্রভৃতি বিবিক্ত (নির্জন) শয়ন-আসন ভজনা (থাকার অভ্যাস) করি। আমি ভিক্ষান্ন (পিণ্ডপাত) সংগ্রাহান্তে ভোজন শেষ করিয়া পর্যাঙ্কাবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া), দেহকে ঋজুভাবে রাখিয়া লক্ষ্যাভিমুখে (পরিমুখে) স্মৃতিকে উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করি। আমি জগতে অভিধ্যা (লোভ, কামচ্ছন্দ) পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যা বিগত চিত্তে বিচরণ করি, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি, ব্যাপাদ-দ্বেষ (হিংসা-বিদ্বেষ) পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্নচিত্তে সর্বজীবের প্রতি হিতানুকম্পী হইয়া বিচরণ করি, ব্যাপাদ দ্বেষ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি। স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) পরিত্যাগ করিয়া আমি স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত, আলোক-সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া বিচরণ করি, স্ত্যান-মিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (উদ্ধত ও চঞ্চলভাব) পরিত্যাগ করিয়া আমি অনুদ্ধত ও আধ্যাত্মে উপশান্তচিত্ত হইয়া বিচরণ করি, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি। বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিত্যাগ করিয়া আমি বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ এবং কুশলধর্ম বিষয়ে অকথংকথী (অসন্দিগ্ধ) হইয়া বিচরণ করি, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি।

আমি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করিয়া যাবতীয় কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত (বিচ্যুত) হইয়া সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করি, বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করি,... চতুর্থ ধ্যানস্তরে প্রবেশ করিয়া বিহার করি।[১]

আমি এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিষ্কৃত) অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থিত ও অনেজ (স্থির) অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করি। আমি যথার্থরূপে বিশদভাবে জানিতে পারি—'ইহা দুঃখ,' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ', 'ইহা

---

[১] গণক মৌদ্গাল্যায়ন সূত্র দ্রষ্টব্য।

দুঃখ-নিরোধ-গামী প্রতিপদ।' ইহা আসব সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। এইরূপে জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান উদিত হয়—জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে... আসিতে হইবে না।

বন্ধুগণ, এইরূপে জানিবার ও দেখিবার ফলে এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে... দূরীভূত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষণ সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দনযোগ্য, অনুমোদনযোগ্য এবং সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলা উচিত : বন্ধু, ইহা আমাদের লাভ, ইহা আমাদের সুলব্ধ যে আমরা আদর্শ ব্রহ্মচারী দেখিতে পাইয়াছি।

ভগবান এইরূপ বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণ শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ছয় বিশোধন সূত্র সমাপ্ত

৩. সৎপুরুষ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বিহার করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ!' 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগের নিকট সৎপুরুষধর্ম এবং অসৎপুরুষধর্ম সম্পর্কে দেশনা করিব, তাহা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।' "যথা আজ্ঞা, ভদন্ত," বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষধর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ উচ্চকুল হইতে প্রব্রজিত হন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : আমি উচ্চকুল হইতে প্রব্রজিত। কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ উচ্চকুল হইতে প্রব্রজিত নহেন। তিনি স্বীয় উচ্চ কৌলিন্যের জন্য আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই অসৎপুরুষধর্ম। কিন্তু সৎপুরুষ এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : উচ্চ কৌলিন্যের জন্য লোভ-দ্বেষ-মোহধর্ম বিনষ্ট হয় না। উচ্চকুল হইতে প্রব্রজিত না হইয়াও যদি কেহ ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন, সম্যক প্রতিপন্ন (যথার্থ সৎজীবন যাপনকারী) ও অনুধর্মচারী হন, তিনি সর্বত্র পূজ্য ও প্রশংসনীয় হন। তিনি প্রতিপদ

(ধর্মজীবনচর্যা), উচ্চ কৌলিন্যের জন্য আত্মপ্রশংসা বা অন্যকে অবজ্ঞা করেন না। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, মহাকুল হইতে প্রব্রজিত হন... উপরে উল্লিখিতরূপে বর্ণনীয়, মহাভোগকুল (ধনী) হইতে প্রব্রজিত হন, উদার ভোগবান কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : "আমি উদার ভোগবানকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি।" তিনি উদার ভোগহেতু (যথেষ্ট সম্পদ) আত্মপ্রশংসা করেন, অন্যকে অবজ্ঞা করেন। ইহা অসৎপুরুষ-ধর্ম। সৎপুরুষ ভিক্ষু কিন্তু এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : উদারভোগ-হেতু লোভ-দ্বেষ-মোহধর্ম... বিনষ্ট হয় না। উদার ভোগকুল হইতে প্রব্রজিত না হইয়া যদি কেহ ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন... ইহাই সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু জ্ঞাত ও যশস্বী হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : আমি জ্ঞাত ও যশস্বী, কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ অপ্রজ্ঞাত ও ক্ষমতাহীন। তিনি স্বীয় জ্ঞানের জন্য আত্ম-প্রশংসা করেন ও অন্যকে অবজ্ঞা করেন। ইহাই অসৎপুরুষধর্ম। হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ভিক্ষু এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : স্বীয় জ্ঞান-হেতু লোভ-দ্বেষ-মোহধর্ম বিনষ্ট হয় না। জ্ঞাত ও যশস্বী না হইয়াও যদি ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু চীবর, পিণ্ডপাত, রোগের প্রতিকার ভৈষজ্য লাভী হন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : আমি চীবর... কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ... লাভী নহেন। তিনি সে লাভ-হেতু... অসৎপুরুষধর্ম। সৎপুরুষ ভিক্ষু এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু বহুশ্রুত (পণ্ডিত) হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : আমি বহুশ্রুত, অন্য ভিক্ষুগণ বহুশ্রুত নহে। তিনি সেই স্বীয় পাণ্ডিত্যহেতু... অসৎপুরুষধর্ম। সৎপুরুষ... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু বিনয়ধর হন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... বিনয়ধর হইবার কারণে... অসৎপুরুষধর্ম। সৎপুরুষ ভিক্ষু... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু ধর্মকথিক হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ স্বীয় অরণ্যবিহার-হেতু ভিক্ষু আরণ্যক (অরণ্যবিহারী) এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... সৎপুরুষ ধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু পাংশুকুলধারী হইয়া প্রত্যবেক্ষণ... সেই পাংশুকুলচর্যাহেতু... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু পিণ্ডচারী হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... পিণ্ডচর্যাহেতু... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু বৃক্ষতলবাসী হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... বৃক্ষতল বাস-হেতু... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু শ্মশানবাসী... ইত্যাদি... উন্মুক্ত আকাশতলবাসী... ইত্যাদি... তপশ্চর্যায় উপবেশনকারী... যথার্থলব্ধ আসন গ্রহণকারী... একাসনিক (একাকী বসবাসকারী) হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... একাকী বাসহেতু... সৎপুরুষ ধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু সর্ব কাম্যবস্তু হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানে উপনীত হইয়া বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... আমি প্রথম ধ্যান সমাপত্তি লাভ করিয়াছি কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ প্রথম ধ্যান সমাপত্তি লাভ করেন নাই। তিনি প্রথম ধ্যান সমাপত্তি-হেতু আত্মপ্রশংসা করেন ও অন্যকে অবজ্ঞা করেন। ইহাই অসৎপুরুষধর্ম। কিন্তু সৎপুরুষ এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন : ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে প্রথম ধ্যান সমাপত্তির জন্য প্রয়োজন অতন্ময়তা (তৃষ্ণামুক্তি)... অবজ্ঞা করেন না... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে আধ্যাত্মে সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইয়া বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অসৎপুরুষ ভিক্ষু রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া,... প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া,... নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করিয়া 'আকাশ অনন্ত' এই ভাবোদয়ে আকাশ-অনন্ত-আয়তন নামক প্রথম অরূপধ্যানে উপনীত হইয়া তাহাতে বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ ভিক্ষু আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানাস্তর অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই ভাবোদয়ে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নামক দ্বিতীয় অরূপধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নামক ধ্যানস্তর (সমাপত্তি) অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই ভাবোদয়ে আকিঞ্চন-আয়তন নামক তৃতীয় অরূপধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া তাহাতে

বিহার করেন। তিনি এইরূপ... প্রত্যবেক্ষণ... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ ভিক্ষু আকিঞ্চন-আয়তন নামক সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা নামক চতুর্থ অরূপধ্যানস্তরে (সমাপত্তি) উপনীত হইয়া তাহাতে বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ ভিক্ষু সর্বাংশে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা নামক সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ নামক পঞ্চম অরূপধ্যানস্তরে (সমাপত্তি) উপনীত হইয়া তাহাতে বিহার করেন, এবং প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করিয়া আসবগুলি বিনষ্ট করেন। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু কোথাও কিছু মনে করিতে (কল্পনা করিতে) পারে না।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সৎপুরুষ সূত্র সমাপ্ত

৪. সেবিতব্য-অসেবিতব্য সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান ঊলিলেন, আমি তোমাদের নিকট সেবিতব্য-অসেবিতব্য ধর্মপর্যায় দেশনা করিব। তোমরা উত্তমরূপে মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করো। আমি ভাষণ দিতেছি। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়-সমাচার—(কায়িক শিষ্টাচার) সেবিতব্য (অনুসরণযোগ্য) ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহাই পরস্পর কায়-সমাচার। এইভাবে আমি বলি দ্বিবিধ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য বাক্-সমাচার, দ্বিবিধ মনো-সমাচার, দ্বিবিধ কুশলাধর্মে চিত্তোৎপাদ (চিত্তবৃত্তি) দ্বিবিধ সংজ্ঞা প্রতিলাভ, দ্বিবিধ দৃষ্টি প্রতিলাভ, দ্বিবিধ আত্মভাব প্রতিলাভ; যথা : সেবিতব্য ও অসেবিতব্য।

ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ যাহা পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, তাহা আমি এইরূপ জানি : ভগবান কর্তৃক

এইরূপ উক্ত হইয়াছে : 'হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়-সমাচার... পরস্পর কায়-সমাচার।' কী হেতু ইহা উক্ত হইয়াছে? যেইরূপ কায়-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম অভিবর্ধিত হয় এবং কুশল হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কায়-সমাচার সেবিতব্য নহে। যেরূপ কায়-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় সেইরূপ কায়-সমাচার সেবিতব্য। ভদন্ত, কিরূপ কায়-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয় এবং কুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ প্রাণঘাতী, রুদ্রপ্রকৃতি, লোহিতপাণি, হনন ও প্রহার কার্যে নিবিষ্ট, সকল জীবের প্রতি দয়াহীন হয়, তাহারা অদত্তগ্রাহী হয়, যাহা পরস্ব, পরবিত্ত-উপকরণ, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যে অদত্ত বস্তুর গ্রহণ চৌর্য বলিয়া অভিহিত হয়, উহার গ্রহীতা হয়। কামে মিথ্যাচারী (ব্যভিচারী) হয়, মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, সধবা, দণ্ডবারিতা,[১] অথবা এমনকি মাল্যার্পণ দ্বারা বাগ্‌দত্তা, এইরূপ কোনো নারীতে ব্যভিচারে রত হয়। ভদন্ত, এইরূপ কায়-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয় এবং কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

ভদন্ত, কিরূপ কায়-সমাচার অনুসরণ (পালন করিলে) অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়? ভদন্ত, এখানে কেহ কেহ প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া বিহার করেন, অদত্তগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া অদত্তগ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন, যাহা পরস্ব পরবিত্ত-উপকরণ, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যাহার গ্রহণ চৌর্য বলিয়া অভিহিত হয় তাহার গ্রহীতা হন না, ব্যভিচার (কামে মিথ্যাচার) পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হন, এবং মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, সধবা, দণ্ডবারিতা এমনকি মাল্যার্পণ দ্বারা বাগ্‌দত্তা এইরূপ নারীতে ব্যভিচারে রত হন না। ভদন্ত, এইরূপে... কুশলধর্ম বর্ধিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, "আমি কায়-সমাচার... পরস্পর কায়-সমাচার" এই কারণেই ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে : "হে ভিক্ষুগণ, আমি বাক্-সমাচার... পরস্পর বাক্-সমাচার।" কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? যেইরূপ

---

[১]। প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬ দ্রষ্টব্য।

বাক্-সমাচার অনুসরণ (পালন) করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাক্-সমাচার সেবিতব্য নহে এবং যেরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়, সেইরূপ বাক্-সমাচার সেবিতব্য।

ভদন্ত, কিরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম-হ্রাস প্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাবাদী হয়, সভাগত, পরিষদগত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত (শ্রেণি বা দলমধ্যগত), রাজকুলমধ্যগত, সাক্ষীরূপে আনীত হইয়া "মহাশয়, যাহা জানো তাহা বলো" এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে সে না জানিয়া বলে, 'জানি' এবং জানে অথচ বলে, 'জানি না', দেখে নাই অথচ বলে, 'দেখিয়াছি' এবং দেখিয়াছে অথচ বলে, 'দেখি নাই', ইত্যাদিভাবে আত্ম-হেতু, পর-হেতু অথবা যৎ কিঞ্চিৎ লাভহেতু সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে। সে পিশুনভাষী হয়, এখানে কিছু শুনিয়া সেখানে যাইয়া কথা বলে, ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য। সেখানে কিছু শুনিয়া ইহাদের বলে, ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য। এইভাবে সংহতের মধ্যে ভেত্তা (বিভেদকারী), ভিন্নদের মধ্যে ভেদ বিষয়ে উৎসাহদাতা, বর্গারাম, বর্গরত ও বর্গনন্দি হইয়া বর্গকরণী (ভেদকরণী) বাক্যের বক্তা হয়, সে পুরুষভাষী হয়, যে বাক্য অণ্ডক (বিরক্তিকর) কর্কশ, পরের নিকট কটু, পরের মর্মবিদ্ধকারী, ক্রোধোদ্দীপক, সমাধি প্রতিকুল, সেইরূপ বাক্যের বক্তা হয়, সম্প্রলাপী, অকালবাদী, অভূতবাদী, অনর্থবাদী, অধর্মবাদী, অবিনয়বাদী হয়, অনুপযুক্তকালে প্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হয় যে বাক্য অশাস্ত্রীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও অনর্থযুক্ত। ভদন্ত, এইরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম প্রবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

ভদন্ত, কিরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ (পালন করিলে) অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম প্রবর্ধিত হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাভাষণ হইতে প্রতিবিরত হন, সভামধ্যগত, পরিষদ্গত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত, রাজকুলমধ্যাগত, সাক্ষীরূপে আনীত হইয়া "মহাশয় যাহা জানো তাহা বলো" এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি যাহা জানেন না তাহা 'আমি জানি না' বলেন এবং জানিলে বলেন, 'আমি জানিয়াছি', না দেখিলে বলেন, 'আমি দেখি নাই' এবং দেখিলে বলেন, 'আমি দেখিয়াছি'—এইভাবে আত্মহেতু, পরহেতু, যৎকিঞ্চিৎ লাভ-হেতু সজ্ঞানে মিথ্যাভাষী হন না। তিনি পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন,

এখানে কিছু শুনিয়া তাহা সেখানে বলেন না। ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য সেখানে কিছু শুনিয়া তাহা এখানে বলেন না তাহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য, এইভাবে ভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মিলনকারী, সংহতদের উৎসাহদাতা, সমগ্ররাম, সমগ্ররত, সমগ্রনন্দি হইয়া সমগ্রকরণী বাক্যের বক্তা হন। তিনি পুরুষবাক্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষবাক্য হইতে প্রতিবিরত হন। যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর (শ্রুতিমধুর), প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত (ভদ্র), বহুজনকান্ত, বহুজনমনোজ্ঞ তদ্রূপ বাক্যের বক্তা হন। সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, কালবাদী, ভূতবাদী, যথার্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী হন, যথাকালে প্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হন, যে বাক্য শাস্ত্রীয় প্রাসঙ্গিক ও অর্থযুক্ত। ভদন্ত, এইরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি বাক্-সমাচার... পরস্পর বাক্-সমাচার এই কারণে ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি মনো-সমাচার সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহাই পরস্পর মনো-সমাচার," এইভাবে ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভদন্ত, যেরূপ মনো-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়... অসেবিতব্য যেরূপ মনো-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়... সেবিতব্য।

ভদন্ত, কিরূপ মনো-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু (লোভী) হয়, যাহা পরস্ব, পরবিত্ত-উপকরণ, তাহাতে লোলুপ হয়—"অহো, অপর ব্যক্তির যাহা কিছু তাহা যদি আমার হইত!" ব্যাপন্নচিত্ত হয়, প্রদুষ্টমনে এই সংকল্প করে : এই সত্ত্বগণ হত হউক, বধ ও উচ্ছিন্ন হউক, বিনাশ-প্রাপ্ত হউক ও ভালো কিছু না হউক। ভদন্ত, এইরূপ মনো-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিরূপ মনো-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়? ভদন্ত, এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু (নির্লোভ) হন, যাহা কিছু পরস্ব, পরবিত্ত-উপকরণ—'অহো, যাহা কিছু পরস্ব পরবিত্ত-উপকরণ, যাহা কিছু পরস্ব তাহা আমার হউক'—এইরূপ ভাবিয়া তাহাতে লোলুপ হন না। অব্যাপন্নচিত্ত হন, অপ্রদুষ্ট মনে সংকল্প করেন—'এই সত্ত্বগণ বৈরীহীন, বিঘ্নহীন ও সুখী হইয়া

নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করুন।' ভদন্ত, এইরূপ মনো-সমাচার অনুসরণ... কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, আমি মনো-সমাচার... পরস্পর মনো-সমাচার এই কারণেই ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন।

ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন : হে ভিক্ষুগণ, চিত্তোৎপাদ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এবং এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহাই পরস্পর চিত্তোৎপাদ। কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভদন্ত, যেরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম-পরিবর্ধিত... কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়, সেরূপ চিত্তোৎপাদ সেবিতব্য।

ভদন্ত, কিরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম-হ্রাসপ্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু হয়, অভিধ্যা-সহগত চিত্তে বিহার করে, ব্যাপাদবান হয়, ব্যাপাদ-সহগত চিত্তে বিহার করে, বিহিংসাপরায়ণ হয়, বিহিংসা-সহগত চিত্তে বিহার করে। ভদন্ত, এইরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়? এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু হন, অনভিধ্যা-সহগত চিত্তে বিহার করেন। অব্যাপাদবান হন, অব্যাপাদ-সহগত চিত্তে বিহার করেন এবং অবিহিংসা পরায়ণ হন বা অবিহিংসা-সহগত চিত্তে বিহার করেন। ভদন্ত, এইরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি চিত্তোৎপাদ... দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহা পরস্পর চিত্তোৎপাদ" এই কারণেই ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সংজ্ঞা প্রতিলাভ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহা পরস্পর সংজ্ঞা প্রতিলাভ ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভদন্ত, যেরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত... অসেবিতব্য সংজ্ঞা প্রতিলাভ। যেরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়... সেবিতব্য সংজ্ঞা প্রতিলাভ। ভদন্ত, কিরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু হয়, অভিধ্যা-সহগত সংজ্ঞায় বিহার করে, ব্যাপাদবান হয়, ব্যাপাদ-সহগত সংজ্ঞায় বিহার করে, বিহিংসাপরায়ণ হয়, বিহিংসা-সহগত

সংজ্ঞায় বিহার করে—এইরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ... কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভদন্ত, সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ... কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভদন্ত, কিরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়? ভদন্ত, এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু হন, অনভিধ্যা-সহগত সংজ্ঞায় বিহার করেন... অব্যাপাদ... অবিহিংসা... কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়।

এই কারণেই ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে "ভিক্ষুগণ, আমি সংজ্ঞা প্রতিলাভ... পরস্পর সংজ্ঞা প্রতিলাভ।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি দৃষ্টিপ্রতিলাভ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহা পরস্পর দৃষ্টিপ্রতিলাভ" ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কী কারণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে... এইরূপ দৃষ্টি প্রতিলাভ সেবিতব্য। ভদন্ত, কিরূপ দৃষ্টি প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় এবং কুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ এইরূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন (মিথ্যামতবাদী) : দান নাই, ইষ্ট (যজ্ঞে সমর্পিত) নাই, হোত্র নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই। মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সম্যকগত, সম্যক প্রতিপন্ন এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া (উপলব্ধি করিয়া) প্রকাশ করিতে পারেন। ভদন্ত, এইরূপ দৃষ্টি প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিরূপ দৃষ্টি প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়? ভদন্ত এখানে কেহ কেহ এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হন : দান আছে, ইষ্ট আছে, হোত্র আছে। সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, মাতা আছে, পিতা আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, পৃথিবীতে সম্যক প্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপ দৃষ্টিপ্রতিলাভ... কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, আমি... পরস্পর দৃষ্টিপ্রতিলাভ" বলিয়া ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহা এই কারণেই উক্ত হইয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি আত্মভাব (শরীর) প্রতিলাভ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহা পরস্পর আত্মভাব প্রতিলাভ।" ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভদন্ত, যেরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে...

অসেবিতব্য... সেবিতব্য। কিরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়? ভদন্ত, ক্ষতিকর আত্মভাব প্রতিলাভ উৎপাদনের জন্য এবং অপরিনিষ্ঠিতভাবে (অসম্পূর্ণতার) জন্য অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় ও কুশলভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ অনুসরণ... কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়? ক্ষতিকর আত্মভাব প্রতিলাভ অনুৎপাদনের এবং পরিনিষ্ঠিত ভাবের (সম্পূর্ণত) জন্য অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়। এই কারণেই ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে : "হে ভিক্ষুগণ, আমি... পরস্পর আত্মভাব প্রতিলাভ।"

ভদন্ত, ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ যাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই তাহা আমি এইরূপ জানি। উত্তম, উত্তম, সারিপুত্র, তুমি মদীয় সংক্ষিপ্ত ভাষণের যাহা বিশ্লেষণ করা হয় নাই তাহার এইরূপ বিস্তারিত অর্থ এইরূপ জান।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়-সমাচার... পরস্পর কায়-সমাচার"—আমার দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে। কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? সারিপুত্র, যেরূপ কায়-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত... কায়-সমাচার সেবিতব্য। সারিপুত্র, কিরূপ কায়-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয় এবং কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়? সারিপুত্র, এখানে কেহ কেহ প্রাণঘাতী, রুদ্রপ্রকৃতি... কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সারিপুত্র, কিরূপ কায়-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়? এখানে কেহ কেহ পরিত্যাগ করিয়া... কুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়-সমাচার... তাহা পরস্পর কায়-সমাচার" এই আমার দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে এই কারণেই।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি বাক্-সমাচার... তাহা পরস্পর" বাক্-সমাচার আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছে। কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? সারিপুত্র, যেরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম পরিবর্ধিত হয়... অসেবিতব্য... সেবিতব্য। কীরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ... তাহা পরস্পর আত্মভাব প্রতিলাভ, এই কারণেই আমার দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে।

সারিপুত্র, আমার সংক্ষিপ্তভাবে ভাষণের বিস্তারিত অর্থ এইরূপ দ্রষ্টব্য।

সারিপুত্র, আমি চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য, এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি, শ্রোতবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য, মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম, প্রত্যেকটি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য—এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি।

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, ভদন্ত, ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ যাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হয় নাই তাহার বিস্তারিত অর্থ এইরূপ জানি।

"সারিপুত্র, আমি চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ... শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ,... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস... কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য... মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি" যাহা ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা এই কারণেই ভদন্ত।

ভগবান কর্তৃক পূর্বে ব্যাখ্যাত সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ—আমি এইরূপ জানি। উত্তম সারিপুত্র, উত্তম, তুমি আমার পূর্বে অব্যাখ্যাত সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ এইরূপ জান।

"সারিপুত্র, আমি চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ, সেবিতব্য ও অসেবিতব্য, এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি।" ইহা আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছে। "কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? যেরূপ... মনোবিজ্ঞেয় কর্ম সেবিতব্য ও অসেবিতব্য, এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি" এইরূপে যাহা আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছে তাহা এই কারণেই।

সারিপুত্র, আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ এইরূপ দ্রষ্টব্য।

সারিপুত্র, আমি চীবর... ভিক্ষান্ন... বাসস্থান... গ্রাম, নিগম, নগর, জনপদ, পুদ্গল, ইহাদের প্রত্যেকটি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য, এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি।

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের... জানি :

"সারিপুত্র, আমি... প্রকাশ করি," এই কারণেই ভগবান কর্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে। ভিক্ষান্ন, বাসস্থান, গ্রাম, নিগম, নগর, জনপদ, পুদ্গল সম্পর্কেও এইরূপ।

সারিপুত্র, সকল ক্ষত্রিয়ের দীর্ঘদিন হিত ও সুখের জন্য আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ জানিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, দেবমনুষ্য সম্পর্কে এইরূপ।

ভগবান এইরূপ বলিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবাণের ভাষণের আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সেবিতব্য-অসেবিতব্য সূত্র সমাপ্ত

৫. বহুধাতুক সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহবান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত," বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল ভয় উৎপন্ন হয় তাহা মূর্খ হইতে উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতদের নিকট হইতে নহে। যাহা কিছু উপদ্রব উৎপন্ন হয় তাহা মূর্খ হইতে উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতের নিকট হইতে নহে। যে-সকল উপসর্গ উৎপন্ন হয় তাহা মূর্খ হইতে উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতের নিকট হইতে নহে। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, নলাগার বা তৃণাগার হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অভ্যন্তরে উৎক্ষিপ্ত, বহির্ভাগে অবলিপ্ত, নিবাত পুঞ্জিত, অর্গলযুক্ত বদ্ধ বাতায়নযুক্ত কূটাগার সকল দগ্ধ করে তেমনি যাহা কিছু ভয়... পণ্ডিতের নিকট হইতে নহে। এইভাবে, হে ভিক্ষুগণ, মূর্খ হইতেছে ভয়যুক্ত, উপদ্রবযুক্ত ও উপসর্গযুক্ত আর পণ্ডিত হইতেছেন অপ্রতিভয়, অনুপদ্রব ও অনুপসর্গ। পণ্ডিত হইতে কোনো ভয়, উপদ্রব ও উপসর্গ নাই। সেইজন্য, হে ভিক্ষুগণ, 'আমরা পণ্ডিত মীমাংসক হইব' তোমাদের এইরূপ শিক্ষণীয়। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, বলা বাহুল্য, ভদন্ত, কিরূপে পণ্ডিত ব্যক্তি মীমাংসক হন? আনন্দ, যখন ভিক্ষু ধাতুকুশল, আয়তনকুশল, প্রতীত্যসমুৎপাদ-কুশল ও স্থান-অস্থানকুশল হয়, তখন পণ্ডিত মীমংসক হন। বলা বাহুল্য ভদন্ত, কিরূপে ভিক্ষু ধাতুকুশল হন? আনন্দ, এই আঠারো প্রকার ধাতু; যথা : চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষুবিজ্ঞানধাতু, শ্রোত্রধাতু, শব্দধাতু, শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু, ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু, ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু, কায়ধাতু, স্পৃষ্টব্যধাতু, কায়বিজ্ঞানধাতু, মনোধাতু, ধর্মধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু। বলা বাহুল্য, এই আঠরোটি ধাতু জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত, যথার্থ বলিতে গেলে, অন্য কোনো উপায় কি আছে যাহাতে ভিক্ষু ধাতুকুশল হইতে পারে?

আনন্দ, তাহা হইতে পারে। এই ছয়টি ধাতু; যথা : পৃথিবীধাতু, আপধাতু, বায়ুধাতু, তেজধাতু, আকাশধাতু, বিজ্ঞানধাতু, এই ছয় ধাতু জানিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত, অন্য কোনো উপায় কি আছে যাহাতে ভিক্ষু ধাতুকুশল হইতে

পারে?

আনন্দ, তাহা হইতে পারে। এই ছয় ধাতু; যথা : সুখধাতু, দুঃখধাতু, সৌমনস্যধাতু, দৌর্মনস্যধাতু, উপেক্ষাধাতু ও অবিদ্যাধাতু, এই ছয় ধাতু জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত, অন্য কোনো... .পারে?

আনন্দ, তাহা হইতে পারে। এই ছয় ধাতু; যথা : কামধাতু, নৈষ্ক্রম্যধাতু, ব্যাপাদধাতু, অব্যপাদধাতু, বিহিংসাধাতু, অবিহিংসাধাতু, এই ছয় ধাতু জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত, অন্য কোনো... পারে?

আনন্দ, তাহা হইতে পারে। এই তিন ধাতু; যথা : কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু,। এই তিন ধাতু জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত, অন্য কোনো... পারে?

আনন্দ, তাহা হইতে পারে। এই দুই ধাতু সংস্কৃত ধাতু ও অসংস্কৃত ধাতু এই দুই ধাতু... ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত, কিরূপে ভিক্ষু আয়তনকুশল হয়? আনন্দ, এই ছয় আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ)-বাহ্যিক আয়তন; যথা : চক্ষু ও রূপ, শ্রোত্র ও শব্দ, ঘ্রাণ ও গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় ও স্পর্শ, মন ও ধর্ম। এই ছয় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তন জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু আয়তনকুশল হয়।

ভদন্ত, কিরূপে ভিক্ষু প্রতীত্যসমুৎপাদ-কুশল হয়?

আনন্দ, ভিক্ষু এইরূপ জানেন, ইহা বিদ্যমান থাকিলে তাহা উৎপন্ন হয়, ইহার উৎপত্তিহেতু তাহা উৎপন্ন হয়, ইহা বিদ্যমান না থাকিলে তাহা হয় না, ইহার নিরোধে তাহা নিরূদ্ধ হয়; যথা : অবিদ্যা প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয় হইতে নামরূপ, নামরূপ প্রত্যয় হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয় হইতে বেদনা, বেদনা প্রত্যয় হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয় হইতে উপাদান, উপাদান প্রত্যয় হইতে ভব, ভব প্রত্যয় হইতে জন্ম, জন্ম প্রত্যয় হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য সম্ভূত হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ, বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ, ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ, জন্ম নিরোধে জরা,

মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। এইরূপে আনন্দ, ভিক্ষু প্রতীত্যসমুৎপাদ-কুশল হয়।

ভদন্ত, কিরূপে ভিক্ষু স্থান-অস্থান (কারণ-অকারণ) কুশল হয়? আনন্দ, এইস্থলে ভিক্ষু এইরূপ জানেন : ইহা অসম্ভব, ইহার কোনো সুযোগ নাই যেকোনো (সম্যক) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্কারকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, ইহা সম্ভব নহে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যেকোনো পৃথগ্জন (সাধারণ মানুষ) সংস্কারকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যেকোনো (সম্যক) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্করকে সুখদায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, ইহা সম্ভব নহে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যেকোনো পৃথগ্জন... স্বীকার করিতে পারে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে (সম্যক) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ধর্মকে আত্মদৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারে, ইহা সম্ভব নহে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যেকোনো পৃথগ্জন ধর্মকে আত্মদৃষ্টিতে গ্রহণ করে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত... মাতাকে জীবন হইতে বঞ্চিত (হত্যা) করিতে পারে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যে... বঞ্চিত করিতে পারে। ইহা অসম্ভব... পিতাকে জীবন হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। ইহা অসম্ভব... অর্হৎদের জীবন হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে (সম্যক) দৃষ্টিসম্পন্ন দুষ্টচিত্ত ব্যক্তি তথাগতের রক্ত উৎপাদন (হত্যার উদ্দেশ্যে) করিতে পারে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যে দুষ্টচিক্ত পৃথগ্জন তথাগতের রক্ত উৎপাদন করিতে পারে। ইহা অসম্ভব... সংঘভেদ করিতে পারে। ইহা অসম্ভব... অন্য একজন শাস্তাকে মানিতে পারে।... ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে এক লোকধাতুতে (জগতে) দুইজন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইতে পারেন, ইহা সম্ভব নহে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যে এক লোকধাতুতে একজন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইতে পারেন। ইহা অসম্ভব যে এক লোকধাতুতে দুইজন চক্রবর্তী রাজা আবির্ভূত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। ইহা সম্ভব যে এক লোক ধাতুতে একজন চক্রবর্তী রাজা আবির্ভূত হইবেন। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে একজন স্ত্রী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইতে পারে, ইহা সম্ভব যে একজন পুরুষ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইতে পারে। ইহা অসম্ভব যে একজন স্ত্রীলোক চক্রবর্তী রাজা হইতে পারে... পুরুষ... পারে। ইহা অসম্ভব... পুরুষ শক্র হইতে পারে... মার... ব্রহ্মা হইতে পারে। ইহা সম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কায়-দুশ্চরিত্রের, বাক্-দুঃশ্চরিত্রের... মনো-দুশ্চরিত্রের ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ বিপাক (পরিণাম) হইতে পারে। ইহা সম্ভব যে কায়-দুশ্চরিত্রের... অনিষ্ট,

অকান্ত, অমনোজ্ঞ বিপাক হইতে পারে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কায়-সুচরিত্রের... অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ বিপাক হইতে পারে। ইহা অসম্ভব অনবকাশযুক্ত যে কায়-সুচরিত্রের... অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ বিপাক হইতে পারে। ইহা সম্ভব যে কায়-সুচরিত্রের ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ বিপাক হইতে পারে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কায়-দুশ্চরিত্র সমন্বাগত, বাক্-দুশ্চরিত্র সমন্বাগত, মনো-দুশ্চরিত্র সমন্বাগত বলিয়া সেই হেতু বা প্রত্যয়ের জন্য দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। ইহা সম্ভব যে কায়-দুশ্চরিত্র সমন্বাগত, বাক্-দুশ্চরিত্র সমন্বাগত, মনো-দুশ্চরিত্র সমন্বাগত বলিয়া সেই হেতু ও প্রত্যয়ে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইবে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কেহ কায়-সুচরিত্র সমন্বাগত, বাক্-সুচরিত্র সমন্বাগত, মনো-সুচরিত্র সমন্বাগত বলিয়া সেই হেতু, সেই প্রত্যয়ের জন্য অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নরকে উৎপন্ন হইবে। ইহা সম্ভব যে কায়-সুচরিত্র সমন্বাগত... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। ইহাই সম্ভব বলিয়া সেই ভিক্ষু জানেন। এইরূপে আনন্দ, বলা বাহুল্য, ভিক্ষু স্থান-অস্থান (সম্ভব-অসম্ভব) কুশল হয়।

এইরূপে উক্ত হইলে অয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, ইহা আশ্চর্য! অদ্ভুত, এই ধর্মপর্যায়ের কী নাম? তাহা হইলে, আনন্দ এই ধর্মপর্যায়ে বহুধাতুক, চারি পরিবর্ত, ধর্মদাস (আয়না), অমৃতদুন্দুভি, অনুত্তর সংগ্রামবিজয় বলিয়া মনে করো।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বহুধাতুক সূত্র সমাপ্ত

৬. ঋষিগিলি সূত্র[১]

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহ সমীপে ঋষিগিলি পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ভগবান তথায় ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ!’ ‘হ্যাঁ, ভদন্ত,’ বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, তোমরা কি এই বৈভার পর্বত দেখিতে পাইতেছ? “হ্যাঁ, ভদন্ত,” “ভিক্ষুগণ,

---

[১]। সূত্রের ব্যাখ্যানুযায়ী সূত্রের নাম ঋষিগিলি (পালি ইসিগিলি)।

এই বৈভার পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল, অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল। তোমরা কি এই পাণ্ডব পর্বত দেখিতেছ?" "হ্যাঁ ভদন্ত" "ভিক্ষুগণ, এই পাণ্ডব পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল, অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল। তোমার কি এই বৈপুল্য পর্বত দেখিতেছ?" "হ্যাঁ, ভদন্ত।" "ভিক্ষুগণ, এই বৈপুল্য পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল, অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল।" তোমরা কি গৃধ্রকূট পর্বত দেখিতেছ? "হ্যাঁ ভদন্ত।" ভিক্ষুগণ, এই গৃধ্রকূট পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল, অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল। তোমারা কি এই ঋষিগিলি পর্বত দেখিতেছ? "হ্যাঁ ভদন্ত।" "ঋষিগিলি পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল, অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল।"

ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে পাঁচশত প্রত্যেকবুদ্ধ এই ঋষিগিলি পর্বতে দীর্ঘদিন ধরিয়া বাস করিতেন। এই পর্বতে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাদের দেখা যাইত, কিন্তু প্রবিষ্ট হইবার পর আর দেখা যাইত না। তখন ইহাকে দেখিয়া মনুষ্যগণ এইরূপ বলিতেন, এই পর্বত ঋষিদিগকে গিলিয়া ফেলে, তাহাতে ঋষিগিলি সংজ্ঞা (নাম) উৎপন্ন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, আমি প্রত্যেকবুদ্ধদের নাম বর্ণনা করিব, কীর্তন করিব ও দেশনা করিব। তোমরা তাহা মনোযোগ-সহকারে শুনো। আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ ভদন্ত", বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

ভিক্ষুগণ, এই ঋষিগিলি পর্বতে অরিষ্ট নামে প্রত্যকবুদ্ধ দীর্ঘদিন বাস করিয়াছিলেন এবং উপারিষ্ট, টগরশিখী, যশস্বী, সুর্দশন, প্রিয়দর্শী, গন্ধার, পিণ্ডোল, উপঋষভ, নীত, তথ, শ্রুতবান, ভাবিতাত্ম প্রভৃতি প্রত্যকবুদ্ধগণও দীর্ঘদিন বাস করিয়াছিলেন।

যেইসকল সত্ত্বসার অনিঘ (শান্ত), আকাঙ্ক্ষারহিত, যাঁহারা প্রত্যেকেই সম্বোধি লাভ করিয়াছেন, সেইসকল বিশল্য (যন্ত্রণামুক্ত) নরোত্তমদের নাম কীর্তন করিতেছি, তোমরা শ্রবণ করো :

অরিষ্ট, উপারিষ্ট, টগরশিখী, যশস্বী, সুদর্শন, প্রিয়দর্শী, প্রভৃতি বুদ্ধ, গন্ধার, পিণ্ডোল, উপঋষভ, নীত, তথ, শ্রুতবান্, ভাবিতাত্ম, শম্ভু, শুভ, মতুল, অষ্টম, অষ্ট সুমেধ, অনিঘ, সুদন্ত প্রভৃতি প্রত্যেকবুদ্ধ যাঁহারা ভবনেত্রিক্ষীণ (পুনর্জন্মবিনষ্ট), মহানুভব হিঙ্গু এবং হিঙ্গ, দুই মুনি জালী ও অষ্টক, কোশলবুদ্ধ, সুবাহু, উপনেমিষ, নেমিষ, শান্তচিত্ত যিনি সত্যবাদী, বিরজ ও পণ্ডিত, কাল, উপকালল, বিজিত, জিত, অঙ্গ, পঙ্গ, গুপ্তিজাত, প্যশী, যিনি দুঃখমূল উপধি পরিত্যাগ করিয়াছেন, অপরাজিত যিনি মারসৈন্যকে জয় করিয়াছেন; শাস্তা, প্রবক্তা, শরভঙ্গ, লোমহর্ষক, উচ্চাঙ্গমায়, অসিত, অনাসব, মনোময়, মানচ্ছিৎ যিনি মান পরিত্যাগ করিয়াছেন,

বন্ধুমান, তদাধিমুক্ত যিনি বিমল ও কেতুমান, কেতুম্পরাগ, আর্য মাতঙ্গ, অচ্যুত, অচ্যুতগাম, ব্যামক, সুমঙ্গল, দর্বিল, সুপ্রতিষ্ঠিত, অসহ্য, ক্ষেম্যভিরত, সৌরত, দুরন্বয়, সংঘ, উচ্চয়, মুনিহস্য, অনোমনিক্কম, আনন্দ, নন্দ, উপনন্দ, দ্বাদশ অন্তিম দেহদারী ভারদ্বাজ, বোধি, মহানাম এবং আরও কেশী, শিখী, সুন্দর, ভরদ্বাজ, তিষ্য, উপতিষ্য যাঁহারা ভব-বন্ধন ছেদন করিয়াছেন; তৃষ্ণা ছেদনকারী উপসীদরী ও সীদরী, বীতরাগ মঙ্গলবুদ্ধ, দুঃখমূল—(রাগ) জালছেদনকারী ঋষভ, শান্তপদলাভী উপনীত, উপোসথ, সুন্দর, সত্যনাম, জেত, জয়ন্ত, পদ্ম, উৎপল, পদ্মোত্তর, রক্ষিত, পর্বত, মানস্তব্ধ, বীতরাগ, শোভিত, সুবিমুক্তচিত্ত, কৃষ্ণ, বুদ্ধ—ইহারা এবং অন্যান্য মহানুভব প্রত্যেকবুদ্ধ যাঁহাদের ভবনেত্রি ক্ষীণ হইয়াছেন এই সকল সম্পূর্ণরূপে নির্বাণপ্রাপ্ত মহর্ষিকে বন্দনা করো।

ঋষিগিলি সূত্র সমাপ্ত

৭. মহাচত্বারিংশৎ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ,’ আমি তোমাদের নিকট কারণযুক্ত ও পরিষ্কারমুক্ত[১] আর্য সম্যক সমাধি দেশনা করিব, তোমরা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করো। ‘হ্যাঁ ভদন্ত’ বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, প্রত্যয় ও পরিষ্কারযুক্ত আর্যসম্যক সমাধি কী কী? যেমন, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব ও সম্যক স্মৃতি। ভিক্ষুগণ, সপ্তাঙ্গের দ্বারা চিত্তের যে একাগ্রতা পরিষ্কৃত হয়,[২] তাহাকেই বলা হয় প্রত্যয় ও পরিষ্কারযুক্ত আর্য সম্যক সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে সম্যক দৃষ্টি পূর্বগামী হয়? যখন মিথ্যাদৃষ্টিকে মিথ্যাদৃষ্টি বলিয়া জানে, সম্যক দৃষ্টিকে সম্যক দৃষ্টি বলিয়া জানে, তাহাই সম্যক দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি কী কী? দান নাই, ইষ্ট নাই, হোত্র নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই,

---

[১] স-উপনিসং তি সপচ্চয়ং, সপরিক্খারং তি সপরিবারং-প.সূ.

[২] পরিক্খতা তি পরিবারিতো অর্থাৎ পরিবৃত-প.সূ.

সম্যকগত, সম্যকপন্থী এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হয়। ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি কী? ভিক্ষুগণ, আমি দুই প্রকার সম্যক দৃষ্টি সম্পর্কে বলি : আসবযুক্ত, পুণ্যভাগী, উপাধিফলদায়ী সম্যক দৃষ্টি ও আর্য, অনাসব লোকোত্তর ও মার্গাঙ্গ সম্যক দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, আসবযুক্ত... সম্যক দৃষ্টি কী? দান আছে, ইষ্ট আছে,... স্বরূপ প্রকাশ করেন... ইহাই আসবযুক্ত... সম্যক দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, আর্য অনাসব... কী? যে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-বল, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গাঙ্গ সম্যক দৃষ্টি আর্যমার্গের ভাবনার দ্বারা আর্যচিত্তের ও আর্যমার্গের সমঙ্গীভূত—তাহাই আর্য, অনাসব... সম্যক দৃষ্টি। মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও সম্যক দৃষ্টি লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা তাহাই সম্যক ব্যায়াম। তিনি স্মৃতি-সহকারে মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করেন ও সম্যক দৃষ্টি লাভ করিয়া বিহার করেন, ইহাই সম্যক স্মৃতি। এইরূপে সম্যক দৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া তিনটি ধর্ম, অনুপরিধাবিত ও অনুপরিবর্তিত হয়, তিনটি ধর্ম; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। কিরূপে সম্যক দৃষ্টি পূর্বগামী হয়? তিনি মিথ্যা সংকল্পকে মিথ্যা সংকল্প বলিয়া এবং সম্যক সংকল্পকে সম্যক সংকল্প বলিয়া জানেন, ইহাই সম্যক দৃষ্টি। মিথ্যাসংকল্প কি? কামসংকল্প, ব্যাপাদসংকল্প, বিহিংসাসংকল্প, ইহাই মিথ্যা সংকল্প। সম্যক সংকল্প কী? ভিক্ষুগণ, আমি দুই প্রকার সম্যকসংকল্প বর্ণনা করি : আসবযুক্ত সম্যক সংকল্প ও আর্য... সম্যক সংকল্প। ভিক্ষুগণ, আসবযুক্ত... সম্যক সংকল্প কী? নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প, ইহাই আসবযুক্ত... সম্যক সংকল্প। ভিক্ষুগণ, আর্য, অনাসব... সম্যক সংকল্প কী? যে তর্ক, বির্তক, সংকল্প, চিত্তের অর্পণ ব্যর্পণ, অভিনিরোপনজনিত বাক্সংস্কার আর্যমার্গের ভবনার দ্বারা আর্য চিত্তের অনাসবচিত্তের ও আর্যমার্গের সমঙ্গীভূত, তাহাই আর্য অনাসব সম্যক সংকল্প। তিনি মিথ্যা সংকল্প পরিত্যাগের জন্য, সম্যক সংকল্প অর্জনের জন্য চেষ্টা করেন ইহাই সম্যক ব্যায়াম। তিনি স্মৃতি-সহকারে মিথ্যা সংকল্প ত্যাগ করেন ও সম্যক সংকল্প অর্জন করেন, ইহাই সম্যক স্মৃতি। এইরূপে সম্যক সংকল্পকে কেন্দ্র করিয়া... অনুপরিধাবিত ও অনুপরিবর্তিত হয়; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। কিরূপে... হয়? কেহ মিথ্যা বাক্যকে

মিথ্যাবাক্য বলিয়া জানে... ইহাই সম্যক দৃষ্টি। মিথ্যা বাক্য কী? মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য ও সম্প্রলাপ, ইহাই মিথ্যা বাক্য। সম্যক বাক্য কি? ভিক্ষুগণ, আমি সম্যক বাক্য দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করি। আসবযুক্ত... মার্গাঙ্গ সম্যক বাক্য। ভিক্ষুগণ, আসবযুক্ত... উপধি ফলদায়ী সম্যক বাক্য কী? মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি ও সম্প্রলাপ হইতে বিরতি, ইহাই... উপধি পরিণামী সম্যক বাক্য। আর্য অনাসব... মার্গঙ্গ সম্যক বাক্য কী? চারি প্রকার বাক্-দুশ্চরিত্র হইতে আরতি (নিবৃতি) বিরতি, প্রতিবিরতি ও বিরমণ আর্য চিত্তের... সমঙ্গীভূত, তাহাই আর্য, অনাসব... সম্যক বাক্য। তিনি মিথ্যা বাক্য পরিত্যাগের জন্য ও সম্যক বাক্য কথনের জন্য চেষ্টা করেন। ইহাই সম্যক ব্যায়াম। তিনি স্মৃতি-সহকারে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করেন, সম্যক বাক্য সম্পদন করিয়া বিহার করেন। ইহাই সম্যক স্মৃতি। এইরূপে সম্যক বাক্যকে কেন্দ্র করিয়া... সম্যক স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। কিরূপে... পূর্বগামী হয়? কেহ মিথ্যা কর্মকে মিথ্যা কর্ম বলিয়া, সম্যক র্কমকে সম্যক কর্ম বলিয়া জানে, তাহাই সম্যক দৃষ্টি। মিথ্যা কর্ম কী? প্রাণিহত্যা, অদত্তগ্রহণ, কামে মিথ্যাচার (ব্যভিচার) মিথ্যাকর্ম। সম্যক কর্ম কী? সম্যক কর্ম... দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করি। আসবযুক্ত... সম্যক কর্ম ও আর্য, অনাসব..সম্যক কর্ম। প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্ত গ্রহণ... কামে ব্যভিচার হইতে বিরতি— ইহাই আসবযুক্ত... সম্যক কর্ম। আর্য অনাসব... কী? কায়-দুশ্চরিত্র হইতে আরতি, বিরতি... ইহাই সম্যক কর্ম। তিনি মিথ্যাকর্ম পরিত্যাগের জন্য... সম্যকস্মৃতি।

ভিক্ষুগণ, সেইস্থলে সম্যক দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। কিরূপে... হয়? কেহ মিথ্যা জীবিকাকে মিথ্যা জীবিকা বলিয়া, সম্যক জীবিকাকে সম্যক জীবিকা বলিয়া জানে, তাহাই সম্যক দৃষ্টি। মিথ্যা জীবিকা কী? কুহনা (শঠতা), লপনা (ভিক্ষার জন্য অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ), নৈমিত্তিকতা (ভবিষ্যৎ গণনা)। নিষ্পেষিকতা (জাদুবৃত্তি), লাভের জন্য লাভগৃধ্ন হইয়া জীবিকার্জন, ইহাই মিথ্যা জীবিকা। সম্যক জীবিকা কী? আমি সম্যক জীবিকা দুই প্রকার... মার্গাঙ্গ। এইস্থলে আর্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া সম্যক জীবিকা দ্বারা জীবন ধারণ করেন, ইহাই আসবযুক্ত... সম্যক জীবিকা। আর্য অনাসব... কী? যে মিথ্যা জীবিকা হইতে বিরতি... সম্যক স্মৃতি। ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি কিরূপে পূর্বগামী হয়? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি হইতে সম্যক সংকল্প

উৎপন্ন হয়, সম্যক সংকল্প হইতে সম্যক বাক্য, সম্যক বাক্য হইতে সম্যক কর্ম, সম্যক কর্ম হইতে সম্যক জীবিকা, সম্যক জীবিকা হইতে সম্যক ব্যায়াম, সম্যক ব্যায়াম হইতে সম্যক স্মৃতি, সম্যক স্মৃতি হইতে সম্যক সমাধি, সম্যক সমাধি হইতে সম্যক জ্ঞান। সম্যক জ্ঞান হইতে সম্যক বিমুক্তি উৎপন্ন হয়। এইরূপে শৈক্ষ্যের প্রতিপদ (মার্গ) অষ্টাঙ্গযুক্ত ও অর্হতের দশাঙ্গযুক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সেইস্থলে সম্যক দৃষ্টি... পূর্বগামী হয়? সম্যক দৃষ্টিসম্পন্নের[১] মিথ্যা দৃষ্টি নির্জীর্ণ হয় এবং মিথ্যা দৃষ্টিজনিত যে পাপ ও অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তাহা নির্জীর্ণ হয়, সম্যক দৃষ্টিজনিত বহু কুশলধর্ম পরিভাবনা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। সম্যক সংকল্প দ্বারা মিথ্যা সংকল্প... সম্যক বাক্যসম্পন্নের মিথ্যা বাক্য... সম্যক কর্মসম্পন্নের মিথ্যা কর্ম... সম্যকজীবীর মিথ্যা জীবিকা... সম্যক ব্যায়ামসম্পন্নের মিথ্যা ব্যায়াম... সম্যক স্মৃতি দ্বারা মিথ্যা স্মৃতি... সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি দ্বারা মিথ্যা সমাধি... সম্যক জ্ঞানসম্পন্নের মিথ্যা জ্ঞান, সম্যক বিমুক্তিপ্রাপ্তের মিথ্যা বিমুক্তি... পরিভাবনা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। এইভাবে কুশল পক্ষে বিশটি, অকুশল পক্ষে বিশটি ধর্ম। যে মহাচত্বারিংশৎ ধর্মপর্যায় প্রবর্তিত তাহা কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা দেব বা মার বা ব্রহ্ম বা জগতের কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা অপ্রতিবর্তনীয়। ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই মহাচত্বারিংশৎ ধর্মপর্যায়কে নিন্দনীয় ও তিরস্কৃতব্য মনে করেন দৃষ্টধর্মে তাহার যুক্তি ধর্মানুযায়ী বাদনুবাদ নিন্দার কারণ হয়। ভবদীয় ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টিকে নিন্দা করে, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তাহার পূজ্য ও প্রশংসাপ্রাপ্ত, যে ভবদীয় ব্যক্তি সম্যক সংকল্পকে... সম্যক কর্মকে... সম্যক জীবিকাকে... সম্যক ব্যায়ামকে... সম্যক স্মৃতিকে... সম্যক সমাধিকে... সম্যক বিমুক্তিকে নিন্দা করে, মিথ্যাসংকল্পসম্পন্ন... মিথ্যাবিমুক্তি প্রাপ্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তাহার পূজ্য ও প্রশংসাপ্রাপ্ত। যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই মহাচত্বারিংশৎ ধর্মপর্যায়কে... নিন্দার কারণ হয়। যাহারা উৎকলবাসী,[২] বর্ষ ও ভণ্যা[৩] অহেতুবাদী, অকার্যবাদী, তাহারা মহাচত্বারিংশৎ ধর্মপর্যায়কে নিন্দনীয় ও তিরস্কৃতব্য বলিয়া মনে করে না। তাহা কী কারণে? নিন্দা বিদ্রূপ তিরস্কারের ভয়ে।

---

[১]। মগ্‌গসম্মা দিট্‌ঠিয়ং টিতস্‌স পুগ্‌গলস্‌স-প.সূ.।

[২]। উৎকল জনপদবাসী—প.সু।

[৩]। দুইজন ব্যক্তির নাম—প.সু।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

মহাচত্বরিংশৎ সূত্র সমাপ্ত

৮. আনাপানস্মৃতি সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময়ে ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে পূর্বারামে মৃগারমাতার প্রাসাদে আয়ুষ্মান সারিপুত্র, মহামৌদ্গাল্লায়ন, মহাকাশ্যপ, মহাকাত্যায়ন, মহাকৌষ্ঠিত, মহাকপ্পিন, মহাচুন্দ, অনুরুদ্ধ, রেবত, আনন্দ প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ স্থবির ও অন্যান্য অভিজ্ঞাত স্থবিরও শিষ্যদের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণ নবীন ভিক্ষুদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতেন। কতিপয় স্থবির দশজন ভিক্ষুকে, কতিপয় স্থবির বিশজন ভিক্ষুকে, কতিপয় স্থবির ত্রিশজন... চল্লিশজন ভিক্ষুকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতেন। সেই নবীন ভিক্ষুগণ স্থবিরদের দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া (ধ্যানে) উত্তম ধারাবাহিক বিশেষজ্ঞান লাভ করিতেন। তখন ভগবান সেই উপোসথ দিবসে পঞ্চদশীর পূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে প্রবারণার পর ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন।

অতঃপর ভগবান তূষ্ণীভূত সংঘকে অবলোকন করিয়া আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, এই প্রতিপদের জন্য আমি আরব্ধচিত্ত (সন্তুষ্ট)। সুতরাং তোমরা অপ্রাপ্তকে প্রাপ্তির জন্য, অনধিগতকে অধিগত করিবার জন্য এবং অসাক্ষাৎকৃতকে সাক্ষাৎ (উপলব্ধি) করিবার জন্য আরও অধিক মাত্রায় শক্তি প্রয়োগ করো, আমি এই শ্রাবস্তীতে চাতুর্মাসী কৌমুদীতে ফিরিয়া আসিব। জনপদের ভিক্ষুগণ শুনিলেন, ভগবান নাকি চাতুর্মাসী কৌমুদীতে (বর্ষার শেষে কার্তিক পূর্ণিমার পর যখন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়) শ্রাবস্তীতে আসিবেন। সেই জনপদের ভিক্ষুগণ ভগবানকে দেখিবার জন্য শ্রাবস্তীতে আসিলেন। সেই স্থবির ভিক্ষুগণ নব্য ভিক্ষুদিগকে অধিকমাত্রায় উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। কতিপয় স্থবির দশজন ভিক্ষুকে... চল্লিশজন ভিক্ষুকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলেন। সেই সকল নব্য ভিক্ষুগণ স্থবিরদের দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া বিশেষ উত্তম জ্ঞান লাভ করেন। সেই সময় ভগবান সেই উপোসথ দিবসে উপবিষ্ট ছিলেন।

অতঃপর ভগবান তূষ্ণীভূত... আহ্বান করিয়া বলিলেন, ভিক্ষুগণ, পরিষদ অপ্রলাপ, নিষ্প্রলাপ, শুদ্ধ ও সারবস্তুতে প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ এই ভিক্ষুসংঘ

যেমন এই পরিষদ, আহ্বানীয়, প্রাহ্বানীয়, দাক্ষিণেয্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং লোকের (জগতের) অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র নামে অভিহিত। সেইরূপ এই ভিক্ষুসংঘকে অল্প কিছু দিলে তাহা বহু হইয়া যায়, বহু দিলে বহুতর হইয়া যায়। সেইরূপ ভিক্ষুসংঘ, যেমন এই পরিষদ, পৃথিবীতে দুর্লভ। এই ভিক্ষুসংঘকে দেখিবার জন্য স্কন্ধে খাদ্যথলি[১] বহন করিয়া বহুযোজন পর্যন্ত গমন প্রয়োজন। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুসংঘে বহু ভিক্ষু আছেন যাঁহারা অর্হৎ, ক্ষীণাসব, ব্রতসম্পন্ন, কৃতকার্য অপনীতভার, সদর্থপ্রাপ্ত পরিক্ষীণ-ভবসংযোজন ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত। ভিক্ষুসংঘে এইরূপ ভিক্ষুগণ আছেন যাঁহারা পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজনের ক্ষয় করিয়া ঔপপাতিক হইয়া নির্বাণলাভী হইয়াছেন এবং সেই লোক হইতে আর প্রত্যাবর্তন করিবেন না। এই ভিক্ষুসংঘে বহু ভিক্ষু আছেন যাঁহারা ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহ অতিক্রম করিয়া সকৃদাগামী হইয়া আরেকবারমাত্র এই পৃথিবীতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। এই ভিক্ষুসংঘে এইরূপ বহু ভিক্ষু আছেন যাঁহারা ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করিয়া স্রোতাপন্ন ও অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ। এই ভিক্ষুসংঘে এইরূপ বহু ভিক্ষু আছেন যাঁহারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান-ভাবনায় অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন। এই ভিক্ষুসংঘে... যাঁহারা চারি সম্যক প্রধানের ভাবনায় অনুযুক্ত... চারি ঋদ্ধিপাদের ভাবনায় অনুযুক্ত... পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভাবনায় অনুযুক্ত... পঞ্চ বলের ভাবনায়... সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গের ভাবনায়... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভাবনায়... মৈত্রী-ভাবনায়... করুণা-ভাবনায়... মুদিতা-ভাবনায়... উপেক্ষা-ভাবনায়... অশুভ-ভাবনায়... অনিত্য-সংজ্ঞা-ভাবনায়... আনাপানস্মৃতি-ভাবনায় অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি যখন ভাবিত হয় তখন ইহা মহাফলপ্রসু ও মহার্থবহ, মহা-উপকারদায়ক হয়। আনাপানস্মৃতি যখন ভাবিত ও বহুলকৃত (বর্ধিত) হয়, তাহা চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে পরিপূর্ণ করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থান যখন ভাবিত ও বহুলকৃত হয়, তাহা সপ্তবোধ্যঙ্গকে পরিপূর্ণ করে, সপ্তবোজ্ঝাঙ্গ যখন ভাবিত ও বহুলকৃত হয়, তাহা বিদ্যামুক্তিকে পরিপূর্ণ করে। ভিক্ষগণ, কিরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত, বহুলকৃত, মহাফলপ্রসু ও মহার্থবহ হয়? ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অরণ্যগত (বনে যাইয়া), বৃক্ষমূলগত শূন্যাগারগত (শূন্যগারে প্রবেশ করিয়া) ঋজুদেহে প্রণিধানের জন্য অভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া পর্যঙ্কাসনে উপবেশন করেন। তিনি স্মৃতি মান হইয়া

[১]। পুটোসেন এর অন্য পাঠ পুটংসো দৃষ্ট হয়—প.সূ.।

শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি,' হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টভাবে জানেন। তিনি সর্বকার প্রতিসংবেদী (সর্বদেহে অনুভুত) শ্বাস গ্রহণ করিতে এবং নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। সর্বকায়সংস্কার (যাবতীয় দৈহিক ক্রিয়া) উপশান্ত করিয়া শ্বাসগ্রহণ করিতে এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। তিনি প্রীতি সংবেদী (প্রীতিজ্ঞাত) হইয়া 'আমি শ্বাস গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছি সুখ সংবেদী'... চিত্তসংস্কার প্রীতিসংবেদী... চিত্ত প্রমোদিত করিয়া... (ধ্যানে) চিত্ত সম্যকরূপে স্থাপন করিয়া... চিত্তবিমোচন করিয়া (পঞ্চস্কন্ধের) অনিত্যানুদর্শী (আদানমুক্ত চিত্ত) হইয়া 'শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি' বলিয়া শিক্ষা করেন। এইরূপে ভাবিত হইয়া আনাপানস্মৃতি বর্ধিত মহাফলপ্রসূ ও মহা উপকারদায়ক হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত হয়? কিরূপে বর্ধিত হইয়া চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে পরিপূর্ণ করে? ভিক্ষুগণ, যে সময় কোনো ভিক্ষু দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে "দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি... কায়সংস্কার উপশান্ত করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিব" বলিয়া শিক্ষা করেন। সেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। ভিক্ষুগণ, চতুর্বিধ কায়ের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস অন্যতম একটি বলিয়া আমি বলি। সুতরাং সেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু 'প্রীতিসংবেদী হইয়া শ্বাস গ্রহণ করিব, চিত্তসংস্কার উপশান্ত করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব' বলিয়া শিক্ষা করেন। সেই সময়ে তিনি বেদনায় বেদনানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। ত্রিবিধ বেদনার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য উত্তমরূপে নোসংযোগ একটি অন্যতম বলিয়া আমি বলি; সুতরাং সেই ভিক্ষু... দূরীভূত করেন। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু 'চিত্তপ্রতিসংবেদী হইয়া শ্বাস গ্রহণ করিব... চিত্তবিমোচন করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব' বলিয়া শিক্ষা করেন। সেই সময়ে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী, আতাপী,... অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। ভিক্ষুগণ, আমি মূঢ়স্মৃতি ও অসম্প্রজ্ঞাতের আনাপানস্মৃতি-ভাবনা সর্ম্পকে কিছু বলি না। সুতরাং সেই ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী, আতাপী... দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন।

ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু 'অনিত্যানুদর্শী হইয়া শ্বাস গ্রহণ করিব.. বিসর্জনানুদর্শী হইয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব' বলিয়া শিক্ষা করেন, সেই সময়

ভিক্ষু ধর্মে ধর্মানুদর্শী, আতাপী... দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। তিনি অভিধ্যাদৌর্মনস্যের যাহা ত্যাগ, তাহা প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করিয়া উৎত্তমরূপে সম্পূর্ণ উপেক্ষাপরায়ণ হন। সুতরাং ভিক্ষু ধর্মগুলির মধ্যে ধর্মানুদর্শী হইয়া দৌর্মনস্য... দূরীভূত করে। এইরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বর্ধিত হইয়া চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে পরিপূর্ণ করে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বর্ধিত হইয়া সপ্তবোজ্ঝাঙ্গকে পরিপূর্ণ করে? যে সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী, আতাপী... দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন, সেই সময়ে তাঁহার স্মৃতি উপস্থিত থাকে ও সংমূঢ় হয় না। যে সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থিত ও অসংমূঢ় থাকে, সেই সময়ে তাঁহার স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়, ভিক্ষু তখন স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গকে ভাবনা করেন, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি সেইরূপ স্মৃতি-সহকারে বিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা সেই ধর্মকে অনুসন্ধান করেন, বিশ্লেষণ করেন ও পরীক্ষা করেন। যে সময়ে ভিক্ষু সেইরূপ স্মৃতি-সহকারে... পরীক্ষা করেন, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়, তখন ভিক্ষু ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গকে ভাবনা করেন, সেইসময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়ের সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞার দ্বারা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করার ফলে তাঁহার মধ্যে অবিচল বীর্য আরব্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, যে সময়ে ভিক্ষুর সেই ধর্মকে... আরব্ধ হয়, ভিক্ষু বীর্যসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন, তাঁহার বীর্যসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। আরব্ধ বীর্যের নিরামিষ (নিষ্কাম) প্রীতি উৎপন্ন হয়। যে সময়ে আরব্ধবীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই তাঁহার প্রীতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়, ভিক্ষু প্রীতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন, তাঁহার প্রীতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রীতমনের দেহ শান্ত হয়, চিত্ত শান্ত হয়। যখন প্রীতমন ভিক্ষুর... শান্ত হয়, তখন ভিক্ষু প্রশ্রদ্ধিবোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়, ভিক্ষু প্রশ্রদ্ধিবোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন... পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুখসম্পন্ন প্রশ্রদ্ধ কায়ের চিত্ত সমাধিস্থ হয়। যখন ভিক্ষুর সুখসম্পন্ন... সমাধিস্থ হয়, সেই সময় তাঁহার সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়, ভিক্ষু সমাধিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন... পরিপূর্ণতা লাভ করে। এইভাবে সমাহিত চিত্ত উত্তমরূপে সম্পূর্ণ উপেক্ষাযুক্ত হয়। যে সময়ে ভিক্ষুর সমাহিত চিত্ত... উপেক্ষিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার উপেক্ষাসম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়,... পরিপূর্ণতা লাভ করে। যে সময়ে ভিক্ষু বেদনায়... চিত্তে... ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া আতাপী... দৌর্মনস্য দূরীভূত করন। সেই সময়ে তাঁহার স্মৃতি উপস্থিত ও অসংমূঢ় হয়। যখন

ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থিত ও অসংমূঢ় হয়, তখন তাঁহার স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়... পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি এইভাবে স্মৃতি-সহকারে বিহার করার জন্য সেই ধর্মকে প্রজ্ঞার দ্বারা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে পারেন। যখন ভিক্ষু এইভাবে স্মৃতিমান... পরীক্ষা করেন, তখন তাঁহার ধর্মবিচয়সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়... পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ধর্মকে প্রজ্ঞার দ্বারা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করার ফলে তাঁহার অবিচল বীর্য আরব্ধ হয়। তখন ভিক্ষুর সেই ধর্মকে... অবিচল বীর্য আরব্ধ হয়... পরিপূর্ণতা লাভ করে। আরব্ধ বীর্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। যখন আরব্ধবীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়... প্রীতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রীতিমনের দেহ শান্ত হয়... প্রশ্রদ্ধিসম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুখসম্পন্ন প্রশ্রদ্ধকায়ের... সম্পূর্ণ উপেক্ষাযুক্ত হয়। যখন সমাহিত চিত্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষাযুক্ত হয়... উপেক্ষাসম্বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বর্ধিত হইয়া সপ্তবোধ্যঙ্গকে পরিপূর্ণ করে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত হয়? কিরূপে বর্ধিত হইয়া বিদ্যামুক্তিকে পরিপূর্ণ করে? ভিক্ষুগণ, এই স্থলেবিভাবনা বিবেক-বিরাগ-নিরোধ নিশ্রিত (আশ্রিত), বিসর্জন পরিণামী স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ধর্মবিচয়সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্যসম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধিসম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধিম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষাসম্বোজ্ঝাঙ্গ সম্পর্কেও এইরূপ। সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ এইরূপে ভাবিত ও বর্ধিত হইয়া বিদ্যাবিমুক্তিকে পরিপূর্ণ করে।

ভগবান এইরূপ বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আনাপানস্মৃতি সূত্র সমাপ্ত

৯. কায়গতাস্মৃতি সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর একদিন ভিক্ষাচর্যার পর আহার্য গ্রহণান্তে উপস্থান শালায় সমবেত বহু ভিক্ষুর মধ্যে এইরূপ কথা উৎপন্ন হইয়াছিল : আশ্চর্য বন্ধুগণ, অদ্ভুত বন্ধুগণ, যে জ্ঞাতা, দর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবানের দ্বারা মহাফলপ্রসূ, মহার্থবহ[১] কায়গতাস্মৃতি ভাবিত ও বর্ধিত হইয়াছে।

---

[১] । আনিসংস অর্থাৎ আশংসা (ঈপ্সিত লক্ষ্য)—প্রথম খণ্ড।

ভিক্ষুদের এই অভ্যন্তরীণ আলোচনা বিপর্যস্ত হইল। অতঃপর ভগবান সায়াহ্নকালে ধ্যান হইতে উঠিয়া উপস্থানশালায় গমনপূর্বক প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উবেশন করিলেন। উবেশন করিয়া ভগবান ভিক্ষুগদিগকে আহবান করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কী কথা আলোচনার জন্য তোমরা এখানে সমবেত হইয়াছ? কী অন্তরকথা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছ?'

ভদন্ত, আমরা ভিক্ষাচর্যার পর আহারান্তে উপস্থানশালায় সমবেত ও একত্র হইয়াছি। আমাদের মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ কথা উৎপন্ন হইয়াছে : আশ্চর্য বন্ধুগণ,... বর্ধিত হইয়াছে। ভগবান পৌঁছিবার পর আমাদের এই অভ্যন্তরীণ আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে কায়গতাস্মৃতি ভাবিত, বর্ধিত, মহাফলপ্রসূ ও মহার্থবহ হয়? ভিক্ষুগণ, এইস্থলে কোনো ভিক্ষু অরণ্যাগত, বৃক্ষতলগত, শূন্যাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দেহকে ঋজু করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া পর্যঙ্কাসনে উপবেশন করেন। তিনি 'স্মৃতি-সহকারে শ্বাসগ্রহণ... নিশ্বাস ত্যাগ করিব' বলিয়া শিক্ষা করেন। এইরূপে অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইয়া বিহার করার ফলে তাঁহার যে-সকল গৃহীসুলভ কামনা বাসনা সেইগুলি দূরীভূত হয় এবং দূরীভূত হইবার ফলে চিত্ত অধ্যাত্মভাবে সংস্থিত, উপবিষ্ট, কেন্দ্রীভূত ও সমাধিস্থ হয়। এইরূপে ভিক্ষু কায়গতাস্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গমন করিলে 'গমন করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবস্থান করিলে 'অবস্থান করিতেছি,' উপবিষ্ট থাকিলে 'উপবিষ্ট আছি' শায়িত থাকিলে 'শায়িত আছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, এইরূপে যখন যেইভাবে দেহ বিন্যস্ত হয়, তখন তিনি তাহা সেইভাবেই জানেন। এইরূপে অপ্রমত্ত... কায়গতাস্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সংকোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবরধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্রত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীভাবে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। এইরূপে অপ্রমত্ত... কায়গতাস্মৃতি-ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই শরীরে পদতলের ঊর্ধ্বভাগ হইতে কেশের অধোভাগ পর্যন্ত ত্বকাবৃত দেহে নানাপ্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন : এই দেহে আছে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত,

শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, শিকনি, লাসিকা ও মূত্র। যেমন ভিক্ষুগণ, শালি, বৃহি, মুদ্গ, মাষ, তিল ও তণ্ডুলাদি বিবিধ শস্যপূর্ণ উভয়মুখ মুতলী (ভাণ্ড) উন্মোচিত করিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ প্রত্যবেক্ষণ করেন : এইগুলি শালি, এইগুলি বৃহি, এইগুলি মুদ্গ, এইগুলি মাষ, এইগুলি তিল, এইগুলি তণ্ডুল, তেমনি এই দেহে পদতলের ঊর্ধ্বভাগ হইতে... মূত্র। এইরূপে অপ্রমত্ত... কায়গতাস্মৃতি-ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই দেহ যেইভাবে অবস্থিত, যেইভাবে বিন্যস্ত তাহা ধাতুর দিক হইতে প্রত্যবেক্ষণ করেন : এই দেহে আছে পৃথিবীধাতু (ক্ষিতি), আপধাতু, তেজধাতু এবং বায়ুধাতু। ভিক্ষুগণ, যেমন দক্ষ গোঘাতক বা গোঘাতক-অন্তেবাসী গাভী বধ করিয়া, উহার দেহ অংশাংশীভাবে বিভক্ত করিয়া, তাহা বিক্রয়ার্থ চৌরাস্তায় বসিয়া থাকে, তেমনি এই দেহ যেইভাবে অবস্থিত... বায়ুধাতু। এইরূপে অপ্রমত্ত... কায়গতাস্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, যেমন কেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত, একাহমৃত, দ্ব্যহ-মৃত, ত্র্যহ-মৃত, স্ফীত, বিবর্ণ, পুঁজপূর্ণ দেখিতে পায়, তেমনি ভিক্ষু উহার সহিত তুলনা করিয়া দেহ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত করেন—এই দেহ ঈদৃশধর্মী, ইহাতে এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে অপ্রমত্ত... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, যেমন কেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত মৃতদেহকে কাক, কুণাল (ঈগল), গৃধ্র, কুক্কুর, শৃগাল, বিবিধ কৃমিকীট খাইতেছে দেখিতে পায়, তেমনি ভিক্ষু উহার সহিত তুলনা করিয়া... অনতিক্রম্য। এইরূপে অপ্রমত্ত... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, যেমন কেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত মৃতদেহকে স্নায়ুবদ্ধ, মাংস-লোহিতসম্পন্ন, অস্থিশৃঙ্খল (কঙ্কাল), স্নায়ুবদ্ধ নির্মাংস কিন্তু এখনো অস্থিশঙ্খল, স্নায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খল কিন্তু অপগতমাংসলোহিত, স্নায়ুসম্বন্ধহীন দিক্‌বিদিক্ বিক্ষিপ্ত অস্থিগুলি, একস্থানে হাতের অস্থি, একস্থানে পায়ের অস্থি, একস্থানে জঙ্ঘার অস্থি, একস্থানে উরুর অস্থি, একস্থানে কটির অস্থি, একস্থানে পিঠের অস্থি, একস্থানে শীর্ষকটাহ (মাথার খুলি) পড়িয়া রহিয়াছে, এই অবস্থায় দেখিতে পায়; তেমনভাবে উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু দেহ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন... অনতিক্রম্য। এইরূপে অপ্রমত্ত... ভাবনা করেন।

পুনরায় ভিক্ষুগণ, যেমন, কেহ শশ্মানে পরিত্যক্ত মৃতদেহের অস্থিগুলি

শ্বেতশঙ্খবর্ণ-সদৃশ, বর্ষকাল পরে পুঞ্জীকৃত, গলিত ও চুর্ণীকৃত হইয়াছে দেখিতে পায়, তেমনি উহার সহিত তুলনা করিয়া... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত (মুক্ত) হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন[১]। তিনি দেহকে বিবেজক প্রীতি-সুখের দ্বারা অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপুরিত ও পরিস্ফুরিত করেন; সমগ্র দেহের কোনো অংশ বিবেজক প্রীতিসুখের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। ভিক্ষুগণ, যেমন, দক্ষ স্নাপক অথবা স্নাপক অন্তেবাসী কাংস্যপাত্রে গন্ধচূর্ণাদি আকীর্ণ করিয়া তাহাতে ফোঁস ফোঁস জলসিঞ্চন করে এবং তাহাতে গন্ধচূর্ণ স্নেহার্দ্র, স্নেহসিক্ত, অন্তরে বাহিরে স্নেহস্পৃষ্ট হয় অথবা গলিত হয় না তেমনভাবেই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেজক... অস্ফুরিত থাকে না... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করেন। তিনি এই দেহকে সমাধিজ প্রীতিসুখের দ্বারা অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। ভিক্ষুগণ, যেমন, এক গভীর হ্রদ আছে যাহার তলদেশ হইতে স্বতঃই জল উদ্গাত হয়, সেই হ্রদে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ কোনো দিকে জল নির্গমনের পথ নাই এবং আকাশের মেঘ যথাকালে প্রচুর বর্ষণ করে না, সেই হ্রদ হইতে ঠাণ্ডা বারিধারা উৎসারিত হইয়া ওই হ্রদকে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে, তেমনভাবে ভিক্ষু সমাধিজ... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন। দেহে সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে ধ্যায়ী, উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া সুখে বিহার করেন বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধ... অস্ফুরিত থাকে না। ভিক্ষুগণ, যেমন, উৎপল, পদ্ম বা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোনো কোনোটি উদকে জাত হইয়া উদকেই সংবর্ধিত, উদকানুগত এবং জলনিমগ্ন অবস্থায় প্রোথিত থাকে, উহার অগ্রভাগ হইতে মূল পর্যন্ত শীত বারি দ্বারা অভিষিক্ত, পরিষিক্ত, পরিপূরিত ও পরিস্ফুরিত হয়, উহার কিছুই

---

[১] এই অংশগুলি মহাঅস্‌সপুর সুত্তে উল্লিখিত হইয়াছে।

শীতবারিতে অস্ফুরিত থাকে না, তেমনি ভিক্ষু এই দেহকে... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু (সর্বদৈহিক) সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমসন্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট থাকেন। তাঁহার সর্বদেহের কোনো অংশই পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। ভিক্ষুগণ, যেমন, কোনো পুরুষ পরিষ্কৃত বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া উপবেশন করিলে সমগ্র দেহের কোনো অংশ অনাবৃত থাকে না, তেমনি ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত চিত্তের দ্বারা... ভাবনা করেন।

ভিক্ষুগণ, যাঁহার মধ্যে কায়গতাস্মৃতি ভাবিত ও বর্ধিত হয় তাঁহার মধ্যে বিদ্যাসম্পর্কিত কুশলধর্ম গভীরভাবে প্রোথিত হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, যাহার মধ্যে সমুদ্রগামী নদীগুলি পতিত হয়; সেই মহাসমুদ্র চিত্তের দ্বারা স্ফুরিত হয়, তেমনি, যাহার মধ্যে কায়গতাস্মৃতি... প্রেথিত হয়। ভিক্ষুগণ, যাহার মধ্যে কায়গতাস্মৃতি অভাবিত ও অবর্ধিত থাকে, তাহার মধ্যে মার প্রবেশ করিয়া স্থিতি (আলম্বন) লাভ করে। যেমন, কোনো পুরুষ গুরুভার শিলাপিণ্ড সিক্ত মৃত্তিকাস্তুপে প্রক্ষিপ্ত করে, তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? গুরুভার শিলাপিণ্ড কি সিক্তমৃত্তিকাস্তুপে প্রবেশ করিতে পারে? হ্যাঁ, ভদন্ত। ঠিক এইরূপে ভিক্ষুগণ, যাহার মধ্যে... লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ইহা সেইরূপ, যেমন, কোনো শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড গুচ্ছ আছে, অতঃপর কোনো পুরুষ, 'আমি অগ্নি প্রজ্বলিত করিব, তাহাতে উত্তাপ পাইব,' মনে করিয়া উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? ওই পুরুষ কি... স্থিতি লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ইহা সেইরূপ, যেমন, কোনো শূন্য রিক্ত উদকপাত্র আধারে স্থিত থাকে এবং কোনো পুরুষ উদকভার লইয়া সেখানে আসে। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? সেই পুরুষ কি ওই পাত্রে জল নিক্ষেপ করিতে পারে?—হ্যাঁ ভদন্ত।—ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে... স্থিতি লাভ করে। আর যাহার মধ্যে... স্থিতি লাভ করিতে পারে না। যেমন, কোনো পুরুষ লঘু সূত্রগোলক শক্ত কাষ্ঠে নির্মিত অর্গলফলকে নিক্ষিপ্ত করে। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? সেই হাল্কা সূত্রগোলক শক্তকাষ্ঠে নির্মিত অর্গলফলকে প্রবেশ করিতে পারে? না, ভদন্ত। ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে... স্থিতি লাভ করিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, যেমন, স্নেহযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ আছে, কোনো পুরুষ আসিয়া 'অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উত্তাপ পাইব' মনে করিয়া উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। তোমরা কী মনে করো? সেই পুরুষ

কি সেই স্নেহযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ উত্তরারণি লইয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে ও তেজ (উত্তাপ) উৎপাদন করিতে পারে? "না, ভদন্ত।" ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে... স্থিতি লাভ করিতে পারে না। যেমন, কাকপান-যোগ্য কানায় কানায় ভর্তি উদকপরিপূর্ণ উদক পাত্র আধারে রক্ষিত আছে। কোনো ব্যক্তি উদকভার লইয়া সেখানে আসিল। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? ওই ব্যক্তি কি সেই জলপূর্ণ পাত্রে জল নিক্ষেপ করিয়া ভর্তি করিতে পারে? 'না ভদন্ত।" ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে... স্থিতি লাভ করে না। ভিক্ষুগণ, যাহার মধ্যে কায়গতাস্মৃতি ভাবিত ও বর্ধিত হয় তিনি যে-সকল অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য ধর্মের অভিজ্ঞা উপলব্ধির জন্য চিত্ত নমিত করেন তথায় স্মৃতির প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যেমন, কাকপানযোগ্য কানায় কানায় ভর্তি উদকপরিপূর্ণ উদকপাত্র আধারে রক্ষিত আছে এবং কোনো বলবান ব্যক্তি আসিয়া বিভিন্ন দিক হইতে পাত্রটি কাত করে, তাহাতে জল পড়িতে পারে?—হ্যাঁ ভদন্ত।—ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে কায়গতাস্মৃতি অর্জন... করে। যেমন, সমতল ভূমিভাগে চারিদিকে আইলবদ্ধ পুষ্করিণী কাকপানযোগ্য কানায় কানায় ভর্তি জলপূর্ণ থাকে এবং কোনো বলবান ব্যক্তি তথায় আসিয়া আইল উন্মুক্ত করে, তাহাতে কি জল নির্গত হইতে পারে? "হ্যাঁ, ভদন্ত।"

ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে... অর্জন করেন। যেমন, স্বভূমিতে চারিমহাপথের সংযোগস্থলে সুবিনীত, সুদান্ত-অশ্বযুক্ত রথ সুবিন্যস্ত কশাসহ স্থিত হয়, তাহাতে দক্ষ রথাচার্য দম্য-অশ্ব-সারথি আরোহণ করিয়া বামহস্তে রশি ও দক্ষিণহস্তে কশা গ্রহণপূর্বক যেদিকে যেভাবে ইচ্ছা চালনা করিতে পারেন, ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে... অর্জন করেন।

ভিক্ষুগণ, কায়গতাস্মৃতি আসেবিত (পালিত), ভাবিত, বর্ধিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট ও সুসমারব্ধ হইলে এই দশটি সুফল প্রত্যাশা করা যায়। দশটি কী কী?

তিনি অরতিসহ[১] ও রতিসহ[২] হন, অরতি তাঁহার উপর আসিতে সমর্থ হয় না এবং তিনি যেমন যেমন অরতি উৎপন্ন হয়, তাহা অভিভূত করিয়া বিচরণ করেন। তিনি ভয়ভৈরবসহ[৩] হন, ভয়ভৈরব তাঁহার উপর আসিতে সমর্থ হয়

১। সাধনার পথে উৎকণ্ঠা (প.সু)।

২। বিলাসরতি, পঞ্চকামগুণের প্রতি অনুরাগ (প.সু.)।

৩। ভয় চিত্তের উত্রাস, ভৈরব বিভীভিকময় দৃশ্য (প. সু.)।

না এবং যেমন যেমন ভয়ভৈরব উৎপন্ন হয় তিনি তাহা অভিভূত করিয়া বিচরণ করেন। তিনি শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপ-সংস্পর্শ সহনক্ষম হন। দুর্বাক্য, উৎপন্ন শারীরিক বেদনা তীব্র, খর, কটুক, অসাত (বিরক্তিকর), অমনোজ্ঞ এবং প্রাণহর দুঃখ অধিবাসন সমর্থ হন। তিনি শুদ্ধচিত্তায়ত্ত দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার-স্বরূপ চারিধ্যান অনায়াসে, বিনাকষ্টেও স্বেচ্ছাক্রমে লাভ করেন। তিনি অনেক প্রকার ঋদ্ধি নিজের মধ্যে অনুভব করেন—এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হন, ইচ্ছাক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব সাধন করিতে পারেন। প্রাচীর-প্রাকার, ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারেন, যেমন, আকাশে গমনের মত। পৃথিবীতে (স্থলে) উঠানামা করিতে পারেন। পৃথিবীর মতো জলে চলাফেরা করিতে পারেন, আকাশে পর্যাঙ্কবদ্ধ হইয়া বিহঙ্গগণের মত গমন করিতে পারেন, মহাকায় মহাশক্তিসম্পন্ন চন্দ্রসূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারেন, গায়ে হাত বুলাইতে পারেন, আব্রহ্মলোক স্ববশে আনিতে পারেন। তিনি দিব্য, পরিশুদ্ধ ও অতিমানুষিক শ্রোত্রাধাতু দ্বারা উভয় শব্দ শুনিতে পারেন, যাহা দিব্য ও যাহা মানবীয়, যাহা দূরে ও যাহা নিকটে। তিনি স্বচিত্তে পরসত্ত্বা ও পরপুদ্গালের (অপর ব্যক্তির) চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ, বীতমোহ হইলে বীতমোহ—সংক্ষিপ্ত (বিক্ষিপ্তের বিপরীত) হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্গাত (মহৎ অবস্থা প্রাপ্ত) হইলে মহদ্গাত, অমহদ্গাত হইলে অমহদ্গাত, স-উত্তর (যাহা অনুত্তর নহে) স-উত্তর, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়া জানিতে পারেন। তিনি বহুপ্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারেন; যথা : একজন্ম, দুইজন্ম... ইত্যাদি... ইত্যাদি এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। তিনি বিশুদ্ধ অতিমানবীয় দিব্যচক্ষু দ্বারা অন্য জীবগণকে দেখিতে পারেন, তাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, তাহারা হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত এবং কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন। তিনি আবসক্ষয়ে অনাসব হইয়া দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চেতঃবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিতে তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিহার করেন।

ভিক্ষুগণ, কায়গতাস্মৃতি আসেবিত... প্রত্যাশা করা যায়।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কায়গতাস্মৃতি সূত্র সমাপ্ত

১০. সংস্কারোৎপত্তি[১] সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'ভিক্ষুগণ,' 'ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান ইহা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে সংস্কারোৎপত্তি সম্পর্কে দেশনা করিব, উত্তমরূপে মনোযোগ-সহকারে তাহা শোন, আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত,[২] ত্যাগ ও প্রজ্ঞা সমন্বাগত হন। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন : 'অহো, আমি মৃত্যুর পর দেহ বিদীর্ণ হইলে পুনরায় বিত্তশালী ক্ষত্রিয়দের সহব্যতায় আবির্ভূত হইব। তিনি তাহাতে চিত্ত স্থির করেন, অধিষ্ঠান করেন ও ভাবনা করেন। তাঁহার সেই সংস্কার ও তাহাতে অবস্থান, এইরূপে ভাবিত ও বর্ধিত হইয়া তথায় উৎপত্তির জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই মার্গ, এই প্রতিপদ তথায় উৎপত্তির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধা,... প্রজ্ঞা সমন্বাগত হন।... বিত্তশালী ব্রাহ্মণ... গৃহপতিদের মধ্যে... সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধা,... সমন্বাগত হন। তিনি এইরূপ শোনেন : চাতুর্মহারাজিক দেবগণ দীর্ঘায়ু, বর্ণময় ও সুখবহুল। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন, আহো... সংবর্তিত হয়। ত্রয়স্ত্রিংশৎ, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধা,... সহস্র ব্রহ্মা দীর্ঘায়ু, বর্ণময় ও সুখবহুল হন। সহস্র ব্রহ্মা, সহস্র লোকধাতু বিস্ফারিত ও পরিব্যাপ্ত (চিন্তায়) করিয়া অবস্থান করেন। যে-সকল জীব তথায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদেরও বিস্ফারিত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন। যেমন, কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ

---

[১]। এখানে সংস্কার শব্দটি প্রার্থনা (মনস্কামনা) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে-প.সূ.

[২]। পাণ্ডিত্য।

আমণ্ড (আমলকী) হাতে রাখিয়া প্রত্যবেক্ষণ করে, ঠিক এইরূপে সহস্র ব্রহ্মা... সংবর্তিত হয়। দ্বিসহস্র ব্রহ্মা, ত্রিসহস্র ব্রহ্মা, চর্তুসহস্র ব্রহ্মা, পঞ্চসহস্র ব্রহ্মা সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধা,... দশ সহস্র ব্রহ্মা... অবস্থান করেন। যেমন, উত্তম জাতীয় অষ্টাংশ সুকর্তিত বৈদূর্যমণি পাণ্ডুরবর্ণ কম্বলে নিক্ষিপ্ত হইলেও দীপ্ত ও ভাস্কর হয়, ঠিক এইরূপে... সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধা... শতসহস্র ব্রহ্মা... পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন। যেমন, দক্ষকর্মকার পুত্র দ্বারা উল্কামুখে সুকৌশলে প্রক্ষিপ্ত নিষ্ক ও জাম্বুনদ (সুবর্ণমুদ্রা) পাণ্ডু কম্বলে নিক্ষিপ্ত[১] হইয়া ভাস্বর, তপ্ত ও বিরোচিত হয়, ঠিক এইরূপে... সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধা... অভাদেবগণ... পরিত্তাভা দেবগণ, অপ্রমাণাভা দেবগণ ও আভাস্বর দেবগণ দীর্ঘায়ু... সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু... শুভ দেবগণ, পরিত্তশুভ দেবগণ, অপ্রমাণশুভ দেবগণ ও শুভাকীর্ণ দেবগণ, বৃহৎ ফল দেবগণ, অবিহ দেবগণ, অতর্প দেবগণ, সুদর্শী দেবগণ, অকণিষ্ঠ দেবগণ সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধা... আকাশ-অনন্ত-আয়তন, (ধ্যানন্তরে) বিজ্ঞান-আনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন, নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধ্যানস্তরে উপনীত দেবগণ... সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধা... সমন্বাগত হন। তিনি এরূপ চিন্তা করেন : অহো! আমি যদি আসব ক্ষয় করিয়া অনাসব চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়া বিহার করিতে পারি, তিনি আসবক্ষয় করিয়া... বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু কোথাও কোনোভাবেই উৎপন্ন হন না।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সংস্কাররোৎপত্তি সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। রক্তকম্বলে স্থাপিত—প.সূ।

৩. শূন্যতা-বর্গ

১. ক্ষুদ্র শূন্যতা সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে পূর্বারামে মৃগার মাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, এক সময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। নগরক একটি শাক্যদের নিগম। তথায় ভগবানের নিকট হইতে আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও প্রতিগৃহীত হইয়াছে : "আনন্দ, আমি শূন্যতা বিষয়ে ভাবনা করিয়া এখন তাহাতে পর্যাপ্তরূপে অবস্থান করিতেছি।" ভদন্ত, আমার দ্বারা কি তাহা সুশ্রুত, সুগৃহীত, সুমনোনিবিষ্ট ও সুচিন্তিত হইয়াছে?

নিশ্চিয়ই, আনন্দ, তোমার দ্বারা ইহা সুশ্রুত... সুচিন্তিত হইয়াছে। পূর্বে ও বর্তমানে শূন্যতা বিহারের দ্বারা পর্যাপ্তরূপে অবস্থান করিতেছি। যেমন, এই মৃগারমাতার প্রাসাদ হস্তি, গো, অশ্ব, ঘোটকী, স্বর্ণরৌপ্য ও স্ত্রী পুরুষের সমাবেশশূন্য (বর্জিত), আবার ইহা ভিক্ষুসংঘ-হেতু একত্ব[১] বিষয়ে অশূন্যতা। ঠিক এইরূপে, আনন্দ, ভিক্ষু গ্রাম-সংজ্ঞায়[২], মনুষ্য-সংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করিয়া অরণ্যসংজ্ঞা-হেতু একত্বে মনোনিবেশ করেন। অরণ্য-সংজ্ঞায় তাঁহার চিত্ত প্রস্কন্দিত (অবতীর্ণ) হয়, শান্ত হয়, স্থিতি লাভ করে এবং বিমুক্ত হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন—গ্রাম্য-জীবন ও মনুষ্যজীবন-হেতু যে-সকল দুর্বিপাক হইতে পারে সেই সকল এখানে নাই। এই দুর্বিপাকমাত্র আছে যাহা অরণ্যজীবন-হেতু একত্ব। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন—গ্রাম-সংজ্ঞাজনিত এই সংজ্ঞা শূন্য, মনুষ্য-সংজ্ঞাজনিত এই সংজ্ঞা শূন্য। অরণ্য-সংজ্ঞাজনিত একত্বে ইহা শূন্যতা নহে। তথায় যাহা নাই, তাহাকে তিনি শূন্য বলিয়া সম্যকরূপে দর্শন করেন। আর তথায় যাহা অবশিষ্ট আছে, সেই সম্পর্কে তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তাহা বলিয়া ইহা আছে। আনন্দ, এইরূপে তাঁহার নিকট ইহা যথার্থ, অবিপর্যস্ত, পরিশুদ্ধ

---

[১]। একত্তংতি একভাবং—অর্থাৎ ভিক্ষুসংঘজনিত একাকিত্ব, প. সূ।

[২]। গ্রাম-সংক্রান্ত চিন্তায়।

শূন্যতা জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়।

পুনরায়, আনন্দ, ভিক্ষু মনুষ্য-সংজ্ঞায় ও অরণ্য-সংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করিয়া পৃথিবী-সংজ্ঞা-হেতু একত্বে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পৃথিবী সংজ্ঞায় চিত্ত অবতীর্ণ হয়, শান্ত হয়, স্থিতি লাভ করে ও বিমুক্ত হয়। আনন্দ, যেমন, শত লৌহশূল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বৃষচর্ম মসৃণতাহীন হয়। ঠিক এইরূপে এই পৃথিবীর শুষ্ক ও জলাভূমি, নদী ও দুর্গমস্থান, কণ্টকপূর্ণ গুল্ম, পর্বত ও অসমতল ভূমি ইত্যাদি কোনো কিছুতে মনোনিবেশ না করিয়া পৃথিবী-সংজ্ঞাহেতু একাত্বে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পৃথিবী-সংজ্ঞায় চিত্ত অবতীর্ণ... শূন্যতাজ্ঞান হয়।

পুনরায়, আনন্দ, ভিক্ষু অরণ্য-সংজ্ঞায় বা পৃথিবী-সংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করিয়া আকাশ-অনন্ত আয়তন-সংজ্ঞাহেতু একত্বে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার আকাশ-অনন্ত আয়তন সংজ্ঞায় চিত্ত অবতীর্ণ হয়... শূন্যতাজ্ঞান হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা, আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞা সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনরায়, আনন্দ, ভিক্ষু আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা ও নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করিয়া অনিমিত্ত চেতঃসমাধি-হেতু একত্বে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার অনিমিত্ত চেতঃসমাধিতে চিত্ত অবতীর্ণ... এই দুর্বিপাক মাত্র আছে যাহা এই কায়হেতু ষড়ায়তনীয় জীবিত প্রত্যয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন... শূন্যতা জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়।

পুনরায়, আনন্দ, ভিক্ষু... বিমুক্ত হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন—এই অনিমিত্ত চেতঃসমাধি অভিসংস্কৃত (নির্মিত) এবং চিত্তের দ্বারা উদ্ভাবিত। যাহা কিছু অভিসংস্কৃত ও উদ্ভাবিত তাহা অনিত্য ও নিরোধ-ধর্মী ইহা বুঝিতে পারেন। তাঁহার এইভাবে জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব হইতে চিত্ত বিমুক্তি হয়। বিমুক্তিতে বিমুক্ত বলিয়া এই জ্ঞান হয়ঃ পুনর্জন্ম বিনষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পালিত হইয়াছে, সমস্ত করণীয় সম্পাদিত হইয়াছে, ইহার পরে আর এইখানে আসিতে হইবে না বলিয়া জানেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে ইহা জানেন—যেসমস্ত দুর্বিপাক কামাসব-হেতু হয় তাহা এখানে নাই।... শূন্যতা-জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়। আনন্দ, অতীতের যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিশুদ্ধ পরম ও অনুত্তর শূন্যতা লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়াছিলেন, যে-সকল অনাগত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... অবস্থান করিবেন, যে-সকল

বর্তমান শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... অবস্থান করেন, তাঁহারা সকলেই সেই শূন্যতা[১] লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়াছিলেন, করিবেন ও করেন। সুতরাং আনন্দ, পরিশুদ্ধ ও পরম অনুত্তর শূন্যতা লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব”—ইহাই তোমাদের শিক্ষণীয়।

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ক্ষুদ্র শূন্যতা সূত্র সমাপ্ত

২. মহাশূন্যতা সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শাক্যরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন কপিলবাস্তু সমীপে ন্যগ্রোধারামে। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষার জন্য কপিলবাস্তুতে প্রবেশ করিলেন। কপিলবাস্তুতে ভিক্ষাচর্যা করিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভোজনান্তে কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে দিবা বিহারের জন্য উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে বহু শয়নাসনের শয্যাদ্রব্য-সমন্বিত বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। ভগবান সেইসকল শয়নাসন দেখিলেন। দেখিয়া ভগবান চিন্তা করিলেন, কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে বহু শয়নাসনের ব্যবস্থা আছে। “এখানে অনেক ভিক্ষু থাকে কি?” এই চিন্তা করিলেন।

সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ বহু ভিক্ষুর সহিত ঘটায় শাক্যের বিহারে[২] চীবরকর্ম করিতেছিলেন। ভগবান সায়াহ্নে সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ঘটায় শাক্যের বিহারে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, আনন্দ, কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে বহু শয়নাসনের ব্যবস্থা আছে। এখানে বহু ভিক্ষু বাস করে কি?

ভদন্ত, কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে বহু শয়নাসনের ব্যবস্থা আছে। এখানে অনেক ভিক্ষু বাস করেন। এখন আমাদের চীবর প্রস্তুত করিবার সময়।

আনন্দ, কোনো ভিক্ষুর সঙ্গণিকারাম[৩], সঙ্গণিকারত, সঙ্গণিকানুলিপ্ত বা

---

[১]। শূন্যতা ফলসমাপত্তি—প.সূ।

[২]। ইহা ন্যগ্রোধারামে নির্মিত অন্য একটি বিহার—প.সূ.

[৩]। সঙ্গণিকারাম অর্থে স্বীয় দলের সদস্যদের মধ্যে আনন্দলাভী।

গণারাম[১], গণরত, গণসম্মুদিত হওয়া শোভা পায় না। বাস্তবিক, আনন্দ, ইহা সম্ভব নহে যেকোনো ভিক্ষু সঙ্গণিকারাম... গণসম্মুদিত হইয়া অনায়াসে, স্বেচ্ছা ক্রমে ও আনন্দ-সহকারে নৈষ্ক্রম্যসুখ, বিবেকসুখ, উপশমসুখ ও সম্বোধিসুখ লাভ করিবেন। ইহা সম্ভব যে ভিক্ষুগণ হইতে ব্যপকৃষ্ট (পৃথক) হইয়া একাকী বিচরণ করেন, তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা যে তিনি অনায়াসে, স্বেচ্ছাক্রমে ও আনন্দ-সহকারে নৈষ্ক্রম্য-সুখ... সম্বোধি-সুখ লাভ করিবেন। বাস্তবিক আনন্দ, ইহা সম্ভব নহে যে কোনো ভিক্ষু সঙ্গণিকারাম... গণসম্মুদিত হইয়া অনায়াসে, স্বেচ্ছা-ক্রমেও আনন্দ-সহকারে সামায়িক[২] কান্ত (মনোজ্ঞ) চেতোবিমুক্তি বা অসামায়িক অবিচল চেতোবিমুক্তি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বরং ইহা সম্ভব যে ভিক্ষুগণ হইতে ব্যপকৃষ্ট হইয়া... অবস্থান করিবেন। আনন্দ, আমি কোনো একটি রূপ[৩] দেখি না যেখানে রাগ বশে আনন্দরত রূপের বিপরিণাম ও অন্যথাভাবহেতু শোক, রোদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপয়াস উৎপন্ন হইবে না।

কিন্তু, আনন্দ, এই অবস্থান যাহা সর্বনিমিত্তের অমনোনিবেশ-হেতু অধ্যাত্মশূন্যতা লাভ করিয়া অবস্থান, তাহা তথাগতের দ্বারা অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছে। যদি এইরূপে অবস্থানরত তথাগতের নিকট ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, রাজমহামাত্য, তীর্থিক ও তীর্থিক শিষ্যগণ উপস্থিত হন। বিবেকাভিমুখী, বিবেকপ্রবণ, বিবেক-প্রাগ্‌ভার, ব্যপকৃষ্ট, নৈষ্ক্রম্যাভিরত চিত্তে আসবের ভিত্তি বিনষ্ট করিয়া তথাগত তাহাদিগকে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেন। সুতরাং, আনন্দ, যদি কোনো ভিক্ষু আকাঙ্ক্ষা করেন, 'অধ্যাত্মশূন্যতা লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বারা চিত্তকে সংস্থাপিত, সন্নিবিষ্ট, একাগ্র ও সমাহিত করা উচিত।

আনন্দ, ভিক্ষু কিরূপে অধ্যাত্মভাবে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত, সন্নিবিষ্ট একাগ্র ও সুবিন্যস্ত করেন? এই স্থলে ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবির্তক সবিচার বিবেজক প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বির্তক-বিচার উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী অবির্তক, অবিচার,

---

[১]। বিভিন্ন দলে আনন্দলাভী।

[২]। অপ্পিতপ্পতি সময়ে কিলেসেহি বিমুক্তং—প.সূ।

[৩]। বুদ্ধঘোষের মতে শরীর, প.সূ।

সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। এইরূপে আনন্দ, ভিক্ষু অধ্যাত্মভাব চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত... সুবিন্যস্ত করেন।

তিনি অধ্যাত্ম শূন্যতাতে মনোনিবেশ করেন, অধ্যাত্ম শূন্যতায় মনোনিবেশ করিবার জন্য অধ্যাত্ম শূন্যতা হইতে চিত্ত প্রস্কন্দিত হয় না, প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ করে না এবং বিমুক্তি লাভ করে না। ইহাতে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অধ্যাত্ম শূন্যতায় মনোনিবেশ করার জন্য আমার চিত্ত... বিমুক্ত হয় না। এইভাবে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। তিনি বহির্শূন্যতায় মনোনিবেশ করেন, তিনি অধ্যাত্ম-বহির্শূন্যতায় মনোনিবেশ করেন, তিনি অনিঞ্জে (সমাধি) মনোনিবেশ করেন, অনিঞ্জে মনোনিবেশ করার জন্য তাঁহার চিত্ত... বিমুক্তি লাভ করে না। ইহাতে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। আনন্দ, পূর্ব সমাধি নিমিত্তে ভিক্ষুর অধ্যাত্মভাব চিত্তকে সংস্থাপিত, সন্নিবিষ্ট, একাগ্র ও সমাহিত করা উচিত। তিনি অধ্যাত্ম শূন্যতায় মনোনিবেশ করেন... বিমুক্তি লাভ করে না। ইহাতে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানেন... অনিঞ্জ হইতে চিত্ত প্রস্কন্দিত হয়... এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন।

যদি, আনন্দ, সেই ভিক্ষুর এইভাবে অবস্থান করিবার সময় চঙ্ক্রমণের জন্য চিত্ত নমিত হয়, তিনি চঙ্ক্রমণ করেন এবং এইরূপ চিন্তা করেন, 'এইরূপে চঙ্ক্রমণকালে কোনো অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ ও অকুশলধর্ম আমার মধ্যে অনুস্রাবিত হইবে না' ইহাতে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। সেই ভিক্ষুর এইভাবে বিহার করিবার সময়, দাঁড়াইবার জন্য... উপবেশনের জন্য... শয়নের জন্য... ইহাতে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। যদি ভিক্ষুর এইরূপে অবস্থান করিবার সময় এই চিন্তা করিয়া ভাষণের জন্য চিত্ত নমিত করেন, যেসমস্ত কথা হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্যোচিত, অনর্থযুক্ত যাহা নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, নিরোধের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, সম্বোধির অভিমুখে, নির্বাণের অভিমুখে, সংবর্তিত হয় না; যথা : রাজকথা, চোরকথা, মহামাত্যকথা, সেনাকথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, অন্নকথা, পানকথা, বস্ত্রকথা, শয়নকথা, মাল্যকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, নগরকথা, জনপদকথা, স্ত্রীকথা, শূরকথা, বিশিখা (রাস্তাবাসী) কথা, কুম্ভস্থান (জলঘাটে কুম্ভদাসীদের) কথা, পূর্বপ্রেত কথা, নানাত্বকথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র-আখ্যায়িকা, ইতি ভবাভব (এরূপ হইয়াছে বা এরূপ হয় নাই) কথা ইত্যাদি এইরূপ কথা বলিব না। এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। কিন্তু, আনন্দ, যেসমস্ত কথা কঠোরভাবে সংযত এবং

চেতভাবনোযোগী যাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বেদের অভিমুখে... সংবর্তিত হয় যথা: অল্পেচ্ছাকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনকথা, ইত্যাদি, এইরূপ কথা বলিব। এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। যদি সেই ভিক্ষুর এইরূপে অবস্থানের সময় এইরূপ বিতর্কের জন্য চিত্ত নমিত হয়: যে-সকল বিতর্ক হীন, গ্রাম্য... সংবর্তিত হয়; যথা : কামবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ক, বিহিংসাবিতর্ক ইত্যাদি বিতর্কে আমি বিতর্ক করিব না, এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। যে-সকল বিতর্ক আর্যোচিত, মুক্তি অনুযায়ী যাহা তদনুবর্তী ব্যক্তির পক্ষে সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়ের উপায় হয়; যথা : নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক, অব্যাপাদবিতর্ক, অবিহিংসাবিতর্ক ইত্যাদি বিতর্কে আমি বিতর্ক করিব—এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন।

আনন্দ, এই সকল পঞ্চ কামগুণ। কী কী পঞ্চ? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জক। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ইষ্ট... মনোরঞ্জক—এই সকল পঞ্চ কামগুণ। আনন্দ, ভিক্ষুর অভিক্ষণ (সতত) স্বীয় চিত্তে এরূপ প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত: আমার চিত্তে কি এই সকল পঞ্চ কামগুণের কোনো একটির আয়তন সমুদাচার উৎপন্ন হয়? যদি, আনন্দ, প্রত্যবেক্ষণকালে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানেন: আমার চিত্তে... উৎপন্ন হয়, এইরূপ হইলে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানেন—পঞ্চ কামগুণে যে ছন্দরাগ, তাহা আমার মধ্যে প্রহীন হয় নাই। এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। যদি, আনন্দ, প্রত্যবেক্ষণকালে তিনি এইরূপ প্রকৃষ্টরূপে জানেন—আমার চিত্তে... উৎপন্ন হয় না, এইরূপ হইলে ভিক্ষু জানেন: আমার মধ্যে... প্রহীন হইয়াছে; এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন।

আনন্দ, এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ যাহাতে ভিক্ষুর উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করা উচিত। ইহা রূপ, ইহা রূপের সমুদয়, ইহা রূপের অস্তগমন। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। তাঁহার এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হইয়া অবস্থানহেতু পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধে 'আমি আছি' যে অভিমান, তাহা পরিত্যাগ করেন। এইরূপ হইলে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানেন: পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধে আমার 'আমি আছি' যে অভিমান, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে—তিনি এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হন। আনন্দ, এই ধর্ম সম্পূর্ণরূপে কুশলোদ্ভুত, আর্য (নির্দোষ), লোকোত্তর ও পাপমুক্ত।

আনন্দ, তুমি কী মনে করো? কি উপকারিতা দেখিয়া শিষ্য শাস্তাকে

অনুসরণ করা উচিত মনে করে? ভদন্ত, আমাদের ধর্ম ভগবান-মূলক, ভগবান পরিচালিত ও ভগবান আশ্রিত। সাধু, ভদন্ত, ভগবান সম্পর্কে এই ভাষণের অর্থ প্রকাশ করুন। ভগবানের নিকট হইতে ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।

আনন্দ, সূত্র ও গেয়্য বিশ্লেষণের জন্য শাস্তাকে অনুসরণ করা শিষ্যের উচিত নয়। তাহা কী হেতু? আনন্দ, দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্মশ্রুত, (সুন্দররূপে) ধৃত, আবৃত্তি দ্বারা সুপরিচিত, মনন দ্বারা অনুবীক্ষিত এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ। যে-সকল কথা কঠোরভাবে সংযত... বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন কথা এইরূপ কথার জন্য শাস্তাকে অনুসরণ করা শিষ্যের পক্ষে উপযোগী।

আনন্দ, এইরূপ হইলে আচার্যের পক্ষে উপদ্রব, অন্তেবাসীর পক্ষে উপদ্রব, ব্রহ্মচর্যের পক্ষে উপদ্রব হয়। কিরূপে আচার্যের পক্ষে উপদ্রব হয়? কোনো শাস্তা নির্জন শয়নাসন (বাসস্থান) ভজনা করেন; যথা : অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনখণ্ড, উন্মুক্ত প্রান্তর ও পলালপুঞ্জ। তাহার ব্যপকৃষ্ট (বিবিক্ত) হইয়া অবস্থানকালে ব্রাহ্মণ গৃহপতি, নিগমবাসী ও জনপদবাসী তাঁহার চারিপাশে জড় হয়। উহাদের দ্বারা সমাবৃত হইলে তিনি মূর্ছিত (মোহিত), কামযুক্ত, ঈর্ষাপরায়ণ ও প্রাচুর্যের জন্য আবর্তিত হন। আনন্দ, ইহাকেই বলা হয় উপদ্রুত আচার্য। আচার্য-উপদ্রব হেতু সংক্লেশযুক্ত, পুনর্জন্মদায়ী, ভয়জনক, দুঃখবিপাকী, জন্ম-জরামরণ-পরিণামী পাপ ও অকুশলধর্ম তাঁহাতে আহত করে। এইরূপে আচার্য-উপদ্রব হয়। আনন্দ, কিরূপে অন্তেবাসী উপদ্রব হয়? সেই শাস্তার বিবেক (নিজর্নবাস) অভ্যাস করিবার কালে নির্জন শয়নাসন ভজনা করেন; যথা : ... এইরূপে অন্তেবাসী উপদ্রব হয়।

আনন্দ, কিরূপে ব্রহ্মচর্য-উপদ্রব হয়? আনন্দ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি বিবিক্ত শয়নাসন ভজনা... প্রাচুর্যের জন্য আবর্তিত হন না। কিন্তু এই আচার্যের শিষ্য... এইরূপে ব্রহ্মচর্য-উপদ্রব হয়।

আনন্দ, ইহাদের মধ্যে আচার্য উপদ্রব ও অন্তেবাসী উপদ্রব অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য-উপদ্রব অধিকতর দুঃখ পরিণামী, কটুক পারিণামী এবং বিনিপাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি মিত্রবৎ আচরণ করো, শত্রুবৎ নহে, ইহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ ইহবে। আনন্দ, কিরূপে শিষ্যগণ শাস্তার প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করে, মিত্রবৎ নহে? এইস্থলে অনুকম্পা হিতৈষী শাস্তা অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যদের ধর্মদেশনা

করেন : ইহা তোমাদের হিতের জন্য, ইহা তোমাদের সুখের জন্য। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ মনোযোগ-সহকারে শোনেন না, কর্ণপাত করেন না। অন্য বিষয়ে চিত্ত-উপস্থাপিত করেন এবং শাস্তার অনুশাসন হইতে দূরে সরিয়া যান। এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ শত্রুবৎ... নহে। আনন্দ, কিরূপে শাস্তার শিষ্যগণ মিত্রবৎ আচরণ করেন, শত্রুবৎ নহে? এইস্থলে অনুকম্পাকারী... দূরে সরিয়া যান না। এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ... নহে।

সেইজন্য তোমরা আমার প্রতি... সুখের কারণ হইবে। আনন্দ, আমি তোমাদের প্রতি সেইরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিব না যেইরূপ একজন কুম্ভকার অদগ্ধ, অশুষ্ক মৃৎপাত্রে করিয়া থাকে। আমি নিরন্তর নিগ্রহ করিয়া মালিন্য দূর করিয়া কথা বলিব। যাহা সারবান তাহা স্থায়ী হইবে।

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

মহাশূন্যতা সূত্র সমাপ্ত

৩. আশ্চর্য-অদ্ভূতধর্ম সূত্র[১]

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বহু ভিক্ষু ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজনান্তে উপস্থানশালায়[২] সমাবেত হইয়া এই কথা আলোচনা করিতেছিলেন, আশ্চর্য! বন্ধুগণ, অদ্ভূত! বন্ধুগণ, তথাগতের কী মহিমা, কী মহানুভবতা, যেহেতু তথাগত, অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, ছিন্নাবর্ত[৩], কর্মাবর্ত, ক্ষয়সাধক ও সর্বদুঃখমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জানিতে পারেন—ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম ও গোত্রযুক্ত। এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা... এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রা প্রণালি, এইরূপে বিমুক্ত ছিলেন। এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, বন্ধুগণ, ইহা আশ্চর্য ও অদ্ভুত যে তথাগতগণ আশ্চর্য ও অদ্ভুতধর্ম সমন্বাগত ছিলেন।

সেই ভিক্ষুদের এই আলোচ্য কথা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভগবান সায়াহ্নে সমাধি

---

[১]। এই সূত্রটি দীর্ঘনিকায়ের মহাপদান সূত্রের অন্তর্ভুক্ত আছে।

[২]। সভাকক্ষ।

[৩]। কুশল-অকুশলকর্মের আবর্ত—প.সূ.

হইতে উঠিয়া উপস্থানশালায় উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে কি আলোচনার জন্য সমাবেত হইয়াছ? কী আলোচ্য কথাই বা বাধাপ্রাপ্ত হইল?

ভদন্ত, এখানে আমরা ভিক্ষাচর্য... বাধাপ্রাপ্ত হইল, তখন ভগবান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তাহা হইলে আনন্দ, তথাগতের আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম উত্তমরূপে প্রকাশ করো।

ভদন্ত, ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ আমি ইহা শুনিয়াছি, সাক্ষাৎ জানিয়াছি : 'আনন্দ, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন।' ভদন্ত, যেহেতু বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া তুষিত দেবলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইজন্য আমি ইহাকে ভগবানের আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম বলিয়া গণ্য করি।

ভদন্ত, ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ... তুষিত দেবলোকে বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন... গণ্য করি। ভদন্ত, যতদিন আয়ুষ্কাল ততদিন তুষিত দেবলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন... গণ্য করি।... বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিলেন... গণ্য করি।

ভদন্ত,... যখন বোধিসত্ত্ব দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করেন, তখন দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেবমনুষ্যের সহিত এই পৃথিবীতে দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমিত মহান আলোকের প্রকাশ হয়, অনন্ত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিত নিরয় যে স্থানে মহাশক্তিসম্পন্ন ও মহানুভব চন্দ্র সূর্যের কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই স্থানেও দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমিত মহান আলোকের প্রকাশ হয়, যে-সকল প্রাণী ওই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহারাও ওই আলোকে পরস্পরকে জানিতে সক্ষম হয়—"ওহে, অন্যান্য প্রাণীও এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে।" দশ সহস্র জগৎসম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়, দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল আলোক প্রাদুর্ভূত হয়।... গণ্য করি।

ভদন্ত,... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন তখন তাঁহার রক্ষার জন্য চারি দেবপুত্র চারি দিকে গমন করেন—মনুষ্য অথবা অমনুষ্য কেহই যেন বোধিসত্ত্ব অথবা তদীয় মাতার অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে।"... গণ্য

করি।

ভদন্ত,... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা স্বভাবত শীলবতী হন, প্রাণাতিপাত, অদত্তগ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, সুরা মৈরেয় মদ্যাদি প্রমাদ স্থান হইতে বিরত হন।... গণ্য করি।

ভদন্ত,... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পুরুষের প্রতি রাগোপসংহিত চিত্ত উৎপাদন করেন না। তিনি রক্তচিত্ত পুরুষ কর্তৃক অনতিক্রম্যা... গণ্য করি।

ভদন্ত,... যখন... প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পঞ্চ কামগুণজনিত সুখের অধিকারিণী হন, তিনি পঞ্চ কামগুণের সমর্পিত, সমঙ্গীভূত ও পরিবেষ্ঠিত হন।... গণ্য করি।

ভদন্ত,... যখন... প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতার কোনো রোগ উৎপন্ন হয় না। তিনি অক্লান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন, কুক্ষিনিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্বাঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন দেখেন। যেমন, আনন্দ, শুভ, উচ্চশ্রেণিভুক্ত অষ্টাংশ, সুকর্তিত বৈদূর্যমণি নীল, পীত, লোহিত, অবদাত (সাদা) অথবা পাণ্ডুরবর্ণ সূত্রে গ্রথিত আছে, কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করেন : এই শুভ... গ্রথিত হইয়াছে, ঠিক এইরূপে যখন বোধিসত্ত্ব... গণ্য করি।

ভদন্ত,... বোধিসত্ত্বের জন্মের সপ্তাহকাল পরে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন।... গণ্য করি।

ভদন্ত, ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ... যেমন অন্য স্ত্রীরা নয় বা দশমাস গর্ভ ধারণ করিয়া প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে তাঁহাকে প্রসব করেন নাই, পূর্ণ দশ মাস তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করেন।... গণ্য করি।

ভদন্ত, ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ... যেমন অন্য স্ত্রীরা উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন না। তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন।... গণ্য করি।

ভদন্ত,... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবগণ তাঁহাকে গ্রহণ করেন, পরে মনুষ্যগণ।... গণ্য করি।

ভদন্ত,... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি ভূমির স্পর্শ লাভ করেন নাই, চারি দেবপুত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মাতার সম্মুখে স্থাপিত করেন এবং বলেন 'দেবী, প্রসন্ন হউন, আপনার মহাশক্তিসম্পন্ন পুত্র

উৎপন্ন হইয়াছে।'... গণ্য করি।

ভদন্ত,... নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি নির্মল জল, শ্লেষ্মা, রুধির অথবা অপর কোনো অশুচি দ্বারা লিপ্ত নহেন, তিনি নির্মল, শুদ্ধ, যেমন, আনন্দ, কোনো মণিরত্ন কাশীজাত উত্তম বস্ত্রে নিক্ষিপ্ত হইলেও উভয়ে উভয়কে কলুষিত করে না, তাহা কী হেতু? কারণ, উভয়ের শুদ্ধতা নিমিত্ত, এইরূপে... গণ্য করি।

ভদন্ত,... নিষ্ক্রান্ত হন, তখন অন্তরীক্ষ হইতে দুইটি উদকধারা নির্গত হয়, একটি শীতল, অপরটি উষ্ণ, যাহার দ্বারা বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার মাতার প্রক্ষালনাদি উদককৃত্য সম্পন্ন হয়।... গণ্য করি।

ভদন্ত,... সদ্যজাত বোধিসত্ত্ব সমপাদোপরি স্থিত এবং উত্তরাভিমুখী হইয়া সপ্ত পদ গমন করেন, মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ধৃত হইলে তিনি সর্বদিকে অবলোকন করিয়া এই মহত্ত্বব্যঞ্জক বাক্য ঘোষণা করেন—"এই পৃথিবীতে আমি অগ্র, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ, ইহাই আমার শেষ জন্ম, আর পুনর্জন্ম নাই।" গণ্য করি।

ভদন্ত,... নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেবমনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়, অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিত নিরয়, যে-স্থানে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভাব চন্দ্র সূর্যের কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সে-স্থানেও দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়, যেসমস্ত সত্ত্ব ওই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারাও ওই আলোকে প্রাদুর্ভূত হয়, তাঁহারা পরস্পরকে জানিতে পারেন— "ওহে অন্যান্য প্রাণীও এখানে উৎপন্ন হইয়াছে" দশ সহস্র জগৎ কম্পিত হয়... প্রাদুর্ভূত হয়।... গণ্য করি।

সুতরাং, আনন্দ, তুমি তথাগতের এই আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম ধারণ করো। ইহাতে তথাগতের জ্ঞাত বেদনা উৎপন্ন হয়, জ্ঞাত হইলে স্থিতি লাভ করে, জ্ঞাত হইলে অস্তমিত হয়, বিদিত সংজ্ঞা, বিদিত বির্তক উৎপন্ন হয়, স্থিতি লাভ করে, অস্তমিত হয়। আনন্দ, তুমি... ধারণ করো।

ভদন্ত, ভগবানের বেদনা উৎপন্ন হয়... অস্তমিত হয়—এইরূপে আমি ভগবানের আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম ধারণ করি।

আয়ুষ্মান আনন্দ ইহা বলিলেন। শাস্তা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্ট মনে আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আশ্চর্য-অদ্ভুতধর্ম সূত্র সমাপ্ত

৪. বক্কুল[১] সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় আয়ুষ্মান বক্কুল রাজগৃহ-সমীপে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান বক্কুলের প্রাক্তন গৃহীবন্ধু অচেল কাশ্যপ আয়ুষ্মান বক্কুলের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া অচেল কাশ্যপ আয়ুষ্মান বক্কুলকে বলিলেন, "বন্ধু বক্কুল, কতদিন হইল আপনি প্রব্রজিত হইয়াছেন?"

"আশি বৎসর হইল আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।"

এই আশি বৎসরের মধ্যে আপনি কতবার মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করিয়াছেন?

বন্ধু কাশ্যপ, আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় : "বন্ধু বক্কুল,... করিয়াছেন?" আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিত : "বন্ধু বক্কুল, এই আশি বৎসরে আপনার মধ্যে কতবার কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে?"

বন্ধু বক্কুল, এই আশি বৎসরে... হইয়াছে?

বন্ধু কাশ্যপ, আমার আশি বৎসরের প্রব্রজ্যায় কোনো কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানি না।

(যেহেতু আয়ুষ্মান বক্কুল তাঁহার আশি বৎসরের প্রব্রজ্যায় তাঁহার মধ্যে কোনো কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানেন না, সুতরাং ইহাকে আমরা আয়ুষ্মান বক্কুলের আশ্চর্য-অদ্ভুতধর্ম বলিয়া গণ্য করি)—"আমার আশি বৎসরের প্রব্রজ্যায় আমার মধ্যে ব্যাপাদ-সংজ্ঞা, বিহিংসা-সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানি না।" (যেহেতু... ব্যাপাদ-সংজ্ঞা, বিহিংসা-সংজ্ঞা... গণ্য করি)। কামবির্তক, ব্যাপাদ বির্তক সম্পর্কেও এইরূপ।

"আমার আশি... গৃহপতিচীবর[২] গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া জানি না।... গণ্য করি।

আমার আশি... অস্ত্র দ্বারা চীবর কাটিয়াছি... গণ্য করি।

আমার আশি... সূঁচ দ্বারা চীবর সেলাই... গণ্য করি।

আমার আশি... রঞ্জক দ্বারা চীবর রঞ্জিত... গণ্য করি।

আমার আশি... কঠিন চীবর সেলাই করি।

---

[১]। অন্য বানান বাকুল, বৌদ্ধ সংস্কৃত বৎকুল।

[২]। গৃহপতিপ্রদত্ত বর্ষাবাস চীবর। প-সূ।

আমার আশি... সব্রহ্মচারীর চীবর কর্মে ব্যাপৃত... নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি... এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, "অহো আমাকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে পারে" বলিয়া জানি না... গণ্য করি। আমার আশি... অন্তর্গৃহে উপবেশন করিয়াছি, ভোজন করিয়াছিলাম... মাতৃগ্রামের (মাহিলার) অনুব্যঞ্জন লক্ষণ (দৈহিক রূপের) প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম... মাতৃগ্রামকে ধর্মদেশনা করিয়াছিলাম, তাহা চতুপর্দী গাথা মাত্র হইলেও... ভিক্ষুণীদের বাসস্থানে গমন করিয়াছিলাম... ভিক্ষুণীদের ধর্মদেশনা করিয়াছিলাম... শিক্ষার্থিনীদের ধর্মদেশনা করিয়াছিলাম... গ্রামনারীদের ধর্মদেশনা করিয়াছিলাম বলিয়া জানি না... গণ্য করি। আমার আশি... অন্য কেহকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলাম, উপসম্পদা দিয়াছিলাম, নিশ্রয় দিয়াছিলাম, শ্রামণেরকে আমার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলাম, জন্তাঘরে (স্নানঘর) স্নান করিয়াছিলাম, চুর্ণ দ্বারা স্নান করিয়াছিলাম, মুহূর্তের জন্যও রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, কোনো ভৈষজ্য বহন করিয়াছি, এমনকি হরিতকী খণ্ডমাত্র, ঠেসে হেলান দিয়া বিশ্রাম করিয়াছি। শয্যা পাতিয়াছি, গ্রামান্ত বাসস্থানে বর্ষা যাপন করিয়াছি বলিয়া জানি না।... গণ্য করি।

সপ্তাহকাল আমি ক্লেশযুক্ত থাকিয়া শ্রদ্ধাদত্ত আহার্য গ্রহণ করিয়াছি এবং অষ্টম দিবসে আমার জ্ঞান (অর্হত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়াছে।... গণ্য করি।

বন্ধু, বক্কুল, এই ধর্মবিনয়ে আমি কি প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভ করিতে পারি? অচেল কাশ্যপ এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। উপসম্পদা লাভ করিয়া অচিরেই আয়ুষ্মান কাশ্যপ একাকী ব্যপকৃষ্ট, অপ্রমত্ত, আতাপী, প্রহিতাত্মা (ধ্যাননিবিষ্ট) হইয়া অবস্থান করিয়া অল্প সময়েই যাহার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান (নির্বাণ) ইহ-জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করেন—জন্ম বিনষ্ট হইয়াছে... আসিতে হইবে না। আয়ুষ্মান কাশ্যপ অর্হৎ হইলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান বক্কুল দরজার চাবি লইয়া বিহার হইতে বিহারে যাইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন : আয়ুষ্মানগণ অগ্রসর হউন, অদ্য আমার পরিনির্বাণ লাভ হইবে।... গণ্য করি।

তখন আয়ুষ্মান বক্কুল ভিক্ষুসংঘ মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় পরিনির্বাণ লাভ করিলেন।... গণ্য করি।

বক্কুল সূত্র সমাপ্ত

৫. দান্তভূমি সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, বেণুবনে কলন্দক-নিবাপে। সেই সময় অচিরবত শ্রামণের অরণ্যকুটিতে[১] বাস করিতেন। তখন রাজকুমার জয়সেন[২] পাদচারণা করিতে করিতে শ্রামণের অচিরবতের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া শ্রামণের অচিরবতের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট রাজকুমার জয়সেন শ্রামণের অচিরবতকে বলিলেন, হে অগ্নিবেশ্মন, আমি শুনিয়াছি যে এখানে কোনো ভিক্ষু অপ্রমত্ত, আতাপী, প্রহিতাত্ম (ধ্যাননিবিষ্ট) হইয়া অবস্থান করিলে চিত্তের একাগ্রতা অর্জন করিতে পারে। রাজকুমার, তাহা ঠিক। এখানে কোনো ভিক্ষু... করিতে পারে। ভবদীয় অগ্নিবেশ্মন যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্মদেশনা করিলে আমার পক্ষে উত্তম হইবে।

রাজকুমার, আমি আপনাকে যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্মদেশনা করিতে অক্ষম। সুতরাং আমি যদি আপনাকে যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্মদেশনা করি এবং আপনি আমার ভাষণের অর্থ বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে ক্লেশ ও বিরক্তির কারণ হইবে।

ভবদীয় অগ্নিবেশ্মন আমাকে যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্মদেশনা করিলে তাহা অল্প হইলেও আমি বুঝিতে পারিব।

রাজকুমার, আমি আপনাকে যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্মদেশনা করিতে পারি, আপনি যদি আমার ভাষণের অর্থ-বুঝিতে পারেন তাহা কুশল, আর বুঝিতে না পারিলে যথাস্থানে অবস্থান করুন, তাহার পর আমাকে প্রতি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না।

ভবদীয় অগ্নিবেশ্মন... প্রতিজিজ্ঞাসা করিব না।

তখন শ্রামণের অচিরবত রাজকুমার জয়সেনকে যথায়ত্ত ধর্মদেশনা করিলেন। এইরূপ কথিত হইলে রাজকুমার জয়সেন শ্রামণের অচিরবতকে বলিলেন, হে অগ্নিবেশ্মন, ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যেকোনো ভিক্ষু অপ্রমত্ত... অর্জন করিতে পারে। তখন রাজকুমার জয়সেন শ্রামণের অচিরবতকে তাঁহার এই মত জ্ঞাপন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

---

[১]। বেণুবনের নির্জন অংশে ভিক্ষুদের প্রাধানের (ধ্যানের) জন্য ব্যবহৃত বাসস্থান—প-সূ।

[২]। রাজা বিম্বিসারের একজন পুত্র।

রাজকুমার জয়সেন চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই শ্রামণের অচিরবত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট শ্রামণের অচিরবত রাজকুমার জয়সেনের সহিত যেসমস্ত কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা সমস্তই ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপ কথিত হইলে ভগবান অচিরবতকে বলিলেন, অগ্নিবেশ্মন, তাহা কি সম্ভব? যাহা নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা জ্ঞাতব্য, নৈষ্ক্রম্য দ্বারা দ্রষ্টব্য, নৈষ্ক্রম্য দ্বারা প্রাপ্য, নৈষ্ক্রম্য দ্বারা সাক্ষাৎযোগ্য তাহা রাজকুমার জয়সেন কাম মধ্যে বাসরত, কাম-উপভোগ, কামবিতর্ক-উপদ্রুত, কাম পরিদাহে দগ্ধ, কামপর্যেষণার উৎসুক হইয়া জানিবে, দর্শন করিবে, অথবা সাক্ষাৎ করিবে, ইহা হইতে পারে না। যেমন, অগ্নিবেশ্মন, দুই দম্য হস্তী, দম্য অশ্ব বা দম্যগরু সুদান্ত ও সুবিনীত হয়, আর দুই দম্য হস্তী, দম্য অশ্ব বা দম্য গরু অদান্ত ও অবিনীত হয়। অগ্নিবেশ্মন, তুমি কী মনে করো? যে দুই দম্য হস্তী... সুবিনীত, তাহারা দান্ত হইয়াই দান্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবে, দান্ত হইয়াই দান্ত-প্রাপ্যভূমি পাইবে? "হ্যাঁ ভদন্ত।" যে দম্যহস্তী... অদান্ত ও অবিনীত, তাহারা কি অদান্ত হইয়া দান্ত-অধিকার... লাভ করিতে পারে? "না ভদন্ত।" অগ্নিবেশ্মন, ঠিক এইরূপে যাহা নৈষ্ক্রম্য দ্বারা জ্ঞাতব্য... ইহা হইতে পারে না।

যেমন, অগ্নিবেশ্মন, কোনো গ্রাম বা নিগমের নিকটে মহাপর্বত আছে। দুই বন্ধু সেই গ্রাম বা নিগম হইতে বাহির হইয়া হাতে হাত ধরিয়া পর্বতের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া একজন নিচে পর্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া রহিল। অপরজন পর্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিল। নিচে দণ্ডায়মান বন্ধু উপরের বন্ধুকে এইরূপ বলিল : সৌম্য, পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া তুমি কি দেখিতেছ? সে এইরূপ বলিতে পারে, সৌম্য, পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া আমি রমণীয় আরাম, রমণীয় বন, রমণীয় ভূমি ও রমণীয় পুষ্করিণী দেখিতেছি। সে (নিচ দণ্ডায়মান) এরূপ বলিতে পারে : ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে তুমি পর্বতের উপরে দাঁড়াইয়া রমণীয়... দেখিতে পাইতেছ। তখন পর্বতের উপরে স্থিত ব্যক্তি নিচে নামিয়া আসিয়া সেই বন্ধুকে বাহু দ্বারা গ্রহণ করিয়া পর্বতের উপরে লইয়া গিয়া শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য এক মুহূর্ত সময় দিয়া বলিল, সৌম্য, পর্বতের উপর হইতে তুমি কি দেখিতেছ? সেই ব্যক্তি বলিতে পারে, পর্বতের উপরে স্থিত হইয়া আমি রমণীয়... দেখিতেছি। সেই ব্যক্তি বলিতে পারে : এখন আমরা তোমার কথা এইরূপ বুঝিতে পারি। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে তুমি পর্বতের উপরে

স্থিত হইয়া রমণীয় আরাম... দেখিতে পার।' এখন আমরা তোমার কথা এইরূপ বুঝিতে পারি : 'এখন আমি পর্বতের উপরে স্থিত হইয়া রমণীয় আরাম... দেখিতে পারি।' সেই ব্যক্তি এইরূপ বলিতে পারে : সৌম্য, এই বৃহৎ পর্বত দ্বারা আবৃত বলিয়া যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা আমি দেখিতে পারি নাই।

অগ্নিবেশ্মন, ঠিক এইরূপে অধিকতর পরিমাণে রাজকুমার জয়সেন অবিদ্যা-স্কন্ধের দ্বারা আবৃত, নিবারিত, অববৃত ও সমাচ্ছন্ন। যাহা নৈষ্ক্রম্য দ্বারা জ্ঞাতব্য... সাক্ষাৎ করিবে, তাহা হইতে পারে না। অগ্নিবেশ্মন, যদি রাজকুমার জয়সেনের জন্য এই দুই উপমা তোমাকে প্রতিভাষিত করে, তাহা হইলে ইহা আশ্চর্য নয় যে রাজকুমার জয়সেন তোমার উপর প্রসন্ন এবং প্রসন্নের মত আচরণ করিবেন।

কিন্তু, ভদন্ত, কিরূপে রাজকুমার জয়সেনের জন্য এই দুই অশ্রুতপূর্ব উপমা আমাকে প্রতিভাষিত করিবে, যেমন, ভগবানকে।

যেমন, অগ্নিবেশ্মন, মুর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা কোনো নাগশিকারীকে বলেন, সৌম্য নাগশিকারী, রাজহস্তীতে আরোহণ করিয়া নাগবনে প্রবেশ করিয়া আরণ্যক হস্তী দেখিয়া তাহাকে রাজহস্তীর গ্রীবায় উপনিবদ্ধ করো। "হ্যাঁ প্রভু" বলিয়া নাগশিকারী মুর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে প্রত্যুত্তর দিয়া রাজহস্তীতে আরোহণ করিয়া নাগবনে প্রবেশপূর্বক আরণ্যক নাগ দেখিয়া রাজহস্তীর গ্রীবায় তাহাকে উপনিবদ্ধ করিল। রাজহস্তী তাহাতে উন্মুক্ত স্থানে লইয়া আসিল এবং এইরূপে আরণ্যক নাগ বাহিরে আসিল। অগ্নিবেশ্মন, নাগবন সম্পর্কে ইহাই আরণ্যক নাগের আকাঙ্ক্ষা। নাগশিকারী মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন, আরণ্যক নাগ উন্মুক্ত স্থানে গিয়াছে। তখন রাজা হস্তীদমনকারীকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, ভদ্র হস্তীদমক, এস, আরণ্যক নাগকে তাহার আরণ্যক আচরণ, স্মরণ, সংকল্প, দুঃখ-কষ্ট, পরিদাহ অবদমিত করিয়া, গ্রামান্তে প্রমোদিত করিয়া ও মনুষ্যাচরণে শিক্ষা দিয়া দমিত করো। "হ্যাঁ প্রভু" বলিয়া হস্তীদমক মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে প্রত্যুত্তর দিয়া আরণ্যক নাগকে তাহার আরণ্যক আচরণ... শিক্ষা দিয়া দমিত করিবার জন্য মাটিতে বৃহৎ খুঁটি প্রোথিত করিয়া তাহাতে উপনিবদ্ধ করে। অতঃপর আরণ্যক নাগ হস্তীদমকের যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, বহুজনকান্ত, বহুজন-মনোজ্ঞ সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করে, কর্ণপাত করে, গম্ভীর জ্ঞানে চিত্ত উপস্থাপিত করে। তারপর হস্তীদমক তাহাকে তৃণ, ঘাস ও জল প্রদান করে। অগ্নিবেশ্মন, যখন আরণ্যক নাগ হস্তীদমকের তৃণ, ঘাস ও জল গ্রহণ করে, তখন হস্তীদমক এরূপ চিন্তা

করে : “রাজার হস্তী এখন জীবিত থাকিলে উত্তম।” তারপর হস্তীদমক তাহাকে পরবর্তী শিক্ষাদান করে—“ওহে গ্রহণ করো, ওহে নিক্ষেপ করো।” অগ্নিবেশ্মন, যখন রাজার হস্তী গ্রহণে, নিক্ষেপে হস্তীদমকের বাক্য পালন করে, আদেশ অনুযায়ী কাজ করে, তখন হস্তীদমক তাহাকে পরবর্তী শিক্ষাদান করে—“ওহে অগ্রসর হও, পশ্চাদ অপসরণ করো।” অগ্নিবেশ্মন, যখন রাজার হস্তী অগ্রসরকালে, প্রত্যাগমনে হস্তী-দমনকারীর বাক্য পালন করে, আদেশ অনুযায়ী কাজ করে, তখন হস্তীদমক তাহাকে পরবর্তী শিক্ষা দান করে। ওহে উঠ, ওহে বসো।” যখন উত্থানে, উপবেশনে... স্থির থাকার শিক্ষা দান করে। সে বিশাল শুণ্ডে ফলক উপনিবদ্ধ করে, তোমরহস্ত (বল্লম) পুরুষ হস্তীর গ্রীবার উপরে উপবিষ্ট থাকে, তোমরহস্ত লোকজন চারিদিকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান থাকে, হস্তীদমকও দীর্ঘ তোমর দণ্ড লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে। “স্থিত থাকা” অভ্যাস করাইবার সময়ে সে সম্মুখের পাদদ্বয় বা পশ্চাতের পাদদ্বয় নাড়ে না, দেহের সম্মুখভাগ বা পশ্চাৎভাগ নাড়ে না, মস্তক, কর্ণ, লাঙ্গুল বা শুণ্ড নাড়ে না। রাজার সেই হস্তী অসি, তীর বা কুঠারের আঘাত এবং ভেরী শব্দ, শঙ্খ শব্দ, নিনাদ শব্দ বা টম টম শব্দ সহ্য করিতে সক্ষম। সে সর্বদোষমুক্ত, বিশুদ্ধ স্বর্ণসদৃশ, রাজাপোযুক্ত, রাজভোগ্য এবং রাজকীয় গুণে ভূষিত।

অগ্নিবেশ্মন, ঠিক এইরূপে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ তথাগত এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হন... আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন। অগ্নিবেশ্মন, আর্যশ্রাবক উন্মুক্ত জীবনযাপন করেন। কিন্তু পঞ্চ কামগুণ সম্পর্কে দেবমনুষ্যদের আকাঙ্ক্ষা আছে। তথাগত তাঁহাকে (আর্যশ্রাবক) এইরূপ পরবর্তী শিক্ষা দেন : এসো ভিক্ষু, শীলবান হও[১]... বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া কায়ে কায়ানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। এই পৃথিবীতে অবিদ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন, বেদনায়... চিত্তে... ধর্মে ধর্মানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন, এই পৃথিবীতে অবিদ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন।

যেমন, অগ্নিবেশ্মন, হস্তিদমক আরণ্যক নাগকে তাহার আরণ্যক আচরণ... শিক্ষা দান করে, ঠিক এইরূপে, অগ্নিবেশ্মন, গৃহীজনোচিত্ত আচরণ, গৃহীজনোচিত সংকল্প, গৃহীজনোচিত দুঃখ-কষ্ট, পরিদাহ দমিত

---

[১]। এই অংশের জন্য গণক মৌদ্গাল্যায়ন-সূত্র দ্রষ্টব্য।

করার জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য আর্যশ্রাবকের এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান চিত্তের উপনিবন্ধন প্রয়োজন।

তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেন : এসো ভিক্ষু, কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করো, কায়-উপসংহিত বিতর্ক পোষণ করিও না। বেদনা, চিত্ত, ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। তিনি বির্তক-বিচার উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী অবির্তক, অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এইরূপ সমাহিত চিত্তে... আর এখানে আসিতে হইবে না বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

সেই ভিক্ষু শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দংশ-মশক, বাতাতপ, সরীসৃপ সংস্পর্শে সহনক্ষম হন। দুর্বাক্য, উৎপন্ন বেদনা, তীব্র তীক্ষ্ণ কটুত্ব, অসাত (বিরক্তিকর), অমনোজ্ঞ এবং প্রাণহর দুঃখ অধিবাসন-সমর্থ হন। সর্বরাগ দ্বেষ-মোহমুক্ত যাহা আহ্বানীয়, প্রাহ্বানীয়, দাক্ষিণেয্য, অঞ্জলি-করণীয় এবং লোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র নামে অভিহিত।

অগ্নিবেশ্মন, যদি অদান্ত অবিনীত রাজার হস্তী বৃদ্ধ বয়সে মারা যায়, রাজার বৃদ্ধ হস্তী অদান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়। অগ্নিবেশ্মন, রাজার মধ্যবয়সী হস্তী সম্পর্কেও এইরূপ, যদি অদান্ত অবিনীত রাজার হস্তী তরুণ বয়সে মারা যায়, রাজার তরুণ হস্তী অদান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়।

ঠিক এইরূপে, অগ্নিবেশ্মন, যদি কোনো স্থবির ভিক্ষু ক্ষীণাসব না হইয়া মারা যায়, স্থবির ভিক্ষু অদান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়। মধ্যবয়সী ভিক্ষু সম্পর্কেও এইরূপ। অগ্নিবেশ্মন, যদি কোনো নবীন ভিক্ষু ক্ষীণাসব না হইয়া মারা যায়, সেই নবীন ভিক্ষু অদান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়। অগ্নিবেশ্মন, যদি রাজার বৃদ্ধ সুদান্ত, সুবিনীত হস্তী মারা যায়, তাহা হইলে রাজার বৃদ্ধ হস্তী সুদান্ত সুবিনীত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়, মধ্যবয়সী সম্পর্কেও এইরূপ। যদি, অগ্নিবেশ্মন, রাজার সুদান্ত সুবিনীত হস্তী তরুণ বয়সে মারা যায় তাহা হইলে রাজার তরুণ হস্তী সুদান্ত সুবিনীত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়। ঠিক এইরূপে, অগ্নিবেশ্মন, যদি কোনো স্থবির ভিক্ষু ক্ষীণাসব হইয়া মারা যায়, তাহা হইলে স্থবির ভিক্ষু দান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়, মধ্য বয়সী সম্পর্কেও এইরূপ, যদি নবীন ভিক্ষু ক্ষীণাসব হইয়া মারা যায়, তাহা হইলে নবীন ভিক্ষু দান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়।

ভগবান ইহা বলিলেন। শ্রামণের অচিরবত সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

দান্তভূমি সূত্র সমাপ্ত

৬. ভূমিজ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন বেণুবনে কলন্দকনিবাপে। সেই সময় আয়ুষ্মান ভূমিজ[১] পূর্বাহ্ণে বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া রাজকুমার জয়সেনের আবাসে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন রাজকুমার জয়সেন আয়ুষ্মান ভূমিজের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান ভূমিজের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট রাজকুমার জয়সেন আয়ুষ্মান ভূমিজকে বলিলেন, কোনো কোনো শ্রমণ আছেন যাঁহারা এরূপ মতবাদী ও এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন; যদি কেহ আশা করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করে, তাহার পক্ষে ফল লাভ করা সম্ভব নহে, যদি আশা না করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করে, তাহা হইলেও ফল লাভ করা সম্ভব নহে। আশা এবং আশাহীন হইয়া যদি ব্রহ্মচর্য পালন করে তাহা হইলেও ফল লাভ সম্ভব নহে, আবার আশাও না করিয়া, আশাহীন না হইয়াও যদি ব্রহ্মচর্য পালন করে, তাহা হইলেও ফল লাভ করা সম্ভব নহে। এইস্থলে ভবদীয় ভূমিজের শাস্তা কী মতবাদী, কী আখ্যায়ী?

রাজকুমার, আমি ইহা স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতে শুনি নাই বা জানি নাই। তবে ইহা স্থানোপযোগী যে ভগবান এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন : যদি কেহ আশা করিয়া অযোনিশ (অনবধানত) ব্রহ্মচর্য পালন করে, তাহা হইলে ফল লাভ করা সম্ভব নহে, আশা না করিয়া যদি অযোনিশ... ফল লাভ সম্ভব নহে। কিন্তু আশা করিয়া যদি যোনিশ (অবধানত) ব্রহ্মচর্য পালন করে... ফল লাভ করা সম্ভব। রাজকুমার, আমি ইহা স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতে... ব্যাখ্যা করেন।

যদি ভবদীয় ভূমিজের শাস্তা এরূপ মতবাদী ও এরূপ আখ্যায়ী হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই, সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মাথার ঊর্ধে দণ্ডায়মান থাকেন বলিয়া আমি মনে করি। তখন রাজকুমার জয়সেন নিজের জন্য পক্ব খাদ্য

---

[১]। রাজকুমার জয়সেনের মাতুল।

আয়ুষ্মান ভূমিজকে পরিবেশন করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান ভূমিজ ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজনান্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভূমিজ ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, আমি পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া... দণ্ডায়মান থাকেন।[১] ভদন্ত, এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাখ্যা করিবার সময়ে আমি কি ভগবান সম্পর্কে যথাযথ বলিয়াছি? ভগবানের উপর মিথ্যা দোষারোপ করি নাই তো, যথার্থভাবে ধর্মের খুঁটিনাটি ব্যক্ত করিয়াছি তো? কোনো সহধর্মী বাদানুবাদে নিন্দিত হয় না তো? "অবশ্যই ভূমিজ, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি... নিন্দিত হয় না।"

ভূমিজ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যা সংকল্প ও মিথ্যা বাক্যসম্পন্ন, মিথ্যা কর্মকারী, মিথ্যাজীবী, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন তাহারা যদি আশা করিয়া ব্রহ্মচর্য... ফল সম্ভব নহে। তাহা কী হেতু? ভূমিজ, ইহা ফল লাভের উপায় নহে। যেমন, ভূমিজ, কোনো তৈলার্থী, তৈল গবেষক পুরুষ তৈল অন্বেষণ করিতে করিতে দ্রোণীতে বালি আকীর্ণ করিয়া তাহাতে ফোঁস ফোঁস করিয়া জল সিঞ্চন করে, যদিও সে আশা করিয়া দ্রোণীতে বালি আকীর্ণ করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া জল সিঞ্চন করিয়া পিষিতে থাকে, তাহাতে তৈল পাওয়া সম্ভব নহে। যদি আশা না করিয়া... তৈল পাওয়া সম্ভব নহে। তাহা কী হেতু? ভূমিজ, ইহা তৈল লাভের প্রকৃত উপায় নহে। ভূমিজ, ঠিক এইভাবে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... ফল লাভের উপায় নহে।

যেমন, ভূমিজ, কোনো ক্ষীরার্থী ক্ষীর গবেষক পুরুষ ক্ষীর অন্বেষণ করিতে করিতে বৎসতরীর শিং ধরিয়া দোহন করে, যদিও আশা করিয়া... ক্ষীর পাওয়া সম্ভব নহে। তাহা কী হেতু?... ফল লাভের উপায় নহে।

যেমন, ভূমিজ, কোনো নবনীতার্থী নবনীত গবেষক পুরুষ নবনীত অন্বেষণ করিতে করিতে কলসীতে শুধু জল সিঞ্চন করিয়া দণ্ড দ্বারা মন্থন করে, যদি আশা করিয়া... ফল লাভের উপায় নহে।

যেমন, ভূমিজ, কোনো অগ্নি-অর্থী, অগ্নি-গবেষক পুরুষ অগ্নি অন্বেষণ করিতে করিতে আর্দ্র কাষ্ঠ, স্নেহযুক্ত উত্তরারণি লইয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে মন্থন করিতে পারে। যদিও আশা করিয়া... ফল লাভের উপায় নহে।

---

[১]। এখান ভূমিজ ও জয়সেনের সাক্ষাৎ ও আলোচনার সমগ্র বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

ভূমিজ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সম্যক সংকল্প ও বাক্‌সম্পন্ন, সম্যক কর্মকারী, সম্যকজীবি, সম্যক ব্যায়ামী, সম্যক স্মৃতি ও সমাধিসম্পন্ন, তাঁহারা যদি আশা করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাহা হইলে ফল লাভ সম্ভব, আশা না করিয়া... ফল লাভ সম্ভব। তাহার কারণ কী? ভূমিজ, ইহাই ফল লাভের উপায়।

যেমন, ভূমিজ, তৈলার্থী তৈলগভেষী কোনো পুরুষ তৈল অন্বেষণ করিতে করিতে পিষ্ট তিল দ্রোণীতে আকীর্ণ করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া জল সিঞ্চন করিয়া পিষিতে থাকে, যদিও আশা করিয়া... তৈল পাওয়া সম্ভব... ইহাই ফল লাভের উপায়।

যেমন, ভূমিজ, কোনো ক্ষীরার্থী, ক্ষীর গবেষী পুরুষ ক্ষীর অন্বেষণ করিতে করিতে বৎসতরীর স্তন দোহন করে। যদি আশা করিয়া বৎসতরীর স্তন দোহন করে, তাহা হইলে ক্ষীর পাওয়া সম্ভব... ইহাই ফল লাভের উপায়।

যেমন, ভূমিজ, কোনো নবনীতার্থী নবনীত গভেষী পুরুষ নবনীত অন্বেষণ করিতে করিতে কলসীতে দধি সিঞ্চন করিয়া মন্থন করে, যদি আশা করিয়া... নবনীত পাওয়া সম্ভব... ইহাই ফল লাভের উপায়।

যেমন, ভূমিজ, কোনো অগ্নি-অর্থী, অগ্নিগবেষী পুরুষ অগ্নি অন্বেষণ করিতে করিতে শুষ্ক কাষ্ঠ উত্তরারণি লইয়া ঘর্ষণ করে অগ্নি পাওয়া সম্ভব... ফল লাভ সম্ভব।

ভূমিজ, যদি রাজকুমার জযসেনের জন্য এই চারিটি উপমা তোমাকে প্রতিভাষিত হয়, ইহা আশ্চর্য নহে যে রাজকুমার জয়সেন স্বাভাবিকভাবেই তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন এবং প্রসন্নের মতো কাজ করিবেন। কিন্তু ভদন্ত, কিরূপে রাজকুমার জয়সেনের জন্য এই অশ্রুত পূর্ব উপমা আমাকে প্রতিভাষিত করিবে?

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান ভূমিজ ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ভূমিজ সূত্র সমাপ্ত

৭. অনুরুদ্ধ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন পঞ্চকাঙ্গ[১] স্থপতি অন্য এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মহাশয়, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের[২] নিকট উপস্থিত হউন, উপস্থিত হইয়া আমার কথা বলিয়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের পায়ে মাথা রাখিয়া বন্দনা করুন এবং এইরূপ বলুন : ভদন্ত, পঞ্চকাঙ্গ স্থপতি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের পায়ে মাথা রাখিয়া বন্দনা করিয়া বলিতেছেন, ভদন্ত, তিনজন ভিক্ষুসহ আগামী কালের জন্য আমার (বাড়িতে) ভোজন করুন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যেন ঠিক সময়েই আসেন, যেহেতু পঞ্চকাঙ্গ স্থপতির রাজকার্যের জন্য বহুকৃত্য বহু করণীয় আছে। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া সেই ব্যক্তি পঞ্চকাঙ্গ স্থপতিকে প্রত্যুত্তর দিয়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বলিলেন, পঞ্চকাঙ্গ স্থপতি... বহু করণীয় আছে। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ তূষ্ণীভাবে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া পঞ্চকাঙ্গ স্থপতির বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন পঞ্চকাঙ্গ স্থপতি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে স্বহস্তে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য দ্বারা সন্তৃপ্ত ও সম্প্রবারিত করিলেন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভোজন সমাপ্তকরিয়া হাত পাত্র হইতে অপনীত করিলে পঞ্চকাঙ্গ স্থপতি এক নিচ আসন লইয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বলিলেন, এখানে স্থবির ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছেন : "গৃহপতি, অপ্রমেয় চেতোবিমুক্তি ভাবনা করো।" আবার কোনো কোনো স্থবির এইরূপ বলিয়াছেন : "গৃহপতি, মহদ্গাত চিত্তবিমুক্তি ভাবনা করো।" ভদন্ত, এই সকল অপ্রমেয়[৩] চিত্তবিমুক্তি যাহা মহদ্গাত চিত্তবিমুক্তি এই সকল ধর্ম কি অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?

---

[১]। বুদ্ধঘোষের মতে সঙ্গে পাঁচ প্রকার যন্ত্র থাকিত বলিয়া পঞ্চকাঙ্গ নাম হইয়াছে।

[২]। পালি অনুরুদ্ধ।

[৩]। এই দুইটি শব্দ ব্রহ্ম বিহারের সঙ্গে যুক্ত।

গৃহপতি, এই সম্পর্কে তোমার মত ব্যক্ত করো, তাহা হইলে তোমার নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

ভদন্ত, আমার এইরূপ মনে হয়—যাহা অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি এবং যাহা মহদ্গাত চিত্তবিমুক্তি, এই সকল ধর্ম অর্থত এক এবং ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।

গৃহপতি, যাহা অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি এবং যাহা মহদ্গাত চিত্তবিমুক্তি এই সকল ধর্ম অর্থত পৃথক পৃথক এবং ব্যঞ্জনতও পৃথক পৃথক। গৃহপতি, এই ব্যাখ্যা প্রণালি অবলম্বন করিয়া জানা যাইতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।

গৃহপতি, অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি কী? এইস্থলে ভিক্ষু মৈত্রী-সহগত চিত্তে একদিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক্, তৃতীয় দিক্, চতুর্থ দিক্, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বতোভাবে সর্ব দিক মৈত্রী-সহগত, বিপুল, মহদ্গাত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অবাধ চিত্তে সর্বলোক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণা-সহগত, মুদিতা-সহগত এবং উপেক্ষা-সহগত চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ। গৃহপতি, ইহাকেই বলে অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি।

গৃহপতি, মহদ্গাত চিত্তবিমুক্তি কী? এখানে ভিক্ষু এক বৃক্ষমূল পরিমাণ (ধ্যানের আলম্বনরূপে সেই আকার) স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, ইহাকেই বলা হয় মহদ্গাত চিত্তবিমুক্তি। দুই, তিন বৃক্ষমূল পরিমাণ মহদ্গাত (বিস্তৃত) এক দুই তিন গ্রামক্ষেত্র, এক দুই তিন মহারাজ্য, আসমুদ্র পৃথিবী সম্পর্কেও এইরূপ। ইহাকেই মহদ্গাত চিত্তবিমুক্তি বলা হয়। এই ব্যাখ্যা প্রণালিতে... ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।

গৃহপতি, এই চারি প্রকার ভবোৎপত্তি। চারি প্রকার কী কী? এখানে কেহ কেহ 'পরিত্ত (সীমিত) আভা' এই ভাবিয়া স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী (ধ্যানে) হইয়া অবস্থান করেন, তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর পরিত্তাভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন। এখানে কেহ কেহ 'অপ্রমেয়াভা' বলিয়া ভাবিয়া, স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর অপ্রমেয়াভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন। এখানে কেহ কেহ 'সংক্লিষ্টাভা' ইহা ভাবিয়া, স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন। তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর সংক্লিষ্টাভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন। এখানে কেহ কেহ 'পরিশুদ্ধাভা' ইহা ভাবিয়া স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর পরিশুদ্ধাভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন। গৃহপতি, এইগুলিই চারি ভবোৎপত্তি।

গৃহপতি, এক সময় দেবতাগণ এক জায়গায় সমবেত হন। সমবেত

দেবতাদের মধ্যে বর্ণের পৃথকত্ব দেখা যায়, কিন্তু আভায় পৃথকত্ব দেখা যায় না। যেমন, গৃহপতি, কোনো পুরুষ বহু তৈলপ্রদীপ লইয়া যখন একটি ঘরে প্রবেশ করে, তখন প্রদীপগুলির শিখার পৃথকত্ব দেখা যায়, কিন্তু আভার পৃথকত্ব দেখা যায় না। গৃহপতি, ঠিক এইরূপে, যখন দেবতাগণ... দেখা যায় না। আবার এক সময় যখন দেবতাগণ চলিয়া যান, তখন তাহাদের বর্ণ ও আভার পৃথকত্ব দেখা যায়। গৃহপতি, ইহা সেইরূপে, যেমন, কোনো পুরুষ যখন প্রদীপগুলি ঘর হইতে বাহিরে লইয়া যায় তখন শিখা ও আভায় পৃথকত্ব দেখা যায়। ঠিক এইরূপে, যখন... দেখা যায়। গৃহপতি, ওই দেবতাদের এইরূপ মনে হয় না : "ইহা আমাদের পক্ষে নিত্য বা ধ্রুব অথবা শ্বাশত" অধিকন্তু এই সকল যেখানে যেখানে বাস করেন তাঁহারা তথায় প্রমোদ লাভ করেন। যেমন, গৃহপতি, বাঁকে বা ঝুঁড়িতে বহন করিবার সময় মক্ষিকাদের এইরূপ মনে হয় না : "ইহা নিত্য বা ধ্রুব অথবা শ্বাশত," "অধিকন্তু, মক্ষিকারা যেখানে থাকে, সেখানে আনন্দ লাভ করে। গৃহপতি, ঠিক এইরূপে... প্রমোদ লাভ করেন।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান অভিয় কাত্যায়ন[১] আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বলিলেন, উত্তম, ভদন্ত অনুরুদ্ধ, ইহার পরেও আমার এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য আছে। ভদন্ত, যে-সকল দেবতা আভাসম্পন্ন, তাঁহারা কী সকলেই পরিত্তাভ কিংবা কোনো দেবতা অপ্রমেয়াভ? বন্ধু কাত্যায়ন, ভবোৎপত্তির কারণানুসারে[২] কোনো কোনো দেবতা পরিত্তাভ, আবার কোনো কোনো দেবতা অপ্রমেয়াভ।

ভদন্ত অনুরুদ্ধ, কী হেতু, কী প্রত্যয় যে এই দেবতারা যদিও একই দেবনিকায়ে উৎপন্ন হইয়াছেন, অথচ তাঁহাদের কেহ কেহ পরিত্তাভ, আবার কেহ কেহ অপ্রমেয়াভ?

তাহা হইলে, বন্ধু কাত্যায়ন, এই সম্পর্কে আমি তোমাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করিব। তুমি যে রকম সক্ষম, তদনুসারে ব্যাখ্যা করো। তুমি মনে করো বন্ধু কাত্যায়ন? যে ভিক্ষু এক বৃক্ষমূল মহদ্গত (বিস্তৃত) ও ধ্যানের আলম্বনরূপে সেই বিস্তৃতি স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, আর যে ভিক্ষু দুই বা তিন বৃক্ষমূল পরিমাণ মহদ্গত, তাহা আলম্বনরূপে স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন—এই উভয় চিত্তভাবনার মধ্যে কোনোটি

১। অন্য গ্রন্থে সভিয় কাত্যায়ন বলিয়া উল্লিখিত।

২। পপঞ্চসূদনী ৪র্থ পৃ. ২০২।

মহদ্গততর?

ভদন্ত, যে ভিক্ষু (ধ্যান) দুই বা তিন বৃক্ষমূল পরিমাণ মহদ্গত (বিস্তৃত) সেই বিস্তৃতি আলম্বনরূপে স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, তাহাই উভয় চিত্তভাবনার মধ্যে মহদ্গততর।

বন্ধু কাত্যায়ন, তুমি কী মনে করো? যে ভিক্ষু (ধ্যান) দুই বা তিন বৃক্ষমূল... আর যে ভিক্ষু (ধ্যান) এক গ্রামক্ষেত্র পরিমাণ মহদ্গত... কোনটি মহদ্গততর?

ভন্তে, যে ভিক্ষু (ধ্যান) এক গ্রামক্ষেত্র পরিমাণ মহদ্গত—মহদ্গততর।

বন্ধু কাত্যায়ন, যে ভিক্ষু... আর যে ভিক্ষু (ধ্যান) দুই বা তিন গ্রামক্ষেত্র... মহদ্গততর?

ভদন্ত, যে ভিক্ষু (ধ্যান) দুই বা তিন গ্রামক্ষেত্র... মহদ্গততর।

বন্ধু কাত্যায়ন, তুমি কী মনে করো? যে ভিক্ষু ধ্যান দুই বা তিন গ্রামক্ষেত্র... আর যে ভিক্ষু (ধ্যান) এক মহারাজ্য পরিমাণ... মহদ্গততর?

ভদন্ত, যে ভিক্ষু (ধ্যান) এক মহারাজ্য... মহদ্গততর।

বন্ধু কাত্যায়ন, তুমি কী মনে করো?... দুই বা তিন মহারাজ্য পরিমাণ... মহদ্গততর?

ভদন্ত, যে ভিক্ষু (ধ্যান) দুই বা তিন মহারাজ্য পরিমাণ... মহদ্গততর।

বন্ধু কাত্যায়ন, তুমি কী মনে করো? যে ভিক্ষু... আর যে ভিক্ষু (ধ্যান) আসমুদ্র পৃথিবী পরিমাণ... মহদ্গততর?

ভদন্ত, যে ভিক্ষু (ধ্যান) আসমুদ্র পৃথিবী পরিমাণ... মহদ্গততর।

বন্ধু কাত্যায়ন, ইহা হেতু, ইহাই প্রত্যয় যে এই দেবতারা যদিও... কেহ কেহ অপ্রমেয়াভ।

উত্তম, ভদন্ত অনুরুদ্ধ, ইহার পরেও আমার জিজ্ঞাস্য আছে। যে-সকল দেবতা আভাযুক্ত তাঁহারা কি সকলেই সংক্লিষ্টাভ, কিংবা কোনো কোনো দেবতা পরিশুদ্ধাভ?

বন্ধু কাত্যায়ন, ভবোৎপত্তির কারণানুসারে কোনো কোনো দেবতা সংক্লিষ্টাভ, আবার কোনো দেবতা বিশুদ্ধাভ।

ভদন্ত অনুরুদ্ধ, কী হেতু, কী প্রত্যয় যে... বিশুদ্ধাভ?

বন্ধু কাত্যায়ন, তাহা হইলে আমি উপমা প্রদান করিব। কোনো কোনো বিজ্ঞ পুরুষ উপমা দ্বারা কথিত বিষয়ের অর্থ বুঝিতে পারেন। যেমন, প্রজ্বলিত কোনো প্রদীপের তৈল অবিশুদ্ধ, সলিতাও অবিশুদ্ধ এবং ইহাদের অবিশুদ্ধতার কারণে প্রদীপ অস্পষ্টভাবে জ্বলে, ঠিক এইরূপে, বন্ধু কাত্যায়ন,

এখানে কোনো ভিক্ষু সংক্লিষ্টাভা স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার কায়িক অপবিত্রতা অবদমিত হয়, স্ত্যানমিদ্ধ দূরীভূত হয় ও ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য সুপ্রতিবিনীত হয় এবং তদ্রূপ হইবার দরুন তিনি অস্পষ্টভাবে প্রজ্জ্বলিত হন না। তিনি দেহবসানে মৃত্যুর পর পরিশুদ্ধাভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন।

বন্ধু কাত্যায়ন, ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয়... কোনো কোনো দেবতা পরিশুদ্ধাভ।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান অভিকাত্যায়ন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বলিলেন, উত্তম, ভদন্ত অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এইরূপ বলেন নাই : 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি' বা 'এইরূপ হওয়া উচিত' অথচ ভদন্ত, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এইরূপ বলিয়াছেন যে এই সকল দেবতা এইরকম এবং ওই সকল দেবতা ওইরূপ। ভদন্ত, আমার এইরূপ মনে হয় : আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ নিশ্চয়ই পূর্ব হইতেই ওই দেবতাদের সহিত বাস করিয়াছেন, আলাপ করিয়াছেন ও সংলাপ করিয়াছেন।

বন্ধু কাত্যায়ন, নিশ্চয়ই তুমি শেষ কথা বলিয়াছ, আমিও তোমাকে উত্তর দিব। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি পূর্ব হইতেই ওই দেবতাদের সহিত বাস করিয়াছি, আলাপ করিয়াছি ও সংলাপ করিয়াছি।

ইহা বিবৃত হইলে আয়ুষ্মান অভিয়কাত্যায়ন পঞ্চকাঙ্গ স্থপতিকে বলিলেন, গৃহপতি, ইহা তোমার বড়ই লাভ, বড়ই সুলাভ, তোমার সন্দেহ দূর করিতে পারিয়াছি এবং ধর্মপর্যায় শ্রবণ করাইতে পারিয়াছি।

অনুরুদ্ধ সূত্র সমাপ্ত

৮. উপক্লেশ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান কৌশাম্বী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন ঘোষিতারামে[১]। সেই সময়ে কৌশাম্বীতে ভিক্ষুগণ ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, কৌশাম্বীতে

---

[১]। ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর নির্মিত বিহারে।

ভিক্ষুগণ... ব্যথিত করিতেছিলেন। সাধু, ভদন্ত, অনুকম্পাপূর্বক ভগবান ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হউন। ভগবান তূষ্ণীভাবে স্বীকৃতি দিলেন। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, ভিক্ষুগণ, যথেষ্ট হইয়াছে, আর না, তোমরা ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদে লিপ্ত হইও না।

এইরূপে বিবৃত হইলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বলিলেন, ধর্মস্বামী প্রভু ভগবান, আপনি নিরস্ত হউন। ভদন্ত ভগবান, আপনি এই বিষয়ে ঔৎসুক্যহীন হইয়া প্রত্যক্ষ সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া অবস্থান করুন, এই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদে আমরা প্রতীয়মান হইব।

ভগবান দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, ভিক্ষুগণ, যথেষ্ট হইয়াছে... সেই ভিক্ষু দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার বলিলেন... প্রতীয়মান হইব।

অতঃপর ভগবান বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষাচর্যার জন্য কৌশাম্বীতে প্রবেশ করিলেন, ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজনান্তে শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্র-চীবর লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন :

ভিন্নশব্দ সমজন কেহ নাহি মনে করে আমি মূর্খজন,
অধিকন্তু নাহি ভাবে আমার কারণ সংঘভেদ হইল এখন।
পরিমূঢ়স্মৃতি ভাষায় পণ্ডিত বাগীশ বাক্য করে উদ্গীরণ,
জানে না কী পরিণাম যদিও যথেচ্ছ করে মুখ ব্যাদান।
আক্রোশ, বধ করিল আমায়, উপহাস করে আর জিনিল আমায়,
এই ভাব মনে পোষে যে বৈরিতা কখন তার শান্ত না হয়।
আক্রোশ, বধ করিল আমায়, উপহাস করে, জিনিল আমায়,
এই ভাব পোষে না যে বৈরিতা উপশান্ত তাহার নিশ্চয়।
শত্রুতায় শত্রুতার শান্তি না হয় কখন,
মৈত্রীতে শমিত বৈরী ইহা ধর্ম সনাতন।
অন্য লোকে নাহি জানে হেথা হতে যমালয় করিব গমন,
পণ্ডিত সে কথা জানে কলহ শমিত তার হয় সে কারণ।
অস্থিচ্ছেদ প্রাণ আর গবাশ্ব হরণ, কিংবা রাষ্ট্র ধ্বংস সাধন
করেও যদি হয় তার মিলন, তোমার তা হবে না কেমন?
যদি লভ প্রাজ্ঞ সহায় ধীর সহচর আর সাধু সজ্জন,
সর্ব ভীতি জয় করি চর লোকে স্মৃতিমান আনন্দিত মন।
যদি নাহি লভ প্রাজ্ঞ সহায় ধীর সহচর আর সাধু সজ্জন,

রাজা যথা জিতরাজ্য ত্যজে একা চলে অরণ্যে মাতঙ্গ যেমন!
একা চলা শ্রেয়, মূর্খ হতে সহায়তা নাহি প্রয়োজন,
একা চল না করি পাপ নিরুৎসুক অরণ্যে মাতঙ্গ যেমন।

দণ্ডায়মান ভগবান এই গাথা আবৃত্তি করিয়া বালকলোণকার গ্রামে[১] উপস্থিত, হইলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান ভৃগু বালকলোণকার গ্রামে অবস্থান করিতে ছিলেন। আয়ুষ্মান ভৃগু ভগবানকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আসন এবং পা ধুইবার জলের ব্যবস্থা করিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং পা প্রক্ষালন করিলেন। আয়ুষ্মান ভৃগুও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভৃগুকে ভগবান বলিলেন, ভিক্ষু, তোমার ক্ষমনীয় (সহনীয়) ও যাপনীয় (জীবনযাপনের অসুবিধা) আছে কি? ভিক্ষার অভাবে কোনো কষ্ট হয় না তো?

ভগবান, আমার ক্ষমনীয় ও যাপনীয় কিছু আছে, কিন্তু ভিক্ষার জন্য কোনো কষ্টভোগ করিতেছি না।

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান ভৃগুকে ধর্মকথা দ্বারা সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহর্ষিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া পূর্ববংশদাবে[২] উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয়, আয়ুষ্মান কিম্বিল পূর্ববংশদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উদ্যানপাল দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া ভগবানকে বলিলেন, শ্রমণ, এই উদ্যানে প্রবেশ করিবেন না, যেহেতু এখানে তিনজন কুলপুত্র যথারুচি অবস্থান করিতেছেন, আপনি তাহাদের অসুবিধার সৃষ্টি করিবেন না, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানের সহিত উদ্যানপালের আলাপ শুনিতে পাইলেন, শুনিতে পাইয়া উদ্যানপালকে বলিলেন, "বন্ধু" উদ্যান পাল, তুমি ভগবানকে বারণ করিও না, আমাদের শাস্তা স্বয়ং ভগবানই এই স্থানে উপনীত হইয়াছেন।" অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিলের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আয়ুষ্মানগণ, অগ্রসর হউন। আমাদের শাস্তা ভগবান এখানে উপনীত হইয়াছেন।" অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল ভগবানকে সম্বর্ধনা করিয়া একজন ভগবানের হস্ত হইতে পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন, একজন আসন

---

[১]। কৌশাম্বীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম।

[২]। চেতিয় বা চেদি রাজ্যে একটি উপবন। দাব শব্দের অর্থ অরণ্য প. সূ.।

প্রস্তুত করিলেন এবং একজন পাদোদক লইয়া অপেক্ষা করিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, উপবেশন করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন। সেই আয়ুষ্মানগণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে ভগবান বলিলেন, "অনুরুদ্ধ, তোমাদের কষ্ট হয় না তো?" ভগবান, আমাদের ক্ষমনীয় ও যাপনীয় কিছু আছে, কিন্তু ভিক্ষার জন্য আমাদের কোনো কষ্ট নাই।

"অনুরুদ্ধ, তোমরা সমগ্রভাবে, সানন্দে, অবিবাদমান ক্ষীরোদকসম হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দেখিয়া অবস্থান করো তো?" ভদন্ত, অবশ্যই আমরা... সমগ্রভাবে... অবস্থান করি।

"অনুরুদ্ধ, তোমরা কী প্রকারে সমগ্রভাবে...,অবস্থান করো?" ভদন্ত, আমাদের এইরূপ মনে হয় : ইহা আমার পক্ষে পরম লাভ ও সৌভাগ্য যে আমি এহন সতীর্থগণের সহিত অবস্থান করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই আয়ুষ্মানদের প্রতি আমার মৈত্রীপূর্ণ কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম ও মনোকর্ম প্রবৃত্ত আছে। ভদন্ত, তখন আমার মনে এই চিন্তা হয়। আমার পক্ষে নিজ চিত্তকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই আয়ুষ্মানগণের চিত্তবশে অনুবর্তন করা বিধেয়। বাস্তবিক আমি নিজ চিত্তকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই আয়ুষ্মানগণের চিত্তবশেই অনুবর্তন করি। দেহ ভিন্ন বটে, কিন্তু আমাদের চিত্ত যেন একই।

আয়ুষ্মান নন্দিয়, আয়ুষ্মান কিম্বিলও জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপেই উত্তর প্রদান করিলেন।

"ভদন্ত, আমরা এইরূপে সমগ্রভাবে... অবস্থান করি।"

সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা তৎপর হইয়া অবস্থান করো তো?

ভদন্ত, অবশ্যই আমরা অপ্রমত্ত... অবস্থান করি। অনুরুদ্ধ, তোমরা ঠিক কিরূপে অপ্রমত্ত... অবস্থান করো?

ভদন্ত, আমাদের মধ্যে যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করেন, তিনি আসনগুলি নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন, পানীয় ঘট ও ভোজনপাত্র ও ভোজ্য রাখিবার পাত্রের ব্যবস্থা করেন। যিনি শেষে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন, যদি ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকে, ইচ্ছা করিলে তাহা ভোজন করেন, ইচ্ছা না করিলে তিনি তাহা অল্পতৃণাবৃত স্থানে নিক্ষেপ করেন, অথবা প্রাণশূন্য জলে নিমজ্জিত করেন। তিনি আসনগুলি তুলিয়া রাখেন, পানীয়ঘট, ভোজনপাত্র তুলিয়া রাখেন, ভোজ্য রাখিবার পাত্র ধৌত করিয়া তুলিয়া রাখেন এবং ভোজনস্থল পরিষ্কার করেন। যদি তিনি দেখিতে

পান পানীয়-ঘট ও ভোজনপাত্র[১] রিক্ত ও শূন্য, তিনি তাহা জলপূর্ণ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেন। যদি তাঁহার পক্ষে একাকী তাহা সম্পাদন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হস্তসংকেতে ডাকিয়া উভয়ের হাতে ধরিয়া তুলিয়া রাখেন। ভদন্ত, আমরা অকারণে বাক্য উচ্চারণ করি না, আমরা পাঁচ দিন অন্তর সারা রাত্রি ধর্মলোচনায় আসীন থাকি। ভদন্ত, এইরূপে আমরা অপ্রমত্ত... অবস্থান করি।

সাধু, সাধু, অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ, যেইরূপে অপ্রমত্ত... অবস্থান করিবার ফলে তোমাদের কি লোকাতীত ধর্ম, আর্যজ্ঞানদর্শন বিশেষ ও স্বচ্ছন্দ বিহার আয়ত্ত হইয়াছে?

ভদন্ত, এইস্থলে আমরা অপ্রমত্ত... অবস্থানকালে অবভাস (জ্যোতি) এবং রূপদর্শন[২] জানিতে পারি, কিন্তু অচিরেই সেই জ্যোতি ও রূপদর্শন কেন অন্তর্ধান করে তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি নাই।

অনুরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ, তোমাদের সেই কারণ (নিমিত্ত) বুঝিতে পারা উচিত। আমিও সম্বোধি লাভের পূর্বে যখন আমি অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব, তখন অবভাস (ধ্যানজনিত দেহনির্গত জ্যোতি) ও রূপদর্শন জানি। কিন্তু অচিরেই আমার অবভাস ও রূপদর্শন অন্তর্হিত হয়। অনুরুদ্ধগণ, তখন আমার মনে হইয়াছে : কী হেতু, কী কারণ যে আমার অবভাস ও রূপদর্শন অন্তর্হিত হইয়াছে? তখন আমার মনে হইয়াছে : আমার মধ্যে বিচিকিৎসা (সন্দেহ) উৎপন্ন হইয়াছে, বিচিকিৎসার কারণে সমাধি চ্যুত হয়, সমাধি চ্যুত হইলে অবভাস ও রূপদর্শন অন্তর্হিত হয়, আমি সেইভাবে কর্মসম্পাদন করিব যাহাতে আর বিচিকিৎসা উৎপন্ন না হয়। অনুরুদ্ধগণ, অপ্রমত্ত... অবস্থান করিবার ফলে আমি অবভাস ও রূপদর্শন জানিতে পারি। কিন্তু অচিরেই আমার অবভাস ও রূপদর্শন অন্তর্হিত হয়, তখন আমার মনে হয়—কী হেতু, কী প্রত্যয় যে... অন্তর্হিত হইয়াছে? তখন আমার মনে হইয়াছে : আমার মধ্যে অমনস্কার উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই কারণে সমাধিচ্যুত হইয়াছি... অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি সেইভাবে কর্মসম্পাদন করিব যাহাতে আর বিচিকিৎসা ও অমনস্কার উৎপন্ন না হয়। স্ত্যানমিদ্ধ ও স্তম্ভিতভাব সম্পর্কেও এরূপ। অনুরুদ্ধ, যেমন, কোনো পুরুষের রাজপথে গমনকালে উভয় পার্শ্ব হইতে হত্যাকারী তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার মধ্যে স্তম্ভিতভাব

---

[১]। বিনয়পিটক এখানে বচ্ছঘট অর্থাৎ শৌচঘটের উল্লেখ আছে।

[২]। ওভাসোতি পরিকম্পোভাসোপি অন্তরাযি দিব্বচক্খুনপি রূপং ন পস্সি। প. সূ।

উৎপন্ন হয় এবং সেই কারণে... অন্তর্হিত হয়। আমি সেইভাবে কর্ম সম্পাদন করিব যাহাতে পুনরায় আমার মধ্যে বিচিকিৎসা... স্তম্ভিততা উৎপন্ন না হয়। অনুরুদ্ধগণ,... উৎফুল্লতা উৎপন্ন হয়... অন্তর্হিত হয়। যেমন, অনুরুদ্ধগণ, কোনো ব্যক্তি এক নিধিমুখ[১] অন্বেষণ করিতে করিতে একইবারে পঞ্চনিধিমুখ লাভ করে এবং সেই কারণে তাহার মধ্যে উৎফুল্লতা উৎপন্ন হয়, ঠিক একইভাবে আমার মধ্যে উৎফুল্লতা উৎপন্ন হইয়াছে... উৎফুল্লতা উৎপন্ন না হয়। দুষ্টভাব সম্পর্কেও এইরূপ।..অত্যধিক বীর্য উৎপন্ন হইয়াছে... অন্তর্হিত হইযাছে। যেমন, অনুরুদ্ধগণ, কোনো ব্যক্তি উভয় হস্তে বর্তককে এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে যে বর্তক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঠিক এইরূপে... দুষ্টভাব... উৎপন্ন না হয়।... অতিক্ষীণ বীর্য উৎপন্ন হইয়াছে... অন্তর্হিত হইয়াছে। যেমন, অনুরুদ্ধগণ, কোনো ব্যক্তি বর্তককে এমন শিথিলভাবে আবদ্ধ করে যে সে তাহার হস্ত হইতে ফস্কাইয়া যায়... অতিক্ষীণ বীর্য উৎপন্ন না হয়।... তৃষ্ণা, নানত্ব-সংজ্ঞা, রূপের অতিধ্যানভাব সম্পর্কেও এইরূপ। অনুরুদ্ধগণ, তখন আমি 'বিচিকিৎসা চিত্তের উপক্লেশ' ইহা জানিয়া চিত্তের উপক্লেশ বিচিকিৎসা পরিত্যাগ করিলাম। অমনস্কার, স্ত্যান-মিদ্ধ, স্তম্ভিতভাবে, উৎফুল্লতা, দুষ্টভাব, অত্যারব্ধবীর্য, অতিক্ষীণ বীর্য, তৃষ্ণা, নানাত্ব-সংজ্ঞা, রূপের অতিনিধ্যান সম্পর্কেও এইরূপ।

অনুরুদ্ধগণ, আমি অপ্রমত্ত.. অবস্থান করিতে করিতে অবভাসকে জানি কিন্তু রূপদর্শন করি না। রূপ দেখি, তারপর সারা রাত্রি-দিন এবং সম্পূর্ণ এক দিন রাত্রি রূপগুলি দেখি, কিন্তু অবভাসকে জানিতে পারি নাই। তখন আমার মনে হইল : কী হেতু, কী প্রত্যয় যে আমি অবভাসকে জানি... অবভাসকে জানিতে পারি নাই? অনুরুদ্ধগণ, তখন আমার মনে হইল : যে সময়ে আমি রূপনিমিত্তে মনস্কার না করিয়া অবভাসনিমিত্তে মনস্কার করি, তখন আমি অবভাসকে জানি, রূপকে দর্শন করি না। আবার যখন অবভাস নিমিত্তে মনস্কার না করিয়া রূপনিমিত্তে মনস্কার করি তখন অবভাসকে জানিতে পারি না, রাত্রি-দিন কেবল রূপ দর্শন করি।

অনুরুদ্ধগণ, আমি অপ্রমত্ত... অবস্থান করিবার সময়ে সামান্য অবভাস জানি আর সামান্য রূপরাশি দর্শন করি, রাত্রিদিন অপ্রমাণ (বহু পরিমাণ) অবভাস জানি আর অপ্রমাণ রূপরাশি দর্শন করি। তখন আমার মনে হইল : কী হেতু... দর্শন করি? তখন আমার মনে হইল : যখন সামান্য সমাধি হয়,

---

[১]। বহুমূল্য রত্ন।

তখন আমার সামান্য চক্ষু (দৃষ্টিশক্তি) হয়, সুতরাং সামান্য চক্ষু দ্বারা আমি সামান্য অবভাস জানি ও সামান্য রূপরাশি দর্শন করি। যখন আমার অসামান্য ও অপ্রমাণ সমাধি হয়, তখন আমার অপ্রমাণ চক্ষু হয় এবং অপ্রমাণ চক্ষু দ্বারা রাত্রি-দিন অপ্রমাণ অবভাস জানিতে পারি ও অপ্রমাণ রূপরাশি দর্শন করি। অনুরুদ্ধগণ, আমার 'বিচিকিৎসা চিত্তের উপক্লেশ' জানিয়া বিচিকিৎসা চিত্তের উপক্লেশ দূরীভূত হইয়াছে। অমনস্কার... অতিনিধ্যান ভাব সম্পর্কেও এইরূপ। তখন আমার মনে হইল : যে-সকল আমার চিত্তের উপক্লেশ, সেইসকল দূরীভূত হইয়াছে। এখন আমি ত্রিবিধভাবে সমাধি ভাবনা করি। অনুরুদ্ধগণ, আমি সবিতর্ক সবিচার সমাধি, অবিতর্ক সবিচার ও অবিতর্ক অবিচার সমাধি ভাবনা করিয়াছিলাম, সপ্রীতিক, অপ্রীতিক, সাত-সহগত[১], উপেক্ষা-সহগত সমাধি ভাবনা করিয়াছিলাম।

অনুরুদ্ধগণ, যখন আমার এই সকল সমাধি ভাবিত হয় তখন আমার এই জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইল : "আমার বিমুক্তি অবিচল, ইহা শেষ জন্ম, আর পুনর্জন্ম হইবে না।"

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

উপক্লেশ সূত্র সমাপ্ত

৯. বাল-পণ্ডিত সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "ভদন্ত," বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, এই তিনটি মূর্খের বাল লক্ষণ, বালনিমিত্ত ও বালবৈশিষ্ট্য। তিনটি কী কী? ভিক্ষুগণ, এই স্থলে মূর্খ (অভিধ্যা, ব্যাপাদ ইত্যাদি) দুষ্ট চিন্তাপরায়ণ, (মিথ্যা ভাষণাদি) দুর্ভাষিত ভাষী ও (প্রাণিহত্যা ইত্যাদি) দুষ্কর্মকারী[২] হয়। ভিক্ষুগণ, যদি মূর্খ দুষ্ট চিন্তাকারী, দুর্ভাষিত ভাষী ও দুষ্কর্মকারী না হইত, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ কিরূপে জানিতে পারেন, এই ভবদীয় কী মূর্খ ও অসৎপুরুষ? যেহেতু মূর্খ দুষ্ট চিন্তাকারী... সেই জন্য

---

[১]। সুখ-সহগত।

[২]। প-সূ. ৪র্থ পৃ. ২১০।

পণ্ডিতেরা জানেন, এই ভবদীয় মূর্খ ও অসৎপুরুষ। ভিক্ষুগণ, সেই মূর্খ ইহ-জীবনে ত্রিবিধ দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। যদি মূর্খ সভায় বা রথে বা মহাপথের সংযোগস্থলে উপবিষ্ট থাকে, এবং তথায় লোকজন তাহার সম্পর্কে তদুপযোগী কথা বলিয়া থাকে, যদি মূর্খ প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী, কামে ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, সুরা-মৈরেয় মদ্য প্রমাদস্থানে আসক্ত হয়, মূর্খের এরূপ মনে হয় : "এই সকল লোক আমার সম্পর্কে আমার উপযুক্ত কথা বলিতেছে, কারণ, ওই সকল ধর্ম আমার মধ্যে বর্তমান এবং আমিও ওই সকল ধর্মে জড়িত আছি" ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তি ইহ-জীবনে এই প্রথম দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মূর্খ দেখে, রাজগণ দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া বিবিধ কর্মকরণ[১] (শাস্তি) বিধান করেন—কশাঘাত করা হয়, বেত্রাঘাত করা হয়, অর্ধদণ্ডকে (মুদ্গরাদি দ্বারা) প্রহার করা হয়, হস্ত ছিন্ন করা হয়, পদ ছিন্ন করা হয়, হস্তপদ ছিন্ন করা হয়, কর্ণচ্ছেদ করা হয়, নাসাচ্ছেদ করা হয়, কর্ণনাসাচ্ছেদ করা হয়, বিলগ্নস্থালী করা হয়, শঙ্খমুণ্ড করা হয়, রাহুমুখ করা হয়, জ্যোতিমাল করা হয়, হস্ত প্রদ্যোতিত করা হয়, ছাগচর্মিক করা হয়, জীর্ণচীরবাস করা হয়, পেরেকবিদ্ধ করা হয়, বড়শীর দ্বারা মাংস বিদ্ধ করা, কার্যাপণ-পরিমিত করা হয়, ক্ষার প্রয়োগ করা হয়, পলিঘ-বিদ্ধ করা হয়, পলালপীঠ করা হয়, তপ্ততৈলে অভিষিক্ত করা হয়, ক্ষিপ্ত কুকুর দ্বারা খাওয়ান হয়, জীবন্ত শূলে দেওয়া হয় এবং অসি দ্বারা শিরশ্ছেদ করা হয়। ভিক্ষুগণ, তখন মূর্খ ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করে : এই সকল পাপকার্যের জন্য রাজগণ চোরকে ধৃত করিয়া... অসি দ্বারা শিরশ্ছেদ করেন। এই সকল ধর্ম আমার মধ্যে বিদ্যমান, আমি এই সকল ধর্মে বিজড়িত। যদি রাজগণ আমার সম্পর্কে জানিতে পারেন, তাহা হইলে রাজগণ আমাকে ধৃত করিয়া বিবিধ কর্মকরণ বিধান করিতে পারেন—কশাঘাত... অসি দ্বারা শিরশ্ছেদ করিতে পারেন। ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তি ইহ-জীবনে এই দ্বিতীয়বার দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পীঠ সমারূঢ় বা মঞ্চ সমারূঢ় বা ভূমিতে শয়ান মূর্খের উপর তাহার পূর্বকৃত কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনো-দুশ্চরিত পাপকার্যগুলি অবলম্বিত, অধ্যলম্বিত ও অভিপ্রলম্বিত (ন্যস্ত) হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, উচ্চ পর্বত শিখরের ছায়া সায়াহ্নে পৃথিবীর উপর অবলম্বিত... হয়,

---

[১]। মধ্যনিকায় (১ম), পৃ. ১৩৬ দ্রষ্টব্য।

ঠিক এইরূপে পীঠ সমারূঢ়... অভিপ্রলম্বিত হয়। ভিক্ষুগণ, তখন মূর্খ ব্যক্তির এইরূপ মনে হয় : যাহা কল্যাণদায়ক তাহা আমার দ্বারা কৃত হয় নাই, কুশল কৃত হয় নাই, ভয়ঙ্কর হইতে পরিত্রাণ কৃত হয় নাই, কিন্তু পাপ কৃত, নিষ্ঠুরতা কৃত এবং কলুষতা কৃত হইয়াছে। অকৃত-অকল্যাণ, অকৃতকুশল, অকৃতভয়ঙ্কর পরিত্রাণ, কৃতপাপ, কৃতনিষ্ঠুরতা, কৃতকলুষতাদের যে গতি, আমার সেই গতি হইবে। সে শোক করে, কষ্ট পায়, ঊরু বাজাইয়া ক্রন্দন করে এবং মোহগ্রস্ত হয়—মূর্খ ইহ-জীবনে এই তৃতীয় দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে।

ভিক্ষুগণ, সেই মূর্খ কায় দ্বারা দুশ্চরিত্র আচরণ করিয়া, বাক্ দ্বারা দুশ্চরিত্র আচরণ করিয়া, মন দ্বারা দুশ্চরিত্র আচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সে নিজের সম্পর্কে সম্যকরূপে বলে। একান্তরূপে অনভিপ্রেত, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ, নরক সম্পর্কেও সে সম্যকরূপে বলে, ইহা অনভিপ্রেত, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ। নরক দুঃখ অনেক বলিয়া এখানে উপমা সহজ নহে।

ইহা বিবৃত হইলে একজন ভিক্ষু ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, আপনি কি উপমা দিতে সক্ষম?

ভগবান বলিলেন, হ্যাঁ, ভিক্ষু, সম্ভব। যেমন, কোনো দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করা হয়ঃ প্রভু, এই ব্যক্তি একজন দুষ্কৃতকারী চোর। ইহাকে যথেচ্ছ শাস্তি প্রদান করুন। রাজা তখন বলিতে পারেন, যাও হে, তোমার এই ব্যক্তিকে পূর্বাহ্ন সময়ে শত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করো। তাহারা সেই ব্যক্তিকে পূর্বাহ্ন সময়ে শত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিল। মধ্যাহ্ন সময়ে রাজা এইরূপ বলিতে পারেন : কী হে, সেই ব্যক্তি কিরূপ আছে? প্রভু, সে এখনো জীবিত। রাজা বলিলেন, যাও হে, তোমরা আবার মধ্যাহ্ন সময়ে তাহাকে শত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করো। তাহারা তাহাই করিল। সায়াহ্ন সময়ে আবার বলিতে পারেন, কী হে, সেই ব্যক্তি কিরূপ আছে? প্রভু, সে সেইরূপ জীবিত আছে। তখন রাজা বলিতে পারেন, যাও হে তোমরা, তাহাকে সায়াহ্ন সময়ে শত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করো। তাহারা তাহাই করিল। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? সেই ব্যক্তি কি তিনশত অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া সেই হেতু দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করিবে?

ভদন্ত, একটি অস্ত্রঘাতেই সেই ব্যক্তি দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করিবে, তিন শত অস্ত্রের সম্পর্কে আর কী কথা?

তখন ভগবান হস্তপরিমাণ সামান্য একখণ্ড পাথর লইয়া ভিক্ষুদের

বলিলেন, ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? আমার গৃহীত এই হস্ত পরিমাণ সামান্য পাথর আর পর্বতরাজ হিমবন্তের মধ্যে কোনোটি বৃহত্তর?

ভদন্ত, ভগবান কৃতক গৃহীত হস্তপরিমিত সামান্য প্রস্থরখণ্ড অতি অল্পমাত্র, পর্বতরাজ হিমবন্তের তুলনার নগণ্য, তুলনার অযোগ্য, এমন কী কলা প্রমাণ (ষোলো ভাগের এক ভাগ) ও নহে।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে, যে ব্যক্তি তিন শত অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া সেই কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে, তাহা নিরয়ের তুলনায় নগণ্য, কলাভাগ মাত্রও নহে, ইহা তুলনার অযোগ্য। ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহার উপর পঞ্চবিধ বন্ধন (শাস্তি) প্রয়োগ করে। তাহারা তপ্ত লৌহদণ্ড প্রত্যেক হস্তে, প্রত্যেক পদে এবং বক্ষে বিদ্ধ করে, সেই কারণে সে দুঃখ, তীব্র, কটুক বেদনা অনুভব করে, যতক্ষণ তাহার পাপকর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহার মৃত্যু হয় না। নিরয়পালগণ তাহাকে শোয়াইয়া কুঠার দ্বারা তক্ষণ করে। সে তাহাতে তীব্র কটুক দুঃখ বেদনা অনুভব করে... মৃত্যু হয় না। তারপর নিরয়পালগণ তাহার পা উপরের দিকে ও মাথা নিচের দিকে স্থাপন করিয়া বাসী দ্বারা তক্ষণ করে, সে তাহাতে... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, তারপর নিরয়পালগণ তাহাকে রথের সহিত বাঁধিয়া জ্বলন্ত মাটির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। সে তাহাতে... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, তারপর নিরয়পালগণ তাহাকে বিশাল প্রদীপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গারপর্বতে ফেলিয়া দিয়া উল্টাইয়া দেয়, পাল্টাইয়া দেয়। সে তাহাতে মৃত্যু না হয়। তারপর নিরয়পালগণ তাহার পা উপরের দিকে আর মাথা নিচের দিকে ধরিয়া তপ্ত লৌহ জ্বলন্ত প্রদীপ্ত কুম্ভীতে নিক্ষেপ করে, সে বুদ্বুদ তুলিয়া সিদ্ধ হইতে থাকে, কখন উপরের দিকে উঠে, কখন নিচের দিকে নামে, কখনো বা তির্যক দিকে যায়। সে তাহাতে... মৃত্যু না হয়। তারপর নিরয়পালগণ তাহাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে। সেই মহানিরয় চতুর্কর্ণ (অংশবিশিষ্ট) ও চতুর্দ্বারবিশিষ্ট, ভাগানুসারে বিভক্ত ও পরিমাণবিশিষ্ট, লৌহপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং লৌহ দ্বারা পরিকুব্জিত (আচ্ছাদিত), তাহাদের ভূমি লৌহময়ী, প্রজ্বলিত, তেজযুক্ত এবং চারিদিকে শতযোজন বিস্তৃত।

ভিক্ষুগণ, অনেক পর্যায়ে আমি নিরয় কথা বলিতে পারি, কিন্তু নিরয়গুলি বহু দুঃখ পূর্ণ বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা সহজ নহে।

ভিক্ষুগণ, অনেক তির্যকগামী প্রাণী আছে যাহারা তৃণভোজী। তাহারা আর্দ্র এবং শুষ্ক তৃণ দন্ত দ্বারা চর্বণ করিয়া ভক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ, তির্যকগামী তৃণভোজী প্রাণী কী কী? অশ্ব, গো, গর্দভ, অজ, মৃগ এবং অন্য যাহারা

তির্যকগামী তৃণভোজী প্রাণী। ভিক্ষুগণ, পূর্বে যে মূর্খ এখানে রসাস্বাদ করিয়া পাপকার্য করিয়াছে, সে দেহাবসানে মৃত্যুর পর এখানে তৃণভোজী সত্ত্বদের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, অনেক তির্যকগামী গূথভোজী প্রাণী আছে যাহারা গূথগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দূর হইতে ধাবিত হয়—"এখানে খাইব, এখানে খাইব।" যেমন, ব্রাহ্মণগণ আহুতি গন্ধে ধাবিত হয়—"এখানে ভোজন করিব, এখানে ভোজন করিব।" ঠিক ভিক্ষুগণ, এইরূপে অনেক তির্যকগামী... খাইব। ভিক্ষুগণ, তির্যকগামী গূথভোজী প্রাণী কী কী? কুক্কুট, শূকর, কুকুর শৃগাল এবং এইরূপ অন্যান্য গূথভোজী প্রাণী। ভিক্ষুগণ, পূর্বে যে মূর্খ... গূথভোজী সত্ত্বদের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, অনেক তির্যকগামী... অন্ধকারে জন্মায়... যথা—কীট, পড়ুবা, কেঁচো... উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, অনেক তির্যকগামী প্রাণী আছে যাহারা জলে জন্মায়, জলে বড় হয় ও জলে মারা যায়। এই সকল প্রাণী কী কী? যথাঃ মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী। ভিক্ষুগণ, পূর্বে যে মূর্খ... উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, অনেক তির্যকগামী প্রাণী আছে যাহারা অশুচিতে জন্মায়, অশুচিতে বড় হয় ও অশুচিতে মারা যায়। এ সকল প্রাণী কী কী? ভিক্ষুগণ, যে-সকল সত্ত্ব পূতি (পচা) মৎস্যে জন্মায়, বড় হয় ও মারা যায়, পূতি কুনপে (শবে) পূতিশস্যাদিতে, চন্দনিকায়, (গ্রামদ্বারে স্থিত জলাশয়ে) অবটগর্তে (পঙ্কিল জলাশয়ে) জন্মায়... অশুচিতে মারা যায় তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, অনেক পর্যায়ে... সহজ নহে।

ভিক্ষুগণ, যেমন, কোনো পুরুষ ছিদ্রযুক্ত যুগ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু উহাকে পশ্চিমদিকে তাড়িত করিল, পশ্চিমের বায়ু পূর্বদিকে, উত্তরের বায়ু দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণের বায়ু উত্তরদিকে তাড়িত করিল। সেই স্থানের এক অন্ধ কচ্ছপ শতবর্ষান্তে একবার মস্তক উত্তোলন করে। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? ওই অন্ধ কচ্ছপ কি ওই যুগছিদ্রে স্বীয় গ্রীবা প্রবেশ করাইবে?

ভদন্ত, যদি পারে তাহা হইলে দীর্ঘকালের অন্তে কদাচিৎ কখনো করাইতে পারে।

ভিক্ষুগণ, ওই অন্ধ কচ্ছপের পক্ষে সছিদ্র যুগে গ্রীবা প্রবেশ করান যেরূপ দুর্লভ, বিনিপাতগ্রস্ত মূখের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ করা তদপেক্ষাও দুর্লভ। তাহা কী কারণে? ভিক্ষুগণ, এখানে ধর্মচর্যা, শমচর্যা কুশলক্রিয়া, পুণ্যক্রিয়া নাই,

শুধু আছে পরস্পরকে ভক্ষণকারী ও দুর্বলারী[১]। যদি সেই মূর্খ দীর্ঘকাল অন্তে কদাচিৎ কখনো মনুষ্য জন্ম লাভ করে, তাহা হইলে চণ্ডাল, নিষাদ, বেণুকুল, রথকারকুল বা পুক্কুশ ইত্যাদি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে, যে-সকল কুল দরিদ্র, অল্প অন্নপানীয়যুক্ত, কৃচ্ছ্রবৃতিসম্পন্ন যেখানে কষ্ট করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে হয়। সে দুবর্ণ, কুসিৎ, বামন, রোগগ্রস্ত, কাণা, বিকলাঙ্গ, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, সে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, গন্ধ, বিলেপন, শয্যা, বাসস্থান ও প্রদীপ লাভ করে না। সে কায়ে দুশ্চরিত্র, বাক্-দুশ্চরিত্র, মনো-দুশ্চরিত্র হইয়া বিচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো অক্ষধূর্ত প্রথম পাশা নিক্ষেপের পরাজয়ে পুত্রকে হারায়, পত্নীকে হারায়, সমস্ত সম্পত্তি হারায় এবং শেষে কারাবরণ করিতে বাধ্য হয়। ভিক্ষুগণ, প্রথম পরাজয়ে এই সকল হারান অকিঞ্চৎকর, ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হইতেছে কোনো মূর্খ কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত ও মনো-দুশ্চরিত হইয়া বিচরণ করিবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ বালভূমি।

ভিক্ষুগণ, পণ্ডিতের এই তিন পণ্ডিত লক্ষণ, পণ্ডিত নিমিত্ত ও পণ্ডিত বৈশিষ্ট। তিনটি কী কী? এই স্থলে পণ্ডিত সুচিন্তাকারী, সুভাষিতভাষী ও সুর্মকারী হন। ভিক্ষুগণ, যদি পণ্ডিত সুচিন্তাকারী, সুভাষিতভাষী ও সুকর্মকারী না হইতেন, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা কিরূপে জানিতে পারেন, এই ভবদীয় কি পণ্ডিত? সৎপুরুষ তো?" ভিক্ষুগণ, যেহেতু পণ্ডিত সুচিন্তাকারী... তাঁহাকে জানেন, এই ভবদীয় পণ্ডিত এবং সৎপুরুষ। সেই পণ্ডিত ইহ-জীবনে ত্রিবিধ সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন। ভিক্ষুগণ, যদি পণ্ডিত সভায় রথে বা শৃঙ্গাটকে উপবিষ্ট থাকে লোকে... তদুপযোগী কথা বলিয়া থাকে। যদি পণ্ডিত প্রাণিহত্যা হইতে বিরত, অদত্তগ্রহণ হইতে বিরত, কামে ব্যভিচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, সুরা-মৈরেয়-মদ্য-প্রমাদ স্থান হইতে প্রতিবিরত থাকেন, তখন পণ্ডিতের এরূপ মনে হয় : এই সকল লোক আমার সম্পর্কে... পণ্ডিত হই-জীবনে প্রথম এই প্রথম সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত দেখেন রাজা দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া...

---

[১]। পালি দুব্বলমারিকার অন্য পাঠ দুব্বলখাদিকা।

অসি দ্বারা শিরচ্ছেদ করা হয়। ভিক্ষুগণ, তখন পণ্ডিত এইরূপ চিন্তা করেন : এই সকল পাপকার্যের জন্য রাজগণ দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া... শিরচ্ছেদ করেন। এই সকল ধর্ম আমার মধ্যে বিদ্যমান নাই, আমি এই সকল ধর্মে বিজড়িত নহি। ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত ব্যক্তি ইহ-জীবনে এই দ্বিতীয় সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পীঠসমারূঢ় বা মঞ্চসমারূঢ় বা ভূমিতে শয়ান পণ্ডিতের উপর তাঁহার পূর্বকৃত কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত, মনো-সুচরিত কল্যাণ কর্মগুলি অবলম্বিত, অধ্যলম্বিত ও অভিপ্রলম্বিত হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ,... অভিপ্রলম্বিত হয়। তখন পণ্ডিতের এইরূপ মনে হয় : আমার দ্বারা পাপ কৃত হয় নাই... মোহগ্রস্ত হন না—পণ্ডিত ইহ-জীবনে এই তৃতীয় সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন। ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত কায় দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া, বাক্ দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া ও মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক উৎপন্ন হন। ভিক্ষুগণ, তিনি একান্তরূপে অভিপ্রেত, একান্তরূপে কান্ত ও একান্তরূপে মনোজ্ঞ, স্বর্গ সম্পর্কেও তিনি সম্যকরূপে বলেন, ইহা একান্ত রূপে ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ। ভিক্ষুগণ, স্বর্গ সুখ বেশি বলিয়া উপমা দেওয়া সহজ নহে।

ইহা বিবৃত হইলে অন্য একজন ভিক্ষু ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, আপনি কি উপমা দিতে সক্ষম?

ভগবান বলিলেন, হে ভিক্ষু, হ্যাঁ, সক্ষম, যেমন, ভিক্ষু, রাজা চক্রবর্তী সপ্ত রত্ন এবং চারি ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং সেই কারণে সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করিতেন।

সাতটি কী কী?

ভিক্ষু, মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্রত পালনে রত হইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গমন করিলে তাঁহার সম্মুখে সহস্র অরনেমি ও নালিযুক্ত সর্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা দেখিয়া মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার এরূপ মনে হয় "আমি এইরূপ শুনিয়াছি। যে মূর্ধাভিষিক্ত... প্রাদুভূর্ত হয়, তিনি রাজা চক্রবর্তী হন। আমি কি রাজা চক্রবর্তী হইব?" তখন, ভিক্ষুগণ, মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা আসন হইতে উঠিয়া বামহস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর জলসিঞ্চন করিতে করিতে বলিলেন, 'হে চক্ররত্ন, আপনি প্রবর্তিত এবং জয়যুক্ত হউন।' ভিক্ষুগণ, তখন সেই চক্ররত্ন পূর্বদিকে ধাবিত হইল। চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিনী সেনাসহ উহার অনুসরণ করিলেন। ভিক্ষুগণ, যে

স্থানে চক্ররত্ন স্থিত হইল, ওই স্থানে চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিনী সেনাসহ বাস গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুগণ, পূর্বদিকস্থ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণ চক্রবর্তী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আসুন, মহারাজ, স্বাগত, মহারাজ, সকলই আপনার মহারাজ, আপনিই শাসন করুন। রাজা চক্রবর্তী বলিলেন, 'প্রাণিহত্যা করিবে না, অদত্ত গ্রহণ করিবে না, কামে ব্যভিচার করিবে না, মিথ্যা কহিবে না, মদ্যপান করিবে না, পরিমিতরূপে ভোজন করো।" ভিক্ষুগণ, পূর্বদিকের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণ রাজা চক্রবর্তীর অধীনতা স্বীকার করিলেন। ভিক্ষুগণ, অনন্তর চক্ররত্ন পূর্ব সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তরণপূর্বক দক্ষিণ দিকে প্রবর্তিত হইল... দক্ষিণ সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তরণপূর্বক পশ্চিমদিকে... উত্তরদিকে প্রবর্তিত হইল, রাজা চক্রবর্তী চতুরঙ্গিনী সেনাসহ অনুসরণ করিলেন। যে-স্থানে চক্ররত্ন... বাস গ্রহণ করিলেন। উত্তরদিকের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণ... অধীনতা স্বীকার করিলেন। ভিক্ষুগণ, অতঃপর সেই চক্ররত্ন সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সেই রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক অন্তঃপুরদ্বারে রাজা চক্রবর্তীর অন্তঃপুরদ্বার শোভিত করিয়া অক্ষাহতের ন্যায় স্থিত হইল। ভিক্ষুগণ, এইরূপে রাজা চক্রবর্তীর সম্মুখে চক্ররত্ন প্রাদর্ভূত হইয়াছিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার নিকট হস্তীরত্ন প্রাদর্ভূত হইল—সর্বশ্বেত, সপ্তপ্রতিষ্ঠ, ঋদ্ধিমান, আকাশে গমনক্ষম, উপোসথ নামক নাগরাজা। উহা দেখিয়া চক্রবর্তী রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল—এই হস্তী যদি দমনযোগ্য হয়, তাহা হইলে উহাতে আরোহণ মঙ্গলদায়ক হইবে। ভিক্ষুগণ, তখন সেই হস্তীরত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতিসম্পন্ন হস্তীর ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে চক্রবর্তী রাজা সেই হস্তীরত্ন পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্বাহ্নে উহাতে আরূঢ় হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্বক রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে চক্রবর্তী রাজার নিকট হস্তীরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার নিকট অশ্বরত্ন প্রাদুর্ভূত হইল—সর্বশ্বেত, কাকশীর্ষ, কৃষ্ণকেশর, ঋদ্ধিমান, আকাশগমনক্ষম বলাহ নামক অশ্বরাজ। উহা দেখিয়া চক্রবর্তী রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল—'এই অশ্ব যদি দমনযোগ্য হয়, তাহা হইলে উহাতে আরোহণ মঙ্গলদায়ক হইবে।' ভিক্ষুগণ, তখন সেই অশ্বরত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত... প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে... অশ্বরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার নিকট মণিরত্ন প্রাদুর্ভূত হইল। উহা

বৈদূর্যমণি, শুভ্র, উচ্চ জাতীয়, অষ্টাংশযুক্ত ও সুকর্তিত। ভিক্ষুগণ, সেই মণিরত্নের আভা চতুর্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে চক্রবর্তী রাজা সেই মণিরত্ন পরীক্ষা করিবার জন্য চতুরঙ্গিণী সেনা সজ্জিত করিয়া মণিরত্ন ধ্বজাগ্রে আরোহন করিয়া রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে বর্হিগত হইলেন। ভিক্ষুগণ, চতুর্দিকস্থ গ্রামের অধিবাসীগণ মণি নিঃসৃত আলোকহেতু "প্রভাত হইয়াছে" মনে করিয়া কর্মে নিযুক্ত হইল। ভিক্ষুগণ, এইরূপে... প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার নিকট স্ত্রীরত্ন প্রাদুর্ভূত হইল—অভিরূপা, দর্শনীয়া, মনোহরা, পরমবর্ণা, সৌন্দর্যশালিনী, নাতিদীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিকৃশা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিশুভ্রা, মনুষ্যাতীত বর্ণসম্পন্না, অপ্রাপ্ত-দিব্যবর্ণা। ভিক্ষুগণ, সেই স্ত্রীরত্নের কায়সংস্পর্শ কার্পাস অথবা কার্পাস তুলার ন্যায়। সেই স্ত্রীরত্নের গাত্র শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল। সেই স্ত্রীরত্নের দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। ভিক্ষুগণ, সেই স্ত্রীরত্ন চক্রবর্তী রাজার পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিতেন, তিনি রাজার আজ্ঞা পালনকারিণী, মনোরঞ্জনকারিণী ও প্রিয়বাদিনী ছিলেন। সেই স্ত্রীরত্ন চক্রবর্তী রাজার প্রতি মনেও অবিশ্বাসিনী ছিলেন না, কায় দ্বারা কিরূপে হইবেন? ভিক্ষুগণ, এইরূপে... স্ত্রীরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার নিকট গৃহপতিরত্ন প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি কর্মবিপাকজ ও দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ছিলেন। দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি সস্বামিক অথবা স্বামীহীন নিধি দেখিতে পাইতেন। তিনি চক্রবর্তী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দেব, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আপনার ধনবৃদ্ধির জন্য যাহা করণীয়, তাহা আমি করিব।' ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে চক্রবর্তী রাজা সেই গৃহপতিরত্নকে পরীক্ষা করিবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিয়া উহা গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী স্থানে ভাসাইয়া গৃহপতিরত্নকে বলিলেন, 'গৃহপতি, আমার হিরণ্যসুবর্ণের প্রয়োজন'। 'মহারাজ, তাহা হইলে নৌকা তীর সংলগ্ন হউক।' 'এখানেই আমার হিরণ্য—সুবর্ণের প্রয়োজন।' ভিক্ষুগণ, তখন গৃহপতিরত্ন উভয় হস্তে জল স্পর্শ করিয়া হিরণ্যসুবর্ণ পরিপূর্ণ কুম্ভ উদ্ধার করিয়া চক্রবর্তী রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, ইহা কি পর্যাপ্ত? ইহাতে কি আপনার প্রয়োজন সাধিত হইবে?' চক্রবর্তী রাজা বলিলেন, 'গৃহপতি, ইহা পর্যাপ্ত, ইহাতে আমার প্রয়োজন সাধিত হইবে। আমি সন্তুষ্ট।' ভিক্ষুগণ, এইরূপে... গৃহপতিরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার নিকট পরিনায়করত্ন প্রাদুর্ভূত হইলেন,

তিনি পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী, চক্রবর্তী রাজাকে গ্রহণযোগ্য বিষয় গ্রহণ করাইতে, ত্যাজ্য বিষয় ত্যাগ করাইতে, প্রতিষ্ঠাযোগ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত করাইতে সমর্থ। তিনি চক্রবর্তী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দেব, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমি অনুশাসন দিব।' ভিক্ষুগণ, এইরূপে... পরিনায়করত্ন প্রাদুর্ভূত হইলেন।

ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজা এই সপ্তরত্নের দ্বারা সমন্বিত ছিলেন।

কী কী চারি ঋদ্ধি দ্বারা সমন্বিত ছিলেন? ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজা অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা অতীব অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোহর, পরম বর্ণ সৌন্দর্যশালী ছিলেন। ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার ইহাই প্রথম ঋদ্ধি।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজা দীর্ঘায়ু ছিলেন। তাঁহার স্থিতিকাল অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ছিল। ভিক্ষুগণ, ইহাই চক্রবর্তী রাজার দ্বিতীয় ঋদ্ধি।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজা অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা নীরোগ ও দৈহিক ক্লেশমুক্ত ছিলেন। নাতিশীতোষ্ণ পরিপাক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই রাজার তৃতীয় ঋদ্ধি।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজা ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। যেইরূপ পিতা পুত্রগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন, সেইরূপ... ছিলেন। ভিক্ষুগণ, যেইরূপ পুত্রগণ পিতার... ছিলেন। ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিনী সেনাসহ উদ্যান ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দেব, ধীরে ধীরে গমন করুন, যাহাতে আমরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি।' রাজাও সারথিকে বলিলেন, সারথি, ধীরে ধীরে রথ চালনা করো, যাহাতে আমি ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল দেখিতে পারি। ভিক্ষুগণ, ইহাই চক্রবর্তী রাজার চতুর্থ ঋদ্ধি। ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজা এই চারি ঋদ্ধি দ্বারা সমন্বিত ছিলেন।

ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে করো? চক্রবর্তী রাজা কি এই সপ্তরত্ন ও চারি ঋদ্ধি দ্বারা সমন্বিত হইয়া সেই কারণে সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন নাই?

ভদন্ত, এক একটি রত্ন দ্বারা সমন্বিত হইয়া চক্রবর্তী রাজা সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করিয়াছিলেন, সপ্তরত্ন আর চারি ঋদ্ধি সম্পর্কে আর কি কথা?

অতঃপর ভগবান হস্ত পরিমাণ পাষাণখণ্ড... এমন কী কলাপ্রমাণও নহে। ভিক্ষুগণ, এইরূপে যে চক্রবর্তী রাজা সপ্তরত্ন ও চারি ঋদ্ধি দ্বারা সমন্বিত

হইয়া সেই কারণে সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন, তাহা দিব্যসুখের তুলনায় নগণ্য, কলাভাগ মাত্রও নহে। তাহা তুলনার অযোগ্য। যদি সেই পণ্ডিত দীর্ঘকাল অন্তে কদাচিৎ কখনো মনুষ্যজন্ম লাভ করেন, তাহা হইলে অভিজাত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় গৃহপতি প্রভৃতি উচ্চকুলে, যে-সকল কুল আঢ্য, মহাধনসম্পন্ন, মহাভোগসম্পন্ন, প্রভূত স্বর্ণরৌপ্য—বিত্ত-উপকরণ-ধন-ধান্যসম্পন্ন সেই সকল কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোহর, পরম বর্ণ সৌন্দর্যশালী হন, যথেষ্ট অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যানবাহন, মাল্যগন্ধ বিলেপন, শয্যা, বাসস্থান ও প্রদীপ লাভ করেন। তিনি কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো অক্ষধূর্ত প্রথম বার পাশ নিক্ষেপেই বিশাল ধনসামগ্রী লাভ করে। ভিক্ষুগণ, অক্ষধূর্ত প্রথম পাশ নিক্ষেপে যে বিশাল ধনসামগ্রী লাভ করে তাহা তুলনায় সামান্যমাত্র, পণ্ডিত যে কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, তাহা অধিকতর লাভজনক পাশা নিক্ষেপ। ভিক্ষুগণ, ইহাই সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ পণ্ডিতভূমি।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বাল-পণ্ডিত সূত্র সমাপ্ত

১০. দেবদূত সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ,' 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, যেমন, ভিক্ষুগণ, দ্বারবিশিষ্ট দুইটি গৃহ আছে। তথায় চক্ষুষ্মান পুরুষ উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দেখিতে পায় কিরূপে মনুষ্যগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, গৃহমধ্যে পাদচারণ ও চলাফেরা করিতেছে। ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে, আমি দিব্যচক্ষুতে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই : সত্ত্বগণ চ্যুত হইতেছে, উৎপন্ন হইতেছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে হীনোৎকৃষ্ট যোনি, সুবর্ণ, দুবর্ণ, সুগতি, দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল সত্ত্ব কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত, মনো-সুচরিত দ্বারা সমন্বিত হইয়া, আর্যদের নিন্দাকারী না হইয়া, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ও

সম্যক দৃষ্টি অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। এই সকল সত্ত্ব কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনো-দুশ্চরিত দ্বারা সমন্বিত হইয়া আর্যদের নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ও মিথ্যাদৃষ্টি-হেতু কর্মসম্পাদন করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। এই সকল সত্ত্ব কায়-দুশ্চরিত... মৃত্যুর পর তির্যক যোনিতে উৎপন্ন উৎপন্ন হয়। এই সকল সত্ত্ব কায়-দুশ্চরিত... অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে বাহুতে ধরিয়া যম রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া বলিল, দেব, এই ব্যক্তি মাতাকে শ্রদ্ধা করে না, শ্রামণ্যকে শ্রদ্ধা করে না, ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করে না, পরিবারের জ্যেষ্ঠদের সম্মান করে না, দেব, ইহাকে দণ্ড বিধান করুন।

তখন যমরাজা প্রথম দেবদূত সম্পর্কে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী এবং সমনুভাষী[১] হইয়া বলিলেন, ওহে, তুমি কি প্রথম দেবদূতকে মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছ? সে এইরূপ বলিল, 'ভদন্ত, আমি দেখি নাই।' তখন, ভিক্ষুগণ, যমরাজা এইরূপ বলিলেন, 'ওহে, তুমি মানুষের মধ্যে একটি শিশুকে তাহার মলমূত্রের মধ্যে শায়িত দেখিয়াছ?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি দেখিয়াছি।' তখন যমরাজা এইরূপ বলিলেন, ওহে, যদিও তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বৃদ্ধ, তোমার কি এই কথা মনে হয় নাই—'আমিও জন্মের অধীন, আমি জন্ম অতিক্রম করি নাই, এখন আমি কায়-মনো-বাক্যে কল্যাণ সম্পাদন করিব?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি সক্ষম হই নাই, আমি প্রমাদগ্রস্ত ছিলাম।' তখন যমরাজা তাহাকে এইরূপ বলিলেন, 'ওহে, প্রমাদগ্রস্ত হইয়া তুমি কায়-মনো-বাক্যে কল্যাণ সম্পাদন করো নাই, ওহে, নিশ্চয়ই তুমি প্রমত্ততানুযায়ী সেইরূপ কাজ করিয়াছ। এই পাপকর্ম তোমারই, উহা তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, মিত্র-অমাত্য দ্বারা কৃত হয় নাই, জ্ঞাতি, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের দ্বারাও কৃত হয় নাই, তোমার দ্বারাই এই পাপকর্ম কৃত হইয়াছে। তুমিই ইহার বিপাক (ফল) অনুভব করিবে।'

ভিক্ষুগণ, তখন যমরাজা প্রথম দেবদূত সম্পর্কে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী ও সমনুভাষী হইয়া দ্বিতীয় দেবদূত সম্পর্কে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী ও সমনুভাষী হইলেন : 'ওহে, তুমি কি দ্বিতীয় দেবদূতকে মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইতে দেখো নাই?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি দেখি নাই।' তখন যমরাজা বলিলেন, 'ওহে, তুমি কি দেখো নাই যে মানুষের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষকে

[১]। মধ্যমনিকায় (১ম) পৃ. ১৯৬ দ্রষ্টব্য।

অশীতি বয়স্করূপে, নবতি বয়স্করূপে অথবা শতবর্ষিকরূপে জীর্ণ, শীর্ণ, কুঁজোদেহ, শিথিলকলেবর, যষ্টিহস্ত, গমনে কম্পমান, আতুর, গতযৌবন, খণ্ডদন্ত, পক্বকেশ, বিরলকেশ, স্খলিতশির, লোলচর্ম ও তিলকাহত গাত্ররূপে?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি দেখিয়াছি।' তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেন, "ওহে, যদিও তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বয়স্ক, তোমার কি এই কথা মনে হয় নাই—আমিও জরাগ্রস্ত হইতে পারি, আমি জরার অতীত নহি, এখন আমি কায়-মনো-বাক্যে কল্যাণ সম্পাদন করিব?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি সক্ষম হই নাই, আমি প্রমাদগ্রস্ত ছিলাম।' তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেন, ওহে, প্রমাদগ্রস্ত হইয়া তুমি... বিপাক অনুভব করিবে।'

অতঃপর ভিক্ষুগণ, যমরাজা দ্বিতীয় দেবদূত সম্পর্কে... তৃতীয় দেবদূত সম্পর্কে... সমনুভাষী হইলেন—'ওহে, তুমি কি তৃতীয় দেবদূতকে মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছ?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি দেখি নাই।' তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেন, 'ওহে, তুমি কি দেখো নাই যে মানুষের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষকে যে ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখপ্রাপ্ত, উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছে, স্বীয় মলমূত্রে পড়িয়া আছে, এমতাবস্থায় অপরে তাহাকে তুলিয়া উঠাইতেছে, অপরে তাহাকে শোয়াইয়া দিতেছে?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি দেখিয়াছি।' তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেন, 'ওহে,... বিপাক অনুভব করিবে।'

অতঃপর ভিক্ষুগণ, যমরাজা তৃতীয় দেবদূত সম্পর্কে... চতুর্থ দেবদূত সম্পর্কে... ওহে, তুমি কি দেখো নাই রাজগণ দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া... শিরচ্ছেদ করিতেছেন?' সে বলিল, 'ভদন্ত, 'আমি দেখিয়াছি।'

তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেন, 'যদিও তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বয়স্ক, তোমার কি এই কথা মনে হয় নাই—যাহারা পাপকর্ম করে তাহারা ইহজীবনেই বিবিধ শাস্তি ভোগ করে, পরবর্তী জীবনের কথা বলাই বাহুল্য, এখন আমি সক্ষম হই নাই... বিপাক অনুভব করিবে।'

অতঃপর ভিক্ষুগণ, যমরাজা চতুর্থ দেবদূত সম্পর্কে... হইয়া পঞ্চম দেবদূত সম্পর্কে... 'ওহে, তুমি কি দেখো নাই যে মানুষের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষকে যাহার মৃতদেহ মাত্র একদিন, কী দুই দিন, কী তিন দিন হইল, স্ফীত, বিবর্ণ ও পুযযুক্ত হইয়াছে?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি দেখিয়াছি।' তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেন, ওহে, যদিও তুমি বিজ্ঞ... মনে হয় নাই 'আমি মৃত্যুর অধীন, আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করি নাই, এখন আমি... বিপাক অনুভব করিবে।'

ভিক্ষুগণ, তখন যমরাজা পঞ্চম দেবদূত সম্পর্কে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী ও সমনুভাষী হইয়া তূষ্ণীভাব ধারণ করিলেন।

ভিক্ষুগণ, তখন নিরয়পালগণ তাহার উপর পঞ্চবিধ শাস্তি[১]... শতযোজন বিস্তৃত।

ভিক্ষুগণ, সেই মহানিরয়ের পূর্বদিকের ভিত্তি হইতে অর্চি (বহ্নিশিখা) উঠিয়া পশ্চিমদিকের ভিত্তিতে (প্রাচীরে) প্রতিহত হয়, পশ্চিমদিকের... উত্তরদিকের... দক্ষিণদিকের... অধ হইতে... উপর হইতে নীচে প্রতিহত হয়। সে তথায় দুঃখ, তীব্র, কটুক বেদনা অনুভব করে এবং যতদিন পাপকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় ততদিন তাহার মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল অন্তর কদাচিৎ কখন সময় হয় যখন মহানিরয়ের পূর্বদ্বার উন্মুক্ত হয়। সে তথায় শীঘ্র ও দ্রুত ধাবিত হয়, ধাবিত হইবার সময় তাহার বর্হিচর্ম ও অন্ত চর্ম দগ্ধ হয়, মাংস দগ্ধ হয়, স্নায়ু দগ্ধ হয়, অস্থিগুলি ধূমায়িত হয়—অতঃপর তাহার উত্তোলন হয়। যদিও সে বহু নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তথাপি দ্বার তাহার সম্মুখে বদ্ধ। সে তথায় দুঃখ, কটু তীব্র বেদনা অনুভব করে এবং যতদিন পাপকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় ততদিন তাহার মৃত্যু হয় না। পশ্চিমদ্বার, ও দক্ষিণদ্বার সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল পরে যখন কদাচিৎ কখন মহানিরয়ের পূর্বদ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন সে দ্রুত ধাবিত হয়... সেই দরজায় নিষ্ক্রান্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সেই মহানিরয়ের ঠিক পার্শ্বে আছে মহাগূথনিরয়। সে তথায় পতিত হয়। সেই গূথনিরয়ে সূচিমুখ প্রাণী সকল তাহার বহির্চর্ম ছিন্ন করে, তারপর অভ্যন্তরীণ চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ছিন্ন করে, অস্থি ছিন্ন করিয়া অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করে। সে তথায়... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, গূথনিরয়ের পরে আছে মহাকুক্কুড়নিরয়। সে তথায় পতিত হয়। সে তথায় দুঃখ তীব্র কটুক... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, কুক্কুড়নিরয়ের পরে আছে যোজন উচ্চ ষোড়শাঙ্গুলি প্রমাণ মহাসিম্বলিবন যাহা আদীপ্ত, সংপ্রজ্বলিত ও সজ্যোতির্ভূত। তাহারা তথায় তাহাকে উঠানামা করাইল। সেই ব্যক্তি তথায় তীব্র কটুক দুঃখ বেদনা ভোগ করে... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, সেই সিম্বলিবনের পরে আছে মহাঅসিপত্রবন। সে তথায় প্রবেশ করে। বায়ুতাড়িত পত্রগুলি হস্ত ছিন্ন করে, পাদ ছিন্ন করে, হস্ত-পাদ

---

[১]। বালপণ্ডিত সূত্র দ্রষ্টব্য

ছিন্ন করে, কর্ণ ছিন্ন করে, নাসিকা ছিন্ন করে, কর্ণ-নাসিকা ছিন্ন করে। সে তথায় তীব্র... কটুক... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, সেই অসিপত্রবনের পার্শ্বে আছে মহতী ক্ষারোদকা (লবণযুক্ত) নদী।[১] সে তথায় পতিত হয়। সে তথায় অনুস্রোতে ভাসিয়া যায়, প্রতিস্রোতে ভাসিয়া যায়, অনুস্রোতে প্রতিস্রোতে ভাসিয়া যায়। সে তথায় তীব্র কটুক... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে বড়শি দ্বারা তুলিয়া স্থলে রাখিয়া বলিল, 'ওহে, তুমি কি ইচ্ছা করো?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি জুগুপ্সিত (ক্ষুধার্ত)।' তখন নিরয়পালগণ তপ্ত লৌহ শংকু দ্বারা তাহার মুখ ব্যাদান করিয়া আদীপ্ত, প্রজ্বলিত ও সজ্যোতির্ভূত তপ্ত লৌহগুলিও প্রক্ষেপ করিল। তাহার ওষ্ঠ দগ্ধ হয়, মুখ দগ্ধ হয়, কণ্ঠ দগ্ধ হয়, বক্ষ দগ্ধ হয়, অন্ত্র দহন করিয়া তাহা অন্ত্রগুণ বা অন্ত্ররজ্জুগুলিকে ঠেলিয়া অধোভাগে চালিত করে। সে তথায় তীব্র... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, তখন নিরয়পালগণ তাহাকে বলিল, 'ওহে তুমি কি ইচ্ছা করো?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি পিপাসিত।' তখন নিরয়পালগণ লৌহ শংকু দ্বারা... তপ্ত তাম্রধাতু মুখে ঢালিতে থাকে... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ, তখন নিরয়পালগণ তাহাকে পুনরায় মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে।

ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে যমরাজার এরূপ মনে হইয়াছিল : যাহারা পৃথিবীতে পাপকর্ম করে, তাহারা এইরূপ বিবিধ শাস্তি ভোগ করে, অহো, আমি যদি মনুষ্য জন্মলাভ করিতে পারি, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হন, সেই ভগবানের আমি পর্যুপাসনা করি, ভগবানও আমাকে ধর্মদেশনা করেন এবং তাহাতে আমি ভগবানের ধর্ম জানিতে পারি।

ভিক্ষুগণ, আমি যাহা বলিতেছি তাহা অন্য কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শুনিয়া বলিতেছি না, আমি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া, দর্শন করিয়া, বিদিত হইয়া বলিতেছি।

ভগবান সুগত শাস্তা ইহা বিবৃত করিয়া বলিলেন :

'দেবদূত প্রণোদিত মাণবক যদি প্রমাদে পতিত হয়,
হীন জন্ম লভি সেজন দীর্ঘকাল অনুতাপী হয়।
দেবদূত প্রণোদিত হেথা শান্ত সৎপুরুষগণ,
আর্য ধর্মে তারা প্রমাদগ্রস্ত হয় না কখন।

---

[১]। অন্য নামে বৈতরণী। প-সু,।

জন্ম-মৃত্যু সমুদয় উপাদানে যে জন ভয়দর্শী হয়,
উপাদান ছাড়ি মুক্তি লভে সে জন করি জন্মমৃত্যু সংক্ষয়।
ক্ষেম প্রাপ্ত সুখী তারা দৃষ্টধর্মে লভি নির্বাণ,
সর্ববৈরী ভয়াতীত তারা করে সর্বদুঃখ অবসান।'

দেবদূত সূত্র সমাপ্ত

৪. বিভঙ্গ-বর্গ

১. ভদ্রকরত্ত সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ।' 'হ্যাঁ, ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে ভদ্রকরত্তের উদ্দেশ (অবতারণা) ও বিভঙ্গ (বিশ্লেষণ) সম্পর্কে দেশনা করিব। আমি ভাষণ করিব, তোমরা মনযোগ-সহকারে শ্রবণ করো। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান বলিলেন :

অতীত অননুসরণীয়, বাঞ্জনীয় নহে অনাগত,
অতীত প্রহীণ হয় অনাগতরহে অপ্রাপ্ত।
তত্রতত্র প্রত্যুৎপন্ন ধর্ম—যে করে বিদর্শন,
নিরন্তর ভাব মনে জানি যাহা অবিচল অকোপন
সম্পাদন করো আজ যাহা করণীয়, কে জানে কাল আসিবে না মরণ?
মৃত্যু মহাসেনাসহ আপোষ হইবে না কোনোদিন।
ঈদৃশ-বিহারী আতাপী যিনি অহোরাত্র অতন্দ্রিত,
ভদ্রকরত্ত (ধর্মপরায়ণ) সন্ত মুনি তিনি সুবিখ্যাত।

ভিক্ষুগণ, কেহ সুদীর্ঘ অতীতকে কিরূপে অনুসরণ করে? 'অতীতে আমার এইরূপ ছিল' মনে করিয়া সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। ভিক্ষুগণ, এইরূপে সে অতীতকে অনুসরণ করে।

ভিক্ষুগণ, সুদীর্ঘ অতীতকে লোক কীরূপে অনুসরণ করে না। 'অতীতে আমার এইরূপ ছিল,' মনে করিয়া সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ, এইরূপে সে অতীতকে অনুসরণ করে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে লোক সুদীর্ঘ অনাগতকে প্রত্যাশা করে? সে 'অনাগতে আমার এইরূপ হউক' মনে করিয়া আনন্দ লাভ করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে... প্রত্যাশা করে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে সে সুদীর্ঘ অনাগতকে প্রত্যাশা করে না?... আনন্দ লাভ করে না... প্রত্যাশা করে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত[১] হয়? ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগজন (অনভিজ্ঞ সাধারণ লোক) যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, যে আর্যধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিংবা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না? ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করেন, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করেন, সৎপুরুষধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, রূপে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে রূপবান দেখেন না। আত্মায় রূপ দেখেন না কিংবা রূপে আত্মদর্শন করেন না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপেই তিনি প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হন না। অতীতে অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

আমি তোমাদের 'ভদ্রকরক্তের' উদ্দেশ ও বিভঙ্গ সম্বন্ধে দেশনা করিব বলিয়া যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই সম্পর্কে কথিত হইল।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ভদ্রকরক্ত সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। বিপস্সনায় অভাবতো তণ্হাদিট্ঠীহি আকড্ঢীয়তি—প.সূ।

২. আনন্দ-ভদ্রকরক্ত সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ উপস্থানশালায় ভিক্ষুদেগকে ধর্মীয় কথায় সন্দর্শিত, সমাদর্পিত, সমুত্তেজিত (উৎসাহিত) ও সম্প্রহর্ষিত করিতেছিলেন এবং ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ সম্পর্কে ভাষণ দিতেছিলেন। তখন ভগবান সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া উপস্থানশালায় উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। উপবিষ্ট ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ভিক্ষুগণ, কে উপস্থানশালায় ভিক্ষুদিগকে ধর্মীয় কথায় সন্দর্শিত... করিলেন... ভাষণ দিলেন?'

তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, 'আনন্দ, তুমি কি যথাযথভাবে... ভাষণ দিয়াছ?'

'ভদন্ত, আমি এইরূপভাবে ভিক্ষুদিগকে... ভাষণ দিয়াছি :

অতীতে অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

... প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না[১]

অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

ভদন্ত, আমি এইরূপেই... ভাষণ দিয়াছি।'

"সাধু, সাধু, আনন্দ, তুমি উত্তমরূপে... ভাষণ দিয়াছ।"

অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

আনন্দ, কিরূপে লোক অতীতকে অনুসরণ করে?

... প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না।'

অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আনন্দ-ভদ্রকরক্ত সূত্র সমাপ্ত

৩. মহাকাত্যায়ন-ভদ্রকরক্ত সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহ সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন তপোদারামে।

---

[১]. পূর্ববর্তী ভদ্রকরক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

তখন আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি রাত্রির শেষের দিকে প্রত্যুষে উঠিয়া গাত্র পরিষেক করিতে তপোদায় উপস্থিত হইলেন। তপোদায় গাত্র পরিষেকান্তে উঠিয়া গাত্র শুকাইবার জন্য এক চীবরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাত্রি যখন অতিক্রান্ত সেই সময় অন্য একজন দেবতা তাঁহার জ্যোতিতে সমগ্র তপোদা উদ্ভাসিত করিয়া আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া একান্তে দাঁড়াইলেন এবং একান্তে দাঁড়াইয়া আয়ুষ্মান সমৃদ্ধিকে বলিলেন, 'ভিক্ষুমহোদয়, আপনি কি ভদ্রকরক্তের (ধার্মিকের) উদ্দেশ ও বিভঙ্গ স্মরণ করিতে পারেন?'

বন্ধু, আমি ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ... স্মরণ করিতে পারি না, কিন্তু আপনি কি তাহা পারেন?

'ভিক্ষু মহোদয়, আমি তাহা পারি না। আপনি কি ভদ্রকরক্তের গাথা স্মরণ করিতে পারেন?'

বন্ধু, আমি ভদ্রকরক্তের গাথা স্মরণ করিতে পারি না, আপনি পারেন কি? শিক্ষা করুন, তাহা আয়ত্ত করুন, স্মরণ করুন, কারণ ইহা অর্থসংহিত ও ব্রহ্মচর্যের আদিভূত নিদান।'

দেবতা ইহা বিবৃত করিলেন, বিবৃত করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি রাত্রির অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানকে বলিলেন, 'আমি রাত্রির শেষের দিকে... দেবতা অন্তর্ধান করিলেন। সাধু ভদন্ত, ভগবান, আমাকে ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ দেশনা করুন।'

'তাহা হইলে, ভিক্ষু, মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি ভাষণ দিব।'

'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান বলিলেন :

অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।[১]

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, বিবৃত করিয়া সুগত আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই ভিক্ষুগণ চিন্তা করিলেন, 'বন্ধুগণ, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে উদ্দেশ বর্ণনা করিয়া ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া এখন বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন।

---

[১] ভদ্রকরক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের অর্থকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিবেন যাহা বিশ্লেষণ করা হয় নাই?

তখন সেই ভিক্ষুদের মনে হইল, এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যিনি শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত এবং বিজ্ঞ ব্রহ্মচারীদের শ্রদ্ধেয়, তিনিই ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের যাহা পূর্বে বিশ্লেষণ করা নাই তাহা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম। চলুন আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তখন ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে বলিলেন, বন্ধু কাত্যায়ন, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে উদ্দেশ বর্ণনা করিয়া উহার অর্থ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন।

অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

"বন্ধু কাত্যায়ন, ভগবান চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই আমাদের মনে হইল... জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন, বিশ্লেষণ করুন।"

যেমন বন্ধুগণ, কোনো সারার্থী, সারগবেষী পুরুষ বড় সারবান বৃক্ষের অন্বেষণ করিতে করিতে মূল অতিক্রম করিয়া যায় এবং মনে করো শাখা প্রশাখায় সার অন্বেষণ করিতে হইবে।' আয়ুষ্মানগণ শাস্তার সম্মুখীভূত হইলেও ভগবানকে এড়াইয়া "আমাকে প্রতিজিজ্ঞাসা করা উচিত" বলিয়া মনে করিয়াছেন। বন্ধুগণ, ভগবান জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, দর্শনীয় বিষয় দর্শন করেন, চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ নির্ণয়কারী, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী তথাগত। ভগবানকে ইহার অর্থ প্রতিজিজ্ঞাসা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। ভগবান যাহা ব্যাখ্যা করিবেন আপনারা তাহা ধারণ করিবেন।

বন্ধু কাত্যায়ন, ভগবান জ্ঞাতব্যকে জানেন... ভগবানকে ইহার অর্থ আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত। কিন্তু আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত... বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ইহকে গুরুস্থানীয় মনে না করিয়া বিশ্লেষণ করুন।

তাহা হইলে বন্ধুগণ... বিহারে প্রবেশ করিলেন।

অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

বন্ধুগণ, ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে... বিস্তৃতভাবে অর্থ জানি।

সেই লোক মনে করে সুদীর্ঘ অতীতে 'আমার এই চক্ষু ছিল' আমার এইরূপ ছিল, তাহার বিজ্ঞান ছন্দরাগের দ্বারা প্রতিবদ্ধ এবং প্রতিবদ্ধতা-হেতু সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে, আনন্দ লাভ করিতে করিতে অতীতকে অনুসরণ করে। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় ও স্পর্শ, মন ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। বন্ধুগণ, এইরূপে লোক কোনো অতীতকে অনুসরণ করে।

বন্ধুগণ, কিরূপে লোকে অতীতকে অনুসরণ করে না? সে মনে করে "সুদীর্ঘ অতীতে আমার এই চক্ষু ছিল, আমার এইরূপ ছিল" কিন্তু তাহার বিজ্ঞান ছন্দরাগ দ্বারা প্রতিবদ্ধ নহে বলিয়া সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে না এবং আনন্দ লাভ করে না বলিয়া অতীতকে অনুসরণ করে না। শ্রোত্র ও শব্দ, ঘ্রাণ ও গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় ও স্পর্শ, মন ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে, বন্ধুগণ, সে অতীতকে অনুসরণ করে না।

বন্ধুগণ, কিরূপে লোক অনাগতকে প্রত্যাশা করে? সে মনে করে 'সুদীর্ঘ অনাগতে আমার চক্ষু (দৃষ্টি) এবং রূপ এইরূপ হউক' ইহা ভাবিয়া অপ্রতিলব্ধকে লাভ করিবার জন্য চিত্তের প্রণিধান করে, চিত্তের প্রণিধান-হেতু তাহাতে আনন্দ লাভ করে এবং আনন্দ লাভ করিবার সময় অনাগতকে প্রত্যাশা করে। শ্রোত্র ও শব্দ... মন ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে অনাগতকে প্রত্যাশা করে।

বন্ধুগণ, কিরূপে লোক অনাগতকে প্রত্যাশা করে না? সে মনে করে... অনাগতকে প্রত্যাশা করে না।

বন্ধুগণ, কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয়? বন্ধুগণ, এই যে চক্ষু এবং রূপ উভয়ই প্রত্যুৎপন্ন এবং সে বিজ্ঞান প্রত্যুৎপন্ন ছন্দরাগ দ্বারা প্রতিবদ্ধ, বিজ্ঞানে ছন্দরাগে প্রতিবদ্ধতা-হেতু সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে এবং আনন্দ লাভ করিতে করিতে প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয়। শ্রোত্র ও শব্দ... মন ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। বন্ধুগণ, এইরূপে সে প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয়।

বন্ধুগণ, কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না? সে মনে করে... আনন্দ লাভ করে না। এইরূপে... আনন্দ লাভ করে না। এইরূপে... আকর্ষিত হয় না।

বন্ধুগণ, ভগবান সে উদ্দেশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে:

অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত বিস্তৃতভাবে অবিশ্লিষ্ট উদ্দেশের অর্থ আমি এইরূপে বিস্তৃতভাবে জানি। আয়ুষ্মানগণ, তোমরা যদি ইচ্ছা করো তাহা হইলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করো। ভগবান যেইভাবে ব্যাখ্যা করেন, তোমরা সেইভাবে ধারণ করো।

অতঃপর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, ভগবান এই উদ্দেশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া ইহার অর্থ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন—অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত। ভদন্ত, ভগবান চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই আমাদের এইরূপ মনে হইল : ভগবান এই উদ্দেশ... সুবিখ্যাত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে... কে বিশ্লেষণ করিবেন? এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যিনি শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত... তাঁহাতে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ভদন্ত, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন এই পদ্ধতিতে, পদ ও ব্যঞ্জনার দ্বারা ইহার অর্থ আমাদের নিকট বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ভিক্ষুগণ, মহাকাত্যায়ন একজন পণ্ডিত ও মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমিও মহাকাত্যায়নের মতো ব্যাখ্যা করিতাম। ইহা তাহার প্রকৃত অর্থ, তোমরা ইহা এইরূপেই ধারণ করো।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

মহাকাত্যায়ন-ভদ্রকরত্ত সূত্র সমাপ্ত

৪. লোমশকাঙ্গিয়-ভদ্রকরত্ত সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয় শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন কপিলবাস্তুতে ন্যগ্রোধারামে[১]। তখন দেবপুত্র চন্দন রাত্রির শেষের দিকে তাঁহার জ্যোতিতে সমগ্র ন্যগ্রোধারাম উদ্ভাসিত করিয়া আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া একান্তে দাঁড়াইলেন।

[১] প্রথম খণ্ড পৃ. ১৪১ দ্রষ্টব্য ।

একান্তে দণ্ডায়মান দেবপুত্র চন্দন আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয়কে বলিলেন, "ভিক্ষু মহোদয়, আপনি কি ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ ধারণ (স্মরণ) করিতে পারেন?"

বন্ধু, আমি পারি না, কিন্তু আপনি পারেন কি?

ভিক্ষু, আমিও পারি না, কিন্তু আপনি ভদ্রকরক্তের গাথা ধারণ করিতে পারেন কি?

বন্ধু, আমি... পারি না, কিন্তু আপনি পারেন কি?

ভিক্ষু, আমি তাহা পারি।

বন্ধু, আপনি তাহা যথাযথরূপে ধারণ করিতে পারেন?

ভিক্ষু, এক সময়ে ভগবান ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন পারিচ্ছত্তক (পারিজাত) বৃক্ষমূলে পাণ্ডুকম্বলশিলাসনে। তথায় ভগবান ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবগণের নিকট ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ আবৃত্তি করিয়াছিলেন :

অতীত অননুসরণীয়... সুবিখ্যাত।

ভিক্ষু, আমি এইরূপে ভদ্রকক্তের গাথা ধারণ (স্মরণ) করি, আপনি তাহা শিক্ষা করুন, অধ্যয়ন করুন ও ধারণ করুন যাহা অর্থসংহিত ও ব্রহ্মচর্যের আদিভূত নিদান। দেবপুত্র চন্দন ইহা বলিলেন এবং বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয় রাত্রির অবসানে শয়নাসন (বিছানাদি সরঞ্জাম) বাঁধিয়া পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। আনুপূর্বিকভাবে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তী-সমীপে জেতবনে অনাথাপিণ্ডিকের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান লোমকাঙ্গিয় ভগবানকে বলিলেন :

ভদন্ত, এক সময় আমি শাক্যদের মধ্যে[১]... একজন দেবপুত্র... অন্তর্ধান করিলেন। সাধু, ভদন্ত, ভগবান ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ দেশনা করুন।

"ভিক্ষু, তুমি কি সেই দেবপুত্রকে জান?"

"ভদন্ত, আমি সেই দেবপুত্রকে জানি না।"

ভিক্ষু, এই দেবপুত্রের নাম চন্দন। দেবপুত্র চন্দন উপবিষ্ট হইয়া, তদর্থী হইয়া, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিয়া, সমগ্র চিত্ত একাগ্র করিয়া, অবহিত শ্রোত্র

---

[১] দেবপুত্রের চন্দনের সহিত তাঁহার কথোপকথন বিবৃত করিলেন।

হইয়া ধর্ম শ্রবণ করেন। তাহা হইলে, ভিক্ষু, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ করো, আমি ভাষণ দিব।" "হ্যাঁ ভদন্ত," বলিয়া আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয় ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

অতীত অননুকরণীয়... সুবিখ্যাত।

ভিক্ষু, কিরূপে কেহ অতীতকে অনুসরণ করে? 'আমি সুদীর্ঘ অতীতে এ প্রকার রূপসম্পন্ন ছিলাম' মনে করিয়া সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

ভিক্ষু, কিরূপে অতীতকে অনুসরণ করে না?

... কিরূপে অনাগতকে প্রত্যাশা করে?

... কিরূপে অনাগতকে প্রত্যাশা করে না?

... প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না।

অতীত অননুকরণীয়... সুবিখ্যাত।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয় সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

লোমশকাঙ্গিয়-ভদ্রকরক্ত সূত্র সমাপ্ত

৫. ক্ষুদ্র কর্মবিভঙ্গ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন তোদেয্যপুত্র[১] শুভমাণবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট তোদেয্যপুত্র শুভমাণবক ভগবানকে বলিলেন, "হে গৌতম, কী হেতু-প্রত্যয় যে মনুষ্যদের মধ্যে মনুষ্যরূপে থাকা অবস্থায় হীনতা এবং উৎকর্ষতা দেখা যায়? হে গৌতম, অল্পায়ু মনুষ্য দেখা যায়, দীর্ঘায়ু মনুষ্য দেখা যায়, বহুরোগগ্রস্ত, অল্প রোগগ্রস্ত, দুবর্ণ, বর্ণসম্পন্ন, অল্পশক্তিযুক্ত, মহাশক্তিযুক্ত, অল্পভোগসম্পন্ন, মহাভোগসম্পন্ন, নীচকুলজাত, উচ্চকুলজাত, দুষ্প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান দেখা যায়? হে গৌতম, কী হেতু... দেখা যায়? "মাণবক, জীবনের কর্মই নিজের, তাহারা কর্মের দায়াদ (কর্মফল ভোগের অধিকারী), কর্ম তাহাদের উৎপত্তির কারণ, কর্ম তাহাদের বন্ধু, কর্ম তাহাদের শরণ, কর্মই জীবনকে হীন-

---

[১] তোদেয্য ছিলেন রাজা প্রসেনজিতের ব্রাহ্মণ পুরোহিত।

উৎকৃষ্টভাবে বিভক্ত করে।

এই ভবদীয় গৌতমের অব্যাখ্যাত সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ আমি জানি না। সাধু ভবদীয় গৌতম সেইভাবে ধর্মদেশনা করুন যাহাতে ভবদীয় গৌতমের... আমি জানিতে পারি।

মাণবক, তাহা হইলে মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি ভাষণ দিব। 'হ্যাঁ ভদন্ত,' বলিয়া তোদেয্যপুত্র শুভ মাণবক ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, এখানে, মাণবক, কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ প্রাণহন্তা, রুদ্রপ্রকৃতি, লোহিতপাণি, হনন ও প্রহার কার্যে নিবিষ্ট, সর্বজীবের প্রতি অদয়ালু হয়। এইভাবে অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত কর্মের ফলে সে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি সে দেহাবসানে... নিরয়ে উৎপন্ন না হয়। যদি মনুষ্যত্ব লাভ করে, তাহা হইলে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে অল্পায়ু হয়। মাণবক, এই যে সে প্রাণহন্তা, রুদ্রপ্রকৃতি... অদয়ালু হয়। এই প্রতিপদই (পথ) অল্পায়ু সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ প্রাণাতিপাত পরিত্যাগ করিয়া প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হন, নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করেন। এইভাবে অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত কর্মের ফলে তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন, যদি মনুষ্যত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করেন দীর্ঘায়ু হন। এই যে প্রাণাতিপাত পরিত্যাগ করিয়া... হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করেন, এই প্রতিপদ (পদ) দীর্ঘায়ু সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ জীবগণের প্রতি স্বভাবে অনিষ্টকারী হয়, অন্যকে পাণি দ্বারা, লোষ্ট্র দ্বারা, দণ্ড দ্বারা বা শস্ত্র দ্বারা আঘাত করে। এইভাবে অনুষ্ঠিত... বিনিপাত নিরয়ে জন্মগ্রহণ করে। যদি মনুষ্যত্ব লাভ করে যেথায় জন্মগ্রহণ করে বহুরোগগ্রস্ত হয়। এই যে পাণি দ্বারা... আঘাত করিয়া স্বভাবে অনিষ্টকারী হয়... এই প্রতিপদ বহুরোগ সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অনিষ্টকারী হয় না... সুগতি... অল্পরোগগ্রস্ত (নীরোগ) হয়... প্রতিপদ নীরোগ সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ ক্রোধপরায়ণ ও উপায়াস বহুল তাহাকে সামান্য কথা বলা হইলেও রাগান্বিত হয়, কুপিত হয়, ক্ষতি করে, প্রতিহত করে, কোপ, দ্বেষ ও দৌর্মনস্য পোষণ করে। এইভাবে

অনুষ্ঠিত... এই প্রতিপদ দুর্বর্ণ সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ ক্রোধহীন ও অনুপায়াসবহুল হন। বহু কথা বলা হইলেও তিনি রাগান্বিত হন না, কুপিত হন না... দৌর্মনস্য পোষণ করেন না। এইভাবে অনুষ্ঠিত... প্রসন্নচিত্ত হন।... এই প্রতিপদ প্রসাদ সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হন। অন্যের লাভ-সৎকার-গুরুত্বে, সমান পূজালাভে সে ঈর্ষা করে, প্রতিহিংসা করে ও ঈর্ষা পোষণ করে। এইভাবে অনুষ্ঠিত... অল্পাশাখ্য (শক্তিহীন বা দুর্বল[১] হয়... এই প্রতিপদ অল্পাশাখ্য সংবর্তনিক।

মাণবক, কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ না... ঈর্ষা পোষণ করেন না... মহেশাখ্য মহাশক্তিসম্পন্ন হন... মহেশাখ্য সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-যান-মাল্য-গন্ধ-বিলেপন-শয্যা-আবসথ-প্রদীপের দাতা হয় না... অল্পভোগী (সম্পদহীন) হয়... অল্পভোগ সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি... দাতা হন... মহাভোগসম্পন্ন হন... মহাভোগ সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ স্তব্ধ ও অতিমানী হয়, অভিবাদনযোগ্যকে অভিবাদন করে না, প্রত্যুত্থানযোগ্যকে প্রত্যুত্থান করে না আসনার্হকে আসন দেয় না, মার্গার্হকে মার্গ দেয় না, মাননীয়কে মান্য করে না, পূজনীয়কে পূজা করে না... নীচকুলে জাত হয়... নীচকুল সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ স্তব্ধ ও অতিমানী হয় না... পূজনীয়কে পূজা করেন... উচ্চকুলজাত হন।... উচ্চকুল সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে : ভদন্ত, কুশল কী? অকুশল কী? বর্জনীয় কী? অবর্জনীয় কী? সেবিতব্য কী? অসেবিতব্য কী? কী করিলে দীর্ঘকাল আমার অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে? কী করিলে তাহা দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের কারণ হইবে? এইভাবে অনুষ্ঠিত... দুষ্প্রাজ্ঞ হয়... দুষ্প্রজ্ঞা সংবর্তনিক।

মাণবক, এখানে কোনো কোনো স্ত্রী বা পুরুষ... মহাপ্রাজ্ঞ হয়... মহাপ্রজ্ঞা সংবর্তনিক।

---

[১]। রাজগৃহের নিকটবর্তী একটি অরণ্যশ্রম।

সুতরাং মাণবক, অল্পায়ুক সংবর্তনিক প্রতিপদ অল্পায়ুকত্বে উপনীত করে, দীর্ঘায়ুক সংবর্তনিক প্রতিপদ দীর্ঘায়ুকত্বে উপনীত করে, বহু আবাধ সংবর্তনিক প্রতিপদ, অল্প-আবাধ সংবর্তিনিক প্রতিপদ, দুর্বর্ণ সংবর্তনিক প্রতিপদ, প্রাসাদিক সংবর্তনিক প্রতিপদ, অল্পেশাখ্য, মহেশাখ্য, অল্পভোগ, মহাভোগ, নীচকুলীন, উচ্চকুলীন, দুষ্প্রাজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ সংবর্তনিক প্রতিপদ সম্পর্কেও এইরূপ।

মাণবক, জীবগণের কর্মই নিজের, তাহারা কর্মের দায়াদ... হীন উৎকৃষ্টভাবে বিভক্ত করে।

এইরূপে কথিত হইলে তোদেয্যপুত্র শুভ মাণবক ভগবানকে বলিলেন, অতি সুন্দর, হে গৌতম, অতি মনোহর, হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে... দেখিতে পায়, এইরূপে ভবদীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি, ভবদীয় গৌতম, তাঁহার ধর্ম ও সংঘের শরণাগত হইতেছি। আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে ভবদীয় গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত

৬. মহাকর্ম বিভঙ্গ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন বেণুবনে কলন্দক নিবাপে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি অরণ্যকুটিতে[১] অবস্থান করিতেছিলেন। তখন পরিব্রাজক পোতলিপুত্র চঙ্ক্রমণ ও বিচরণ করিতে করিতে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট পরিব্রাজক পোতলিপুত্র আয়ুষ্মান সমৃদ্ধিকে বলিলেন, বন্ধু সমৃদ্ধি, সাক্ষাৎ শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতে আমার দ্বারা ইহা প্রতিগৃহীত হইয়াছে : কায়কর্ম মিথ্যা (নিস্ফল)[২] বাক্‌কর্ম মিথ্যা, একমাত্র মনোকর্মই সত্য আর সেই সমাপত্তি আছে যাহা লাভ করিয়া ধ্যানী কিছুই অনুভব করেন না।

বন্ধু পোতলিপুত্র, ওইরূপ বলিবেন না, ওইরূপ বলিবেন না, ভগবানের

---

[১]। রাজগৃহের নিকটবর্তী একটি অরণ্যাশ্রম।

[২]। মোঘংত তুচ্ছং অফলং—প. সূ.।

অপবাদ করা ভালো নহে, ভগবান কখনো ওইরূপ বলিবেন না, কায়কর্ম মিথ্যা... অনুভব করেন না।

বন্ধু সমৃদ্ধি, আপনি প্রব্রজিত হইয়াছেন কতদিন?

বন্ধু, বেশিদিন হয় নাই, মাত্র তিন বৎসর।

এখন স্থবির ভিক্ষুদিগকে আমরা কী বলিব যেখানে নবীন ভিক্ষু মনে করেন যে, শাস্তাকে রক্ষা করিতে হইবে। বন্ধু সমৃদ্ধি, যখন কেহ চেতনা-সহকারে কায়-বাক্-মনোকর্ম করে, সে কী অনুভব করে?

বন্ধু পোতলিপুত্র, যখন কেহ চেতনা-সহকারে কায়-বাক্-মনো কর্ম করে, সে শুধু দুঃখ অনুভব করে।

তখন পরিব্রাজক পোতলিপুত্র আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির ভাষণে অভিনন্দিতও করিলেন না, তিরস্কৃতও করিলেন না, অভিনন্দিত না করিয়া, তিরস্কৃত না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি, পরিব্রাজক পোতলিপুত্র চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি পরিব্রাজক পোতলিপুত্রের সহিত তাঁহার কথা বার্তার সমস্তই আয়ুষ্মান আনন্দকে জানাইলেন। ওইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সমৃদ্ধিকে বলিলেন, বন্ধু সমৃদ্ধি, এই আলোচ্য বিষয়টি ভগবানের গোচরীভূত করা উচিত। চলুন আমরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহা জানাই। ভগবান যেইরূপ ব্যাখ্যা করিবেন, আমরা তাহা অবধারণ করিব।

"হ্যাঁ, বন্ধু," বলিয়া আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ এবং আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আনন্দ পরিব্রাজক পোতলিপুত্রের সহিত আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির যাহা কথাবার্তা হইয়াছিল সমস্তই ভগবানকে জানাইলেন।

ইহা বিবৃত হইলে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, আনন্দ, আমি পরিব্রাজক পোতলিপুত্রকেই জানি না, এই কথাবার্তা (আলোচনা) সম্পর্কে কি বলিব? এই মূর্খ (মোহগ্রস্ত) সমৃদ্ধি কর্তৃক পরিব্রাজক পোতলিপুত্রের বিশ্লেষণযোগ্য প্রশ্ন আংশিকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির ভাষণ অনুযায়ী যাহা কিছু অনুভব করা হয় তাহা সবই

দুঃখ[১]।

তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, আনন্দ, তুমি মূর্খ উদায়ীর উন্মার্গ দেখ, আনন্দ, জানিতাম যে এই মূর্খ উদায়ী ইহাকে (প্রশ্ন) প্রস্তাবনা করিয়া অনর্থক পেশ করিবে। আনন্দ, পরিব্রাজক পোতলিপুত্র আদি হইতে তিন প্রকার বেদনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আনন্দ, এই মূর্খ সমৃদ্ধি পরিব্রাজক পোতলিপুত্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল: বন্ধু পোতলিপুত্র, সংচেতনিক (চেতনাযুক্ত) হইয়া কায়-বাক্-মন দ্বারা সুখানুভবযোগ্য সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে ব্যাখ্যা করিলেই সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করা হইত। অধিকন্তু, আনন্দ, মূর্খ ও অব্যক্ত অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তথাগতের মহাকর্মবিভঙ্গ জানিবে। আনন্দ, তথাগতের মহাকর্মবিভঙ্গ বিশ্লেষণকালে তোমরা শুনিতে পার।

ভগবান, ইহাই উপযুক্ত সময়, সুগত, ইহাই উপযুক্ত সময়, যখন ভগবান মহাকর্মবিভঙ্গ বিশ্লেষণ করিতে পারেন, ভগবানের নিকট শুনিয়া ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।

আনন্দ, তাহা হইলে মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি ভাষণ দিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

আনন্দ, এই চারি প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) পৃথিবীতে বিদ্যমান। চারি প্রকার কী কী? আনন্দ, কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী, কামে ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, কর্কশভাষী, সম্প্রলাপী, অভিধ্যালু, ব্যাপন্নচিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে দেহবসানে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, এখানে কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী হয়... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়... কিন্তু মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, এখানে কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হয়... অব্যাপন্নচিত্ত ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়... সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, এখানে কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হয়... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, কিন্তু... অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আতাপ্য (বীর্যারম্ভ), করিবার ফলে, প্রধান (একাগ্র সাধনা), আত্মনিয়োগ, অপ্রমাদ, সম্যক মনস্কার করিবার ফলে

---

[১]। তং দুক্খস্মিং তি সব্বং র্ত দুক্খং—প. সূ.।

ওইরূপ চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হন যে ওইরূপ সমাধিস্থচিত্তে বিশুদ্ধ অতিমানবীয় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ওই ব্যক্তিকে দেখিতে পান যে প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী... নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি ওইরূপ বলেন, পাপকর্ম সকল আছে, দুশ্চরিতের বিপাক (পরিণাম) আছে, আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে প্রাণিহত্যাকারী... নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যাঁহারা ওইরূপ জানেন, তাঁহারা সম্যকভাবে জানেন। যাঁহারা অন্যরূপ জানেন, তাঁহাদের জ্ঞান মিথ্যা। তিনি এইরূপে স্বয়ংজ্ঞাত, স্বয়ং দৃষ্ট, স্বয়ং বিদিত হইয়া তাহাতে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাই সত্য অন্যটি মোঘ (মিথ্যা)।"

আনন্দ, এখানে কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আতাপ্য করিবার ফলে... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হন, কিন্তু দেহবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি বলেন, পাপকর্ম নাই, দুশ্চরিতরে বিপাক নাই, আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে প্রাণিহত্যাকারী... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, কিন্তু... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। যাঁহারা ওইরূপ জানেন... ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা।

আনন্দ, এখানে কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আতাপ্য... ব্যক্তিকে দেখিতে পান যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত... সম্প্রলাপ হইতে বিরত, অনভিধ্যালু, অব্যাপন্নচিত্ত হইয়া দেহাবসানে... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ওইরূপ বলেনঃ কল্যাণ কর্ম আছে, সুচরিতের বিপাক আছে, আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি এইরূপ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন... ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা।

আনন্দ, এখানে কোনো শ্রমণ... প্রাণিহত্যা হইতে বিরত... কিন্তু দেহাবসানে মৃত্যুর পরে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি এইরূপ বলেন, কল্যাণ কর্ম নাই, সুচরিতের বিপাক নাই... ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা।

আনন্দ, যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বলেন, "পাপকর্ম আছে, দুশ্চরিতের বিপাক আছে।" তাঁহাকে আমি সমর্থন করি। যদি তিনি এইরূপ বলেন, "আমি সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে প্রাণিহত্যাকারী... নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে," তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি। যদি তিনি ওইরূপ বলেন, প্রত্যেক প্রাণিহত্যাকারী... নিরয়ে উৎপন্ন হয়" তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি ওইরূপ বলেন, "যাঁহারা এরূপ জানেন তাঁহারা সম্যকভাবে জানেন, যাঁহারা অন্যরূপ জানেন তাঁহাদের জ্ঞান মিথ্যা" তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি

না। যদি তিনি “স্বয়ংজ্ঞাত... অভিনিবিষ্ট... ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা”—তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি না, তাহা কী হেতু? কারণ আনন্দ তথাগতের মহাকর্মবিভঙ্গে জ্ঞান অন্যরূপ।

আনন্দ, যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ওইরূপ বলেন, “পাপকর্ম নাই, দুশ্চরিতের বিপাক নাই” তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি ওইরূপ বলেন, “আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে প্রাণিহত্যাকারী... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন কিন্তু... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে” তাঁহাকে আমি সমর্থন করি। যদি তিনি এইরূপ বলেন, “প্রত্যেক প্রাণিহত্যাকারী... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়” তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি এরূপ বলেন, “যাঁহারা এইরূপ জানেন, তাঁহারা সম্যকভাবে জানেন, যাঁহারা অন্যরূপ জানেন, তাঁহাদের জ্ঞান মিথ্যা”—তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি “স্বয়ংজ্ঞাত... অভিনিবিষ্ট... ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা”—তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি না। তাহা কী হেতু?... অন্যরূপ।

আনন্দ, যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বলেন, “কল্যাণকর্ম আছে, সুচরিতের বিপাক আছে”—তাঁহাকে আমি সমর্থন করি। যদি তিনি এইরূপ বলেন... প্রাণিহত্যা হইতে বিরত... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে”—তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি। যদি তিনি এইরূপ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন”—তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি স্বয়ং জ্ঞাত... অন্যরূপ।

আনন্দ, যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বলেন, “কল্যাণ কর্ম নাই, সুচরিতের বিপাক নাই”—তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি এইরূপ বলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত... কিন্তু... নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছেন” তাঁহাকে আমি সমর্থন করি। যদি এইরূপ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত... নিরয়ে উৎপন্ন হন” তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি এইরূপ বলেন, “যাঁহারা এইরূপ জানেন... মিথ্যা”—তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি স্বয়ংজ্ঞাত... অন্য মিথ্যা”—তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না... অন্যরূপ।

আনন্দ, যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী... নিরয়ে উৎপন্ন হয়, হয়ত তাহার দুঃখবেদনীয় পাপকর্ম পূর্বেই কৃত হইয়াছে কিংবা দুঃখবেদনীয় পাপকর্ম পরে কৃত হয় অথবা মরণকালে সুদৃঢ়ভাবে মিথ্যাদৃষ্টি গৃহীত হইয়াছে। সেই কারণে দেহাবসানে... নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যদি সে প্রাণিহত্যাকারী... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে দৃষ্টধর্মে (ইহ-জীবনে) বিপাক ভোগ করে অথবা অন্যভাবে

উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, দেহাবসানে... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, হয়ত তাহার সুখবেদনীয় কল্যাণকর্ম' পূর্বে কৃত হইয়াছে... অন্যভাবে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, যে ব্যক্তি প্রাণিপাত হইতে বিরত... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন দেহাবসানে... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, হয়ত সুখবেদনীয় কল্যাণকর্ম পূর্বে কৃত... হইয়াছে... অন্যভাবে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হয়, হয়ত তাহার দুঃখবেদনীয় পাপকর্ম পূর্বেই কৃত হইয়াছে অথবা... সেই কারণে... অন্যভাবে উৎপন্ন হয়।

সুতরাং আনন্দ, অভব্য (অসম্ভব), অভব্যাভাস (আপাত-অসম্ভব) কর্ম আছে, অভব্য অভব্যাভাস কর্ম আছে, ভব্য ও অভব্যাভাস কর্ম আছে, ভব্য কর্ম আছে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ প্রসন্নমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

মহাকর্মবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত

৭. ষড়ায়তনবিভঙ্গ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ।" "ভদন্ত", বলিয়া ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে ষড়ায়তনবিভঙ্গ দেশনা করিব। উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি বিবৃত করিতেছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

ছয় আধ্যাত্মিক (অভ্যন্তরীণ) আয়তন সংবেদ্য, ছয় বহিরায়তন সংবেদ্য, ছয় বিজ্ঞানকায় সংবেদ্য, ছয় স্পর্শকায় সংবেদ্য, অষ্টাদশ মন-উপবিচার (প্রয়োগক্ষেত্র) সংবেদ্য, ছত্রিশ সত্ত্বপদ সংবেদ্য। এই কারণে ইহা ত্যাগ করো। তিন প্রকার স্মৃতি-প্রস্থান আছে যাহা আর্য শাস্তা পালন করিয়া গণকে (শিষ্যদের) অনুশাসন করিতে সমর্থ। দক্ষ রথাচার্যদের মধ্যে তাঁহাকে বলা হয় অনুত্তর দম্যপুরুষরাসথি। ইহাই ষড়ায়তনবিভঙ্গের উদ্দেশ।

ইহা বিবৃত হইয়াছে : "ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন সংবেদ্য।" তাহা কী

সম্পর্কে বিবৃত হয়? চক্ষু-আয়তন (ক্ষেত্র), শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন ও মন-আয়তন সম্পর্কে। যখন ইহা বিবৃত হয়... এই সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে।

ইহা বিবৃত হইয়াছে : "ছয় বাহিরায়তন সংবেদ্য।" ইহা কী সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শ-আয়তন ও ধর্ম-আয়তন সম্পর্কে। যখন ইহা বিবৃত হয়... এই সম্পর্কেই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা বিবৃত হইয়াছে : "ছয় বিজ্ঞানকায় সংবেদ্য।" ইহা কী সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান ও মন-বিজ্ঞান সম্পর্কে।...

ইহা বিবৃত হইয়াছে : "ছয় স্পর্শকায় সংবেদ্য। ইহা কি সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? চক্ষু-স্পর্শ, শ্রোত্র-স্পর্শ, ঘ্রাণ-স্পর্শ, জিহ্বা-স্পর্শ, কায়-স্পর্শ, মন-স্পর্শ সম্পর্কে।... এই সম্পর্কেই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা বিবৃত হইয়াছে : "অষ্টাদশ মন-উপবিচার সংবেদ্য।" ইহা কী সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? চক্ষুদ্বারা[১] রূপ দর্শন করিয়া সৌমনস্য স্থানীয় (সৌমনস্য-উদ্দীপক) রূপকে উপবিচার করে (প্রয়োগক্ষেত্র নির্ণয় করে), দৌর্মনস্য উদ্দীপক রূপকে উপবিচার করে ও উপেক্ষা উদ্দীপক রূপকে উপবিচার করে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিয়া, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া, কায় দ্বারা স্পর্শ লাভ করিয়া, মন দ্বারা ধর্মকে (বিষয়) জানিয়া সৌমনস্য-দৌর্মনস্য উপেক্ষা-উদ্দীপক ধর্মকে উপবিচার করে।... এই অষ্টাদশ মন-উপবিচার সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে।

ইহা বিবৃত হইয়াছে : "ছত্রিশ সত্ত্বপদ সংবেদ্য।" ইহা কি সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? ছয় গৃহীজনোচিত সৌমনস্য, ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত সৌমনস্য, ছয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য, ছয় নৈষ্ক্রম্যোচিত দৌর্মনস্য, ছয় গৃহীজনোচিত উপেক্ষা, ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত উপেক্ষা সম্পর্কে।

ছয় গৃহীজনোচিত সৌমনস্য কী কী?

চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোরম লোকামিষ (জাগতিক লাভ) প্রতিসংযুক্ত তাহার প্রতিলাভ লাভ করিয়া বা দেখিয়া বা পূর্বলব্ধ অতীত নিরুদ্ধ ও বিপরিণতকে স্মরণ করিয়া সৌমনস্য উৎপন্ন হয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ ও মনোবিজ্ঞেয়

---

[১]। চক্খুবিঞ্ঞাণেন রূপং দিস্বা—প-সূ।

ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এই ছয়টি গৃহীজনোচিত সৌমনস্য।

ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত সৌমনস্য কী কী?

রূপের অনিত্যতা, বিপরিণাম, বিরাগ ও নিরোধ জানিয়া—"পূর্বে এবং এখন রূপ অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী" সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা ইহা যথার্থরূপে দেখিবার ফলে সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এইরূপ সৌমনস্যকে নৈষ্ক্রম্যোচিত সৌমনস্য বলা হয়। শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

ছয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য কী?

চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোহর ও লোকামিষ-প্রতিসংযুক্ত তাহার অপ্রতিলাভ বা প্রতিলাভ না করিবার বা দেখিবার ফলে বা পূর্বে অপ্রতিলব্ধ অতীত, নিরুদ্ধ ও বিপরিণতকে অনুস্মরণ করিবার ফলে দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ দৌর্মনস্যকে বলা হয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত দৌর্মনস্য কী কী?

রূপের অনিত্যতা... যথার্থরূপে দেখিয়া অনুত্তর বিমুক্তি লাভে স্পৃহা উপস্থাপিত করে, "আর্যগণ বর্তমানে যে আয়তন লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছেন আমি কখন সেই আয়তন লাভ করিয়া অবস্থান করিব" এইভাবে অনুত্তর বিমুক্তিতে স্পৃহা উপস্থাপনের কারণে স্পৃহাহেতু দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ দৌর্মনস্যকে নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত দৌর্মনস্য বলা হয়। শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এই ছয়টি নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত দৌর্মনস্য।

ছয় গৃহীজনোচিত উপেক্ষা কী কী?

বাল, মুঢ়, পৃথগ্জন, ক্লেশবিজয়ী নহে, বিপাকবিজয়ী নহে (অক্ষীণসব) আদীনবদর্শী নহে, অশ্রুতবান ব্যক্তির চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া যে উপেক্ষা উৎপন্ন তাহা রূপকে অতিক্রম করিয়া যায় না বলিয়া সেই উপেক্ষাকে গৃহীজনোচিত উপেক্ষা বলা হয়। শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এইগুলিই ছয় গৃহীজনোচিত উপেক্ষা।

ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত উপেক্ষা কী কী?

রূপের অনিত্যতা... যথার্থরূপে দর্শন করিয়া যে উপেক্ষা হয় তাহা রূপকে অতিক্রম করিয়া যায় না বলিয়া ইহাকে নৈষ্ক্রম্যোচিত উপেক্ষা বলা হয়। শব্দ... ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

'ছত্রিশ সত্ত্বপদ সংবেদ্য' বলিয়া যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা এই সম্পর্কেই বিবৃত হইয়াছে।

যখন ইহা বিবৃত হয়, "ইহা অবলম্বন করিয়া ইহা পরিত্যাগ করো।[১]" কী সম্পর্কে ইহা বিবৃত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ, ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত সৌমনস্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ছয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য পরিত্যাগ করো, অতিক্রম করো, এইরূপে ইহাদের পরিত্যাগ ও সমতিক্রম করা হয়। ভিক্ষুগণ, ছয় নৈষ্ক্রম্যোচিত দৌর্মনস্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ছয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য পরিত্যাগ করো, সমতিক্রম করো, এইরূপে ইহাদের গ্রহণ ও সমতিক্রম হয়।

ভিক্ষুগণ, ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত উপেক্ষা অবলম্বন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ছয় গৃহীজনোচিত উপেক্ষাকে পরিত্যাগ করো, অতিক্রম করো। এইরূপে... সমতিক্রম হয়। ভিক্ষুগণ, ছয় নৈষ্ক্রম্যোচিত সৌমনস্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ছয় নৈষ্ক্রম্য-নিশ্রিত দৌর্মনস্যকে... সমতিক্রম হয়। ভিক্ষুগণ, ছয় নৈষ্ক্রম্য-নিশ্রিত উপেক্ষা অবলম্বন করিয়া ছয় নৈষ্ক্রম্য-নিশ্রিত সৌমনস্যকে... সমতিক্রম হয়।

ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা নানা প্রকার[২] ও নানা আলম্বন নিশ্রিত হয়, উপেক্ষা এক প্রকার ও এক আলম্বন নিশ্রিত হয়।

নানা প্রকার ও নানা আলম্বন নিশ্রিত উপেক্ষা কী কী? ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা রূপে আছে, শব্দে আছে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে আছে। ভিক্ষুগণ, এইরূপে উপেক্ষা নানা প্রকার ও নানা আলম্বন-নিশ্রিত। ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা এক প্রকার ও এক আলম্বন-নিশ্রিত কী?

ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা আকাশ-অনন্ত-আয়তন-নিশ্রিত, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তননিশ্রিত, আকিঞ্চন-আয়তন-নিশ্রিত, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-নিশ্রিত। ভিক্ষুগণ, এইরূপে উপেক্ষা এক প্রকার ও এক আলম্বন নিশ্রিত।

ভিক্ষুগণ, যে উপেক্ষা এক প্রকার ও আলম্বননিশ্রিত তাহা অবলম্বন করিয়া তাহার মাধ্যমে নানা প্রকার ও নানা আলম্বননিশ্রিত উপেক্ষা পরিত্যাগ করো ও অতিক্রম করো, এইরূপে... সমতিক্রম হয়।

ভিক্ষুগণ, অতন্ময়তা[৩] অবলম্বন করিয়া তাহার মাধ্যমে যে উপেক্ষা এক বিশিষ্ট ও এক আলম্বননিশ্রিত তাহা পরিত্যাগ করো,... সমতিক্রম হয়। এই সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে : "ইহাকে অবলম্বন করিয়া ইহা পরিত্যাগ হয়।"

---

[১]। ছত্রিশ সত্ত্বপদের মধ্যে আটারটি অবলম্বন করিয়া আঠারটি পরিত্যাগ করো—প-সূ.।

[২]। নানত্তাতি নানা বহূ অনেকপ্পকারা—প-সূ.।

[৩]। তৃষ্ণাদৃষ্টিরহিত—প-সূ.।

ইহা বিবৃত হইয়াছে : "আর্য তিন স্মৃতিপ্রস্থান পালন করেন যাহা পালন করিয়া শাস্তা জনগণকে অনুশাসন দিতে সক্ষম হন।" কি সম্পর্কে ইহা বিবৃত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ, অনুকম্পাপরায়ণ হিতৈষী শাস্তা অনুকম্পা-সহকারে শিষ্যদিগকে ধর্মদেশনা করেন, "ইহা তোমাদের হিতের জন্য, ইহা তোমাদের সুখের জন্য।" তাঁহার শিষ্যগণ শ্রবণ করেন না, শ্রোত্রাবধান করেন না, জ্ঞানের জন্য চিত্ত উপস্থাপিত করেন না, বিপথে চালিত হইয়া শাস্তার ধর্ম হইতে দূরে চলিয়া যান। ইহাতে তথাগত সন্তুষ্ট হন না, অসন্তুষ্টি অনুভব করেন না, কিন্তু অনবশ্রুত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রথম স্মৃতিপ্রস্থান... .সক্ষম হন।

পুনশ্চ ভিক্ষুগণ, শাস্তা অনুকম্পাপরায়ণ... সুখের জন্য। কতিপয় শিষ্য তাহা শ্রবণ করেন না... চলিয়া যান। কতিপয় শিষ্য শ্রবণ করেন, চলিয়া যান না। ইহাতে তথাগত... সক্ষম হন। ইহা দ্বিতীয় স্মৃতিপ্রস্থান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শাস্তা... সুখের জন্য। তাঁহার শিষ্যগণ শ্রবণ করেন।... তখন তথাগত সন্তুষ্ট হন... সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন। ইহা তৃতীয় স্মৃতিপ্রস্থান যাহা... সক্ষম হন।

ইহা বিবৃত হইয়াছে : তাঁহাকে দক্ষ রথাচার্যদের মধ্যে অনুত্তর দম্যপুরুষ-সারথি বলা যায়। কী সম্পর্কে ইহা বিবৃত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ, হস্তীদমকের দ্বারা তাড়িত হইয়া দমনীয় হস্তী একদিকে ধাবিত হয়—পূর্বদিকে অথবা পশ্চিমদিকে বা উত্তরদিকে বা দক্ষিণ দিকে। অশ্বদমক দ্বারা... গোদমক... দক্ষিণ দিকে। ভিক্ষুগণ, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ তথাগতের দ্বারা দমনীয় পুরুষ পরিচালিত হইয়া আট দিকে ধাবিত হন। রূপী রূপ দর্শন করেন ইহা প্রথম দিক। অধ্যাত্মভাবে অরূপ-সংজ্ঞী বহির্রূপ দর্শন করেন, ইহা দ্বিতীয় দিক। 'শুভ' বলিয়া অধিমুক্ত হয়, ইহা তৃতীয় দিক। সর্বতোভাবে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনস্কার করেন না। 'অনন্ত-আকাশ' ভাবিয়া আকাশ-অনন্ত-আয়তন (সমাপত্তি) লাভ করিয়া তিনি অবস্থান করেন, ইহা চতুর্থ দিক। সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-অতিক্রমকারী "অনন্তবিজ্ঞান" ভাবিয়া বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (সমাপত্তি) লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, ইহা পঞ্চম দিক। সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করিয়া আকিঞ্চন-আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, ইহা ষষ্ঠ দিক। সর্বতোভাবে আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, ইহা সপ্তম দিক।

সর্বতোভাবে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি) লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, ইহা অষ্টম দিক। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ... এই আট দিকে ধাবিত হন। তাহাতেই "রথাচার্যদের মধ্যে অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি" বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

ষড়ায়তনবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত

৮. উদ্দেশ বিভঙ্গ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ, ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে উদ্দেশ বিভঙ্গ সম্পর্কে দেশনা করিব, তোমরা উত্তমরূপে মনোনিবেশ করিয়া তাহা শ্রবণ করো। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া... প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, যেইভাবে বাহ্যিকভাবে ও অধ্যাত্মভাবে অবিক্ষিপ্ত অবিসৃত এবং অসংস্থিত বিজ্ঞানকে উপপরীক্ষা করার ফলে ও উপাদেয়রূপে গ্রহণ না করিবার ফলে ভিক্ষুর পরিত্রাস হয় না সেইভাবেই ভিক্ষুর বিষয়কে উপপরীক্ষা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান বাহ্যিকভাবে অবিক্ষিপ্ত ও অবিসৃত এবং অধ্যাত্মভাবে অসংস্থিত হইলে এবং উপাদেয়রূপে গ্রহণ না করিবার ফলে অপরিত্রাসিত থাকিলে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ দুঃখের হেতু সম্ভব হয় না। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত করিয়া সুগত আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান চলিয়া যাইবার পরেই সেই ভিক্ষুগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন বন্ধুগণ, ভগবান এই উদ্দেশ[১] সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন—"যেভাবে বিজ্ঞানকে... সম্ভব হয় না।" কেহ কি ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত এই উদ্দেশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবেন?

তখন সেই ভিক্ষুদের এইরূপ মনে হইল : এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন

---

[১]। মাতিকা বা বিষয়সূচি।

যিনি শাস্তা দ্বারা প্রশংসিত ও বিজ্ঞ সব্রহ্মচারী দ্বারা সম্মানিত তিনি ভগবান কর্তৃক... ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, চলুন আমরা মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হই... আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ব্যাখ্যা করুন। বন্ধুগণ, যেমন[১]... ব্যাখ্যা করুন।

বন্ধুগণ, তাহা হইলে মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ বন্ধু" বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে প্রত্যুত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন বলিলেন :

বন্ধুগণ, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে... আমি বিস্তৃতভাবে অর্থ জানি। কিরূপে? বন্ধুগণ, বাহ্যিকভাবে বিজ্ঞান বিক্ষিপ্ত ও বিসৃত' বলিয়া কথিত হয়? চক্ষু দ্বারা রূপদর্শন করিয়া যদি ভিক্ষুর রূপনিমিত্তানুসারী[২] বিজ্ঞান রূপ-নিমিত্ত-আস্বাদ দ্বারা গ্রথিত, রূপ-নিমিত্ত আস্বাদ দ্বারা বিনিবদ্ধ, রূপনিমিত্ত-আস্বাদ সংযোজনে সংযুক্ত হয়, তখন ইহাকে বাহ্যিকভাবে... কথিত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শুনিয়া... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া... কায় দ্বারা স্পর্শযোগ্যকে স্পর্শ করিয়া... মন দ্বারা ধর্ম জানিয়া যদি... কথিত হয়।

বন্ধুগণ, কিরূপে বাহ্যিকভাবে বিজ্ঞান অবিক্ষিপ্ত ও অবিসৃত' বলিয়া কথিত হয়? বন্ধুগণ, চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া যদি ভিক্ষুর বিজ্ঞান রূপনিমিত্ত-অনুসারী বিজ্ঞান... গ্রথিত হয় না... বিনিবদ্ধ হয় না... সংযুক্ত হয় না, ইহাকেই... শ্রোত্র... ঘ্রাণ... জিহ্বা... কায়... কথিত হয় মন... সম্পর্কে এইরূপ ইহাকে বিজ্ঞান বাহ্যিকভাবে অবিক্ষিপ্ত ও অবিসৃত বলিয়া কথিত হয়।

কিরূপে, বন্ধুগণ, 'অধ্যাত্মভাবে চিত্ত সংস্থিত' বলিয়া কথিত হয়? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবির্তক, সবিচার, বিবেকজ, প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। যদি তাঁহার বিজ্ঞান বিবেকজ প্রীতিসুখ অনুসারী হয় বিবেকজ প্রীতিসুখ... আস্বাদ গ্রহিত, বিবেকজ প্রীতিসুখ-আস্বাদ-বিনিবদ্ধ, বিবেকজ প্রীতিসুখ-আস্বাদ সংযোজনে সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত... কথিত হয়। পুনশ্চ, বন্ধুগণ, ভিক্ষু বির্তক-বিচার উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বির্তকাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত

১। মহাকাত্যায়ন ভদ্রকরক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

২। রূপনিমিত্তিং অনুসরতি—প-সূ.

দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। যদি তাঁহার বিজ্ঞান সমাধিজ প্রীতিসুখ-অনুসারী হয়... সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত সংস্থিত বলিয়া কথিত হয়। পুনশ্চ, বন্ধুগণ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগ হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। যদি তাঁহার বিজ্ঞান উপেক্ষা-অনুসারী, উপেক্ষা সুখ-আস্বাদ গ্রহিতা... সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত অধ্যাত্মভাবে সংস্থিত বলিয়া কথিত হয়। পুনশ্চ, বন্ধুগণ, ভিক্ষু (সর্ব দৈহিক) সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া না-দুঃখ, না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান স্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। যদি তাঁহার বিজ্ঞান না-দুঃখ-না-সুখ-অনুসারী হয়... সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত অধ্যাত্মভাবে সংস্থিত বলিয়া কথিত হয়।

কিরূপে, বন্ধুগণ, "চিত্ত অধ্যাত্মভাবে অসংস্থিত" বলিয়া কথিত হয়? বন্ধুগণ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া... প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তাঁহার বিজ্ঞান প্রীতি সুখ অনুসারী হয় না... দ্বিতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞান না-দুঃখ-না-সুখ অনুসারী হয় না... সংযুক্ত হয় না... এইরূপে, বন্ধুগণ 'চিত্ত অধ্যাত্মভাবে অসংস্থিত' বলিয়া কথিত হয়।

কিরূপে, বন্ধুগণ, অনুৎপাদ পরিত্রাস (পরিক্লেশ) হয়?

বন্ধুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন, যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, আর্যধর্মে অকোবিদ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষগণের লাভ করেন নাই, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে, রূপে আত্মা দেখে। তাহার সেই রূপ পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়, তাহার রূপবিপরিণাম-অন্যথাভাব-হেতু বিজ্ঞান রূপবিপরিণাম-অনুপরিবর্তী হয়, তাহার রূপবিপরিণাম অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয়, ধর্মের (চিন্তনীয় বিষয়) সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে, চিত্তের অধিকার-হেতু ভীত বিরক্ত ও অপেক্ষাবান[১] হয় ও উপাদান (বাসনা)-হেতু পরিত্রাস হয়। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও

[১]। পপঞ্চসূদনীতে গ্রন্থের উপেক্‌খবা স্থলে অপেক্‌খ বা করা হইয়াছে।

বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে, বন্ধুগণ, অনুৎপাদ পরিত্রাস হয়।

বন্ধুগণ, কিরূপে অনুৎপাদ অপরিত্রাস হয়? বন্ধুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক যিনি আর্যদের দর্শন লাভ করিয়াছেন, আর্যধর্মে কোবিদ... তিনি রূপকে আত্ম-দৃষ্টিতে দেখেন না, তাঁহার পরিত্রাস হয় না। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। বন্ধুগণ, এইরূপে অনুৎপাদ অপরিত্রাস হয়।

বন্ধুগণ, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে যে উদ্দেশ... তাহার অর্থ আমি বিস্তৃতভাবে এইরূপ জানি। ইচ্ছা করিলে আয়ুষ্মানগণ আপনারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ভগবান যেইরূপ যাহা ব্যাখ্যা করিবেন, আপনারা তাহা ধারণ করিবেন।

অতঃপর ভিক্ষুগণ, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের ভাষণকে অভিনন্দিত করিয়া অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত[১]... আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন আমাদিগকে ইহার অর্থ বিভিন্নভাবে পদে ও ব্যঞ্জনায় বিশ্লেষণ করিলেন।

ভিক্ষুগণ, মহাকাত্যায়ন পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমিও মহাকাত্যায়নের মতো ব্যাখ্যা করিতাম। ইহার অর্থ তোমরা এইভাবে ধারণ করিবে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

উদ্দেশ বিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত

৯. অরণ[২] বিভঙ্গ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত," বলিয়া ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। "ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অরণ (বিরজ বা বিশুদ্ধ) বিশ্লেষণ সম্পর্কে দেশনা করিব, মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি বলিতেছি। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, যে কামসুখ হীন,

---

[১]। এইখানে ভিক্ষুগণ পূর্বোক্ত সমগ্র ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।

[২]। অরণোতি অনজো নিক্খিলেসো—প-সূ.।

গ্রাম্য ইতরসাধারণের সেব্য, অনার্যোচিত ও অনর্থযুক্ত, তাহার অনুসরণ করা উচিত নহে, আবার আত্মনিগ্রহে আনুরক্তি যাহা দুঃখদায়ক, অনার্যোচিত ও অনর্থযুক্ত তাহাও অনুসরণ করা উচিত নহে, এই উভয় অন্তের অনুগামী না হইয়া তথাগত মধ্যম প্রতিপদ অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ অভিমুখে সংবর্তিত হয়।' উৎসাদন-অপসাদন জানা উচিত, উৎসাদন-অপসাদন জানিয়া উৎসাদন করা উচিত নহে, অপসাদন (দোষারোপ) করা উচিত নহে, শুধু ধর্মদেশনা করা উচিত। সুখবিনিশ্চয় জানা উচিত। সুখবিনিশ্চয় জানিয়া অধ্যাত্মভাবে সুখের অনুগামী হওয়া উচিত। গোপনীয় কথা বলা উচিত নহে। কাহারো মুখের উপর অনুচিত বা ক্ষতিকর বাক্য বলা উচিত নহে। ধীরে ধীরে কথা বলা উচিত, দ্রুত নহে। জনপদনিরুক্তিতে (স্থানীয় উপভাষায়) অভিনিবেশ করা উচিত নহে এবং স্থানীয় সংজ্ঞায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে। ইহাই অরণবিভঙ্গের উদ্দেশ।

'কামসুখ... অনর্থযুক্ত' বলিয়া কথিত হইয়াছে। কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? কামসংযুক্ত সুখ এবং সৌমনস্যনুযোগ (লিপ্ত থাকা) যাহা হীন, গ্রাম্য, ইতরজনোচিত, অনার্যোচিত ও অনর্থযুক্ত তাহা দুঃখদায়ক, উপঘাতী, উপায়াসযুক্ত, পরিদাহযুক্ত ও মিথ্যা প্রতিপদ-আপন্ন। কিন্তু যে কামসংযুক্ত সুখ সৌমনস্য-অনুযোগ... অনর্থযুক্ত নহে, তাহা দুঃখহীন, অনুপঘাতী, উপায়াসহীন, পরিদাহযুক্ত ও সম্যক প্রতিপদাপন্ন। আবার আত্মনিগ্রহে আনুরুক্তি যাহা দুঃখদায়ক, অনার্যোচিত ও অনর্থযুক্ত তাহা দুঃখপূর্ণ,... সম্যক প্রতিপদাপন্ন। দুঃখদায়ক, অনার্যোচিত, অনর্থযুক্ত আত্মনিগ্রহে অনারুক্তি দুঃখহীন, অনুপঘাতী উপায়াসমুক্ত, পরিদাহমুক্ত ও সম্যক প্রতিপদাপন্ন। হীন... কামসুখ এবং দুঃখদায়ক... অনর্থযুক্ত আত্মনিগ্রহে আনুরক্তি অনুসরণ করা উচিত নহে; এই কারণেই ইহা উক্ত হইয়াছে।

'এই উভয় অন্তের অনুগামী না হইয়া... সংবর্তিত হয়' ইহা উক্ত হইয়াছে। কী কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই উভয় অন্তের অনুগামী না হইয়া... সংবর্তিত হয়' এই সম্পর্কেই ইহা উক্ত হইয়াছে।

'উৎসাদন-অপসাদন জানা উচিত... দেশনা করা উচিত' ইহা উক্ত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ, কীরূপে উৎসাদন হয়, কীরূপে অপসাদন হয়, কিন্তু ধর্মদেশনা হয় না। যাহারা বলে, 'যাহারা কামযুক্ত সুখে সুখী এবং

সৌমনস্যের অনুগামী যাহা হীন... অনর্থযুক্ত, তাহারা সকলেই দুঃখ'-মণ্ডিত, উপঘাতী, উপায়াস-পরিদাহযুক্ত ও মিথ্যাপ্রতিপন্ন" কেহ তাহাদের অপসাদন (দোষারোপ) করে। যাহারা বলে, "যাহারা কামযুক্ত সুখে সুখী এবং সৌমনস্যের অনুগামী হয় না, তাহারা দুঃখহীন... সম্যক প্রতিপন্ন" তাহাদের উৎসাদন করেন। যাহারা বলে "যাহারা আত্মনিগ্রহের অনুগামী যাহা দুঃখদায়ক... অনর্থযুক্ত তাহারা দুঃখযুক্ত... মিথ্যাপ্রতিপন্ন", তিনি তাহাদের অপসাদন করেন। যাহারা বলে "আত্মনিগ্রহে... অনুগামী হয় না তাহারা... সম্যক প্রতিপন্ন" তিনি তাহাদের উৎসাদন করেন। যাহারা বলে, "যাহাদের ভবসংযোজন ছিন্ন হয় নাই তাহারা দুঃখযুক্ত... মিথ্যাপ্রতিপন্ন তিনি তাহাদের অপসাদন করেন। আবার যাহারা বলে, "যাহাদের ভবসংযোজন ছিন্ন হইয়াছে, তাহারা দুঃখমুক্ত... সম্যক প্রতিপন্ন" তিনি তাহাদের উৎসাদন করেন। বিভবসংযোজন সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, উৎসাদন হয়, অপসাদন হয়, কিন্তু ধর্মদেশনা হয় না। কিরূপে, ভিক্ষুগণ, উৎসাদন বা অপসাদন হয় না কিন্তু ধর্মদেশনা হয়? তিনি এইরূপে বলেন না, "যাহারা কামযুক্ত সুখে সুখী... মিথ্যাপ্রতিপন্ন, তিনি এইরূপ ধর্মদেশনা করেন : "এই অনুগামী ধর্ম দুঃখযুক্ত উপঘাতী... মিথ্যা প্রতিপন্ন আপন্ন" তিনি এইরূপে বলেন না "যাহারা কামযুক্ত সুখে সুখী... সৌমনস্যের অনুগামী তাহারা... সম্যক প্রতিপন্ন। তিনি শুধু ধর্মদেশনা করেন : "এই অনুগামী ধর্ম দুঃখমুক্ত... সম্যক প্রতিপদ।"

তিনি এরূপ বলেন না, যাহারা আত্মনিগ্রহে অনুগামী... মিথ্যা প্রতিপন্ন" তিনি শুধু ধর্মদেশনা করেন, "অনুগামী এই ধর্ম... মিথ্যা প্রতিপদ।" তিনি এরূপ বলেন না" যাহারা আত্মনিগ্রহে অনুগামী... সম্যক প্রতিপন্ন।" তিনি শুধু ধর্মদেশনা করেন, "অনুগামী এই ধর্ম... সম্যক প্রতিপন্ন।" ভবসংযোজন সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, উৎসাদন বা অপসাদন হয় না, শুধু ধর্মদেশনা হয়।

"উৎসাদন জানা উচিত। অপসাদন করা উচিত নহে" এই কারণেই ইহা উক্ত হইয়াছে।

"সুখবিনিশ্চয় জানা উচিত। সুখবিনিশ্চয়[১] জানিয়া সুখের অনুগামী হওয়া উচিত" ইহা উক্ত হইয়াছে। কী সম্পর্কে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণ। পঞ্চ কী কী? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ,

---

[১]। সুখবিনিচ্ছিয়ংতি বিনিচ্ছিতং সুখং—প-সূ.।

কামযুক্ত ও রঞ্জনীয়, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস... কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ, ইষ্ট... মনোরঞ্জক। এইগুলিই পঞ্চ কামগুণ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণের কারণে সুখসৌমনস্য উৎপন্ন হয়, ইহাকেই বলা হয় কামসুখ, অশুচি (মীঢ়) সুখ, ইতরজনোচিত সুখ, অনার্যোচিত সুখ। ইহা অসেবনীয়, অভাবনীয়, বৃদ্ধির অযোগ্য ও ভয়যোগ্য সুখ বলিতেছি। ভিক্ষুগণ, এইস্থলে ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া..প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ইহাই নৈষ্ক্রম্যসুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধিসুখ বলিয়া কথিত হয়। আমি এই সুখকে সেবনীয়, ভাবনীয়, বহুলকরণীয় ও ভয়ের অযোগ্য বলিতেছি। যখন বলা হয়, "সুখবিনিশ্চয় জানা উচিত..." এই কারণেই কথিত হয়।

ইহা কথিত হইয়াছে : "গোপনীয় কথা বলা উচিত নহে, কাহারো সম্মুখে ক্ষতিকর বাক্য বলা উচিত নহে।" কী কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ, যে গোপন কথা অসত্য, মিথ্যা ও অনর্থযুক্ত তাহা জানিয়া, যথাসম্ভব সেই গোপন কথা বলা উচিত নহে, যে গোপন কথা সত্য, যথার্থ কিন্তু অনর্থযুক্ত তাহা জানিয়া, সেই গোপন কথা না বলার জন্য শিক্ষা করা উচিত। আবার যে গোপন কথা সত্য, যথার্থ ও অর্থযুক্ত তাহা জানিয়া সেই সেই গোপন কথা বলার জন্য কালজ্ঞ হওয়া উচিত। ক্ষীণবাদ (ক্ষতিকর বাক্য) সম্পর্কেও এইরূপ।

"ধীরে কথা বলা উচিত, দ্রুত নহে" ইহা কথিত হইয়াছে। কী কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ, দ্রুত কথা বলিলে দেহ ক্লান্ত হয়, চিত্ত বিপর্যস্ত হয়, স্বর বিপর্যস্ত হয় ও কণ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়, দ্রুত ভাষণ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়। কিন্তু ধীরে কথা বলিলে দেহ ক্লান্ত হয় না... অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয় না। এই কারণেই কথিত হইয়াছে : "ধীরে কথা বলা উচিত, দ্রুত নহে।"

জনপদনিরুক্তিকে (স্থানীয় উপভাষাকে) অভিনিবেশ করা ও স্থানীয় সংজ্ঞায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে" ইহা কথিত হইয়াছে। কী কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ, কিরূপে জনপদনিরুক্তির অভিনিবেশ ও স্থানীয় সংজ্ঞায় গুরুত্ব আরোপ হয়? এইস্থলে, ভিক্ষুগণ, বিভিন্ন জনপদের লোকেরা একই জিনিষকে (পাত্র) কোথায়ও 'পাতি,' কোথায়ও 'পাত্র', কোথায়ও 'বিস্থ', কোথায়ও 'শরাব', কোথায়ও 'ধারোপ', কোথায়ও 'পোণ', আবার কোথায়ও 'পিশাল' বলিয়া জানে। এখন লোকেরা বিভিন্ন জনপদে

যেইরূপ জানে তাহাতে অভিনিবেশপূর্বক বিশেষ জোর প্রয়োগ করিয়া বলে, "ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা।" ভিক্ষুগণ, এইরূপে জনপদনিরুক্তিতে অভিনিবেশ ও স্থানীয় সংজ্ঞায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে জনপদনিরুক্তিতে... আরোপ করা হয় না? ভিক্ষুগণ, বিভিন্ন জনপদে লোকেরা... 'পিশাল' বলিয়া জানে। এখন, এক জনপদের লোক অন্য জনপদে যাইয়া নিজস্ব নিরুক্তির প্রতি আসক্ত না হইয়া সেই জনপদে ভদ্রজন ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপে... আরোপ করা হয় না। এই কারণেই কথিত হইয়াছে... উচিত নহে।"

ভিক্ষুগণ, যে "কামযুক্ত সুখে... অনুগামী নহে... সম্যক প্রতিপদযুক্ত" তাহা অরণ (ক্লেশমুক্ত) যে আত্মনিগ্রহে অনুযোগ দুঃখদায়ক... মিথ্যা-প্রতিপদযুক্ত তাহা রণ, আবার আত্মনিগ্রহে অননুযোগ... সম্যকপ্রতিপদ তাহা অরণ।

ভিক্ষুগণ, এই মধ্যম প্রতিপদ তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী... সংবর্তিত হয়, তাহা দুঃখমুক্ত... সম্যক প্রতিপদ, সেইজন্য এই ধর্ম অরণ। ভিক্ষুগণ, যে উৎসাদন এবং অপসাদন ধর্মদেশনা নহে, সেই ধর্ম দুঃখযুক্ত... মিথ্যা প্রতিপদ, সেই জন্য এই ধর্ম রণযুক্ত। ভিক্ষুগণ, যাহা উৎসাদনও নহে, অপসাদনও নহে, কিন্তু ধর্মদেশনা, সেই ধর্ম দুঃখহীন... সেইজন্য এই ধর্ম অরণ। ভিক্ষুগণ, এই কামসুখ... রণযুক্ত। ভিক্ষুগণ, এই নৈষ্ক্রম্য সুখ... অরণ। যে এই গোপন কথা অসত্য... রণযুক্ত। যে গোপন কথা সত্য... অরণ।

যে গোপন কথা... অর্থযুক্ত... অরণ।

যে ক্ষীণ বাক্য (ক্ষতিকর কথা)... রণযুক্ত।

যে ক্ষীণবাক্য... অর্থযুক্ত... অরণ।

যে দ্রুত ভাষণ... রণযুক্ত।

যে ধীরবাক্য... অরণ।

জনপদনিরুক্তিতে অভিনিবেশ... রণযুক্ত।

জনপদনিরুক্তিতে অভিনিবেশ না করা... .অরণ।

সতরাং, ভিক্ষুগণ, আমরা রণযুক্ত ধর্ম জানিব, অরণ ধর্ম জানিব, অরণযুক্ত ও অরণ ধর্ম জানিয়া অরণ প্রতিপদ অবলম্বন করিব। ভিক্ষুগণ, এইরূপ শিক্ষা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র সুভূতি অরণ প্রতিপদ লাভ করিয়াছেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অরণবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত

১০. ধাতুবিভিঙ্গ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।এক সময় ভগবান মগধরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে রাজগৃহে পৌঁছাইলেন, তারপর ভার্গব কুম্ভকারের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভার্গব কুম্ভকারকে বলিলেন, "ভার্গব, যদি তোমার অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে তোমার আবাসে আমি এক রাত্রি থাকিব।"

"ভদন্ত, আমার অসুবিধা নাই। একজন প্রব্রজিত প্রথম হইতে এইখানে বাসরত। যদি তিনি অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনি এইখানে যথেচ্ছ অবস্থান করুন।"

সেই সময়ে পুক্‌কুসাতি নামে এক কুলপুত্র ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবশত গৃহ হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই কুম্ভকারগৃহে প্রথম হইতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান পুক্কুসাতির নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভিক্ষু, যদি তোমার অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে আমি এই আবাসে এক রাত্রি বাস করিব।"

"বন্ধু, কুম্ভকারের আবাস খুব প্রশস্ত, আয়ুষ্মান যথেচ্ছ অবস্থান করুন।" তখন ভগবান কুম্ভকারগৃহে প্রবেশ করিয়া একপার্শ্বে তৃণাসন বিছাইয়া পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করিলেন। ভগবান রাত্রির বহুক্ষণ পর্যন্ত কাটাইলেন। তখন ভগবানের এইরূপ মনে হইল : "এই কুলপুত্র কি প্রসন্নভাবে আছেন? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়?" তখন ভগবান আয়ুষ্মান পুক্কুসাতিকে বলিলেন, "ভিক্ষু, কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তুমি প্রব্রজিত হইয়াছ? কে তোমার শাস্তা? কাহার ধর্ম তুমি সমর্থন করো?"

বন্ধু , শ্রমণ গৌতম শাক্যপুত্র শাক্য কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন, সেই মাননীয় গৌতমের এই প্রকার কল্যাণজনক কীর্তিশব্দ বিস্তার লাভ করিয়াছে : সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষদম্যসারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান; সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত হইয়াছি, তিনিই আমার শাস্তা ভগবানের ধর্ম আমি সমর্থন করি।

ভিক্ষু, সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এখন কোথায় অবস্থান

করিতেছেন?

বন্ধু, উত্তর জনপদে শ্রাবস্তী নামে একটি নগর আছে, তথায়... অবস্থান করিতেছিলেন।

ভিক্ষু, সেই ভগবানকে পূর্বে কি তুমি দেখিয়াছ? দেখিয়া জানিতে পারিয়াছ কি?

না, বন্ধু, সেই ভগবানকে আমি পূর্বে দেখি নাই এবং দেখিয়া জানিতে পারি নাই।

তখন ভগবান চিন্তা করিলেন, এই কুলপুত্র আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছে, আমি ইহাকে ধর্মদেশনা করিলে কেমন হয়, তখন ভগবান আয়ুষ্মান পুক্কুসাতিকে আহ্বান করিলেন, ভিক্ষু, তোমার নিকট আমি ধর্মদেশনা করিব। উত্তমরূপে মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ করো, আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ বন্ধু!" বলিয়া আয়ুষ্মান পুক্কুসাতি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান বলিলেন, ভিক্ষু, এই ব্যক্তির আছে ছয় ধাতু, ছয় স্পর্শ-আয়তন, অষ্টাদশ মন-উপবিচার, চারি অধিষ্ঠান, যেখানে স্থিতি[১] আছে মান এবং আনন্দ প্রবর্তিত হয় না, প্রবর্তিত হয় না বলিয়া মুনি শান্ত বলিয়া কথিত হয়, তাহার প্রজ্ঞার জন্য প্রমত্ত থাকা উচিত নহে, সত্য রক্ষা করা উচিত, ত্যাগ অনুশীলন করা উচিত, শান্তির জন্য শিক্ষালাভ করা উচিত। ইহাই ছয় ধাতু বিভঙ্গের উদ্দেশ।

'এই ব্যক্তির ছয় ধাতু আছে' ইহা কথিত হইয়াছে। কী কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আকাশ ধাতু ও বিজ্ঞান ধাতু; এই ছয় ধাতু সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে।

'এই ব্যক্তির ছয় স্পর্শ আয়তন আছে' ইহা কথিত হইয়াছে। কী সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? চক্ষু-সংস্পর্শ-আয়তন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ-আয়তন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ-আয়তন, জিহ্বা-সংস্পর্শ-আয়তন, কায়-সংস্পর্শ-আয়তন, মন-সংস্পর্শ-আয়তন।... কথিত হইয়াছে।

'এই ব্যক্তির অষ্টাদশ মনোপবিচার আছে' ইহা কথিত হইয়াছে। কী সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সৌমনস্য স্থানীয় রূপকে উপবিচার করে (অর্থাৎ রূপ যে সৌমনস্য উৎপন্ন করে তাহা অনুভব করে), দৌর্মনস্য স্থানীয় রূপকে উপবিচার করে, উপেক্ষা স্থানীয় রূপকে

---

[১]। অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত—প-সূ.।

উপবিচার করে। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিয়া..., ঘ্রাণ দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া..., মন দ্বারা ধর্ম জানিয়া... উপেক্ষা স্থানীয় ধর্ম উপবিচার করে। এইগুলিই ছয় সৌমনস্য উপবিচার, ছয় দৌর্মনস্য উপবিচার, ছয় উপেক্ষা-উপবিচার... কথিত হইয়াছে।

'এই ব্যক্তির চারি অধিষ্ঠান আছে, 'ইহা কথিত হইয়াছে। কী সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? প্রজ্ঞা-অধিষ্ঠান, সত্য-অধিষ্ঠান, ত্যাগ-অধিষ্ঠান, উপশম-অধিষ্ঠান।... কথিত হইয়াছে।

'প্রজ্ঞালাভে প্রমত্ত থাকা উচিত নহে, সত্য রক্ষা করা উচিত, ত্যাগ অনুশীলন করা উচিত, শান্তিলাভ শিক্ষা করা উচিত' ইহা কথিত হইয়াছে। কী সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? কিরূপে ভিক্ষু প্রজ্ঞালাভে প্রমত্ত থাকে না? এই ছয় ধাতু; যথা : পৃথিবীধাতু... বিজ্ঞানধাতু।

ভিক্ষু, পৃথিবীধাতু কী? পৃথিবীধাতু অধ্যাত্মও হইতে পারে, বাহ্য[১]ও হইতে পারে। অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতু কী? পৃথিবীধাতু যাহা অধ্যাত্ম, প্রত্যাত্ম (ব্যক্তিগত), কক্খত (স্তব্ধ), খর (কর্কশ) এবং দেহান্তর্গত; যথা : কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি-মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্ফুস্, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ, অথবা এইরূপ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, কঠিন, কর্কশ ও দেহান্তর্গত। ভিক্ষু, ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতু। যাহা অধ্যাত্ম পৃথিবীধাতু এবং যাহা বাহ্য পৃথিবীধাতু সমস্তই পৃথিবীধাতুই বটে। 'তাহা আমার নয়', 'আমি তাহা নহি', 'তাহা আমার আত্মা নহে' এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। এইরূপে যথার্থভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা তাহা দর্শন করিয়া পৃথিবীধাতু বিষয়ে চিত্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীধাতুতে চিত্ত বীতরাগ হয়।

ভিক্ষু, আপধাতু কী? আপধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। ভিক্ষু, অধ্যাত্ম আপধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, প্রত্যাত্ম, আপ নামীয়, আপ-অন্তর্গত ও দেহান্তর্গত; যথা : পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড় (থুথু) সিকনী, লসিকা, মুত্র অথবা যাহা কিছু অধ্যাত্ম... সমস্তই আপধাতু বটে। 'তাহা আমার নয়'... চিত্ত বীতরাগ হয়।

ভিক্ষু, তেজধাতু কী? তেজধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। ভিক্ষু, অধ্যাত্ম তেজধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, প্রত্যাত্ম (ব্যক্তিগত),

---

[১]। মধ্যমনিকায় (প্রথম খণ্ড), পৃ. ২৫৮ দ্রষ্টব্য।

তেজনামীয়, তেজ-অন্তর্গত ও দেহান্তর্গত; যথা : যাহা সন্তপ্ত করে, জীর্ণ করে, পরিদাহন করে, যাহার দ্বারা অশিত, পীত, খাদিত আস্বাদিত সমস্তই সম্পূর্ণ পরিপক্ব হয় অথবা যাহা কিছু... উপাদত্ত (দেহান্তর্গত) ইহাকে অধ্যাত্ম তেজধাতু বলে।... তেজধাতু বটে... বীতরাগ হয়।

ভিক্ষু, বায়ুধাতু কী? বায়ুধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। অধ্যাত্ম বায়ুধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, বায়ু নামীয়, অধোগামী বায়ু, কুক্ষিগত বায়ু, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বাহী বায়ু, বায়ু-অন্তর্গত ও দেহাধিকৃত; যথা : ঊর্ধ্বগামী বায়ু, শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা যাহা কিছু অধ্যাত্ম... অন্তর্গত। ইহাকেই বলে... বায়ুধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়।

ভিক্ষু, আকাশধাতু কী? আকাশ ধাতু অধ্যাত্ম ইহাতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। ভিক্ষু, অধ্যাত্ম আকাশধাতু কী? যাহা অধ্যাত্ম... অন্তর্গত; যথা : কর্ণছিদ্র, নাসাছিদ্র, মুখদ্বার যাহার দ্বারা অশিত-পীত-খাদিত-স্বাদিত বস্তু সংস্থিত হয় আর যদ্বারা সেইগুলি অধভাগ দিয়া বাহির অথবা অন্য যাহা কিছু অধ্যাত্ম... উপাদত্ত... বীতরাগ হয়।

যে বিজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে তাহা পরিশুদ্ধ পর্যবদাত, সেই বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি কিছু জানিতে পারেন : সুখ জানেন, দুঃখ জানেন, না-দুঃখ-না সুখ জানেন। ভিক্ষু, সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে সুখবেদনা (সুখানুভূতি) উৎপন্ন হয়। তিনি সুখ বেদনা অনুভব করিয়া, 'সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' বলিয়া জানেন, সেই সুখবেদনীয় স্পর্শের নিরোধ হইলে সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে যে সুখবেদনা উৎপন্ন হয়, তাহা নিরুদ্ধ হয়, উপশান্ত হয় বলিয়া জানেন। দুঃখবেদনা, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষু, যেমন দুইটি কাষ্ঠখণ্ডের সংঘর্ষে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। তেজ (আলো) উৎপন্ন হয়, আবার দুইটি কাষ্ঠ পৃথক করিলে, নিক্ষেপ করিলে তদনুযায়ী উত্তাপ নিরুদ্ধ হয় ও ঠাণ্ডা ইহয়া যায়; ঠিক এইরূপে, ভিক্ষু, সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে... জানেন।

যে উপেক্ষা অবশিষ্ট থাকে তাহা পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, মৃদু, কর্মণ্য ও প্রভাস্বর। যেমন, ভিক্ষু, কোনো দক্ষ স্বর্ণকার বা স্বর্ণকার-অন্তেবাসী উল্কা প্রস্তুত করে, প্রস্তুত করিয়া উল্কা মুখ প্রজ্বলিত করিয়া সাঁড়াশী দ্বারা স্বর্ণখণ্ড ধরিয়া উল্কামুখে প্রক্ষেপ করে, তাহাতে মাঝে মাঝে ফুঁ দেয়, মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করিয়া জলসিঞ্চন করে, মাঝে মাঝে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করে, সেই স্বর্ণ পরিষ্কৃত, শুদ্ধ, মালিন্যশূন্য, মৃদু, কর্মণ্য ও প্রভাস্বর হয়, যাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী যথেচ্ছ অঙ্গুরীয়, কর্ণকুণ্ডলী, কণ্ঠহার ইত্যাদি বিভিন্ন

অলংকার প্রস্তুত করা যায়। এইরূপে, ভিক্ষু, যে উপেক্ষা অবশিষ্ট... প্রভাস্বর। তিনি ইহা প্রকৃষ্টভাবে জানেন : আমি যদি এই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত উপেক্ষাকে আকাশ-অনন্ত-আয়তনে কেন্দ্রীভূত করি এবং তদনুযায়ী চিত্তের ভাবনা করি, তাহা হইলে উপেক্ষা এইরূপে নিশ্রিত ও পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। অনন্ত বিজ্ঞান-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সম্পর্কেও এইরূপ। তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন : যদি আমি এই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত উপেক্ষাকে অনন্ত-আকাশ-আয়তনে কেন্দ্রীভূত করি, এবং তদনুযায়ী চিত্তের ভাবনা করি, তাহা হইলেও ইহা সংস্কৃত (সমবায়ে গঠিত, সুতরাং অনিত্য)। অনন্ত-বিজ্ঞান-আয়তন... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সম্পর্কেও এইরূপ। তিনি ভবের জন্য বা বিভবের জন্য প্রস্তুতি করেন না এবং চিন্তা করেন না, ভবের জন্য বা বিভবের জন্য অভিসংস্কার (প্রস্তুতি) ও চিন্তা না করার কারণে তিনি জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না, আসক্তি (উপাদান) না থাকিবার ফলে তাঁহার পরিত্রাস হয় না, অপরিত্রাসিত হইয়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিনির্বাণ লাভ করেন—জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর ইহলোকে আর আসিতে হইবে না বলিয়া তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সুখ-বেদনা অনুভব করেন এবং তাহা অনিত্য বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অনিবিষ্ট ও অনভিনন্দিত বলিয়া জানেন। দুঃখ-বেদনা, না-দুঃখ-না-সুখ-বেদনা সম্পর্কেও এইরূপ। তিনি বিসংযুক্ত হইয়া সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা অনুভব করেন, তিনি কায় পর্যন্তিক বেদনা অনুভব করিয়া 'আমি কায়পর্যন্তিক বেদনা অনুভব করিতেছি' বলিয়া জানেন। তিনি জীবিতপর্যন্তিক বেদনা অনুভব করিয়া, 'আমি জীবিতপর্যন্তিক বেদনা অনুভব করিতেছি' বলিয়া জানেন, দেহান্তে জীবন-অবসান-হেতু সমস্ত আনন্দদায়ক বেদনা শীতলীভূত হইবে বলিয়া জানেন।

ভিক্ষু, যেমন তৈল এবং বর্তি উপাদান অবলম্বনে তৈলপ্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, আবার তৈল এবং বর্তির অবসান-হেতু ও অন্য উপাদান আহরিত না হওয়ায় অনাহার বা ইন্ধনহীন হইয়া নিভিয়া যায়, এইরূপে ভিক্ষু,... শীতলীভূত হয় বলিয়া জানেন। সুতরাং তাহাতে সমন্বাগত ভিক্ষু পরম প্রজ্ঞা দ্বারা সমন্বাগত হন। ভিক্ষু, সর্বদুঃখক্ষয় জ্ঞান বিষয়ে ইহাই পরম আর্য প্রজ্ঞা। তাঁহার বিমুক্তি সত্যে স্থিত ও অকুপ্য। ভিক্ষু, তাহাই মৃষা (মিথ্যা) যাহা মিথ্যাধর্মী এবং তাহাই সত্য যাহা অমিথ্যাধর্মী ও নির্বাণ। সুতরাং এইরূপে সমন্বাগত ভিক্ষু পরম সত্য অধিষ্ঠান দ্বারা সমন্বাগত হন। ভিক্ষু, ইহাই পরম

আর্য সত্য যাহা অমিথ্যাধর্মী নির্বাণ। তাঁহার পূর্ব অবিদ্বানসুলভ উপধিগুলি সমাপ্তও বিনষ্ট হয়। সেইগুলি প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষহীন তালবৃক্ষ সদৃশ, পুনর্ভবরহিত হয়, ভবিষ্যতে উহাদের পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এইরূপে সমন্বাগত ভিক্ষু পরম ত্যাগ-অধিষ্ঠান দ্বারা সমন্বাগত হন। ভিক্ষু, ইহাই পরম আর্য ত্যাগ যাহা সর্ব উপধি-বিসর্জন। তাঁহার পূর্ব অবিদ্বানসুলভ অভিধ্যা, রাগযুক্ত ছন্দ (ইচ্ছা) ছিল। তাহা প্রহীন... পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার পূর্ব অবিদ্বানসুলভ আঘাত, ব্যাপাদ বিদ্বেষ ছিল তাহা প্রহীন... সম্ভাবনা নাই। তাঁহার পূর্ব অবিদ্বানসুলভ অবিদ্যা সম্মোহ সম্প্রদোষ ছিল, তাহা... সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এইরূপে সমন্বাগত ভিক্ষু পরম উপশম অধিষ্ঠান দ্বারা সমন্বাগত হন। ভিক্ষু, ইহাই পরম আর্য উপশম যাহা রাগাদ্বেষমোহের উপশম।

"প্রজ্ঞালাভে প্রমত্ত থাকা উচিত নয়, সত্য রক্ষা করা উচিত, ত্যাগ অনুশীলন করা উচিত এবং তাঁহার শান্তির জন্য শিক্ষালাভ করা উচিত" ইহা এই সম্পর্কেই কথিত হইয়াছে।

"যেখানে স্থিতি থাকে মান ও দম্ভ প্রবর্তিত হয় না, মান ও দম্ভ প্রবর্তিত না হইলে 'মুনি শান্ত' বলিয়া কথিত হয়," কী সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? 'আমি ইহ' ইহা মনে করা হয়, 'আমি এই ইহ'... আমি হইব..., আমি হইব না... আমি রূপী হইব..., আমি অরূপী হইব, আমি সংজ্ঞী হইব.., আমি অসংজ্ঞী হইব... । আমি নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী হইব..., ইহা মনে করা হয়। রোগ, গণ্ড, শল্য, ভিক্ষু, সর্বমনন অতিক্রম করিলে 'মুনি শান্ত' বলিয়া কথিত হয়। শান্ত মুনি উৎপন্ন হন না, উৎপাদন করেন না, কুপিত হন না, স্পৃহা করেন না, ভিক্ষু, তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, অজাতের কিরূপে মৃত্যু হইবে? যাঁহার মৃত্যু নাই তিনি কিরূপে কুপিত হইবেন? অকুপিতে কিরূপে স্পৃহা থাকিবে? যেখানে স্থিতি থাকে... এই সম্পর্কেই তাহা বলা হইয়াছে।

ভিক্ষু, আমার দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত এই ছয় ধাতুবিভঙ্গ ধারণ করো।

অতঃপর আয়ুষ্মান পুক্কুসাতি বলিলেন, বাস্তবিক, শাস্তা আমার নিকট আসিয়াছেন, সুগত... সম্যকসম্বুদ্ধ... ভাবিয়া আসন হইতে উঠিয়া একাংশে চীবর রাখিয়া ভগবানের পায়ে মস্তক নিপতিত করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমি মূর্খতা, মূঢ়তা ও অকুশলবশত অপরাধ করিয়াছি, আমি ভগবানকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, ভগবান আমার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া স্বীকার করুন যাহাতে আমি ভবিষ্যতে সংযত হইতে পারি।"

"ভিক্ষু, যথার্থই তুমি মূর্খতা, মূঢ়তা ও অকুশলবশত অপরাধ করিয়াছ,

যেহেতু তুমি আমাকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ। কিন্তু, ভিক্ষু, যেহেতু তুমি অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথাধর্ম তাহার প্রতিকার করিতেছ সেই হেতু তোমার স্বীকারোক্তি গৃহীত হইল। ভিক্ষু, যে অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথাধর্ম তাহার প্রতিকার করে সে ভবিষ্যতে সংযত হয়, তাহাতে আর্য বিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়।"

ভদন্ত, আমি কি ভগবানের নিকট উপসম্পদা লাভ করিতে পারি?

ভিক্ষু, তোমার পাত্রচীবর পরিপূর্ণ হইয়াছে?

ভদন্ত, আমার পাত্রচীবর পরিপূর্ণ হয় নাই।

ভিক্ষু, যাহার পাত্রচীবর পরিপূর্ণ হয় নাই, তথাগত তাহাকে উপসম্পদা দেন না।

অতঃপর আয়ুষ্মান পুক্কুসাতি ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া অভিবাদনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া পাত্রচীবর সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তখন পাত্রচীবর সন্ধানরত আয়ুষ্মান পুক্কুসাতিকে একটি ভ্রান্তগাভী[১] হত্যা করিল।

তখন বহু ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, পুক্কুসাতি নামে যে কুলপুত্র ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া মারা গিয়াছে, তাহার কী গতি, কী ভবিষ্যৎ পরিণতি?

ভিক্ষুগণ, পুক্কুসাতি কুলপুত্র পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মানুকূল আচরণকারী ছিলেন, তিনি ধর্মাধিকরণে কখনো আমাকে অপদস্থ করেন নাই। ভিক্ষুগণ, পুক্কুসাতি কুলপুত্র পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, তথায় পরিনির্বাণ লাভ করিবেন, সেই লোক হইতে আর ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করিবেন না।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ধাতুবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। অট্‌ঠকথামতে গাভীটি বাছুরের সন্ধানে ধাবিতা ছিল।

১১. সত্যবিভঙ্গ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান বারাণসী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন ঋষিপতনে মৃগদাবে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "ভদন্ত," বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক বারাণসী সমীপে ঋষিপতনে মৃগদাবে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছে—যাহা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার অথবা কাহারো দ্বারা এই পৃথিবীতে প্রতিবৃত্য নহে। ইহা চারি আর্যসত্যের প্রদর্শন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রস্তাবনা, বিবরণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশন।

কোনো চারিটির? দুঃখ আর্যসত্যের প্রদর্শন... প্রকাশন। দুঃখসমুদয় আর্যসত্যের..., দুঃখনিরোধ আর্যসত্যের..., দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ আর্যসত্যের... প্রকাশন। ভিক্ষুগণ, তথাগত... প্রকাশন। ভিক্ষুগণ, তোমরা সারিপুত্র-মৌদ্গাল্লায়নকে অনুসরণ করো, ভজনা করো, সারিপুত্র, মৌদ্গাল্লায়ন পণ্ডিত- ভিক্ষু এবং ব্রহ্মচারীদের সাহায্যকারী। ভিক্ষুগণ, যেমন জননী, নবজাতের পালনকারিণী, সেইরূপ সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন। ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র অধিকারীকে স্রোতাপত্তি ফলে পরিচালিত করে, মৌদ্গাল্লায়ন উত্তম লক্ষ্যে (অর্হত্ত্ব লাভে)। ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র চারি আর্যসত্যে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন... প্রকটিত করিতে সমর্থ।

ভগবান ইহা বলিলেন, ইহা বলিয়া সুগত আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "বন্ধু ভিক্ষুগণ," "বন্ধু" বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিলেন, বন্ধুগণ, তথাগত... প্রকাশন।

বন্ধুগণ, দুঃখ আর্যসত্য কী? জাতি (জন্ম) দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক বিলাপ দুঃখ, দুঃখ-দৌর্মনস্য, উপায়াসও দুঃখ। ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ দুঃখ। বন্ধুগণ, জাতি কী? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বার ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম, উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, স্কন্ধসমূহের প্রকাশ ও আয়তন লাভ, ইহাকেই জাতি বলা হয়।

বন্ধুগণ, জরা কী? বিভিন্ন সত্ত্বের বিভিন্ন দেহে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, কেশের পলিত ভাব, ত্বকে বলিরেখা, আয়ুক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়গুলির বিকৃতি, ইহাই জরা কথিত হয়।

বন্ধুগণ, মরণ কী? সত্ত্বগণের (প্রাণিদের) নিজ নিজ দেহ হইতে চ্যুতি, চবণ, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া, স্কন্ধসমূহের ভেদ ও কলেবরের নিক্ষেপ, ইহাই মরণ কথিত হয়। বন্ধুগণ, শোক কী? বন্ধুগণ, বিভিন্ন ব্যসন সমন্বাগত, বিভিন্ন দুঃখধর্ম দ্বারা স্পৃষ্টের শোক, শোচনা, অন্ত-শোক ও অন্ত-পরিশোক, ইহাই শোক কথিত হয়। বন্ধুগণ, পরিদেব (বিলাপ) কী?—বন্ধুগণ, বিভিন্ন ব্যসন সমন্বাগত, বিভিন্ন দুঃখধর্ম দ্বারা স্পৃষ্টের আদেব, পরিদেব, আদেবনা, পরিদেবনা, আদেবিতত্ব ও পরিদেবিতত্ব, ইহাই পরিদেব কথিত হয়।

বন্ধুগণ, দুঃখ কী? কায়িক দুঃখ (ক্লেশ), কায়িক বেদনা, অসাত কায়-সংস্পর্শজ দুঃখ ও অসাত বেদনা, ইহাই দুঃখ কথিত হয়।

বন্ধুগণ, দৌর্মনস্য কী? বন্ধুগণ, চৈতসিক (মানসিক) অসাত চিত্ত-সংস্পর্শজ দুঃখ ও অসাত বেদনা, ইহাই দৌর্মনস্য কথিত হয়।

বন্ধুগণ, উপায়াস কী? বন্ধুগণ, বিভিন্ন ব্যসন সমন্বাগত, দুঃখধর্ম দ্বারা স্পৃষ্টের আয়াস (ক্লান্তি) উপায়াস, অশান্তি ও অস্থৈর্য, ইহাই উপায়াস কথিত হয়।

বন্ধুগণ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ কী? বন্ধুগণ, জাতিধর্মসম্পন্ন সত্ত্বদের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় : "হায়! আমরা যদি জাতি (জন্ম) ধর্মসম্পন্ন না হইতাম" মাত্র ইচ্ছাতেই ইহা লাভ করা যায় না। ইহাই ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। জরাধর্ম, ব্যাধিধর্ম, মরণধর্ম, শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। ইহাই ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ।

বন্ধুগণ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ কী? রূপ-উপাদান-স্কন্ধ, বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান উপাদান-স্কন্ধ, ইহাই সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ। ইহাই দুঃখ আর্যসত্য বলিয়া কথিত হয়।

বন্ধুগণ, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য কী? পুনর্ভবসাধিকা নন্দিরাগ-সহগতা এবং তত্র তত্র গমনাভিলাষিণী এই যে তৃষ্ণা; যথা : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা; ইহাই দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য কথিত হয়।

বন্ধুগণ, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য কী? যাহা নিঃশেষে সেই তৃষ্ণার বিরাগ, সেই তৃষ্ণার নিরোধ, ত্যাগ ও বিসর্জন এবং তাহা হইতে অনালয়-মুক্তি, ইহাই দুঃখনিরোধ আর্যসত্য।

বন্ধুগণ, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদ আর্যসত্য কী? ইহাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

বন্ধুগণ, সম্যক দৃষ্টি কী? ইহা দুঃখের জ্ঞান, দুঃখ-উৎপত্তির জ্ঞান, দুঃখনিরোধের জ্ঞান, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদের জ্ঞান। ইহাই সম্যক দৃষ্টি।

বন্ধুগণ, সম্যক সংকল্প কী? নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প। ইহাই সম্যক সংকল্প বলিয়া কথিত হয়।

বন্ধুগণ, সম্যক বাক্য কী? মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, পুরুষ বাক্য হইতে বিরতি, সম্প্রলাপ হইতে বিরতি... ইহাই... কথিত হয়।

বন্ধুগণ, সম্যক কর্ম কী? প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি; ইহাই... কর্ম। বন্ধুগণ, সম্যক আজীব কী? আর্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিহারপূর্বক সম্যক জীবিকা দ্বারা জীবন-যাপন করেন, ইহাই... কথিত হয়।

বন্ধুগণ, সম্যক ব্যায়াম কী? ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহের উৎপত্তির নিবারণের জন্য সংকল্প করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে বশীভূত করেন, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এইজন্য উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, উৎপন্ন কুশলসমূহের স্থিতির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনার পূর্ণতার জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, ইহাই সম্যক ব্যায়াম বলিয়া কথিত হয়।

বন্ধুগণ, সম্যক স্মৃতি কী? ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, আতাপী সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া পৃথিবীতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। বেদনা, চিত্ত, ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

বন্ধুগণ, সম্যক সমাধি কী? বন্ধুগণ, কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবির্তক, সবিচার বিবেজক প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া ভিক্ষু অবস্থান করেন, বির্তক বিচার উপশমে অধ্যাত্মভাবে সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বির্তক বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, ইহাই সম্যক সমাধি কথিত হয়।

বন্ধুগণ, তথাগত... এই চারি আর্যসত্যের... প্রকাশন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র ইহা বিবৃত করিলেন। সন্তুষ্ট মনে ভিক্ষুগণ তাঁহার ভাষণ অভিনন্দিত করিলেন।

সত্যবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত

১২. দক্ষিণাবিভঙ্গ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন কপিলাবাস্তু সমীপে ন্যগ্রোধারামে। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী নতুন বস্ত্র যুগল লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্টা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, নব বস্ত্রযুগল ভগবানের উদ্দেশ্য স্বয়ং আমার দ্বারা কর্তিত ও বায়িত (বুনিত) হইয়াছে। ভদন্ত, ভগবান অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। এইরূপ কথিত হইলে ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বলিলেন, গৌতমী, নব বস্ত্রযুগল সংঘকে দাও, সংঘকে প্রদান করিলে আমি ও সংঘ উভয়ই পূজিত হইব। মহাপ্রজাপতি গৌতমী দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ভগবানকে বলিলেন... । ভগবান দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার একই উত্তর দিলেন।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নতুন বস্ত্রযুগল গ্রহণ করুন, মহাপ্রজাপতি গৌতমী বহুপকারিণী, ভগবানের মাতৃস্বসা, ক্ষীরদায়িকা, পরিপোষিকা, ভগবানের জননীর মৃত্যুর পর স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। ভগবানও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বহু উপকারী। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট আসিয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাগতা, ভগবানের নিকট আসিবার পর হইতে তিনি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, সুরা-মদ্যাদি প্রমাদস্থান হইতে বিরতা, ভগবানের সানিধ্য লাভের পর হইতে তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্না এবং আর্য প্রিয়শীলে সুপ্রতির্ষ্ঠিতা। ভগবানের সান্নিধ্য লাভের পর হইতে তিনি দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। ভগবানও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বহুপকারী।

আনন্দ, ইহা ঠিক, ইহা ঠিক। আনন্দ, কোনো ব্যক্তি (আচার্য) হেতু অন্য এক ব্যক্তি (শিষ্য)[১] বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হন, সেই শরণদাতার প্রত্যুপকার কখনো শরণগ্রহীতার পক্ষে সম্ভব নহে, এমনকি অভিবাদন, প্রত্যুদ্গমন, কৃতাঞ্জলি কর্ম, সম্মান প্রদর্শন, চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগ প্রতিকারক ভৈষজ্য উপকরণাদি প্রদানের দ্বারাও সম্ভব নহে। কোনো ব্যক্তি সান্নিধ্য অন্য এক ব্যক্তি প্রাণিহত্যা... মদ্যাদি সেবন হইতে বিরত হন। সেই

---

[১]। যং আচরিযং পুগ্‌গলং অন্তেবাসিক পুগ্‌গলো আগম্ম—প-সূ.।

ব্যক্তির উপকার অপরিশোধ্য বলিতেছি... বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন... দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদে নিঃসন্দেহ হন... অপরিশোধ্য বলিতেছি।

আনন্দ, এই চৌদ্দ প্রকার-পুদ্গল অনুযায়ী দক্ষিণা (দান); যথা : তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দান দেন, ইহা প্রথম পুদ্গালিক দক্ষিণা, প্রত্যেক-বুদ্ধকে দান (দ্বিতীয়), তথাগতের শিষ্য অর্হৎদিগকে দান (তৃতীয়), অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎক্রিয়ার প্রতিপন্নদিগকে দান (চতুর্থ), অনাগামীদিগকে দান (পঞ্চম), অনামাগীফল সাক্ষাৎক্রিয়ার প্রতিপন্নদিগকে (ষষ্ঠ), সকৃদাগামীকে দান (সপ্তম), সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎক্রিয়ার প্রতিপন্নদিগকে (অষ্টম), স্রোতাপন্নদিগকে দান (নবম), স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎক্রিয়ার প্রতিপন্নদিগকে দান (দশম), কামে বীতরাগী দিগকে দান (একাদশ), শীলবান পৃথগ্‌জনদিগকে দান (দ্বাদশ), পৃথগ্‌জন দুঃশীলদিগকে দান (ত্রয়োদশ) এবং তির্যগ্‌যোনিতে জাত প্রাণিদিগকে দান, ইহা চতুর্দশ দক্ষিণা।

আনন্দ, তথায় তির্যগ্‌জাতিকে দান দিলেও দাতা শতগুণ দান-ফল ভোগ করিতে পারে। দুঃশীল পৃথগ্‌জনকে দান দিলে সহস্রগুণ, শীলবান পৃথগ্‌জনকে দান দিলে শত সহস্র গুণ, বাহ্য কাম্যবস্তুতে বীতরাগকে দান দিলে কোটি শত সহস্র গুণ, স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎক্রিয়ার প্রতিপন্নকে দান দিলে অসংখ্য অপ্রমেয় ফল ভোগ করিতে পারেন আর স্রোতাপন্ন বা অন্যান্য দিগকে দানের কথাই বা কী?

আনন্দ, সপ্তবিধ সংঘদান। বুদ্ধ প্রমুখ উভয় সংঘকে (ভিক্ষু ভিক্ষুণী) দান ইহা প্রথম দান, তথাগতের পরিনির্বাণের পর উভয় সংঘকে দান (দ্বিতীয়), ভিক্ষুসংঘকে দান (তৃতীয়), ভিক্ষুণী সংঘকে দান (চতুর্থ), ভিক্ষু ভিক্ষুণীর উদ্দেশ্যে দান (পঞ্চম), ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে দান (ষষ্ঠ), ও ভিক্ষুণীর উদ্দেশ্যে দান; এইরূপে দান সপ্তবিধ।

আনন্দ, অনাগত ভবিষ্যতে গোত্রভূ (পৃথগ্‌জন হইতে আর্যশ্রেণিতে উন্নীত) কাষায়বস্ত্র, দুঃশীল পাপধর্মী ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান প্রদান করিলেও সেই দানের ফল অসংখ্য অপ্রমেয় হইবে বলিয়া বলিতেছি। আনন্দ, কোনোভাবেই ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান অপেক্ষা ব্যক্তিগত দানকে উৎকৃষ্টতর ফলবহুল বলি না।

আনন্দ, চারি প্রকারে দান বিশুদ্ধ হয়। চারি প্রকার কী? আনন্দ, কোনো দান দাতার সুশীলতায় বিশুদ্ধ হয়, প্রতিগ্রাহকের সুশীলতায় নয়। কোনো দান প্রতিগ্রাহকের সুশীলতায় বিশুদ্ধ হয়, দাতার সুশীলতায় নয়। কোনো

দান দাতা এবং প্রতিগ্রাহক উভয়ের পক্ষে বিশুদ্ধ হয় না, কোনো দান দাতা ও প্রতিগ্রাহক উভয়ের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়।

আনন্দ, কিরূপে দায়কের দিক হইতে দান বিশুদ্ধ হয়, প্রতিগ্রাহকের দিক হইতে নহে? দায়ক শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়, প্রতিগ্রাহক দুঃশীল ও পাপধর্মী হয়, এই কারণে দাতার দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়।

আনন্দ, কিরূপে দান প্রতিগ্রাহকের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়? আনন্দ, দায়ক দুঃশীল ও পাপধর্মী হয়, কিন্তু প্রতিগ্রাহক শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়। এইরূপে দান প্রতিগ্রাহকের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়।

আনন্দ, কিরূপে দান দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয়ের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয় না? আনন্দ, দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয়েই দুঃশীল ও পাপধর্মী হয়। এই কারণে... বিশুদ্ধ হয় না।

আনন্দ, কিরূপে দান দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয়ের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়? আনন্দ, দাতা ও প্রতিগ্রাহক উভয়ে শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়, এইরূপে... বিশুদ্ধ হয়।

আনন্দ, এই চারি প্রকারে দান বিশুদ্ধ হয়।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন।

ইহা বলিয়া অতঃপর শাস্তা সুগত গাথায় বলিলেন :

যে শীলবান ব্যক্তি কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ধর্মভাবে লব্ধ বস্তু প্রসন্নচিত্তে দুঃশীলকে প্রদান করেন, সেই দান দায়কের পক্ষ হইতে বিশুদ্ধ হয়।

যে দুঃশীল ব্যক্তি অধর্মভাবে লব্ধ বস্তু কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস না রাখিয়া প্রসন্নচিত্তে শীলবানকে প্রদান করেন, সেই দান প্রতিগ্রাহকের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়।

যে দুঃশীল ব্যক্তি অধর্মভাবে লব্ধ বস্তু কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস না রাখিয়া অপ্রসন্নচিত্তে দুঃশীলকে প্রদান করে, সেই দান বিপুল ফলপ্রসু হয় না বলিয়া বলিতেছি।

যে শীলবান ব্যক্তি ধর্মভাবে লব্ধ বস্তু কর্মফলে বিশ্বাস রাখিয়া সুপ্রসন্নচিত্তে শ্রদ্ধা-সহকারে শীলবান ব্যক্তিকে দান করেন, সেই দান বিপুল ফলপ্রসু বলিয়া বলিতেছি।

যে বীতরাগ ব্যক্তি কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ধর্মভাবে লব্ধ বস্তু বীতরাগ ব্যক্তিকে উদার হৃদয়ে দান করেন, সেই দানসমূহের মধ্যে অগ্রদান বলিয়া বলিতেছি।

দক্ষিণাবিভঙ্গ সূত্র

৫. ষড়ায়তন-বর্গ

১. অনাথপিণ্ডিক অববাদ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্টে ছিলেন। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আসুন, ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া আমার কথা বলিয়া ভগবানের পায়ে মাথা রাখিয়া বন্দনা করিয়া এইরূপ বলিবেন : ভদন্ত, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক... ভগবানের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেছেন। তারপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত... বলিবেন... বন্দনা করিতেছেন এবং বলিবেন সাধু, ভদন্ত, আয়ষ্মান সারিপুত্র যেন অনুকম্পাপূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের আবাসে আসেন।"

"হ্যাঁ ভদন্ত," বলিয়া সেই ব্যক্তি গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে প্রত্যুত্তর দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া সেই ব্যক্তি ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক... আসেন। তারপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া উপরোক্তভাবে বলিলেন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র তূষ্ণীভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র বস্ত্র পরিধানপূর্বক পাত্রচীবর লইয়া অনুগামী শ্রমণ আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের নিবাসে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে বলিলেন, গৃহপতি, আপনার রোগ সহনীয় (খমনীয়) কি? কাল-যাপনীয় কি? দুঃখবেদনা কেমন হ্রাস পাইতেছে। বৃদ্ধি পাইতেছে না তো? রোগের প্রত্যাগমন দেখা যায়, অভিগমন নহে তো?

"ভদন্ত সারিপুত্র, আমার রোগযন্ত্রণা সহনীয় নহে, যাপনীয় নহে, আমার সাংঘাতিক দুঃখ বেদনা বৃদ্ধি পাইতেছে, কমিতেছে না, রোগের আগমন দেখা যায়, নির্গমন নহে। যেমন, ভদন্ত বলবান পুরুষ... নির্গমন নহে।[১]

সুতরাং, গৃহপতি, আপনার পক্ষে ইহা শিক্ষণীয়, "আমি চক্ষু উৎপাদন করিব না বলিয়া আমার চক্ষুনিশ্রিত বিজ্ঞান হইবে না।" গৃহপতি, আপনার

---

[১]। মধ্যমনিকায় দ্বিতীয় খণ্ডের ধানঞ্জানি সূত্র (৯৭) দ্রষ্টব্য।

ইহা শিক্ষণীয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন; রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য, ধর্ম; চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান; চক্ষুসংস্পর্শ, শ্রোত্রসংস্পর্শ, ঘ্রাণসংস্পর্শ, কায়সংস্পর্শ, মনোসংস্পর্শ; চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা, কায়সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা; পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু, বিজ্ঞানধাতু; রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান; অনন্তআকাশ-আয়তন, (সমাপত্তি), অনন্তবিজ্ঞান-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন, নৈবসংজ্ঞা-না অসংজ্ঞা-আয়তন; ইহলোক, পরলোক সম্পর্কেও এইরূপ।

সুতরাং, গৃহপতি, আপনার পক্ষে ইহা শিক্ষণীয়—যাহা দৃষ্ট, শ্রুত, মননকৃত, বিজ্ঞাত, পর্যেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচিরিত তাহা উৎপাদন (আসক্তি) করিব না বলিয়া আমার তদ্‌নিশ্রিত বিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না। গৃহপতি, আপনার এইভাবে শিক্ষা করা উচিত।

এইরূপ কথিত হইলে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কাঁদিতে লাগিলেন এবং অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন আয়ুষ্মান গৃহপতিকে বলিলেন, গৃহপতি, আপনি কী ধরিয়া থাকিতে পারিতেছেন, না ডুবিয়া যাইতেছেন?

ভদন্ত আনন্দ, আমি ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমি ডুবিতেছি (মরণাপন্ন)। যদিও শাস্তা এবং মনোভাবনাকারী ভিক্ষুগণ দীর্ঘদিন আমার নিকট আসিয়াছেন, আমি এইরূপ ধর্মকথা পূর্বে শুনি নাই।

গৃহপতি, শুক্লবসন গৃহীদের জন্য এইরূপ ধর্মকথা প্রতিভাত হয় না, প্রব্রজিতদের জন্য প্রতিভাত হয়।

তাহা হইলে, ভদন্ত সারিপুত্র, শুক্লবসন গৃহীদের জন্য এইরূপ ধর্মকথা প্রতিভাত করুন। ভদন্ত সারিপুত্র, অল্পরজ কুলপুত্র আছেন যাঁহারা ধর্মশ্রবণ করিতে না পারিলে ধর্ম হইতে অধপতিত হইবেন, ধর্মের রসগ্রাহী শ্রোতা অবশ্যেই মিলিবে।

অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান আনন্দ গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে উপদেশ প্রদান করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান আনন্দ চলিয়া যাইবার পর অচিরেই গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক দেহবসানে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। অতঃপর দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক রাত্রির শেষের দিকে দেহ কান্তিতে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান

দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে গাথায় বলিলেন :

ঋষিসংঘনিবেসিত, ধর্মরাজ-আবাস এই জেতবন আমার মধ্যে প্রীতি-সংজনক। কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম, জীবনের উত্তম শীল—ইহাদের দ্বারা মরণশীল শূদ্ধ হয় যাহা গোত্র বা ধনের দ্বারা হয় না। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় লক্ষ্য অবলোকন করিয়া মনোনিবেশ-সহকারে ধর্ম অন্বেষণ করিয়া বিশুদ্ধতা অর্জন করেন। সারিপুত্রের মতো প্রজ্ঞাশীল ও উপশমের দ্বারা পারগত হইয়া যেন ভিক্ষু পরম উৎকর্ষতা লাভ করেন।

দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক ইহা বলিলেন। শাস্তা সমর্থন করিলেন। তখন দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক "শাস্তা আমাকে সমর্থন করিয়াছেন" চিন্তা করিয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। অতঃপর রাত্রির অবসানে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই রাত্রে এক দেবপুত্র... গাথায় বলিলেন, ঋষিসংঘনিবেসিত... লাভ করেন।" ভিক্ষুগণ। সেই দেবপুত্র ইহা বিবৃত করিলেন। "শাস্তা আমাকে সমর্থন করিয়াছেন" ভাবিয়া... অন্তর্ধান করিয়াছেন।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, তিনি নিশ্চয়ই দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক হইবেন। ভদন্ত, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

সাধু, সাধু, আনন্দ, তর্কের (অনুমান) দ্বারা যাহা প্রাপ্য, তাহা তোমার দ্বারা অনুপ্রাপ্ত। তিনিই দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক, অন্য কেহ নহে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

অনাথপিণ্ডিক-অববাদ সূত্র সমাপ্ত

২. ছন্দক[১] অববাদ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহ-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন বেণুবনে কলন্দকনিবাপে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র, আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ও আয়ুষ্মান ছন্দক গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্দক কঠিন রোগে পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র সায়াহ্নকালে ধ্যান হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান মহাচুন্দের নিকট উপস্থিত

[১]। পালি ছন্ন।

হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে বলিলেন, "বন্ধু চুন্দ, চলুন আয়ুষ্মান ছন্দকের নিকট যাইয়া তাঁহার অসুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি।" "হ্যাঁ বন্ধু," বলিয়া আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান ছন্দকের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপ ও কুশলাদি বিনিময় সমাপন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিলেন, বন্ধু ছন্দক, আপনার রোগ সহনীয় কি? কালযাপনীয় কি? দুঃখবেদনা কেমন হ্রাস পাইতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে না তো? রোগের প্রত্যাগমন দেখা যায়, অভিগমন নহে তো?"

"বন্ধু সারিপুত্র, আমার রোগযন্ত্রণা সহনীয় নহে... অভিগমন নহে। আমি শস্ত্র আহরণ করিব, আমি জীবনের আকাঙ্ক্ষা করি না।"

আয়ুষ্মান ছন্দক, শস্ত্র আহরণ করিবেন না। আয়ুষ্মান ছন্দক, জীবন যাপন করুন। আমরা তাহাই ইচ্ছা করি। আয়ুষ্মান ছন্দকের যদি সাম্প্রেয় (উপযুক্ত) খাদ্য না থাকে, আমি তাহা সন্ধান করিব, যদি উপযুক্ত ভৈষজ্য না থাকে, আমি তাহা সন্ধান করিব। যদি আয়ুষ্মান ছন্দকের উপযুক্ত পরিচারক না থাকে, আমি তাঁহার পরিচর্যা করিব। শস্ত্র আহরণ করিবেন না... ইচ্ছা করি।

বন্ধু সারিপুত্র, আমার যে উপযুক্ত খাদ্য নাই... তাহা নহে... পরিচারক নাই, তাহা নহে। বন্ধু সারিপুত্র, বহুদিন ধরিয়া আমি শাস্তাকে আনন্দে পরিচর্যা করিতেছি, নিরানন্দে নহে। বন্ধু সারিপুত্র, ইহাই শিষ্যের পক্ষে উচিত যে তিনি শাস্তার পরিচর্যা করিবেন আনন্দ-সহকারে, নিরানন্দে নহে। বন্ধু সারিপুত্র, ইহাই মনে রাখিবেন যে ভিক্ষু ছন্দক অনুপবদ্য (পুনর্জন্মরহিত)[১] শস্ত্র আহরণ করিবে।

আমরা আয়ুষ্মান ছন্দককে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব, যদি তিনি প্রশ্নের ব্যাখ্যার জন্য অবকাশ করেন।

বন্ধু সারিপুত্র, জিজ্ঞাসা করুন, শুনিবার পর আমি জানাইব।

বন্ধু ছন্দক, আপনি চক্ষু, চক্ষু বিজ্ঞান, চক্ষুবিজ্ঞান বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে কি সম্যকরূপে দর্শন করেন : "ইহা আমার, এই আমি, ইহা আমার আত্মা?" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

বন্ধু সারিপুত্র, আমি চক্ষু, চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষুবিজ্ঞান বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে

---

[১]। অনুপবজ্জংতি অনুপ্পত্তিকং অপ্পটিসন্ধিকং—প-সূ.।

সম্যকরূপে দর্শন করি : "ইহা আমার নহে, আমি ইহা নহি, ইহা আমার আত্মা নহে।" শ্রোত্র... মন সম্পর্কেও এইরূপ।

বন্ধু ছন্দক, চক্ষু, চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষুবিজ্ঞান বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে কি দেখিয়া কি জানিয়া আপনি এইরূপ সম্যকরূপে দর্শন করেনঃ ইহা আমার নহে... মন সম্পর্কেও এইরূপ।

বন্ধু সারিপুত্র, চক্ষু... নিরোধ দেখিয়া নিরোধ জানিয়া আমি... মন সম্পর্কেও এইরূপ।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান ছন্দককে বলিলেন, তাহা হইলে, বন্ধু ছন্দক, ভগবানের এই অনুশাসন সর্বদা মনস্কারযোগ্য—নিশ্রিতের (তৃষ্ণা-দৃষ্টির অধীন ব্যক্তির) চঞ্চলতা আসে, অনিশ্রিতের মনের চঞ্চলতা থাকে না, চাঞ্চল্য না থাকিলে প্রশান্তি থাকিলে রতি (কামরাগ) দূরীভূত হয়, কামরাগ দূরীভূত হইলে আর পৃথিবীতে আসিতে হয় না, সেই কারণে আর চ্যুতি-উৎপত্তি (পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যু) হয় না, যাঁহার জন্ম-মৃত্যু হইবে না, তিনি ইহকালেও নহেন, পরলোকেও নহেন। এইরূপে দুঃখের অবসান হয়।

অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান ছন্দককে এই উপদেশ প্রদান করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাইবার পরেই আয়ুষ্মান ছন্দক শস্ত্র আহরণ করিলেন।[১] তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট... বলিলেন, "ভদন্ত, আয়ুষ্মান ছন্দক শস্ত্র আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার কী গতি, কী পরিণতি হইবে?" "সারিপুত্র, ভিক্ষু ছন্দক কি তোমাদের সম্মুখে তাহার অনবদ্যতা প্রকাশ করে নাই?"

"ভদন্ত, পূর্বজির নামে একটি বৃজি গ্রাম আছে। তথায় বহু কুল (পরিবার) আছে যাহারা আয়ুষ্মান ছন্দকের মিত্র, সুহৃদ এবং পরিদর্শনযোগ্য"[২]।

সারিপুত্র, ভিক্ষু ছন্দকের মিত্রকুল, সুহৃদকুল ও পরিদর্শনযোগ্যকুল আছে। ইহাতে সে নিন্দনীয় হয় তাহা আমি বলি না। সারিপুত্র, যে এই দেহ নিক্ষেপ করিয়া অন্য দেহ পরিগ্রহ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা নিন্দনীয় বলি।

ভিক্ষু ছন্দকের তাহা নাই, ভিক্ষু ছন্দক অনুপবদ্য হইয়া শস্ত্র আহরণ করিয়াছে।

---

[১]। শস্ত্র দ্বারা কণ্ঠনালী ছেদন করিলেন।

[২]। উপসঙ্কমিতব্বকুলানি—প-সূ.।

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

ছন্দক-অববাদ সূত্র সমাপ্ত

৩. পূর্ণ-অববাদ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন আয়ুষ্মান পূর্ণ সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান পূর্ণ ভগবানকে বলিলেন, "উত্তম, ভদন্ত, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে আমাকে উপদেশ দিন যাহাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া ব্যপকৃষ্ট (বিচ্ছিন্ন), অপ্রমত্ত, আতাপী, প্রহিতাত্ম হইয়া অবস্থান করিতে পারি।" "তাহা হইলে, পূর্ণ, গভীর মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি বলিতেছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত," বলিয়া আয়ুষ্মান পূর্ণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, পূর্ণ, চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আছে তাহা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাহাতে আনন্দ লাভ করেন, উল্লাস প্রকাশ করেন এবং নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, তজ্জন্য নন্দিরাগ উৎপন্ন হয়, নন্দিরাগ সমুদয়-হেতু দুঃখসমুদয় হয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

পূর্ণ, চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ... . রঞ্জনীয়।

ভিক্ষু তাহাতে অভিনন্দিত হন না, উল্লস প্রকাশ করেন না এবং তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন না বলিয়া নন্দিরাগ নিরুদ্ধ হয়, নন্দিরাগ-নিরোধ-হেতু দুঃখনিরোধ হয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ... মনোবিজ্ঞেয় ধর্মস্পর্কেও এইরূপ।

পূর্ণ, আমাকর্তৃক এই সংক্ষিপ্ত অববাদ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তুমি কোনো জনপদে অবস্থান করিবে?

ভদন্ত, ভগবান কতৃর্ক এই সংক্ষিপ্ত অববাদ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমি সুনাপরান্ত নামক জনপদে অবস্থান করিব।

পূর্ণ, সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ চণ্ড (উগ্র) এবং কর্কশ। যদি তাহারা তোমাকে আক্রোশ এবং দোষারোপ করে, তাহা হইলে তোমার কী হইবে?

ভদন্ত, যদি সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ আমাকে আক্রোশ এবং দোষারোপ

করে, তাহা হইলে আমার এইরূপ হইবে : আমি বলিব, বাস্তবিক, এই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ খুব ভদ্র, সুভদ্র, যেহেতু ইহারা আমাকে হস্ত দ্বারা কোনো প্রহার করিতেছে না। ভগবান আমার এইরূপ হইবে। সুগত, এখানে আমার এইরূপ হইবে।

পূর্ণ, যদি তাহারা হস্ত দ্বারা প্রহার করে... আমি বলিব... তাহারা লোষ্ট্র দ্বারা আঘাত করিতেছে না... যদি তাহারা লোষ্ট্র দ্বারা আঘাত করে... আমি... তাহারা দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতেছে না,... দণ্ড দ্বারা প্রহার করিলে... শস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতেছে না... তাহারা জীবন হইতে বঞ্চিত (হত্যা) করিতেছে না। যদি তাহারা আমাকে জীবন হইতে বঞ্চিত করে, তখন আমার এইরূপ হইবে : আমি বলিব, ভগবানের শিষ্যগণ কায়ের এবং জীবনের প্রতি দুঃখপরায়ণ ও অশ্রদ্ধ হইয়া শস্ত্র আহরণের জন্য সন্ধান করিতেছেন। সন্ধান না করিয়াই আমি সেই শস্ত্র লাভ করিয়াছি। ভগবান, আমার এইরূপ হইবে।

সাধু, সাধু, পূর্ণ, তুমি এই দম ও উপশম দ্বারা সমন্বাগত হইয়া সুনাপরান্ত জনপদে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে। পূর্ণ, তুমি যাহা কালোপযোগী মনে করো, তাহা করো।

অতঃপর আয়ুষ্মান পূর্ণ ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া লইয়া পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া সুনাপনান্ত জনপদে বিচরণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং পদচারণা করিতে করিতে সুনাপনান্ত জনপদে পৌঁছিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ একই বর্ষার মধ্যে পাঁচশত উপাসিকাকে প্রতিপাদন (প্রতিষ্ঠিত) করিলেন এবং ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎ করিলেন। পরে অন্য সময়ে আয়ুষ্মান পূর্ণ পরিনির্বাণ লাভ করিলেন।

সেই সময় বহু ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনান্তে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, যে কুলপুত্র পূর্ণ ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার কী গতি, কী পরিণতি হইবে?

ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র পূর্ণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ধর্মানুকূল আচরণকারী ছিলেন, তিনি ধর্মাধিকরণে কখনো আমাকে অপদস্ত করেন নাই। তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

পূর্ণ-অববাদ সূত্র সমাপ্ত

৪. নন্দক-অববাদ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত ভিক্ষুণীর সহিত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মানা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বলিলেন, ভদন্ত, ভিক্ষুণীদিগকে অনুগ্রহপূর্বক উপদেশ দিন, অনুশাসন প্রদান করুন এবং ধর্মকথা বলুন।

সেই সময়ে স্থবির ভিক্ষুগণ পর্যায়ক্রমে ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিতেন। কিন্তু আয়ুষ্মান নন্দক ভিক্ষুণীদিগকে পর্যায়ক্রমে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিতেন না। তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আনন্দ, অদ্য ভিক্ষুণীদিগকে পর্যায়ক্রমে উপদেশ প্রদানের কাহার পালা? "ভদন্ত, নন্দকের পালা কিন্তু ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে আয়ুষ্মান নন্দক ইচ্ছা করিতেছেন না।" তখন ভগবান আয়ুষ্মান নন্দককে আহ্বান করিলেন, "নন্দক, ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দাও, অনুশাসন দাও, ধর্মকথা শ্রবণ করাও।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান নন্দক ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়া পূর্বাহ্ন সময়ে বস্ত্র পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন। শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্যা করিয়া ভোজনান্তে একাকী রাজকারামে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুণীগণ দূর হইতে আয়ুষ্মান নন্দককে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আসন প্রস্তুত করিলেন এবং পা ধুইবার জল রাখিলেন। আয়ুষ্মান নন্দক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বসিয়া পদদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন। ভিক্ষুণীগণ আয়ুষ্মান নন্দককে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্টা ভিক্ষুণীগণকে আয়ুষ্মান নন্দক বলিলেন, ভগিনীগণ, আমাদের আলোচনা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হইবে। বুঝিতে পারিলে বলিবে "আমরা জানি" এবং না জানিতে পারিলে বলিবে "আমরা জানি না।" কাহারও সন্দেহ বা ভুল ধারণা থাকিলে আমাকে প্রতিজিজ্ঞাসা করিবে : "ভদন্ত, ইহা কিরূপ, ইহার অর্থ কী?"

ভদন্ত, এই পর্যন্ত আর্য নন্দকের উপর আমরা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত, যেহেতু

তিনি আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ভগিনীগণ, তোমরা ইহা কী মনে করো? চক্ষু নিত্য না অনিত্য?

ভদন্ত” অনিত্য।

যাহা অনিত্য তাহা কী দুঃখ, না সুখ?

ভদন্ত, দুঃখ।

যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী তাহাকে কী এইরূপে দর্শন করা যুক্তিযুক্ত—“ইহা আমার, আমি ইহা হই। তাহা আমার আত্মা!”

না, ভদন্ত,

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

তাহা কী হেতু?

ভদন্ত, ইহা পূর্বেই সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে আমাদের সুদৃষ্ট হইয়াছে—এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন অনিত্য।

সাধু, সাধু, ভগিনীগণ, সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথার্থভাবে দর্শন-হেতু আর্যশ্রাবকের এইরূপ হয়। তোমরা কী মনে করো? রূপ নিত্য না অনিত্য?... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... ধর্ম... “এই ছয় বাহ্য-আয়তন অনিত্য।”

চক্ষুবিজ্ঞান... শ্রোত্রবিজ্ঞান... ঘ্রাণবিজ্ঞান... জিহ্বাবিজ্ঞান... কায়বিজ্ঞান... মনোবিজ্ঞান, “এই ছয় বিজ্ঞানকায় অনিত্য।” সাধু, সাধু... আর্যশ্রাবকের এইরূপ হয়।

ভগিনীগণ, যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপের তৈল অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী, বর্তি (সলিতা) অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী, অর্চি (শিখা) অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী, আভাও অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী, যদি কেহ এইরূপ বলেঃ অমুক প্রজ্বলিত তৈল প্রদীপের তৈল অনিত্য... কিন্তু ইহার আভা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, বিপরিণামধর্মী নহে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যথার্থ বলে? ভদন্ত, তাহা নহে। তাহা কী হেতু? ভদন্ত, অমুক প্রজ্বলিত তৈলপ্রদীপের... তাহার আভাও অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী।

ভগিনীগণ, ঠিক এইরূপে যে এইরূপ বলে : “এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন অনিত্য, ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন-হেতু যে সুখ, দুঃখ বা না-সুখ-না-দুঃখ অনুভব করি, তাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অপরিণামধর্মী” সেই ব্যক্তি কি যথার্থ বলে?

ভদন্ত, তাহা নহে। তাহা কী হেতু? ভদন্ত, সেই সেই প্রত্যয় হেতু সেই সেই বেদনা উৎপন্ন হয়, এবং সেই সেই প্রত্যয়ের নিরোধ-হেতু সেই সেই বেদনা নিরুদ্ধ হয়।

সাধু, সাধু... এইরূপ হয়।

ভগিনীগণ, যেমন কোনো বিশাল সারবান দণ্ডায়মান বৃক্ষের মূল অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী স্কন্ধ... শাখাপ্রশাখা..., ছায়া... বিপরিণামধর্মী, যে এইরূপ বলে, অমুক..., কিন্তু ছায়া নিত্য... অবিপরিণামধর্মী, সে কি যথার্থ বলে?

ভদন্ত, তাহা নহে। তাহা কী হেতু? অমুক... বিপরিণামধর্মী।

ভগিনীগণ, ঠিক এইভাবে কেহ যদি এইরূপ বলে : এই ছয় বাহিরের আয়তন অনিত্য... যথার্থ বলে?

ভদন্ত, তাহা নহে।... নিরুদ্ধ হয়।

সাধু, সাধু... এইরূপ হয়।

ভগিনীগণ, ইহা সেইরূপ যেমন কোনো দক্ষ গোঘাতক অথবা গোঘাতক অন্তেবাসী গাভী বধ করিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা দেহটি কর্তন করে, ভিতরের মাংস নষ্ট করে না, বাহিরের চর্ম নষ্ট করে না, ভিতরের কণ্ডরা, স্নায়ু, সন্ধিবন্ধনী, তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করে, কর্তন করে, পরিষ্কারভাবে কাটে এবং তাহা করিয়া সমগ্র বাহিরের চর্ম পৃথক করিয়া, সেই চর্ম দ্বারা গাভীকে আচ্ছাদিত করিয়া যদি এইরূপ বলে : "এই গাভী পূর্বের মতো চর্মের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে" তাহা হইলে সে কি যথার্থ বলে?

না, ভদন্ত, তাহা নহে। তাহা কী হেতু? যদিও ভদন্ত, দক্ষ গোঘাতক বা... সংযুক্ত হইয়াছে"—তথাপি ওই গাভী একই চর্ম দ্বারা সংযুক্ত নহে।

ভগিনীগণ, অর্থ বিজ্ঞাপনের জন্যই আমি উপমা দিয়াছি। ইহার অর্থ এইরূপ : ভিতরের মাংসকায় ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের অধিবচন (নামান্তর), বাহিরের চর্মকায় ছয় বাহ্যিক আয়তনের অধিবচন, ভিতরের কণ্ডরা, স্নায়ু, সন্ধি-বন্ধনী নন্দিরাগের অধিবচন, কশাই এর তীক্ষ্ণ অস্ত্র আর্যপ্রজ্ঞার অধিবচন, যে আর্যপ্রজ্ঞা অভ্যন্তরীণ ক্লেশ, সংযোজন, বন্ধন ছিন্ন করে, কর্তন করে, পরিষ্কারভাবে কাটে।

ভগিনীগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যাহা ভাবনা করিয়া, বর্ধিত করিয়া ভিক্ষু আসবক্ষয় করিয়া অনাসব হইয়া ইহ-জীবনে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া লাভ করিয়া অবস্থান করেন। সপ্ত কী কী? এইস্থলে, ভগিনীগণ, ভিক্ষু বিবেকনিশ্রিত, বিরাগনিশ্রিত, নিরোধনিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন, একইভাবে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন, প্রশ্রব্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন, উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করেন। ভগিনীগণ, এই সপ্ত... অবস্থান

করেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান নন্দক ভিক্ষুণীদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, ভগিনীগণ, সময় হইয়াছে, এইবার তোমরা যাও।

তখন ভিক্ষুণীগণ আয়ুষ্মান নন্দকের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান নন্দককে অভিবাদনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া... একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে স্থিতা ভিক্ষুণীদিগকে ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুণীগণ, এখন সময় হইয়াছে, তোমরা যাও। তখন ভিক্ষুণীগণ... চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পরেই ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, ভিক্ষুগণ, যেমন চতুর্দশী উপোসথ দিবসে বহুলোকের কোনো সন্দেহ বা ভুল ধারণা হয় না, চন্দ্র পূর্ণ নয় অথবা চন্দ্র পূর্ণ, যদিও তখন চন্দ্র পূর্ণ নয়, ঠিক এইরূপে সেই ভিক্ষুণীগণ নন্দকের ধর্মদেশনায় সন্তুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরিপূর্ণ সংকল্প হয় নাই।

তখন ভগবান আয়ুষ্মান নন্দককে আহ্বান করিলেন, নন্দক, আগামী কল্যও তুমি ভিক্ষুণীদের সেইভাবে উপদেশ প্রদান করিতে পার।

"হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান নন্দক ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান নন্দক সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে বস্ত্র পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন... নিত্য কি অনিত্য?... সময় হইয়াছে। তোমরা যাও।[১]

তাঁহার চলিয়া যাইবার পরেই ভগবান... পঞ্চদশী পূর্ণিমায়... যেহেতু চন্দ্র পূর্ণ হইয়াছে, ঠিক এইরূপে... নন্দকের ধর্মদেশনায় ভিক্ষুণীগণ সন্তুষ্ট ও পরিপূর্ণসংকল্প হইয়াছে। ভিক্ষুণীদের শেষ পর্যন্ত সকলেই স্রোতাপন্না, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণা হইয়াছে।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

নন্দক-অববাদ সূত্র সমাপ্ত

৫. ক্ষুদ্র রাহুল-অববাদ সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে

---

[১]। সূত্রের প্রারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে।

অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন একাকী ধ্যানমগ্ন থাকিবার সময় ভগবানের এইরূপ চিত্ত-পরিবির্তক উৎপন্ন হইয়াছিল : "রাহুলের বিমুক্তি পরিপাকের ধর্মগুলি পরিপক্ব হইয়াছে। আমার উচিত তাহাকে আসবক্ষয়ের জন্য শিক্ষা দেওয়া।" তখন ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে... রাহুলকে আহ্বান করিলেন, "রাহুল, বসিবার আসন গ্রহণ করো, দিবাবিহারের জন্য আমরা অন্ধবনে যাইব।" "হ্যাঁ ভদন্ত," বলিয়া আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়া আসন লইয়া ভগবানকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করিলেন।

সেই সময়ে অনেক সহস্র দেবতা এইরূপ বলিতে বলিতে ভগবানকে অনুসরণ করিলেন, "অদ্য ভগবান আয়ুষ্মান রাহুলকে আসবক্ষয়ের জন্য শিক্ষা দিবেন।"

তখন ভগবান অন্ধবনে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষতলে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান রাহুলও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাহুলকে ভগবান বলিলেন, রাহুল, তুমি কী মনে করো? চক্ষু নিত্য, অথবা অনিত্য?

ভদন্ত, অনিত্য!... চক্ষুবিজ্ঞান... চক্ষু সংস্পর্শ... অনিত্য।[১] রাহুল, তুমি কী মনে করো? যাহা চক্ষু-সংস্পর্শ-হেতু বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান বলিয়া উৎপন্ন হয় তাহা কি নিত্য, অথবা অনিত্য?... অনিত্য। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

রাহুল, তুমি কী মনে করো? ধর্ম নিত্য অথবা অনিত্য? ভদন্ত, অনিত্য... মনোবিজ্ঞান... মনোসংস্পর্শ... না ভদন্ত।

রাহুল ইহা দেখিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষুবিষয়ে নির্বেধ প্রাপ্ত হন, রূপে, চক্ষুবিজ্ঞানে, চক্ষু-সংস্পর্শে, চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কারে, বিজ্ঞানে, শ্রোত্রে,... মনোসংস্পর্শজ বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কারে ও বিজ্ঞানে নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদপ্রাপ্ত হইলে বীতরাগ হন, বীতরাগ হইলে "বিমুক্তি হইয়াছি" বলিয়া জ্ঞান হয়, "আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে এবং অত্র আর আসিতে হইবে না।"

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার সময়ে আয়ুষ্মান রাহুলের চিত্ত উপাদানহীন হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইল। বহু সহস্র দেবতাদেরও

---

[১]। নন্দক-অববাদ সূত্র দ্রষ্টব্য।

বিরজ বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল: যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তাহা সবই নিরোধধর্মী।

ক্ষুদ্র রাহুল-অববাদ সূত্র সমাপ্ত

৬. ষড়্ষট্‌ক[১] সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ," হ্যাঁ ভদন্ত", বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, আমি 'ছয় ছয়টি' বিষয়ে ধর্মদেশনা করিব যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত এবং পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশক। তোমরা তাহা উত্তমরূপে মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ ভদন্ত," বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন জ্ঞাতব্য, ছয় বাহ্য আয়তন, ছয় বিজ্ঞানকায়, ছয় স্পর্শকায়, ছয় বেদনাকায়, ছয় তৃষ্ণাকায় জ্ঞাতব্য।

ইহা কথিত হইয়াছে, "ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন জ্ঞাতব্য।" কী কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন। এই ছয় আধ্যাত্মিক সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে... ইহা প্রথম ছয়টি।

ইহা কথিত হইয়াছে, "ছয় বাহ্য আয়তন জ্ঞাতব্য"...? রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্প্রষ্টব্য-আয়তন, ধর্ম-আয়তন।... ইহা দ্বিতীয় ছয়টি।

ইহা... ছয় বিজ্ঞানকায়...? চক্ষু ইন্দ্রিয়হেতু রূপে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, শ্রোত্র ইন্দ্রিয়হেতু শব্দে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়হেতু গন্ধে ঘ্রাণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়হেতু রসে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কায়-ইন্দ্রিয়হেতু স্পর্শে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মন-ইন্দ্রিয়হেতু ধর্মে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সম্পর্কে... ইহা তৃতীয় ছয়টি।

ইহা কথিত... ছয় স্পর্শকায়... কথিত হইয়াছে? চক্ষুহেতু রূপে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়—এই তিনের সঙ্গতিতে (সংযোগ)। শ্রোত্র, ঘ্রাণ,

---

[১]। ছয় ছয়টি।

জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। এই সম্পর্কেই... ইহা চতুর্থ ছয়টি।

ইহা কথিত... ছয় বেদনাকায়... কথিত হইয়াছে? চক্ষুহেতু রূপে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শহেতু বেদনা উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।... ইহা পঞ্চম ছয়টি।

ইহা কথিত... তৃষ্ণাকায়... কথিত হইয়াছে? চক্ষুহেতু রূপে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শহেতু বেদনা, বেদনাহেতু তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, শ্রোত্র... মন সম্পর্কেও এইরূপ। ..ইহা ষষ্ঠ ছয়টি।

যদি কেহ বলে, "চক্ষু আত্মা", তাহা ঠিক নহে[১]। চক্ষুর উৎপত্তি ও ব্যয় দেখা যায়, কেহ তাহাতে বলিতে পারে—'আমার মধ্যে আত্মা উৎপন্ন হয় ও বিলয় হয়।' সুতরাং যদি কেহ বলে, "চক্ষু আত্মা", তাহা ঠিক নহে। এইরূপে 'চক্ষু অনাত্ম।" রূপ, চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষুসংস্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, মনোবিজ্ঞান, মনো-সংস্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা সম্পর্কেও এইরূপ; এইরূপে মন অনাত্ম, ধর্ম অনাত্ম, মনোবিজ্ঞান অনাত্ম, মনোসংস্পর্শ অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, তৃষ্ণা অনাত্ম।

কিন্তু ভিক্ষুগণ, ইহা সৎকায় সমুদয়গামিনী প্রতিপদ (মার্গ)—চক্ষু সম্পর্কে কেহ দর্শন করেন, "ইহা আমার, "আমি ইহা হই", ইহা আমার আত্মা।" রূপ, চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, ধর্ম, মনোবিজ্ঞান, মনোসংস্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ, ইহা সৎকায় নিরোধগামিনী প্রতিপদ—কেহ চক্ষু সম্পর্কে দর্শন করে, "ইহা আমার নহে, আমি ইহা নহি, ইহা আমার আত্মা নহে।" রূপ, চক্ষুবিজ্ঞান... মন... বেদনা, তৃষ্ণা সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ, চক্ষু এবং রূপ-হেতু, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শহেতু সুখ, দুঃখ অথবা না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। সে সুখ বেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে এবং নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার রাগানুশয় অনুশয়ন করে। দুঃখবেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া শোক করে, কষ্ট পায়, ক্রন্দন করে, মোহগ্রস্ত হয়, তাহার প্রতিঘ-অনুশয় অনুশয়ন করে। না-দুঃখ-না সুখ বেদনা স্পৃষ্ট হইয়া সেই বেদনার সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথার্থভাবে জানে না, তাহার অবিদ্যা-অনুশয় অনুশয়ন করে। ভিক্ষুগণ, সুখবেদনার

---

[১]। তত্থ ন উপ্পজ্জতী-তি ন যুঞ্জতি—প.সূ।

রাগানুশয় পরিত্যাগ না করিয়া, দুঃখবেদনার প্রতিঘানুশয় দূরীভূত না করিয়া, না-দুঃখ-না সুখ বেদনার অবিদ্যানুশয় সমুচ্ছিন্ন না করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ না করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করেনা বলিয়া দৃষ্টধর্মে দুঃখের অবসান হইবে ইহা সম্ভব নহে। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ... মন এবং ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ, চক্ষু এবং রূপহেতু... না-দুঃখ-না-সুখবেদনা। সে সুখবেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া আনন্দিত হয় না। উল্লাস প্রকাশ করে না। নিবিষ্ট হইয়া থাকে না, তাঁহার রাগানুশয় অনুশয়ন করে না। দুঃখবেদনায়... নিঃসরণ যথার্থভাবে জানে, তাহার অবিদ্যা অনুশয় অনুশয়ন করে না। ভিক্ষুগণ, সে সুখবেদনার রাগানুশয়... সমুচ্ছিন্ন করিয়া... দুঃখের অবসান করিবে—ইহা সম্ভব। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ... মন এবং ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ, এইরূপ দেখিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষুতে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, চক্ষুবিজ্ঞানে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, চক্ষুসংস্পর্শে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ। নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়া রাগমুক্ত হন, বিরাগহেতু বিমুক্ত হন, 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হয়—জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে... অত্র আর আসিতে হইবে না" বলিয়া প্রকৃষ্টভাবে জানেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার সময়ে ষাটজন ভিক্ষু রাগমুক্ত হইয়া আসব হইতে চিত্তবিমুক্ত হইয়াছিলেন।

ষড়ষট্‌ক সূত্র সমাপ্ত

৭. মহাষড়ায়তনিক সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ", "ভদন্ত," বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে মহাষড়ায়তন সম্পর্কে দেশনা করিব। তাহা উত্তমরূপে মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি বলিতেছি: "হ্যাঁ ভদন্ত," বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

ভিক্ষুগণ, চক্ষুকে যথার্থরূপে না জানিয়া না দেখিয়া রূপকে... চক্ষুবিজ্ঞানকে... চক্ষুসংস্পর্শকে না জানার ও না দেখার কারণে হেতু যে সুখ

বা দুঃখ বা না-দুঃখ-না সুখ বেদনা উৎপন্ন হয় তাহাও যথার্থভাবে না জানা ও না দেখার কারণে চক্ষুতে রাগানুযুক্ত হয়, রূপে... চক্ষুবিজ্ঞানে যে দুঃখ বা সুখ বা না-দুঃখ না সুখ বা না-দুঃখ-না-না-সুখ বেদনা উৎপন্ন হয় তাহাতে রাগানুযুক্ত হয়। তাহার রাগযুক্ত, সংযুক্ত, মুঢ় ও আস্বাদ-অনুদর্শী হইয়া অবস্থান-হেতু ভবিষ্যতের জন্য পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ সঞ্চিত হইতে থাকে। তাহার পুনর্ভবসাধিকা, নন্দিরাগ-সহগতা, তত্রতত্র অভিনন্দিনী তৃষ্ণা বর্ধিত হয়। তাহার কায়িক দুঃখ বর্ধিত হয়, চৈতসিক দুঃখ বর্ধিত হয়, কায়িক সন্তাপ বর্ধিত হয়, চৈতসিক সন্তাপ বর্ধিত হয়, কায়িক পরিদাহ বর্ধিত হয়, চৈতসিক পরিদাহ বর্ধিত হয়। সে কায়িক দুঃখ ও মানসিক দুঃখ অনুভব করে। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ, চক্ষুকে যথার্থরূপে জানিয়া দেখিয়া, রূপকে... চক্ষুবিজ্ঞানকে... চক্ষুসংস্পর্শকে... চক্ষুসংস্পর্শহেতু যে সুখ, দুঃখ, না দুঃখ-না সুখ বেদনা উৎপন্ন হয় তাহা যথার্থরূপে জানিয়া দেখিয়া, তাহার জানা ও দেখার কারণে চক্ষুতে রাগানুযুক্ত হয় না... তাহার রাগানুযুক্ত... অবস্থান করিবার কারণে ভবিষ্যতে পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ অপচয় প্রাপ্ত হয়,... তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়। তাহার কায়িক দুঃখ পরিত্যক্ত হয়... কায়িক সুখ ও চৈতসিক সুখ অনুভব করে। যথার্থ যে দৃষ্টি তাহা ইহার সম্যক দৃষ্টি।... সংকল্প, তাহা সম্যক সংকল্প... ব্যায়াম, তাহা ইহার সম্যক সংকল্প... সম্যক ব্যায়াম... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি। তাহার পূর্বের কায়কর্ম, বাককর্ম ও আজীব সুপরিশুদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে তাহার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনাও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনাহেতু চারি স্মৃতিপ্রস্থান... চারি সম্যক প্রধান... চারি ঋদ্ধিপাদ... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্তবোজ্ঝাঙ্গ ভাবনাও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। তাহার এই দুই ধর্ম যুগনদ্ধভাবে ঘটে; যথা : শমথ এবং বিদর্শন। যে-সকল ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয়, সে সেইগুলি অভিজ্ঞা দ্বারা জানে, যে-সকল ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাজ্য... পরিত্যাগ করে ভাবনার যোগ্য... ভাবনা করে... সাক্ষাৎকরণীয়... সাক্ষাৎ করে। ভিক্ষুগণ, কী কী ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয়? ইহার উত্তর: পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ; যথা : রূপ-উপাদান-স্কন্ধ, বেদনা... সংজ্ঞা..., সংস্কার, বিজ্ঞান উপাদান-স্কন্ধ, এই ধর্মগুলি অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয়। ভিক্ষুগণ, কী কী ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাজ্য? অবিদ্যা এবং ভবতৃষ্ণা... পরিত্যাজ্য।... ভাবনারযোগ্য?... শমথ এবং বিদর্শন।... সাক্ষাৎ করণীয়? বিদ্যা এবং বিমুক্তি—এই ধর্মগুলি অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকরণীয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা,

কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

মহাষড়ায়তনিক সূত্র সমাপ্ত

৮. নগরবিন্দবাসী সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে নগরবিন্দ নামক কোশলের এক ব্রাহ্মণ গ্রামে পৌঁছিলেন।

নগরবিন্দবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনিলেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া... নগরবিন্দে উপস্থিত হইয়াছেন। ভবদীয় গৌতম সম্পর্কে এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ অভ্যুদ্গত হইয়াছে: ভগবান, অর্হৎ... সেইরূপ অর্হতের দর্শন সাধু হয়। তখন নগরবিন্দবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ... উপস্থিত হইয়া কেহ কেহ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশলাদি বিনিময় সমাপন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের নিকট নাম গোত্র বলিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। এবং কেহ কেহ তূষ্ণীভূত হইয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট নগরবিন্দবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণকে ভগবান বলিলেন, হে গৃহপতিগণ, যদি অন্যতীর্থিক প্রব্রিাজকগণ আপনাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, গৃহপতিগণ, কিরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সৎকারযোগ্য, গুরুস্থানীয়, মান্য ও পূজনীয় নহে? তাহা হইলে আপনারা সে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিবেন : যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে অবীতরাগ, অবীতদ্বেষ, অবীতমোহ, আধ্যাত্মিকভাবে অশান্তচিত্ত, কায়ে-বাক্যে-মনে সমচর্যা-বিষমচর্যা-সহকারে বিচরণ করেন, সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সৎকারযোগ্য... পূজনীয় নহে। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দে, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধে, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রসে, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শে ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্মেও এইরূপ। তাহা কী হেতু? যখন আমরা চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে অবীতরাগ... বিচরণ করি, আমাদের সমচর্যা উচ্চতর বলিয়া তাঁহাদের দৃষ্ট হয় না, সেই কারণে ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূজনীয় নহেন। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ... মনোবিজ্ঞেয় ধর্মেও এইরূপ। গৃহপতিগণ, যদি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনারা অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদের নিকট এইভাবে ব্যাখ্যা করিবেন।

গৃহপতিগণ, যদি অন্যতীর্থিক... এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন—"কীরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সৎকারযোগ্য... পূজনীয়?" তাহা হইলে আপনারা বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, অধ্যাত্মভাবে শান্তচিত্ত, কায়-বাক্য-মনে সমচর্য (শিষ্টাচার) পালন করে, এইরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সৎকারযোগ্য... পূজনীয়। তাহা কী হেতু? যখন আমরা চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে অবীতরাগ... বিষমচর্যা-সহকারে বিচরণ করি, আমাদের সমচর্যা উচ্চতর বলিয়া তাঁহাদের দৃষ্ট হয়, এই কারণে সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... পূজনীয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দে... মনোবিজ্ঞেয় ধর্মেও এইরূপ। গৃহপতিগণ, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনারা সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে এইরূপ উত্তর দিবেন।

গৃহপতিগণ, যদি অন্যতীর্থিক... জিজ্ঞাসা করেনঃ আয়ুষ্মানদের কী কারণ কী অন্বয় (প্রত্যয়) আছে আপনারা তাঁহাদের সম্পর্কে এইরূপ বলেন—"নিশ্চয়ই সেই সকল আয়ুষ্মান বীতরাগ অথবা রাগ দূরীকরণে প্রতিপন্ন, বীতদ্বেষ অথবা দ্বেষ দূরীকরণে প্রতিপন্ন, বীতমোহ অথবা মোহ দূরীকরণে প্রতিপন্ন?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনারা তাঁহাদিগকে উত্তর দিবেন : আয়ুষ্মানগণ অরণ্য-বনপ্রস্থে ও নির্জন প্রান্তে বসবাস করে, তথায় সেইরূপ কোনো চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ নাই যাহা দেখিয়া তাঁহারা-আনন্দলাভ করিতে পারেন না, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ যাহা শুনিয়া... ঘ্রাণবিজ্ঞেয়... গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া,... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস আস্বাদন করিয়া... কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়াও আনন্দলাভ করিতে পারেন না। বন্ধুগণ, এ সকল কারণ, এই সকল অন্বয় আছে যাহাতে আমরা আয়ুষ্মানদের সম্পর্কে এইরূপ বলি : নিশ্চয়ই সেই সকল আয়ুষ্মান... উত্তর দিবেন।

এইরূপ কথিত হইলে নগরবিন্দবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ভগবানকে বলিলেন, অতি সুন্দর! হে গৌতম, অতি সুন্দর! হে গৌতম, যেমন উল্টানকে সোজা... ভবদীয় গৌতম অদ্য হইতে আমরণ আমাদিগকে উপাসকরূপে ধারণ করুন।

নগরবিন্দবাসী সূত্র সমাপ্ত

৯. পিণ্ডপাত পারিশুদ্ধি সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান রাজগৃহ সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন বেণুবনে কলন্দক নিবাপে। সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে

অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান বলিলেন, সারিপুত্র, তোমার ইন্দ্রিয়গুলি বিপ্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ এবং গাত্রবর্ণ পর্যবদাত। সারিপুত্র, কিসে অবস্থানের দ্বারা তুমি পূর্ণরূপে বিহার করো?

ভদন্ত, শূন্যতায় (ধ্যানস্তর)[১] অবস্থানের দ্বারা আমি পূর্ণরূপে বিহার করি।

সাধু, সাধু, সারিপুত্র, মহাপুরুষ[২] বিহারের মত তোমরা পূর্ণ বিহার। মহাপুরুষ বিহারই শূন্যতায় অবস্থান। সুতরাং, সারিপুত্র, যদি কোনো ভিক্ষু এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন : শূন্যতায় অবস্থানের দ্বারা আমার পূর্ণরূপে বিহার করা উচিত, তাহার এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত—যে মার্গ দিয়া আমি ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যে স্থানে আমি ভিক্ষাচর্যা করিয়াছিলাম, যে মার্গ দিয়া আমি গ্রাম হইতে ভিক্ষাচর্যা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম, তথায় কি চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে আমার চিত্তে ছন্দ অথবা রাগ-দ্বেষ অথবা মোহ অথবা প্রতিঘ থাকে?

সারিপুত্র, যদি ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণকালে এইরূপ জানেন—"যে মার্গ দিয়া আমি... প্রতিঘ থাকে" তাহা হইলে, সারিপুত্র, সেই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য ভিক্ষুর চেষ্টা করা কর্তব্য।

সারিপুত্র, যদি ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণকালে... প্রতিঘ থাকে না, তাহা হইলে, সারিপুত্র, ভিক্ষুর অহোরাত্র কুশলধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, সারিপুত্র, ভিক্ষুর ইহা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য : যে মার্গ দিয়া আমি... প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম, তথায় কি আমার চিত্তে শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দে, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধে, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রসে, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্যেও থাকে? মনোবিজ্ঞেয় ধর্মে ছন্দ, রাগ... প্রতিঘ থাকে?

যদি, সারিপুত্র, পর্যবেক্ষণকালে ভিক্ষু জানেন—যে মার্গ... তাহা ওই সকল পাপ ও অকুশলধর্ম পরিত্যাগের জন্য ভিক্ষুর চেষ্টা করা কর্তব্য।

যদি সারিপুত্র,... মনোবিজ্ঞেয় ধর্মে... প্রতিঘ থাকে না, তাহা হইলে... প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, সারিপুত্র, ভিক্ষুর এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য : আমার দ্বারা

---

[১]। সুঞ্ঞতাফলাসমাপত্তিবিহারেন—প-সূ।

[২]। মহাপুরিসবিহারো তি বুদ্ধ-পচ্চেকবুদ্ধ-তথাগত-মহাসাবকানং মহাপুরিসানং বিহারো—প-সূ।

পঞ্চ কামগুণ পরিত্যক্ত হইয়াছে? সারিপুত্র, যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন: পঞ্চ কামগুণ আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা হইলে পঞ্চ কামগুণ পরিত্যাগের জন্য ভিক্ষুর চেষ্টা করা কর্তব্য।

যদি, সারিপুত্র, ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন—আমার দ্বারা পঞ্চ কামগুণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে অহোরাত্র কুশলধর্ম... প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, সারিপুত্র, ভিক্ষুর এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য : আমার দ্বারা পঞ্চনীবরণ কি পরিত্যক্ত হইয়াছে? যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ দ্বারা এইরূপ জানেন—আমার দ্বারা পঞ্চনীবরণ পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা হইলে... পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি ভিক্ষু... জানেন... পঞ্চনীবরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে... অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ,... কর্তব্য : পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ কী আমার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছে? যদি... পরিজ্ঞাত হয় নাই, তাহা হইলে, পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের পরিজ্ঞানের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি... জানেন... পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহা হইলে... অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ,... চারি স্মৃতিপ্রস্থান কি আমার দ্বারা ভাবিত হইয়াছে? যদি... ভাবিত না হয়, তাহা হইলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান-ভাবনার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি..ভাবিত হইয়াছে... অবস্থান করা কর্তব্য।

চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, শমথ ও বিদর্শন সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনশ্চ, সারিপুত্র, ভিক্ষুর প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য : আমার দ্বারা কি বিদ্যা এবং বিমুক্তি সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে? যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন... সাক্ষাৎকৃত হয় নাই, তাহা হইলে... অবস্থান করা কর্তব্য।

সারিপুত্র, সুদূর অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তাঁহাদের পিণ্ডপাত (ভিক্ষায়) পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এইভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া পিণ্ডপাত পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুদূর অনাগতে... পরিশুদ্ধ করিবেন। বর্তমানে... পরিশুদ্ধ করেন। সারিপুত্র, তোমাদের এইরূপে পিণ্ডপাত শিক্ষণীয় : পর্যবেক্ষণ করিয়া পিণ্ডপাত পরিশুদ্ধ করিব। সারিপুত্র,... শিক্ষণীয়।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পিণ্ডপাত পারিশুদ্ধি সূত্র সমাপ্ত

১০. ইন্দ্রিয়-ভাবনা সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

এক সময় ভগবান কজঙ্গল সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন মুখেলুবনে। তখন পারাশরীয় অন্তেবাসী উত্তরনায়ক মাণবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশলাদি বিনিময় সমাপন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট উত্তর মাণবককে ভগবান বলিলেন, উত্তর, পারাশরীয় ব্রাহ্মণ কী শিষ্যদের নিকট ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন?

হে গৌতম, পারাশরীয় ব্রাহ্মণ শিষ্যদের নিকট ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন।

কিন্তু উত্তর, পারাশরীয় ব্রাহ্মণ যথাযথরূপে শিষ্যদের নিকট ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন?

হে গৌতম, 'কেহ চক্ষু দ্বারা রূপ দেখিবে না, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিবে না' এইরূপে পারাশরীয় ব্রাহ্মণ শিষ্যদের নিকট ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন।

উত্তর, এইরূপ হইলে পারাশরীয়ের কথানুযায়ী, অন্ধ হইবে ভাবিতইন্দ্রিয়, বধির হইবে ভাবিত-ইন্দ্রিয়। কারণ, অন্ধ চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিতে পারে না, বধির শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিতে পারে না।

এইরূপ কথিত হইলে পারাশরীয় অন্তেবাসী উত্তর মাণবক তূষ্ণীভূত, মঙ্কুভূত, অধোশির, অধোমুখ হইয়া চিন্তিতভাবে নির্বাক হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

তখন ভগবান... উত্তরকে তূষ্ণীভূত... নির্বাক জানিয়া আনন্দকে আহ্বান করিলেন, আনন্দ, পারাশরীয় ব্রাহ্মণ শিষ্যদের ইন্দ্রিয়ভাবনা সম্পর্কে অন্যরূপ দেশনা করেন, আর আর্যবিনয়ে অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা অন্যরকম।

ভগবান, ইহাই উপযুক্ত সময়, সুগত, ইহাই উপযুক্ত সময় যেন ভগবান অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন, ভগবানের নিকট শুনিয়া ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।

তাহা হইলে, আনন্দ, তোমরা মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করো, আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন :

আনন্দ, আর্যবিনয়ে অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা কিরূপ? এইস্থলে, আনন্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া ভিক্ষুর যাহা মনোজ্ঞ, যাহা অমনোজ্ঞ, যাহা মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ তাহা উৎপন্ন হয়। তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন : আমার মধ্যে

যাহা মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও স্থূল কারণে সমুৎপন্ন, ইহা শান্ত, ইহা প্রণীত যেমন এই উপেক্ষা। তাঁহার যাহা উৎপন্ন মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ তাহা নিরুদ্ধ হয়, উপেক্ষা সংস্থিত থাকে। যেমন, আনন্দ, চক্ষুষ্মান পুরুষ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নিমীলিত করে, নিমীলিত করিয়া উন্মীলিত করে, ঠিক এইরূপে আনন্দ, যাহার এইরূপ দ্রুত, এইরূপ ত্বরিতগতিতে, এইরূপ সহজে উৎপন্ন মনোজ্ঞ... তাহা যখন নিরুদ্ধ হয় তখন উপেক্ষা সংস্থিত হয়। আনন্দ, ইহা আর্য বিনয়ে চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা বলিয়া কথিত হয়।

পুনশ্চ, আনন্দ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া... উপেক্ষা সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ, কোনো বলবান পুরুষ সহজেই অঙ্গুলি স্ফোটন করিতে পারে, ঠিক এইরূপে... শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দে... কথিত হয়।

পুনশ্চ আনন্দ, ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া... সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ, অর্ধনমিত পদ্মপত্রে বারিবিন্দু পতিত হইয়া গড়াইয়া যায়, সংস্থিত হয়, ঠিক এইরূপে... কথিত হয়।

পুনশ্চ, আনন্দ, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া... সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ, বলবান পুরুষ জিহ্বাগ্রে সঞ্চিত ক্ষেড়পিণ্ড (থুথু) সহজেই বাহিরে নিক্ষেপ করিতে পারে। ঠিক এইরূপে... কথিত হয়।

পুনশ্চ, আনন্দ, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া... সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ, বলবান পুরুষ সঙ্কোচিত বাহুকে প্রসারিত করিতে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কোচিত করিতে পারে, ঠিক এইরূপে... কথিত হয়।

পুনশ্চ, আনন্দ, মন দ্বারা ধর্মকে জানিয়া... সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ, কোনো পুরুষ প্রতিদিবস সন্তপ্ত লৌহথালিতে দুইটি বা তিনটি বারিবিন্দু নিপাতিত করে, আনন্দ, যত আস্তেই উদকবিন্দু নিপাতিত হউক না কেন, তাহা দ্রুত পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ঠিক এইরূপে... সংস্থিত হয়। ইহা আর্য বিনয়ে মনোবিজ্ঞেয় ধর্মে অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে, আনন্দ,... ইন্দ্রিয়ভাবনা হয়।

আনন্দ, শৈক্ষ্য প্রতিপদ কিরূপ? আনন্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া ভিক্ষুর যাহা মনোজ্ঞ... উৎপন্ন... হেতু দুঃখিত হয়, রাগান্বিত হয় ও হতাশ হয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

আনন্দ, কিরূপে আর্য ভাবিত-ইন্দ্রিয় হয়? আনন্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ... উৎপন্ন হয়। যদি তিনি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন: "আমার প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া অবস্থান করেন। যদি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন:

অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী... অবস্থান করেন। যদি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন : "প্রতিকূল এবং অপ্রতিকূল এই উভয় বর্জন করিয়া স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞাত হইয়া উপেক্ষা-সহকারে আমার অবস্থান করা উচিত" এই চিন্তা করিয়া... অবস্থান করেন।

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ। আনন্দ, এইরূপে আর্য ভাবিত-ইন্দ্রিয় হন।

আনন্দ, এইরূপে আমি আর্য বিনয়ে অনুত্তর ইন্দ্রিয়-ভাবনা শৈক্ষ্য প্রতিপদ ও আর্যোচিত ভাবিত-ইন্দ্রিয় দেশনা করিয়াছি।

আনন্দ, শিষ্যদের প্রতি হিতৈষণা, অনুকম্পাবশত শাস্তার যাহা করণীয়, তাহা তোমাদের জন্য আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে। আনন্দ, এইগুলিই বৃক্ষমূল, এইগুলিই শূন্যাগার। আনন্দ, তোমরা ধ্যান করো, প্রমাদগ্রস্ত হইবে না, ইহাই তোমাদের প্রতি আমার অনুশাসন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ইন্দ্রিয়ভাবনা সূত্র সমাপ্ত

[সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় (তৃতীয় খণ্ড) সমাপ্ত]

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থার অর্থের উৎস মূলত শত শত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর মাসিক কিস্তিতে ১০০/- টাকা হারে প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান।

এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র

রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

E-mail: tpsocietybd@gmail.com